فتاوی قاسمیة

ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া

হাফেজ মাওলানা মুফতী শফী
মাওলানা মুফতী আবু সাঈদ
মাওলানা মুফতী এরশাদ খান

فتاوى قاسمية

ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া

(প্রথম খণ্ড)

আল জামি'আতুল ইসলামিয়া ফজলে খোদা দোহার, ঢাকা-এর দারুল ইফতা থেকে প্রদত্ত ঈমান-আক্বাইদ, ইবাদাত, মু'আমালাত, মু'আশারাত ও আখালাক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ফাতাওয়াসমূহের সুবিন্যস্ত সংকলন।

হাফেয মাওলানা মুফতী শফী
মাওলানা মুফতী আবু সাঈদ
মাওলানা মুফতী এরশাদ খাঁন

রেজাউল করিম
PDF

প্রকাশনায়

আশরাফিয়া বুক হাউজ

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৯১১০০৬৮০৬

প্রথম প্রকাশ : জুমাদাল উখরা-১৪৩৭ হি. মার্চ ২০১৬ ঈ.
সংস্কার মূলক প্রকাশ : রমজান ১৪৩৯ হি. মে ২০১৮ ঈ.

ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া (প্রথম খণ্ড)

হাফেয মাওলানা মুফতী শফী
মাওলানা মুফতী আবু সাঈদ
মাওলানা মুফতী এরশাদ খাঁন
সহযোগিতায়
১৪৩৬-৩৭ হিজরী/২০১৬ ঈসায়ী ও
১৪৩৭-৩৮ হিজরী/২০১৭ ঈসায়ী শিক্ষাবর্ষের
ইফতা বিভাগের ছাত্রবৃন্দ।

প্রকাশক : নজরুল ইসলাম

আশরাফিয়া বুক হাউজ

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

হাদিয়া : ৫০০ (পাঁচশত) টাকা মাত্র

উৎসর্গ

★ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.)

★ হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.)

★ শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)

★ মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)

★ আমীরে শরীআত হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুযুর (রহ.)

★ মুজাহিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা সৈয়দ ফয়জুর রহমান (রহ.)

★ মুহিউস্সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক (রহ.)

★ আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার (রহ.)

★ মুহাদ্দিসুল আসর হযরত মাওলানা হেদায়াতুল্লাহ (রহ.)

★ হাফিজুল হাদীস হযরত মাওলানা নূরুদ্দীন গওহরপুরী (রহ.)সহ

আরো অন্যান্য সেই সকল মহান পুরুষ যাদের মাধ্যমে আমাদের ইলমে জাহেরী ও ইলমে বাতেনীর সনদ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাদের সকলের দারাজাত বুলন্দীর কামনায় ॥

নিবেদক

আবু সাঈদ

সতর্কবাণী

এই গ্রন্থ ফাত্ওয়া দেওয়ার জন্য নয়; বরং সহীহ মাসআলা জেনে শুধু নিজে আমল করার জন্য। ফাত্ওয়ার জন্য অভিজ্ঞ মুফতীর শরণাপন্ন হওয়া জরুরী।

More Islamic pdf

https://t.me/islaMic_fdf

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ

সম্পাদনা পরিষদের কথা

আলহামদুলিল্লাহ্ মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ দয়া এবং অপার মেহেরবানীতে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার দোহারে অবস্থিত আল জামিআতুল ইসলামিয়া ফজলে খোদা-এর ফাতাওয়া বিভাগ থেকে বের হচ্ছে ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া। উক্ত জামিআর প্রতিষ্ঠাতা ওলীয়ে কামেল হযরত ক্বারী রজব আলী (রহ.)। পরবর্তীতে যার চেষ্ঠা ও মেহনতে জামিআর অভাবনীয় পরিবর্তন ও উন্নতি হয়েছে তিনি হলেন শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.)-এর শাগরেদ, ওলীয়ে কামেল আলহাজ্ব হযরত মাওলানা আবুল কাসেম চৌধুরী সাহেব (রহ.)। জামিআর মুখলিস আসাতেযায়ে কেরাম এবং হক ও ইনসাফের পতাকাবাহী দ্বীনী শিক্ষার যথার্থ প্রসারে আত্ম নিবেদিত একদল মর্দে মুজাহিদীনের সীমাহীন ত্যাগ, কুরবানী ও অক্লান্ত শ্রমের বদৌলতেই আজ জামিআ সর্বোচ্চ ক্লাস দাওরা-ইফতা পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং তালীম, তাবলীগ ও তাযকিয়াসহ দ্বীনের বিভিন্ন লাইনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

বিজাতীয় অপসংস্কৃতির বিষফল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা, দ্বীনি ইলম ও ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনকে সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসারের সুমহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এবং আসহাবে সুফ্ফার সেই মহান শিক্ষাকে পূনঃজাগরণের প্রত্যয় নিয়ে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবী (রহ.)-এর নেতৃত্বে একান্ত ইলহামী ডাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাঠি মোবারকের ইশারায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দারুল উলূম দেওবন্দ। বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের কওমী মাদরাসা নামে যতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সবগুলোই মদীনার সুফ্ফা মাদরাসার নমূনা এবং দারুল উলুম দেওবন্দের আদর্শের প্রতীক। আর সে মহান বুযূর্গ আল্লামা কাসেম

নানূতবী (রহ.)-এর নামে এই সংকলনের নাম রাখা হয়েছে ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া ॥

দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় শরয়ী সমস্যার সমাধানের সংকলন হলো ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া ॥ দেশের নানা প্রান্ত থেকে মুসলমান ভাই ও বোনেরা বিভিন্ন বিষয়ে লিখিত ও মৌখিক ইসলামী সমাধান জানার আবেদন করেছেন জামিআর ফাতাওয়া বিভাগে, যেগুলোর শরীয়তসম্মত সমাধান প্রদান ও ফাতাওয়া সম্পাদনার কাজ করেছেন জামিআর শাইখুল হাদীস ও মুফতী হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আবু সাঈদ সাহেব, দাওরা-ইফতা জামিআ রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মাদপুর, ঢাকা- (২০০১-২০০৩ ঈসায়ী সালে) ॥ অতঃপর এ ফাতওয়াগুলো এবং জামিআ রাহমানিয়ার দারুল ইফতায় অধ্যয়নকালীন মুফতী সাহেবের ফাতওয়াগুলোকে একত্রিত করে ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া নামে গ্রন্থাকারে বের করা হচ্ছে জনসাধারণের চাহিদা ও ব্যাপক উপকারার্থে, যার মধ্যে ঈমান-আকাইদ, ইবাদাত, মু'আমালাত (লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য), মু'আশারাত (সামাজিকতা, আচার-ব্যবহার), আখলাক (আত্মশুদ্ধি) তথা ইসলামের মূল ৫টি বিষয়ের সমন্বয় সাধিত হয়েছে এবং প্রতিটি সমাধানে একটি করে আরবী-উর্দু দলীলসহ কুরআনুল কারীম, হাদীস শরীফ ও ফিকহে হানাফীর নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে ব্যাপক প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে ॥

শ্রদ্ধেয় মুফতী সাহেবের উদ্যোগ ও সর্বাত্মক চেষ্টা-প্রচেষ্টায় আজ ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া আলোর মুখ দেখছে ॥ আর ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়ার নজরেছানী করেছেন জামিআর দুইজন সিনিয়র মুহাদ্দিস ও মুফতী হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ শফী সাহেব ও মাওলানা এরশাদ খান সাহেব ॥ আল্লাহ তাআলা উভয়কে জাযায়ে খায়ের দান করেন ॥ এক্ষেত্রে যারা সহযোগিতা করেছে তারা হলো জামিআর ১৪৩৬/৩৭ হিজরী শিক্ষাবর্ষের ফাতাওয়া বিভাগের এক ঝাঁক তরুণ আলেমে দ্বীন, আমরা তাদের সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি ॥ এছাড়া আরো যারা সহযোগীতা করেছেন এবং মনে-প্রাণে এর প্রকাশের জন্য দু'আ করেছেন, আমরা তাদের সকলের উত্তম বিনিময়ের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে নিবেদন করছি ॥

দ্বিতীয় খণ্ড প্রসঙ্গে: ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়ার প্রথম খণ্ড প্রকাশের সময় আশরাফিয়া বুক হাউজের স্বত্বাধীকারী জনাব নজরুল ইসলাম সাহেব শ্রদ্ধেয় মুফতী সাহেবের নিকট আরজী রাখলেন, ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়ার দ্বিতীয় খণ্ড লিখে দুই খণ্ডে সমাপ্ত করার জন্য, যাতে জন সাধারণ ব্যাপক উপকৃত হতে পারে। অপর দিকে ১৪৩৭-৩৮ হিজরী মোতাবেক ২০১৬-১৭ সালের শিক্ষা বর্ষের দারুল ইফতার ছাত্রবৃন্দ (যারা দেশের নামীদামী শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে দাওরা হাদীস সমাপ্ত করেছে) বার বার অনুরোধ জানাচ্ছিল এ বছরের ফাতাওয়াসহ ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়াকে নতুন আঙ্গীকে সাজিয়ে দুই খণ্ডে সমাপ্ত করার জন্য। তাই প্রয়োজনীয় সংস্কার করে আমরা ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়াকে পাঠক সমাজের সামনে পেশ করছি। আশাকরি মুসলিম জনসাধারণের দ্বীনি রাহনুমায়ীর ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদান রাখবে ইনশাআল্লাহ্। সময় ও শ্রম দিয়ে গ্রন্থটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে ১৪৩৭-৩৮ হিজরী শিক্ষা বর্ষের একদল নবীন মুফতী সহযোগীতা করেছে, আমরা তাদের প্রতি শুধু অকৃত্রিম শুকরিয়া জানিয়েই তাদের খাটো করছি না। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকবর্গের সমীপে অনুরোধ রইল, দরসী ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে স্বল্প সময়ে এ বৃহৎ কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে বিধায় ক্ষেত্রবিশেষে ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। কোন সচেতন পাঠকের নজরে এমন কিছু দৃষ্টিগোচর হলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদেরকে মুক্ত মনে অবগত করবেন। আমরা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনীর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহর দরবারে বিনীত ফরিয়াদ তিনি যেন আমাদের এ মেহনতটুকু কবুল করেন ও মাক্ববুলিয়াত দান করেন। এটাকে আমাদের পিতা-মাতা, আমাদের আসাতিযায়ে কিরাম ও আমাদের মাশায়েখে কেরাম এবং সকল পাঠক-পাঠিকার জন্য ইহ ও পরকালীন মুক্তির ও নাজাতের উসিলা বানিয়ে দেন এবং ক্ষমা করে দেন আমাদের ত্রুটিগুলো। তাকাব্বাল ইয়া রাব্বাল আলামীন। আমীন॥

বিনীত

ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়ার

সম্পাদনা পরিষদ

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالًا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا (بخارى جا ص۲۰ المكتبة الاشرفية)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযি.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে (শেষ যামানায়) আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের অন্তর থেকে ইলম টেনে বের করে উঠিয়ে নিবেন না; বরং আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নিবেন। এমনকি যখন দুনিয়ায় আর কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকজন মূর্খলোকদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের নিকট বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তারা ইলম ব্যতিতই ফাত্ওয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। (বুখারী-১/২০)

সূচীপত্র

বিষয় ——————————————→ পৃষ্ঠা

ফাতাওয়া ও ইসলামী আইন

ফাতওয়া প্রদানকারী সাহাবীদের স্তর

ঈমান-আক্বাইদ

তাওহীদ ও রিসালাত

শির্‌ক-বিদ'আত

শরীআতের দৃষ্টিতে ওরশের বিধান

বাতিল সম্প্রদায়

অপসংস্কৃতি

ত্বাহারাত/পবিত্রতা

পানি

অযু ও মিসওয়াক

গোসল

তায়াম্মুম

মাসেহ

মাযুর

হায়েয-নেফাস

নাজাসাত ও ইস্তেঞ্জা

সালাত/নামায

নামাযের সময়

আযান-ইকামত

নামাযের শর্তাবলী

নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব

ক্বিরাত ও তাজবীদ

ইমাম ও ইমামত

জামা'আত

নামায ভঙ্গের কারণসমূহ

নামাযের মাকরূহসমূহ

সিজদায়ে সাহু

সিজদায়ে তিলাওয়াত

মুনাজাত

মুদরিক-লাহেক-মাসবুক

বিত্‌র, সুন্নাত ও নফল নামায

অসুস্থ ও মাযুরের নামায

নামাযের কাযা, কাফ্ফারা ও ফিদয়া

মুসাফিরের নামায

তারাবীহ

জুমআ ও খুৎবা

ঈদাইন/দুই ঈদ

নামাযের বিবিধ মাসায়েল

জানাযার নামায

গোসল ও কাফন-দাফন

কবর ও যিয়ারত

যাকাত ও সদকা

যাকাতের নিসাব ও শর্তাবলী

যাকাত আদায়ের খাতসমূহ

যাকাতের বিবিধ মাসায়েল

সদকাতুল ফিত্‌র

উশর

রোযা

চাঁদ দেখা

রোযার নিয়তের মাসায়েল

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ

রোযার মাকরূহসমূহ

যে সমস্ত কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না

সাহরী ও ইফতার

রোযার কাযা-কাফ্ফারা ও ফিদয়া

রোযার বিবিধ মাসায়েল

ই'তেকাফ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ফাতাওয়া ও ইসলামী আইন

ফাতাওয়ার শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ

ফাতাওয়া (فَتَاوِي) শব্দটি ফাত্ওয়া (فَتْوِي),ফুত্ওয়া (فُتْوِي), ফুত্য়া (فُتْيَا) এর বহুবচন, কখনো ফাতায়ী (فَتَاوِي) বহুবচন হিসাবে ব্যবহার হয়।

ফাতওয়া শব্দের অর্থ রায়, ফায়সালা, সমাধান, মত, সিদ্ধান্ত, পরামর্শ ইত্যাদি। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلَؤُا أَفْتُونِيْ فِيْ أَمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ

সে বলল হে পরিষদবর্গ! আমাকে আমার কাজে ফাত্ওয়া দাও (পরামর্শ দাও, সমাধান দাও)। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। (সূরা নামল-৩২)

পরিভাষায় কোন ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরের সমাধান কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস তথা শরীয়ত অনুযায়ী দেওয়া। (সূরা নিসা- ১২৭)

ইতিহাসের পাতায় ফাতওয়া

ফাতওয়া প্রদান নতুন কোন জিনিস নয়। স্বয়ং আল্লাহ তাআলাও ফাতওয়া প্রদান করেছেন। কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় স্বয়ং আল্লাহ তাআলা নিজের মহান সত্তার সাথে ফাতওয়া শব্দটি সম্পৃক্ত করেছেন। ইরশাদ করেন–

ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن –

(হে নবী!) লোকে আপনার কাছে নারীদের ব্যাপারে শরীয়তের ফাতওয়া (বিধান) জিজ্ঞেস করে। বলে দিন আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে ফাতওয়া দিচ্ছেন, অর্থাৎ বিধান জানাচ্ছেন। (নিসা–১২৭)

অন্যত্র ইরশাদ করেন–

يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة

(হে নবী!) লোকে তোমার কাছে (কালালাহ সম্পর্কে) ফাতওয়া (বিধান) জিজ্ঞেস করে, বলে দাও আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' সম্পর্কে ফাতওয়া দিচ্ছেন (সূরা নিসা–১৭৬)

এসব আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজের মহান সত্তার সাথে ফাতওয়া প্রদানের বিষয়টিকে সম্পৃক্ত করেছেন, এর থেকে বিষয়টির গুরুত্ব অনুমান করা যায়। আর এটা এই বিভাগের গুরুত্ব ও মাহাত্মের সবচেয়ে বড় সনদও বটে। যিনি এই মর্যাদাপূর্ণ মহান পদের অধিকারী তাকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে তিনি কত বড় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত এবং তাকে কি করতে হবে, কেমন হতে হবে?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ফাতওয়া

কোরআন-হাদীস ও ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় ফাতওয়া প্রদান নতুন কিছু নয়। ফাতওয়া প্রদানের ধারাবাহিকতা স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে আরম্ভ হয়ে অদ্যাবধি চলমান এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ চলমান থাকবে। যমানায়ে নবুওয়াতে সাহাবায়ে কেরাম যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সামনে ব্যক্ত করা হত। তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই সমস্যার সমাধান দুটির যে কোন একটির মাধ্যমে প্রদান করতেন। এক, সরাসরি ওহীর মাধ্যমে। দুই ইজতিহাদ করে। এমতাবস্থায় কখনো ওহীর মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইজতিহাদের সমর্থন করা হত। কখনো ইজতিহাদের খেলাফ ওহী অবতীর্ণ হত। যেমন, বদর যুদ্ধের বন্দিদের ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্ত। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

ويسا لو نك عن الروح قل الروح من أمرربي وماأو تيتم من العلم الاقليل

তারা আপনাকে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দিন রুহ আমার রবের হুকুমঘটিত। তোমাদেরকে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তা সামান্য মাত্র।

(সূরা বনী ইসরাঈল– ৮৫)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

يسألونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج ـ

লোকে আপনার কাছে নতুন মাসের চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, এটা মানুষের কাজ কর্মের এবং হজ্বের সময় নির্ধারণ করার জন্য।

(সূরা বাকারা–১৮৯)

আরো ইরশাদ হচ্ছে–

ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ـ

তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন আমি তার কিছু বৃত্তান্ত পড়ে শোনাচ্ছি। (সূরা কাহাফ–৮৩)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

ويسألونك عن الحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ـ

তারা আপনাকে ঋতুবর্তী মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন তোমরা ঋতু অবস্থায় মহিলাদের সাথে সহবাস ত্যাগ কর। (সূরা বাকারা-২২২)

আরো ইরশাদ হচ্ছে–

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ـ

তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, এবং বলে দিন তাতে সামান্য উপকারের সাথে অনেক বড়গুনাহ রয়েছে উপকারের চেয়ে গুনাহটাই বড়।

(সূরা বাকারা-২১৯)

সাহাবীদের যুগে ফাতওয়া

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর ফাতওয়া প্রদানের এই গুরুদায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেন সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.)। যাদের সংখ্যা ১৩০ থেকে সামান্য বেশি।

ফাতওয়া প্রদানকারী সাহাবীদের স্তর

ফাতওয়া প্রদানকারী সাহাবাদেরকে তিন স্তরে বিন্যস্ত করা যায়।

প্রথম স্তর— المكثرون

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে যারা অত্যাধিক বেশি ফাতওয়া প্রদান করেছেন। তাদের সংখ্যা মাত্র ৭ জন। তারা হলেন– (১) আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.) (২) খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রাযি.) (৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) (৪) উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযি.) (৫) হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রাযি.) (৬) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) এবং (৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযি.)। হযরত ইবনে হাযম রহ. বলেন– তাদের প্রত্যেকের ফাতাওয়াসমূহ পৃথক পৃথক একত্রিত করা হলে বড় কিতাবে পরিণত হবে।

দ্বিতীয় স্তর— المتوسطون

ফাতওয়া প্রদানকারী সাহাবাদের মধ্যে দ্বিতীয় স্তরে হলেন যারা প্রথম স্তরের তুলনায় কম ফাতওয়া প্রদান করেছেন। তাঁদের সংখ্যা প্রায় ২০ জন। তারা হলেন খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) উম্মে সালামা, আনাস ইবনে মালেক, আবু সাঈদ খুদরী, আবু হুরায়রা, উসমান, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়ের, আবু মুসা আশআরী, সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, সালমান ফারসী, মুআয ইবনে জাবাল, ত্বালহা, যোবায়ের, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, ইমরান ইবনে হুসাইন, উবাদাহ ইবনে সামেত, আবু বাকরা ও মুআবিআ ইবনে আবী সুফিয়ান রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

তৃতীয় স্তর— المقلون

ফাতওয়া প্রদানকারী সাহাবাদের তৃতীয় স্তরে তাঁরা যারা নেহায়েত কম ফাতওয়া প্রদান করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের ফাতওয়ার সংখ্যা বড় জোর দু-একটি বা এর সামান্য বেশি। তাদের সকলের ফাতওয়া কিতাবের আকারে রূপ দিলে ছোট এক খন্ড হতে পারে। এই স্তরের সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

হযরত আবুদ দারদা, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, সাঈদ ইবনে যায়েদ, হাসান, হুসাইন, নু'মান ইবনে বশীর, উবাই ইবনে কা'ব, আবু আইয়ূব আনসারী, আবু ত্বালহা, আবু যর গিফারী, উসামা ইবনে যায়েদ, বারা ইবনে আযেব, উম্মুল মুমিনীন হাফসা, উম্মে হাবিবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবীগণ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝে আসে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ইন্তিকালের পর সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের অন্যান্য শাখার ন্যায় ফাতওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ ও অতীব প্রয়োজনীয় দায়িত্ব সুচারুরূপে আদায় করেন, যার ধারাবাহিকতা অদ্যাবধি চলমান।

তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনের যুগে ফাতওয়া

সাহাবায়ে কেরামের পর ফাতওয়া প্রদানের দায়িত্ব অর্পিত হয় তাদের হাতে গড়া ছাত্র তাবেঈনের কাঁধে। এরপর তাদের ছাত্র তাবেতাবেঈনের কাঁধে, তাদের এই খেদমত বিভিন্ন শহরকেন্দ্রিক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ফাতওয়া ও ফিক্‌হের প্রয়োজনীয়তা

ইসলামে ফিক্‌হের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কুরআন-সুন্নাহের পরই ফিক্‌হের স্থান। শামী গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ রয়েছে যে, ফিক্‌হ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর জীবন। ফিক্‌হ ব্যতিত এ উম্মতের জীবন বেঁচে থাকতে পারে না। কেননা হালাল হারাম বর্ণনার কেন্দ্র ভূমিই হচ্ছে এই ফিক্‌হ। (শামী-১/২২)

প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা কাশ্মীরী (রহ.) বলেছেন, কুরআন বুঝা হাদীস বুঝার উপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে হাদীস বুঝাও ফিক্‌হ বুঝার উপর নির্ভরশীল। এ কারণেই ওহী নাযিল হওয়ার যমানাই কুরআন মাজীদে ফিক্‌হ হাসিলের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এমনিভাবে হাদীসের মধ্যেও এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবৃত হয়েছে। দরসে নববী থেকে তালীম প্রাপ্ত হয়ে সাহাবায়ে কেরামও ফিক্‌হ চর্চা এবং ইজতিহাদ করেছেন। হাদীসের কিতাবসমূহে এর বহু নজীর বিদ্যমান রয়েছে।

ফাত্‌ওয়া মানে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস। যুগে যুগে ক্ষণে ক্ষণে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয় সে গুলোর শরীয়ত সম্মত সমাধানই ফাতওয়া। একজন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে

হয়। সামাজিক জীবন থেকে নিয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত মানুষের সমস্যা অন্তহীন। এসবের আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল ﷺ নির্দেশিত বিশুদ্ধ ও যথার্থ বিধানই ফাতওয়া। এই ফাতাওয়া ছাড়া একজন ঈমানদার যে ইসলামকে নিজের জীবন বিধান বানিয়ে নিয়েছে, জীবনের চাওয়া পাওয়া হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে, মুহূর্তের জন্যও সে সফলতা অর্জন করতে পারেনা। এবং কোন ক্রমেই ফাতওয়ার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারে না। ঈমান, আকীদা, ইবাদত, মু'আমালাত, মু'আশারাত, লেন-দেন, চাল-চলন, চরিত্র গঠন মোট কথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ফাতওয়ার দিক-নির্দেশনা এবং পথপ্রদর্শনী এক অনন্য অপরিহার্য বিষয়।

মুসলমান মাত্রই নিজের যাবতীয় কার্যক্রম কুরআন-হাদীসের নির্দেশিত পথে পরিচালিত করতে আগ্রহী। কিন্তু তারা নিজের কর্মময় জীবন নিয়ে এত ব্যস্ত যে প্রত্যেকের জন্য তার নিজ নিজ সমস্যার শরয়ী সমাধান কুরআন-হাদীস থেকে গবেষনা চালিয়ে উদঘাটন করা এক দুরুহ ব্যাপার। এজন্য প্রয়োজন দেখা দেয় শরীয়তে ইসলাম তথা কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ তাদের দারস্থ হয়ে এ ব্যাপারে ফাতওয়া গ্রহণ করা। আর একথা বাস্তব সত্য যে, ফাতওয়া আকারে প্রদান করা মাসআলা মাসাইল ও বিধি-বিধানের ভিত্তি মূলত কোরআন সুন্নাহ। ইজমা কিয়াসও কোরআন সুন্নাহর ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আর এটা কারো কাছে অস্পষ্ট নয় যে, কোরআন-সুন্নাহে বিশেষ পদ্ধতিতে বিধি-বিধানের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। আবার এ বিষয়টিও কারো অজানা নয় যে সর্বযুগের সমস্যা, পরিস্থিতির ও প্রেক্ষাপট পরিবর্তনশীল। ফলে সর্ব সাধারণের পক্ষে পরিবর্তনশীল নিত্য নতুন সমস্যার সমাধান কোরআন ও সুন্নাহ থেকে উদ্‌ঘাটন করা কল্পনাতীত দুষ্কর।

অতএব বিবেকের দাবিও এটাই যে কোরআন-সুন্নাহে পারদর্শী, মুত্তাকী ও পরহেজগার নির্ভরযোগ্য একদল আলেম সমাজ থাকবেন। যারা শরীয়তের মূলনীতির আলোকে মুসলমানদের সমসাময়িক সমস্যা এবং অন্যান্য বিষয়ের সমাধান উদ্‌ঘাটন করবেন। উদ্‌ঘাটিত এসব মাসলা মাসায়েল এবং বিধি-বিধানের সম্ভারকেই ফাতওয়া নাম করণ করা হয়। ইসলামের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ফাতওয়ার প্রয়োজনীয়তা ছিল, আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। কেউ চাইলেই এটাকে বন্ধ করে দিতে পারবে না, কারণ ফাতওয়ার বিধান আল্লাহ ও তার রাসূল ﷺ-এর প্রদত্ত বিধান। আর আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর বিধানের বিরোধিতা করে আদৌ সফল হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং ইরশাদ করেন-

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ

তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তার নূরের পূর্ণতা দান করবেন। (সূরা তাওবা-৩২)

ফাত্ওয়া ও রায়ের মধ্যে পার্থক্য

যিনি ফাত্ওয়া দেন তাকে পরিভাষায় মুফতী বলা হয়। বিচারকের রায়কেও ফাত্ওয়া বলা হয়। তবে মুফতীর ফাত্ওয়া ও বিচারকের রায়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যথা-

ক. ফাত্ওয়া শরীয়তের হুকুম বর্ণনা করাকে বলা হয়, চাই তা জায়েয সম্পর্কে হোক বা না জায়েয, মুস্তাহাব হোক বা ওয়াজিব, ফরজ কিংবা হারাম। এ ব্যাপারে প্রশ্নকারীর আমল করাটা বাধ্যতামূলক থাকে না। পক্ষান্তরে বিচারকের রায় এর বিপরীত। বিচারকের রায় মানা বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে। অন্যথায় শাস্তির বিধান রয়েছে।

খ. ফাত্ওয়ার ভিত্তি হলো প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উপর। মুফতী সাহেব প্রশ্ন দেখে সমাধান দিবেন। প্রশ্নের বিষয়টি কি সত্য না অসত্য তা প্রমানাদি দ্বারা যাচাই করা মুফতী সাহেবের কাজ নয়। পক্ষান্তরে বিচারক এর বিপরীত। তার বাস্তবতা উদঘাটন করে সমাধান দিতে হয়।

গ. ফাত্ওয়া ওয়াজিব, হারাম, নফল, মুস্তাহাব, মাকরূহ,মুবাহ, বৈধ, অবৈধ সর্বক্ষেত্রে দেয়া হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বিচারকের রায় নফল ও মাকরূহে তানযীহীর ক্ষেত্রে হয় না। কেননা এ গুলোর ক্ষেত্রে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা যায় চাপিয়ে বাধ্য করা যায় না।

ঘ. ফাত্ওয়া শুধু ফিক্হ তথা ইসলামী আইনের মধ্যে সিমাবদ্ধ নয় বরং আকীদা ও ইবাদতের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে রায় শুধু ইসলামী আইন তথা ফিক্হের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আকীদা ও ইবাদতের ক্ষেত্রে রায় ফিক্হের অনুগামী হয়ে থাকে।

ঙ. বিচারকের রায় সশব্দে পাঠ করতে হয়। আর ফাতওয়া কাজে-কর্মে ইশারা ইঙ্গিতে লিখিত এবং মুখেও প্রদান করা হয়।

ইসলামী ফাতওয়ার কার্যকারিতা ও প্রভাব

রাষ্ট্র ইসলামী হোক আর অনৈসলামীক হোক মুসলমানের জন্য ফাতওয়ার বিকল্প নেই। তবে রাষ্ট্র ইসলামী হলে ফাতওয়া প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব সরকারের উপর। আর রাষ্ট্র ইসলামী না হলে দন্ডবিধি বাস্তবায়ন মুফতির দায়িত্ব নয়। মুফতি সাহেব শুধু সমাধান দিতে পারবেন। কার্যকারিতা নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপর। জনগণ তা গ্রহণ করে নিলে আলহামদুলিল্লাহ ভাল।

যেমন : ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ দখলদারিত্বের সময় হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.) ইংরেজ কবলিত ভারত উপমহাদেশকে দারুল হারব (শত্রু-কবলিত রাষ্ট্র) বলে ফাতওয়া প্রদান করেছিলেন। এবার হয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে না হয় দেশ ছেড়ে

হিজরত করতে হবে। এ ফাতওয়া পাওয়ার সাথে সাথে ইংরেজদের জুলুমের ভারে, ন্যায্য জনগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে ইংরেজ জাতি এদেশ থেকে লেজ গুটিয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। যুগে যুগে এ ধরনের ফাতওয়ার প্রভাব ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। মুসলমানদের ফাতওয়ার এ প্রভাবের কারণেই তো এটি ইসলাম বিদ্বেষী মহলের পথের কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলমানের অস্তিত্ব টিকে থাকা পর্যন্ত এ ফাতওয়া কারও চক্রান্তই পৃথিবীতে সফল হবে না, ইনশাআল্লাহ।

ফাতওয়ার অপব্যবহার, কিছু বিভ্রান্তি, উত্তরণের উপায়

ফাতওয়া প্রদান কোন খেল-তামাশা ঠাট্টা-বিদ্রুপের বিষয় নয়, এটা কোন উর্বর মস্তিষ্কের আবিষ্কার বা কল্পিত গল্পও নয়। এটা আল্লাহ প্রদত্ত আইন। যা কেবল কোরআন, হাদীস, ফিক্হের উপর ব্যুৎপত্তি অর্জনকারীরাই প্রদান করতে পারেন। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হল, ফাতওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিছু মানুষের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে। তাদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসার আগেই যেন উত্তর প্রস্তুত করা থাকে। প্রশ্ন করা মাত্রই নিজের বুঝ অনুযায়ী উত্তর দিয়ে দেন। ফলে নানা ভুল, মাসআলার ছড়াছড়ি। আবার অনেকেই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের শক্ত মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এ ফাতওয়াকে এবং কিনে নিয়েছে দুনিয়ালোভী কিছু আধা মৌলভীকে।

তারাই হলো ওলামায়ে 'সু'। তথাকথিত আধুনিক বহু বিজ্ঞজনদেরকে দেখা যায়, টিভির পর্দায় বা রেডিওতে বসে সরাসরি প্রশ্নোত্তর করছেন। আসমান-জমিনে এমন কোন প্রশ্ন নেই– যা তারা জানে না। অথচ ইসলামের জ্ঞানের প্রাণ পুরুষ ইমাম আযম আবু হানিফা (রাহ.) মাসআলা সমাধান করতে ৪০ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ড তৈরি করেছিলেন। আইম্মায়ে কেরাম শত শত মাসআলায় প্রশ্নকারীর মুখের উপর বলে দিয়েছেন আমার জানা নেই' আধা মৌলভীদের এ ফাতওয়া খেলাকে পুঁজি করে এক শ্রেণির ইসলাম বিদ্বেষী লোকেরা ফাতওয়া বিরোধী অবস্থান নিয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা পঞ্চায়েত বা মাতব্বরদের যিনা তালাক নিয়ে ভুল সিদ্ধান্তগুলোকে ফাতওয়া বলে চালিয়ে দেয়ার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। কোন এলাকার পঞ্চায়েত কর্তৃক যিনাকারীদের সামাজিক শাস্তিকে ফাতওয়া বলে হৈ চৈ সৃষ্টি করেছে। আবিষ্কার করেছে ফাতওয়াবাজি ধরনের বিভিন্ন পরিভাষা। তাই এ ব্যাপারে অভিজ্ঞ মুফতিসহ সাধারণ মুসলমানদেরকেও সতর্ক হতে হবে। যেন কোন লোক অনভিজ্ঞ মৌলভীদের কাছে ফাতওয়া না চায়। আর কোন আলেম যেন যথাসাধ্য যাচাইবাছাই না করে কোন সমাধান না করে। ফাতওয়া বিদ্বেষীদের অপতৎপরতা বানচাল করতে গণমাধ্যমে ফাতওয়ার সঠিক চিত্র তুলে ধরা ও সঠিক ফাতওয়া প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করা অপরিহার্য। পরিশেষে অযোগ্য

মুফতী ও গবেষকদের পরিণতি শরীয়তের দৃষ্টিতে কি হতে পারে? তার কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন–

من قال علی مالم اقل فليتبوا مقعده من النار۔

'আমি যা বলিনি এমন কথা আমি বলেছি বলে যে ব্যক্তি চালিয়ে দিবে, তার ঠিকানা জাহান্নাম। (আবু দাউদ হা. ৮০)

অপর হাদীসে ইরশাদ করেন–

من أفتی بغیر علم كان اثمه علی من افتاه

যে ব্যক্তি ইল্‌ম অর্জন ছাড়া ফাতওয়া প্রদান করবে এর গুনাহের দায়ভার ফাতওয়া প্রদানকারীর উপরই বর্তাবে। (আবু দাউদ হা. ৩৬৫৭)

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেন,

من افتی بفتیا غیر ثبت فإنما اثمه علی من افتاه

ইল্‌মের অধিকারী না হয়েও যে ব্যক্তি ফাতওয়া প্রদান করবে, গুনাহের দায়ভার তাকেই বহন করতে হবে। (ইবনে মাজাহ হা. ৫৩)

আরও ইরশাদ করেন–

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلماء حتی اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رء وسا جهالا فسئلو ا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔

আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তর থেকে জোরপূর্বক ইলম উঠিয়ে নিবেন না। বরং প্রকৃত আলেমদের দুনিয়া ত্যাগ করার সাথে সাথে ইলমও উঠে যেতে থাকবে। একটি সময় এমন আসবে, যখন বিজ্ঞ কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খদেরকে নিজেদের রাহবার হিসেবে গ্রহণ করবে এবং তাদেরকে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে। তখন তারা অযোগ্য, মূর্খ এবং ধর্মীয় জ্ঞান না রাখা সত্ত্বেও সে সব প্রশ্নের উত্তর দিবে। এভাবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। (বুখারী হা. ১০০ মুসলিম হা. ২৬৭৩)

মুফতী হওয়ার শর্তাবলী ও যোগ্যতা-

ফাত্‌ওয়ার এই মহান দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শর্ত রয়েছে। ফুকাহায়ে কেরামগণ মুফতী হওয়ার জন্য ১৫টি শর্ত উল্লেখ করেছেন। ১। মুসলমান হওয়া ২। বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া ৩। বালেগ হওয়া ৪। আলেম হওয়া ৫। গুনাহ এবং অশ্লীল কাজ থেকে পরিপূর্ণ ভাবে বিরত থাকা ৬। অসৎ চরিত্র এবং মানবতাহীন না হওয়া ৭। বিচক্ষণ, চৌকান্ন ও সুস্থ মস্তিস্কের অধিকারী হওয়া ৮। মুত্তাকী ও পরহেযগার হওয়া ৯। ধার্মিকতায় প্রসিদ্ধি লাভ

করা ১০। ফিক্‌হ বিষয়ে অনুশীলনকারী ও পারদর্শী হওয়া ১১। ন্যায়পরায়ণ হওয়া ১২। আলেম সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা থাকা ১৩। ফিক্‌হের নীতিমালা এবং স্বীয় যুগের প্রথা ও অবস্থা জানা থাকা ১৪। অভিজ্ঞ মুফতীর অধীনে থেকে ইল্‌মে ফিক্‌হের পাণ্ডিত্য অর্জন করা ১৫। ইজতেহাদ করার যোগ্যতা থাকা। (উসূলুল ইফতা ৫২, কিফায়াতুল মুফতী ১/৫২)

মুফতীর জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত কি?

মুতাকাদ্দিমীন ফুকাহায়ে কেরাম বলেন মুফতীর জন্য ইজতেহাদ করার যোগ্যতা থাকা জরুরী। মুফতীয়ে মুকাল্লিদের জন্য অপরকে ফাতওয়া দেয়া বৈধ নয়। তবে সে নিজে আমল করতে পারবে। কিন্তু পরবর্তী জামানায় মুজতাহীদের স্বল্পতা ও অবিদ্যমান হওয়ার দরুন ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে অবকাশ রেখেছেন। এবং মুফতীয়ে মুকাল্লিদের জন্য কোন নির্দিষ্ট মুজতাহিদের মাযহাবের ভিত্তিতে ফাতওয়া দেওয়াকে স্বীকৃত দেন।

আল্লামা আবূ মুহাম্মদ জুয়াইনি (রহ.) তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে আবূ বকর কফ্‌ফাল মারওয়াজী (রহ.) এর সূত্র দিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুজতাহিদের মাযহাব ও দলীল আয়ত্ব করল তার জন্য ফাতওয়া দেয়া জায়েয আছে। আল্লামা ইবনে কাইয়িম (রহ.) বলেন মুকাল্লিদের জন্য প্রয়োজনের সময় এবং মুজতাহিদ না থাকাবস্থায় ফাত্‌ওয়া দেয়া জায়েয আছে।

আল্লামা ইবনে দাকিকুল ঈদ (রহ.) বলেন ফাতওয়া শুধু মুজতাহিদের উপর সীমাবদ্ধ করে দেয়া মানুষকে মহাসংকটে ও গভীর খাদে ফেলে দেওয়ার নামান্তর। গ্রহণযোগ্য মত হলো মুফতীয়ে মুকাল্লিদ যদি ন্যায় পরায়ণ হন এবং মুজতাহিদ ইমামের উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হন তাহলে তার জন্য অপরকে ফাতওয়া প্রদান করা জায়েয হবে। এই হিসাবে নয় যে তিনি প্রকৃত পক্ষে মুফতী বরং এই হিসাবে যে তিনি কোন মুজতাহিদ ইমামের কথা বা ফাতওয়া নকলকারী।

যোগ্যকে খুঁজে বের করতে হবে

বাহ্যিক বেশভুষা দেখে যোগ্যতা নির্ণয় করা যায় না। যোগ্যকে খুঁজে বের করতে হবে। ইবনে সীরীন (রাহ.) খুবই সুন্দর বলেছেন, ইলমের অপর নাম দ্বীন। অতএব কারো কাছ থেকে দ্বীনি বিষয়ে জানতে চাও, একটু পরখ করে দেখে নিও। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম ১/১৪) এ বিষয়ে খতীব বাগদাদী (রাহ.) এর দিকনির্দেশনা চমৎকার। তিনি বলেন, ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব হল মুফতীদের সার্বিক দিকগুলো নিখুঁতভাবে নিরীক্ষা করা। বিচার-বিশ্লেষণের পর যে ফাতওয়া প্রদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তাকেই ফাতওয়া প্রদানের জন্য মনোনীত করা, আর যে অযোগ্য প্রমাণিত হবে তাকে বারণ করা। অন্যথায় শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে বলে হুমকি প্রদান করা। আর যোগ্য চিনার উপায় হল

সমকালীন ফক্বীহ উলামায়ে কেরামের সাথে মত বিনিময় করা এবং নির্ভরযোগ্যদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে তদানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ-২/৩২৪)

ইমাম মালেক (রাহ.) বলেন, ৭০ জন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে যোগ্য বলে সনদ দেননি, আমি ফাতওয়া প্রদান করেনি। (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ–২/৩২৫)

তিনি আরো বলেন, আমি ফাতওয়া প্রদান শুরু করার আগে আমার চেয়ে বড় আলেমকে জিজ্ঞেস করেছি তিনি আমাকে ফাতওয়া প্রদানের যোগ্য ভাবেন কি না? (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/৩২৫)

তিনি আরো বলেন, কেউ নিজেকে যোগ্য ভাবার আগে বড়কে জিজ্ঞেস করা উচিৎ, সে যোগ্য কিনা? (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/৩২৫)

বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় যখন দেখা যায়, সহীহ-শুদ্ধভাবে কোরআনের একটি আয়াত পড়তেও অক্ষম ব্যক্তিরা ফাতওয়া প্রদান, ধর্মীয় বিষয়ে লেকচার এবং বিচার-বিশ্লেষণে মহা ব্যস্ত। হায়রে নির্বোধ! কার স্বার্থে তোমার এত সব আয়োজন, আল্লাহকে ভয় করো!

ফিকাহ্ শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর অবস্থান ও অবদান

প্রসিদ্ধ যে চার মাযহাব রয়েছে তার মধ্যে তার মাযহাব বা ফিক্হে হানাফীর অনুসারীই সর্বাধিক ও উচ্চ আসনে সমাসীন। ইমাম আযম আবূ হানীফা নুমান বিন সাবেত (রহ.) হলেন এ মাযহাবের প্রবর্তক। তার নামানুসারে এ মাযহাবের সর্বাধিক সমাদৃত। এ মাযহাব অধিক ভাবে প্রসার লাভ করার কারণ হলো, যে এ মাযহাবের প্রবক্তা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ছিলেন মুজতাহিদ কুল শিরোমণী। সর্বোপরি অনেক মুজতাহিদ নিজে মাযহাব প্রবর্তন না করে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর মাযহাবের অনুসরণ করেছেন। এটি ও এ মাজহাবের প্রসার ও প্রচারের অন্যতম কারণ।

যে সমস্ত প্রসিদ্ধ মুজতাহিদ ফুকাহায়ে কেরাম রয়েছেন তাদের চেয়ে ইমাম আবূ হানীফা যুগ ও যোগ্যতা ইত্যাদি সর্বদিক দিয়ে অগ্রগামী ছিলেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অন্যান্য অধিকাংশ মুজতাহিদ ফুকাহায়ে কেরাম তার ফয়েয প্রাপ্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন সবার শ্রেষ্ঠ ও বর্ষীয়ান। কারণ ইমাম মালেক (রহ.) ইমাম আবূ হানীফার সম-সাময়িক। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) থেকে পনের বছরের ছোট ছিলেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও আবূ ইউসুফ (রহ.) থেকে ইস্তেফাদা অর্জন করেছিলেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম মালেক ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) এর ছাত্র ছিলেন। আর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর ছাত্র ছিলেন। এই হিসাবে সব ইমামের শিক্ষার ধারা

ইমাম আবূ হানীফা পর্যন্ত পৌছে। আর তাবেয়ী হওয়ার সৌভাগ্যও ইমাম আবূ হানীফা (রহ)-এর রয়েছে। যা অন্যান্য ইমাম থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীয়মান হয়। তাইতো ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন লোকেরা ফিক্‌হের ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (রহ.) এর শীষ্য ও পরিবারবর্গ তূল্য।

উল্লেখ যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর পূর্ববর্তী যুগে ফিক্‌হ কোন স্বতন্ত্র ও বিন্যস্ত শাস্ত্র হিসাবে ছিল না। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেছেন, সমগ্র মানব জাতি ফিক্‌হের ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফার এর সন্তান সমতুল্য।

(আসরূল ফিক্‌হুল ইসলামী-২২৩)

আল্লামা মুওয়াফ্‌ফিক (রহ.) বলেন, হযরত ইমাম আবূ হানীফাই (রহ.) সর্ব প্রথম এই শরীয়তের ইলম তথা ইলমে ফিক্‌হ সংকলন করেন। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ফকীহদের কেহই তাকে পিছনে ফেলতে সক্ষম হয়নি।

(মানাকিবে মুওয়াফ্‌ফিক ২/১৩৬)

হযরত ইমাম সুয়ূতী (রহ.) বলেন, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সর্ব প্রথম এই শরীয়তের ইলম তথা ইলমে ফিকাহ সংকলন এবং তা অধ্যায় হিসাবে বিন্যস্ত করেন। তারপর এ পথে তার অনুসরণ করেন হযরত ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহ.), ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কে কেউ এ বিষয়ে পিছনে ফেলতে সক্ষম হয়নি।

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (রহ.) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-ই সর্ব প্রথম ইলমে ফিক্‌হ সংকলন করেন। এবং একে অধ্যায় হিসাবে বিন্যস্ত করেন। আর বর্তমানে ফিক্‌হ যেভাবে আছে তিনিই এভাবে লেখার ব্যবস্থা করেন। (তাবয়ীযুছ ছহীফা-৩৬, আল খাইরাতুল হিসান-২৮, আসাতুত তাশরী-২২৪)

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সকল সমস্যার সমাধান কল্পে দীর্ঘ বাইশ বছর পর্যন্ত এ ব্যাপারে সাধনা করেন। এবং তার সুযোগ্য ও বিশিষ্ট ছাত্রদের নিয়ে চল্লিশ সদস্যের একটি ফিক্‌হী বোর্ড গঠন করে কুরআন, হাদীস, ইজমায়ে সাহাবা, ফাতাওয়ায়ে সাহাবা এবং কিয়াসের মাধ্যমে ব্যাপক গবেষণা করে বিষয় ভিত্তিক ভাবে ফিক্‌হের এক বিশাল ভাণ্ডার গড়ে তোলেন। যা ইলমে ফিক্‌হ নামে পরিচিত ও সুবিদিত।

ইমাম ত্বাহাবী (রহ.) বর্ণনা করেন যে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর ফিক্‌হী বোর্ডের সদস্য সংখ্যা চল্লিশ ছিল। এ মজলিসে সর্ব সম্মত ভাবে যা সিদ্ধান্ত হতো তাই লিপিবদ্ধ করা হতো। তাদের মাঝে একজনও যদি ভিন্ন মত পোষণ করতেন তাহলে তিন দিন পর্যন্ত (কখনো কখনো এক মাসেরও বেশী) সে বিষয়ের উপর আলোচনা হতো। এর পর ঐক্যমতে পৌঁছলে তা লিপিবদ্ধ করা হতো। কাজেই বলা যায় যে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) প্রতিষ্ঠিত এ ফিক্‌হী বোর্ডের তত্ত্বাবধানে যে সব মাসায়েল লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা কারো

ব্যক্তিমত ফিক্‌হ ছিল না। বরং মুলত ; এ ছিল পরামর্শ ভিত্তিক রচিত ও সংকলিত ফিক্‌হ। যদিও মজলিসের দিকে সম্বোধন করে আমরা এর তাকলীদ করাকেও তাকলীদে শাখসী হিসাবে অভিহিত করে থাকি। (সীরাতুন নুমান-১৬৪) বাইশ বছর পর্যন্ত অক্লান্ত সাধনা ও গবেষণার ফলে এ ফিক্‌হী বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ৮৩ হাজার মাস'আলা সংকলিত ও সন্নিবেশিত হয়। এরপরও মাস'আলার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। অবশেষে ফিক্‌হে হানাফীতে মাসায়েলের সংখ্যা পাচ লক্ষে পৌঁছে। আল্লামা খাওয়ারিযমী (রহ.) স্বীয় গ্রন্থে বলেন বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর উদ্ভাবিত ও লিপিবদ্ধ মাসায়েলের সংখ্যা পাঁচ লক্ষে গিয়ে পৌঁছেছে। তাঁর ও তাঁর ছাত্রদের গ্রন্থরাজি এর প্রমাণ বহন করে।

আল্লামা ইবনে হযম উন্দুলুসী (রহ.) বলেন ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় রাষ্ট্রীয় সহায়তায় দু'টি মাযহাব গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচ্য অঞ্চলে হানাফী মাযহাব, আর উন্দুলুসে মালেকী মাযহাব।

ফাতওয়া প্রদানে সতর্কতা

ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া একটি ফাতাওয়া সংকলন। এই সংকলন দ্বারা উদ্দেশ্য শরীআতের নিয়ম-নীতি জেনে সে মুতাবিক আমল করা। এটা ফাতওয়া দেওয়ার জন্য নয়। এটি অধ্যয়ন করে কেউ যেন ফাতওয়া প্রদান না করে। ফাতওয়া প্রদানের জন্য শুধু দুই একটি বাংলা গ্রন্থ এবং আরবী কিতাবাদী অধ্যয়ন করাই যথেষ্ট নয়। কেননা ফাতওয়া হচ্ছে মুসলিম জীবনের জন্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অতএব যিনি ফাতওয়া দেবেন তার জন্য কিছু শর্তাবলী ও নিয়ম-নীতি রয়েছে। ফাতওয়া দিতে হলে ইসলামী আইন বিষয়ে পারদর্শী হতে হয় এবং নির্ভরযোগ্য, অভিজ্ঞ মুফতীর নিকট নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফাতওয়া শিখতে হয়। ফিকাহ্ সংক্রান্ত স্বাভাবিক যোগ্যতা ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হয়। এসব শর্তাবলী ও নিয়ম-নীতি অনুসরণ করেই ফাতওয়া প্রদান করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে ফাতওয়ার মূল উদ্দেশ্য যেমন ব্যাহত হবে তেমনিভাবে সামাজিক জীবনে ক্ষতির সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া ফাতওয়া প্রদান একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এর মানে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মধ্যস্থতা করা। অতএব যিনি ফাতওয়া প্রদানের জন্য আদৌ কোন যোগ্য ব্যক্তি নন এবং ফাতওয়ার নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলী সম্পর্কে অবহিত নন এমন ব্যক্তি ফাতওয়া প্রদান করা মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়; বরং নিজেকে ছুরি ছাড়া জবাই করার নামান্তর। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন!

ঈমান-আক্বাইদ

তাওহীদ ও রিসালাত

তাকদীর কাকে বলে, তাকদীর অস্বীকার করার হুকুম

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি তাকদীরকে অস্বীকার করে তাহলে তার ঈমানের ক্ষতি হবে কি?

উত্তর : তাকদীরের সারকথা হলো, প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুকে যে গুণের সাথে যে সময় যে স্থানে যেভাবে তৈরি হওয়ার কথা, তা পূর্ব থেকেই আল্লাহর পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট। আর এই সুনির্দিষ্টকরণ মুতাবিক প্রতিটি সৃষ্টির অস্তিত্ব হয়। একথার অস্বীকার করাই হলো তাকদীরকে অস্বীকার করা। অতএব কেউ যদি উপরোল্লেখিত তাকদীরকে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

فى المرقاة : كما كتب الحسن البصرى الى الحسن بن على رضي الله عنه يسأله عن القضاء والقدر فكتب اليه الحسن بن على رضي الله عنه من لم يؤمن بقضاء الله وقدره وشره فقد كفر (ج١ صـ١١٩ كتاب الايمان مكتبة فيصل)

(প্রমাণ : সূরা ফুরকান-২, সূরা হিজর-২১, মিশকাত-১/২২, মিরকাত-১/১১৯, আলমগীরী-২/২৬১)

তাকদীরের উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দেওয়া

প্রশ্ন : তাকদীরের উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দেয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : তাকদীরের উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দেয়া জায়েয নাই। কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই যার অবস্থান স্থল জাহান্নাম অথবা জান্নাতে লিখে রাখা হয়নি। সাহাবীগণ বললেন হে আল্লাহর রাসূল, তাহলে আমরা কি আমাদের লিখিত তাকদীরের উপর নির্ভর করে সকল আমল ছেড়ে দেব? রাসূল সা. বললেন না, বরং আমল করতে থাক কেননা প্রত্যেক লোকের জন্য তাই সহজ করে দেয়া হয় যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব যে পূণ্যবান তার জন্য নেক কাজ করা সহজ হয় আর যে হতভাগা তার জন্য পাপের কাজ করা সহজ হয়। সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত আমল করা বা না করাই হলো জান্নাতি বা জাহান্নামী হওয়ার আলামত। তাই আমল ছেড়ে দেয়া জায়েয হবে না।

كما فى المشكوة : عن على رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مامنكم من احد الا وقد كتب مقدعه من النار ومقعده من

الجنة قالوا يا رسول الله افلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعادة فسيـــيسر لعمل السعادة واما من كان من اهل الشقاوة فسيـيسر لعمل الشقاوة الخ ـ (جـ١ صـ ٢٠)

(প্রমাণ : সূরা আল লাইল ৫-৭, মিশকাত-১/২০, মিরকাত-১/২৭৫)

আল্লাহ্ তাআলা সর্বত্র বিরাজমান এর অর্থ

প্রশ্ন : আল্লাহ তাআলা সর্বত্র বিরাজমান একথা বলতে কি বুঝায়? এবং এ বিষয়ে আক্বীদা পোষণ করা কি ঈমানের পরিপন্থী কাজ?

উত্তর : আল্লাহ তাআলা সর্বত্র বিরাজমান বলতে আহলে-সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাযহাব হলো, আল্লাহ তাআলার ইলেম ও শক্তি সর্বত্র বিরাজমান। অর্থাৎ কোন কিছুই আল্লাহ তাআলার ইলেম ও শক্তির বাইরে নয়। সুতরাং এ ধরনের আক্বীদা পোষণ করা ঈমানের পরিপন্থী নয়।

আর আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান বলতে যদি কেউ এমন আক্বীদা পোষণ করে যে, আল্লাহ স্বশরীরে সর্বত্র, বা কোন স্থানে বিরাজমান। তাহলে এরূপ-আক্বীদা পোষণ করা ঈমানের পরিপন্থী কাজ।

وفى التفسير المظهرى : قال الله تعالى وهو معكم ـ اى معية غير متكيفيه ـ اين ما كنتم ـ فان نسبة جميع الامكنة الى الله تعالى على السواء ـ (جـ٩ صـ١٨٨ مكتبة حافظ كتب خانة)

(প্রমাণ : তাফসীরে মাযহারী-৯/১৮৮, আলমগীরী-২/২৫৯, তাতার খানিয়া-৪/২৩৫)

কুফুরী শব্দের তালকীন করার বিধান

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি কাউকে কুফরী শব্দের তালকীন করে তাহলে কাফের হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, কুফরী শব্দের তালকীন দেয়ার দ্বারা উক্ত ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।

وفى البحر الرائق : ويكفر بتلقين كلمة الكفر ليتكلم بها ولو على وجه اللعب (فى تعليم الكفر جـ٥ صـ١٢٤ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : আলমগীরী-২/২৭৫, তাতার খানিয়া ৪/২৭৩, আল বাহরুর রায়েক ৫/১২৪, কাযীখান-৩/৫৭২)

নবীকে গালি দেয়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি কোন নবীকে গালি দেয় তাহলে সে মুরতাদ হবে কি না?
উত্তর : হ্যাঁ, সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

وفی الدر المختار : والکافر بسب نبی من الانبیاء (باب احکام المرتدین. جا صـ۲۵۷ مکتبة زکریا)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া-৪/২৪৩, আলমগীরী-২/২৪৩, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-২২/১৮৪, দুররে মুখতার ১/২৫৬, শামী-৪/২৩১, আল বাহরুর রায়েক-৫/১২০)

নবীগণ মাটির তৈরি

প্রশ্ন : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটির তৈরি না নূরের তৈরি যদি নূরের তৈরি না হন তাহলে হযরত উসমান রা.-কে যিন নূরাইন বলা হয় কেন?
উত্তর : হুজুর সা. মাটির তৈরি মানব ছিলেন। তবে তিনি সাধারণ মানুষ ছিলেন না। এ জন্যই তো মানব জাতির সকল বৈশিষ্ট তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যেমন নিদ্রা, জরুরত পুরা করা এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সন্তান সন্ততি হওয়া ইত্যাদি। কুরআন মাজিদে ও হাদীস শরীফে যে সকল স্থানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নূর বলা হয়েছে সেখানে নূর বলে হেদায়েত বুঝানো উদ্দেশ্য। অতএব হযরত উসমান রা.-কে জিন নূরাইন বলে একথা উদ্দেশ্য যে হেদায়েত প্রাপ্ত ওয়ালার দুই কন্যা বিবাহ করেছেন এর দ্বারা এ কথা বুঝায় না যে তিনি নূরের তৈরি ছিলেন।

کما فی القران الکریم: انما انا بشر مثلکم یوحی الی ـ سورة الکهف : آیة ۱۱۰

(প্রমাণ : বুখারী শরীফ-১/৩২, তিরমিযী-২/২০১, মিশকাত-২/৫১২)

নবী কারীম (সা.)-এর দেহ মুবারকের স্থান আরশ-কুরসী সব হতে উত্তম

প্রশ্ন : নবী করীম (সা.)-এর দেহ মুবারক যেখানে শায়িত তা কা'বা, মদীনা, আরশ, কুরসী সব কিছু হতে উত্তম? এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কোন দলীল আছে কি না?
উত্তর : হ্যাঁ ঐ স্থান যা হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শরীর মুবারক এর সাথে মিলিত হয়ে আছে উহা মক্কা শরীফ, মদিনা শরীফ ও কাবা শরীফ এমনকি আরশ-কুরসি হতেও উত্তম।

وفی الدر المختار : ومکة افضل منها علی الراجح الا ما ضم اعضاءه علیه الصلواة والسلام

فانه افضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسى. (جا صـ١٨٤ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/১৮৪, শামী-২/৬২৬, হাশিয়্যাতুত্বহ তবী-৭৪১, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-৩/৩৪৫-৩৫৭)

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মে'রাজ স্ব-শরীরে

প্রশ্ন : (ক) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মে'রাজ স্ব-শরীরে না রুহের? (খ) নবীজির মে'রাজকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে কি না? এবং ঈমানের কোন ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : (ক) সাহাবা তাবেয়্যিন এবং উলামায়ে রব্বানীয়ীদের সর্বসম্মতিক্রমে একথা প্রমাণিত যে, হুজুর (সা.)-এর মে'রাজ জাগ্রত অবস্থায় স্ব-শরীরে ও রুহের সমন্বয়ে হয়েছে।

(খ) বাইতুল্লাহ শরীফ থেকে বাইতুল মাকদাসের গমনকে ইসরা বলে, ইহা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত- তা অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে। আর বাইতুল মাকদাস থেকে উর্ধ্ব গমনকে মিরাজ বলে। মেরাজ অস্বীকারকারী কাফের হবে না। তার ঈমানের ক্ষতি হবে এবং সে ফাসেক বেদআতী বলে গণ্য হবে।

وفى التفسير الكبير : قال اهل التحقيق الذى يدل على انه تعالى اسرى بروح محمد صلى الله عليه وسلم وجسده من مكة الى المسجد الاقصى القران والخبر اما القران فهو هذه الاية وتقرير الدليل ان العبد اسم لمجموع الجسد والروح فوجب ان يكون الاسراء حاصلا لمجموع الجسد والروح (سورة الاسراء جـ٢٠ صـ١٢٢ المكتبة التوفيقية)

(প্রমাণ : সূরা ইসরা-২, রুহুল মাআনী ৮/১২, হাশিয়াতুল মিশকাত ৫২৬, মাআরিফুল কুরআন-৪/৪৩২)

রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামগণকে নিয়ে কটূক্তি করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামগণকে নিয়ে কটূক্তি করে তাহলে তার ঈমান থাকবে কি না?

উত্তর : কোন ব্যক্তি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে কটূক্তি করে তাহলে তার ঈমান থাকবে না সে কাফের হয়ে যাবে। পুনরায় কালেমা পড়ে মুসলমান হতে হবে এবং বিবাহ করে থাকলে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। নতুন করে বিবাহ করতে হবে।

* আর সাহাবায়ে কেরামগণকে নিয়ে কটূক্তি বা অবমাননামূলক কোন কথা বলা হারাম। তবে এর দ্বারা কাফের হবে না। বরং এটি ইসলামী আক্বীদার পরিপন্থী কাজ এবং সে ফাসেক ও গোমরাহ বলে গণ্য হবে।

وفى اعلاء السنن : عن عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز العمرى... عن على رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب الانبياء قتل، ومن سب اصحابى جلد. (ج١١ ص٥٤٢٠)

(প্রমাণ : তিরমিযী শরীফ-২/২২৫, ফাতাওয়ায়ে সিরাজিয়্যাহ-৩০২, ইলাউস সুনান ১১/৫৪২০, হাশিয়ায়ে তিরমিযী-২/২২৫)

সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মনে না করার বিধান

প্রশ্ন : হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, সাহাবায়ে কেরামগণ সত্যের মাপকাঠি। অতএব কোন ব্যক্তি যদি সাহাবায়ে কেরামগণকে সত্যের মাপকাঠি মনে না করে তাহলে তার ঈমানের হুকুম কি?

উত্তর : সাহাবায়ে কেরামগণ সত্যের মাপকাঠি একথা কুরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি সকল সাহাবা কেরামদেরকে সত্যের মাপকাঠি মনে না করে তাহলে তার ঈমান ত্রুটিযুক্ত হবে এবং উক্ত ব্যক্তি ফাসেক ও পথভ্রষ্ট বলে গণ্য হবে এবং সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না।

وفى جواهر الفتاوى : اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عادل اور معیار حق ہیں یہ نصوص قرانیہ اور احادیث صحیحہ سے ثابت اور منقول ہے یہیں عقیدہ رکھنا صحت ایمان کے لئے شرط و ضروری ہے لہٰذا جو لوگ جمیع صحابہؓ کو عادل اور معیار حق نہیں سمجھتے وہ لوگ گمراہ اور فاسق ہیں الخ (ج ۴ ص ۲۱۱ الاتحادیۃ)

(প্রমাণ : সূরা বাক্বারা-১৩, ১০০, ১৩৭, মিশকাত শরীফ ১/৩০, ২/৫৫৪, শরহে আকায়েদ ১৪৯, জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া-৪/২১০-২১১)

আলেমকে ঘৃণা করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি ইলমকে বা আলেমকে ঘৃণা করে তাহলে ঐ ব্যক্তির হুকুম কি? এ অবস্থায় তার ঈমান থাকবে কি না?

উত্তর : যদি কোন ব্যক্তি ইলমে দ্বীনকে ঘৃণা বা তুচ্ছ মনে করে তাহলে সে কুফুরী করল। এ অবস্থায় তার ঈমান থাকবে না। এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি আলেমকে

তার ইলমে দ্বীনের কারণে বা শুধু আলেম হওয়ার কারণে ঘৃণা করে তাহলে সে কুফুরী করল এ অবস্থায় তার ঈমান থাকবে না। আর যদি কোন আলেমকে তার ব্যক্তিগত কাজের কারণে ঘৃণা করে তাহলে কাফের হবে না।

وفى الفتاوى التاتار خانية : يستهزئ بالمعلمين والقوم يضحكون منه فقد كفروا. الخ (جـ٤ صـ٢٦٢ - مكتبة دار الايمان - باب احكام المرتدين -

(প্রমাণ : সূরা যুমার-৯, তাতার খানিয়া-৪/২৬২, আলমগীরী-২/২৭০, খুলাছা-৩-৪/৩৮৮)

আলেমকে গালি দিলে তার ঈমানের হুকুম

প্রশ্ন : যদি কেউ কোন আলেম অথবা ফকীহকে গালি দেয়, এমনিভাবে বলে যে, আবু হানীফা (রহ.) হক না, তাহলে সে কাফের হবে কি না?

উত্তর : যদি কেউ কোন আলেম অথবা ফকীহ্কে ব্যক্তিগত কোন ঝগড়া-বিবাদের কারণে গালি দেয় তাহলে এর দ্বারা সে কাফের হবে না; বরং ফাসেক হবে। আর যদি ইলমে দ্বীনের প্রতি শত্রুতাবশত গালি দেয় তাহলে তার ঈমান চলে যাবে। আর এমনিভাবে বলা যে, আবু হানীফা (রহ.) হক না, এর দ্বারা যদি তার কিয়াসকে না হক মনে করে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে এর দ্বারা ঈমান চলে যাবে। কারণ কিয়াস হক হওয়াটা কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

وفى العالمغيرية : ويخاف عليه الكفر اذا شتم عالما او فقيها من غير سبب، ويكفر بقوله لعالم ذكر الحمار فى است علمك يريد علم الدين،... رجل قال: قياس ابى حنيفة رحمه الله تعالى حق نيست يكفر كذا فى التاتار خانية.
(باب فى احكام المرتدين جـ٢ صـ٢٧ حقانية)

(প্রমাণ : মিশকাত-২/৪১১, ১/১৭, আলমগীরী-২/২৭০ তাতার খানিয়া-৪/২৬১, আল বাহরুর রায়েক- ৫/১২১)

ইসলামের কোন রোকন অস্বীকার করার বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের রোকন তথা নামায, রোযা ইত্যাদিকে অস্বীকার করে তাহলে শরীআতের হুকুম কি?

উত্তর : কেউ যদি ইসলামের কোন রোকন তথা নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত ইত্যাদি অস্বীকার করে তাহলে কাফের হয়ে যাবে।

وفى التاتار خانية : و اذا انكر اية من القران او سخر اية من القران فقد كفر - (كتاب المرتدين جـ٤ صـ٢٥٠ مكتبة دار الايمان)

(প্রমাণ : বিনায়া ৪/৫, তাতার খানিয়া ৪/২৫০, আলমগীরী-২/২৬৬)

নামায পড়ব না বললে তার বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি বলে আল্লাহর কসম আমি নামায পড়ব না– ইহা বলার দ্বারা সে মুরতাদ হয়ে যাবে কি না?

উত্তর : আমি নামায পড়ব না ইহা বলার দ্বারা যদি নামাযের অস্তিত্ব বা নামায ওয়াজিব হওয়াকে অস্বীকার করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

وفى العالمغيرية : لا اصلى اذ ليس يجب على الصلوة ولم أومر بها يكفر ـ (احكام المرتدين ج۲ صـ۲٦۸ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া ৪/২৫৩, আলমগীরী-২/২৬৮, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ২২/১৮৭, আল বাহরুর রায়েক ৫/১২২, কাযীখান ৩/৫৭১, বায্যাযিয়া ৬/৩৪০)

আযান দেওয়ার সময় মুয়াযযিনকে মিথ্যাবাদী বলা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি মুয়াযযিনের আযান শ্রবণের পর তাকে বলে তুমি মিথ্যা বলেছো। তাহলে সে কি কাফের হয়ে যাবে?

উত্তর : হ্যাঁ, সেই ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।

كمافى التاتارخانية : واذا سمع الاذان وقال هو يكذب يكفر ـ (احكام المرتدين فصل فيما يتعلق بالاذكار ـ ج٤ صـ۲٥٦ دار الايمان)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া-৪/২৫৬, আলমগীরী-২/২৬৯, আল বাহরুর রায়েক ৫/১২২)

রমযানের রোযা অস্বীকার করার বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি রমযানের রোযা ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, কাফের হয়ে যাবে।

كذا فى الهداية : انّ صوم رمضان فريضة لقوله تعالى ـ كتب عليكم الصيام ـ وعلى فريضته انعقد الاجماع ولهذا يكفر جاحده ـ (كتاب الصوم جا صـ۲۱۱ مكتبة اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২১১, বিনায়া ৪/৫, শরহে বেকায়া-১/২৪২)

কুরআন-হাদীসের অকাট্য স্বীকৃত বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা

প্রশ্ন : কুরআনুল কারীম এবং হাদীস শরীফের অকাট্য স্বীকৃত বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে ঈমান থাকবে কি না?

উত্তর : কোন ব্যক্তি কুরআনুল কারীম এবং হাদীস শরীফের অকাট্য স্বীকৃত বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে তার ঈমান থাকবে না। নতুন করে কালিমা পড়ে পুনরায় ঈমান আনতে হবে।

وفى الموسوعة الفقهية : ومن أتى بفعل صريح فى الاستهزاء بالاسلام، فقد كفر، قال بهذا الحنفية ودليلهم قوله تعالى ولئن سالتهم ليقولن الخ. (ج۲۲ صـ۱۸٦ ردة ـ مكتبة وزارة الاوقاف)

(প্রমাণ : আলমগীরী ২/২৬৬, তাতার খানিয়া ৪/২৩৪, আল মাউসূআতুল ফিক্‌হিয়্যাহ্‌ ২২/১৮৬)

কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করার বিধান

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি কুরআন শরীফের কোন আয়াতকে অস্বীকার করে। অথবা ঠাট্টা করে তাহলে সে ব্যক্তি মুরতাদ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, উক্ত ব্যক্তি মুরতাদ হয়ে যাবে।

وفى العالمغيرية : اذا انكر الرجل آية من القرآن او تسخر بآية من القرآن وفى الخزانة او عاب كفر ـ (موجب الكفر ج۲ صـ۲٦٦ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া-৪/২৫০ আলমগীরী-২/২৬৬, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ২২/১৮৩, খাযানাতুল ফিকাহ-৩৬০, আল বাহরুর রায়েক ৫/১২২)

মারয়াম (আ.) কে আল্লাহর স্ত্রী বলা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি মারয়াম (আ.) কে আল্লাহর স্ত্রী বলে তাহলে কি সে কাফের হয়ে যাবে?

উত্তর : হ্যাঁ, সে কাফের হয়ে যাবে। নতুকরে কালিমা পড়ে মুসলমান হতে হবে।

وفى الهندية : يكفر ...جعل له شريكا او ولدا او زوجة (احكام المرتدين ۲۵۸/۲ حقانية)

প্রমাণ ঃ সুরা ইখলাছ ৩, আল বাহরুর রায়েক ৫/১২০, আলমগীরী ২/১৫৮, তাতার খানিয়া ৪/২৩৫

রাসূল (সা.) কে আল্লাহর ছেলে বলা

প্রশ্ন : যদি কেউ বলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর ছেলে তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর : আল্লাহ্‌ তায়ালা জাত স্ত্রী, সন্তানাদী থেকে পাক। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম নেননি; সুতরাং আল্লাহর জন্য স্ত্রী, সন্তানাদী ছাবেত করা কুফুরী।

وفى البحر الرائق: فيكفر اذا وصف الله تعالى بما لا يليق به او سخر باسم من اسمائه او جعل له شريكا او ولدا او زوجة ـ (۱۲۰/۵)

প্রমাণ ঃ সূরা মারয়াম ৯০-৯১, সূরা ইখলাছ ৩, আল বাহরুর রায়েক ৫/১২০

নবী কারীম (সা.) এর গুণবাচক নাম শুনে দরুদ পড়া

প্রশ্ন : নবী করীম (সা.) এর যেসব গুণবাচক নাম আছে তা শোনার বা পড়ার পর দরুদ পড়তে হবে কি?

উত্তর : যেসব গুণবাচক নাম দ্বারা একমাত্র রাসূল (সা.) কেই বুঝানো হয় সেসব গুণবাচক নামেও দরুদ পড়া ওয়াজিব যেমন– رسول الله ইত্যাদি, অন্যথায় নয়।

كما فى القران الكريم : إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ (سورة الاحزاب ٥٦)

প্রমাণ ঃ সূরা আহযাব ৫৬, মুসলিম ১/১৬৬

আল্লাহর ইনসাফ নাই এমন বলা

প্রশ্ন : আল্লাহর ইনসাফ নাই, এমন কথা বললে এর হুকুম কি?

উত্তর : এমন কথা বলা কুফুরী। তাই এমন কথা বললে নতুন করে কালিমা পড়ে ঈমান আনতে হবে।

وفى الموسوعة الفقهية : اتفق الفقهاء على ان من اشرك بالله او جحده او نفى صفة ثابتة من صفاته او أثبت لله الولد فهو مرتد كا فر۔ (ما بوجب الردة من اعتقاد ١٨٣/٢٢ وزارة الاوقاف)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক, ৫/১২০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৮৪, আলমগীরী ২/২৫৮, মাউসুয়া ২২/১৮৩

ছয় কালেমা মুখস্ত না থাকলে

প্রশ্ন : কোন মানুষ কালেমা তাওহীদ পড়লেই তো মুসলমান হয়ে যায়, কিন্তু অনেক ছোট ছোট বইয়ের মধ্যে ছয় কালেমার কথা পাওয়া যায়। অনেক মানুষ সেগুলো মুখস্ত করে, বিশেষ করে শিশুদেরকে তা শিক্ষা দেয়া হয় ও মুখস্ত করানো হয়। জানার বিষয় হলো, এ ছয় কালেমা ইসলামের বুনিয়াদ তথা মূল ভিত্তি কিনা? এবং তা সকল মুসলমানের জন্য শিক্ষা করা জরুরী কিনা? শিক্ষা না করলে বা মুখস্ত না করলে তার ইসলামে কোন ক্ষতি হবে কিনা? এই ছয় কালেমা হাদিসে থাকলে তা উল্লেখ করে পুরা বিষয়টিকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল।

উত্তর : যদিও কালিমায়ে তাওহীদ পড়ার দ্বারা মুসলমান হয়ে যায়, এবং প্রশ্নে বর্ণিত ছয় কালিমা সকল মুসলমানের জন্য শিক্ষা করা ও মুখস্ত করা জরুরী নয়। কিন্তু ইসলামের মূল ভিত্তি ঐ সমস্ত আকীদা-বিশ্বাসের উপর, যার বর্ণনা ঈমানে

মুফাসসাল নামক কালিমাতে আছে। সুতরাং সকল মুসলমানের জন্য এ আকীদা বিশ্বাসের উপর ঈমান আনা আবশ্যক। আর এ কালিমাগুলো এবং কালিমাগুলোর শব্দমালা বিভিন্নভাবে হাদিসে এসেছে।

وفى الصحيح لمسلم : عن عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل... قال فاخبرنى عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الأخروتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت ـ (كتاب الايمان ٢٧/١ اشرفية)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/১১৫, মুসলিম ১/২৭, তিরমিযী ২/১৮৫, মিশকাত ১/১২, কানযুল উম্মাল ১/৩৯

রাসূল (সা.) কে হাজির নাজির মনে করে কিয়াম করা

প্রশ্ন : প্রচলিত মিলাদ মাহফিলে ইয়া নবী সালামু আলাইকা বলার সময় রাসূল (সা.) এসে উপস্থিত হন, এই আক্বীদা বিশ্বাস পোষণ করে নবী (সা.)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কিয়াম করা যাবে কি?

উত্তর : আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া নবী-রাসূল বা অন্য কাউকে হাজির নাজির মনে করে কিয়াম করা ইসলামী আক্বীদা ও কোরআন-হাদীসের পরিপন্থী কাজ, তাই এ ধরনের ভ্রান্ত আক্বীদা পরিহার করত: অনতিবিলম্বে তাওবা করে আক্বীদা সংশোধন করা জরুরী।

كما فى القران الكريم : قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ ـ (سورة الانعام ٥٠)

প্রমাণ ঃ সূরা আনআম ৫০, সূরা কাছাছ ৪৪, বাযযাযিয়া ৬/৩২৬, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৩৪৭

ইমান নবায়ন করার পর অতীতের আমলের বিধান

প্রশ্ন : ঈমান নবায়ন করার পর অতীতের আমলের বিধান কি?

উত্তর : কোন মুসলমান যদি মুরতাদ হয়ে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার অতীতের আদায় করা নামায রোযা কাযা করতে হবে না। কিন্তু হজ্ব আদায় করে থাকলে বা নামায, রোযা কাযা থাকলে তার কাযা আদায় করতে হবে।

كما فى الدرالمختار: ويقضى ما ترك من عبادة فى الاسلام لان ترك الصلوة والصيام معصية والمعصية تبقى بعد الردة وما أدى منها فيه يبطل ولا يقضى من العبادة الاالحج ـ (٣٥٩/١)

প্রমাণ ঃ শামী ৪/২৫১, তাতারখানিয়া ৪/২৮৮, খানিয়া ৩/৫৮২, দুররে মুখতার ১/৩৫৯

মহিলাদের মধ্যে নবী ছিল না

প্রশ্ন : মহিলাদের মধ্যে কোন নবী ছিল কিনা?

উত্তর : না, মহিলাদের মধ্যে কোন নবী ছিল না।

وفی احکام القران : وقال الحسن لم يبعث الله نبيا من اهل البادية قط ولا من الجن ولا من النساء ـ (۲٦٣/٣)

প্রমাণ ঃ সূরা ইউসুফ ১০৯, আহকামুল কুরআন ৩/২৬৩, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ৭/৬৩১

ওযু ছাড়া কালেমা শরীফ পড়া জায়েয

প্রশ্ন : কালেমা শরীফ বিনা ওযুতে হাঁটতে বসতে পড়া যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, কালেমা শরীফ, দরূদ শরীফ, যিকির ইত্যাদি বিনা অযুতে হাঁটা, বসা, দাঁড়ানো, সর্বাবস্থায় পড়া জায়েয। তবে অযুসহ পড়া মুস্তাহাব।

وفی السراجية : ويجوز لهما الدعوات وقراءة اللّٰهُمَّ إنا نستعينك ، وجواب الاذان ونحو ذلك ـ (باب الحيض والنفاس ٥١ اتحاد)

প্রমাণ ঃ সূরা আল ইমরান ১৯১, হিন্দিয়া ১/৩৮, দুররে মুখতার ১/৩৩, শামী ১/১৭৪, সিরাজিয়া ৫১

আল্লাহ্ তায়ালার আকৃতি

প্রশ্ন : আল্লাহ্ তায়ালার কোন আকৃতি আছে কিনা?

উত্তর : আল্লাহ্ তায়ালা এমন সত্তা যার অস্তিত্ব আবশ্যক এবং তিনি সকল পরিপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী। তাকে বেষ্টন ও অনুধাবন করা যায় না। তিনি শুরু তিনিই শেষ। মুমিনগণ কিয়ামতের দিন তার জাত ও সিফাতসহ দেখবে। তবে তার আকৃতি নিয়ে প্রশ্ন করা অহেতুক ও অনর্থক।

كما قال الله تعالى : فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (سورة الشورى ١١)

প্রমাণ ঃ সূরা শুরা ১১,শরহে আকায়েদ ৩১, আকীদাতুত ত্বহাবী ৩৩

হুজুর (স.) এর জুতা মুবারকের নকশায় চুমু দেওয়া বৈধ

প্রশ্ন : হুজুর (সা.) এর জুতা মুবারকের নকশায় চুমু দেওয়া এবং সেরূপ জুতা পড়া এবং তার সম্মান করার বিধান কি?

উত্তর : হুজুর (স.) এর জুতা মুবারকের নকশায় চুমু দেয়া বৈধ আছে। সেরূপ জুতা পড়া এবং তার সম্মান করাটা যদি বরকতের জন্য বা

ভালোবাসা বা সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে কোন সমস্যা নেই। তবে যদি ইবাদত মনে করা হয় তাহলে সেটা বিদআত হবে। কেননা এটা করার ব্যাপারে শরয়ী কোন দলীল নেই।

كما فى كفاية المفتى:آں حضرت صلى الله عليه وسلم کے نعل مبارک کا نقشہ کسی کے پاس ہو اور وہ براہ محبت اسکو بوسہ دے تو مضایقہ نہیں لیکن اسکو کسی جگہ لگا کر لوگوں کو ہدایت کرنا کہ وہ اس پر ہاتھ پھریں اور بوسہ دیں یہ جائز نہیں کہ اس میں ایک رسم پڑ جانے اور تعظیم میں غلو پیدا ہونے سے ایک بدعت قائم ہو جائے گی۔ (كتاب السلوك ٦٥/٢ زكريا)

প্রমাণ ঃ কিফায়াতুল মুফতী ২/৬৫, ফাতাওয়ায়ে উসমানী ১/৫০-৫১

প্রচলিত ৬টি কালেমা হুজুর (সা.) থেকে বর্ণিত

প্রশ্ন : প্রচলিত ৬টি কালেমা যথা, কালেমায়ে তাইয়িবাহ, শাহাদাত, তামজীদ, তাওহীদ, ঈমানে মুজমাল, ঈমানে মুফাসসাল কি হুজুর (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে? জানতে চাই।

উত্তর : হ্যাঁ, আমরা কালেমা তাইয়িবাহ, শাহাদাত, তাওহীদ, তামজীদ, ঈমানে মুফাস্‌সাল, ঈমানে মুজমাল বলতে যে কালেমাগুলো পড়ে থাকি, সেগুলো রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত।

وفى كنز العمال : عن انس ﷺ لما خلق الله جنة عدن وهى اول ما خلق الله قال لها تكلمى قالت لا اله الا الله محمد رسول الله قد افلح المومنون قد افلح من دخل فى وشقى من دخل النار۔ ٤٣/١ دارالكتاب)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/১৬০, কানযুল উম্মাল ১/৪৩, সুনানে কুবরা ৩/৩৫২, তিরমিযী ২/১৮৫

হুজুর (স.) গমের রুটি খেয়েছেন

প্রশ্ন : হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গমের রুটি খেয়েছেন কিনা? এবং তাঁর যুগে গম ছিল কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গমের রুটি খেয়েছেন। এবং গম সে যুগেও ছিল। যা ছদকায়ে ফিতরের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

وفى سنن النسائى : عن ابن عباس قال ذكر فى صدقة الفطر قال صاعا من برأو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من سلتٍ ۔ (باب فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة ٢٦٩/١)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ২/৬১, আবু দাউদ ১/২২৮-২৯, নাসাঈ ১/২৬৯

নবীগণের মুজিজা ও ওলিগণের কারামত অস্বিকার করা

প্রশ্ন : নবীগণের মুজিজা ও ওলীগণের কারামত অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে কিনা? দলিল সহ জানতে চাই।

উত্তর : নবীগণের ঐ মুজিজা যা কোরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তা অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না, আর সুন্নত শরীয়তের অনুসারী ওলীগণের কারামত সত্য এবং তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে তা অস্বীকারকারী পথভ্রষ্ট।

وفى التاتارخانية:من لم يقر ببعض الانبياء عليهم السلام او عاب نبيا بشئ او لم يرض بسنة من سنن المرسلين عليهم السلام فقد كفر -(باب احكام المرتدين ٢٤٣/٤ دار الايمان)

প্রমাণ: সূরা কমার– ১-২, বুখারী– ২/৭২১, তিরমিযী– ২/১৬৪, তাতার খানিয়া– ৪/২৪৩, হিন্দিয়া– ২/২৬৩

আল্লাহকে খোদা বলে ডাকা

প্রশ্ন : আল্লাহ তাআলার ৯৯টি গুণবাচক নাম রয়েছে। এর মধ্য হতে যে কোন নাম দ্বারা ডাকা জায়েয আছে। কিন্তু যিশু ইশ্বর, ভগবান বলা জায়েয নেই। কেননা এগুলো কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই। এখন আমার জানার বিষয় হল যে, আল্লাহ তাআলাকে خدا বলে ডাকা যাবে কি না? শরীয়তের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : যে কোন ভাষায় যে সব শব্দ বাতিল মাবুদদের জন্য ব্যবহার হয়ে আসছে বা বিশেষভাবে বিধর্মীরা যে সব শব্দ আল্লাহর জন্য ব্যবহার করে, সে সব শব্দ আল্লাহ তা'আলাকে বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা জায়েয নয়। আর যে সব শব্দ এ ধরনের নয় এবং তার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সিফাত বা গুণাবলীর প্রকাশ পায়, সে সব শব্দ আল্লহ তা'আলাকে বুঝাবার জন্য ব্যবহার করতে হলে কুরআন-হাদীস বা ইজমার সমর্থন থাকা অপরিহার্য। সে হিসেবে ইজমার কারণে আল্লাহকে খোদা বলে সম্বোধন করা যাবে। তেমনিভাবে বাংলা ভাষা-ভাষীদের **জন্য আল্লাহ তা'আলাকে সৃষ্টিকর্তা বা প্রতিপালক বলাও জায়িয হবে। তবে আল্লাহ তা'আলাকে আল্লাহ বলে বা আরবী সিফাতী নাম দ্বারা সম্বোধন করা ভাল।**

وفى آپ کے مسائل اور انکا حل: لفظ خدا فارسی لفظ ہے جو عربی لفظ رب کے مفہوم کو ادا کرتا ہے اور رب اسمائے حسنی میں شامل ہے قران اور حدیث میں بار بار آتا ہے فارسی اور اردو میں اسی کا ترجمہ خدا سے کیا جاتا ہے اور ہمیشہ سے اکابر امت اسی کو استعمال کرتا ہے (۵۶۵/۲)

প্রমাণ : ইবনে মাজা ২৭৪, হাশিয়ায়ে ইবনে মাজা হাসিয়া ৮/২৭৪, রুহুল মাআনী ০/১২১, জালালাইন ১৪৫, লুগাতে কিশরী ২৬৬, আপকে মাসাইল ২/৫৬৫

আল্লাহ তা'আলার জন্য দিক, স্থান, দেহ সাব্যস্ত করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য দিক, স্থান, দেহ সাব্যস্ত করে তাহলে তার ঈমান থাকবে কিনা।

উত্তর : আল্লাহ তাআলা দিক, স্থান ও দেহ থেকে পবিত্র এগুলো সব গাইরুল্লাহর ছিফাত তাই কোন ব্যক্তি যদি জেনে শুনে আল্লাহর জন্য দিক, স্থান, দেহ সাব্যস্ত করে। তাহলে তার ঈমান থাকবে না। তবে যদি হাদীসের বা কোন আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ বর্ণনা করার জন্য হয়– তাহলে অসুবিধা নেই।

وفى العالمكيرية: ولو قال الله تعالى فى السماء فان قصد به حكاية ما جاء فيه ظاهر الاخبار لا يكفر وان اراد به المكان يكفر وان لم تكن له نية يكفر عند الاكثر ويكفر بقوله الله تعالى جلس للا نصاف او قام له بوصفه الله تعالى بالفوق والتحت ـ (باب احكام المرتد ٢/٢٥٩ حقانية)

প্রমাণ : সুরা শুরা ১১, হিন্দিয়া ২/২৫৯, আল বাহরুর রায়েক ৫/১২০, খানিয়া ৪/২৩৫, শরহে আকায়েদ ৪৬, ফাতহুল কাদীর ১/৩০৪

যুগকে গালী দেওয়া

প্রশ্ন : লোক মুখে শোনা যায়, যুগ এখন আগের চেয়ে খারাপ হয়ে গেছে। আর যুগ এবং সময় একই, অপরদিকে আল্লাহ তাআলা বলেন, যুগ বা সময় আমিই। তাহলে যুগকে মন্দ বলা যাবে কি?

উত্তর : সময় কাল বা যুগকে মন্দ বলা যাবে না। কারণ হাদীস শরীফে আছে যে, রাসূল (সঃ) বলেন, তোমরা যুগ বা সময়কে গালি দিওনা, কেননা আল্লাহ তাআলাই যুগ বা সময় এর সৃষ্টিকারী। কাজেই সময়কে গালি দেওয়া আল্লাহ তাআলাকেই গালি দেয়া হয়। তাই সকলকে এর থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

وفى البخارى : عن ابى هريرة قال قال النبى صلى الله عليه وسلم قال الله يوذ ينى ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدى الامر اقلب الليل والنهار (باب وما يهلكنا الا الدهر ٢/٧١٥ اشرفية)

প্রমাণ : সূরা আহযাব ৫৭, সূরা জাছিয়া ২৪ বুখারী ২/৭১৫, মুসলিম ২/২৩৭, আবু দাউদ ২/৭১৫ মিরকাত ১/১৭১, ফাতহুল বারী ৯/৫৪৫, মাউসুআ ২৪-২৫/১৪৩,

আগে আল্লাহ পরে আপনি বলা

প্রশ্ন : আগে আল্লাহ পরে আপনি আমার সহায় এভাবে বলার দ্বারা কোন সমস্যা আছে কি?

উত্তর : যদি ভরসা গায়রুল্লাহর উপর রেখে একথা বলে তাহলে নাজায়েয আর যদি আল্লাহর উপর ভরসা রাখে এবং গাইরুল্লাহকে আল্লাহ তায়াল্লার সাহায্য প্রকাশের মাধ্যম মনে করে, তাহলে কোন সমস্যা নাই।

وفى روح المعانى: اى وما النصر بالملا ئكة وغير هم من الا سباب الا كائن من عنده عزوجل فالمنصورهو من نصره الله سبحانه والاسباب ليست بمستقلة او المعنى لا تحسبوا النصر من الملا ئكة عليهم السلام فان الناصر هو الله تعالى لكم والملائكة (١٧٤/٥)

প্রমাণ : সূরা আনফাল ১০, রুহুল মাআনী ৫/১৭৪, মিশকাত ১/৪৫৩, হাশিয়ায়ে মিশকাত ৪/৪৫৩,

আল্লাহ্ ফেরেশতা পাঠালেও বিশ্বাস করব না

প্রশ্ন : যদি কেহ বলে যে, আল্লাহ ফেরেশ্তা পাঠালে বা ফেরেশতা সাক্ষ্য দিলেও তার কথা বিশ্বাস করব না এমন ব্যক্তির বিধান কি?

উত্তর : যে সমস্ত কথা বা কাজ আল্লাহ তা'আলার শান ও কুদরতের উপর আঘাত হানে এমন কথা বলা বা কাজ করা কুফরী। আর প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তির কথাও এমন। অতএব ঐ ব্যক্তির জন্য তওবা করে নতুনভাবে ঈমান আনা জরুরী।

كما فى القران الكريم: ومن يكفر بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلا لا بعيدا (سورة النساء : الاية ١٣٦)

প্রমাণ : সূরা নিসা ১৩৬, আল বাহরুর রায়েক ৫/১২১, তাতার খানিয়া ৪/২৫০, সিরাজিয়্যা ৩০২

রাসূল (সাঃ) গায়েব জানেন এমন আকীদা রাখা

প্রশ্ন : রাসূল (সাঃ) গায়েব জানেন কিনা? এবং রাসূল (সাঃ) গায়েব জানেন এমন আকীদা পোষণকারীর বিধান কি?

উত্তর : গায়েব এর দুই অর্থ ঃ (১) হাকীকী (২) ইযাফী, হাকীকী বলা হয় ঐ ইলমে গায়েবকে যা অর্জন করার জন্য কোন মাধ্যম লাগে না। এই প্রকার গায়েব শুধু আল্লাহ তা'আলার জন্য খাস এবং শরয়ী ও আকলী ভাবে বান্দার জন্য অর্জন করা সম্ভব না।

আর ইজাফী বলা হয় ঐ ইলমে গায়েবকে যা কোন মাধ্যম দ্বারা অর্জন করা হয়। এই প্রকার ইলমে গায়েব আল্লাহর ইশারায় কিছু বান্দা কোন মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। রাসূল (সাঃ) প্রথম প্রকারের গায়েব জানতেন না। বরং দ্বিতীয় প্রকারের গায়েব জানতেন ওহীর মাধ্যমে। যদি কোন ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর

ব্যাপারে প্রথম প্রকারের গায়েবের ইল্‌ম রাখেন এই আক্বীদা পোষণ করে তাহলে সে মুশরিক হবে। আর যদি দ্বিতীয় প্রকারের গায়েবের ইলম রাখার আক্বীদা রাখে তাহলে সে মুশরিক হবে না।

وفی البخاری : عن الربیع بنت معوذ بن عفراء قالت جاء النبی صلی الله علیه وسلم الی قوله اذ قالت احداهن وفینا نبی یعلم مافی غد فقال دعی هذه وقولی بالذی کنت تقولین : (باب ضرب الدف فی النکاح ۷۷۳ اشرفیة)

প্রমাণ : সুরা আনআম ৫৭, সুরা নামল ৬৫, সুরা আরাফ ১৮৮, বুখারী ২/১০৯৮-২/৭৭৩, আল বাহরুর রায়েক ৩/৮৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫/১৪৪

সহীহ্ হাদীস এর প্রকার ও তা অস্বীকার করার বিধান

প্রশ্ন : সহীহ্ হাদীস কত প্রকার, এর কোন এক প্রকার যদি অস্বীকার করে তাহলে কি তার ঈমান থাকবে?

উত্তর : সহীহ্ হাদীসসমূহ দশ প্রকার। উক্ত দশ প্রকার এর মধ্যে যে হাদীসটি متواتر হবে তা অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না।

کما فی سنن ابن ماجه : الصحیح من الحدیث ینقسم علی عشرة اقسام۔ خمسة منها متفق علیها۔ وخمسة مختلف فیها :

۱- اختیار البخاری ومسلم، ۲- الحدیث الصحیح بنقل العدل عن العدل رواہ ثقات الحفاظ الی الصحابی ولیس لهذا الصحابی الاراوٍ واحد۔ ۳- اخبار جماعة من التابعین عن الصحابة والتابعون وثقات الا انه لیس لکل واحد منهم الا الراوی الواحد۔ ٤- هذه الاحادیث الافراد والغرائب التی یروی بها الثقات العدل تفرد بها ثقات من الثقات لیس لها طرق مخرجة فی الکتب، ٥- احادیث جماعة من الائمة عن ابائهم عن اجدادهم ولم تتواتر الروایة عن ابائهم عن اجدادهم بها الا عنهم۔

(প্রমাণ : মুকাদ্দমায়ে সুনানে ইবনে মাজাহ-৭৪, শামী-৪/২৩০, আলমগীরী-২/২৬৫, তাতার খানিয়া-৪/২৪৫)

কবরের আযাব অস্বীকার করা

প্রশ্ন : কবরের আযাব সত্য এই ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের দলীল কী? যদি কেউ কবরের আযাবকে অস্বীকার করে তার ব্যাপারে শরয়ী হুকুম কি?

উত্তর : কোন ব্যক্তি যদি কবরের আযাবকে অস্বীকার করে তার ব্যাপারে শরিয়তের হুকুম হলো সে কাফের হয়ে যাবে। কারণ কবরের আযাব সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের একাধিক দলীল আছে যা নিম্নে পেশ করা হলো।

وفى العالمغيرية : يكفر بانكار رؤية الله تعالى..... بعد دخول الجنة وبانكار عذاب القبر ـ (ما يتعلق بيوم القيامة ج٢ صـ٢٧٦ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : মিশকাত-১/২৫, আলমগীরী-২/২৭৪, তাতার খানিয়া-৪/২৫৭)

গান-বাদ্যকে হালাল মনে করা

প্রশ্ন : যদি কোন লোক বয়াতীগান, কাওয়ালী, নাচ, বাদ্য এগুলোকে জায়েয মনে করে তাহলে সে মুসলমান থাকবে কি না?

উত্তর : বয়াতীগান, নাচ, বাদ্য হারাম। যদি কোন মুসলমান ব্যক্তি এগুলোকে হালাল মনে করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

* কাওয়ালীর দ্বারা যদি হামদে বারী তাআলা ও নাত শরীফ উদ্দেশ্য হয় অথবা আল্লাহওয়ালাদের কবিতা উদ্দেশ্য হয় তাহলে বাদ্যবিহীন ভাল সুরের সাথে শ্রবণ করা জায়েয আছে অন্যথায় জায়েয নাই।

وفى التفسير الاحمدية : ويسمعون منهم الغناء يتلذذون بها كثيرا من الهواء النفسانية والخرافات الشيطانية ويحمدون على المغنين باعطاء النعم العظيم ويشكرون عليهم بالاحسان العميم فلا شك ان ذلك ذنب كبير واستحلاله كفر قطعا ويقينا ـ لانه عين لهو الحديث (صـ٤٠٢ اشرفية)

(প্রমাণ : সূরা লোকমান-৬, তাফসীরে আহমদী ৪০০-৪০২ রুহুল মাআনী ১১/৬৮ দুররে মুখতার ১/৩৬১ ২/২৩৮ শামী ৪/২৫৯)

ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব সম্পর্কে

প্রশ্ন : ইসলামী খেলাফত কাকে বলে? এবং একজন মুসলমান হিসাবে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জিম্মাদারী তার কতটুকু? কোন ব্যক্তি খেলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করলে তার ঈমানের কি কোন ক্ষতি হবে?

উত্তর : মিনহাজ আলান নবুওয়াতের আঙ্গিকে দ্বীন ও দুনিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করা, রাষ্ট্র পরিচালনা করাকে ইসলামী খেলাফত বলে।

ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে কিফায়া।

খেলাফতের যোগ্য কোন ব্যক্তি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা না করে তাহলে তার ঈমানের কোন ক্ষতি হবে না। যদি কারো দ্বারা খেলাফত প্রতিষ্ঠা না হয়ে

থাকে তাহলে ফরযে কিফায়া ছেড়ে দেওয়ার গুনাহ হবে।

তবে এ গুনাহ উম্মতের মধ্যে থেকে দু'ধরনের লোকদের উপর বর্তাবে। ১. ঐ সমস্ত উলামায়ে কেরাম যারা লোকদের মাঝে নেতৃত্ব দেন এবং মীমাংসা করেন এবং লোকদের মাঝে সম্মানিত ও গ্রহণীয়।

২. ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যাদের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা রয়েছে।

كما فى القران الكريم : يا ايها الذين آمنوا كونوا قومين بالقسط شهداء لله (سورة النساء : اياة ١٣٥)

(প্রমাণ : সূরা নিসা ১৩৫, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া-৬/২১৭, ইযালাতুল খিফা-১/১৩)

সর্বক্ষেত্রে মানুষের তৈরি কানুন মানা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : যদি কোন মুসলমান ব্যক্তিগত পারিবারিক, সমাজিক, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন দণ্ডবিধি, শিক্ষা, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী আমল না করে মানুষের তৈরি আইন কানুন মানে, তাহলে কি সে মুসলমান থাকবে?

উত্তর : একজন মানুষের উপর কুফর এবং মুরতাদ হওয়ার হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন সে শরীআতের অকাট্য প্রমাণকে মানতে ও গ্রহণ করে নিতে অস্বীকৃতি জানাবে এবং সেই হুকুমকে শরীআতের অপরিহার্য পালনীয় বিষয় হিসেবে গ্রহণের আকীদা এবং বিশ্বাস থেকে সরে আসবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি শরীআতের সেই হুকুমটিকে পালন করা ওয়াজিব এবং অপরিহার্য হিসাবে মেনে নেয়, আর নিজে অলসতা অথবা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তার উপর আমল করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে কাফের কিংবা মুরতাদ বলা যাবে না। সারা জীবনে একটি বারের জন্যও যদি ঐ ব্যক্তি আমল করার সুযোগ না পায়, তথাপিও সে মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে। অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলমান ব্যক্তির কুফরী কথাকে ভাল অর্থে মেনে নেয়া যাবে বা তার কুফরের ক্ষেত্রে কোন ইমামের ভিন্নমত থাকবে যদিও দুর্বল রেওয়াতের দ্বারা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কাফের বলা যাবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম আইন-কানুন না মানার দ্বারা, অন্তর থেকে না মানা তথা অস্বীকার করা প্রমাণিত হয় না বরং হতে পারে রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়িত না থাকার কারণে সে আমল করতে পারে না, কিন্তু অন্তর দ্বারা মানে, এতে সে গোনাহগার হবে, ঈমান যাবে না। তবে একজন মুসলমান হিসাবে নিজ সাধ্যানুযায়ী নিজ দেশে ইসলামী আইন-কানুন বাস্তবায়িত করার জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া দরকার। আর মানুষের তৈরি আইন কানুন ও হুকুম যদি আল্লাহর আইন-কানুন ও হুকুমের আওতাধীন হয় তাহলে তা মৌখিক ও অন্তর দ্বারা স্বীকৃতি দিলে ও বিশ্বাস করলে কোন অসুবিধা নেই।

كما فى الدر المختار : لا يفتى بتكفير مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن او كان فى كفره خلاف ولو كان ذلك رواية ضعيفة - (باب المرتد جا صـ٣٥٦ زكريا)

(প্রমাণ : জাওয়াহিরুল ফিকহ ১/৩৪-৩৭, দুররে মুখতার-১/৩৫৬, শামী-৪/২২৯, আলমগীরী-২/২৭৪, বায্যাযিয়া-৩/৩৩৬)

মুসলমান কাফেরের সাথী হয়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠাকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বিধান

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কাফেরদের সাথী হয়ে, কোন খেলাফত প্রতিষ্ঠাকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে সে ব্যক্তি কি কাফের হয়ে যাবে?

উত্তর : উক্ত ব্যক্তি কাফের হবে না, তবে গাদ্দার হিসাবে গণ্য হবে।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : البغاة : بانهم قوم لهم شوكة ومنعة، خالفوا لمسلمين فى بعض الاحكام بالتاويل وظهروا على بلدة من البلاد وكانوا فى عسكر واجروا احكامهم كالخوارج وغيرهم اما الخوارج او الحرورية : فهم قوم خرجوا على عليٍّ رضي الله عنه واستحلوا دمه ودماء المسلمين واموالهم وسبّى نسائهم جـ٦ صـ٩١.

(প্রমাণ : সূরা হুজরাত-৯, সূরা মায়েদাহ-৩২, আল ফিকহুল ইসলামী ও আদিল্লাতুহু-৬/৯১, ৮৮৬)

ইল্‌মে গায়েব, মু'জেযা, কারামাত, কাশ্‌ফ এর পরিচয়

প্রশ্ন : ইলমে গায়েব কাকে বলে? ইলমে গায়েব, কাশফ, কারামাত ও মু'জেযার মধ্যে পার্থক্য কি? এবং কোন ব্যক্তি যদি কাউকে বলে যে অমুক ব্যক্তি ইলমে গায়েব জানে তাহলে তার ঈমানের ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : ইল্‌মে গায়েব বলা হয় যা পঞ্চেন্দ্রিয় ও ইলমে জরুরী এবং ইলমে ইসতেদলালী থেকে অদৃশ্য।

* কাশফ বলা হয় জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার নেক বান্দারা যেসব ভেদের কথা জানতে পারেন বা চোখের অগোচর জিনিস অন্তর চক্ষু দ্বারা দেখতে পারেন।

* কারামাত বলা হয় যা নেককার মুমিন বান্দা বা ওলীদের থেকে নবুওয়াতের দাবী ছাড়া অলৌকিকভাবে প্রকাশ পায়।

* মু'জেযা বলা হয় যা নবীদের থেকে নবুওয়াতের দাবীর সাথে অলৌকিক বিষয় প্রকাশ পায়।

* ইলমে গায়েব ও কাশফ এর পার্থক্য হলো যে, ইলমে গায়েব এর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন অন্য কেউ জানে না।

* আর কাশফ হলো গায়েবের কোন বিষয় থেকে আল্লাহ তাআলা তার নেককার মুমিন বান্দাকে জানান।

* কারামাত ও মু'জেযার পার্থক্য হলো যে কারামাত হয় ওলীদের থেকে, এর দ্বারা চ্যালেঞ্জ করতে পারেন না।

* আর মু'জেযা নবীদের থেকে হয়, এবং এর দ্বারা চ্যালেঞ্জ করতে পারেন।

* ইলমে গায়েব আল্লাহ তাআলার সাথে খাছ, অতএব যদি কোন ব্যক্তি কারো ব্যাপারে একথা বলে যে সে গায়েব জানে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

كما فى الفتاوى الشامية : وحاصله ان دعوى علم الغيب معارضة لنص فيكفر بها الا اذا اسند ذلك صريحا او دلالة الى سبب من الله تعالى كوحى او الهام (مطلب فى دعوى علم الغيب ج٤ صـ٢٤٣ مكتبة سعيد)

(প্রমাণ : শামী ৪/২৪৩, আল মু'জামুল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ-৪৩৭, ৫০২, ৪৯৯, ইলাউস, সুনান ১১/৫৪১৫)

তাকলীদের হুকুম

প্রশ্ন : তাকলীদ মানা যে জরুরী এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি না?

উত্তর : তাকলীদ করা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস দ্বারা নিম্নে দলীল দেয়া হলো ঃ

وفى القران الكريم : فاسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ـ (سورة النحل آية ـ ٤٣)

فى الترمذى : وعن حذيفة قال كنا جلوسا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال انى لا ادرى ما بقائى فيكم فاقتدوا بالذين من بعدى واشار الى ابى بكر وعمر. ج٢ صـ٢٠٧

(প্রমাণ : সূরা নিসা ৫৭-৮৩, সূরা লোকমান-১৫, সূরা নাহল-৪৩, বুখারী-১/৫১৬, তিরমিযী-২/২০৭)

শির্‌ক-বিদ'আত

কাউকে সিজদা করার বিধান

প্রশ্ন : যদি কেউ কাউকে সম্মান সূচক সিজদা করে তাহলে এর কারণে উক্ত ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে কি না?

উত্তর : যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ব্যতিত অন্য কাউকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি কাউকে সম্মানের জন্য সিজদা করে তাহলে কাফের হবে না। তবে আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে সম্মানের জন্যেও সিজদা করা হারাম।

كما فى العالمغيرية : اذا سجد لانسان سجدة تحية لا يكفر - (كتاب احكام المرتدين جـ٢ صـ٢٧٩ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী-২/২৭৯, বাযযাযিয়া-৬/৩৪৩, আল বাহরুর রায়েক-৫/১২৪, কাযীখান-৩/৫৭১)

শিখা চিরন্তনের সামনে মাথা নত করার বিধান

প্রশ্ন : শিখা চিরন্তন কি? কেউ যদি শিখা চিরন্তনকে সামনে রেখে মাথা নত করে সম্মান করে তাহলে অগ্নি পূজকদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না?

উত্তর : শিখা চিরন্তন, অগ্নি পূজকদের একটি প্রতীক। অগ্নিপূজকরা আগুন প্রজ্বলিত করে তার পূজা করে এবং তার সামনে মাথানত করে সম্মান প্রদর্শন করে। সুতরাং মুসলমানদের জন্য বিজাতীয়দের যে কোন প্রতীক সম্মান করা এবং তার সামনে মাথা নত করা হারাম।

وفى العالمغيرية : فارادوا ان يتخذوا دارا منها كنيسة او بيعة او بيت نار يجتمعون فى ذلك لصلواتهم منعوا عن ذلك. جـ٢ صـ٢٥٢

(প্রমাণ : মিশকাত ২/৩৭৫, শামী ৬/৩৮৪, আলমগীরী-২/২৫২)

টাকাকে দ্বিতীয় খোদা বলা

প্রশ্ন : মানি ইজ দ্যা সেকেণ্ড গড বলার বিধান, অর্থাৎ টাকাকে দ্বিতীয় খোদা বলার হুকুম কি?

উত্তর : এই উক্তি কুফুরী বাক্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা খোদা একজনই। দ্বিতীয় বলতে কিছু নেই। তিনি বান্দার সকল হাজত পূরণ করেন, সুতরাং টাকাকে দ্বিতীয় খোদা বলা কুফরী। কোন মুসলমান বললে, সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির জন্য সতর্কতা হিসেবে ইস্তেগফার করে নতুনভাবে কালিমা পাঠ করবে। আর স্ত্রী

থাকলে পুনরায় বিবাহ পড়িয়ে নেয়া উচিত।

وفی الحدیث النبوی : ای الذنب اکبر عند الله قال ان تدعو لله ندا وهو خلقك - رواه مسلم (جـ۱ صـ ٦٣ مكتبة اشرافي)

(প্রমাণ : সূরা ইখলাস ১, সূরা লুকমান ১৩, মুসলিম ১/৬৩)

পয়গাম্বর বা পীরকে হাযির নাযির মনে করা

প্রশ্ন : কোন মানুষকে হাযির-নাযির মনে করা এবং পয়গাম্বরকে হাযির-নাযির মনে করা জায়েয আছে কি না। যদি কোন ব্যক্তি কোন নবী বা ওলীর সাথে উল্লেখিত বিশ্বাস রাখে তাহলে তার ঈমান থাকবে কি না?

উত্তর : কোন মানুষকে হাযির-নাযির মনে করা এবং পয়গাম্বরগণকে হাযির-নাযির মনে করা শিরক। যদি কোন ব্যক্তি নবী বা ওলীকে হাযির-নাযির মনে করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

وفی البحر الرائق : قال علماءنا من قال ارواح المشائخ حاضرة تعلم يكفر (باب احكام المرتدين جـ٥ صـ١٢٤ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : সূরা আনআম-৩ সূরা হাদিদ-৩, সূরা ক্বফ-১৬, আল বাহরুর রায়েক ৫/১২৪, বাযযাযীয়া-৬/৩২৬)

মিলাদ মাহ্ফিলে রাসূল (সা.) হাজির হওয়া প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : যেখানে মিলাদ পড়া হয় সেখানে হুজুর (সা.) এসে হাজির হন এমন কি একই সময়ে একাধিক মিলাদেও তিনি হাজির হইতে সক্ষম এ ধরনের আকিদা পোষণ করা এবং মিলাদে কিয়াম করা শরিয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

উত্তর : উল্লেখিত আকীদা রাখা শির্ক এবং মিলাদে কিয়াম করা বিদআত।

وفی مشكوة المصابيح : عن ابن مسعود (رضـ) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انّ لله ملئكة سياحين فى الارض يبلغونّى عن امتى السلام. (صـ٨٦ حميديه لائبريرى)

(প্রমাণ : মিশকাত ১/৮৬, আলমগীরী-২/২, তিরমিযী-২/১০০)

গণকের কথা বিশ্বাস করার হুকুম

প্রশ্ন : গণকের কাছে গিয়ে নিজের ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে কোন কিছু জানা এবং তার কথা বিশ্বাস করা শরীআতের দৃষ্টিতে জায়েয কি না?

উত্তর : জায়েয নাই বরং কবীরা গুনাহ।

وفى الموسوعة الفقهية : من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر ـ (باب الكهانية جـ٣٥ صـ١٧٢ مكتبة وزارة الاوقاف)

(প্রমাণ : সূরা জ্বিন-৩৬, আবু দাউদ ২/৫৪৫, দুররে মুখতার ১/৬, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া-৩৫/১৭৩)

কুফুরী কালাম দ্বারা চিকিৎসা করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে অনেক ফকিরগণ কুফুরী কালামের মাধ্যমে চিকিৎসা করে থাকে। কুফুরী কালামের দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : কুফুরী কালামের মাধ্যমে চিকিৎসা করা জায়েয নাই।

وفى الحديث : عن عوف بن مالك قال كنا نرقى فى الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى فى ذلك فقال اعرضوا على رقاكم لا باس بالرقى مالم يكن شركا ـ رواه ابوداود (باب الرقى جـ٢ صـ٥٤٢ اشرفية)

(প্রমাণ : সুনানে আবু দাউদ-২/৫৪২, আহকামে কুরআন-৩/৭২৩, আল মাউসুআতুল ফিক্বহিয়্যাহ-২২/৯৭)

বিদআতীকে সম্মান করার দ্বারা মূল ঈমানে ক্ষতি হয় না

প্রশ্ন : বিদআতী ব্যক্তিকে সম্মান করতে হাদীসে পাকে নবী আলাইহিস্সালাম নিষেধ করেছেন এখন আমার জানার বিষয় হলো। সে সম্মান কি? এবং বিদআতীকে সম্মান করে হাদীসে পাকের বিরোধিতা করার দ্বারা তার ঈমানের কোন ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : বিদআতীকে যে সম্মান করতে হাদীসে পাকের মধ্যে নিষেধ করা হয়েছে তা হলো বিদআতীকে দেখে দাঁড়িয়ে যাওয়া তাকে কোন মজলিসের সভাপতি বানানো ওযর ছাড়া তার খেদমত করা, তাকে সালাম দেয়া সালামের উত্তর দেয়া এবং তাকে ইমাম বানানো। এ জাতীয় সম্মান করা নিষেধ। তা সত্ত্বেও যদি কেউ করে তাহলে তার মূল ঈমানের মধ্যে কোন সমস্যা হবে না। তবে অন্যায়ের সহযোগীতা করার কারণে সে গোনাহ্গার হবে।

كما فى مرقات المفاتيح : قال ابن حجر كأن قام وصدره فى مجلس او خدمه من غير عذر يلجئه الى ذالك (باب الاعتصام بالكتاب والسنة جا صـ٣٩٤ المكتبة فيصل)

(প্রমাণ : মিরকাত-১/৩৯৪, হাশিয়ায়ে মিশকাত-১/২৩, শামী-১/৫৬০, তাতার খানিয়া ১/৩৭০, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ২৫/১৬৭)

শরীআতের দৃষ্টিতে ওরশের বিধান

প্রশ্ন : গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-ঘাটে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছোট-বড় বিভিন্ন ব্যানারে ও পোস্টারে লেখা থাকে পবিত্র ওরশ শরীফ। "মহাপবিত্র ওরশ মুবারক ইত্যাদি। এই ওরশের দিন ওরশের উদ্দেশ্যে গরু-ছাগল নিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে একেকজন সেখানে গিয়ে একত্রিত হয়। এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে-

(ক) ওরশ কাকে বলে?

(খ) শরীআতের দৃষ্টিতে ওরশের হুকুম কি?

(গ) ওরশে গরু-ছাগল বা অন্য কিছু মান্নত মানা যাবে কি না?

(ঘ) ওরশে যে সকল খানা পাকানো হয় তা খাওয়া যাবে কি না?

(ঙ) যদি ওরশ জায়েয না হয় তাহলে যেই সমস্ত পীরের দরবারে ওরশ করা হয়। সেই সমস্ত পীরদেরকে ভণ্ড/বিদআতী/গোমরাহ্ ইত্যাদি বলা যাবে কি না? এবং মানুষদেরকে তার দরবারে যাওয়া থেকে বাঁধা দেয়া যাবে কি না?

উত্তর : (ক) ওরশ এর আভিধানিক অর্থ হল খাদ্য বা ওলীমা, বর্তমানে আমাদের দেশে ওরশ বলা হয় কোন ব্যক্তির মৃত্যু তারিখে তার কবরে বাৎসরিক অনুষ্ঠান এবং মেলা করাকে। এ কাজটি নব আবিষ্কৃত, বিদআত।

ইসলামের শুরুর তিন যুগে তাঁর কোন, অস্তিত্ব ছিল না। আর বিদআত সম্পর্কে হাদীস শরীফে কঠোর শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

(খ) ওরশ এর হুকুম হল : ইসলামের দৃষ্টিতে কোন ব্যক্তির জন্ম-মৃত্যু বা তার স্মরণে কোন দিবস পালন করা জায়েয নাই। তাই ওরশ করা এবং এ ধরনের প্রোগ্রামে শরীক হওয়া জায়েয নাই।

(গ) ওরশে যে সমস্ত গরু-ছাগল ইত্যাদি মান্নত করা হয় সাধারণত তা গায়রুল্লাহর নামে যবাহ করা হয় তাই ওরশে গরু-ছাগল মান্নত করা হারাম।

(ঘ) ওরশে যে সমস্ত খানা পাকানো হয় তা খাওয়া জায়েয নাই।

(ঙ) পীর সাহেব যদি ওরশ করার কথা বলে না যান বরং তার জীবদ্দশায় এই সমস্ত গর্হিত কাজকে ঘৃণা করতেন তাহলে তাকে ভণ্ড-বেদআতী গোম্‌রাহ বলা যাবে না। যে সমস্ত পীরদের দরবারে ওরশ হয় তাদের দরবারে যাওয়া থেকে লোকদের নিষেধ করা জরুরী।

كما فى القران الكريم : انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنـزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم ـ (سورة البقرة : ايت ١٧٣)

وفى مشكوة المصابيح : وعن عمران ابن حصين قال قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم لا وفاء لنذر فى معصية ولا فيما لا يملك العبد رواه مسلم وفى رواية لا نذر فى معصية الله ۔ (ج۲ ص۔۲۹۷ اشرفية)

(প্রমাণ : সূরা বাকারাহ-১৭৩, সূরা আনআম ১৭১, মিশকাত শরীফ-১/২৭, ও ২/২৯৭, ফাতহুলবারী ১২/৪৪৫, দুররে মুখতার ২/২২৮ বাদায়ে ১৪/৩০৮)

শোক পালন করার শরয়ী হুকুম

প্রশ্ন : শোক পালন করার শরয়ী হুকুম কি? এবং কার জন্য কত দিন?

উত্তর : স্বামী ছাড়া অন্য কোনো নিকটতম আত্মীয় মারা গেলে তিনদিন পর্যন্ত শোক পালন করা সুন্নাত, আর স্বামী মারা গেলে চার মাস দশদিন পর্যন্ত।

كمافى صحيح البخارى: عن زينب بنت ابى سلمة انها اخبرته قالت دخلت على ام حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لا مراة تو من بالله واليوم الاخران تحد على ميت فوق ثلث الاعلى زوج اربعة اشهر وعشرا ۔ (باب الجنازة ١٧١/١)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/১৭১, ফাতহুল বারী ৩/৫১২, তাতারখানিয়া ২/৬২২

কাহারো উসীলায় দুআ করার বিধান

প্রশ্ন: দুআ করার সময় নবী রাসূল ও বুযুর্গদের উসিলার মাধ্যমে দুআ করা বৈধ আছে কি?

উত্তর: হ্যাঁ, দুআ করার সময় নবী রাসূল ও বুযুর্গদের উসীলার মাধ্যমে দুআ করা বৈধ আছে।

وفى السراجيّة: وجاءفى الا ثار مادلّ على الجواز وفى الحاشية أما اذا ارادبه التوسّل بمجد فلان وشرفه عند الله تعالى فلا بأس به (المكتب الا تحاد ٣١٦)

প্রমাণ: মাআরিফুল কুরআন ৩/১২৮, মায়েদা ৩৪, বুখারী ১/৩১৩-১৪, মিশকাত ২১৯, শরহে বেকায়া ১/৪৭, সিরাজিয়্যা ৩১৬

মুরীদের পীর বাবাকে আল্লাহর ছেলে বলা

প্রশ্ন : যদি কেউ বলে যে আমাদের পীর বাবা আল্লাহর ছেলে, এমন কথা বললে এর হুকুম কি?

উত্তর : উল্লিখিত কথা শির্কের অন্তর্ভুক্ত, এর দ্বারা ঈমান চলে যায়।

كما فى القران الكريم : لم يلد ولم يولد ۔ (سورة الاخلاص الاية ٣)

প্রমাণ ঃ সুরা ইখলাছ ৩, আল বাহরুর রায়েক ৫/১২০, তাতারখানিয়া ৪/২৩০, আলমগীরী ২/২৫৮

মুসলমান ব্যক্তি বাথরুমে মারা গেলে মন্দ ভাবা

প্রশ্ন : বাথরুমে মারা গেলে মন্দ ভাবা যাবে কিনা?

উত্তর : মুসলমান ব্যক্তির জন্য ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করাই একমাত্র সফলতা। তবে কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি অস্বাভাবিকভাবে বাথরুমে পরে মারা যায় তাহলে তাকে মন্দ বলা বা ভাবা শরীয়তসম্মত নয়। বরং গুনাহের কাজ।

وفى السنن الكبرى : عن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ـ

প্রমাণ ঃ সূরা ইউনুছ ৪৯, তাফসীরে কাবীর ১৭/৯১, সুনানে কুবরা ৮/৪৭৩, মুসনাদ আহমাদ ১৭/৪৯২

বিসমিল্লাহ্ বলে মদ পান করা

প্রশ্ন : বিসমিল্লাহ বলে মদপান করার বিধান কি?

উত্তরঃ যে জিনিসের হারাম হওয়া অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত সেই জিনিসকে হালাল মনে করা কুফর। অতএব, উল্লিখিত সুরতে যদি মদকে হালাল মনে করে পান করা হয় তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

وفى التاتارخانية : سئل ايضا عمن غصب طعاما فقال عند اكله بسم الله لا يكفر ولو ذكر عند شرب الخمر قال ان كان على وجه الاستخفاف يكفر (فيما يتعلق بالاذكار ٢٥٦/٤)

প্রমাণ ঃ শামী ৪/২২৩, তাতার খানিয়া ৪/২৫৬, বাযযাযিয়া ৬/৩৩৪, হিন্দিয়া ২/২৭৩

আলট্রাসনোর মাধ্যমে গর্ভে সন্তান নির্ণয় গায়েব জানা নয়

প্রশ্ন : কোরআন শরীফে সুরা লোকমানের শেষ আয়াতে আছে, নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভে যা থাকে তিনিই তা জানেন, কেউ জানেন না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানেন না কোন দেশে সে মারা যাবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ সর্ববিষয়ে অবহিত। এই আয়াতে বলা হয়েছে যে গর্ভশয়ে থাকে তা একমাত্র আল্লাহ পাকই জানেন অন্য কেহ জানেন না, কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা জানি কোন মহিলা গর্ভবতী হলে ডাক্তাররা আলট্রাসনোর মাধ্যমে তার গর্ভে কি সন্তান অর্থাৎ ছেলে না মেয়ে তা বলে দিতে পারে, তাহলে উক্ত আয়াতের সঠিক তাফসীর কি হবে, তা বর্ণনা করে বিষয়টিকে সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল।

উত্তর : গায়েব বলা হয় প্রত্যেক ঐ বস্তুকে যা পঞ্চন্দ্রীয় দ্বারা সরাসরি উপলব্ধি করা যায় না। আর ইল্‌মে গায়েব বলা হয় কোন মাধ্যম ব্যবহার করা ছাড়া

তাৎক্ষণিকভাবে নির্ভুলভাবে কোন বিষয় জানা এ ইল্‌ম একমাত্র আল্লাহপাকেরই রয়েছে অন্য কেহ ইল্‌মে গায়েবের অধিকারী নয়। সুতরাং আলট্রাসনোর মাধ্যমে মহিলার গর্ভে ছেলে না মেয়ে আছে এটা জানার দ্বারা গায়েব জানার আওতায় পরে না। কেননা তা মাধ্যম ব্যবহার করে জানা হয়েছে। অতএব উক্ত আয়াতের অর্থ হল মহিলার গর্ভে কি আছে আল্লাহ পাক কোন মাধ্যম ব্যবহার করা ছাড়াই সরাসরি নির্ভুলভাবে জানেন, যা অন্য কারো ক্ষমতায় নেই।

وفى التفسيرات الاحمدية: ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافى الارحام الخ ـ نقل فى نزولها ان حارث بن عمر رضـ جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اخبرنى علم الساعة ايان مرساها وقد زرعت بذرا فاخبرنى متى تنزل الغيث وإمرأتى حاملة فاخبرنى عما فى بطنها ذكر ام انثى ....فنزلت الاية المذكورة فى جوابه يعنى ان هذه الخمسة فى خزانة غيب الله لا يطلع عليه احدمن البشر والملك والجن فلا يعلم احد وقت قيام القيامة وكذ الا يعلم احد متى ينزل الغيث وكذا لا يعلم احد انه اىّ حال مافى البطن ذكر أو انثى تام او ناقص (٤٠٤ اشرفية)

প্রমাণ : বুখারী ২/৯৭৬, আহকামুল কোরআন ৩/৫১৭, রুহুল মাআনী ১১/১০৯, জালালাইন ২/৩৪৮, তাফসীরে আহমদী ৪০৪

পৃথিবী ধ্বংসের সময় ১০টি স্থানে আশ্রয় নেয়া

প্রশ্ন : বিজ্ঞানীরা বলেছে যে, পৃথিবী ধ্বংসের সময় বিভিন্ন গ্রহসহ মোট দশটি স্থানে আশ্রয় নিলে প্রাণে বাঁচা যাবে। তাদের ঐ থিওরি কি কোরআন হাদীস সমর্থিত?

উত্তর: বিজ্ঞানীদের উক্ত থিওরি অসাঢ় ও ভ্রান্ত। কিয়ামত অর্থাৎ পৃথিবী ধ্বংসের সময় কোন মানুষই বাঁচতে পারবে না। বরং সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা ছাড়া সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।

وفى القران الكريم : كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام (سورة الرحمن ١٩)

প্রমাণ : সুরা কাছাছ ৮৮, সুরা আর রহমান/১৯, সুরা কিয়ামা ২-১২, তাফসিরে কাবীর (২৫-২৬) ১৯, হিন্দিয়া ২/২৬১

কোরআন হাদীস বিরোধী আইন বাস্তবায়নকারীদের হুকুম

প্রশ্ন : কুরআন-হাদীস বিরোধী কোনো আইন যদি কোনো রাষ্ট্র বাস্তবায়ন করে তাহলে যারা এই আইন বাস্তবায়ন করেছে তাদের বিধান কি? আর যারা বাস্তবায়ন করার পর চুপ থাকে তাদের বিধান কি?

উত্তরঃ– কুরআন ও হাদিসের আলোকে প্রত্যেক মুসলমানের জীবন পরিচালনা করা জরুরী। প্রতি মুহূর্তে কুরআন প্রদর্শিত নবী করীম (সাঃ)-এর বর্ণিত পদ্ধতিতে জীবন-যাপন করা আবশ্যক। এই একই বিধান প্রয়োগ হবে রাষ্ট্র প্রধানের উপর বা বাদশার উপর। কাজেই এ বিধান অস্বীকার করে কুরআন ও হাদীস বিরোধী কোনো আইন-কানুন প্রবর্তন করলে সে রাষ্ট্র প্রধান জালেম/ফাসেক বলে গণ্য হবে। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে কাফের হওয়ারও আশংকা থাকে। এই পরিস্থিতিতে সর্বস্তরের ঈমানদার মুসলমানদের দায়িত্ব হলো সাধ্য অনুযায়ী প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া। তা না করলে প্রত্যেক ব্যক্তি তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

كما فى القران الكريم : ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكفرون ـ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ـ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفسقون ـ (سورة المائدة ٤٤-٤٧)

প্রমাণ : সুরা মায়েদা ৪৪-৪৫-৪৭, বুখারী ২/১০৫৭, মুসলিম ১/৫১

ব্যবসার জন্য কাফেরদের পোশাক পরা

প্রশ্ন : ব্যবসার সুবিধার্থে কাফেরদের পৈতা বা তাদের পোশাক পরিধান করার বিধান কি?

উত্তর : শুধুমাত্র ব্যবসার সুবিধার্থে কাফেরদের পৈতা বা তাদের পোশাক পরিধান করলে (যাতে কাফেররা তাকে কাফের ভেবে ব্যবসা করতে দ্বিধা না করে) ইসলামী আইন অনুযায়ী তাকে কাফের বলা হবে। তাই দুনিয়াবী স্বার্থে এরকম হীন কাজ থেকে বেঁচে থাকা অত্যাবশ্যক।

وفى سنن ابى داؤد: عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه (٥٩٩/٣)

প্রমাণ: তিরমিযী ২/৯৯, আবু দাউদ ২/৫৫৯, আলমগীরী ২/২৭৬, তাতার খানিয়া ৪/২৬৮, আল বাহরুর রায়েক ৫/১২৩

চিরকুট বা এসএমএস প্রচার দ্বারা লাভ ক্ষতির বিশ্বাস করা

প্রশ্ন : কখনো কখনো ছোট চিরকুট বা এসএমএস আসে। তাতে লেখা থাকে পবিত্র কুরআনের আয়াত ৬৬৬৬টি, রুকু ৫৪০টি, সিজদার আয়াত ১৪টি ইত্যাদি। আপনি যদি এই চিরকুট বা এসএমএসটি দশজনকে পাঠান, তাহলে এক সপ্তাহের মধ্যে তার ফল পাবেন। আর না পাঠালে আপনার বড় ধরনের ক্ষতি হবে। প্রশ্ন হলো, এরূপ চিরকুট বা এসএমএস পাঠানো ও লাভ-ক্ষতির বিশ্বাস রাখার বিধান কি?

উত্তর: লাভ-ক্ষতির বিশ্বাস রেখে এরূপ চিরকুট বা এসএমএস পাঠানো ইসলামি আকীদার পরিপন্থি এবং নাজায়েয। কারণ ভাল-মন্দ সবকিছু করার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। হ্যাঁ চিরকুট বা এসএমএস দ্বারা প্রেরিত সংবাদটি যদি ইসলাম বিরোধী বা অনর্থক না হয়, তাহলে লাভ-ক্ষতির বিশ্বাস না রেখে এরূপ চিরকুট বা এসএমএস পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু বিগত দিনের অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝা যায় এ ধরনের চিরকুট বাজে ও ভ্রান্ত-আকীদা মানুষের মাঝে ছড়ানোর জন্য করা হয়ে থাকে যার কোনো ভিত্তি নেই, এই জন্য এর থেকে বিরত থাকা জরুরী।

وفى القران الكريم: قل يا ايها الناس قد جاء كم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ـ (سورة يونس ١٠٧)

প্রমাণ : সুরা ইউনুস ১০৭, তাফসীরে মাযহারী ৬২, তাফসীরে জালালাইন ১৭৯ তাফসীরে রুহুল মাআনী ১০৭, মিশকাত ১৯

উৎসব উপলক্ষে কবরে ফুল দেওয়া

প্রশ্ন : কোন উৎসব উপলক্ষে কবরে ফুল দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : যদি কবরে ফুল দেওয়া হয় মৃত ব্যক্তি বা কবরকে সম্মান করার জন্য তাহলে তা স্পষ্ট শিরক এবং হারাম। আর যদি শুধু প্রথা পালনের জন্য দেওয়া হয় তাহলে মাল নষ্ট এবং বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্যতা অবলম্বনের কারণে হারাম হবে।

وفى الشامية: قوله باطل وحرام لوجوه منها انه ان ظن ان الميت يتصرف فى الامور دون الله تعالى واعتقاد ذلك كفر (٢/٤٣٩ سعيد)

প্রমাণ : সুরা লুকমান ১৩, সূরা বনী ইসরাইল ২৭, মুসনাদ ৪/৫১৬, শামী ২/৪৩৯, মালাবুদ্দা মিনহু ১০৬,

মহিলার মুখে দাড়ি গজালে হতভাগিনী মনে করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কোন মহিলার মুখে দাড়ি গজালে তাকে নিতান্ত হতভাগিনী মনে করা হয় এটা কি ঠিক?

উত্তর : কোন মহিলার মুখে দাড়ি গজালে সমাজে তাকে নিতান্ত হতভাগিণী মনে করা হয় এটা এক ধরনের ভ্রান্ত-আকিদা যা সম্পূর্ণ নাজায়েয। তাই এ ধরনের বিভ্রান্তিকর আকীদা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

كما فى صحيح البخارى: عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة والشوم فى ثلث فى المرأة والدار والدابة : (باب الطيرة ٨٥٦/٢ اشرفية)

প্রমাণ : বুখারী ২/৮৫৬, মিশকাত ৩৯১, দুররে মুখতার ২/২৪২, শামী ২/৩৭৩

পীর বা পীরের ছবিকে সিজদা করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি তার পীরকে অথবা পীরের আকৃতি বা ছবিকে সিজদা করে শরীয়াতে তার হুকুম কি?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত অন্য কাউকে সিজদা করা শিরক এবং হারাম। অতএব যদি কোন ব্যক্তি কোন পীরকে বা পীরের আকৃতিকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা করে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে।

كما فى القران الكريم: ومن ايته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجد وا للشمس ولا للقمر واسجدو ا لله الذى خلقهن ان كنتم اياه تعبدون (سورة حم السجده : اية ٣٧

প্রমাণ : সূরা হা মীম সাজদা ৩৭, তাফসীরে মাজহারী ৮/২৯৭, তাফসীরে কাবিরী ২৭,২৮/১১৪, বুখারী ১/১৭৭, আবু দাউদ ১/২৯১,

ঈদে মিলাদুন্নাবী ও প্রচলিত মিলাদের বিধান

প্রশ্ন : ঈদে মিলাদুন্নবীর বিধান কি? যদি বৈধ না হয় তাহলে বৈধ হওয়ার পদ্ধতি কি? এবং প্রচলিত মিলাদের বিধান কি?

উত্তর : ঈদে মিলাদুন্নবী ও প্রচলিত মিলাদ শরীয়ত সম্মত নয়, এবং শরীয়তে তার কোন প্রমাণ ও ভিত্তি নেই, সুতরাং তা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ইসলামের প্রথম যুগ তথা সাহাবা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, ও চার মাজহাবের কোন ইমাম থেকে প্রমাণিত নেই। হ্যাঁ কোন মজলিসে হুজুর (সঃ) এর জীবনী ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করা এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নবীর আদর্শে আদর্শবান হওয়া ইহা একটি ভাল ও সাওয়াবের কাজ।

وفى مسلم : عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب .. ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى

محمد صلى الله عليه وسلم وشرالامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ـ (كتاب الجمعة ١/٢٨٥ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সূরা আল-ইমরান ৫, বুখারী ২/১০৮০, মুসলিম ১/২৮৫ ইবনে মাজাহ ৩, নাসায়ী ১৭৯, আবু দাউদ ১৬১, মিরকাত ১/২৭, ফাতহুল বারী ১৫/১৭৮

কোন ব্যক্তিকে عالم الغيب মনে করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তিকে আলেমুল গায়েব মনে করলে ঈমান থাকবে কিনা? কোরআন হাদীস এর আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : غيب এর দুইটা অর্থ। (১) حقيقى (নিখাঁত), (২) اضافى(আপেক্ষিক)।

(১) حقيقى বলা হয় ঐ অদৃশ্যের ইলমকে যা অর্জন করার জন্য কোন মাধ্যম থাকে না। আর এটা আল্লাহ তাআলার জন্যই নির্দিষ্ট, এবং শরয়ী ও আকলী ভাবে বান্দার জন্য অর্জন করা সম্ভব নয়।

(২) اضافى বলা হয় ঐ অদৃশ্যের ইলমকে যা কোন মাধ্যম দ্বারা অর্জন করা হয়। কতিপয় লোকের অর্জন হয়। আর কতিপয় লোক থেকে গোপন থাকে আর এটা আল্লাহ তাআলার ইঙ্গিতের মাধ্যমে বান্দা অর্জন করতে পারে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে যদি প্রথম অর্থের عالم الغيب মনে করে তাহলে কাফের হয়ে যাবে।

وفى الشامية : ان دعوى علم الغيب معارضة لنص القران فيكفربها : (باب المرتد ٤/٢٤٣ سعيد)

প্রমাণ : সুরা নামল ৬৫, তাফসীরে রুহুল মাআনী ১০/১১, তাফসীরে মাযহারী ১০/৯৫, তাফসীরে কাবীর ১৩-১৪/১০, শামী ৪/২৪৩, হিন্দিয়া ৩/৫৭৬ খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৩-৪/৩৮৫তাতার খানিয়া ৪/২৪২, সিরাজিয়া ৩০২

মিলাদ সংক্রান্ত বিবিধ

প্রশ্ন : গ্রাম-গঞ্জে দেখা যায় যে, অনেকে নতুন ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট তৈরি করার আগে-বা পরে তাতে দোআর আয়োজন করে, (যা সমাজে মিলাদ নামে পরিচিত।) এবং দোআর পরে মিষ্টি বিতরণ করা হয় বা খাবারের আয়োজন করা হয় এবং যে দোআ করে তাকে হাদিয়া হিসাবে টাকা দেয়া হয়। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি মারা গেলেও দোআর আয়োজন করা হয়। এখন আমার জানার বিষয় হলো–

(ক) নতুন ঘর বা দোকান তৈরি করার আগে বা পরে দোআর আয়োজন করা,

এরপর মিষ্টি বিতরণ বা খাবারের আয়োজন করা এবং যে দোআ করে তাকে টাকা দেওয়া ও তার টাকা নেওয়া জায়েয আছে কি না?
(খ) যে ঘরে মানুষ মারা যায় সে ঘরেই দুআর আয়োজন করা, এরপর খাবারের আয়োজন করা, যে দুআ করে তাকে টাকা দেয়া জায়েয হবে কি না?
(গ) "দুআ" কে "মিলাদ" বলা যাবে কি না?
উত্তর : (ক) নতুন ঘর বা দোকান তৈরী করে দুআর আয়োজন করা মিষ্টি বিতরণ ও খাবারের আয়োজন করা এবং যে দুআ করে তাকে টাকা দেওয়া। এগুলো যদি নিয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ হয়ে থাকে, তাহলে, শুধু জায়েযই নয় বরং উত্তম কাজ। কেননা হাদীস শরীফে খানা খাওয়ানো ও হাদিয়া দেওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
(খ) মৃত্যু ব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াব করা অর্থাৎ নেক আমল করে তার সাওয়াব পৌছানো। চাই এটা খানা খাওয়ানোর দ্বারা হোক বা অন্য কোন নেক কাজের দ্বারা হোক তা জায়েয। তবে এর জন্য শরীয়তে কোন দিন তারিখ নির্দিষ্ট নেই যে, ঐ দিনেই করতে হবে। তাই প্রচলিত তিন দিন চল্লিশা বা মৃত্যু বার্ষিকী ব্যতিত যে কোন দিন করবে। এর জন্য প্রচলিত ঐ দিনগুলোতে করা বিদআত হবে। এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দুআ করা কোরআনখানী করা জায়েয। তবে এর জন্য বিনিময় আদান-প্রদান করা নাজায়েয। অতএব কোরআন খানী করলে খানা খেতে পারবে না। আর খানা খেলে কোরআন খানী করা যাবে না। এবং যে ঘরে মারা গেছে সে ঘরেই দুআ করতে হবে এমন মনে করা বিদআত।
(গ) দুআকে মিলাদ বলা যাবে না কেননা দুআ হল ইবাদাত আর প্রচলিত মিলাদ হল বিদআত।

وفى حاشية الترمذى : اذا كان ختم البخارى أو القرآن العزيز لحاجة دنيوية تجوز الأجرة واذا كان لأ مر دينوى وقيد المكان والزمان تجوز الاجرة ـ وقال ابن عابدين فى شفاء لعليل ان الأجرة حرام اذا كان لايصال الثواب وأتى بالنقول الكثيرة (باب فى اخذ الاجرة على التعويذ: ٢/ ٢٧ اشرفية)

প্রমাণ : সুরা বাকারা ৪১, আবু দাউদ ২/৭০৬, শামী ৬/৫৭, তুহফাতুল আহওয়াযী ২/২৭, মওসুআ ২৬/১৮১

শরীয়তের দলীল ইজমাকে অস্বীকার করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি শরীয়তের দলীল ইজমাকে অস্বীকার করে, তাহলে কি তার ঈমান থাকবে, না কি সে কাফের হয়ে যাবে। জানতে চাই।

উত্তর : ইজমা তিন প্রকার। প্রথম প্রকার : সর্বাধিক শক্তিশালী ইজমা হলো সাহাবাদের قولی ও عملی ইজমা, যা حجت قطعي এর অন্তর্ভুক্ত, ইজমার এই প্রকারকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় প্রকার : হলো সাহাবাদের ইজমায়ে সুকূতী, যা حجت ظنی এই প্রকারকে অস্বীকার করলে কাফের হবে না, কিন্তু এর দ্বারা شرعی حکم ছাবেত হয়।

তৃতীয় প্রকার : হলো সাহাবাদের পরবর্তী যুগের ফকীহ্গণের ইজমা, এটাকে অস্বীকার করলেও কাফের হবে না।

وفی ابی داؤد: عن انا س من اهل حمص من اصحاب معاذبن جبل ان رسول ا لله صلی الله علیه وسلم لما اراد ان یبعث معاذا الی الیمن قال کیف تقضی اذا عرضا لك قضء قال اقضی بكتاب الله قال فان لم تجد فی کتاب الله قال فبسنة رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فان لم تجد فی سنة رسول الله ولا فی کتاب الله فال اجتهد برائی الخ: (باب اجتهاد الرای : ۲/٥٥ اشرفی بك دفو دیوبند)

প্রমাণ : সুরা নিসা ৫৮ আবু দাউদ ২/.৫০৫ নূরুল আনওয়ার ২২১, আলমগীরী ২/২৬৯, মাউসুআ ২/৪৯ শামী ৪/২২৩

পীরের পা ধরে সালাম করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার ভাইকে বললেন, ভাই চলেন আমরা বাবার দরবারে যাই। আর তার ভাই তাকে বলল, ঠিক আছে, আমি যাব তার ভাই পীরের দরবারে কি করতে হয়? তখন সে বলল প্রথমে পা ধরে সালাম করতে হয় তারপর যার যে সমস্যা তাকে বললে তিনি তা সমাধান দেন। এখন আমার জানার বিষয় হল উক্ত পীরের পা ধরে সালাম করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : উল্লিখিত তরীকা সুন্নাত পরিপন্থী কাজ এরূপ পন্থা পরিহার করে নবীজী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাতলানো সালাম ও মুসাফার সুন্নাত আদায় করাই সকল মুসলমানের জন্য জরুরি।

وفی البنایة : واما ما یفعله الجهال من تقبیل ید نفسه اذا لقی غیره فهو مکروه فلا رخصة فیه ـ (فصل فی الاستبراء)

প্রমাণ : আবু দাউদ ৭০৭, তিরিমিযী ২/১০২, দুররে মুখতার ২/২৪৫, আলমগীরী ৫/৩৬৯, বিনায়া ১২/১৯৮

পীরের বাড়ি, মাজার বা মসজিদে মান্নত করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় অনেক মানুষ এ কথা বলে মান্নত করে যে, আমার অমুক কাজ সমাধা হলে আমি অমুক পীরের মাজারে/বাড়িতে বা কোন মসজিদে গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগী বা টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিব। এ ধরনের মান্নত করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : মান্নত এবং সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্যই। তাই কোন পীরের মাজারে/বাড়িতে বা কোন মসজিদে মান্নত করা হারাম। সুতরাং মান্নত করার পর মান্নতের কাজ পুরা হলে, পীরের মাজারে/বাড়িতে বা কোন মসজিদে গরু, ছাগল হাঁস, মুরগী, টাকা, পয়সা ইত্যাদি দিয়ে মান্নত পুরা করা জায়েয নেই। উল্লেখ থাকে যে, হাঁস মুরগী দ্বারা মান্নত করলেও তা শরয়ী মান্নত হয় না।

وفى الدر المختار : إعلم ان النذر الذى يقع للاموات من اكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الا ولياء الكرام تقرباالیهم فهو بالاجماع باطل وحرام مالم يقصد واصرفها لفقراء الانام وقد ابتلى الناس بذلك (باب ما يفسد الصوم ومالا يفسد ١٥٥/١ زكريا)

প্রমাণ : মুসলিম ২/৪৫ দুররে মুখতার ১/১৫৫ শামী ২/৪৩৯

মুসলমানের চেয়ে হিন্দু ভালো বলার

প্রশ্ন : কোন মুসলমান দোকানদারকে 'মুসলমানের চেয়ে হিন্দু ভাল' এরূপ বাক্য বলার দ্বারা সে ব্যক্তির ঈমান চলে যাবে কি?

উত্তর : উল্লিখিত কথাবার্তা সাধারণত ব্যবসায়ী আলোচনার কারণেই হয়ে থাকে। এর দ্বারা ঈমান যাবে না। কিন্তু তার পরেও এরূপ বলা ঠিক না।

وفى التاتارخانية: معلم الصبيان قال: اليهود خير من المسلمين بكثير فانهم يقضون حقوق معلمى صبيانهم يكفر ۔ (فصل فى التشبيه بالكفاروفى ترجيح الخ ٢٦٩/٤ دارالايمان)

প্রমাণ :- সুরা বাকারা ২২১, তাফসীরে কাবীর ৫/৫৫, আলমগীরী–২/২৭৬, তাতার খানিয়া ৪/২৬৯, খালাসাতুল ফতাওয়া ৪/১৮৭

আমার ঈমান আমার জুতার নিচে এমন কথা বলা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি বলল আমার ঈমান আমার জুতার নিচে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত ব্যক্তির বিধান কি?

উত্তর : আমার ঈমান আমার জুতার নিচে থাকে এটা কুফরী বাক্য, কোন ব্যক্তি এমন কথা বললে তার ঈমান চলে যাবে।

كما فى البحر الرائق: اذا اطلق الرجل كلمة الكفر عمدا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض اصحابنا لا يكفر لان الكفريتعلق بالضمير ولم يعقد الضمير على الكفر وقال بعضهم يكفر وهو الصحيح عندى لانه استخف بدينه (باب المرتد ١٢٥/٥ رشيدية)

প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ৫/১২৫, হিন্দিয়া ২/২৭৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৩-৪/৩৮২, তাতার খানিয়া ৪/২৩২

যদি আল্লাহ্ রাসূল চান তাহলে হবে এমন বলা

প্রশ্ন : যদি আল্লাহ-রাসূল চান তাহলে হবে এমন বলার হুকুম কি?

উত্তর : উল্লিখিত বাক্যটি শিরকী বাক্য, তাই তওবা করবে এবং ভবিষ্যতে এমন কথা বলা থেকে বিরত থাকবে।

كما فى القران الكريم : واذقال لقمن لا بنه وهو يعظه يبنى لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم (سورة لقمان ١٣)

প্রমাণ : সূরা লোকমান ১৩, মসুনাদ ২/৪২৩, বুখারী ১/৭, হিন্দিয়া ২/২৫৮, আল বাহরুর রায়েক ৫/১২০

রাখ তোমার কোরআন হাদীস বলা

প্রশ্ন : রাখ তোমার কোরআন হাদীস এমন বলার বিধান কি? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : উল্লিখিত কথার দ্বারা যদি কোরআন হাদীসকে তুচ্ছ জ্ঞান কিংবা অবজ্ঞা করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে কাফের হয়ে যাবে– অন্যথায় কাফের হবে না। তবে গুনাহগার হবে তার জন্য তাওবা করা আবশ্যক।

كما فى العالمكيرية : اذا انكر الرجل اية من القران او تسخر باية من القران وفى الخزانة او عاب فقد كفر (باب احكام المرتدين ٢٦٦/٢ الحقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ২/২৬৬, তাতার খানিয়া ৪/২৫০, মাওসুআ ২২/১৮৩

পীর ওলীগণ সন্তান দিতে পারে না

প্রশ্ন : পীর ওলীরা সন্তান দিতে পারে কি না?

উত্তর : কোরআন দ্বারা প্রমাণিত যে, নভোমণ্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্ তাআলারই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে

ইচ্ছা পুত্র-সন্তান দান করেন। এটা আল্লাহ তাআলার জন্য খাস। কোন নবী-রাসূলের হাতে পর্যন্ত এ ধরনের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। সুতরাং কোন পীর ওলী সন্তান দিতে পারে এরূপ বিশ্বাস রাখা সম্পূর্ণ শিরকী হবে। যার থেকে পরহেজ করা সকল মুসলমানের জন্য জরুরী।

كما فى القران الكريم: لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا إِنَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (سورة شورى ٤٩)

প্রমাণ : সুরা শুরা ৪৯, তাফসীরে কাবীর ২৭/২৮

জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এ কথা বিশ্বাস করা

প্রশ্ন : জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস এ উক্তিটি কতটুকু সত্য। এ কথায় বিশ্বাসী হলে কোন গুনাহ্ হবে কি? অথবা রূপক অর্থে সঠিক ধরে নেওয়া যায় কি? কোরআনের আয়াত تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء এর সাথে এর বিরোধ আছে কি?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলাই সকল ক্ষমতার অধিকারী। প্রত্যেক মুসলমান মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে বাধ্য। আর এর বিপরীত অন্য সকল মতবাদ ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। উল্লিখিত প্রশ্নে "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস" উক্তিটি যদি তার প্রকৃত অর্থে তথা যাবতীয় আইন-কানুন বাস্তবায়ন ও সরকারের উত্থান পতনের ক্ষমতা জনগণের হাতেই রয়েছে এ অর্থে ব্যবহার করা হয়। তাহলে তা ইসলামী আক্বীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও শিরক।

وفى القران الكريم: لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شئ قدير- (سروة المائدة ١٢٠)

প্রমাণ : সুরা মায়েদা ১২০, মুসলিম ২/১৯৩

টাকা পয়সা বড় চিজ খোদা থেকে উনিশ বিশ বলা

প্রশ্ন : টাকার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য গুরুজনদের উপদেশ "টাকা পয়সা বড় চিজ খোদার থেকে উনিশ বিশ" এ ধরনের বক্তব্য ঈমান বিরোধী কি?

উত্তর : এ ধরনের কথা আল্লাহ তায়ালার শানে চরম পর্যায়ের বেআদবী এবং শিরকের অন্তর্ভূক্ত। এর থেকে তাওবা করা জরুরী। এবং নতুন ভাবে কালেমা পড়ে ঈমান আনা জরুরী। বিবাহিত হলে বিবাহ দোহরাতে হবে।

كما فى القرآن الكريم: ليس كمثله شئ وهو السميع البصير (سورة الشورى ١١)

প্রমাণ : সূরা শুরা ১১, আল বাহরুর রায়েক ৫/১২০, হিন্দিয়া ২/২৫৮, তাতার খানিয়া ৪/২৩৪, মাওসুআ ২২/১৮৩

"স্বয়ং নবী এসেও বলে তবুও মানবো না" এমন বলা

প্রশ্ন : "যদি স্বয়ং নবী এসেও বলে তবুও মানব না" এমন কথা বলার বিধান কি?

উত্তর : এমন কথা বলা কুফুরী। যদি কোন ব্যক্তি এমন কথা বলে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। তার অতি সত্বর তাওবা করে ঈমান আনতে হবে, এবং বিবাহিত হলে বিবাহ দোহরাতে হবে।

كما فى البحر الرائق: ويكفر من اراد بغض النبى عليه السلام بقلبه وبقوله... وبقولها نعم حين قال لها لو شهد عندك الانبياء والملائكة لا تصدقيهم حين قالت له : (باب المرتد ١٢١/٥ رشيرية)

প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ৫/১২১ শামী ৪/২২৩ তাতার খানিয়া ৪/২৪৬ আলমগীরী ২/২৬৫ খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৮৫

মাজারকে সম্মান করে সিজদা করা

প্রশ্ন : মাজারকে সম্মান করে সিজদা করলে ঈমানের কোন ক্ষতি হবে কিনা?

উত্তর : সিজদা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্দিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা হারাম এবং শিরক। সুতরাং মাজারকে সম্মান করে সিজদা করাও হারাম এবং শিরক। আর ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা করা কুফুরী।

وفى اعلاء ا لسنن اما السجود لغير الله سبحانه وتعالى فهو كفر : (باب السجود لغير الله ١٥-٨٢١٤/١٦)

প্রমাণ : সুরা হা-মিম সাজদাহ ৩৭, রূহুল মাআনী ৩৭ ১২৫, মাযহারী ৮/২৯৭, বুখারী ১/১৭৭, আবু দাউদ ১/২৯১, আল বাহরুর রায়েক ৫/১২৪, আল ফিকহুল ইসলামী আদিলা ৪/৫৯, ইলাউস সুনান ১৫/১৬-৮২১৪, দুররে মুখতার ৪/২২২

ঈসালে সাওয়াবের বিবিধ হুকুম

প্রশ্ন : (ক) জীবিত মানুষ কি মৃত লোকের জন্য শারীরিক আমল বা মালি আমলের সাওয়াব পৌছাতে পারে? (খ) বর্তমানে আমাদের দেশে যে প্রচলিত প্রথা, কুলখানি, চল্লিশা খানার আয়োজন করা হয় তা কি ঈসালে সাওয়াব হবে? (গ) এই খানার আয়োজন করার বিধান কি? এ খাবার ধনী ও দরিদ্র মানুষ খেতে পারবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, জীবিত ব্যক্তি মৃতদের জন্য শারীরিক বা মালী আমলের সাওয়াব পৌঁছাতে পারে।

(খ) বর্তমানে আমাদের দেশে যে ৩রা, কুলখানি এবং চলিশার প্রথা চালু আছে তা শরীয়ত সম্মত নয়। বরং বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। তাই এর দ্বারা ঈসালে সাওয়াব হবে না। তবে যদি দিন তারিখ নির্ধারণ না করে শুধু সাওয়াবের নিয়তে দুআ ও কোরআন খানী ছাড়া এমন সন্দেহ মুক্ত হালাল টাকা দ্বারা খানার ইন্তেজাম করা হয় যার মধ্যে নাবালেগ শিশুর কোন অংশ না থাকে, বা যৌথ টাকা যার অংশীদারের কেহ খরচ করতে রাজি নেই, এমন না হয় এবং মহিলাদের বেপর্দা না হয়। তাহলে তার সাওয়াব মৃত ব্যক্তি পাবে।

(গ) হ্যাঁ উল্লিখিত জায়েয পন্থায় যদি খানার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে সকলে খেতে পারবে। তবে গরীবদেরকে খাওয়ানো উত্তম।

وفى الشامية : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لأنه شرع فى السرور لا فى الشرور وهى بدعة مستقبحة (مطلب فى كراهة الضيافة ٢/٢٤٠ سعيد)

প্রমাণ : সূরা বাকারা ৪১, আবু দাউদ ১/২৩৪, দুররে মুখতার ১/১৩৬, শামী ২/২৪০, আলমগীরী ১/১৬৭, তহতবী ৬১৭, বিনায়া ৩/২৬২

হিন্দুও স্বর্গে যাবে এমন বিশ্বাস রাখা

প্রশ্ন : যার বিশ্বাস হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদীও স্বর্গে যাবে সে কি মুমিন?

উত্তর : উল্লিখিত বিশ্বাস, কোরআন মাজীদ ও হাদিসের আলোকে কুফরী বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত।

وفى القران الكريم : ان الدين عند الله الاسلام ـ (سورة ال عمران ١٩)

প্রমাণ : সুরা আল ইমরান ১৯-৮৫, মুসলিম ১/৮৬, হিন্দিয়া ২/২৭৪, আল বাহুরর রায়েক ২/১২২

তারকা গননা করে ভাগ্য নির্ণয় করা

প্রশ্ন: তারকা গননা করে ভাগ্য নির্ণয় করার বিধান কি?

উত্তর: ইসলামে তারকা গণনা করে ভাগ্য নির্ণয় করা সমর্থন করে না এবং বিশ্বাসও করে না, এবং হাদীসে এর প্রতি নিন্দাও করা হয়েছে; সুতরাং তারকা গণনা করে ভাগ্য নির্ণয় করা সম্পূর্ণ ভুল এবং কবীরা গুনাহের কাজ।

وفى التفسير المظهرى: فى مواقعها واحصالا تها او فى علمها او فى كتا بها وهذا يدل على ان النظر فى علم النجوم وتعليمه وتعلمه كان جائزا فى شريعته لكن صار منسوخًا فى شريعتنا ـ (سورة الصفات ١٢١/٨ حافظ كتب خانه)

প্রমাণ: আবু দাউদ– ১/৫৪৫, হাশিয়ায়ে জালাইন-৩৭৬, তাফসীরে মাজহারী ৮/১২১

ঘরে মূর্তি বা পুতুল রাখা

প্রশ্নঃ ঘরে মূর্তি বা পুতুল রাখার বিধান কি?

উত্তরঃ ঘরের ভিতরে মূর্তি বা পুতুল রাখা জায়েয নেই এবং এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে কঠোর ধমকি এসেছে রহমত ঘরে প্রবেশ করে না। আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানদেরকে এই সমস্ত গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করুন।

وفى البناية: يكره اتخاذ الصور فى البيوت ويكره الدخول فى مثل هذه البيوت والجلوس والزيارة (فصل فى العوارض ٢/٤٦١ اشرفية)

প্রমাণঃ বুখারী ২/৮৮১, আবু দাউদ- ২/৫৭২, হাশিয়ায়ে বেকারা- ২/১৬৭, বিনায়া ২/৪৬১

মাজারের দিকে ফিরে দুআ করা

প্রশ্ন : মাজারের দিকে ফিরে দুআ করা জায়েয আছে কিনা? এবং মাজারের মাটি আনা ও খাওয়া শরীয়তসম্মত কিনা?

উত্তর : বাহ্যিক দৃষ্টিতে মাজারের কাছে চাওয়ার সাদৃশ্য হওয়ার কারণে মাজারের দিকে ফিরে দুআ করা জায়েয নেই। তেমনিভাবে মাজারের মাটি বরকত মনে করে নেওয়া বা খাওয়া বৈধ নয়।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : يندب ان يسلم الزائر على قبور المسلمين ويقرأ ويدعو اما السلام فيكون مستقبلا وجه الميت قائلا ما علمه النبى صلى الله عليه وسلم لأصحابه اذا خرجوا للمقابر السلام عليكم دارقوم مؤمنين ـ (٢/٤٧٦)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ৫/৩৫০-৪১৯, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৪৭৬

ভাল-মন্দ সব পীরের হাতে এমন আক্বীদা রাখা

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি এমন আক্বীদা রাখে যে, ভালো মন্দ সব পীরের হাতে। দুনিয়াতে ও আখেরাতে সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি দিবেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত ব্যক্তির হুকুম কি?

উত্তর : এটা একটি কুফুরী আক্বীদা। আর উল্লেখিত আক্বীদায় বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য তাওবা করে ঈমান আনয়ন ও বিবাহ নবায়ন করা আবশ্যক।

وفى القرآن الكريم ـ قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ـ (سورة الاعراف ١٨٨)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ৭৮, সূরা আরাফ ১৮৮, সূরা আনআম ১৬৪

পীরের কবরে সাহায্য চাওয়া

প্রশ্ন : অনেক মানুষকে দেখা যায়, তারা কোন পীরের মাজারে গিয়ে কবরের সামনে কবরস্থ পীরের কাছে প্রার্থনা করে এবং সাহায্য চায়। এভাবে প্রার্থনা করা এবং সাহায্য চাওয়া শরীয়তসম্মত কিনা?

উত্তর : আল্লাহ তায়ালা ব্যতিত গাইরুল্লাহকে গায়েবানা ভাবে নিজের প্রয়োজনের জন্য ডাকা এবং তার নিকট প্রার্থনা করা বা সাহায্য চাওয়া হারাম ও শিরিকী কাজ। সুতরাং কোন পীরের মাজারে গিয়ে কবরস্থ পীরকে ডাকা এবং তার কাছে সাহায্য চাওয়া বা অন্য কোন কিছু চাওয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম ও শিরিক। অতএব এগুলো থেকে বেচে থাকা একান্ত জরুরি।

وفى القران الكريم : ولا تدع من دون الله ما لاينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظلمين ـ (سورة يونس ١٠٦)

প্রমাণ ঃ সূরা ইউনুস ১০৬, তাফসীরে মাযহারী ৮/৩৯৪

জোড় ফল খেলে জমজ সন্তান হওয়া

প্রশ্ন : জোড় ফল খেলে নাকি জময সন্তান হয়। কথাটি কতটুকু সত্য?

উত্তর : উল্লেখিত কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ঈমান আকীদা ও শরীয়ত পরিপন্থী কথা। এ ধরনের কথা বললে বা বিশ্বাস করলে মারাত্মক গুনাহ হবে।

وفى مرقات المفاتيح : الطير بالسوانح ... ونها هم عنه واخبر انه ليس له تاثير فى جلب نفع او دفع ضر ـ (باب الفال والطيرة ٣٩١/٨)

প্রমাণ ঃ সূরা আনআম ১৪১, মিশকাত ২/৩৯১, মিরকাত ৮/৩৯১, আল মাউসুআ ৫/১২৫

আমি জাহান্নামে তুমি জান্নাতে থাক বলার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি এই কথা বলে যে আমি জাহান্নামে থাকবো তুমি জান্নাতে থাক এই কথা বলার দ্বারা সে মুসলমান থাকবে কি?

উত্তর : এই কথা কালেমায়ে কুফুরী, অতএব তার জন্য তাওবা করা উচিত এবং নতুন করে সে কালেমা পড়ে মুসলমান হবে। আর বিবাহিত হলে নতুন ভাবে বিবাহ পড়াতে হবে।

كما فى العالمكيرية: من اعتقد ان الا يمان والكفر واحد فهو كافر و من يرضى بكفر نفسه فقد كفر ـ (باب موجبات الكفر ٢٥٧/٢)

প্রমাণ ঃ সূরা তাওবা ৬৫, আলমগীরী ২/২৫৭, শামী ৪/২২৪, মাউসুআ ২২/১৮৬

যদি এমন কাজ করি তাহলে কাফের হয়ে যাবো

প্রশ্ন : যদি কেউ বলে আমি যদি এমন কাজ করি তাহলে কাফের হয়ে যাব। অতঃপর যদি সে এ কাজ করে তাহলে এর দ্বারা কি আসলেই কাফের হয়ে যাবে?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে উক্ত ব্যক্তি যদি এলেমহীন হয় এবং এই আকীদা রাখে যে, এই কসম ভঙ্গকারী কাফের হবে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। অন্যথায় কাফের হবে না। বরং কসম ভাঙ্গার কারণে কাফফারা দিতে হবে।

وفى خلاصة الفتاوى : لو قال ان فعلت كذا فاشهدوا على بالنصرانية ففعل لزمته الكفارة ـ ١٢٧/٢

প্রমাণ ঃ খুলাসা-২/১২৭, তাতারখানিয়া ৩/৩৮৩

আমি তো আল্লাহর ভাতিজা এমন কথা বলা

প্রশ্ন : তুমি নামায পড় না কেন? উত্তরে বলল যে, আমি তো আল্লাহ তাআলার ভাতিজা আমি কেন নামায পড়বো? এমন ব্যক্তির বিধান কি?

উত্তর : উল্লেখিত কথা বলার দ্বারা সে কাফের হয়ে গেছে। অতএব তার জন্য তাওবা ইস্তেগফার করে নতুন ভাবে ঈমান আনা জরুরী।

وفى جامع الفتاوى : سوال : ایک شخص کو کہا گیا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جواب : دیا کہ ہم اللہ تعالی کے بھتیجے ہیں ہم کو معاف ہے اس کے کیا حکم ہے؟ جواب : یہ کلمہ کفر ہے اس شخص کو توبہ کرنی چاہیئے اور پھر ایمان لانا چاہیے (۴۹/۱)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৫/১২০, আলমগীরী ২/২৫৮, জামেউল ফাতাওয়া ১/৪৯

আমার শরীয়তের কোন প্রয়োজন নেই বলার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি ঝগড়ার মাঝে বলে আমার শরীয়তের কোন প্রয়োজন নেই, এমন কথা বলার বিধান কি?

উত্তর : উক্ত কথার দ্বারা যদি তার শরীয়তকে বা তার কোন একটি শিয়ারকে তুচ্ছ মনে করা বা অস্বীকার করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে, অন্যথায় হবে না।

كما فى خلاصة الفتاوى : قال الحاكم عبد الرحمن ان كان مراده فساد الخلق وترك الشرع واتباع الرسم لا رد الحكم لا يكفر (الفصل الثانى فى الفاظ الكفر الخ ٣٨٤/٤ رشيدية)

প্রমাণ ঃ খুলাসা ৪/৩৮৪, হিন্দিয়া ২/২৭১, বাযযাযিয়া ৬/৩৩৮

চিল্লা চল্লিশ দিনের সাথে নির্দিষ্ট করার কারণ

প্রশ্ন : কোন কোন সুফিয়ায়ে কেরাম চল্লিশ দিনের চিল্লাকে অনেক ইহতেমাম করেন এটা করা কেমন এবং চল্লিশ দিনের সাথে নির্দিষ্ট কেন?

উত্তর : যদি এই চিল্লার উদ্দেশ্য হয় ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা তাহলে এরূপ করা অবশ্যই উত্তম। আর চল্লিশ দিনের নির্ধারণ এজন্য করা হয় যে, যেকোন ইবাদত চল্লিশ দিন এখলাছের সাথে করা হয় তাহলে সেটা অন্তরে বসে যায় এবং জীবনের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে।

كمافى القران الكريم : واذ واعدنا موسى اربعين ليلة الخ - (سورة البقرة ٥١)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ৫১, তিরমিযী ১/৫৬

ইসলামকে অস্বীকার করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মৌলভীদের শানে কঠিন কথা বলেছে উহার উপরে আমি কিছু নসিহত করেছি। তখন সে বললো আমি ইসলামকে মানি না। এর বিধান কি?

উত্তর : ঐ ব্যক্তি কাফের হয়ে গেছে এবং ইসলাম থেকে বাহির হয়ে গেছে, যদি সে তাওবা না করে তাহলে মুসলমান তার সাথে সম্পর্ক রাখবে না এবং তাকে পরিপূর্ণ ভাবে ছেড়ে দিবে।

وفى العالمكيرية : قالت امرأة لزوجها ليس لك حمية ولا دين الاسلام ترضى بخلوتى مع الاجانب فقال الزوج ليس لى حمية ولا دين الاسلام فقد قيل انه يكفر - (٢٧٧/٢)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ২/২৭৭, ৩/৩৯৩, শামী ৩/৩১১

আযানের মধ্যে রাসূল (সা.) এর নাম শুনলে করণীয়

প্রশ্ন : আযানের মধ্যে রাসূল (সা.) এর নাম শুনলে করণীয় কী? অনেকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে, আবার অনেকে হুবহু আযানের শব্দটি বলে কোনটি সঠিক?

উত্তর : اشهد ان محمدا رسول الله এর জবাবে দরূদ শরীফ না পড়ে হুবহু ঐ বাক্যগুলি বলাই সুন্নাত।

وفى الصحيح لمسلم : عن ابى سعيد الخدرى ان رسول الله ﷺ قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن (باب الاذان ١٦٦/١ اشرفية)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/১৬০ মুসলিম ১/১৬৬ দুররে মুখতার ১/৬৪ আলমগীরী ১/৫৭

কোন মুসলমানকে গাধা বলার বিধান

প্রশ্ন : কোন মুসলমানকে গাধা বলার দ্বারা কাফের হবে কিনা?

উত্তর : পারস্পরিক ভালবাক্য দ্বারা সম্বোধন করা উচিত বিনা কারণে কোন মুসলমানকে খারাপ বাক্য দ্বারা সম্বোধন করা, এর দিকে নিসবত করা হারাম, এবং গুনাহের কাজ। তবে কোন মুসলমানকে গাধা বলার দ্বারা কাফের হবে না।

وفى قاضيخان فى هامش الهندية - رجل قال لصالح يا فاسق يا فاجر يا خبيث يا خنزير يا حمار... عليه التعزير - (فصل فيما يوجب التعزير ٤٧٩/٣ حقانية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৩২৮, হিদায়া ২/৫৩৫, আল বাহরুর রায়েক ৫/৪৬, কাযীখান ৩/৪৭৯

কাউকে কুফরী শব্দ বলার উপর বাধ্য করা

প্রশ্ন : যদি কোন মুসলমানকে কোন অমুসলিম ব্যক্তি কুফুরী শব্দ বলার উপর বাধ্য করে এবং সে বাধ্য হয়ে কোন কুফুরী শব্দ বলে দেয়, অথচ তার অন্তরে কুফুরী শব্দ বলার ইচ্ছা ছিল না এমতাবস্থায় সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে কিনা?

উত্তর : না, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে না। যদি তার অন্তর আল্লাহ পাকের একত্ববাদের বিশ্বাসের উপর অটল থাকে।

وفى القران الكريم : من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان - (سورة النحل ١٠٦)

প্রমাণ ঃ সূরা নহল ১০৬ দুররে মুখতার ১/৩৫৫, আল ফিকহুল ইসলামী ৪/১৭৫ আল আশবাহ ওয়ান নাজায়ের ৩৪

ওরশ ও ঈসালে সাওয়াবের বিধি-বিধান

প্রশ্ন : (১) ওরশ কি? এটা শিরক না বিদআত? ওরশ উপলক্ষে বিরাট ধরনের মার্কেট বসাইয়া মেয়ে পুরুষ হাজার হাজার সমাগম হওয়া এটা কোন ধরনের ধর্মের কাজ? ওরশ উপলক্ষে অনেক মুসলমান চাঁদা দিয়া গরু কিনে পীরের বাড়িতে দিয়া হাজার হাজার পুরুষ মহিলাকে খাওয়ান কি ধরনের নেকি হবে?

উত্তর : (১) শরীআতে ওরশ শরীফ বলতে কোন জিনিস নাই। প্রচলিত ওরশ বলা হয়, কথিত কোন পীর বা বুযূর্গ মারা যাওয়ার পর প্রতি বৎসর তার কবর বা মাজারকে কেন্দ্র করে বাৎসরিক যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। যেখানে পীর বা বুযুর্গের নামে সাওয়াব রেসানী ও মহিলা পুরুষ অবাধে মিলে-মিশে খানা-পিনার ব্যবস্থা করা হয়। প্রচলিত ওরশ বিদআত তথা শরীআত

পরিপন্থি কাজ, স্বয়ং নবী কারীম (সা.) তার কবরে এভাবে বৎসরে একবার জমা হওয়া থেকে উম্মতকে শক্তভাবে নিষেধ করে গেছেন।

এখানে কোনভাবেই অংশ গ্রহণ করা জায়েয নাই, আর্থিকভাবে শরীক হোক বা স্বশরীরে শরীক হোক। কোন অবস্থায় শরীআতসম্মত নয় বরং গুনাহের কাজ। তাছাড়া পুরুষ মহিলা অবাধে মিলা-মেশা করা, পর্দা না করা ইহা সর্বাবস্থায় নাজায়েয। আর সেখানে যে সমস্ত চাদা তুলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এতে সাওয়াব তো হবেই না; বরং যারা আয়োজন করবে তারা অনেকগুলি হারাম কাজের দায়ে গোনাহগার বলে সাব্যস্ত হবে।

وفى مشكوة المصابيح : عن عطاء بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللّٰهُمَّ لا تجعل قبرى وثنا يعبد. الخ. صـ٧٢

(প্রমাণ : মিশকাত-১/৭২, আল বাহরুর রায়েক ২/৫২০, হাশিয়াতুত ত্বহত্বী-৩৭৮, মাহমুদিয়া-৬/১৪৭)

(খ) ঈসালে সাওয়াবের জন্যে কুরআন শরীফ খতম করে কোন প্রকার বিনিময় আদান-প্রদান করা জায়েয নাই। এতে দাতা ও গ্রহিতা উভয়েই গোনাহগার হবে, এবং এই পদ্ধতিতে সাওয়াব রেসানী করলে তার সাওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহে পৌঁছে না।

وفى رد المحتار : ان القران بالاجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارى والاخذ والمعطى اثمان فالحاصل ان ما شرع فى زماننا من قراءة الاجزاء بالاجرة لا يجوز لان فيه الامر بالقراءة واعطاء الثواب. الخ جـ٦ صـ٥٦

(প্রমাণ : হিদায়া-৩/৩০৩, শামী-৬/৫৬, ফাতহুল কাদীর-৮/৪০)

বাতিল সম্প্রদায়

কাদরিয়া প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : কাদরিয়া কাদেরকে বলে? তারা কাফের নাকি মুসলমান?

উত্তর : যারা তাকদীরকে অস্বীকার করে তাদেরকে কাদরিয়া বলে।

কাদরিয়ারা দু'দলে বিভক্ত।

১। মুতাকাদ্দিমীন : যাদের আকিদা হলো- আল্লাহ-তাআলা বান্দার কাজ সম্পাদন হওয়ার পূর্বে অবগত থাকেন না; বরং কাজ সম্পাদন হওয়ার পর অবগত হন। এরূপ আকিদা পোষণকারীরা কাফের।

২। মুতাআখখিরীন : তাদের আকিদা হলো- আল্লাহ তাআলা বান্দার কাজ সম্পাদন হওয়ার পূর্বেই জানেন তবে বান্দার মন্দ কাজ তারই আওতাধীন এবং এ ব্যাপারে সে নিজেই স্বয়ং সম্পূর্ণ। আল্লাহর ইচ্ছার কোন দখল নাই। এরূপ আকিদা পোষণকারীরা বিদআতী ও ফাসেক এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

كما فى الصحيح للمسلم : فقلت يا ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرئون القران و ذكر من شانهم وانهم يزعمون ان لا قدر وان الامر أنف قال اذا لقيت اولئك فاخبرهم انى برئ منهم وانهم براء منى والذى يحلف به عبد الله بن عمر لو ان لاحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر (جا صـ٢٧ كتاب الايمان)

(প্রমাণ : মুসলিম শরীফ-১/২৭, ফাতহুল মুলহীম ১/৪৩৬, শরহে মুসলিম-১/২৭)

চার মাযহাবের ইমামদেরকে গালি দেয়া প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি চার মাযহাবের ইমামদেরকে এবং চার তরীকার মাশায়েখদেরকে গোমরাহ মনে করে এবং তাদেরকে গালি-গালাজ করে তার ইমামতি জায়েয হবে কি?

উত্তর : যদি কোন ব্যক্তি বাস্তবিক এই আকীদা রাখে যে, চার মাযহাবের ইমামগণ এবং চার তরীকার মাশায়েখগণ গোমরাহ ও ভ্রান্ত এবং তাদেরকে গালি-গালাজ করে তাহলে সে ফাসেক এবং বিদআতী, তার পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানান জায়েয নাই।

وفى الدر المختار : ويكره امامة عبد وفاسق ومبتدع اى صاحب بدعة ـ باب الامامة جا صـ٨٣ زكريا ـ

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৮৩, শামী ১/৫৬০, হিদায়া ১/১২২)

যারা নবীদেরকে নিষ্পাপ মানে না তাদের হুকুম

প্রশ্ন : উলামায়ে কেরামদের মুখ থেকে শুনেছি, নবীগণ মাসুম, আর ওলীগণ মাহফুজ-এর অর্থ কি? অথচ কিছু কিছু নবী থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া কুরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায়, এমতাবস্থায় নবীগণকে কেউ যদি মা'সুম মনে না করে, তাহলে ঐ ব্যক্তির হুকুম কি?

উত্তর : নবীগণ মা'সুম অর্থ নবীরা সবাই নবুওয়াতের পূর্বে এবং পরে সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র এবং সুরক্ষিত এবং ওলীগণ মাহফুজ অর্থ তাদের কোন ভয়ভীতি নাই এবং তাদের নফস প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল নিকৃষ্টতা ও অহংকার থেকে মাহ্ফুজ। নবীগণকে কেউ যদি মা'সুম মনে না করে তাহলে ঐ ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে, যদিও কয়েকজন নবী থেকে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া কুরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায়, এ ধরনের ঘটনাবলী সম্পর্কে অভিমত এই যে, কোন নবী জেনে শুনে; কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ পাকের হুকুমের পরিপন্থী কোন কাজ করেননি, এটি ইজতেহাদগত ও অনিচ্ছাকৃত, শরিয়তের পরিভাষায় একে পাপ বলা চলে না।

وفى التفسير المظهرى : ومن اعترض على احد الانبياء فقد كفر ـ (جـ٨ صـ١٤٥ بلوجستان) وفيه ايضا : فكان نفسه منـزها عن الرذائل من الشرك الجلى والخفى والاخفى من دبيب النمل ومن الحسد والحقد والكبر والهوى والهلع وغير ذلك متصفا بمحاسن الاعمال والاخلاق ـ (جـ٥ صـ ٣٨-٣٩ بلوجستان)

(প্রমাণ : সূরা ইউনুছ ৬২, তাফসীরে মাযহারী-৫/৩৮, ৮/১৪৫, হাশিয়ায়ে আকীদাতুত ত্বহাবী, ১৪৭)

গোমরাহ লোকদের বই পাঠ করা

প্রশ্ন : বিধর্মী বা গোমরাহ লোকদের মানুষকে গোমরাহকারী বই পুস্তক পাঠ করার হুকুম কি?

উত্তর : সাধারণ মানুষের জন্য তাদের এমন বই পুস্তক পাঠ করা নিষেধ। তবে বিজ্ঞ উলামায়ে কিরামের জন্য সাধারণ মানুষকে উল্লেখিত বই পুস্তক সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য পাঠ করার অনুমতি আছে।

وفى روح المعانى : واستدل بعضهم بالاية على القول بان لهو الحديث الكتب التى اشترا ها النضربن الحرث على حرمة مطالعة كتب تواريخ الفرس القديمة وسماع ما فيها وقرأته وفيه بحث ولا يخفى ان فيها من الكذب ما فيها فالاشتغال بها لغير غرض دينى خوض فى الباطل ـ (١١/ ٧٩)

প্রমাণ ঃ রুহুল মাআনী ১১/৭৯, তাতারখানিয়া ৪/১৪৫, হক্কানিয়া ৬/৪৭

মুসলমানদের জন্য চার মাযহাবের কোন মাযহাব মানা জরুরী

প্রশ্ন : মুসলমানদের জন্য কোরআন হাদীস ব্যতিত কোন মাযহাব মানা জরুরী কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, সকল মুসলমানের জন্য চার মাযহাবের কোন একটি মাযহাব মানা ওয়াজিব। উল্লেখ্য যে, চার মাযহাবের ইমামগণ তাদের মতামত কোরআন হাদীসের আলোকেই বলে থাকেন। মনগড়া কিছুই বলেন না।

وفى الشامية : والاصح انه يتخيرفى تقليد اى شاء ولو مفضولا وان اعتقده كذلك وحينئذ فلا يمكن ان يقطع او يظن انه على الصواب بل على المقلد ان يعتقد ان ماذهب اليه امامه يحتمل انه الحق (مطلب يجوز التقليد ٤٨/١ سعيد)

প্রমাণ ঃ সূরা নিসা ৫৯, তাফসীরে কাবীর ৯-১০/১৩৪, তুহফাতুল আহওয়াজী ৯/১৭৯, শামী ১/৪৮

কমিউনিজমে বিশ্বাসীদের ছোট সন্তান এবং মহিলাদের হত্যা

প্রশ্ন : কমিউনিজমে বিশ্বাসীদের সন্তান সন্ততি এবং মহিলাদের হত্যা করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : কমিউনিজমে বিশ্বাসীদের ছোট সন্তানাদি এবং মহিলাদের হত্যা করা জায়েয নেই। তবে যদি কমিউনিজমদের এবং তাদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে হয় তখন তার মধ্যে বাচ্চা বা মহিলারা অনিচ্ছাবশত মারা যায় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে হতে কেউ জ্ঞানী হয় এবং যোদ্ধা হয় তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা যাবে।

كما فى فتح القدير : قوله ولا يقتلوا امرأة ولا صبيا ...عن ابن عمر رضي الله عنهما ان امرأة وجدت فى مغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان ـ (٢٠١/٥)

প্রমাণ ঃ ফাতহুল কাদীর ৫/২০১, কানযুদ দাকায়েক ১৯৯, আল বাহরুর রায়েক ৫/৭৭

ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী হওয়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ বিশ্বাস করে তাহলে তার ঈমানের ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ যদি এতটুকু হয় যে, সকল ধর্মাবলম্বী নিজ নিজ ধর্ম কর্ম পালন করতে পারবে জোর জবরদস্তী কাউকে অন্য ধর্মে প্রবেশ করানো যাবে না তাহলে এর প্রতি বিশ্বাস করার দ্বারা ঈমানের ক্ষতি হবে না। আর যদি ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ হয় ধর্মহীনতা, কোন ধর্মে না থাকা, কোন ধর্মের পক্ষ

অবলম্বন করতে না পারা, কোন ধর্মকে সমর্থন দিতে না পারা তাহলে এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার দ্বারা (ঈমান চলে যাবে) কাফের হয়ে যাবে।

وفی القران الکریم : ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ ـ (سورۃ اٰل عمران ایت ۸۵)

(প্রমাণ : সূরা বাক্বারা-২৫৬, সূরা গাশিয়া-২২, সূরা আল ইমরান- ১৯-৮৫ তাফসীরে রুহুল মাআনী-২/২২)

দাজ্জাল মানুষ না অন্য কিছু?

প্রশ্ন : দাজ্জাল কি কোন ব্যক্তি হবে না কোন গোষ্ঠী হবে? নাকি ইহুদি খৃষ্টানদের আবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্র হবে?

উত্তর : দাজ্জাল কোন গোত্রের নাম নয় এবং ইহুদি খৃষ্টানদের আবিষ্কৃত কোন যন্ত্রের নামও নয়; বরং কিয়ামতের সন্নিকটে আবির্ভাব হবে এক যুবক ব্যক্তির নাম দাজ্জাল। যার পিতা মাতার গুণাবলি হবে এরূপ যে, তার পিতা অসাধারণ লম্বা, দুর্বল ও কাহিল হবে। নাক হবে মোরগের ঠোঁটের ন্যায় লম্বা পাতলা। তার মাতা রিষ্ট পুষ্ট মোটা এবং লম্বা হাত বিশিষ্ট হবে। ত্রিশ বছরের মধ্যে তাদের কোন সন্তান হবে না। ত্রিশ বছর পর দাজ্জালের জন্ম হবে। দাজ্জালের গুণাবলি হবে এরূপ যে, সে বড় বড়, লম্বা লম্বা দাঁত বিশিষ্ট হবে। তার মাথার চুল গুলো হবে ঘন কোঁকড়ানো। তার একটি চক্ষু কানা হবে। অপর চক্ষু সামনের দিকে উত্থিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি যদি কুৎসিত চেহারার কোন ব্যক্তিকে তার সাথে তুলনা করি তবে সে হবে আবুল উয্যা ইবনে কুতবা। জাহিলিয়াতের যুগে কুৎসিত চেহারার দিক দিয়ে এ লোকটির কোন তুলনা ছিল না। তার কপালে কাফের লেখা থাকবে। তার আবির্ভাব হবার পূর্বে কিছু বছর এমনভাবে অতিবাহিত হবে যে, মানুষের মাঝে ধোকাবাজি প্রচণ্ড বেগে চলতে থাকবে। সত্যকে মিথ্যার রূপ দিয়ে মিথ্যাকে সত্যের রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে থাকবে। আমানতদার ব্যক্তি খিয়ানতকারী এবং খিয়ানতকারী আমানতদার হিসাবে বিবেচিত হবে। ফাসেক ফুজ্জার লোকেরা সমাজের প্রত্যেক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে।

দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়াটা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার বড় ধরণের নিদর্শন হতে একটি নিদর্শন। মুসলমানগণ কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় কুস্তুন্তুনিয়া (কনষ্টানটিনোপল) বিজয় করার সময় তার আবির্ভাব ঘটবে। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তি স্থান থেকে বের হয়ে চতুর্দিকে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। সে চল্লিশ দিন জমিনে অবস্থান করবে। কিন্তু প্রথম দিন এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো

সাধারণ দিনের মতই হবে। সে মেঘ খণ্ডের মত দ্রুত চলবে। যার অনুকূলে রয়েছে বাতাস। দাজ্জাল যে গাঁধার উপর আরোহণ করবে তার দুই কানের মাঝের দূরত্ব হবে চল্লিশ গজ। চলার ক্ষেত্রে গাঁধার এক কদমের মাঝে তিনদিনের দূরত্ব পরিমাণ প্রশস্ত হবে। সে কোন এক সম্প্রদায়ের নিকট এসে তাদেরকে তার মিথ্যা ধর্মের প্রতি আহবান করবে। অতঃপর লোকেরা তার প্রতি ঈমান আনবে। তখন সে আকাশকে নির্দেশ করবে। আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। জমিনকে নিদের্শ দিবে জমিন ঘাস ফসলাদি উৎপাদন করবে। লোকদের গবাদি পশু যখন চারণ ভূমি হতে সন্ধায় ফিরবে তখন উচ্চ কূঁজ বিশিষ্ট এবং দুধে স্তন ভর্তি অবস্থায় ফিরবে। অতঃপর সে অপর এক কওমের নিকট এসে তাদেরকে নিজের খোদায়ীর দিকে আহবান করবে। কিন্তু তারা তার দাবী প্রত্যাখ্যান করবে। তখন সে তাদের নিকট হতে প্রত্যাবর্তন করবে। অতঃপর সে কওমের লোকেরা দূর্ভিক্ষে নিপতিত হবে। দাজ্জাল একটি জমিন দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমার অভ্যন্তরে যে সমস্ত গুপ্ত সম্পদ রয়েছে উহা বের করে দাও। অতঃপর সম্পদ এমনিভাবে তার পিছনে চলতে থাকবে। সে এক যুবককে তার দিকে আহবান করবে, কিন্তু সে যুবক তার আহবানে সাড়া দিবে না। তাতে দাজ্জাল তাকে নিজের তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। এবং উভয় খণ্ডকে এত দূরে নিক্ষেপ করবে যে, উভয় খণ্ডের মাঝে একটি নিক্ষেপিত তীরের দূরত্ব পরিমাণ ব্যবধান হবে। অতঃপর সে উভয় খণ্ডকে নিজের দিকে ডাকবে, ফলে উক্ত যুবক জীবিত হয়ে তার সম্মূখে উপস্থিত হবে। কিন্তু সে যুবক তাকে রব বলে স্বীকার করবে না।

সে এরকম অনেক আশ্চর্যকর ঘটনা ঘটাইতে থাকবে, যা দ্বারা সে মানুষকে গোমরাহ করতে থাকবে। যখন সে এধরণের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকবে ঠিক এমনি সময় আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আকাশ হতে প্রেরণ করবেন। অতঃপর হযরত ঈসা আ. দাজ্জালকে খুঁজতে থাকবেন, অবশেষে তিনি তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের লুদ্দ নামক দরজার কাছে পেয়ে তাকে হত্যা করবেন। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য দাজ্জালকে এ সমস্ত শক্তি দান করবেন।

وفی شرح مسلم للنووی : قال القاضی هذه الاحادیث التی ذکر ها مسلم وغیره فی قصة الدجال حجة لمذهب اهل الحق فی صحة وجوده وانه شخص بعینه ابتلی الله به عباده (باب ذکر الدجال ج ۲ صـ ۳۹۹ اشرفیة)

(প্রমাণ : মিশকাত-২/৪৭৩, শরহে নববী-২/৩৯৯, ফাতহুল বারী ১৪/৬০১)

অপসংস্কৃতি

শবে বরাতের কিছু কুপ্রথা

প্রশ্ন : শবে বরাত উপলক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকায় হালুয়া, রুটি এবং মসজিদে আলোকসজ্জা করা হয়। এবং ঐ সমস্ত কাজকে ফযীলত ও বরকতময় মনে করা হয়। শরীআতের দৃষ্টিতে তা কতটুকু বৈধ।

উত্তর : শবে বরাতের ফযীলত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর দ্বীনের সকল কাজ রাসূল (সা.) এবং সাহাবায়ে কেরামদের আদর্শ অনুযায়ী হতে হবে। নিজেদের মনগড়া কোন কাজ করা যাবে না। শবে বরাতে কুরআন তেলাওয়াত, যিকির করা, দিনের বেলায় রোযা রাখা, অনেক সাওয়াবের কাজ। পক্ষান্তরে ঐ দিনে হালুয়া, রুটি, মসজিদে আলোক সজ্জা করা এবং আতশবাজি করা অপচয় এবং গুনাহের কাজ। এ সকল কাজ বিদআত। তার থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

وفى البحر الرائق : ان الحكم اذا تردد بين سنة وبدعة كان ترك البدعة راجحا على فعل السنة ـ (ج١ صـ١٧٩ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : মিশকাত-১/২৭, আল বাহরুর রায়েক-১/১৭৯, আলমগীরী-৫/৩৪১, আহসানুল ফাতাওয়া-১/৩৮৫)

জন্ম দিবস পালন

প্রশ্ন : বর্তমান বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে প্রতি বছর নির্দিষ্ট একটি তারিখে মানুষের জন্মদিন পালন করা হয় এমনকি মৃত্যুর পরেও উহা পালন করা হয়। যাকে ইংরেজিতে বার্থডে বলে ইসলামে ইহা পালন করা জায়েয আছে কি?

উত্তর : জন্মদিবস বা মৃত্যু দিবস পালন করা ইসলামে জায়েয নাই। কেননা জন্ম দিবস বা মৃত্যুদিবস পালন করা কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, এমনকি ইহা সাহাবা ও সালফে সালেহীনসহ বর্তমান পর্যন্ত কোন হককানী উলামায়ে কেরামের আমল দ্বারাও প্রমাণিত নয়। জন্মদিন পালনের এ প্রথা খৃষ্টান ও পশ্চিমা দেশ থেকে এসেছে যার মধ্যে শরীআত গর্হিত অনেক কাজ করা হয়। তাই এ কাজ থেকে প্রত্যেক মুসলমানের বেঁচে থাকা জরুরী।

وفى مرقاة المفاتيح ـ من تشبه نفسه بالكفار مثلا فى اللباس وغيره ـ او بالفساق او الفجار او باهل التصوف والصلحاء الابرار فهو منهم (كتاب اللباس ج٨.... صـ٢٢٢ مكتبة فيصل)

(প্রমাণ : মিশকাত-১/২৭, মিরকাত-৮/২২২, হক্কানিয়াহ-২/৭৪)

থার্টি ফাস্টনাইট ও পহেলা বৈশাখের নামে কুসংস্কার

প্রশ্ন : থার্টি ফাস্টনাইট ও পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন উপলক্ষে যে সকল কুসংস্কার হয় তা মুসলিম সন্তান হিসাবে পালনের সুযোগ আছে কি?।

উত্তর : প্রতিবছর ১লা জানুয়ারীর শুরু লগ্নে থার্টি ফাস্টনাইট পালন ও পহেলা বৈশাখে উৎসব উদ্‌যাপনের আমাদের দেশে যে ধারা প্রবাহিত, তার সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের মুসলমানিত্বের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়না। থার্টি ফাস্টনাইটে পাশ্চাত্য খৃষ্টানী সংস্কৃতিতে গা ভাষিয়ে দেয়ার কারণে এটা যে মুসলিম রাষ্ট্র তা সেই সময় গুলোতে আঁচ করা কঠিন হয়ে পড়ে। থার্টি ফাস্টনাইটে তরুণ-তরুণীদের বেপর্দা উল্লাস মাখামাখি ও উদ্যম নৃত্য প্রচণ্ড পটকাবাজিসহ ক্লাব ও পথ ঘাটে যে বেহায়াপনা বেলেল্লাপনার মাতলামী চলে, তা কেবল পাশ্চাত্যকেই স্বরণ করিয়ে দেয়।

তেমনিভাবে পহেলা বৈশাখে নববর্ষ বরণের নামে মঙ্গল মিছিল বের করে সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির মহড়া চালানো হয়। মিছিলটিতে হিন্দুদের ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী মনসা দেবীর বাহন সাপ, লক্ষী দেবীর বাহন প্যাচা, কার্তিক দেবীর বাহন ময়ূর এবং অন্যান্য দেবীর প্রতীক হনুমান, কবুতরসহ বিভিন্ন জীবজন্তুর মূর্তি বহন করা হয়। পুরোপুরি হিন্দুয়ানী পদ্ধতিতে ঢাক-ঢোল পূজার বাজনা ও উলুধ্বনিসহ মিছিল রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। মিছিলটিতে হিন্দু ষ্টাইলে ধুতিপড়া তরুণরা কপালে সিদুঁর পরা তরুণীদের ঘিরে নাচ-গান জুরে দেয়। এছাড়াও এদিন কোন কোন সংগঠনের পক্ষ থেকে হিন্দু সংস্কৃতির নিয়মে লুচি ও লাবড়া দিয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। আর রমনার বটমূলে সকালে "পান্তাভাব" খাওয়ার উৎসব করে। গ্রামবাংলার গরীব দুঃখী শ্রেণীর প্রতি উপহাসের আয়োজন তো থাকেই। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, এসবই করা হয় বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নামে। অথচ এদেশের বাঙ্গালীরা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। এসব হিন্দুয়ানী অনুষ্ঠান হিন্দু দেশে মানায়, তাই মুসলিম সন্তানদের জন্য এ সমস্ত কর্মকাণ্ড পালন করার কোন সুযোগ নেই, পরিহার করা উচিত।

و في المرقاة: تشبه بقوم أي من شبه نفسه بالكفار مثلا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم أي في الإثم والخير قال الطيبي هذا عام في الخلق والخلق والشعار ولما كان الشعار أظهر في الشبه. (ج٨ ص٢٢٢)

(প্রমাণ : আবূ দাউদ ২/৬৭৪, মিশকাত-১/২৭, মিরকাত-৮/২২২, দুররে মুখতার-২/১৭৯ হিদায়া-৩/৩০৩)

এপ্রিল ফুল পালন

প্রশ্ন : মুসলমানদের জন্য এপ্রিল ফুল পালন করা জায়েয আছে কি না? যদি জায়েয না থাকে তাহলে কেন?

উত্তর : এপ্রিল ফুল এটি ইংরেজি শব্দ যার অর্থ এপ্রিলের বোকা। আমাদের দেশে প্রচলিত এপ্রিল ফুল নামে যে প্রথার প্রচলন রয়েছে, এটা ইংরেজদের কুচক্রান্তমূলক হীনতৎপরতার প্রতীক। তারা ১৪৯২ সালে স্পেনে ৭০০ বৎসর ধরে চলে আসা গৌরবময় মুসলিম শাসনকে ধ্বংস করে পরাজিত মুসলমানদেরকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রানাডার মসজিদে জমা হতে বলে। প্রাণের মায়ায় যখন মুসলমানগণ মসজিদে একত্রিত হয় তখন প্রতারক খৃষ্টান রাজা ফার্ডিন্যাণ্ডের নির্দেশে বাহির থেকে তালাবদ্ধ করে সকল মুসলমানদেরকে অগ্নিদগ্ধ করে শহীদ করে দেয়া হয়। আর এই নির্মম হৃদয় বিদারক দিনটি ছিল ১৪৯২ সালের পহেলা এপ্রিল। আর সেদিন থেকে খৃষ্টান প্রতারকরা মুসলমানদের বোকা বানানোর এ কাহিনীকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এ দিবসটিকে ঘোষণা করে এপ্রিল ফুল বা এপ্রিলের বোকা হিসাবে। তাই এপ্রিল ফুল উদ্‌যাপন করা কোন মুসলমানদের জন্য জায়েয নাই। এছাড়াও এ দিবসটি পালনে রয়েছে অনেক কবীরা গুনাহ যা নিম্নরূপ-

(১) এ দিনে মিথ্যা বলাকে মানুষ জায়েয মনে করে অথচ মিথ্যাকে যদি গুনাহ মনে করেও করা হয় তাহলেও এটি কবিরা গুনাহ। আর যদি হালাল মনে করে করা হয় তাহলে এতে কুফরীর সম্ভাবনা রয়েছে।

(২) এতে খেয়ানতের গুনাহ রয়েছে, কেননা হাদীস শরীফে আছে এর থেকে বড় খেয়ানত আর কি হতে পারে যে তুমি তোমার ভাইকে এমন একটি কথা বলবে যে ব্যাপারে সে তোমাকে সত্যবাদী মনে করছে অথচ তুমি মিথ্যাবাদী।

(৩) এতে অন্যকে ধোকা দেয়া হয় এটাও কবিরা গুনাহ কেননা হাদীস শরীফে আছে যে মুসলমানকে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মত নয়।

(৪) এতে অন্যকে কষ্ট দেয়া হয় অথচ কোন মাখলুককে কষ্ট দেয়া জায়েয নাই।

(৫) এপ্রিল ফুল পালনে ভ্রষ্ট বেদ্বীন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে যা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী। যেহেতু এ কাজটিকে উল্লেখিত গুনাহের সমষ্টি তাই যে ব্যক্তির সাধারণ জ্ঞান রয়েছে সে ইহুদী নাসারাদের অন্ধ অনুসরণে এমন কাজটি করতে পারে না। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইহা থেকে বেঁচে থাকা জরুরী।

وفی الحدیث الشریف : عن ابی ھریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتی یترك الکذب من مزاحۃ وینـزك مراء وان کان صادقا ـ (المسند جـ۲ صـ۳۵۲)

(প্রমাণ : সূরা আহযাব -৫৮, আল মুসনাদ-২/৩৫২, শামী-৬/৪২৭)

গান-বাজনা সম্পর্কে বয়ান করা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব জুমআর বয়ানে বলেছেন, যে গান-বাদ্য শুনে হাতে তালি দেয়া এটা কুফরি এতে মুসলমানের ঈমান চলে যায়। আর যখন ঈমান চলে যায় তো তার স্ত্রী যেহেতু মুমিন, তাই তাদের বিবাহ ভেঙ্গে যায়। এই বয়ান শুনে কিছু মুসল্লী খেপে যায় এবং নামাযের পর মুসল্লীরা ইমাম সাহেবকে নিয়ে বসে এবং তারা জানায় যে, আপনার মাসআলা অনুযায়ী আমাদের বিবাহ ভেঙ্গে গিয়েছে। এখন আমরা কি করব? এই নিয়ে বিরাট তর্ক বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। ইমাম সাহেব বলেন আমার কাছে দলীল আছে তা হল সূরা লুকমানের ছয় আয়াতে আছে-لهو الحديث যার অর্থ গানবাদ্য আর গান-বাদ্য শুনে হাতে তালী দেয়া কুফরী এবং আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বেহেস্তি যেওরের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন কুফরি করলে ঈমান চলে যায় এবং স্ত্রী তালাক হয়ে যায়। জনৈক মুসল্লী বলেছেন আমরা আপনার দলীল দেখতে চাই না এবং আশরাফ আলী সাহেবকেও চিনি না। পরিশেষে ইমাম সাহেবকে বলা হলো যে, আপনি এরপর থেকে গান-বাদ্য সম্পর্কে সুদ ঘুষ ইত্যাদি সম্পর্কে বয়ান করবেন না শুধু প্রয়োজনীয় মাসআলা বলবেন।

(ক) এখন প্রশ্ন হল ইমাম সাহেবের এই মাসআলা সঠিক কি না? সঠিক হলে আমাদের করণীয় কি?

(খ) দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, কোন মসজিদের ইমাম সাহেবকে যদি মুসল্লীরা হক কথা বলা থেকে বিরত রাখেন তাহলে কি ইমাম সাহেব মুসল্লীদের কথা মত চলবে, নাকি এই মুহূর্তে কিছু করণীয় আছে।

উত্তর : (ক) গান-বাদ্য শরীআতের দৃষ্টিতে স্পষ্ট হারাম ও মারাত্মক গুনাহের কাজ, এবং হাদীস শরীফের ভাষ্য মতে ইচ্ছাকৃতভাবে গানের স্বাদ গ্রহণ করাও কুফরী।
তবে যে কোন কুফরী কাজ করলেই বা হারাম কাজে লিপ্ত হলেই তাকে কাফের তথা ঈমানহীন বলা যাবে না; বরং কিছু কুফরী এমনও আছে যেগুলো একমাত্র কাফেরদেরই শোভা পায়, তাই কোন মুসলমান তা করলে সে যেন কুফরী কাজ করল, যেমন হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, "ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি নামায তরক করল সে কুফরী করল" তাই বলে বেনামাযীকে কাফের বলা যাবে না। গান শুনে উৎফুল্ল হওয়া ও হাত তালি দেওয়ার বিষয়টিও এমনই। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেব মাসআলাটা যেভাবে বলেছেন, এভাবে বলা সঠিক হয়নি। যদিও গান-বাদ্য শ্রবণকারী মুসলমানদের ব্যাপারে আখেরাতে কঠোর আযাবের কথা রয়েছে। এমনকি ইবনে মাসউদ (রাযি.) হতে বর্ণিত আছে যে, হুজুর (সা.) এক

ব্যক্তিকে রাত্রে গান করতে শুনে বলেন, তার নামায হবে না, তার নামায হবে না, তার নামায হবে না। এমনিভাবে আরো বহু আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে যার একটা দলীলই গান বাদ্য হতে বিরত থাকা তথা তওবা করে ফিরে আসার জন্য যথেষ্ট।

অপরদিকে কতিপয় মুসল্লী কর্তৃক ইমাম সাহেবের সাথে যে আচরণ করা হয়েছে তাও ঠিক হয়নি; বরং হক কথা বলা থেকে বাধা প্রদান করা, ভবিষ্যতে গান-বাদ্য, সুদ-ঘুষ সম্পর্কে বয়ান করতে নিষেধ করা চরম হঠকারিতারই নামান্তর, ইমাম সাহেব একটি মাসআলা ভুল বলাতে কি সব গুনাহের কাজের বিরুদ্ধে বয়ান করাই বন্ধ করে দিতে হবে? এটা ঠিক হয়নি; বরং মুসল্লীদের উচিত হল ইমাম সাহেবের কোন কথায় এতমিনান না হলে বা খটকা লাগলে নির্ভরযোগ্য কোন দারুল ইফ্‌তায় যোগাযোগ করে সঠিক মাসআলা জেনে নেয়া এবং ইমাম সাহেবকেও আদবের সাথে তা জানিয়ে দেওয়া। কাজেই যারা উপরোক্ত আচরণ করেছে তাদের উক্ত কাজ হতে তওবা করা উচিৎ এবং ভবিষ্যতে গান শোনাসহ অন্যান্য গুনাহের কাজ না করার অঙ্গীকার করা উচিৎ। মুসল্লীদের উচিৎ কুরআন হাদীসের আলোকে তাদের কোন কাজ যদি শরীআত বিরোধী প্রমাণিত হয় তাহলে তারা সেগুলি ছেড়ে দিয়ে তার থেকে তওবা করে নিবে, কিন্তু এ বয়ানের কারণে ইমামকে শত্রু ভাববে না কারণ তিনি লোকদেরকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর জন্যই শরীআত বিরোধী কাজগুলি তুলে ধরেছেন।

উল্লেখ্য যে, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর রচিত বেহেস্তী যেওরে যে সব কুফরীর বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তা হলো যে ব্যক্তি কুফরী বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবে তার ঈমান চলে যাবে, যার প্রেক্ষিতে তার ইবাদত-বন্দেগী বাতিল বলে গণ্য হবে এবং বিবাহও ভেঙ্গে যাবে। সেখানে সে সব কুফরীর বর্ণনাও দেয়া হয়েছে, গান শুনে হাততালি দেওয়ার কথা সেখানে নাই।

(খ) হক বাতিলের সংঘাত কিয়ামত পর্যন্তই থাকবে, হককে বুঝানোর পরও বুঝতে চাইবে না এমন দলও থাকবে, তবে এদের সংখ্যা কম।

সুতরাং কোন মসজিদের ইমাম সাহেবকে হক কথা বলতে বারণকারী যারা আছে আমাদের মনে হয় এদের সংখ্যা খুবই কম, কাজেই অধিকাংশ মুসল্লীদের দিকে লক্ষ্য রেখে সঠিক দলীলের ভিত্তিতে দ্বীনের জরুরী বিষয়াদী সম্পর্কে আলোচনা করা ইমাম সাহেবের শরয়ী দায়িত্ব। তবে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সহীহ জিনিস হিকমতের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে। হিকমত এমন জিনিস যার মাধ্যমে শত্রুও বন্ধুতে পরিণত হয়।

দ্বিতীয়তঃ ইমামতীর মাকাম এটা উঁচু মাকাম, কাজেই এ সংক্রান্ত যাবতীয়

মাসায়িল হক্বানী আলেম হতে জেনে তারপর জনসম্মুখে বয়ান করতে হবে। মাসআলা সহীহভাবে বয়ান করতে না পারলে ইহা ফেতনার রূপ ধারণ করবে।

وفى سنن ابى داؤد : عن ابى هريرة رضـ ان النبى صلى الله عليه وسلم قال استماع الملاهى معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. جـ٢ صـ٦٧٤

(প্রমাণ : সুনানে আবু দাউদ-২/৬৭৪, ফাতহুল কাদীর ২/৩৬, আল বাহরুর রায়েক ৭/৮৮, শামী-৬/৩৪৯, জাওয়াহিরুল ফিকহ-১/২৬-৩৫)

গান শ্রবণ ও গাওয়ার বিধান

প্রশ্ন : গান বাদ্য শ্রবণ করা এবং গাওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : শরীআতের দৃষ্টিতে গান-বাজনা করা বা উহা শ্রবণ করা হারাম। কারণ যে সমস্ত জিনিস মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল ও বিরত রাখে গান-বাজনা তন্মধ্যে অন্যতম। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্য অবান্তর কথাবার্তা তথা গান-বাজনা ক্রয় করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।

এমনিভাবে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, গান-বাদ্য অন্তরে নেফাকী সৃষ্টি করে যেমনিভাবে পানি তরুলতা বা শস্য জন্মায়। তাই গান-বাজনা করা ও শোনা থেকে পরিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

كما فى القران الكريم : ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ط اولئك لهم عذاب مهين ـ (سورة لقمن الاية ٦)

(প্রমাণ : সূরা লোকমান-৬, মিশকাত-২/৪১১, রুহুল মাআনী-১১/৬৮, তাফসীরে আহমাদিয়া ৪০০, শামী-৬/৩৪৯)

নাচ গান ব্যতিত পহেলা বৈশাখ পালন করা

প্রশ্ন : দেশীয় সংস্কৃতি হিসাবে নাচ-গান ছাড়া পহেলা বৈশাখ পালন করা বৈধ হবে কি?

উত্তর : পহেলা বৈশাখ যাকে বাংলার নববর্ষ বলা হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন নববর্ষ পালন করা জায়েয নাই। ইহা অমুসলিমদের প্রথা যা যেনা-ব্যভিচারসহ অসংখ্য পাপে নিমজ্জিত যা পরিহার করা মুসলমানসহ সকল মানুষের জন্য জরুরী।

وفى سنن ابى داؤد : عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم (٢/٥٥٩)

প্রমাণ : সুরা মায়িদা ২, সুরা বনী ইসরাঈল ২৭, আহকামুল কুরআন ৩/৪৮, আবু দাউদ ৫৫৯, কাবীরী ১১০,

নববর্ষ উদযাপন করা ও মেলায় ক্রয় বিক্রয় করা

প্রশ্নঃ নববর্ষ উদযাপন করা ও এ উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় গিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করা, দোকান বসানো এবং চাদা প্রদান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কিনা? উল্লেখ্য যে উক্ত মেলায় নাচ-গানের ব্যবস্থা করা হয় তার বিধান কি?

উত্তর : প্রচলিত নববর্ষ উদ্‌যাপন কুসংস্কার এবং শরীয়ত পরিপন্থী একটি কাজ। এ ধরনের কাজে চাঁদা দেওয়া গুনাহের কাজে সহযোগিতা করার নামান্তর। সুতরাং তা সম্পূর্ণ নাজায়েয। এ ধরনের মেলায় কেনা-বেচার উদ্দেশ্যে গমনও সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয। নাচ-গানের ব্যবস্থারও একই হুকুম।

وفى البزازية مع الهندية: استماع صوت الملاهى كا لضرب با لقضيب ونحوه حرام قال عليه السلام استماع الملاهى معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر اى بالنعمة فصرف الجوارح الى غيرما خلق لأ جله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب ان يجتنب كى لا يستمع ـ (باب الثالث ٣٥٩/٦ حقانية)

প্রমাণ : সুরা মায়েদা ২ বাযযাজিয়া ৬/৩৫৯ হক্কানিয়া ৬/৩৫৯,

নববর্ষ উপলক্ষে তৈরি পোশাক ক্রয় বিক্রয়ের বিধান

প্রশ্ন : নববর্ষ উপলক্ষে যে মেলা হয় সেখানে যাওয়া এবং তার জন্য তৈরি পোশাক ক্রয় বিক্রয় জায়েয কিনা?

উত্তর : উল্লেখিত মেলা বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের নোংরা ও অবৈধ কাজের উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে। তাই ঐ সমস্ত মেলায় অংশগ্রহণ করা ও তথায় ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নেই। কেননা, এর দ্বারা উক্ত মেলায় ঝাকজমক বৃদ্ধির সহায়ক হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন ভাল ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর গুনাহ ও সীলালংঘনে সহযোগিতা করো না। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ সেখানে যায় বা ক্রয়-বিক্রয় সঠিকভাবে করে তাহলে বেচাকেনা জায়েয আছে। তবে সেখানে না যাওয়া ও ক্রয় বিক্রয় না করা উচিত।

كماقال الله تعالى : تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُواعلى الاثم والعدوان (سورة المائدة (٢)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদা ২, তাফসীরে কাবীর ১১/১১০, আহকামুল কুরআন ২/৪২৯, কাজিখান মায়া আলমগীরী ৩/৫৭৭

শোক পালনে নীরবতা পালন, কালো ব্যাজ ধারণ

প্রশ্নঃ বর্তমানে পশ্চিমাদের অনুকরণে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতেও জাতীয় বা ধর্মীয় কোন বিশেষ ব্যক্তিত্ব মারা গেলে তার শোকে নীরবতা পালন করা হয়, কালো ব্যাজ পরা হয়, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়, করুন সঙ্গীত মূর্ছনা পরিবেশন করা হয়। প্রশ্ন হল, শোক প্রকাশের প্রচলিত এসব রাজনৈতিক প্রথা শরীয়ত সম্মত কিনা?

উত্তরঃ পশ্চিমা বিশ্বের সংস্কৃতির অনুসরণ ও তার প্রতি আকর্ষণের ফলে মুসলমানদের মাঝেও শোক পালনের উল্লিখিত যে পদ্ধতি প্রচলন হয়ে গেছে তা অনৈসলামিক। শোক প্রকাশের এ সবকটি পদ্ধতিই নাজায়েয। অন্তরের অনুভূতির কারণে যে অশ্রু বের হয় কেবল মাত্র তারই অনুমতি আছে। তবে স্ত্রীর জন্য স্বামীর শোক পালন করার অনুমতি আছে।

وفى العالمغيرية : لايجوز صبغ الثياب السود تاسفاعلى الميت .. لا يجوز تسويد الثياب فى منزل الميت ـ جنائز ٥/٣٣٣

প্রমাণঃ বুখারী ১/১৭২, আলমগীরী ৫/৩৩৩, দুররে মুখতার ১/১২৬

গান বাজনার অনুষ্ঠানে খানা খাওয়া

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রায় অনুষ্ঠানে যেমন বিবাহ, খাতনা, আকীকা ইত্যাদিতে নাচ গানের আয়োজন করা হয় সেখানে উপস্থিত হয়ে খানা খাওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : এ সকল অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়াই শরয়ীভাবে নিষেধ। আর যদি সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর তা জানতে পারে এবং উক্ত ব্যক্তি নিষেধ করতে সক্ষম হয় তাহলে খানার মধ্যে শরীক হয়ে আয়োজকদেরকে এ সকল কর্মকাণ্ড থেকে নিষেধ করবে। সাধারণ ব্যক্তি হলে ধৈর্যধারণ করবে।

আর যদি সে এমন ব্যক্তি হয় যাকে মানুষ অনুসরণ করে এবং সে নিষেধ করতেও সক্ষম না হয় তাহলে সেখান থেকে চলে আসবে। যদি পূর্ব থেকেই সেখানকার গান-বাজনা সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে সেখানে কাহারো জন্য উপস্থিত হওয়া জায়েয নাই।

وفى الدر المختار : دعى الى وليمة وثمه لعب او غناء قعد واكل لو المنكر فى المنـزل فلو على المائدة لا ينبغى ان يقعد بل يخرج معرضا..... فان قدر على

المنع فعل والا يقدر صبر ان لم يكن ممن يقتدى به فان كان مقتدى ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد لان فيه شين الدين..... وان علم اولاً باللعب لا يحضر اصلاً (كتاب الحظر والاباحة ج٢ صـ٢٣٨ زكريا)

(প্রমাণ : সূরা আনআম-৬৮, মিশকাত শরীফ ২/, দুররে মুখতার-২/২৩৮)

ভাড়া করে শিল্পী এনে গান গাওয়ানোর বিধান

প্রশ্ন : বর্তমানে বিভিন্ন যুব সমাজের পক্ষ থেকে টাকার বিনিময়ে শিল্পী এনে গান (অশ্লীল) গাওয়ানো হয়। এইভাবে ভাড়া করে এনে অশ্লীল গান গাওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : অশ্লীল কোন ধরনের গান বাজনা করা জায়েয নাই। চাই তা ভাড়া করার দ্বারা হোক অথবা ভাড়া ছাড়া হোক।

وفى الهداية : ولا يجوز الاستيجار على الغناء والنوح وكذا سائر الملاهى لانه استيجار على المعصية ـ والمعصية لا تستحق بالعقد ـ (باب الاجارة الفاسدة ج٣ صـ٣٠٣ مكتبة اشرفية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/১৭৯, হিদায়া ৩/৩০৩, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-১/২৯০)

ত্বাহারাত/পবিত্রতা

পানি

ব্যবহৃত পানির পরিচয়

প্রশ্ন : 'মায়ে মুসতামাল' কি এবং তার হুকুমের মধ্যে ফুক্বাহায়ে কেরামের কি মত পার্থক্য রয়েছে, এবং উহার মধ্যে গ্রহণযোগ্য মত কি?

উত্তর : 'মায়ে মুসতামাল' ঐ পানি যার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয়েছে, অথবা সাওয়াবের উদ্দেশ্যে শরীরে ব্যবহার করা হয়েছে।

মায়ে মুসতামালের হুকুম :

* হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর নিকট 'মায়ে মুসতামাল' নাপাক। তবে (১) ইমাম আবু ইউসুফের নিকট 'নাজাসাতে খফীফা এবং (২) হাসান ইবনে জিয়াদের নিকট নাজাসাতে গলীজা। উভয়টিই ইমাম আবু হানিফা (রহ.) থেকে বর্ণিত।

* ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফী (রহ.)-এর নিকট 'মায়ে মুসতামাল' পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্রকারী যদিও কয়েক বার হোক না কেন।

* ইমাম জুফার (রহ.)-এর নিকট এবং ইহা ইমাম শাফী (রহ.)-এরও এক বর্ণনা অনুযায়ী যদি অযু থাকা অবস্থায় পানি ব্যবহৃত হয় তাহলে পবিত্র এবং অন্যকে পবিত্রকারী আর যদি অযু না থাকা অবস্থায় পানি ব্যবহৃত হয়, তাহলে পবিত্র তবে অন্যকে পবিত্রকারী নয়।

* ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর নিকট 'মায়ে মুসতামাল' পবিত্র অন্যকে পবিত্রকারী নয়। ইহা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর এক বর্ণনা। ইহাই গ্রহণযোগ্য মত।

كما فى الهداية : والماء المستعمل هو ماء ازيل به حدث او استعمل فى البدن على وجه القربة (كتاب الطهارة جا صـ٣٩ المكتبة الاسلامية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/৩৯-৩৮ তাতার খানিয়া ১/১২৪, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ-২৯/৯৭)

রাস্তায় জমে থাকা বৃষ্টির পানির বিধান

প্রশ্ন : আমাদের দেশে বৃষ্টি হলে বিভিন্ন শহরে রাস্তায় পানি জমে থাকে। বিশেষ করে ঢাকা শহরে। এই জমে থাকা পানির বিধান কি? যদি নাপাক হয় তাহলে কি পরিমাণ লাগলে নাপাক হবে?

উত্তর : রাস্তায় জমে থাকা বৃষ্টির পানি নাপাক নয়, তবে যদি নাপাকি পানির

উপর বিস্তার লাভ করে তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। আর রাস্তার কাঁদা ও পানি শরীর বা কাপড়ে লাগলে তিনটি শর্তে তা মাফ।
(১) কাঁদা বা পানির সাথে মিশ্রিত নাপাক, কাঁদা ও পানির চেয়ে বেশী না হওয়া।
(২) কাঁদা ও পানি ব্যতিত শুধু নাপাকি না লাগা।
(৩) পথচারী ব্যক্তির জন্য নাপাক মিশ্রিত কাঁদা-পানির রাস্তা ব্যতিত অন্য কোন রাস্তা না থাকা, যে স্থান দিয়ে সে গমণ করতে পারে।
অতএব, শহরের রাস্তার পানিকে সাধারণভাবে নাপাক বলা যাবে না। তবে যদি নাপাক বস্তু বা মল-মূত্র পানির উপর বিস্তার লাভ করে তাহলে পরিমাণ হিসাবে নাপাকের হুকুম দেয়া হবে।

كما فى الموسوعة الفقهية : ما يصيب ثوبه او رجله من طين المطر او مائه المختلط بنجاسة ما دام موجودًا فى الطرق ـ ولو بعد انقطاع المطر فيعفى عنه بشروط ثلاثة = (١) ان لا تكون النجاسة المخالطة. اكثر من الطين او الماء تحقيقا او ظنًّا. (٢) ان لا تصيبه النجاسة بدون ماء او طين. (٣) ان لا يكون له مدخل فى الاصابة بشئ من ذلك الطين او الماء، كان يعدل عن طريق خالية من ذلك الى طريق فيها ذٰلك. (جـ٠٤ صـ١١٥ وزارة الاوقاف)

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-৪০/১১৫, আলফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/২৭৭, হিদায়া-১/৩৩-৩৬)

নদীর পানির সমস্ত গুণাবলী বদলে যাওয়া

প্রশ্ন : কোন নদীর পানির সমস্ত গুণাবলি পরিবর্তন হয়ে গেলে উক্ত নদীর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের বিধান কি?

উত্তর : প্রবাহমান পানি নাপাকির সংমিশ্রণে নাপাক হয় না। তবে হ্যাঁ অভিজ্ঞ মহলের লোকেরা যদি কোন স্থানের পানিকে নাপাক বলে তাহলে শুধু উক্ত স্থানের পানিই নাপাক হবে।

وفى العالكيرية : والفتاوى فى الماء الجارى انه لا ينجس ما لم يتغير طعمه او لو نه او ريحه من النجاسة ـ (١٧/١)

প্রমাণ : হিদায়া ১/৩৬, আলমগীরী ১/১৭, তাতার খানিয়া ১/৯২, দুররে মুখতার ১/৩৬

ব্যবহারিত পানি পাত্রে পড়লে

প্রশ্ন : ব্যবহারিত পানি পাত্রে পড়লে ঐ পানি দ্বারা অযু করা যাবে কিনা?

উত্তর : ব্যবহারিত পানি যদি পাত্রের পানির সমপরিমাণ বা বেশি হয়। তাহলে উক্ত পানি দ্বারা অযু করা যাবে না। আর ব্যবহারিত পানি-পাত্রের পানির চেয়ে কম হয় তাহলে অযু করা যাবে।

وفى العالمكيرية : الماء المستعمل اذا وقع فى البئر لا يفسده الا اذا غلب وهو الصحيح ـ (باب المياه ١/ ٣٣ الحقانية)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৩৪, শামী ১/১৮২, আলমগীরী ১/২৩, তাতার খানিয়া ১/১২৪, হাশিয়ায়ে তহতবী ১২৮

রেলগাড়ির পানির বিধান ঃ

প্রশ্ন : রেলগাড়ির টয়লেটে ব্যবহারের জন্য যে পানি থাকে তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শরীয়তের হুকুম কী? এই পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করা কি জায়েয হবে? কারণ এই পানির দ্বারা অযু করতে কিছুতেই মন চায় না।

উত্তর : পানি পবিত্র, মন না চাওয়ার কারণে সন্দেহ করা ঠিক নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নাপাকী সম্পর্কে জানা না যায়। এই অবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয নয়।

كما فى شرح معانى الاثار : عن سعد قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شئ الاماغلب على لونه او طعمه اوريحه ـ (باب الماء ١٥ اشرفية)

প্রমাণ ঃ শরহে মাআনিল আসার ১৫, ইবনে মাজাহ ২৯, হিদায়া ১/৪৯, আলমগীরী ১/২৭, সিরাজিয়া ৪৬

বাম হাতে পানি খাওয়ার বিধান

প্রশ্ন : বাম হাতে পানি পান করার বিধান কি?

উত্তর : বিনা প্রয়োজনে বাম হাতে পান করা মাকরুহ। যা মুসলমানদের পরিত্যেগ জরুরী।

كمافى الترمذى ـ عن ابن عمران النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل احدكم بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ـ (باب ماجاءفى النهى عن الاكل والشرب بشماله٢/٢)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ২/2, হাশিয়ায়ে বুখারী ২/৮১০, হাশিয়ায়ে আবু দাউদ ২/৫৩০, হাশিয়ায়ে ইবনে মাজা ২৩৫

সিরকাযুক্ত পানি দ্বারা ওজু গোসলের বিধান

প্রশ্ন : সিরকাযুক্ত পানি দ্বারা ওযু গোসলের বিধান কি?

উত্তর : যদি সিরকা পানির সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয় অথবা পানির নামই পরিবর্তন হয়ে সিরকা হয়ে যায়। তাহলে তার দ্বারা ওযু গোসল করা যাবে না। অন্যথায় করা যাবে।

كما فى فتح القدير : كالاشربة والخل ان كان المراد من الاشربة الاشربة المتخذة من الشجر كشراب الديباس ومن الخل الخل الخالص كانا من نظير المعتصر من الشجر والثمر وكان ماء الباقلى والمراق نظير الماء الذى غلب عليه غيره الخ (باب الماء الذى يجوزبه ض١/٦٢)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/৩৪, ফাতহুল কাদীর ১/৬২, কুদূরী ৫

সমুদ্রের লবণাক্ত পানি দ্বারা অজুর বিধান

প্রশ্ন : সমুদ্রের লবণাক্ত পানি দ্বারা অজু করলে অজু সহীহ হবে কি?

উত্তর : সমুদ্রের পানি দ্বারা সর্বাবস্থায় অজু সহীহ। চাই পানি লবণাক্ত হোক বা মিষ্টি।

وفى الدر المختار : يرفع الحدث مطلقا بماء مطلق... كماء السماء واودية وعيون وآباروبحار وثلج مذاب ـ (كتاب الطهارة ٣٤/١)

প্রমাণ ঃ সূরা আনফাল ১১, তিরমিযী ১/২১, দুররে মুখতার ১/৩৪, কুদুরী ৫ মাউসুয়া ৩৪/৩৫৩, হিদায়া ১/৩৩

সাপ্লাইয়ের পানির বিধান

প্রশ্ন : সাপ্লাইয়ের বিকৃত রঙের পানি ব্যবহারের বিধান কি?

উত্তর : তদন্তের মাধ্যমে সাপ্লাইয়ের পানির সাথে নাপাক জিনিসের সংমিশ্রণ হওয়া নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ পানি ব্যবহারের উপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

وفى شرح المختصر الطحاوى : ان ماخالط الماء من الاشياء الطاهرة لا يمنع الطهارة به مالم يغلب عليه ـ (باب المياه١/٢٢٨)

প্রমাণ ঃ বাদায়ে ১/৭১, শরহে মুখতাসারুত তহাবী ১/২২৮, শামী ১/১৮১-৮২

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত উৎপন্ন পানি দ্বারা অজু গোসল করা

প্রশ্ন : স্কুল কলেজে ল্যাবরেটারী ও বিভিন্ন বিজ্ঞানাগারে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিয়ে যে পানি উৎপন্ন হয় তা দিয়ে অজু গোসল বৈধ হবে কিনা?

উত্তর : হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিয়ে যে পানি উৎপন্ন করা হয় তাতে যদি পানির গুণাবলি তথা পানির স্বাদ, ঘ্রাণ ও রং বিদ্যমান থাকে এবং নাপাকের মিশ্রণও না হয় তাহলে সাধারণ পানির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। যা দ্বারা অজু গোসলসহ যেকোন পবিত্রতা অর্জন বৈধ হবে।

وفی الدر المختار: جمع ماء بالمد ويقصر اصله موه قلبت الواو الفا والهاء همزة وهو جسم لطيف سيال به حياة كل نام يرفع الحدث مطلقا بماء مطلق هو ما يتبادر عند الاطلاق كماء سماء واودية وعيون واباروبحارو ثلج مذاب بحيث يتقاطر وبرد وجمدو ندا هذا تقسيم باعتبار ما يشاهد والا فالكل من السماء۔ (باب المياه ٣٤/١ سعيد)

প্রমাণ ঃ সূরা ফুরকান–৪৮, শরহে মাআনিল আছার ১/১১, দুররে মুখতার ১/৩৪,

যমযমের পানি দ্বারা অজু গোসল করা

প্রশ্ন : যমযমের পানি দ্বারা অজু ও গোসল করা যাবে কি না? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : হ্যাঁ, যাবে। তবে ফরজ গোসল করা সর্বদা মাকরূহ।

وفی الدر المختار : ويكره الاستنجاء بماء زمزم لا الاغتسال ۔ (باب الهدى ١٨٤/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৬২৫, দূররে মুখতার ১/১৮৪, তাহতাবী ৭৪১, মাউসুয়া ২৪/১৬

বাচ্চার হাত পানিতে প্রবেশ করলে

প্রশ্ন : যদি কোন ছোট বাচ্চা অল্প পানি বিশিষ্ট কোন পাত্রে হাত প্রবেশ করায়, তাহলে ঐ পানি দ্বারা অযু জায়েয হবে কি না?

অনুরূপভাবে ঘুম হতে জাগ্রত ব্যক্তি যদি নিজের হাত কোন পানির পাত্রে প্রবেশ করায়, তাহলে ঐ পানির হুকুম কি?

উত্তর : যদি দৃঢ়ভাবে জানা যায় যে বাচ্চার হাতে নাপাকী ছিলো, তাহলে ঐ পানি নাপাক হয়ে যাবে, এবং ঐ পানি দ্বারা অযু জায়েয হবে না। আর যদি নাপাকী থাকার সন্দেহ হয়, তাহলে ঐ পানি নাপাক হবে না। কেননা পানির আসল হলো পবিত্র হওয়া।

এজন্য ঐ পানি দ্বারা অযু করা মাকরূহে তান্‌জিহীর সাথে জায়েয আছে।

অনুরূপভাবে ঘুম হতে জাগ্রত ব্যক্তির হাতে যদি নাপাকী আছে বলে দৃঢ়ভাবে জানা যায়, তাহলে ঐ পানি নাপাক হয়ে যাবে এবং ঐ পানি দ্বারা অযু জায়েয হবে না। আর যদি নাপাকী না থাকে কিন্তু ঐ ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পানিতে হাত প্রবেশ করায়, তাহলে ঐ পানি ব্যবহৃত পানি বলে গণ্য হবে। আর যদি শুধু কোষে পানি উঠানোর ইচ্ছায় পানিতে হাত প্রবেশ করায় তাহলে ঐ পানি ব্যবহৃত পানি বলে গণ্য হবে না। সুতরাং ঐ পানি দ্বারা অযু করা মাকরূহে তানযিহীর সাথে জায়েয।

وفى فتح القدير : ومن شك فى النجاسة يستحب غسلها ولا يجب فاليقين لايزول بالشك ـ كتاب الطهارة ج١ صـ١٨ مكتبة رشيدية

(প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর ১/১৮, দুররে মুখতার-১/২১, আল বাহরুর রায়েক-১/১৮)

হাউজে ডুব দেয়া ও মুখ দ্বারা পানি নিয়ে অযু করার বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন পাত্র থেকে মুখ দ্বারা পানি নিয়ে অযুর অঙ্গসমূহ ধৌত করা হয় তাহলে কি অযু হয়ে যাবে? অথবা যদি কেউ হাউজে ডুব দেয় তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর : মুখের ভিতরে পানি নিয়ে অযুর কোন অঙ্গ ধৌত করলে অযু সহীহ হবে না। চাই পানি কোন পাত্র থেকে নেয়া হোক বা অন্য কোন স্থান থেকে।

হাউজে ডুব দেওয়ার দ্বারা অযু হয়ে যাবে। যদি হাউজ বড় হয় এবং অযুর সমস্ত অঙ্গে পানি পৌঁছে। আর যদি হাউজ ছোট হয় তাহলে অযু সহীহ হবে না।

كما فى البحر الرائق : وفى مسئلة رفع الماء بفيه اختلاف والصحيح انه يصير مستعملا وهو مزيل للخبث (كتاب الطهارت ج١ صـ٣٦)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ১/৩৬, বাদায়ে ১/২১৬, মিনহাতুল খালেক ১/১৮, দুররে মুখতার ১/২৯, শামী-১/১৫৬)

অযু ও মিসওয়াক

ত্বহারতের প্রকার ও তা অর্জনের মাধ্যম

প্রশ্ন : ত্বহারত কত প্রকার ও কি কি? এবং ত্বহারত অর্জন করার মাধ্যম কয়টি ও কি কি?

উত্তর : ত্বহারত দুই প্রকার ঃ ১। ত্বহারতে হাকিকি। ২। ত্বহারতে হুকমী।

সংজ্ঞা ঃ ত্বহারতে হাকীকী হলো- নাজাসাতে হাকীকী থেকে পবিত্র হওয়া। যেমন- পায়খানা, পেশাব ইত্যাদি থেকে পাক হওয়া।

ত্বহারতে হুকমী হলো ঃ নাজাসাতে হুকমী থেকে পবিত্র হওয়া। যেমন ঃ জানাবাত থেকে পবিত্র হওয়া।

হুকমী আবার দুই প্রকার ১। হদসে আসগর থেকে পবিত্র হওয়া অযুর দ্বারা। ২। হদসে আকবর তথা জানাবাত, হায়েয, নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া গোসল দ্বারা। অযু ও গোসলের বিকল্প ব্যবস্থা হলো তায়াম্মুম যা প্রয়োজনের সময় করা হয়।

পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম দুটি— ১। পানি ২। মাটি।

وفى الموسوعة الفقهية : الطهارة تنقسم الى قسمين طهارة من الحدث وطهارة من النجس اى حكمية وحقيقة فالحدث هو... ينقسم الى قسمين الاكبر والاصغر

اتفق العلماء على ان الماء المطلق رافع للحدث مزيل للخبث (ج٢٩ صـ٩٢)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া-১/৩৯, শামী ১/৮৪, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া- ২৯/৯২, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়াআদিল্লাতুহু-১/২০৯)

অযুর সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহ

প্রশ্ন : অযুতে কতটি সুন্নাত ও কতটি মুস্তাহাব?

উত্তর : অযুর সুন্নাত ১৮টি—

(১) উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত ধোয়া। (২) অযুর শুরুতে بسم الله পড়া। (৩) মেসওয়াক করা, মেসওয়াক না থাকলে আঙ্গুল দ্বারা হলেও মেসওয়াক করা সুন্নাত। (৪) তিন বার কুলি করা, এক চিল্লু দ্বারা হলেও কোন অসুবিধা নেই। (৫) তিন চিল্লু দ্বারা তিন বার নাকে পানি দেয়া। (৬ রোজাদার নয় এমন ব্যক্তির যথাসাধ্য উত্তম রূপে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া। (৭) এক চিল্লু পানি দিয়ে দাড়ির নিচ থেকে ঘন দাড়ি খিলাল করা। (৮) সমস্ত আঙ্গুল খিলাল করা। (৯) ধোয়ার অঙ্গসমূহ তিন তিনবার ধৌত করা। (১০) একবার সমস্ত মাথা মাসেহ

করা। (১১) দুই কান মাসেহ করা মাথা মাসেহ করার পর বেঁচে থাকা পানি দ্বারা মাসেহ করলেও অসুবিধা নেই। (১২) ধোয়ার সাথে শরীর মলা। (১৩) এক অঙ্গ অপর অঙ্গের অব্যবহিত পরে ধোয়া। (১৪) নিয়ত করা। (১৫) আল্লাহ তা'আলা যেভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন সেভাবে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। (১৬) ডান দিক থেকে শুরু করা। (১৭) আঙ্গুলের মাথা থেকে এবং মাথার অগ্রভাগ থেকে শুরু করা। (১৮) ঘাড় মাসেহ করা।

অযুর মুস্তাহাব চৌদ্দটি : (১) উঁচু জায়গায় বসা। (২) কেবলামুখী হয়ে বসা। (৩) অযুর কাজে অন্যের সাহায্য না নেয়া। (৪) দুনিয়াবী কথা-বার্তা না বলা। (৫) অন্তরের নিয়ত ও মুখের উচ্চারণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। (৬) অযু করার সময় হাদিসে বর্ণিত দু'আসমূহ পড়া। (৭) প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়া। (৮) দুই কানের ছিদ্রে কনিষ্ঠা আঙ্গুল প্রবিষ্ট করা। (৯) ঢিলা আংটি নেড়ে দেওয়া। (১০) ডান হাত দ্বারা কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া। (১১) বাম হাতে নাক পরিষ্কার করা। (১২) মা'যুর নয় এমন লোকের ওয়াক্তের পূর্বে অযু করা। (১৩) অযুর পর কালেমায়ে শাহাদাৎ পড়া। (১৪) অযুর পর বদনায় বেচে থাকা পানি থেকে কিছু পানি পান করা এবং এ দু'আ পড়া-

اَللّٰهُمَّ اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমাপ্রার্থীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং আমাকে পবিত্রদের মধ্যে শামিল করুন।"

كما فى نور الايضاح : يسن فى الوضوء ثمانية عشر شيئا ـ غسل اليدين الى الرسغين، والتسمية ابتدأ، والسواك فى ابتدائه ولو بالاصبع عند فقده الى قوله اداب الوضوء اربعة عشر شيئاـ الجلوس فى مكان مرتفع واستقبال القبلة وعدم الاستعانة بغيره وعدم التكلم بكلام الناس. الخ صـ١٣-١٦ مكتبة امداية

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/৩৫২-৩৫৩, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-৪৩/৩৫৮-৩৮২, আল বাহরুর রায়েক-১/২৮, বিনায়া-১/১৭৮-২৩৪, নুরুল ঈযা ১৩-১৬)

অযুর অঙ্গসমূহের পরিমাণ

প্রশ্ন : অযুর অঙ্গসমূহের পরিমাণ কি এবং পারস্পরিক মতামতগুলো কি কি? এবং গ্রহণযোগ্য মত কি?

উত্তর : অযুতে তিন অঙ্গ ধৌত করা ও এক অঙ্গ মাসেহ করা ফরয। সমস্ত মুখ, দুই হাত কনুইসহ, দুই পা টাখনুসহ ধৌত করা, মাথা মাসেহ্ করা।

চেহারার পরিমাণ : দীর্ঘতার দিক থেকে চেহারার পরিমাণ হলো কপালের

উপরিভাগে চুলের গোড়া থেকে নিয়ে থুতনির নিচ পর্যন্ত। প্রশস্ততার দিক থেকে দুই কানের লতি পর্যন্ত। ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মত অনুযায়ী দাড়ির চিবুক ও কানের মাঝের খালি জায়গা মুখের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ধৌত করা আবশ্যক। ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মত অনুযায়ী ধৌত করা আবশ্যক নয়। তবে এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (রহ.)-এর মত অনুযায়ী ফতওয়া।

হাত ও পা ধৌত করার পরিমাণ ঃ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মুহাম্মদ ও আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মত অনুযায়ী কনুইসহ দুই হাত, টাখনুসহ দুই পা ধৌত করা ফরয। ইমাম জুফার (রহ.) বলেন কনুই ও টাখনু ধোয়া ফরযের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে এক্ষেত্রেও ইমামত্রয়ের মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য।

মাথা মাসেহ্ করার পরিমাণ ঃ মাথা মাসেহ করার পরিমাণ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে হানাফী ইমামগণদের তিনটি মত পাওয়া যায়। (১) মাথার এক চতুর্থাংশ মাসেহ্ করা। (২) নাসিয়া তথা মাথার সম্মুখ ভাগ পরিমাণ মাসেহ্ করা। (৩) তিন আঙ্গুল পরিমাণ মাসেহ করা। তবে এক্ষেত্রে প্রথম মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য।

وفى الفتاوى الشامية : ان فى مقدار فرض الرأس روايات اشهرها ما فى المتن... الثانية مقدار الناصية... الثالثة مقدار ثلاثة اصابع والحاصل ان المعتمد رواية الربع وعليها مشى المتأخرون (ج١/ص٩٩ المكتبة سعيد)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক-১/১২, খুলাছাহ-১/২২, হিদায়া-১/১৬ শামী-১/৯৯, আলমগীরী-১/৪)

মাথা মাসেহের সুন্নাত তরীকা

প্রশ্ন : মাথা মাসেহের সুন্নাত তরীকার ক্ষেত্রে ইমামদের মধ্যে এখতেলাফ কি?

উত্তর : মাথা মাসেহের সুন্নাত তরীকা হল উভয় হাতের হাতলি ও আঙ্গুলসমূহ কপালের চুলের গোড়া থেকে শুরু করে ঘাড় পর্যন্ত টেনে নিবে এবং সেখান থেকে পুনরায় কপাল পর্যন্ত নিয়ে আসবে, যেখান থেকে মাথা মাসেহ শুরু করা হয়েছিল। অতঃপর উভয় কান মাসেহ করবে।

কোন কোন ফকীহগণ উল্লেখ করেছেন মাথা মাসেহের সুন্নাত তরীকা হল উভয় হাতের মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলসমূহ দ্বারা কপালের দিক থেকে শুরু করে ঘাড় পর্যন্ত টেনে নিবে এবং উভয় হাতের হাতলি দ্বারা মাথার উভয় পার্শ্ব মাসেহ করবে। অতঃপর উভয় হাতের তর্জনী দ্বারা কানের ভিতরের অংশ মাসেহ করবে আর বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কানের বাহিরের অংশ মাসেহ করবে।

وفى جامع الترمذى : عن عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

مسح رأسه بيده فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذى بدأ منه ثم غسل رجليه. (جا صـ١٥ اشرافية)

(প্রমাণ : তিরমিযী ১/১৫, শামী ১/১৬১, আলমগীরী ১/৭, বাদায়ে ১/১৪, তাতার খানিয়া ১/৫৫)

মাথা মাসেহ করা চামড়ার বদল নয়

প্রশ্ন : মাথার চুল মাসেহ করা চামড়া মাসেহ করার বদল কি না? এই হুকুমের মধ্যে দাড়ি এবং মাথার চুলের পার্থক্য কি?

উত্তর : না, মাথার চুলের উপর মাসেহ করা চামড়ার উপর মাসেহ করার বদল না। সুতরাং যদি কেউ মাথার চুলের উপর করার পর হলক্ব করে তাহলে পুনরায় মাথার চামড়া মাসেহ করার প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে চামড়ার সাথে মিলিত ঘন দাড়ি ধৌত করার পর যদি দাড়ি মুণ্ডায় তাহলে পুনরায় মুখের চামড়া ধৌত করতে হবে না। মাথার চুল ও দাড়ির হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

وفى البحر الرائق : المسح على شعر الرأس ليس بدلا عن المسح على البشر. (كتاب الطهارة جا صـ١٥)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ১/১৫, আলমগীরী ১/৬, শামী ১/১০১, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৩১৭)

বৃষ্টিতে চলাফেরার দ্বারা অযু গোসলের হুকুম

প্রশ্ন : বৃষ্টির ভিতরে চলাফেরার কারণে অযু, গোসল, আদায় হয়ে যাবে? এবং তাতে মলা শর্ত কি না?

উত্তর : হ্যাঁ যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বৃষ্টিতে চলাফেরা করে, এবং তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পানি পৌঁছে, তাহলে তার অযু এবং গোসল হয়ে যাবে এবং এর জন্য মলাও শর্ত না।

وفى البحر الرائق : وقد قالوا ان مكث فى الماء الجارى قدر الوضوء والغسل فقد اكمل السنة والا فلا ويقاس على مالو توضا فى الحوض الكبير او وقف فى المطر كما لا يخفى ـ كتاب الطهارة جا صـ٥٢ المكتبة الرشيدية.

(প্রমাণ : সূরা আনফাল-১১, আলমগীরী ১/১৭, আল বাহরুর রায়েক ১/৫২, হাশিয়ায়ে হিদায়া-১/১৭)

اصلع ও اغم কাকে বলে ও তার বিধান

প্রশ্ন : اصلع এবং اغم কাদেরকে বলা হয়? এবং অযুর মধ্যে তাদের চেহারা কোন পর্যন্ত ধোয়া ফরয। এক্ষেত্রে বিস্তারিত বিবরণ এবং গ্রহণযোগ্য মত কোনটি?

উত্তর : اصلع ঐ ব্যক্তি যার মাথার অগ্রভাগ চুল মুক্ত হয়, অর্থাৎ টাক ব্যক্তি, اغم ঐ ব্যক্তি যার মাথার চুল কপালের উপরেও গজায়, এমন কি কপাল সংকীর্ণ হয়ে যায়। মুখ ধৌত করার ক্ষেত্রে টাক পড়া ব্যক্তির জন্য ঐ বর্ধিত অংশ ধৌতকরা ফরয নয়।

আর اغم তথা যার কপালের দিকে চুল গজায় তার জন্য ঐ অতিরিক্ত চুলগজানো অংশও ধৌত করা ফরয।

وفى رد المختار : الاصلع هو الذى انحسر مقدم شعر رأسه والاغم هو الذى سال شعره رأسه حتى ضيق الجبهة (كتاب الطهارة جا صـ٩٧ مكتبة سعيد)

(প্রমাণ : শামী-১/৯৭, ফাতহুল কাদীর-১/১২, আল বাহরুর রায়েক-১/১২)

মিসওয়াকের ফযীলত

প্রশ্ন : আমরা জানি মিসওয়াক করা অনেক সাওয়াবের কাজ তাই মিসওয়াক করে নামায পড়লে কত গুণ সাওয়াব হয় সহীহ হাদীস দ্বারা জানতে চাই? এবং মিসওয়াকের কি কি ফযীলত?

উত্তর : মিসওয়াক করে এক ওয়াক্ত নামায পড়লে পঁচাত্তর ওয়াক্ত নামায হতে উত্তম। মিসওয়াকের ফযীলতসমূহ মানুষ ধীরে ধীরে বৃদ্ধ হয়, চোখের জ্যোতি বাড়ে, মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের শেফা, পুলসিরাত সহজে পার হবে, মুখকে পবিত্র করে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয়, ফেরেস্তাগণ খুশি হয়, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে, দাঁতকে সাদা করে, মাড়িকে শক্ত করে, খানা হজম করে।

কফ বন্ধ করে, নামাযে বহুগুণ সাওয়াব হয়, কণ্ঠনালী পরিষ্কার করে, মুখের স্পষ্টতা বৃদ্ধি করে, পাকস্থলী শক্তিশালী হয়, শয়তান রাগ হয়, নেকআমল বৃদ্ধি হয়, মুখের তিক্ততা কেটে যায়, মাথার রগ স্থির হয়, দাঁতের ব্যথা সেরে যায়, মুখ সুগন্ধি হয়, রুহ আছানের সাথে বের হয় আল্লামা শামী (রহ.) আরও বলেন, মৃত্যুর সময় কালিমা স্মরণ হয় এছাড়াও আরো বিভিন্ন উপকার রয়েছে।

وفى البحر الرائق : ورد فى الحديث صلاة بسواك افضل من خمس وسبعين صلاة بغير سواك وفى فتح القدير افضل من سبعين (جا صـ٢٠ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক-১/২০ শামী-১/১১৫, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-৪/১৩৭)

স্বামী স্ত্রী এক মিসওয়াক ব্যবহার করা

প্রশ্ন : অযু করার সময় মিসওয়াক কখন করবে? মহিলাদের জন্য মিসওয়াক করার হুকুম কি? স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এক মিসওয়াক ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : অযুর মধ্যে কুলি করার সময় মিসওয়াক করবে। মহিলাদের জন্যও মিসওয়াক করা সুন্নাত। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এক মিসওয়াক ব্যবহার করা জায়েয আছে।

عن مسند المحدث احمد بن منبع واثلة بن الاسقع قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوثقون مساويكهم فى ذوائب سيوفهم والنساء فى خمرهن ـ هذا ما خوذ من امداد الفتاوى اردو جا صـ٢٩ مكتبة زكريا بكدبو)

(প্রমাণ : আবু দাউদ ১/৮, ফাতহুল কাদীর ১/২২-২৩, শরহুল ইনায়া-২২, কাবীরী-৩২, সিআয়াহ্-১/১১৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/২৯)

ব্রাশ দ্বারা মিসওয়াক করলে সুন্নাত আদায় হবে কি

প্রশ্ন : (ক) ব্রাশ দ্বারা মিসওয়াকের সুন্নাত আদায় হবে কি না?
(খ) কোন্ গাছের ডাল দ্বারা মিসওয়াক করা নিষেধ?
(গ) মিসওয়াক ব্যবহার করতে করতে ছোট হয়ে গেলে– তাহা দ্বারা সুন্নাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : (ক) ব্রাশ দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করার সুন্নাত আদায় হবে। তবে মিসওয়াকের সুন্নাত আদায় হবে না।
(খ) প্রত্যেক ঐ গাছের ডাল দ্বারা মিসওয়াক করা নিষেধ– যা কষ্টদায়ক এবং ক্ষতিকারক এবং অসুস্থকারী এবং রক্ত প্রবাহিতকারী হয়। যেমন ঝাউগাছের ডাল, মেদি গাছ, ডালিমগাছ, ফুলগাছ, বাঁশ ইত্যাদির ডাল।
(গ) যতটুকু ছোট হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করা সম্ভব ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহার করার দ্বারা সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

وفى رد المحتار : قوله (طول شبر) الظاهر انه فى ابتداء استعماله فلا يضر نقصه بعد ذلك بالقطع منه لتسويته (جا صـ١١٤ مكتبة سعيد)

(প্রমাণ : শামী ১/১১৫-১১৪, দুররে মুখতার ১/৬১, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৪/১৪১, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৫৯)

অযু ভাঙ্গার কারণ ও মাকরূহসমূহ

প্রশ্ন : হানাফী মাযহাবে গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী অযু ভাঙ্গার কারণ ও অযুর মাকরূহ্সমূহ কি কি?

উত্তর : হানাফী মাযহাব অনুযায়ী অযুর মাকরূহসমূহ ১৪টি পাওয়া যায়। ১। অযু করার সময় চেহারায় পানি স্বজোরে নিক্ষেপ করা। ২। অযুর মাঝে কথা বলা। ৩। প্রয়োজন ছাড়া অন্যের থেকে সাহায্য নেয়া। ৪। নাপাক স্থানে অযু করা।

৫। রোযাদার ব্যক্তি গড়গড়ার সাথে কুলী করা ও নাকে পানি দেওয়া। ৬। বাম হাত দিয়ে কুলী করা ও নাকে পানি দেওয়া। ৭। অযুর সুন্নাতসমূহ থেকে কোন সুন্নাত ছেড়ে দেওয়া। ৮। প্রয়োজন ছাড়া ডান হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করা। ৯। নতুন পানি দিয়ে তিনবার মাথা মাসেহ্ করা। ১০। মুবাহ্ বা নিজের মালিকানাধীন পানি শরীআত সম্মত প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত খরচ করা ১১। প্রয়োজনের চেয়ে কম পানি খরচ করা। ১২। অযুর সময় পানিতে থুথু, কফ ইত্যাদি ফেলা ১৩। মসজিদের ভিতর অযু করা তবে মসজিদের ভিতর অযু খানা বানানো হলে সেখানে অযু করা, বা কোন পাত্রের ভিতর অযু করা মাকরূহ হবে না। ১৪। নিজের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত কোন পাত্র খাছ করা যার দ্বারা সে নিজেই অযু করবে অন্য কেউ নয়।

* হানাফী মাযহাব অনুযায়ী অযু ভাঙ্গার কারণসমূহ ১৩টি পাওয়া যায় ১। পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া। ২। রক্ত দৃষ্টিগোচর হওয়া ছাড়া সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়া। ৩। পেশাব-পায়খানার রাস্তা ব্যতিত অন্য কোন স্থান থেকে নাপাক বের হওয়া। ৪। খাদ্য, পানি, জমাট বাধা রক্ত ইত্যাদি মুখ ভরিয়া বমি হওয়া। ৫। থুথুর সাথে রক্তের ভাগ সমান বা বেশী হওয়া। ৬। চিত বা হেলান দিয়ে অথবা কোন বস্তুর সাথে টেক লাগিয়ে এমনভাবে ঘুমানো যে ঐ বস্তুটি সরিয়ে নিলে সে পরে যাবে। ৭। বসে বসে ঘুমাইতেছে এমন ব্যক্তির নিতম্ব তার জাগ্রত হওয়ার পূর্বে যমিন থেকে উঠে যাওয়া যদিও সে যমিনে না পরে যায়। ৮। পাগল, ৯। মাতাল ও ১০। অচেতন হওয়া। ১১। রুকু সিজদা বিশিষ্ট নামাযে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি অট্টহাসি দেওয়া। কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া পুরুষের উত্তেজিত লজ্জাস্থান মহিলার লজ্জাস্থান বা মলদারের সাথে স্পর্শ করানো। অনুরূপভাবে সমকামিতার দ্বারা অযু ভেঙ্গে যাবে, যদিও লজ্জাস্থান মলদারে প্রবেশ না হয়। ১৩। বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী ফুঁড়া ইত্যাদি চাপ দিয়ে রক্ত পুঁজ বের করার দ্বারা অযু ভেঙ্গে যাবে।

كما فى الفقه الاسلامى وادلته : (١) الاسراف فى صب الماء (٢) لطم الوجه او غيره بالماء (٣) التكلم بكلام الناس (٤) الاستعانة بالغير بلا عذر (٥) التوضأ فى موضع نجس (٦) مبالغة الصائم فى المضمضة والاستنشاق (٧) ترك سنة من سنن الوضوء (باب مكروهات الوضوء جا صـ٣٥٦ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/৩৫৬, খাযানাতুল ফিকাহ-৩২, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-৪৩/১৩৩, আলমগীরী-১/৯, শামী-১/১৩৩)

সিরিঞ্জের দ্বারা রক্ত বের করলে ও জোঁক রক্ত চুষলে অযুর বিধান

প্রশ্ন : সিরিঞ্জ দ্বারা রক্ত বের করলে অযু ভঙ্গ হবে কি না? জোঁক রক্ত চোষে অথচ গড়াইয়া পরে নাই অযু ভাঙবে কি না? মানুষের শরীর থেকে সেলাইনে রক্ত নেয়ার দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে কি না?

উত্তর : সিরিঞ্জ অথবা সেলাইনে রক্ত নেয়ার দ্বারা অযু ভেঙ্গে যাবে। জোঁক যদি এ পরিমাণ রক্ত চোষে যে তার মাঝখান দিয়ে কেটে দিলে রক্ত বেয়ে পরবে, তাহলে অযু ভেঙ্গে যাবে। আর যদি বেয়ে পরা পরিমাণ না হয় তাহলে অযু ভাঙবে না।

كما فى فتاوى العالمغيرية : القراد اذا مص عضو انسان فامتلا دما ان كان صغيرا لا ينقض وضوءه كما لو مصت الذباب او البعوض وان كان كبيرا ينقض - (جاصـ١١ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/১১, দুররে মুখতার ১/২৫, তাতার খানিয়া ১/৬৫, সিরাজিয়া ৩০, শামী-১/১৩৬)

অযুর সময় কথা বলা মাকরূহ

প্রশ্ন : অযু করার সময় কথা বলা-মাকরূহ কি না?

উত্তর : হ্যাঁ অযু করার সময় কথা বলা মাকরূহে তানযিহী। কারণ কথা না বলা অযুর আদবসমূহের মধ্যে থেকে একটি। আর আদব ছেড়ে দেয়া মাকরূহ। তবে এমন প্রয়োজনীয় কথা বলা যা পরে বলার সুযোগ নাই মাকরূহ হবে না।

وفى الدر المختار : ومن آدابه عدم التكلم بكلام الناس الا لحاجة تفوته - جا صـ٢٣ مكتبة اشرفى)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/৮, শামী-১/১২৩, রদ্দে মুহতার-১/১২৫, দুররে মুখতার-১/২৩, খাযানাতুল ফিকাহ-৩২, কাবীরী-৩০)

অজু ছাড়া কোরআন হাদীস লেখা ও পড়া

প্রশ্ন : (ক) অজু ছাড়া কোরআন পাকের আয়াত লিখা যাবে কিনা? (খ) অজু ছাড়া তাফসীরের ও হাদীসের কিতাব পড়া জায়েয কিনা?

(গ) হেফজখানার ছোট ছাত্ররা অজু ছাড়া কুরআন শরীফ পড়তে পারবে কিনা?

উত্তর : (ক) হ্যাঁ অযু ছাড়া কোরআনে পাকের আয়াত লিখা যাবে। এবং অজু ছাড়া তাফসীরের কিতাব পড়া জায়েয আছে, কিন্তু যেখানে কোরআনের আয়াত লিখা আছে সেখানে স্পর্শ করতে পারবে না। আর হাদীসের কিতাবও অজু ছাড়া

পড়তে পারবে। তবে অজুর সাথে পড়া মুস্তাহাব। এবং হেফজ খানার ছোট নাবালেগ ছাত্ররা অজু ছাড়াও কোরআন শরীফ পড়তে পারবে। কারণ তারা শরীয়তের মুকাল্লাফ নয়।

وفى الدرّ المختار : ولا يكره مس صبى المصحف ولوح : فلا بأس بدفعه اليه وطلبه منه للضرورة اذ الحفظ فى الصغركا لنقش فى الحجر ولا تكره كتابة قرآن والصحيفة او اللوح على الارض عند الثانى .. وقد جوز اصحابنا مس كتب التفسير للمحدث ولم يفصلوا بين كون الاكثر تفسيرا او قرانا (كتاب الطهارة ١/ ٣٣ زكريا)

প্রমাণ: দুররে মুখতার ১/৩২, হিন্দিয়া ১/৩৯, আল বাহরুর রায়েক ১/২০২,

ঢিলা কুলুখ ব্যবহার অবস্থায় মেসওয়াক করা

প্রশ্ন : ঢিলা, কুলুখ ব্যবহার অবস্থায় মেসওয়াক করা যাবে কিনা?

উত্তর : উল্লেখিত অবস্থায় মিসওয়াক করা উচিত নয়।

وفى بدائع الصنائع : ويجوز ان يكون لفعل واحد جهتان مختلفان فيكون بجهة كذا وبجهة كذا ـ (١/١٠٢)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৫, বাদায়ে ১/১০২, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৩০৫

ইস্তিঞ্জার পূর্বে মিসওয়াক করলে ফজিলত পাবে

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি ইস্তিঞ্জার পূর্বে মিসওয়াক করে অতঃপর ইস্তিঞ্জা করে তাহলে সে মিসওয়াক করে নামায পড়ার ফজিলত পাবে কি?

উত্তর : হ্যা, মিসওয়াক করে নামায পড়ার ফজিলত পাবে। কেননা অজুর পূর্বে মেসওয়াক করাটা ইস্তিঞ্জার আগে-পরে উভয়কেই শামিল করে।

وفى البحر الرائق : واما ماورد من افضلية الصلاة التى بسواك على غيرها فيدل على الاستحباب وهوالحق ـ (باب سنن الوضوء : ١/٢٠ رشيدية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১১৩, মিরকাত ২/৮২, তহত্বী ৬৭, আল বাহরুর রায়েক ১/২০

দাঁতের কালো দাগ অজু-গোসলের প্রতিবন্ধক নয়

প্রশ্ন : দাঁতে কালো দাগ পড়লে অজু-গোসলে কোন অসুবিধা হবে কিনা?

উত্তর : না, কোন অসুবিধা হবে না এবং অজু-গোসল হয়ে যাবে।

كمافى التاتارخانية: وكان يفرق بين الطين والعجين وبين الدرن لان الدرن يتولد من الادمى فيكون من اجزائه ـ (٤١/١)

প্রমাণ ঃ তাতারখানিয়া ১/৪১, শামী ১/১৫৪, সিরাজিয়্যা–৩২

অজু করার সময় নাকের ছিদ্রে পানি পৌছানোর বিধান

প্রশ্ন : অজু করার সময় মহিলাদের নাকফুলের ছিদ্রের ভিতরে পানি পৌছানো জরুরী কিনা?

উত্তর : না, জরুরী না।

وفى الدر المختار : ولو كان خاتما ضيقا نزعه او حركه وجوبا كقرط ولم لم يكن بثقب اذنه قرط فدخل الماء فيه اى الثقب عند مروره على اذنه اجزاه كسرة واذن دخلها الماء و الايدخل ادخله ولو باصبعه ولا يتكلف بخشب ونحوه - ٢٩/١)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১২৭ শামী ১/১৫২

অজুর পানির ছিটা অন্যের গায়ে লাগলে তার বিধান

প্রশ্ন : অজুর পানির ছিটা অন্যের গায়ে লাগলে তার বিধান কি?

উত্তর : অজুর ব্যবহারিত পানি পাক, কিন্তু তা অন্য কোন বস্তুকে পাক করতে পারবে না। সুতরাং তা শরীরে বা কাপড়ে লাগার দ্বারা নাপাক হবে না।

وفى الهداية : وقال محمد وهو رواية عن ابى حنيفة رحهم الله تعالى هو طاهر غير طهور ـ (كتاب الطهارة ٣٨/١ اشرفية)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ১/৩০, হিদায়া ১/৩৮, বেনায়া ১/৩৯৯, কানযুদদাকায়েক ৮

মাথার ওড়না পড়ে গেলে অজুর বিধান

প্রশ্ন : মাথার ওড়না পড়ে গেলে কি অজু পুনরায় করতে হয়?

উত্তর : না, পুনরায় অজু করতে হবে না।

وفى كنز الدقائق : وينقضه خروج نجس منه وفى ملأفاه ولو مرة او علقا اوطعاما او ماء لا بلغما او دما غلب عليه البزاق... ونوم مضطجع ومتورك واغماء وجنون وسكر وقهقهة مصل بالغ ـ (كتاب الطهارة ٥- اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/২২-২৭, কানযুদ দাকায়েক ৫, দুররে মুখতার ১/২৫

অযুর ফরয অঙ্গে এক চুল পরিমাণ শুকনা থাকা

প্রশ্ন : অযুর ফরয অঙ্গে এক চুল পরিমাণ শুক না থাকলে তার হুকুম কি? এবং তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু জায়গা মাসেহ না হলে তার হুকুম কি?

উত্তর : অযুর মধ্যে যে তিন অঙ্গ ধৌত করা হয়, তা যদি এক চুল পরিমাণও শুকনা থাকে তাহলে অযু হবে না। এবং তায়াম্মুমের মধ্যে যে দুই অঙ্গ মাসেহ করা হয় তার যদি এক চুল পরিমাণও মাসেহ বাকী থাকে তাহলে তায়াম্মুম হবে না।

وفى البحر الرائق: أن الاستيعا ب فرض لا زم فى ظا هر الرواية عن اصحا بنا حتى لو ترك شياء قليلا من مو اضع التيمم لا يجوز (باب التيمم ١٤٤/١ رشيدية)

প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ১/৩৩৬, দুররে মুখতার ১/৪২, সিরাজিয়া ২৫, আল বাহরুর রায়েক ১/১৪৪, বাদায়ে ১/১৬৮, হিদায়া ১/৫০, তাতার খানিয়া-১/৮১

অজুর পর অজুর অঙ্গ থেকে চামড়া উঠানো

প্রশ্ন : অজু করার পর ধোয়া অঙ্গ থেকে চামড়া উঠালে অজুর কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তর : না, অজুর কোন ক্ষতি হবে না।

وفى الخانية : اذا كان على بدن الرجل نفطة يبس ما تحتها من الرطوبة ولم تذهب الجلدة عنها فتوضأ وامر الماء على الجلدة جاز وان لم يصب الماء ما تحتها لان الواجب غسل الظاهر دون الباطن (١٧/١)

প্রমাণ ঃ খানিয়া ১/২২, হিন্দিয়া ১/৫

পাত্রে হাত ডুবিয়ে অজু করা

প্রশ্ন : পবিত্র হাত জগে ডুবিয়ে অজু করলে পানি বা অজুর কোন ক্ষতি হবে কিনা?

উত্তর : না, কোন ক্ষতি হবে না।

وفى الهداية: وسنن الطهارة غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء اذا استيقظ المتوضى من نومه لقوله عليه السلام اذا استيقظ احدكم من منا مه فلا يغمسن يده فى الاناء حتى يغسلها ثلثا فانه لا يدرى اين باتت يده ـ (كتاب الطهارة ١٧/١)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ১/১১, হিদায়া ১/১৭, আলমগীরী ১/৬

বলপেনের কালী অজু গোসলের প্রতিবন্ধক না হওয়া

প্রশ্ন : কলমের কালি অজু গোসলের প্রতিবন্ধক কিনা?

উত্তর : না, প্রতিবন্ধক না। তবে যদি কলমের কালি এ পরিমাণ গাঢ় হয় যে তার নিচে পানি পৌঁছে না তাহলে প্রতিবন্ধক হবে।

كما فى البحر الرائق : واذا كان فى اظفاره درن او طين او عجين او المرأة تضع الحناء جاز۔ (الطهارة ١٣/١)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ১/১৩, দুররে মুখতার ১/১৯, শামী ১/৯৮, নূরুল ঈজাহ ৩১

তাশাহুদ অবস্থায় ঘুমালে অজুর বিধান

প্রশ্ন : তাশাহুদ অবস্থায় ঘুমালে অজু ভঙ্গ হবে কিনা?

উত্তর : না, তাশাহুদ অবস্থায় ঘুমালে অজু ভঙ্গ হবে না।

كما فى الشامية : ان النوم فى الصلاة قائما او قاعدا اوساجدا لايكون حدثا سواء غلبه النوم او تعمده) ١٤١/١ سعيد)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/২৪, হিদায়া ১/২৫, তাতার খানিয়া ১/৬৯, শামী ১/১৪১

তুলা দিয়ে ধাতু আটকিয়ে রাখলে অজুর বিধান

প্রশ্ন : কোন মেয়ে যদি অজু নষ্ট না হওয়ার জন্য টিস্যু পেপার বা তুলা গোল করে ধাতু বের হওয়ার রাস্তায় দিয়ে রাখে যাতে ধাতু বাহিরে না আসে এবং টিস্যু বা তুলায় আটকে থাকে, এমতাবস্থায় তার অজু, নামায ও তাওয়াফের হুকুম কি?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে তার অজু, নামায, হজ্ব ইত্যাদি ইবাদত আদায় করা সহীহ হবে। বরং যে সমস্ত মহিলারা ধাতু রোগে আক্রান্ত তাদের জন্য এটাই উত্তম পন্থা। তবে হ্যাঁ, তুলা বা টিস্যু পেপারের বহিরাংশ যদি ভিজে যায় তাহলে অজু নষ্ট হয়ে যাবে।

وفى تبيين الحقائق : وان حشت المرأة فرجها به فان كان داخل الفرج فلا وضوء عليها ـ (٧/١)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/১০, তাবয়িনুল হাকায়েক ১/৭, তাতারখানিয়া ১/৬২

গোসলের পর ওজু

প্রশ্ন : গোসলের পর নতুন ওযু করা আবশ্যক কিনা?

উত্তর : না, গোসলের পর নতুন ওযু করা আবশ্যক নয়। বরং যে ব্যক্তি

গোসলের পূর্বে ওযু করেছে তার জন্য গোসল শেষে ওযু করা মাক্রুহ।

وفى البحر الرائق : فقال بالو جوب فى غسل الجنابة واذا توضأ أولا لا يأتى به ثانيا بعد الغسل ـ (كتاب الطهارة ١/١٥٠)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/৩০, আবু দাউদ ১/৩৩, আল বাহরুর রায়েক ১/১৫০, তাতার খানিয়া ১/৮১, হিদায়া ১/৩০

পিলু ও যয়তুনের ডাল দ্বারা মিসওয়াক করা উত্তম

প্রশ্ন : কোন গাছের ডাল দ্বারা মেসওয়াক করা যাবে? এবং কোন গাছের ডাল দ্বারা মেসওয়াক করা নিষেধ আছে? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই?

উত্তর : সব ধরনের গাছের ডাল দ্বারা মেসওয়াক করা যায় না। যেমন ডালিম গাছের ডাল, সুগন্ধি গাছের ডাল, মেদি গাছের ডাল, বাঁশের কঞ্চি, জবের ডাল, এবং ঐ সমস্ত গাছের ডাল যা কষ্টদায়ক ও শক্ত হয়। আর নিষিদ্ধ গাছের ডাল ব্যতিত অন্যান্য গাছের ডাল যা নরম হয় তা দিয়ে মেসওয়াক করা যাবে যেমন যাইতুন, পিলু, নিম ও খেজুর গাছের ডাল। তবে উত্তম হল পিলু এবং যাইতুন এর ডাল দ্বারা মেওসয়াক করা।

كما فى الشامية : عن ضمير بن حبيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السو اك بعود الريحان وقال إنه يحرك عرق الجذام 'ونعم السواك الزيتون من شجرة مباركة وهو سواكى و سواك الانبياء من قبلى'

প্রমাণ : শামী ১/১১৫, দুররে মুখতার ১/২১, ফাতহুল কাদীর ১/২১, তাতার খানিয়া ১/৫৩, মেরকাত ২/৮০, আলমগীরী ১/৮, আল বাহরুর রায়েক ১/২০

ওযু ও গোসলে পানি অপচয় না করা

প্রশ্ন : কতটুকু পানি দ্বারা ওযু গোসল করা উচিৎ?

উত্তর : ওযু ও গোসলের জন্য পানির নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নাই। যতটুকু হলে প্রয়োজন মিটবে ততটুকু ব্যবহার করবে। হাদীসের মধ্যে যে পরিমাণের কথা উল্লেখ আছে। যেমন মুদ এবং ছা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পানির সর্বনিম্ন পরিমাণ বর্ণনা করা। তবে ওযু ও গোসলের মধ্যে অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

كما فى مسلم : اجمع المسلمون على ان الماء الذى يجزى فى الوضوء والغسل غير مقدر بل يكفى فيه القليل والكثير اذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على

الاعضاء (باب قدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة ١٤٨/١ اشرفية)

প্রমাণ : মুসলিম ১/১৪৮, আবু দাউদ ১/৩১, দুররে মুখতার ১/৩০, শামী ১/১৫৮, আল বাহরুর রায়েক ১/৫২, নসবুর রায়া ১/১৪৪, তাতার খানিয়া ১/৮৯

নিতম্ব ঠঠিয়ে বসে ঘুমালে ওযু ভেঙ্গে যাবে

প্রশ্ন : বসার কোন কোন অবস্থায় ঘুমালে অযু ভেঙ্গে যায়?

উত্তর : নিতম্ব উঠিয়ে বসে ঘুমালে বা বসে ঘুমিয়ে জমিনের উপর পড়ে যাওয়ার পরে ঘুম ভাংলে তার অযু ভেঙ্গে যাবে।

كما فى الشامية: نوم يزيل مسكته اى قوته الماسكة بحيث تزول مقعدته من الارض (فصل فى نوا قض الوضوء ١/ ١٤١)

প্রমাণ : শামী ১/১৪১ বাদায়ে ২/১৩৩ ফিকহুল ইসলামী ১/৩৬৫ সিরাজিয়্যা ১/৩০ হিদায়া ১/২৫ ফাতহুল কাদীর ১/৪৪ বিনায়া ১/২৭৮

ঘা-পাচড়ার পানি অজু ভঙ্গের কারণ কিনা

প্রশ্ন : ঘা-পাচড়া চুলকানোর পর পানি বের হলে ওযু ভেঙ্গে যায় কিনা?

উত্তর : ঘা-পাঁচড়া চুলকানোর পর যদি রক্ত পুজ বা পানি বের হয়ে গড়িয়ে পড়ে তাহলে ওযু ভেঙ্গে যাবে, অন্যথায় অযু ভঙ্গ হবে না।

وفى العالمكير ية: وان قشرت نفطة وسال منها ماء او صديد او غيره ان سال عن رأس الجرح نقض وان لم يسل لا ينقض (كتاب الطهارات ١١/١ الحقانية)

প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর : ১৪৮, হিদায়া ১/২৮, ফাতাওয়ে হিন্দিয়া ১/১১, তাতার খানিয়া ১/৬৩, বাদায়ে ১/১২২, সিরাজিয়া ২৯

গোসলের আগে অজু করা

প্রশ্ন : গোসলের আগে ওযু করার হুকুম কি?

উত্তর : গোসলের আগে ওযু করা গোসলের সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।

كما فى النسائى : عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم كان اذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة (باب الغسل ١/ ٢٨)

প্রমাণ : নাসায়ী ২৮, তাতার খানিয়া ১/৮৩, হিদায়া ১/৩০, আল বাহরুর রায়েক ১/৪৯, গুনিয়াতুল মুসতামলী ১/৪৮, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৪৫৫

অজুর অঙ্গ একবার ধৌত করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি জামাত ধরার জন্য অযুর অঙ্গসমূহ একবার করে ধৌত করে, তাহলে তার হুকুম কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে একবার ধোয়ার দ্বারা যদি তার অযুর অঙ্গসমূহে পূর্ণভাবে পানি পৌঁছে তাহলে তার অযু হয়ে যাবে। তবে সুন্নাত ছেড়ে দেওয়ার কারণে সুন্নাতের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।

وفى الدرالمختار: وتثليت الغسل المستوعب ولا عبرة للغرفات ولو اكتفى بمرة ان اعتاده اثم والا لا (باب سنن الوضوء ١/ ٢٢ زكريا)

প্রমাণ : সুরা মায়েদা ৬, বুখারী ১/২৭, দুররে মুখতার ২/২২, শামী ১/১১৮, আল বাহরুর রায়েক ১/২৩, হিন্দিয়া ১/৭

ব্যান্ডেজের ভিতরে রক্ত ক্ষরণ

প্রশ্ন : ব্যান্ডেজের ভিতরে রক্ত ক্ষরণ হলে অযু ভাঙবে কিনা?

উত্তর : ব্যান্ডেজের ভিতরে যদি এ পরিমাণ রক্ত ক্ষরণ হয়, যা ব্যান্ডেজ না থাকলে এমন স্থানে গড়ে আসত, যে স্থানকে অযু বা গোসলের মধ্যে ধৌত করা জরুরী। তাহলে অযু ভেঙ্গে যাবে। অন্যথায় অযু ভাঙবে না।

وفى الدر المختار : عين السيلان ولو بالقوة لما قالوا لو مسح الدم كلما خرج ولو تركه لسال نقض والا لا ـ (باب نواقض الوضوء ١/٢٥ زكريا)

প্রমাণ : মিশকাত ১/৪২, দুররে মুখতার ১/২৫, শামী ১/১৩৫, আল বাহরুর রায়েক ১/৩১, নসবুর রায়া ১/৮৩, মা ও সুআ ৪৩/৩৮৭

অজুর অঙ্গের ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তির ওযুর অঙ্গের ব্যাপারে সন্দেহ হয় যে সে ঐ অঙ্গ ধৌত করেছে কিনা তখন করণীয় কি? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : যদি কোন ব্যক্তির অজুর অঙ্গ ধৌত করার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, আর এটা প্রথম বার হয়ে থাকে বা অভ্যাসে পরিণত না হয়, তাহলে উক্ত অঙ্গ ধৌত করে নিবে যদিও অজুর মাঝে হয়। আর যদি সন্দেহ হওয়া অভ্যাসে পরিণত হয়ে থাকে তাহলে ধৌত করার প্রয়োজন নেই।

كما فى التاتارخانية : من شك فى بعض وضوئه وهو اول ما شك غسل الموضع الذى شك فيه وأما إذا كان يرى ذلك كثيرا لم يلتفت ومضى لا نه من الوسا وس ـ فصل فى مسائل الشك ـ١/ ٧٨ دار الايمان)

প্রমাণ : তাতার খানিয়া ১/৭৮, দুররে মুখতার ১/২৮, ফাতহুল কাদীর ১/৪৮, মাহমূদীয়া ১/১৮, সিরাজিয়্যা ৩০

অযুতে দাঁড়ি ধোয়ার বিধান

প্রশ্ন : অযুর ক্ষেত্রে দাঁড়ি ধোয়ার বিধান কি?

উত্তর : অযুর ক্ষেত্রে দাঁড়ি ধোয়ার বিধান হল যদি দাঁড়ি ঘন হয়, এবং নিচের চামড়া দেখা না যায়, তাহলে ঘন দাঁড়ির নিচে গোড়া পর্যন্ত ধোয়া ফরয নয়, বরং উপরের অংশ ধোয়া ফরয এবং ভিতরে আঙ্গুল দ্বারা খিলাল করে নিবে। আর যদি দাঁড়ি ঘন না হয় এবং নিচের চামড়া দেখা যায়, তাহলে দাঁড়ির গোড়ায় পানি পৌছানো ফরয।

كما فى العالمكيرية : وما كان من شعر اللحية على أصل الذقن ولا يجب إيصال الماء الى منابت الشعر الا ان يكون الشعر قليلا تبدومنه المنابت (باب الوضوء ١/ ٤ مكتبة الحقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/৪, আল বাহরুর রায়েক ১/১১, বাদায়ে ১/৬৬, মাওসুআ ৪৩/৩৩৪, আল ফিকহুল ইসলামি ১/৩১৭

অজুর পর আকাশের দিকে তাকানো

প্রশ্ন : অযু করার পর আসমানের দিকে তাকানোর হুকুম কি?

উত্তর : অযু করার পর কালেমায়ে শাহাদাত পড়ার সময় আকাশের দিকে তাকানো রাসূলে কারীম (সা:) এর আমল থেকে প্রমাণিত আছে। এবং এর বহু ফযীলতের কথা উল্লেখ আছে।

كما فى سنن ابى داؤد: عن عقبة بن عامر الجهنى عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذ كر امرالرعاية قال عند قوله فأحسن الوضوء ثم رفع نطره إلى السماء : (باب ما يقول الرجل إذا توضأ ١/ ٢٣ اشرفية)

প্রমাণ : আবু দাউদ ১/২৩, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৬৩, শামী ১/১২৮, বাদায়ে ১/১১৮

অযুর পর উলঙ্গ হওয়া বা উলঙ্গ ছবি দেখা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি অযু করার পর উলঙ্গ হয়ে যায়, অথবা উলঙ্গ ছবি দেখে তাহলে কি তার অযু ভেঙ্গে যাবে?

উত্তর : না, উল্লেখিত উভয় সুরতে অযু ভঙ্গ হবে না। তবে ইচ্ছাকৃত নির্জনে উলঙ্গ হওয়া মাকরূহে তানযিহী। লোকালয়ে উলঙ্গ হওয়া ও উলঙ্গ ছবি যে কোন জায়গায় দেখা হারাম।

وفى السراجية : اذا توضا ثم استنجى لا يفسد وضوئه ـ (صـ٣٠ باب ما ينقض الوضوء)

(প্রমাণ : সূরা আরাফ-৩১, সিরাজিয়া-৩০, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৭০, কাবীরী-৩০)

অযুর মাঝখানে অযু ছুটে গেলে তার বিধান

প্রশ্ন : অযুর মাঝখানে যদি অযু ভঙ্গের কারণ পাওয়া যায় তাহলে কি অযু প্রথম থেকে আরম্ভ করবে? না অযু করতে থাকবে। পা ধৌত করার পর যদি মোজা পরিধান করা হয়। অতঃপর অযু ভেঙ্গে যায় তাহলে কি মোজার উপর মাসেহ করা যাবে?

উত্তর : অযুর মাঝখানে অযু ভঙ্গের কোন কারণ পাওয়া গেলে অযু প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। পা ধৌত করে মোজা পরিধান করার পর অযু শেষ করার পূর্বে যদি অযু ভেঙ্গে যায়, তাহলে ঐ মোজার উপর মাসেহ করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় বার পা ধৌত না করবে এবং অযু পরিপূর্ণ না করবে।

وفى الفقه على المذاهب الاربعة : ان يصدر منه ناقض للوضوء فى اثناء الوضوء فلو غسل وجهه ويديه مثلا ثم احدث فانه يجب عليه ان يبدأ الوضو من اوله ـ جا صـ٤٥ دار الحديث القاهرة)

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/৩৩৭, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ-১/৪৫, হাশীয়াতুত ত্বহত্বী ৬১, শরহুয যিয়াদাত ১/১৪৮, সিরাজিয়্যাহ ৪৩)

অযুতে অন্যের সাহায্য নেয়া ও হাত পায়ের বর্ধিত অঙ্গের বিধান

প্রশ্ন : (ক) কোন ব্যক্তির হাতে পায়ে যদি অতিরিক্ত আঙ্গুল থাকে তাহলে উহা অযুতে ধৌত করা কি আবশ্যক হবে?

(খ) অযুতে অন্যের সাহায্য নেয়া ও এক হাত দ্বারা অযু করার বিধান কি?

উত্তর : (ক) হ্যাঁ, অযুতে হাত পা এর অতিরিক্ত আঙ্গুল ধৌত করা আবশ্যক।

(খ) ওযর ব্যতিত অযুতে অন্যের সাহায্য নেয়া মাকরূহে তানযীহি।

একহাত দ্বারা অযু করা জায়েয আছে তবে মাকরূহে তানযিহী হবে। কেননা উভয় হাত দ্বারা অযু করার কথা হাদীস শরীফে এসেছে। এর কারণ হল উভয় হাত দ্বারা অযুর অঙ্গসমূহ ধৌত করা সহজ।

وفى الفتاوى التاتارخانية : يجب غسل ما كان مركبا فى اعضاء الوضوء من الاصبع الزائدة والكف الزائدة ـ (جا صـ٤١ دار الايمان)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৪, তাতার খানিয়া ১/৪১, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ-৪৩/৩৮১)

জানোয়ারের পিঠে আরোহণ অবস্থায় ঘুমানোর বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি জানোয়ারের পিঠে আরোহণ করে ঘুমায় তাহলে তার অযু ভেঙ্গে যাবে কি না? এবং এই অযু ভাঙ্গার জন্য সীমারেখা কি?

উত্তর : যদি কোন ব্যক্তি জিনপোষ বিহীন জানোয়ারের পিঠে আরোহন অবস্থায় ঘুমায়, তাহলে উপরের দিকে এবং সমতল-ভূমিতে চলার সময় অযু ভঙ্গ হবে না, কিন্তু নিচের দিকে চলার সময় অযু ভেঙ্গে যাবে, আর যদি জানোয়ারের পিঠে জিনপোষ থাকে, তাহলে কোন অবস্থাতেই অযু ভাঙ্গবে না। এক্ষেত্রে অযু ভাঙ্গার সীমারেখা হলো, استرخاء مفاصل অর্থাৎ মলত্যাগের রাস্তা ঢিলে হয়ে যাওয়া।

وفى العالمغيرى : واذا نام راكبًا على دابة والدابة عريان فان كان فى حالة الصعود والاستواء لا ينتقض وضوئه اما حالة الهبوط يكون حدثًا ـ كتاب الطهارة جا صـ١٢ مكتبة زكريا

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১২, বাদায়ে-১/১৩৪, তাতার খানিয়া ১/৭৪)

বাসের ছিটে বসে ঘুমালে অযু ভঙ্গ হয় না

প্রশ্ন : বাস ইত্যাদির সিটের মধ্যে বসে ঘুম আসলে অযু নষ্ট হবে কি?

উত্তর : অযু নষ্ট হবে না। কেননা এভাবে ঘুমানোর দ্বারা নিতম্ব নিজ স্থান থেকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাই অযু ভাঙ্গারও সম্ভাবনা থাকে না।

وفى العالمغيرية : ولو نام مستندا الى مالو ازيل عنه لسقط ان كانت مقعدته زائلة عن الارض نقض بالاجماع وان كانت غير زائلة فالصحيح ان لا ينقض. (الفصل الخامس فى نواقض الوضوء. جا صـ١٢ حقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/২৬, আলমগীরী-১/১২, বিনায়া-১/১৭৯, তাতার খানিয়া-১/৭১, শরহে বেকায়া- ১/৭১, কাযীখান-১/৪২, শামী-১/১৪১)

স্ট্রোক ব্যক্তির অযুর বিধান

প্রশ্ন : (ক) কোন ব্যক্তি যদি স্ট্রোক করে সামান্য সময় (৩০-৪০ সেকেণ্ড) থাকে এর দ্বারা তার অযু ভাঙ্গবে কি না? (খ) যারা লাইব্রেরীতে থাকে তাদের জন্য অযু ছাড়া কুরআন ধরা জায়েয আছে কিনা!

উত্তর : (ক) হ্যাঁ কোন ব্যক্তি স্ট্রোক করে সামান্য সময় থাকলেও তার অযু ভেঙ্গে যাবে। (খ) যারা লাইব্রেরীতে থাকেন তাদের জন্য অযু ছাড়া কুরআন ধরা জায়েয নাই।

فى التاتارخانية : والاغماء ينقض الوضوء وان قل وفى الخانية فى الاحوال كلها.

(جا صـ٧٤ باب نواقض الوضوء ـ مكتبة دار الايمان)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া ১/৭৪, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৩৮৬, বাদায়ে ১/১৩৩, ১৪১)

চোখের মধ্যে রক্ত দেখা গেলে অযু ভঙ্গ হবে কি?

প্রশ্ন : চোখের মধ্যে যদি রক্ত দেখা যায় তাহলে অযু ভঙ্গ হবে কি না? রক্ত কোন পর্যন্ত বের হলে অযু ভঙ্গ হবে।

উত্তর : চোখের মধ্যে রক্ত দেখা গেলে অযু ভঙ্গ হবে না। তবে যদি রক্ত চোখ থেকে বের হয়ে এমন স্থানে পৌঁছে যা অযু বা গোসলে ধৌত করতে হয় তাহলে অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

وفى البحر الرائق : لو خرج من جرح فى العين دم فسال الى الجانب الاخر منها لا ينقض لانه لا يلحقه حكم هو وجوب التطهير او ندبه فقول بعضهم المراد ان يصل الى موضع تجب طهارته الخ. (باب نواقض الوضوء جا صـ٣٢ رشيديه)

(প্রমাণ : ইলাউস সুনান-১/১৪৯, আলমগীর ১/১০, কাযীখান-১/৩৬, বাদায়ে-১/১২০, দুররে মুখতার ১/২৫, আল-বাহরুর রায়েক ১/৩২, তাতার খানিয়া ১/৬৪, শামী-১/৩৫)

গোসল

ওয়াদী, মনী, মযীর সংজ্ঞা এবং তার হুকুম

প্রশ্ন : (ক) ওয়াদী, মনী মযী কাকে বলে

(খ) যদি উত্তেজনার সাথে পাতলা পানি বাহির হয় তাহলে তার হুকুম কি?

(গ) স্বপ্নের কথা স্মরণ নাই কাপড় ভেজা দেখে তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর : (ক) ওয়াদী বলা হয় পেশাবের পরে তরল পানি বাহির হওয়া। যা পেশাবের তুলনায় একটু গাঢ়।

–মযী বলা হয় ঐ সাদা তরল পানি যা উত্তেজানার সময় বাহির হয় এবং উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আর মনী বলা হয়, এমন গাঢ় সাদা পানি যা উত্তেজনার সাথে বাহির হওয়ার পরে লিঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যায়।

(খ) উত্তেজনার সাথে তরল পানি বাহির হওয়ার ফলে যদি লিঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যায় তাহলে তার উপর গোসল ওয়াজিব। আর যদি উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় তাহলে গোসল ওয়াজিব না।

(গ) যদি কোন ব্যক্তির স্বপ্নের কথা স্মরণ না থাকে লুঙ্গি ভিজা পায় তাহলে তার কয়েকটি অবস্থা ঃ

(১) যদি সেটা মনী বলে ইয়াকীন হয় তাহলে গোসল ওয়াজিব।

(২) যদি ওয়াদী এবং মযী বলে ইয়াকীন হয়, অথবা মযী ও ওয়াদীর মাঝে

সন্দেহ হয় তাহলে গোসল ওয়াজিব না।
(৩) আর যদি মনী ও মযীর মাঝে অথবা মনী ও ওয়াদীর মাঝে অথবা তিনটার মাঝেই সন্দেহ হয় তাহলে সতর্কতামূলক গোসল ওয়াজিব।

وفي الشامية: فيجب الغسل اتفاقا فى سبع صور منها.... او علم انه منى مطلقا ولا يجب اتفاقا فيما اذا علم انه ودى مطلقا وفيما اذا علم انه مذى او شك فى الاخيرين مع عدم تذكر الاحتلام ويجب عندهما فيما اذا شك فى الاولين او فى الطرفين او فى الثلاثة ـ احتياطا. (جا صـ١٦٣ سعيد)

(প্রমাণ : তিরমিযী শরীফ ১/৩১, হিদায়া-১/৩৩, শামী ১/১৬৩-১৬৫)

টেষ্ট টিউব এর শরয়ী বিধান

প্রশ্ন : টেষ্টটিউব কি? এবং এর শরয়ী হুকুম কি?

উত্তর : টেষ্টটিউব এর সংজ্ঞা হলো, টেষ্ট টিউব এর মাধ্যমে বাচ্চা জন্ম দেয়া যেটাকে কৃত্রিম পদ্ধতি বলা হয়, যেটার ভিতরে পুরুষের শুক্রকীট এবং বীর্য ভিন্ন মহিলার বাচ্চাদানিতে (রেহেমে) কৃত্রিমভাবে প্রবেশ করানো হয়, এবং ঐ বীর্য গর্ভবতী হওয়া পর্যন্ত থাকে, যখন মহিলা বাচ্চা দেয়, তখন তাকে ঐ দিনগুলির জন্য এবং কষ্টের জন্য মূল্য দেয়া হয়, এই পদ্ধতির হুকুম হলো, না জায়েয এবং হারাম। কেননা বিবাহ ব্যতিত কোন পুরুষের জন্য বেগানা কোন মহিলার গোপনাঙ্গ কোন পদ্ধতিতেই ব্যবহার করা জায়েয নাই। এই পদ্ধতিতে বাচ্চার নসব মহিলা থেকে হবে, কিন্তু যিনার হদ লাগানো হবে না, কেননা এটা কৃত্রিমভাবে হয়েছে। টেষ্ট টিউব এর প্রকারভেদ : বর্তমান সমাজে টেষ্ট টিউবের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে যা হুকুমসহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

স্বামী-স্ত্রী প্রাকৃতিক পদ্ধতি ছেড়ে কৃত্রিম পদ্ধতির মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর বীর্য বাহির করিয়া টিউব এর মাধ্যমে স্ত্রীর বাচ্চাদানীতে প্রবেশ করায়, এই পদ্ধতির হুকুম হলো এটা না জায়েয নয়, কেননা স্বামীর শুক্রকীট মহিলার বাচ্চাদানিতে প্রবেশ করানো হয়েছে, এর থেকে জন্মিত বাচ্চাও নসব বিশিষ্ট হবে এবং যিনার হুকুমও হবে না, গুনাহও হবে না যদি এই কাজটা স্বামী স্ত্রী নিজেরাই সম্পন্ন করে নেয়। আর যদি অন্য কোন পুরুষ অথবা মহিলার দ্বারা সম্পন্ন করানো হয়, তাহলে না জায়েয এবং হারাম হবে, কেননা এক্ষেত্রে অন্যকে নিজের গোপনাঙ্গ দেখানো এবং স্পর্শ করানো জরুরী হয় যা নাজায়েয।

* কোন পুরুষ বিবাহ ব্যতিত বাচ্চা নিতে চায়, কোন ভিন্ন মেয়েকে ভাড়া করে তার সাথে প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম পদ্ধতিতে নিজের শুক্রকীটকে মহিলার

বাচ্চাদানিতে প্রবেশ করিয়ে বাচ্চা নেয়ার চেষ্টা করে, এই পদ্ধতি হারাম। কেননা শরিয়তের দৃষ্টিতে বিবাহ ব্যতিত অন্য পুরুষ অথবা মহিলার গোপনাঙ্গ ভাড়া নেয়া হারাম, এই জন্য ইহা যিনার হুকুমে হবে, এবং বাচ্চাও জারজ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে।

* কোন মহিলা বিবাহ ব্যতিত ভিন্ন পুরুষকে ভাড়া নিয়ে তার সাথে প্রাকৃতিকভাবে যেনা করে বাচ্চা নেয় অথবা ভিন্ন পুরুষের শুক্রকীটকে নিয়ে কৃত্রিমভাবে নিজের বাচ্চাদানীতে প্রবেশ করিয়া বাচ্চা নেয়, ঐ বাচ্চা জারজ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে, কেননা ইহা যেনা যা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম।

* বাচ্চা নেয়ার আগ্রহী স্বামী-স্ত্রী দুজনই, কিন্তু তাদের শুক্রকীট বাচ্চা দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্বল হওয়ার কারণে, অন্য পুরুষের শুক্রকীট (যেটা বাচ্চা হওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতা রাখে) এর সাথে মিলিয়ে স্ত্রীর বাচ্চাদানীতে প্রবেশ করায় অথবা স্বামী-স্ত্রী দুজনই নিজেদের শুক্রকীটকে ভিন্ন মহিলার বাচ্চাদানীতে প্রবেশ করিয়ে বাচ্চা নেয়। উক্ত পদ্ধতিতে নসব প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, যাতে করে যে মহিলার গর্ভ থেকে বাচ্চা হবে ঐ মহিলার দিকে নসবের সম্পর্ক হবে, তবে যদি ঐ মহিলার স্বামী থাকে তাহলে স্বামীর সাথে নসবের সম্পর্ক হবে, আর যদি স্বামী না থাকে, তাহলে ঐ মহিলার সাথেই নসবের সম্পর্ক হবে। কিন্তু যে মহিলা নিজের শুক্রকীটকে মিশালো বাচ্চা নেয়ার আগ্রহে তার সাথে নসবের সম্পর্ক হবে না। এই পদ্ধতিও হারাম।

وفى القران الكريم : قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم الخ. سورة النور اية ٣١

(প্রমাণ : সূরা নূর-৩১, সূরা বাকারা-২২৩, জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া-১/১৫৬)

টিউব বা সিরিঞ্জ এর মাধ্যমে বীর্য প্রবেশ করার পর গোসলের বিধান

প্রশ্ন : টেষ্ট টিউব এর মধ্যে বীর্য সংরক্ষণ করার পর উক্ত বীর্য টিউব কিংবা সিরিঞ্জ এর মাধ্যমে মহিলার রেহেমে প্রবিষ্ট করালে মহিলার উপর গোসল ওয়াজিব হবে কি-না?

উত্তর : টিউব এর মাধ্যমে মহিলার রেহেমে বীর্য প্রবেশ করানোটা মহিলার যৌনাঙ্গে আঙ্গুল প্রবেশ করানোর মত। সুতরাং যেমনিভাবে মহিলার যৌনাঙ্গে আঙ্গুল প্রবেশ করালে গোসল ওয়াজিব হয় না তেমনিভাবে সিরিঞ্জ কিংবা টিউব এর মাধ্যমে মহিলার রেহেমে বীর্য প্রবেশ করালেও গোসল ওয়াজিব হবে না। তবে যদি বীর্য প্রবেশ করানোর সময় উত্তেজনার সাথে লজ্জাস্থান দিয়ে বীর্য বাহির হয় তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে।

كما فى الدر المختار : ولا عند ادخال اصبع ونحوه كذكر غير آدمى وذكر خنثى وميت وصبى - (موجبات الغسل جا صـ٣٦ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৩১, শামী-১/১৬৬, আলমগীরী-১/১৫, আল বাহরুর রায়েক-১/৫৭, কাবীরী-৪৪)

নাবালেগ বালেগার সাথে সহবাস করলে

প্রশ্ন : নাবালেগ যদি কোন বালেগা মহিলার সাথে সহবাস করে তাহলে গোসল ফরয হবে কি না? এবং শরীআত অনুযায়ী ইহা সহবাস হিসাবে গণ্য হবে কি না?

উত্তর : জৈবিক চাহিদা বিশিষ্ট মুরাহিক তথা প্রাপ্তবয়স্কের দ্বারপ্রান্তের কোন নাবালেগ ছেলে কোন বালেগা মহিলার সাথে সহবাস করলে, মহিলার উপর গোসল ফরয হবে। তবে আদব শিক্ষার্থে নাবালেগকেও গোসলের হুকুম দেয়া হবে এবং ইহা শরয়ী সহবাস হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু নাবালেগ জৈবিক চাহিদা বিশিষ্ট না হলে, মহিলার উপরও গোসল ফরয হবে না এবং শরয়ী সহবাস হিসাবেও গণ্য হবে না।

وفى الهداية : غلام لم يبلغ مثله يجامع جامع امرأة وجب عليها الغسل واحلها على الزوج الاوّل.... انما وجب الغسل عليها لالتقاء الختانين.... واما لا غسل على الصبى وان كان يؤمر به تخلقا (باب فيما يحل به المطلقة جا صـ٤٠٠ المكتبة الاسلامية)

(প্রমাণ : শামী-১/১৬২, হিদায়া-১/৪০০, শামী-৩/৩৫, আলমগীরী-১/১৫, খুলাছাতুল ফাতাওয়া-১/১৩, তাতার খানিয়া ১/৮৫)

মসজিদে স্বপ্নদোষ হলে

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি মসজিদে থাকা অবস্থায় যদি স্বপ্নদোষ হয় তাহলে সে কি করবে?

উত্তর : তায়াম্মুম করে মসজিদ থেকে বের হবে।

فى الشامية : وان احتلم فى المسجد تيمم للخروج اذا لم يخف. (جا صـ٢٤٤)

(প্রমাণ : বিনায়া ১/৬৪১, শামী ১/২৪৩-২৪৪, আলমগীরী-১/১৬২ ফাতহুল কাদীর ১/৬০)

পেশাব করার সময় বীর্য বের হওয়া

প্রশ্ন : পেশাব করার সময় যদি কারো বীর্য বের হয় তাহলে গোসল ফরয হবে কি না? এমনিভাবে লজ্জাস্থান ব্যতিত অন্যস্থান থেকে উত্তেজনার সাথে ইনজেকশন দ্বারা যদি কারো বীর্য বের করা হয়, তাহলে কি তার উপর গোসল ফরয হবে?

উত্তর : পেশাব করার সময় যদি বীর্য বের হয় এবং লজ্জাস্থান উত্তেজিত থাকে তাহলে গোসল ফরয হবে। নচেৎ ফরয হবে না।

লজ্জাস্থান ব্যতিত অন্যস্থান থেকে ইনজেশন দ্বারা বীর্য বের করলে গোসল ফরয হবে না। তবে কারো যদি উত্তেজনার সাথে প্রস্রাবের রাস্তা পর্যন্ত বীর্য পৌঁছে। আর সেখান থেকে ইনজেকশন দ্বারা বের করা হয় তাহলে গোসল ফরয হবে।

وفى خلاصة الفتاوى : رجل بال فخرج من ذكره منى ان كان منتشرا عليه الغسل وان كان منكسرا عليه الوضوء (ج١ صـ١٢ باب فى الغسل مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : খুলাছা-১/১২, দুররে মুখতার-১/৩০, শামী-১/১৫৯, তাতার খানিয়া-১/৮৪)

ফরয গোসলের পরে বীর্য বের হলে করণীয়

প্রশ্ন : ফরয গোসল করার পর যদি কোন ব্যক্তির বীর্য বের হয় তাহলে তার উপর দ্বিতীয়বার গোসল করা জরুরী কি না?

উত্তর : যদি সে গোসলের পূর্বে পেশাব না করে থাকে, ঘুমিয়ে না থাকে এবং অধিক চলা ফিরা না করে থাকে তাহলে তার উপর দ্বিতীয়বার গোসল করা জরুরী। আর যদি সে গোসলের পূর্বে উল্লেখিত তিন কাজের কোন একটি কাজ করে থাকে তাহলে তার উপর দ্বিতীয়বার গোসল করা জরুরী না। উল্লেখ থাকে যে প্রথম গোসলের পর বীর্য বের হওয়ার পূর্বে যে নামায পড়েছে উহা সহীহ্ হয়ে যাবে।

وفى حاشية الطحطاوى : اذا اغتسل فى مكانه وصلى ثم خرج بقية المنى عليه الغسل عندهما لا عنده وصلوته صحيحة اتفاقا (باب الغسل ج١ صـ٩٧ المكتبة دار الكتاب)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৪, ত্বহত্বী ১/৯৭, আল বাহরুর রায়েক ১/৫৫)

নামায পড়ার পর কাপড়ে বীর্য বা রক্ত দেখা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি নামাযের পর কাপড়ের উপর বীর্য দেখে তার কি হুকুম এবং রক্ত দেখলে তার কি হুকুম?

উত্তর : যদি কোন ব্যক্তি নামায পড়ার পর কাপড়ে বীর্য দেখে তাহলে সর্বশেষ ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর যত ওয়াক্ত নামায আদায় করেছে উহা পুনরায় পড়ে নিবে। যদি বীর্য দেখে এবং দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, সে ঐ কাপড়েই নামায পড়েছে তাহলে নামায পুনরায় পড়বে অন্যথায় পড়তে হবে না।

وفى الدر المختار : وجد فى ثوبه منيا او بولا او دما اعاد من آخر نوم (كتاب الطهارة فصل فى البير (جا صـ٤٠ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : সূরা মুদ্দাচ্ছির-৪, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-২৭/১২৭, দুররে মুখতার-১/৪০, তাতার খানিয়া ১/৪৩১-৪৩২, বাদায়ে-১/২২৯)

জ্বিন ও মানুষের সঙ্গমে গোসলের বিধান

প্রশ্ন : জ্বিন ও মানুষের মধ্যে যদি যৌন সঙ্গম হয় তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে কি? ঘুমন্ত ও জাগ্রতের মধ্যে কোন পার্থক্য রয়েছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, জ্বিন যদি মানুষের সুরতে আসে ও তা জাগ্রত অবস্থায় হয় তাহলে গোসল আবশ্যক হবে। উল্লেখিত হুকুমে ঘুমন্ত ও জাগ্রত ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তা হলো জাগ্রত ব্যক্তির সাথে যদি জ্বিনের যৌন সঙ্গম মানুষের সুরতে হয় তাহলে তার উপর গোসল আবশ্যক হওয়ার জন্য বীর্য বের হওয়া শর্ত নয়। তবে ঘুমন্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে গোসল আবশ্যক হওয়ার জন্য জাগ্রত হওয়ার পর বীর্য দেখা শর্ত।

وفى الموسوعة الفقهية : لا يجب الغسل من اتيان الجن للمرأة واتيان الرجل للجنية اذا لم يكن انـزال..... اذا ظهر لها فى صورة الادمى فانه يجب الغسل وكذا اذا ظهر للرجل جنية فى صورة الادمى فوطئها (غسل جا٣١ صـ٢٠٢ كويت)

(প্রমাণ : বুখারী শরীফ ১/২৪, শামী-১/১৬১, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ৩১/২০২, কাযীখান ১/৪৩)

নারী-পুরুষের শুধু যৌনাঙ্গ স্পর্শ হলে গোসলের বিধান

প্রশ্ন : যদি শুধু পুরুষ-মহিলার যৌনাঙ্গ স্পর্শ হয়, তাহলে গোসল ওয়াজিব হবে কি না? এবং এক্ষেত্রে বালেগ নাবালেগের কোন পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর : নারী-পুরুষের শুধু যৌনাঙ্গ স্পর্শ হওয়ার দ্বারা গোসল ওয়াজিব হবে না। এ হুকুমের ক্ষেত্রে বালেগ-নাবালেগের মাঝে কোন পার্থক্য নাই।

وفى العالمغيرية : اذا باشر امرأته مباشرة فاحشة يتجرد وانتشار وملاقاة الفرج بالفرج ففيه الوضوء فى قول ابى حنيفة وابى يوسف رحمهما الله تعالى استحسانا وقال محمد رحمه الله تعالى لا وضوء عليه وهو القياس

وهو الصحيح وعليه الفتوى ـ (الفصل الخامس نواقض الوضوء جا صـ١٣ مكتبة الحنافية)

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৩১/১৯৯, তাতার খানিয়া ১/৮৫, আল বাহরুর রায়েক ১/৪২, আলমগীরী ১/১৩, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৩৬৭)

খাত্‌নাবিহীন পুরুষের ফরয গোসলের তরীকা

প্রশ্ন : খাত্‌নাবিহীন পুরুষ কিভাবে ফরয গোসল আদায় করবে ও লিঙ্গাগ্রের ত্বকে পানি পৌঁছানো কি ফরয? এবং তাতে পানি না পৌঁছালে কোন সমস্যা আছে কি?

উত্তর : খাত্‌নাবিহীন পুরুষ খাত্‌নাকৃত পুরুষের ন্যায় ফরয গোসল করবে। কষ্ট ব্যতিত যদি কুলফার ভিতরে পানি পৌঁছানো সম্ভব হয় তাহলে পানি পৌঁছানো ফরয। অন্যথায় পানি পৌঁছানো মুস্তাহাব।

وفى الشامية : يندب هو الاصح قاله الكمال، وعلله بالحرج فسقط الاشكال. وفى المسعودى ان امكن فسخ القلفة بلا مشقة يجب والا لا. (كتاب الطهارة، جا صـ١٥٣، سعيد)

(প্রমাণ : সূরা মায়েদা-৬, শামী-১/১৫৩ আলমগীরী-১/১৪)

ফরয গোসলের সময় বাধানো দাঁতের হুকুম

প্রশ্ন : (ক) ফরয গোসলের সময় বাধানো দাঁত খুলতে হবে কি না?

(খ) নখ বড় হয়ে গেলে অযু বা গোসলে করণীয় কি?

উত্তর : (ক) কারো মুখে যদি দাঁত এমনভাবে বাধানো থাকে যে, তা খোলা সম্ভব না বা কষ্ট ব্যতিত খোলা যায় না, তাহলে ফরয গোসলের সময় তা খুলতে হবে না। অন্যথায় খুলতে হবে।

(খ) হাত বা পায়ের নখ যদি বড় হয়ে আঙ্গুলের অগ্র ভাগকে ঢেকে নেয় তাহলে অযু ও গোসলের সময় তাতে পানি পৌঁছানো ওয়াজিব।

كما فى العالمغيرية : والصرام والصباغ ما فى ظفرهما يمنع تمام الاغتسال وقيل كل ذلك يجزيهم للحرج والضرورة ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع. (جا صـ١٣ باب الغسل. مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৩, দুররে মুখতার ১/২৮, আল বাহরুর রায়েক ১/১৩, তাতার খানিয়া-১/৪১-৮৪)

কৃত্রিম চুল ও দাঁতের বিধান।

প্রশ্ন : (ক) অযু ও গোসল এর সময় কৃত্রিম চুল ও দাঁতের হুকুম কি?
(খ) গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তি তেলাওয়াতে কুরআন শুনতে পারবে কি না?

উত্তর : (ক) অযু ও গোসল এর সময় কৃত্রিম চুল ও দাঁত খুলে ধৌত করতে হবে, তবে দাঁত খুলা যদি সম্ভব না হয় তাহলে খুলে ধৌত করার প্রয়োজন নাই।
(খ) হ্যাঁ, গোসল ফরয হয়েছে এমন ব্যক্তি তেলাওয়াতে কুরআন শুনতে পারবে!

وفى الدر المختار مع الشامية: يفرض غسل كل ما يمكن من البدن بلا حرج ـ جا صـ١٥٢ {وفى الفقه الاسلامى : ولا يكره النظر للقران لجنب جا صـ٥٣٧)

(প্রমাণ : শামী ১/১৩৫, ১৫২, আলমগীরী ১/১৩, বাদায়ে ১/১৫০, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৫৩৭)

গোসলের সময় অলংকারাদী খোলা ও অযুর প্রতিবন্ধক বস্তু প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : (ক) অযু করার সময় হাত-পায়ের নখে যদি আটা, ময়লা-ইত্যাদি লেগে থাকে তাহলে তা অযুর প্রতিবন্ধক হবে কি না?
(খ) গোসলের সময় নাকের বালা-অলংকারাদী খুলে রাখা আবশ্যক কি না?

উত্তর : (ক) অযু করার সময় হাত-পায়ের নখে যদি আটা-ময়লা ইত্যাদি লেগে থাকে তাহলে তা অযুর প্রতিবন্ধক হবে কিনা এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা রয়েছে। তা হলো হাত-পায়ের নখে মিলিত আটা-ময়দা যদি পরিমাণে বেশী হয় ও শুকনা হয় অথবা হাতের নখ এত লম্বা হয় যে আঙ্গুলের মাথা-ঢেকে যায় এবং তার ভিতর আটা ময়লা ইত্যাদি লেগে থাকে তাহলে উল্লেখিত সকল অবস্থাতেই তা অযুর প্রতিবন্ধক হবে। পক্ষান্তরে হাতের নখ যদি ছোট হয় এবং শরীরের ময়লা তার মধ্যে লেগে থাকে ও ভিজা থাকে তাহলে তা অযুর প্রতিবন্ধক হবে না। অনুরূপভাবে অন্যান্য ময়লা যা অযুর ধৌতকৃত অঙ্গের মধ্যে জমাট বাঁধা থাকে তাও অযুর প্রতিবন্ধক হবে। ((যেমন মোম, চর্বি, তৈল, চোখের পিচুটি-কেতর, নাকের ময়লা ইত্যাদি)। কিন্তু যদি জমাট বাধা না হয় তাহলে অযুর জন্য প্রতিবন্ধক হবে না।

(খ) গোসলের সময় নাকের বালা-অলংকারাদী খুলে রাখা আবশ্যক কিনা এ ব্যাপারেও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে। আর তা হলো নাকের বালা ও অলংকারাদী যদি উক্ত অঙ্গে সংকীর্ণ হয়ে পরে তাহলে তা নাড়াচাড়া দেয়া ওয়াজিব। ইহার দ্বারাও যদি

পানি না পৌঁছে তাহলে তা খুলে রাখা আবশ্যক। পক্ষান্তরে স্বাভাবিকভাবে নাড়াচাড়া ব্যতিতই যদি পানি পৌঁছে তাহলে অলংকারাদী খুলে রাখা আবশ্যক নয়। আর যদি এমন হয় যে ইচ্ছা করে পানি প্রবেশ না করালে এমনিতেই পানি প্রবেশ করে না তাহলে ইচ্ছা করে পানি প্রবেশ করানো ওয়াজিব।

كما فى مراقى الفلاح. (زوال ما يمنع وصول الماء الى الجسد) لجرمه الحائل - (كشمع وشحم) (او طال الظفر فغطى الانملة) ومنع وصول الماء الى ما تحته (او كان فيه) يعنى محل المفروض. غسله (ما) اى شئ (يمنع الماء) اى يصل الى الجسد (كعجين) وشمع ورمص بخارج العين تغميضها (وجب) اى افترض (غسل ما تحته) بعد ازالة المانع (ولا يمنع الدرن) اى وسخ الاظفار سواء القروى والمصرى فى الاصح فيصح الغسل مع وجوده. (مراقى الفلاح صـ٦٢-٦٣ مكتبة دار الكتاب ديوبند)

(প্রমাণ : মারাকিউল ফালাহ ৬২, ৬৩, তাতার খানিয়া ১/৪১, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৪৩/৩২৯, ফাতহুল কাদীর ১/৫৩))

নাপাকী অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতের হুকুম

প্রশ্ন : জুনুবী অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত ও যিকির করার বিধান কি? গোসল করতে অক্ষম ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে সে কিভাবে পবিত্র হবে?

উত্তর : জুনুবী অবস্থায় কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করা জায়েয নেই। কিন্তু যিকির করা জায়েয আছে। গোসল করতে অক্ষম স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে সে তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্র হবে।

وفى الموسوعة الفقهية : حرمة قراءتها للقران لقول النبى صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القران..... فان لم تقصد القراءة بل قصدت الثناء او الذكر فلا بأس به - ج١٨، صـ٣٢١ - باب التيمم - مكتبة وزارة الاوقاف)

(প্রমাণ : সূরা মায়েদা-৬, খুলাছা-১-২/৩৮, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/১০৮, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-১৮/৩২১, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাহু ১/৪৯১))

ইসলাম গ্রহণের জন্য পবিত্র হওয়া

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের জন্য পাক পবিত্র হওয়া শর্ত কি না?

উত্তর : ইসলাম গ্রহণের জন্য পাক-পবিত্র হওয়া শর্ত নয়, তবে তার উপর গোসল করা মুস্তাহাব। কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি নাপাক হয়, তাহলে মুসলমান হওয়ার পর তার উপর গোসল করা ওয়াজিব।

وفى البحر الرائق : المندوب غسل الكافراذا أسلم غير جنب (باب فى الغسل ١/ ٦٦ رشيدية)

প্রমাণ : শামী ১/১৬৭, হিন্দিয়া ১/১৬, আল বাহরুর রায়েক ১/৬৬, বাদায়ে ১/১৪৫, বিনায়া ১/৩৪৬

নাপাক অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা

প্রশ্ন : শরীর নাপাক বা গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করার বিধান কি?

উত্তর : একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নাপাক অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা নাজায়েয।

وفى البحر الرائق: يمنع الحيض دخول المسجد وكذا الجنابة (باب الحيض ١/ ١٩٥

প্রমাণ : শামী ১/২৯১, দুররে মুখতার ১/৫১, আল বাহরুর রায়েক ১/১৯৫, কাবীরী ৫৮০, বিনায়া ১/৬৪১, হাশিয়ায়ে তহতবী ১/১৪৪, আলমগীরী ১/৩৮

ফরজ গোসল বিলম্ব করার বিধান

প্রশ্ন : গোসল ফরজ হওয়ার সাথে সাথে গোসল করা জরুরী কি না? এবং বিলম্ব করলে কোন গুনাহ হবে কি না?

উত্তর : না, সাথে সাথেই গোসল করা জরুরী নয়। বরং পরবর্তী নামাযের সময় আসার আগ পর্যন্ত বিলম্ব করার অবকাশ আছে। তবে সঙ্গে সঙ্গেই করে নেয়া উত্তম। আর কোন কারণে গোসল করতে বিলম্ব হলে কমপক্ষে অজু করে নিবে।

وفى العالمكيرية : ولا باس للجنب ان ينام ويعاود اهله قبل ان يتوضأ وان توضأ فحسن ـ (١٦/١)

প্রমাণ : মিশকাত ৪৯, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৪, আলমগীরী ১/১৬

কোন জিনিস মুখে রেখে ফরজ গোসল করা

প্রশ্ন : মুখে সুপারির টুকরা বা পান রেখে ফরয গোসল করলে গোসল হবে কিনা?

উত্তর : উল্লিখিত অবস্থায় যদি পান ও সুপারির টুকরার নিচে পানি পৌঁছে যায় তাহলে গোসল হয়ে যাবে। অন্যথায় গোসল হবে না।

وفى التاتارخانية :والذى روى عنه جنب شرب الماء؟ قال ان كان الشرب يأتى على جميع فمه يجزيه عن المضمضة (١/ ٨٣)

প্রমাণ ঃ শামী ১/১৫১, তাতার খানিয়া ১/৮৩, হাশিয়ায়ে নূরুল ঈযাহ ৩৯, হাশিয়ায়ে হিদায়া ১/২৯

ফরয গোসলে নাকের নরমস্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছানো

প্রশ্ন : ফরয গোসলের ক্ষেত্রে নাকের ভিতর কোন পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে হবে?

উত্তর : ফরয গোসলের ক্ষেত্রে নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে হবে।

وفى الدر المختار: والانف ببلوغ الماء المارن (۲۱/۱)

প্রমাণ : মুসলিম ১/১২৪, দুররে মুখতার ১/২১, ফাতহুল কাদীর ১/২২, তাতার খানিয়া ১/২২, হিন্দিয়া ১/৬

স্পর্শ করার কারণে বীর্যপাত

প্রশ্ন : স্ত্রীকে স্পর্শ করার কারণে বীর্য বের হলে গোসল করতে হবে কিনা?

উত্তর : বীর্য যদি উত্তেজনার সাথে নির্গত হয় তাহলে গোসল করা ফরয। অন্যথায় ফরয হবে না।

وفى العالمكيرية: الموجبة للغسل خروج المنى على وجه الدفق والشهوة من غير ايلاج باللمس او النظراوالاحتلام او الاستمناء ـ (الفصل الثالث فى المعانى الموجبة للغسل ۱/ حقانية)

প্রমাণ : সুরা মায়েদা ৬, হাশিয়ায়ে তহতভী ১/৪৫, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৪৪২, হিন্দিয়া ১/১৪, বাদায়ে ১/১৪৬

হস্তমৈথুন করলে গোসলের হুকুম

প্রশ্ন : হস্তমৈথুন করলে গোসল ফরয হয় কিনা?

উত্তর : যদি হস্তমৈথুন দ্বারা বীর্যপাত হয় তাহলে গোসল ফরয হবে। অন্যথায় হবে না। তবে এ ধরনের গর্হিত কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

وفى بدائع الصنائع: خروج المنى عن شهوة دفقا من غير ايلاج بأى سبب حصل الخروج كالمس والنظر والاحتلام حتى يجب الغسل بالاجماع ـ (كتاب الطهارة احكام الغسل ۱/ ۱٤٦ مكتبة زكريا)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৪, মাওসুআ ৩১/১৯৫, তাতার খানিয়া ১/৮৪, বাদায়ে ১/১৪৬, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবুল আরবাআ ১/৮৮, হিদায়া ১/৩১

বিবস্ত্র হয়ে গোসল করা

প্রশ্ন : বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করা জায়েয কিনা?

উত্তর : কাপড় পরে গোসল করা উচিৎ। তবে যে গোসলখানায় বেপর্দা হওয়ার আশঙ্কা নেই, সেখানে বিবস্ত্র হয়ে গোসল করাও জায়েয আছে। তবে না করাই উচিৎ।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : يجوز أن ينكشف للغسل فى خلوة أو بحضرة من يجوز له نظره إلى عورته والستر أفضل (الفصل الخامس الغسل ١/ ٤٤١ رشيدية)

প্রমাণ : বুখারী ১/৪২, নাসাই ১/৪৬, শামী ১/১৫৬, আল ফিকহুল ইসলামি ১/৪৪১, মাউসুআ ৩১/২১৬, শরহে মুনয়াতুল মুসল্লি ৪৯

জুনুবী অবস্থায় ব্যক্তির আযানের জওয়াব দেওয়া

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তির উপর গোসল ফরয হয়েছে এমতাবস্থায় আযান শুনলে জওয়াব দেওয়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, জুনুবী অবস্থায় আজানের জাওয়াব দেওয়া জায়েয আছে।

وفى العالمكيرية : يجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان ـ (باب الحيض ٣١/١ حقانية)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৬৪, আলমগীরী ১/৩৮, আল বাহরুর রায়েক ১/২৫৯, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবুল আরবাআ ১/২৪৯, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৬১১

এটাষ্ট বাথরুম ও গোসলখানায় দুআ পড়া

প্রশ্ন : বর্তমানে বাথরুম গুলোতে একই কক্ষের অর্ধেক অংশ প্রস্রাব পায়খানার স্থান বাঁকি অর্ধেক গোসল খানা। ল্যাট্রিন ও গোসলখানার জন্য আলাদা পানির ট্যাপ থাকে। কোনো কোনো গোসলখানায় ল্যাট্রিনের স্থান দেড়ফুট ওপরে থাকে। আবার কোনো কোনো জায়গায় সমতল থাকে। এমতাবস্থায় ঐ বাথরুমে ফরয গোসল ও অজু করার সময় অজুর দু'আ উচ্চারণ করে পড়া যাবে কিনা?

উত্তর : দু'আ পড়া যাবে না। হ্যাঁ মাঝে কোনো পর্দা ইত্যাদি হলে গোসলখানা পরিষ্কার থাকা অবস্থায় দুআ পড়া যাবে। নতুবা প্রবেশের পূর্বে প্রবেশ করার এবং বের হওয়ার পর বের হওয়ার দুআ পড়বে।

وفى الشامية : قوله وادابه كادابه نص عليه فى البدائع قال الشرنبلالى ويستحب ان لا يتكلم بكلام مطلقا اما كلام الناس فلكرا هته حال الكشف واما الدعاء فلانه فى مصب المستعمل ومحل الاقذار (فى سنن الغسل ١٥٦/١ سعيد)

প্রমাণ : শামী ১/১৫৬

ফরয গোসল করা অবস্থায় পানি শেষ হওয়া

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির উপর গোসল ফরয। কিন্তু সারা শরীর পরিপূর্ণ ধৌত করার পূর্বেই গোসলের পানি শেষ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি কি তায়াম্মুম করতে পারবে, নাকি পানির ব্যবস্থা হলে গোসল সম্পূর্ণ করবে?

উত্তর : গোসল সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে পানি শেষ হয়ে গেলে উক্ত ব্যক্তি নাপাকই থেকে যাবে। যদি পানির কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে তায়াম্মুম করে নিবে। তবে শহরে এবং আমাদের দেশে এমনটা হওয়া অসম্ভব যে কোথায়ও পানি পাওয়া যাবে না। পরে পানি পাওয়া গেলে শুধু শুকনা জায়গাগুলো ধৌত করে নিবে। নতুন ভাবে গোসল করা লাগবে না।

وفى الهداية: ومن لم يجد الماء وهو مسافر او خارج المصر بينه وبين المصر ميل او اكثر يتيمم بالصعيد (باب التيمم ٤٩/١ غوثية)

প্রমাণ : সুরা নিসা ৪৩, আবু দাউদ ২/৪৮, হিদায়া ১/৪৯, মুনিয়াতুল মুসল্লি ৬০

ফরজ গোসলের পূর্বে নিয়্যত করা

প্রশ্ন : ফরজ গোসল করার সময় বিসমিল্লাহ এবং অজু ও গোসলের নিয়্যত বা দুআ মুখে উচ্চারণ করে পড়া জরুরী কিনা?

উত্তর : ফরজ গোসলের শুরুতে অন্তরে নিয়্যত করা এবং হাত ধৌত করার পূর্বে মুখে উচ্চারণ করে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত। অজুর দুআ মুখে পড়া সুন্নাত।

وفى الشامية : (قوله محل) وهو القلب فلا يكفى التلفظ باللسان دونه الاان لا يقدر ان يحضر قلبه لينوى به او يشك فى النية فيكفيه اللسان وهل يستحب التلفظ بها او يسن او يكره فيه اقوال اختارفى الهداية الاول لمن لا تجتمع عزيمته ـ (كتاب الصلوة ١/ ١٠٨ سعيد)

প্রমাণ ঃ ফাতহুল কাদীর ১/২৬৫, শামী ১/১০৮

ফরয গোসলের পূর্বে খানা খাওয়া

প্রশ্ন : স্ত্রী সহবাসের পর অথবা স্বপ্নদোষের পর গোসলের পূর্বে খাবার খাওয়া যাবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে খাবার খাওয়ার প্রয়োজন হলে প্রথমে অযু করে নেয়া উচিৎ আর যদি অযু করার সুযোগ না হয় তাহলে কমপক্ষে হাত ধৌত করে কুলি করে নিবে ইহা ব্যতিত খানা-পিনা মাকরূহ।

كما فى العالمغيرية : ويكره للجنب رجلا كان او امرأة أن يأكل طعاما او يشرب قبل غسل اليدين والفم. (الكراهة فى الاكل والشرب جـ٥ صـ٣٣٧ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ৫/৩৩৭, শামী ১/২৯৩, আল বাহরুর রায়েক ৮/৮৩, বাদায়ে ১/১৪২)

তায়াম্মুম

মাটির পুরাতন পাত্রে তায়াম্মুম করা

প্রশ্ন : ধূলাবিহীন মাটির পুরাতন পাত্রে তায়াম্মুম করলে তায়াম্মুম হবে কি না? এবং তায়াম্মুমের সময় নাকের ছিদ্রে তায়াম্মুম করা জরুরী কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, ধূলাবিহীন মাটির পুরাতন পাত্রে তায়াম্মুম করলে তায়াম্মুম হয়ে যাবে। তায়াম্মুমের সময় নাকের ছিদ্রে হাত পৌঁছানো জরুরী নয়।

كما فى شرح منية المصلى - يجوز التيمم بالجص والكيزان والحباب والغضارة وهو الطين اللازب الحر الاخضر كما فى القاموس والمراد به ما يعمل منه من السكارج ونحوهما وهذا اذا لم يطل بالانك والحيطان من المدر واللبن سواء كان عليه اى كل من المذكورات غبار او لم يكن. (صـ٧٧ مكتبة اردو بازار كراجى)

(প্রমাণ : কাবীরী-৭৭, সিরাজিয়া ৪৬, আল বাহরুর রায়েক-১/১৪৫, শরহুল ইনায়া ১/১১১)

কাঠের কয়লা বা পাথরী কয়লা দ্বারা তায়াম্মুম করার হুকুম

প্রশ্ন : কাঠের কয়লা বা পাথরী কয়লা দ্বারা তায়াম্মুম সহীহ হবে কি না? চুনা দ্বারা প্রলেপিত দেওয়ালে ধুলাবালি না থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম হবে কি না?

উত্তর : কাঠের কয়লা দ্বারা তায়াম্মুম করা সহীহ হবে না। পাথরী কয়লা দ্বারা তায়াম্মুম সহীহ হবে। তবে তায়াম্মুমের অন্য বস্তু বিদ্যমান থাকলে পাথরের কয়লা দ্বারা তায়াম্মুম না করা উত্তম। চুনা দ্বারা প্রলেপিত দেওয়ালে ধুলাবালি না থাকলেও তায়াম্মুম করা জায়েয আছে।

وفى بدائع الصنائع : ولا يجوز التيمم بالرماد بالاجماع لانه من أجزاء الخشب. (جا صـ١٨٢: زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৬, বাদায়ে-১/১৮২, দুররে মুখতার-১/৪২, তাতার খানিয়া-১/১৪৫, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া-১৪/২৬১)

বিল্ডিংয়ের ওয়ালের উপর তায়াম্মুম করার বিধান

প্রশ্নঃ তায়াম্মুম করার জন্য কোন জিনিসের উপর ধূলাবালি থাকা জরুরী কি না? বিল্ডিংয়ের ওয়ালে রং করা থাকলে তার উপর তায়াম্মুম করা জায়েয আছে কি?

উত্তর : তায়াম্মুম করার জন্য যে বস্তু ব্যবহার করা হবে তা যদি মাটি জাতীয় হয়, তাহলে তার উপর ধূলাবালি থাকা জরুরী নয়।
আর যদি মাটি জাতীয় না হয় তাহলে তার উপর ধূলাবালি থাকা জরুরী।
বিল্ডিংয়ের ওয়ালের রং যদি চুনা বা মাটি জাতীয় কোন কিছু হয় তাহলে তায়াম্মুম করা জায়েয আছে। আর যদি রং গাছের কশ ইত্যাদি থেকে তৈরিকৃত হয় তাহলে তার উপর তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না।

وفى فتح القدير : ثم لا يشترط أن يكون عليه غبار عند أبى حنيفة رحمه الله... وكذا يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد (جا صـ١١٣ رشيديه باكستان)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৪২, বাদায়ে ১/১৮৩, ফাতহুল কাদীর ১/১১৩, সিরাজিয়্যাহ ৪৬, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ১৪/২৬১)

টাইল্‌সের উপর তায়াম্মুম করা

প্রশ্ন : টাইল্‌সের উপর তায়াম্মুম করলে তায়াম্মুম হবে কি না? এবং জানাজার জন্য তায়াম্মুম করলে সে তায়াম্মুম দ্বারা নামায জায়েয হবে কি না?

উত্তর : টাইল্‌স উপাদানের দিক থেকে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। মার্বেল পাথরের তৈরি টাইল্‌স, সিমেন্ট ও মার্বেল পাথরের তৈরি টাইল্‌স, সিমেন্ট, কাচ, কাংক্ষিত রঙ ও অন্যান্য সামগ্রী দ্বারা তৈরি টাইল্‌স। সিমেন্ট ও মার্বেল পাথরের বা শুধু পাথরের তৈরি টাইল্‌সের উপর তায়াম্মুম করলে তায়াম্মুম সহীহ হবে। তবে সিমেন্ট কাচ রঙ ও অন্যান্য সামগ্রী মিলিয়ে যে টাইল্‌স তৈরি করা হয় তার উপর তায়াম্মুম সহীহ হবে না।
সার কথা হলো ঃ যে টাইল্‌স মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা তৈরি উহার উপর তায়াম্মুম করা যাবে। আর যে টাইল্‌স মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা তৈরি না উহার উপর তায়াম্মুম করা যাবে না এবং জানাযার জন্য যে তায়াম্মুম করা হয় ঐ তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়া জায়েয আছে।

كما فى التاتار خانية : يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الارض نحو التراب والرمل والحصاة والزرنيخ والحجر الاملس والمغسول (باب فيما يجوز التيمم به جا صـ١٤٣ المكتبة دار الايمان)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া-১/১৪৩, শামী-১/১৪৫, হাশিয়ায়ে ত্বহত্বী-১১৮, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ১৪/২৬১, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৫০৫)

বাসে, ট্রেনে, প্লেনে তায়াম্মুম কিভাবে করবে

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তির যদি অযু না থাকে, তাহলে বাসে, ট্রেনে, প্লেনে তায়াম্মুম কিভাবে করবে?

উত্তর : ট্রেনে তায়াম্মুম করার প্রয়োজন হয় না। কারণ ট্রেনে সাধারণত প্রত্যেক বগিতে পানির ব্যবস্থা থাকে। হ্যাঁ কোন কারণবশত যদি পানি না থাকে তাহলে, সিট, কাঁচ, বাহিরের অংশের ধূলা দ্বারা তায়াম্মুম করবে।

বাসে আরোহীগণ কোনভাবেই যদি পানির ব্যবস্থা না করতে পারে, (যেমন সাথী, হেল্পার, কারো কাছে থেকে ক্রয় ইত্যাদি) তাহলে সিট, কাঁচ, বা বাহিরের অংশের ধূলা দিয়ে তায়াম্মুম করবে।

প্লেনে আরোহীগণকে যদি কর্তৃপক্ষ পানি ব্যবহার করতে না দেয়, এবং মাটি বা ধূলার ব্যবস্থা করতে না পারে, তাহলে তাশাব্বুহ বিল মুছল্লি তথা নামাযীর সাদৃশ্য গ্রহণ করবে এবং পরে কাযা করে নিবে।

وفى السراجية : اذا كان بينه وبين الماء قدر ميل او اكثر جاز التيمم وان كان اقل من قدر الميل لا يجوز التيمم وان خاف ذهاب الوقت.(صـ٤٦ باب التيمم مكتبة الاتحاد)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/৪৪, সিরাজিয়া/৪৬, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া-১৪/২৬১)

গোসল করতে অক্ষম ব্যক্তি তায়াম্মুম করা

প্রশ্ন : গোসল করতে অক্ষম ব্যক্তি তায়াম্মুম করলে হবে কি না? এবং অযু ও গোসল এর তায়াম্মুম এর মাঝে পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, হয়ে যাবে। অযু ও গোসলের তায়াম্মুমের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

وفى العالمغيرية : ويجوز التيمم اذا خاف الجنب اذا اغتسل بالماء ان يقتله البرد او يمرضه. (جا صـ٢٨ زكريا)

(প্রমাণ : সূরা মায়েদাহ-৬, আবু দাউদ-১/৪, মিশকাত শরীফ-১/৫৪, আল বাহরুর রায়েক ১/১৪১ আলমগীরী ১/২৮, ফাতহুল কাদীর ১/১০৯, বাদায়ে ১/১৭১)

শুধু হাতে বা মুখে জখম থাকলে তায়াম্মুম করার বিধান

প্রশ্ন : যদি শুধু হাতে বা মুখে জখম থাকে তাহলে তায়াম্মুম করা যাবে কি? এবং তায়াম্মুমের মধ্যে দাড়ি খিলাল করার বিধান কি?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না বরং ভালো অঙ্গকে ধৌত করবে, এবং জখমের স্থানে মাসেহ করবে। তায়াম্মুমের মধ্যে দাড়ি খিলাল করা সুন্নাত।

كما فى العالمغيرية : وان كان به جدرى او جراحات يعتبر الاكثر محدثا كان او جنبا ففى الجنابة يعتبر اكثر بدن وفى الحدث يعتبر اكثر اعضاء الوضوء فان كان الاكثر صحيحا والاقل جريحا يغسل الصحيح ويمسح على الجريح ان امكنه وان لم يمكنه المسح يمسح على الجبائر او فوق الخرقة ولا يجمع بين الغسل والتيمم.

(جا صـ٢٨ مكتبة الحقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৮, কাযীখান ১/৫৮, দুররে মুখতার ১/৪৫, শামী ১/২৩২)

তায়াম্মুমকারী নামাযের মাঝে গাধার পানি দেখলে তার বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামায পড়া শুরু করে দেয় এমতাবস্থায় সে নামাযের মাঝে গাধার ঝুটা পানি দেখে তাহলে তার অযু ভেঙ্গে যাবে কি যাবে না, এবং সে কি করবে!

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে গাধার ঝুটা পানি দেখার দ্বারা অযু ভঙ্গ হবে না, তাই সে নামায যথাযথভাবে শেষ করবে, এবং সতর্কতার জন্য গাধার ঝুটা পানি দ্বারা অযু করে পুনরায় নামায পড়ে নিবে।

وفى التاتارخانية : متيمم افتتح الصلوة ثم وجد سؤر الحمار مضى على صلاته واذا فرغ توضأ به وأعاد الصلاة احتياطا. جا باب التيمم صـ١٥٢ المكتبة دار الايمان.

(প্রমাণ : শামী-১/১০০, বিনায়া ১/৫৪০ বাদায়ে-১/১৯২, তাতার খানিয়া-১/১৫২)

তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের পরে পানি পেলে পূর্বের নামাযের হুকুম

প্রশ্ন : তায়াম্মুম করে নামায আদায়কারী ব্যক্তি ওয়াক্তের মধ্যে পানি পেলে পুনরায় নামায পড়তে হবে কি না?

উত্তর : না, তায়াম্মুম করে নামায আদায়কারী ওয়াক্তের মধ্যে পানি পেলেও পুনরায় তার নামায পড়তে হবে না।

তবে তায়াম্মুম করার পূর্বে উক্ত ব্যক্তির যদি প্রবল ধারণা হয় যে, কাছে পানি পাওয়া যাবে না, তাহলে তার জন্য পানি খোঁজ করা জরুরী নয় এবং তায়াম্মুম করে নামায পড়ার পর, পানি পেলে নামায দোহরাতে হবে না। আর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, কাছেই পানি পাওয়া যাবে তাহলে তার জন্য পানি খোঁজ

করার পূর্বে তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না, এবং তায়াম্মুম করে নামায পড়ে পর পানি পেলে পুনরায় নামায দোহ্‌রাতে হবে।

وفى التاتارخانية : وان رأى الماء بعد ما صلى لا يعيد الصلوة وإن كان فى الوقت. (جا صـ١٥١)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া-১/১৫১, আলমগীরী-১/৫৭, নাছবুর রায়াহ-১/২০২)

তায়াম্মুমকারীর শরীর বা কাপড়ের সাথে লেগে থাকা নাপাকের বিধান

প্রশ্ন : (ক) যদি কোন ব্যক্তির স্বপ্নদোষ হয়, আর এমতাবস্থায় পানি ব্যবহার করতে অক্ষম হয় তাহলে সে পবিত্রতা অর্জন করবে কিভাবে? (খ) তার শরীরের সাথে এবং কাপড়ের সাথে লেগে থাকা নাজাসাত পরিষ্কার করার পদ্ধতি কি?

উত্তর : (ক) ঐ ব্যক্তি তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করবে। (খ) তার শরীর বা কাপড়ের সাথে লেগে থাকা নাজাসাত-সম্ভব হলে সে নিজে ধুয়ে নিবে অথবা অন্য কাউকে দিয়ে ধুয়ে নিবে।

وفى صحيح البخارى : قال جاء رجل الى عمر بن الخطاب فقال انى اجنبت فلم اصب الماء.... انما يكفيك هكذا الخ جا صـ٤٨

(প্রমাণ : বুখারী-১/৪৮, নাছবুর রায়া ১/২০২ আল ফিকহু আলা মাযাহিবিল আরবাআ-১/৪৪৭, শামী ১/৩২২)

পূর্ণ অযু পরিমাণ পানি না পেলে তায়াম্মুম করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি এ পরিমাণ পানি পায় যা দ্বারা অযুর কিছু অঙ্গ ধৌত করা যায় সকল অঙ্গ ধৌত করা যায় না এ ব্যক্তির জন্য করণীয় কি?

উত্তর : উক্ত ব্যক্তি শুধু তায়াম্মুম করে নিবে, অযু করবে না; কেননা আল্লাহ তা'আলা নামায আদায় করার জন্য এ পরিমাণ ধৌত করার নির্দেশ দিয়েছেন যেই পরিমাণ ধৌত করার দ্বারা নামায আদায় হয়ে যায়। সুতরাং এই নির্ধারিত স্থান ধৌত করা পরিমাণ পানি যদি না পাওয়া যায় তাহলে কেমন যেন ঐ ব্যক্তি পানিই পেলো না।

وفى العالمكيرية : وكذا لوكان مع المحدث ماء يكفى لغسل بعض اعضاء الوضوء فانه يتيمم من غير غسله (١/١٠ حقانية)

প্রমাণ : সুরা মায়েদা ৬, হিন্দিয়া ১/৩০, হিদায়া ১/৪৯, ফাতহুল কাদীর ১/১০৬, মওসুআ ১৪/২৫৫, শরহে বেকায়া ১/৮৮

সহবাসের পর তায়াম্মুম করা

প্রশ্ন : সহবাসের পর তায়াম্মুম করা জরুরী কিনা?

উত্তর : না, জরুরী না।

وفى الدر المختار : لنو م وسلام وردة وان لم تجز الصلاة به قال فى البحر وكذا لكل مالا تشترط له الطهارة لما فى المبتغى ـ (باب التيمم ٤٣/١)

প্রমাণ ঃ শামী ২৪৩/১, দুররে মুখতার ১/৪৩, আহসানুল ফাতাওয়া ২/৫৪, হাশিয়ায়ে কানযুদ্দাকায়েক ৯১

প্যারালাইসিস এর রুগীর জন্য তায়াম্মুম

প্রশ্ন : প্যারালাইসিসের রুগীর জন্য তায়াম্মুম করার অনুমতি আছে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, অনুমতি আছে। যদি কোন ডাক্তারের মত অনুযায়ী তার জন্য পানি ক্ষতিকারক হয়। অন্যথায় তায়াম্মুম করতে পারবে না।

وفى التاتارخانية: ويجوز التيمم للمريض اذا خاف زيادة المرض باستعمال الماء (من يجوز له التيمم ١/ ١٤٦ دار الايمان)

প্রমাণ : সুরা মায়েদা : ৬, তাতার খানিয়া ১/১৪৬, বাদায়ে ১/১৭১, আল বাহরুর রায়েক ১/১৪০, হাশিয়ায়ে তহতাবী ১১৫

বাচ্চার ঠান্ডা লাগার ভয়ে মায়ের জন্য তায়াম্মুমের হুকুম

প্রশ্ন : বাচ্চার ঠান্ডা লাগার ভয়ে মায়ের জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয হবে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : ছোট শিশুর মায়ের যদি শীতের মৌসুমে ঠান্ডা পানি ব্যবহার করলে বাচ্চার ঠান্ডা লাগার ভয় থাকে তাহলে সে গরম পানির দ্বারা অযু ও ফরয গোসল করে নিবে। আর যদি গরম পানির ব্যবস্থা না থাকে বা থাকা সত্ত্বেও তার বাস্তব অভিজ্ঞতা বা কোন মুসলমান অভিজ্ঞ ডাক্তারের মত অনুযায়ী শিশুর সার্বিক ক্ষতির প্রবল আশংকা থাকে এবং আশংকা মুক্ত হওয়ার জন্য অন্য কোন উপায়ও না থাকে তাহলে শুধু মাত্র তখনই ছোট শিশুর মা অজু ও ফরয গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে পারবে।

كما فى العالمكيرية: يجوز التيمم اذا خاف الجنب إذا اغتسل بالماء ان يقتله ا لبردأو

يمرضه... وفيما إذا لم يقدر على تسخين الماء فإن قدر لم يجزويعرف ذلك الخوف إما بغلبة الظن عن إمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم (باب التيمم ١/ ٢٨ حقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৮, আল বাহরুর রায়েক ১/১৪১, দুররে মুখতার ১/৪১

পানি থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম করা

প্রশ্ন : পানি থাকা অবস্থায় শুধু পবিত্রতা অর্জনের জন্য তায়াম্মুম করা যাবে কি না?

উত্তর : পানি থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম করা যাবে। কিন্তু উক্ত তায়াম্মুম দ্বারা এমন ইবাদত করা যাবে না, যে ইবাদতের জন্য পবিত্রতা শর্ত যেমন নামায, সিজদায়ে তেলাওয়াত ইত্যাদি।

وفى غنية المستملى : ولو تيمم لمس المصحف او لدخول المسجد عند وجو دالماء والقدرة على استعماله فذلك اليتمم ليس بشئى معتبر فى الشرع بل هو عدم لان التيمم انما يجوز (٨١)

প্রমাণ : শামী ১/২৪৩, আল বাহরুর রায়েক ১/১৫১, দুররে মুখতার ১/৪৩, মুনিয়াতুল মুসল্লী-৮১, খাযানাতুল ফেকাহ ৪

কুরআন শরীফ ধরার জন্য তায়াম্মুম করা

প্রশ্ন : পানি থাকা অবস্থায় কুরআন শরীফ ধরার জন্য অথবা আয়াত ধরার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : না, পানি থাকা অবস্থায় যদি পানি ব্যবহার করতে সক্ষম হয় তাহলে কুরআন শরীফ ধরার জন্য অথবা আয়াত ধরার জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না।

وفى الشامية : (قوله فلا يجوز لواجد الماء) اى التيمم لمس مصحف سواء كان عن حدث او عن جنابة (باب التيمم جا صـ٢٤٥ مكتبة سعيد)

(প্রমাণ : সূরা মায়েদাহ ৬, দুররে মুখতার ১/৪৩, শামী ১/২৪৪-২৪৫)

মাসেহ

মোজার উপর মাসেহ করার সর্বনিম্ন সীমা

প্রশ্ন : মোজার উপর মাসেহ করার সর্বনিম্ন সীমা কতটুকু এবং তা এক স্থানে হওয়া কি জরুরী? এবং তার সীমানা কি?

উত্তর : মোজার উপর মাসেহ করার সর্বনিম্ন সীমা হল হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ এবং মাসেহ এক স্থানে হওয়া জরুরী না, পায়ের চার দিকে মাসেহ করতে পারবে!

তার সীমানা হল পায়ের আঙ্গুল থেকে শুরু করে পায়ের নলা পর্যন্ত।

كما فى بدائع الصنائع : وأما مقدار المسح فالمقدار المفروض هو مقدار ثلاث أصابع طولاً وعرضا وممدودا او موضوعا جا صـ٨٧ مقدار المسح مكتبة زكريا.

(প্রমাণ : বাদায়ে ১/৮৭, তাতার খানিয়া-১/১১৬, আলমগীরী-১/৩২)

কোন প্রকারের মোজার উপর মাসেহ বৈধ

প্রশ্ন : মাসেহ করার জন্য কোন ধরনের মোজা হওয়া জরুরী সুতির মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয আছে কি?

উত্তর : মাসেহ করার জন্য চামড়ার মোজা হতে হবে অথবা শুধু তলায় চামড়া উপরে সুতি অথবা শুধু মোটা সুতির মোজা যা কোন প্রকার বাধা ছাড়াই সোজা স্থির থাকে এবং যা পায়ে দিয়ে তিন চার মাইল চলা যায় অথবা তার চেয়ে বেশী।

وفى التاتار خانية : الخف الذى يجوز المسح عليه ما يمكن قطع السفر به تتابع المشى عليه. (جا صـ١٦٢ مكتبة دار الايمان)

(প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর-১/১৩৮, তাতার খানিয়া-১/১৬২, আল বাহরুর রায়েক-১/১৮২)

মোজার উপরিভাগে মাসাহ করতে হয়

প্রশ্ন : মোজার কোন স্থানে মাসাহ করতে হবে? জানালে উপকৃত হতাম।

উত্তর : মোজার উপরিভাগে মাসাহ করতে হবে। অর্থাৎ হাতের আঙ্গুলসমূহ দ্বারা পায়ের আঙ্গুলির মাথা থেকে টাখনুর গোরা পর্যন্ত পায়ের পিঠের উপর মাসাহ করবে। কেহ যদি মোজার নিচে বা পার্শ্বে কিংবা গোড়ালির উপরে মাসাহ করে, তাহলে তার মাসাহ হবে না।

كما فى الموطأ للامامالك: عن هشام بن عروة انه راى اباه يمسح على الخفين وكان لا يزيد اذامسح على الخفين على ان يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونها ـ (باب المسح على الخفين ١٣ حميدية)

প্রমাণ : মুয়াত্তা মালেক ১৩, আল বাহরুর রায়েক ১/১৭২, হিদায়া ১/১০০, হিন্দিয়া ১/৩২, তাতার খানিয়া ১/১৬২

পট্টি বা প্লাষ্টারের উপর মাসাহ্ করা

প্রশ্ন : কারো হাত বা পা ভেঙ্গে যাওয়ার কারণে বা জখম হওয়ার কারণে পট্টি বা প্লাষ্টার করা হয়, তাহলে কি ঐ পট্টি বা প্লাষ্টারের উপর অজু বা গোসলের জন্য মাসাহ করা জায়েয আছে? দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : হ্যাঁ ঐ ব্যক্তির জন্য পট্টি বা প্লাষ্টারের উপর মাসাহ্ করা জায়েয আছে, যদি ভেঙ্গে যাওয়া বা যখমের অঙ্গের উপর মাসাহ্ করার দ্বারা ক্ষতি হয়।

كما فى سنن ابن ماجه: عن على بن ابى طالب رضى الله عنه قال انكسرت احدى زندى فسالت النبى صلى الله عليه وسلم فامرنى ان امسح على الجبائر (باب مسح على الجبائر ٤٨ اشرفية)

প্রমাণ : সুনানে ইবনে মাজা ৪৮ বাদায়ে ১/৮৯ তাতার খানিয়া ১/১৭২ আলমগীরী ১/৩৬ বেনায়া ১/৬১৩ আল বাহরুর রায়েক ১/১৮৪-১৮৫ মাওসুআ ১৫/১০৭

মোযার উপর মাসেহের সময়

প্রশ্ন : মোযার উপর মাসেহের সময় যে ১/৩ দিন, এই সময়টা কখন থেকে ধরা হবে?

উত্তর : আমাদের মাযহাব অনুযায়ী পবিত্রতার সাথে মোযা পরিধানের পরে অযু ভঙ্গ হওয়ার পর থেকে মাসাহ্ করার সময় শুরু হবে।

وفى البحر الرائق: فانه يمسح كالاصحاء حتى اذا كان مقيما يوما وليلة من وقت الحدث العارض له على الطهارة المذكورة بعد اللبس وان كان مسافرا فثلاثة ايام ولياليها من وقت الحدث المذكور (باب المسح على الخفين ١٦٩/١ رشدية)

প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ১/১৬৯, হিদায়া ১/৫৭, আলমগীরী ১/৩৩, শামী ১/২৯১, ফাতহুল কাদীর ১/১৩১, বাদায়ে ১/৭৯

নাপাক পট্টির উপর মাসেহ করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে নাপাক পট্টি বাঁধে তাহলে এ ধরনের পট্টির উপর মাসাহ করে নামায আদায় করা যাবে কি না?

উত্তর : যদি পট্টি খুলে ফেলার দ্বারা ক্ষতি হয় তাহলে ঐ নাপাক পট্টির উপর মাসাহ করা যাবে। এবং তা নিয়ে নামাযও আদায় করা যাবে। অন্যথায় যাবে না।

وفی شرح الوقاية : ثم لا يشترط كون الجبيرة مشدودة على طها رة وانما يجوز ا لمسح على الجبيرة.... اوكانت الجبيرة مشدودة يضر حلها اما اذا كان قادرا على مسحه فلا يجوز مسح ا لجبيرة ـ (باب مسح على الجبيرة ١٠٦ اشرفی بکڈپو)

প্রমাণ : সুরা হজ্জ ৭৮, হিদায়া ১/৬১, বাদায়ে ১/৯০, শরহে বেকায়া ১০৬

কাপড় বা সুতার মোজার উপর মাসেহ করা

প্রশ্ন : কাপড় বা সুতার মোজার উপর মাসেহ করার বিধান কি?

উত্তর : আমাদের দেশে সাধারনভাবে কাপড় বা সুতার তৈরি যে মোজা ব্যবহার করা হয় তার উপর মাসেহ করা জায়েয নাই।

তবে মোটা কাপড়ের মোজার উপর মাসেহ করা তিনটি শর্তের সাথে জায়েয আছে- ১. যা পরিধান করে অনায়াসে তিন মাইল রাস্তা হাঁটা যায়। ২. কোন জিনিষের সাহায্য ব্যতিত সোজা হয়ে স্থির থাকে। ৩. উপরে মাসেহ এর পানি ভিতরে পৌছে না।

كما فی الدر المختار: او جوربيه ولو من غزل او شعر الثخينين بحيث يمشی فرسخا ويثبت على الساق بنفسه ولا يرى ماتحته ـ (ج١ صـ ٤٨ باب المسح على الخفين، زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৪৮, আলমগীরী ১/৩২, তাতার খানিয়া ১/১৬৪, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১/২৮)

ছিড়া মোজার উপর মাসেহ করা

প্রশ্ন : উলের মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয আছে কি না? এবং মোজা কতটুক ছিড়া থাকলে মাসেহ করা যায় না।

উত্তর : উলের মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয নেই এবং মোজা পায়ের ছোট আঙ্গুলের তিন আঙ্গুল পরিমাণ ছিড়া থাকলে তার উপর মাসেহ করা যাবে না।

كما فى الفقه الاسلامى وادلته : اما الخرق الكبير فيمنع صحة المسح..... والخرق الكبير عند الحنفية هو بمقدار ثلاث اصابع من اصغر أصابع القدم. (جا صـ٤١٤ باب مسح. مكتبة رشيديه)

(প্রমাণ : খুলাছা-১-২/২৮, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/৪১৪, বাদায়ে, ১/৮৬, হাশিয়াতুত ত্বহত্বী ১/১৩০)

ব্যাণ্ডেজের উপর মাসেহ করার বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তির অযুর অঙ্গে ব্যাণ্ডেজ থাকে তাহলে সে অযুর সময় কি করবে? অনেক সময় দেখা যায় ভাঙ্গা অঙ্গ সুস্থ হওয়ার পরেও ব্যাণ্ডেজ থাকে এর হুকুম কি?

উত্তর : উক্ত ব্যক্তি অযুর সময় ব্যাণ্ডেজের উপর মাসেহ করবে। পরিপূর্ণ সুস্থ হওয়ার পরে কেউ যদি ব্যাণ্ডেজের উপর মাসেহ করে তাহলে তার মাসেহ হবে না; বরং ধৌত করা জরুরী। সুতরাং সুস্থ হওয়ার পর ব্যাণ্ডেজের উপর মাসেহ করে যত ওয়াক্ত নামায পড়বে তা শুদ্ধ হবে না, ঐ নামায কাযা পড়তে হবে।

وفى فتح القدير : اذا كان يضره المسح على الجراحة واما اذا كان لا يضره المسح على الجراحة لا يجوز المسح على الجبائر. جا صـ١٤٠ باب مسح على الخفين. مكتبة الرشيدية)

(প্রমাণ : ইবনে মাজা-১/২১৫, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ১৪-১৫/২-৪, ফাতহুল কাদীর-১/১৪০, বাদায়ে ১/৯১)

বুট জুতা ও জাওরাবের উপর মাসেহ

প্রশ্ন : বুট জুতা এবং জাওরাবাইনের উপর মাসেহ করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : জাওরাব বলা হয় এমন মোজাকে যা মানুষ দুই পায়ে পরিধান করে চাই তা পশমীর তৈরি হোক বা সূতা, তুলা, কাতান অথবা এ জাতীয় অন্য কোন জিনিস দ্বারা তৈরি হোক।

তিনটি শর্তের সাথে জাওরাবের উপর মাসেহ করা জায়েয। (১) জাওরাব এমন মোটা হবে যে তার উপর পানি দিলে পা পর্যন্ত পৌঁছে না। (২) তাতে লাগাতার চলা সম্ভব হয়। (৩) বাধা ব্যতিত আটকে থাকে।

যে বুট জুতা পায়ের টাখনু সম্পূর্ণ ঢেকে রাখে এবং মোজার সাদৃশ্য হয় তার উপর মাসেহ করা জায়েয আছে। অন্যথায় জায়েয নাই।

كما فى مراق الفلاح : ولو كانا اى الخفان متخذين من شيئ ثخين غير الجلد كلبد وجوخ وكرباس يستمسك على الساق من غير شد لا يشف الماء وهو قولهما واليه رجع الامام وعليه الفتوى. (صـ١٢٨ دار الكتاب)

(প্রমাণ : বিনায়া ১/৫২, আল বাহরুর রায়েক ১/১৮২, আল-ফিক্বহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/১১১ মারাকিউল ফালাহ ১২৮)

জখমের আশেপাশে পবিত্রতার বিধান

প্রশ্ন : কাহারো শরীর কেটে গেলে বা জখম হলে তার উপর ব্যাণ্ডেজ করে বা নেকড়া দিয়ে বাঁধে, যা জখম এর স্থান ব্যতিত তার আশে পাশে কিছু ভালো স্থান ঢেকে নেয় এখন ঐ স্থানগুলো ধৌত করতে হবে না মাসেহ করতে হবে? কোন সময় মাসেহ করতে হবে? আর কোন সময় ধৌত করতে হবে?

উত্তর : ব্যাণ্ডেজ খুলে ধৌত করা হলে যখমের যদি কোন ক্ষতি না হয় তাহলে ধৌত করতে হবে, আর যদি ক্ষতি হয় তাহলে ভালো হওয়া পর্যন্ত মাসেহ করবে।

كما فى الفقه الاسلامى : فان خاف من نزعها تلفًا او ضررًا تيمم لزائد على قدر الحاجة ـ جا صـ٤٣١ المسح على الجبائر مكتبة رشيدية.

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৪৩১, মারাকিউল ফালাহ-১৩৬, বাদায়ে ১/৯০)

এক পায়ের তিন আঙ্গুলের কম বাকি থাকলে মাসেহ করার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তির দু পা থেকে এক পা কেটে যায় কিন্তু পায়ের ছোট তিন আঙ্গুলের কম বাকি থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি অন্য ভালো পায়ের উপর মাসেহ করতে পারবে কি না?

উত্তর : যদি কোন ব্যক্তির দুপা থেকে এক পা কেটে যায় এবং তিন আঙ্গুলের কম বাকি থাকে, তাহলে ভালো পায়ের উপর মাসেহ করতে পারবে না; বরং উভয় পা ধৌত করতে হবে।

كما فى الشامية : ولو قطع قدمه ان بقى من ظهره قدر المفروض مسح والا غسل اى غسل المقطوعة والصحيحة ايضا (باب مسح الخف جا صـ٢٧٣ مكتبة سعيد)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া ১/১৭২, দুররে মুখতার ১/৪৮, শামী ১/২৭৩, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১/২৭, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/১১৫)

মাযুর

নামাযে নাক দিয়ে রক্ত ঝরলে অযুর হুকুম

প্রশ্ন : নামাযের মধ্যে যদি নাক দিয়ে রক্ত ঝরে তার বিধান কি?

উত্তর : নামাযের মধ্যে নাক দিয়ে রক্ত ঝরলে অযু ভেঙ্গে যাবে। ইচ্ছা করলে অযু করে পূর্বের নামাযের উপর বিনা করতে পারে। অথবা নতুনভাবে নামায দ্বিতীয়বার পড়ে নিতে হবে। তবে নতুনভাবে পড়া উত্তম।

وفى الموسوعة الفقهية : يرى الحنفية والمالكيه ان الرعاف لا يفسد الصلوٰة فيجوز للراعف البناء على صلاته. ج۲۲ صـ۲٦٥ مكتبة وزارة الاوقات

(প্রমাণ : ইবনে মাজাহ-৮৫, মুয়াত্তায়ে মুহাম্মাদ-৬২, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া-২২/২৬৫,)

মা'যুরের এশরাকের অজু দ্বারা যোহর পড়া

প্রশ্ন : মা'যুর ব্যক্তি এশরাকের অজু দ্বারা যোহর পড়তে পারবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, মা'যুর ব্যক্তি এশরাকের অজু দ্বারা যোহরের নামায আদায় করতে পারবে।

كما فى الدر المختار: لو توضأ بعد الطلوع ولو لعيد أو ضحى لم يبطل إلا بخروج وقت الظهر (۱/٥۳ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৫৩, হিন্দিয়া ১/৪১, হিদায়া ১/৬৮, বেনায়া ১/৬৮০, কানয-২১৬

মাযুরের পবিত্রতার নিয়ম

প্রশ্ন : যে ব্যক্তির সব সময় পেশাব বা রক্ত বের হতে থাকে এ ব্যক্তির নামাযের অযু ও কাপড়ের বিধান কি?

উত্তর : যদি কোন ব্যক্তির সবসময় পেশাব, রক্ত, কিংবা বায়ু বের হতে থাকে শরীয়াতের পরিভাষায় তাকে معذور (অপারগ) বলা হয়। মাযুরের পবিত্রতার নিয়ম হলো প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য অযু করবে। এবং ঐ অযু দ্বারা ফরয, সুন্নাত, নফল সকল প্রকারের নামায পড়তে পারবে। ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে তার পবিত্রতাও শেষ হয়ে যাবে। পরবর্তী ওয়াক্তের জন্য আবার নতুন করে অযু করতে হবে। মাযুর ব্যক্তির পরিধেয় কাপড়ে যদি পেশাব বা রক্ত লেগে যায় এবং উক্ত কাপড় দ্বারাই নামায পরতে চায় তখন দেখতে হবে যে, নামায শেষ করা পর্যন্ত পুনরায় নাপাক না হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে কাপড় ধৌত করতে হবে। আর যদি শুরু করে শেষ করার আগেই নাপাক হয়ে যায়, তাহলে ধৌত করার প্রয়োজন নেই।

وفى العالمكيرية: المستحاضة ومن به سلس البول او استطلاق البطن او انفلات الريح او رعاف دائم او جرح لا يرقأ يتوضون لو قت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء فى الوقت ماشاؤا من الفرائض والنوافل ـ (فصل فى احكام الحيض والنفاس والاستحاضة ۱/ ۳۹ حقانية)

প্রমাণ : শামী ১/৩০৫, হিদায়া ১/৬৭, আলমগীরী ১/৪১, শামী ১/৩০৫

মাযুর ব্যক্তির অজু ইস্তিঞ্জা

প্রশ্ন : এক রোগীর হাত ভাঙ্গা। অযু করার সময় অন্য লোক দিয়ে পানি ঢালতে হয়, অবশ্য অযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাত দ্বারা ধুতে পারে। কিন্তু ইস্তিঞ্জা করার সময় অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। অন্য লোক তাকে উঠিয়ে নিতে হয়, তারপর অনেক কষ্টে রোগী নিজে ইস্তিঞ্জা করে, অথবা তাকে কোন চার পায়াতে বসিয়ে তার নিচে কোন পাত্র রাখলে সে ইস্তিঞ্জা করে। এই রোগীর জন্য কি কোন শিথিলতা আছে?

উত্তর : ইস্তিঞ্জার ক্ষেত্রে কোন শিথিলতা নেই, তবে যদি কারও দুই হাত বা এক হাত অবশ হয়ে যায়। আর পানি ঢেলে দেওয়ার মত কোন লোক পাওয়া না যায়, এবং কোন প্রবাহিত পানিও না থাকে। যাতে বসে ভাল হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে পারে এবং স্বামী অথবা স্ত্রীও নেই যে, ইস্তিঞ্জা করিয়ে দিবে তাহলে তার ইস্তিঞ্জার ক্ষেত্রে শিথিলতা আছে।

وفى التاتارخانية: الرجل المريض اذا لم يكن له امرأة ولا امة وله ابن اواخ وهو لا يقدر على الوضؤ قال يوضئه ابنه او اخوه غير الاستنجاء فانه لا يمس فرجه ويسقط عنه الاستنجاء ـ (استنجاء ۵۱/۱ دارالايمان)

প্রমাণ : সুরা হজ্জ/৭৮, সুরা বাকারা/২৫৬, দুররে মুখতার ১/৩৪১, তাতারখানিয়া ১/৫১, শামী ১/৩৪১

ক্যাথেটার ব্যবহারকারীর পবিত্রতার বিধান

প্রশ্ন : যদি ক্যাথেটার দ্বারা কোন ব্যক্তির পেশাব বের করা হয় তার পবিত্রতার হুকুম কি?

উত্তর : পেশাব পায়খানা যদি ক্যাথেটার দিয়ে সব সময় পড়তে থাকে, এবং নামাযের পূর্ণ সময়কে বেষ্টন করে নেয় তাহলে সে মাযুরের হুকুমে হবে, ঐ ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের ওয়াক্তের জন্য অযু করে যাবতীয় নামায পড়তে

পারবে! আর যদি এমন না হয়, শুধু পেশ্রাবকে ক্লিয়ার করার জন্য হয় তাহলে সে মাযুরের হুকুমে হবে না, যখন তার পেশাব বের হবে অযু ভেঙ্গে যাবে, নতুন করে অযু করতে হবে।

كما فى الفقه الاسلامى وادلته : المعذور من به سلس بول لا يمكنه امساكه. جا صـ٣٧٩

وفيه ايضا : ضابط المعذور من يستوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة بان لا يجد فى جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلى فيه خاليا عن الحدث كان يستمر تقاطر بوله. وفى قوله وحكمه انه يتوضا لوقت كل فرض لا لكل فرض ونفل (جا صـ٣٨٠ مكتبة رشيديه)

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/৩৭৯-৩৮০, শামী-১/১৩৫, তাতার খানিয়া-৬৩)

মাযুর কাকে বলে এবং তার অযু ও কাপড়ের বিধান

প্রশ্ন : একজন ব্যক্তি এমন অসুস্থ যে সব সময় তার রক্ত বা পেশাব ঝরতে থাকে তার অযু ও কাপড়ের বিধান কি?

উত্তর : অসুস্থতার কারণে যে ব্যক্তির রক্ত বা পেশাব সব সময় ঝরতে থাকে যদি এক ওয়াক্ত নামাযের সময়ের মধ্যে এতটুকু সময় রক্ত বা পেশাব বন্ধ না থাকে, যে সময়ের মধ্যে সে অযু করে নামায পড়ে নিতে পারে– তাহলে সে মাযুর সাব্যস্ত হবে। তার অযুর হুকুম হলো ঃ প্রত্যেক ওয়াক্তে নতুনভাবে অযু করে ঐ অযু দ্বারা ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত সবধরনের নামায পড়তে পারবে যদি অযু ভাঙ্গার অন্য কোন কারণ না পাওয়া যায় তথাপিও ওয়াক্ত শেষ হওয়ার দ্বারা অযু ভেঙ্গে যাবে। তার কাপড়ের হুকুম হলো ঃ যদি তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে কাপড় ধৌত করে নামায পড়লে নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পূর্বে কাপড় নাপাক হবে না তাহলে তার উপর কাপড় ধৌত করা জরুরী অন্যথায় ধৌত করা জরুরী না; বরং না ধুয়ে ঐ কাপড়েই নামায আদায় করতে পারবে। যদি অন্য পাক কাপড়ের ব্যবস্থা থাকে তাহলে উহা পরিধান করে নামায পড়া উত্তম।

وفى الهداية : والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذى لا يرقأ يتوضؤون لوقت كل صلوة فيصلون بذالك الوضوء فى الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل (جا صـ٦٥ مكتبة السلام)

(প্রমাণ : হিদায়া-১/৬৭, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ৩০/২২, আলমগীরী ১/৪১, আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৩৮১)

হায়েয-নেফাস

হায়েযের রক্তের রং ও হায়েয নিফাসের সময়সীমা

প্রশ্ন : হায়েযের রং কত প্রকার ও কি কি? হায়েয ও নেফাসের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সীমা কতটুকু? চার ইমামের এখতেলাফসহ গ্রহণযোগ্য মতটি জানতে চাই।

উত্তর : হায়েযের রং মোট সাত প্রকার :
(১) কালো (২) লাল (৩) গাঢ় হলুদ (৪) সবুজ (৫) গাদলা (৬) মেটে (৭) হালকা হলুদ।

হায়েযের সময়-সীমার বিবরণ : (১) ইমাম মালেক (রহ.)-এর নিকট হায়েযের নিম্ন কোন সময় সীমা নেই। অল্প কিছু বের হলেও তা হায়েয, এবং সেটাই তার নিম্ন সীমা। আর উচ্চসীমা হলো-১৭-১৮ দিন।
(২) শাফেয়ী ও হাম্বলী ইমামগণের মতামত হলো, হায়েযের নিম্নসীমা হচ্ছে- ১ দিন ১ রাত, আর সর্বোচ্চ সময়সীমা হলো, ১৫ দিন ১৫ রাত।
(৩) হানাফী ইমামগণের মত হলো, হায়েযের সর্বোনিম্ন সীমা হচ্ছে ৩ দিন ৩ রাত। আর সর্বোচ্চ সময়সীমা হচ্ছে ১০ দিন ১০ রাত। আর এর চেয়ে কম-বেশী হলে ইস্তেহাযাহ্। এটাই গ্রহণযোগ্য মত।

নিফাসের সময়সীমার বিবরণ : (১) ইমাম শাফী (রহ.) ব্যতিত অন্য ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, নিফাসের নিম্ন কোন সময়সীমা নেই। আর ইমাম শাফী (রহ.) বলেন যে, অল্প কিছু সময় অতিবাহিত হওয়াই এর নিুতম সীমা।
(২) মালেকী ও শাফেয়ী ইমামগণের মাযহাব হলো, নিফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা হচ্ছে ৬০ দিন তবে ৪০ দিনের বর্ণনাও রয়েছে।
(৩) হানাফী ও হাম্বলী ইমামগণের মাযহাব হলো নিফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা ৪০ দিন। এটাই গ্রহণযোগ্য মত।

وفى الفقه على المذاهب الاربعة : قال الحنفية : ان اقل مدة الحيض ثلاثة ايام وثلاث ليال واكثرها عشرة ايّام ولياليها. جا صـ١٠٤ مكتبة رشيديه)

وفى الفقه الاسلامى وادلته : اما المدة الدنيا فقال الشّافعية اقله لحظة اى مجة او دفعة ـ وقال الائمة الاخرون لاحد لا قله لانه لم يرد فى الشرع تحديده ـ الى قوله واكثره : عند المالكية والشافعية ستون يومًا ـ وعند الحنفية والحنابلة ـ اربعون يوما وما زاد عن ذالك فهو استحاضة ـ جا صـ٥٣٣

(প্রমাণ : শরহে বেকায়া-১/১১৪, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ-১/১০৪, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/৫৩৩)

অভ্যাসগত দশদিন হায়েয ওয়ালী মহিলার হায়েয দশ দিনের আগে বন্ধ হওয়া সম্পর্কে

প্রশ্ন : যদি কোন মহিলার আদত হয় দশ দিন করে হায়েয আসা, কিন্তু ঘটনাক্রমে-সেই মহিলার তিন দিন হায়েয আসার পরে ছয়-দিন আর কোন রক্ত আসে নাই। তাহলে দশম দিন তার সাথে স্বামী সহবাস করতে পারবে কি না?

উত্তর : না, উল্লেখিত সুরতে দশম দিন তার সাথে স্বামী সহবাস করতে পারবে না।

وفى البحر الرائق : وفيما اذا انقطع لما دون العشرة دون عادتها لا يقربها وان اغتسلت ما لم تمض عادتها. باب الحيض جا صـ٢٠٣ رشيدية

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ১/২০৩-২০৪ তাতার খানিয়া ১/২০৭, হিদায়া-১/৬৩)

মহিলার পূর্বের মেয়াদ থেকে হায়েয দীর্ঘ হলে করণীয়

প্রশ্ন : কোন মহিলার পূর্বের মেয়াদ থেকে হায়েয দীর্ঘ হলে সে কি করবে? এবং হায়েযা মহিলারা নামাযের সময় সীমার মধ্যে বিশেষ কোন আমল করবে কি না?

উত্তর : কোন মহিলার পূর্বের মেয়াদ থেকে হায়েয দীর্ঘ হলে, সে দশ দিন পর্যন্ত নামায ও রোযা থেকে বিরত থাকবে। অতএব যদি দশ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে সে তার আদতের পরবর্তী দিনগুলোর নামায ও রোযা কাযা করে নিবে, কারণ পরবর্তী দিনগুলো ইসতেহাযার হুকুমে হবে, হায়েযা মহিলাদের জন্য মুস্তাহাব হলো, নামাযের সময় বসে তাসবীহ তাহলীল পড়া।

وفى الهداية : ولو زاد الدم على عشرة ايام ولها عادة معروفة دونها ردت الى ايام عادتها والذى زاد استحاضة. جا صـ٦٧ مكتبة اشرفية

(প্রমাণ : হিদায়া ১/৬৭, তাতার খানিয়া ১/২০৪, বিনায়া-১/৬৬৪)

গর্ভকালীন অবস্থার রক্তের হুকুম

প্রশ্ন : গর্ভবতী অবস্থায় যে রক্ত দেখা যায় উহা হায়েয নাকি ইস্তেহাযা?

উত্তর : উহা ইস্তিহাযা।

وفى بدائع الصنائع : ودم الحامل ليس بحيض وان كان ممتدا عندنا (فصل فى الحيض جا صـ١٥٩ زكريا)

(প্রমাণ : বাদায়ে ১/১৫৯, আল বাহরুর রায়েক ১/২১৮, কানযুদ দাকায়েক-১/১৫, বিনায়া ১/৬৮৭)

সিজার করা মহিলার নেফাসের হুকুম সম্পর্কে

প্রশ্ন : সিজার করে বাচ্চা হলে নেফাসের হুকুম কি?

উত্তর : সিজার করা অবস্থায় পেট থেকে যে রক্ত নির্গত হয় তা নেফাস নয়। কিন্তু সিজারের পর লজ্জাস্থান থেকে যদি রক্ত নির্গত হয় তা নেফাস বলে গণ্য হবে এবং নেফাসের সকল হুকুম তার উপর কার্যকর হবে।

كما فى الموسوعة الفقهية : فقد نص الحنفية على انه اذا ولدت من سرتها مثلا وسال منها دم لا تكون نفساء بل هى صاحبة جرح ما لم يسل من فرجها. (جا٤١ صـ١٦. باب نفاس ـ مكتبة وزارة الاوقاف)

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-৪১/১৬, সিরাজিয়্যাহ ১/৫১, আলমগীরী ১/৩৮)

মুস্তাহাযা মহিলা কত প্রকার

প্রশ্ন : মুস্তাহাযা মহিলা কত প্রকার এবং হানাফিয়্যাদের নিকটে হায়েয ও ইস্তেহাযার মাঝে পার্থক্যকারী বস্তু কোনটি এবং পূর্বের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে হায়েয বন্ধ হলে করণীয় কি?

উত্তর : মুস্তাহাযা মহিলা তিন প্রকার- (১) (مبتدأة) ঐ মহিলা যার সর্ব প্রথম হায়েয এসেছে এবং তা হায়েযের সর্বোচ্চ সময় সীমা (দশ দিন) অতিক্রম করে লাগাতার চলতে থাকে। (২) (معتادة) ঐ মহিলা, যার পূর্বে কমপক্ষে একটি হায়েয এবং একটি তুহুর সহীহভাবে পার হয়েছে। অতঃপর লাগাতার চলতে থাকে। (৩) (متحيرة) ঐ মহিলা যার প্রথমে নির্ধারিত একটা সময় সীমা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে লাগাতার রক্ত আসতে থাকে। আর পূর্বের সময় সীমার কথাও ভুলে গেছে।

* হানাফিয়্যাদের নিকটে হায়েয এবং ইস্তেহাযার মাঝে-পার্থক্যকারী বস্তু হল مدت সময় সীমা। অর্থাৎ সর্বনিম্ন তিনদিন আর সর্বোচ্চ দশ দিন।

* পূর্বের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে হায়েয বন্ধ হয়ে গেলে তার পূর্বের নির্ধারিত সময় সীমা অতিক্রম করার আগ পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা জায়েয নাই। যদিও সে গোসল করে নেয়। নামায রোযা যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। তবে নামায মুস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ সময় পর্যন্ত দেরী করে পড়া ওয়াজিব।

وفى الموسوعة الفقهية : اتفق الفقهاء على انه اذا انقطع دم المعتادة دون عادتها. فانها تطهر بذلك ولا تتمم عادتها. بشرط ان لا يكون انقطاع الدم دون اقل

الحيض. ومنع الحنفية وطأها حينئذ حتى تمضى عادتها وان اغتسلت قالوا لان العود فى العادة غالب فكان الاحتياط فى الاجتناب. وقد صرح الحنفية بانها تصلى كلما انقطع الدم. لكن تنتظر الى آخر الوقت المستحب وجوبا ـ فان لم يعد فى الوقت تتوضأ فتصلى تصوم ان انقطع ليلا. (جـ١٨ صـ٣٠٤ باب الحيض)

(প্রমাণ : আল ফিক্বহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/১০৬, আল ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৫২৭, ৫৩৯, আলমগীরী ১/৩৮, ৩৯, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ১৮/৩০৪)

মুস্তাহাযা মহিলার পবিত্রতার বিধান সম্পর্কে

প্রশ্ন : مستحاضة বা যে মহিলার সর্বদা রক্ত আসতে থাকে সে মাযুর হবে কিনা এবং তার পবিত্রতার হুকুম কি?

উত্তর : হ্যাঁ مستحاضة মহিলা মাযুরের হুকুমে সুতরাং প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তের জন্য অযু করবে, এবং সকল প্রকার নামায আদায় করবে।

وفى التاتارخانية : المستحاضة تتوضا لوقت كل صلوة وتصلى ما شائت من النوافل. والفرائض فى الوقت. جا صـ٥٩ فى بيان ما يجب الوضوء.

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া ১/৫৯, বাদায়ে ১/১৬৩, ত্বহত্ববী ১৪৮, শামী ১/৩০৫)

হায়েযের নির্দিষ্ট মেয়াদ হতে অতিরিক্ত হায়েয হওয়া

প্রশ্ন : যদি কোন মহিলার হায়েযের নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে। পরবর্তীতে নির্দিষ্ট মেয়াদ থেকে হায়েয দীর্ঘ হয়ে যায়। তাহলে এমতাবস্থায় পূর্বের নির্দিষ্ট মেয়াদ হতে অতিরিক্ত দিনগুলোর হুকুম কি? ।

উত্তর : হায়েযের পূর্বের নির্দিষ্ট মেয়াদ হতে অতিরিক্ত দিন যদি দশ দিনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তাহলে অতিরিক্ত দিনগুলো হায়েয হিসেবে ধরবে, এবং নামায, রোজা ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকবে। আর যদি দশ দিন পার হয়ে যায়, তাহলে পূর্বের মেয়াদ থেকে অতিরিক্ত দিনগুলোকে ইস্তেহাজা হিসেবে ধরে গোসল করে নামায রোজা আদায় করবে, এবং এমতাবস্থায় পূর্বের মেয়াদই বহাল থাকবে।

كما فى الشامية: المعتاد فما زاد على عادتها اما اذا لم يتجاوز الا كثر فيهما فهو انتقال للعادة فيهما فيكون حيضا ونفاسا (باب الحيض : ١/ ٢٨٥ سعيد)

প্রমাণ : শামী ১/২৮৫, দুররে মুখতার ১/৫১, ফাতহুল কাদীর ১/৫৭, বাদায়ে ১/১৫৮, শরহে বেকায়া ১/১১৯, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবুল আরবাআ ১/১০৪

নামায এবং রোযা অবস্থায় হায়েয আসলে

প্রশ্ন : যদি কোন মহিলার নামায এবং রোযা অবস্থায় হায়েয আসে তাহলে ঐ নামায এবং রোযার হুকুম কি?

উত্তর : ফরয নামায শুরু করার পর নামাযের মধ্যেই যদি হায়েয আসে তাহলে ঐ নামায কাযা করতে হবে না। আর যদি নফল নামাযের মধ্যে হায়েয হয়ে যায় তাহলে পবিত্র হওয়ার পর কাযা করতে হবে। এমনিভাবে যদি কোন মহিলার রোযা অবস্থায় হায়েয আসে তাহলে ঐ রোযা হায়েয শেষে কাযা করতে হবে। চাই ফরয হোক বা নফল।

وفى العالمكيرية: لو افتتحت الصلاة فى آخر الوقت ثم حاضت لا يلزمها قضاء هذه الصلاة بخلاف التطوع (فصل احكام الحيض: ١/ ٣٨)

প্রমাণ : আবু দাউদ ১/৩৫, আলমগীরী ১/৩৮, সিরাজিয়া ১/৫০, শামী ১/২৯১, আল বাহরুর রায়েক ১/২৮৯, হিয়াদা ১/২২৪, মাওসুআ ১৮-১৯/৩১৮

হায়েয-নেফাসের পর সহবাস

প্রশ্ন : হায়েয নেফাসের রক্ত বন্ধ হলেই সহবাস করতে পারবে কি না?

উত্তর : যদি হায়েয নেফাসের রক্ত সর্বোচ্চ মেয়াদের (হায়েযের ১০ দিন নেফাসের ৪০ দিন) পূর্বে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে গোসল করা ব্যতিত অথবা এক ওয়াক্ত নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার আগে সহবাস করা জায়েয নাই। আর যদি হায়েয নেফাসের রক্ত সর্বোচ্চ মেয়াদের পর বন্ধ হয়, তাহলে গোসল করা ব্যতিতই সহবাস করা জায়েয আছে।

وفى العالمكيرية: اذا مضى اكثر مدة الحيض وهو العشرة يحل وطؤها قبل الغسل ...واذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة ايام لم يجز وطؤها حتى تغتسل (باب احكام الحيض والنفاس ١/ ٣٩ حقانية)

প্রমাণ : সুরা বাকারা ২২০, আলমগীরী ১/৩৯, দুররে মুখতার ১/৫১, হিদায়া ১/৬৫, আল বাহরুর রায়েক ১/৩০৩

হায়েযা মহিলার নামাযের পরিবর্তে অন্য আমল

প্রশ্ন : হায়েযা মহিলার নামাজের সময় নামাজের পরিবর্তে বিশেষ কোন আমল আছে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, হায়েযা মহিলাদের জন্য মুস্তাহাব হল, যখন নামাজের সময় হবে তখন সে অযু করে নামাজের স্থানে বসে তাস্‌বীহ তাহ্‌লীল ও দুআ দরুদের মাঝে কিছু সময় ব্যয় করবে। যাতে করে নামাজের অভ্যাস বাকি থাকে।

كما فى الهندية : يستحب للحا ئض دخل وقت الصلوة ان تتوضأ وتجلس عند مسجد بيتها وتسبح وتهلل: (كتاب الحيض ١/ ٣٨ حقانية)

প্রমাণ : হিন্দিয়া ১/৩৮, তাতার খানিয়া ১/৩০৪, খুলাসাতুল ফাতুয়া ১/৩৩১, সিরাজিয়া ৫১

দুই হায়েজের মধ্যবর্তী পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময়

প্রশ্ন : দুই হায়েয এর মধ্যবর্তী পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময় কতদিন হতে পারে? দলিল সহ জানতে চাই।

উত্তর : দুই হায়েয এর মধ্যবর্তী পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময় হল পনের দিন।

كما فى البناية: عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه وجعفربن محمد عن ابيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال اقل الحيض ثلاث واكثره عشرة واقل ما بين الحيضتين خمسة عشريومًا: (باب الحيض والنفاس ٦٥٩/١الاشرفية)

প্রমাণ : বিনায়া ১/৬৫৯, দুররে মুখতার ১/৫০, তাতার খানিয়া ১/২০৮, হিন্দিয়া ১/৩৭, আল বাহরুর রায়েক ১/২০৫, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৫২৯

হায়েয অবস্থায় হাদীস পড়া

প্রশ্ন :" হায়েয অবস্থায় হাদিসের কিতাব পড়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, হায়েয অবস্থায় হাদীসের কিতাব পড়া জায়েয আছে।

كما فى الفقه الاسلامى وادلته : ولا يكره مس كتب التفسير ان كان التفسير اكثر ولا مانع من مس بقية الكتب الشرعية من فقه وحديث وتوحيد : (كتاب الطهارة ١/ ٣٨٦ رشيدية)

প্রমাণ : বাদায়ে ১/১৪১, আল বাহরুর রায়েক ১/২০২, কাবীরী ১/৫৫, বাদায়ে -১/১৫০

হায়েয নেফাসের পর গোসল

প্রশ্ন : মহিলাদের জন্য হায়েয- নেফাসের সময় শেষ হওয়ার পর গোসল করার বিধান কি?

উত্তর : হায়েয-নেফাস থেকে পাক হওয়ার পর গোসল করা ফরয।

وفى الشامية : قوله هذا... الاشارة الى اسناد فرضية الغسل الى الا نقطاع لان

المغنى فرض عند انقطاع حيض ونفاس (باب فى الغسل ١/ ١٢٥ سعيد)

প্রমাণ : সুরা বাকারা ২২২, দুররে মুখতার ১/৩১, শামী ১/১৬৫, আলমগিরী ১/৩৯, হিদায়া ১/৩১-৩২, তাতারখানিয়া ১/২০৬, আল বাহরুর রায়েক ১/৬০

হায়েয-নেফাস অবস্থায় দুআ-দরূদ

প্রশ্ন : মহিলারা হায়েয-নেফাস অবস্থায় দুআ-দরূদ পড়তে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, মহিলারা হায়েয-নেফায অবস্থায় সকল প্রকার দুআ-দরূদ পড়তে পারবে। এমনকি কোরআনের আয়াতও দুআর উদ্দেশ্যে (নিয়তে) পড়তে পারবে।

وفى الدر المختار: ولا بأس لحائض وجنب بقراءة ادعية (باب الحيض ١/ ٥١ زكريا)

প্রমাণ : আবু দাউদ ৪ দুররে মুখতার ১/৫১, আল বাহরুর রায়েক ১/২০০, শরহে বেকায়া ১১৬, বাদায়ে ১/১৫০, তাতার খানিয়া ১/২০৫, আলমগীরী ১/৩৮

হায়েয-নেফাস অবস্থায় নামায রোজার হুকুম

প্রশ্ন : হায়েয নেফাস অবস্থায় নামায রোজার হুকুম কি?

উত্তর : মহিলাদের জন্য হায়েয নেফাস অবস্থায় নামায মাফ হয়ে যায়। এবং রোযার হুকুম মাওকূফ থাকে। এজন্য পরবর্তীতে রোযা কাযা করতে হবে, নামায কাযা করতে হবে না।

وفى سنن ابى داؤد: عن معاذة قالت ان امرأة سألت عائشة اتقضى الحائض الصلوة فقالت أحروية انت لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضى ولا نومر بقضاء وفى حديث اخر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلوة (باب فى الحائض لا تقض الصلوة ٣٥/١ اشرفية)

প্রমাণ : আবু দাউদ ১/৩৫, দুররে মুখতার ১/৫১, কানযুদ দাকায়েক ১৩, হিদায়া ১/৬৩

হায়েয-নেফাস অবস্থায় মাইয়্যেতকে গোসল দেওয়া

প্রশ্ন : হায়েয ও নেফাস অবস্থায় মাইয়্যেতকে গোসল দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, হায়েয ও নেফাসগ্রস্থ মহিলা মাইয়্যেতকে গোসল দিতে পারবে তবে মাকরূহ।

وفى الشامية: يكره ان يغسله جنب او حائض (جنائز ٢/ ٢٠٢ سعيد)

প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ১/১৭০, দুররে মুখতার ২/২০২, বাদায়ে ২/৩৩, তাতার খানিয়া ১/১৫৯, ফাতহুল কাদীর ২/৭৬

হায়েয অবস্থায় সহবাসের কাফফারা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় সহবাস করে তাহলে তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে কি না?

উত্তর : হায়েয অবস্থায় সহবাস করা হারাম। তাই কোন ব্যক্তি যদি হায়েয অবস্থায় উল্লিখিত কাজে লিপ্ত হয় তাহলে তাওবা ও ইস্তিগফার করা ওয়াজিব। এবং হায়েযের শুরু যমানায় সহবাস হলে এক দিনার এবং শেষের দিকে হলে আধা-দিনার এর সমপরিমাণ ছদকা করা মুস্তাহাব। এবং এক দিনার এর পরিমাণ প্রায় ৪.৩৭৪ গ্রাম স্বর্ণের সমান।

كما فى الترمذى: عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الرجل يقع على امرأته وهى حائض قال يتصدق بنصف دينار۔ (باب ماجاء فى الكفارة فى ذلك ١/٣٥ اشرفية)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/৩৫, দুররে মুখতার ১/৫২, ফাতহুল কাদীর ১/১৪৭, আল বাহরুর রায়েক ১/১৯৭

হায়েয চলা অবস্থায় স্ত্রীর অঙ্গ থেকে তৃপ্তি লাভ করা

প্রশ্ন : হায়েয চলা অবস্থায় স্ত্রীর কোন অঙ্গ থেকে তৃপ্তি লাভ করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : উল্লিখিত সুরতে নাভীর উপরে এবং হাঁটুর নিচের অঙ্গসমূহ থেকে তৃপ্তি লাভ করতে পারবে। আর বিশেষ অঙ্গ থেকে কাপড়ের উপর দিয়ে তৃপ্তি লাভ করা যাবে। তবে সহবাস করা হারাম।

وفى الشامية: فيجو ز الاستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة وما تحتها ولو بلا حائل وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطء (باب الحيض ١/٢٩٢ سعيد)

প্রমাণ : আবু দাউদ ১/২৮, শামী ১/২৯২, হিন্দিয়া : ১/৩৯, ফাতহুল কাদীর ১/৪৭, আল বাহরুর রায়েক ১/১৯৮

হায়েয অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করার হুকুম সম্পর্কে

প্রশ্ন : একজন মহিলা শিক্ষিকা হায়েয অবস্থায় ছাত্র/ছাত্রীদেরকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতে পারবে কি না? হায়েয অবস্থায় হিফ্জ খানার ছাত্রীরা কোন পদ্ধতিতে সবক ইয়াদ করবে ও শুনাবে?

উত্তর : হায়েয অবস্থায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত বা স্পর্শ করা নিষেধ, তবে নিজে না পড়ে অন্যের পড়া শুনতে পারবে। কারণ তিলাওয়াত শুনতে কোন অসুবিধা নাই, এমনিভাবে মুখে উচ্চারণ না করে যবান না হিলায়ে

কোন কিছুর সহযোগিতায় কুরআন শরীফের পাতা উল্টিয়ে দৃষ্টি দিয়ে যেতে পারবে, অথবা পূর্ণ আয়াত এক সাথে তিলাওয়াত না করে এক-দু শব্দ করে থেমে থেমে পড়তে পারবে। বর্ণিত মাসআলার আলোকে মহিলা শিক্ষিকারা এক-দু শব্দ করে শিশুদেরকে কুরআন শরীফ শিক্ষা দিতে পারবে, এমনিভাবে–তাদের তিলাওয়াতও শুনতে পারবে।

আর হেফজখানার ছাত্রীরা কাপড়-কলম ইত্যাদির মাধ্যমে কুরআন শরীফ খুলে পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকবে আর প্রতি পৃষ্ঠায় দৃষ্টি দিয়ে মনে মনে তিলাওয়াত করতে থাকবে। অথবা কোন তিলাওয়াতকারীর নিকট বসে তার তিলাওয়াত শ্রবণ করতে থাকবে। উল্লেখিত দুই সুরতের মাধ্যমে সবক ইয়াদ করতে পারলে করবে নতুবা এ কয়দিন নতুন সবক মুখস্থ করা বন্ধ রেখে ঐ পদ্ধতিতে আমুখতা ইয়াদ করবে।

উল্লেখ্য যে, শরীআতে দু'আর জন্য বর্ণিত আয়াতসমূহকে দু'আর নিয়তে হায়েয অবস্থায়ও পড়া যায়।

وفى العالمغيرية : واذا حاضت المعلمة فينبغى لها ان تعلم الصبيان كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين ولا يكره لها التهجى بالقران كذا فى المحيط الى قوله ولا يكره للجنب والحائض والنفساء النظر فى المصحف ج١ صـ٣٨

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/২৯৩, আলমগীরী-১/৩৮, মারাকিউল ফালাহ-৭৭, ফাতহুল কাদীর ১/১৪৮, আহসানুল ফাতাওয়া ২/৬৭-৬৮ ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া-৪/২৭৯-২৮০)

গোসল ফরয এমন মহিলার হায়েয আসলে তার গোসলের হুকুম

প্রশ্ন : জুনুবী মহিলা যদি হায়েযের রক্ত দেখে তাহলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে কি না? এমনিভাবে যদি কোন কাফেরা মহিলার ইসলাম গ্রহণের পর রক্ত বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : জুনুবী মহিলা যদি হায়েযের রক্ত দেখে তাহলে তার উপর তখন গোসল ওয়াজিব হবে না; বরং হায়েযের রক্ত বন্ধ হওয়ার পর গোসল ওয়াজিব হবে। কাফেরা মহিলা যদি ইসলাম গ্রহণের পর হায়েযের রক্ত বন্ধ হয় তাহলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে।

كما فى البزازية : حاضت الجنب او جومعت الحائض ان شاءت اغتسلت وان شاءت اخرت الى الانقطاع. (الفصل الثانى فى الغسل ج٤ صـ١١ حقانية)

وفى الموسوعة الفقهيه : ونص الحنفية على انه لو حاضت الكافرة فطهرت ثم

اسلمت فلا غسل عليها ولو اسلمت حائضا ثم طهرت وجب عليها الغسل.

(موجبات الغسل ج۳۱ صـ۲۰٦ وزارة الاوقات)

(প্রমাণ : বায্‌যাযিয়া-৪/১১, শরহে বেকায়া-১/৭৭, তাতার খানিয়া-১/৪৫, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-৩১/২০৬)

নামায-রোযা অবস্থায় হায়েয শুরু হলে কাযার বিধান সম্পর্কে

প্রশ্ন : রোযা অথবা নামায অবস্থায় যদি হায়েয এসে যায় তাহলে ঐ রোযা বা নামায কাযা করতে হবে কি?

উত্তর : নফল নামায এবং নফল রোযা ও ফরয রোযা অবস্থায় যদি হায়েয আসে তাহলে ঐ-নামায ও রোযা কাযা করতে হবে। ফরয নামায অবস্থায় হায়েয হলে ঐ নামায কাযা করতে হবে না।

فى الشامية : يمنع صلاة... وصوما... ولو شرعت تطوعا فيهما فحاضت قضتهما. جا صـ۲۹۱

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/৩৮, শামী-১/২৯১, আল বাহরুর রায়েক ১/২০৫)

নাজাসাত ও ইস্তেঞ্জা

নাজাসাতের প্রকার ও মাফের পরিমাণ

প্রশ্ন : নাজাসাতে গলীজা ও খফীফা কাকে বলে? কোন্ কোন বস্তু নাজাসাতে গলীজা ও কোন কোন বস্তু নাজাসাতে খফীফা? নাজাসাতে গলীজা ও খফীফার মাফের পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর : নাজাসাতে গলীজা ও খফীফার তা'রীফের ব্যাপারে ইমাম আ'যম আবু হানীফা (রহ.) ও সাহেবাইন (রহ.) এর মাঝে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম আজম (রহ.) এর নিকট নাজাসাতে গলীজা হল, যার নাপাক হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর দুইটি দলীল বিরোধ হয় না। আর নাজাসাতে খফীফা এর বিপরীত অর্থাৎ যার নাপাক হওয়ার ব্যাপারে দুইটি দলীল পরস্পর বিরোধ হয়।

সাহেবাইন (রহ.) এর নিকট নাজাসাতে গলীজা হল, যার নাপাক হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের কোন মতবিরোধ নাই। আর নাজাসাতে খফীফা হল, যার নাপাক হওয়ার ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে।

নাজাসাতে গলীজা যেমন ঃ মদ, প্রবাহিত রক্ত, মৃত প্রাণী গোশত, মৃত প্রাণীর চামড়া যা পরিশোধিত হয়নি। হারাম প্রাণীর পেশাব, কুকুরের পায়খানা, হিংস্র পশুর পায়খানা, হাস-মুরগীর পায়খানা, এবং ঐ সকল বস্তু যা মানুষের শরীর

থেকে বের হওয়ার কারণে অযু ভঙ্গ হয়ে যায়। নাজাসাতে খফীফা যেমন : ঘোড়ার পেশাব, ও ঐ সকল প্রাণীর পেশাব যেগুলোর গোশ্ত খাওয়া হালাল, এবং ঐ সকল পাখির পায়খানা যেগুলোর গোশত খাওয়া হারাম। নাজাসাতে গলীজা : এক দিরহাম যা হাতের তালুর গভীরতা পরিমাণ হলে মাফ। ইহার চেয়ে বেশী হলে মাফ হবে না। এখানে মাফ হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, জরুরতের সময় নামায ফাসেদ হওয়া থেকে মাফ। অন্যথায় এক দিরহাম পরিমাণও সর্বদা রাখা মাকরূহে তাহরীমী। এক দিরহামের কম হলে মাকরূহে তানযীহী। নাজাসাতে খফীফা, কাপড় বা শরীরের এক চতুর্থাংশের কমের মধ্যে লাগলে মাফ। চতুর্থাংশের সমান বা তার চেয়ে বেশী পরিমাণে লাগলে মাফ হবে না। কাপড় দ্বারা উদ্দেশ্য, কাপড়ের যে অংশে নাপাকি লাগে তার চতুর্থাংশের কম হওয়া। যেমন, জামার আস্তিন, আস্তিনের কপ ইত্যাদি।

وفى مراقى الفلاح : فالغليظة، كالخمر، والدم المسفوح، ولحم الميتة ذات الدم لا السمك والجراد وما لا نفس له سائلة، واهابها اى جلد الميتة قبل دبغه وبول ما لا يوكل لحمه ونجو الكلب ورجيع السباع ولعابها وخرء الدجاج والبط والاوز وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الانسان واما الخفيفة فكبول الفرس وكذا بول ما يؤكل لحمه وخرء طير لا يوكل. (صـ١٥٣-١٥٦ مكتبة دار الكتاب)

(প্রমাণ : কাবীরী-১৪৪, মারাকিউল ফালাহ-১৫৩-১৫৬, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ-১/১২)

ছোট বাচ্চাদের বমির হুকুম সম্পর্কে

প্রশ্ন : ছোট বাচ্চা যে, এ পর্যন্ত দুধ ব্যতিত অন্য কোন খাবার খায় না। ঐ বাচ্চার বমির হুকুম কি?

উত্তর : বাচ্চার বমি যদি মুখ ভরে হয় তাহলে উহা নাপাক। কাপড়ে বা শরীরে লাগলে ধৌত করা জরুরী। যদি বমি মুখ ভরে না হয় তাহলে নাপাক হবে না। কাপড়ে বা শরীরে লাগলে ধৌত করা জরুরী না।

فى مراقى الفلاح : وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الانسان كالدم السائل... والقئ ملئ الفم. جا صـ١٥٥ المكتبة دارالكتاب ديوبد)

(প্রমাণ : দারে কুতনী ১/১২৭, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/২৬১, আল বাহরুর রায়েক-১/২২১, ফাতহুল কাদীর ১/১৭১, সিরাজিয়া-১/৪০, মারাকিউল ফালাহ ১৫৫)

শরীরের ঘামের হুকুম

প্রশ্ন : মানুষ ও পশুর ঘামের হুকুম কি?

উত্তর : মানুষের ঘাম পবিত্র, মুসলিম হোক বা কাফের হোক, পবিত্র, অপবিত্র জুনুবী, মাতাল সকলের ক্ষেত্রে একই হুকুম। পশুর ঘামের হুকুম চার প্রকার যথা-
(১) যে সমস্ত প্রাণীর গোশত পবিত্র সেগুলোর ঘামও পবিত্র এবং ঘোড়ার ঘামও পবিত্র। (২) কুকুর, শুকর ও হিংস্র প্রাণীর ঘাম অপবিত্র। (৩) বিড়াল, ছাড়া মুরগী, হিংস্র পাখি এবং ঘরে বসবাসকারী প্রাণীসমূহের ঘাম মাকরূহ। (৪) পবিত্র অপবিত্র এর মধ্যে সন্দেহযুক্ত হলো গাধা ও খচ্চরের ঘাম।

وفى البناية : وعرق كل شيئ معتبر بسوره اى حكمهما واحد لا مفارقة بينهما الا ان يكون احدهما مقيسا والاخر مقيسا عليه..... (جا صـ٤٦٥ اشرافيه ديوبند)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৪১, ফাতহুল কাদীর ১/৯৪, বিনায়া ১/৪৬৫, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ৩০/৬২)

হারাম প্রাণীর দুধ এবং হাতির শুড়ের পানির হুকুম সম্পর্কে

প্রশ্ন : (ক) যে সকল প্রাণী খাওয়া হারাম তার দুধের হুকুম কি? (খ) হাতির শুড়ের পানি পাক না নাপাক

উত্তর : (ক) যে সকল প্রাণী খাওয়া হালাল তার দুধ পাক। আর যে সকল প্রাণী খাওয়া হারাম তার দুধ নাপাক।
(খ) হাতির শুড়ের পানি নাপাক, তার লালা নাপাক হওয়ার কারণে।

وفى الخانية : لعاب الفيل نجس - (جا صـ٢١ باب السور)

(প্রমাণ : মিশকাত-৩৫৯, তাতার খানিয়া ১/১৩০, ১৩২, শামী ১/১২৩, কাযীখান-১/২১)

গরু, মহিষ, ছাগলের লালার হুকুম

প্রশ্ন : গরু, মহিষ, ছাগল এর লালা পাক না নাপাক? এবং এগুলোর গোবর জালানির কাজে ব্যবহার করার বিধান কি?

উত্তর : হ্যাঁ, গরু, মহিষ, ছাগল এর লালা পাক এবং এগুলোর গোবর জালানির কাজে ব্যবহার করা জায়েয আছে।

كما فى السراجية : سور ما يوكل لحمه طاهر الا الدجاجة المخلاة (باب الاسار صـ٣٧ المكتبة الاتحاد)

(প্রমাণ : সিরাজিয়া-৩৭, শামী-১/২২২, তাতার খানিয়া-১/১২৮, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া-২৩/২১৪, শরহে বেকায়া-১/৮৫)

কুকুরের ঘামের হুকুম

প্রশ্ন : (ক) কুকুরের ঘাম বা শরীরের পানি পাক না নাপাক? (খ) গরুর পেশাব-পায়খানা কোন ধরনের নাপাক?

উত্তর : (ক) কুকুরের ঘাম বা শরীরের পানি নাপাক। (খ) গরুর পেশাব নাজাসাতে খফীফা। গরুর পায়খানা নাজাসাতে গলীজা।

كما فى العالمغيرية : الروث واخثاء البقر والعذرة.... نجاسة غليظة.... وبول ما يؤكل لحمه ...... مخفف. (جا صـ٤٦ باب الانجاس مكتبة حقانيه)

(প্রমাণ : আলমগীরী, ১/৪৬, সিরাজিয়্যাহ, ৩৮, শামী-১/৩২০)

কাপড়ে পেশাবের ছিটা লাগলে সেই কাপড়ে নামায পড়া

প্রশ্ন : কাপড়ে যদি পেশাবের ছিটা লাগে তাহলে সেই কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : কাপড়ে যদি পেশাবের সামান্য ছিটা লেগে যায় যা পরিমাণে এক দিরহামের চেয়ে কম হয় তাহলে সেই কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করা জায়েয আছে। তবে ধুয়ে নেয়া অথবা অন্য কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করা উত্তম।

وفى منحة الخالق : قال اذا انتضح من البول شئ يرى اثره لابد من غسله وان لم يغسل حتى صلى وهوبحال لو جمع كان اكثر من قدر الدرهم اعاد الصلاة ـ باب الانجاس جا صـ٢٣٥ رشيديه

(প্রমাণ : শামী ১/৩২২, আলমগীরী ১/৪৬, শরহে বেকায়া-১/১২৪, মিনহাতুল খালেক ১/২৩৫, হিদায়া-১/৭৭)

কাপড়ে নাপাক লাগার পর ভুলে গেলে করণীয় সম্পর্কে

প্রশ্ন : কাপড়ের কোন্ স্থানে নাপাক লেগেছে তা স্মরণ নাই। নামাযের সময় হয়ে গেছে এই কাপড় দিয়ে নামায পড়তে হলে করণীয় কি?

উত্তর : কাপড়ের যে কোন এক পার্শ্বে ধুয়ে ফেললে কাপড় পাক হয়ে যাবে এবং ঐ কাপড় দ্বারা নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে। কিন্তু যদি পরবর্তীতে নাপাকি লাগার স্থান অন্যপাশে চিহ্নিত হয় তাহলে ইতিপূর্বে ঐ কাপড় পরিধান করে যত ওয়াক্ত নামায পড়েছে তা কাযা করতে হবে।

وفى الدر المختار : وغسل طرف ثوب او بدن اصابت نجاسة محلا منه ونسى المحل مطهر له وان وقع الغسل بغير تحر. (جا صـ٥٥ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৫৫, শামী-১/৩২৭, খুলাছাতুল ফাতাওয়া-১/৪০ শরহে বেকায়া-১/১২৫)

অমুসলিম লন্ড্রীতে কাপড় ধোলাই করা

প্রশ্ন : অমুসলিম লন্ড্রীর দোকানে কাপড় ধোলাই করার হুকুম কি? এবং নাপাক কাপড় লন্ড্রীতে ধোলাই করলে পাক হয়ে যাবে? অথচ আমরা জানি তা তিনবার ধৌত করা হয় না।

উত্তর : অমুসলিম লন্ড্রীর দোকানে কাপড় ধোলাই করা যাবে, এবং নাপাক কাপড় পাকও হয়ে যাবে। যদিও তিনবার ধৌত করা না হয়। তবে যথা সম্ভব লন্ড্রী থেকে বেঁচে থাকা উত্তম।

وفى الشامية : اقول لكن قد علمت ان المعتبر فى تطهير النجاسة المرئية زوال عينها ولو بغسلة واحدة ولو فى اجانة كما مرفلا يشترط فيها تثليث غسل ولا عصر. (جا صـ٣٣٣ سعيد)

(প্রমাণ : সূরা মুদ্দাছছির-৪, নুরুল আনোয়ার-৬০, শামী-১/৩৩৩)

নাপাক যমিন পাক করার পদ্ধতি

প্রশ্ন : যদি যমিন নাপাক হয় তাহলে তা পাক করার পদ্ধতি কি?

উত্তর : নাপাক যমিন পাক করার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। (১) পানি দিয়ে ধৌত করা (২) পরিপূর্ণ শুকিয়ে যাওয়া (৩) খনন করে মাটি সরিয়ে ফেলা।

وفى قاضيخان : اذا اصابتها النجاسة فجفت وذهب أثرها ثم أصابها الماء بعد ذلك الصحيح انه لا يعود نجسا وكذا لو جفت الارض وذهب أثر النجاسة (جا صـ٢٥-٢٦ : حقانية)

(প্রমাণ : হাশিয়ায়ে হালাবী-১/১৭৮, দুররে মুখতার-১/৫৪, কাযীখান-১/২৫, তোহফাতুল আহওয়াজী-১/৩৪১, হিদায়া-১/৭৪, হাশিয়ায়ে ত্বহত্বাবী-১৬৪)

নাপাক রং বা মেহেদীর চিহ্ন হাতে বাকি থাকলে তার বিধান

প্রশ্ন : নাপাক রং বা মেহেদী ব্যবহার করে ধোয়ার পর যে চিহ্ন বাকি থাকে তা সত্ত্বেও কি হাত পাক হয়ে যাবে।

উত্তর : হ্যাঁ নাপাক রং বা মেহেদীর চিহ্ন বাকি থাকা সত্ত্বেও হাত পাক হয়ে যাবে।

وفى العالمغيرية : وعلى هذا قالوا لو صبغ ثوبه او يده بصبغ او حناء نجسين فغسل الى ان صفا الماء يطهر مع قيام اللون ـ الباب السابع فى النجاسة. (جا صـ٤٢ حقانية)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া-১/৪১, আলমগীরী-১/৪২, কানযুদ্ দাকায়েক-১/১২২, শরহে বেকায়ার হাশিয়া-১/১৮৪)

খাট, তোষক পাক করার পদ্ধতি ও তার উপর নামায পড়ার বিধান

প্রশ্ন : নাপাক খাট ও তোষকের উপর নামায আদায় করলে সহীহ্ হবে কি? যদি সহীহ না হয় তাহলে খাট ও তোষক পাক করার পদ্ধতি কি?

উত্তর : যদি খাঁট, তোষকের সব স্থান নাপাক হয় তাহলে উহার উপর নামায পড়া সহীহ হবে না। যদি কিছু অংশ পাক হয় আর কিছু অংশ নাপাক হয় তাহলে পাক অংশে নামায পড়া সহীহ্ হবে।

নাপাক খাঁট, ও তোষক পাক করার পদ্ধতি। খাটের যে অংশে নাপাক লেগেছে সে অংশ তিনবার ধৌত করার দ্বারা পাক হয়ে যাবে।

তোষক এবং তোষকের মত মোটা বস্তু যেমন কম্বল, ইত্যাদি নাপাক অংশ পানি দ্বারা ধোয়ে রেখে দিবে। যখন পানি ঝরে যাবে। তখন আবার ধুয়ে রেখে দিবে। এভাবে তিনবার ধোয়ার দ্বারা তোষক ইত্যাদি পাক হয়ে যাবে।

كما فى العالمغيرية : وما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاث مرات والتجفيف فى كل مرة لان للتجفيف اثرا فى استخراج النجاسة وحد التجفيف ان يخليه حتى ينقطع التقاطر ولا يشترط فيه اليبس (ج١ صـ٤٢ الفصل السابع فى النجاسة مكتبة الزكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/৪২, কুদুরী-১৭, তাতার খানিয়া-১/১৮৯)

দুধের মধ্যে পেশাবের ছিটা পড়লে তার হুকুম

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি গাভী পালে দুধ দোহন করার সময় অনেকগুলো দুধের মাঝে গাভীর কিছু পেশাব পড়ে গেল এখন দুধ খাওয়া যাবে কি না?

উত্তর : ঐ দুধ খাওয়া যাবে না, তবে উহা পাক করার পদ্ধতি হলো প্রত্যেকবার সমপরিমাণ পানি মিলাতে হবে এবং আগুনে তিনবার ফোঁটাতে হবে এত সময় পর্যন্ত যে তার আসল পরিমাণে ফিরে আসে তাহলে উহা খাওয়া যাবে।

وفى العالمغيرية : يصب عليه الماء ويغلى حتى يعود الى مقدره هكذا ثلاثا فيطهر (ج١ صـ٤٢ حقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার, ১/৫৩ আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহ ২/২৮৫, শামী-১/৩৩৪ আলমগীরী ১/৪২ তাতার খানিয়া-১/১৯১)

ভিজা নাপাক কাপড় শুকনা কাপড়ের সাথে রাখা

প্রশ্ন : ভিজা নাপাক কাপড় শুকনা কাপড়ের সাথে রাখলে শুকনা কাপড় নাপাক হবে কি না?

উত্তর : ভিজা নাপাক কাপড় শুকনা কাপড়ের সাথে রাখার দ্বারা যদি শুকনা কাপড় এ পরিমাণ ভিজে যায়, যে নিংড়ানোর দ্বারা পানির ফোঁটা পরবে তাহলে নাপাক হয়ে যাবে। অন্যথায় নাপাক হবে না।

وفى حاشية شرح الوقاية : والحاصل انه اذا لف ثوب طاهر فى ثوب نجس مبتل واكتسب الطاهر منه اثرا فان كان بحيث لو عصر تقاطر منه الماء حكم بنجاسة ولا تجوز الصلاة فيه وان ظهرت بلته ورطوبة فيه من غير ان يسل منه شئ فلا يكون بنجاسة. (ج١ صـ١٢٥ مكتبة)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৪৭, হাশিয়ায়ে শরহে বেকায়া ১/১২৫, দুররে মুখতার ১/৫৭, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১/৪৬)

ঢিলা-কুলূখ ব্যবহারের তরীকা

প্রশ্ন : (ক) ইস্তেঞ্জার পর ঢিলা-কুলূখ ব্যবহার করার তরীকা কি, ঢিলা ব্যবহার করার সময় ঢিলা নিয়ে মানুষের সামনে হাটাচলা করা কি ঠিক?

(খ) ঢিলা ব্যবহারের সময় যদি কেউ সালাম দেয় তার জবাব দেয়া বৈধ কি?

উত্তর : (ক) ইস্তেঞ্জার পর ঢিলা-কুলূখ ব্যবহারের তরীকা হল, পুরুষের জন্য পেশাব করার পর পাথর বা মাটি দ্বারা পেশাবের ফোঁটা ঝরার থেকে পবিত্রতা অর্জন করা ওয়াজিব। মানুষের অভ্যাসের ভিন্নতার কারণে– ইহার পদ্ধতিও বিভিন্ন হতে পারে। যেমন হাটা-চলা করা বা কাশি দেওয়া, একদিকে ঝুকার দ্বারা বা পা দ্বারা মাটিতে আঘাত করা ইত্যাদি। পায়খানার পর তিন ঢিলা ব্যবহার করা মুস্তাহাব। যদিও তিন ঢিলার কমে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। প্রথম ঢিলাটি সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে যদি অণ্ডকোষ ঝুলন্ত বা প্রশস্ত হয়। দ্বিতীয়টি পিছনের দিক থেকে সামনের দিকে। তৃতীয়টি সামনে থেকে পিছনে। তবে এটা কোন শর্ত নয় উদ্দেশ্য হল পবিত্র হওয়া। ঢিলা কুলূখ ব্যবহার করার সময় মানুষের সামনে হাটা চলা করা ঠিক নয়। নবী কারীম (সা.) সফর অবস্থায়ও ইস্তেঞ্জা করার জন্য অনেক দূরের স্থান অবলম্বন করতেন। যেন মানুষের দৃষ্টিগোচর না হয়। আর বাড়িতে থাকা অবস্থায়ও আড়ালে ইস্তেঞ্জার প্রয়োজন মিটাতেন।

(খ) ঢিলা-কুলূখ ব্যবহারের সময় কেউ সালাম দিলে তার জবাব দেয়া জায়েয আছে। তবে এক্ষেত্রে সালাম না দেয়া উচিত।

وفى الشامية : ومحله اذا امن خروج شئ بعده فيندب ذلك مبالغة فى الاستبراء او المراد الاستبراء بخصوص هذه الاشياء من نحو المشى والتنحنح

اما نفس الاستبراء حتى يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوب ولذا قال الشرنبلالى يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول اثر البول ويطمئن قلبه (جا صـ٣٤٤ المكتبة ايج - ايم - سعيد)

(প্রমাণ : ইবনে মাজাহ-২৮, দুররে মুখতার ১/৫৭, মারাকিউল ফালাহ-৪৬, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১/২৪, শামী-১/৩৪৪)

পেশাব-পায়খানার পর ঢিলা-কুলূখ ব্যবহার করার বিধান সম্পর্কে

প্রশ্ন : পেশাব পায়খানার পরে ঢিলা-কুলূখ ব্যবহার করা সুন্নাত, না ওয়াজিব? পেশাব পায়খানার পরে ঢিলা-কুলূখ ব্যবহার না করলে তার ত্বহারতে কোন সমস্যা হবে কি না?

উত্তর : পেশাব-পায়খানার পরে ঢিলা-কুলূখ ব্যবহার করা সুন্নাত। ঢিলা-কুলূখ ব্যবহার না করে শুধু পানি ব্যবহার করলেও পবিত্রতা অর্জন হয়ে যাবে।

وفى العالمغيرية : والافضل ان يجمع بينهما قيل هو سنة فى زماننا وقيل على الاطلاق وهو الصحيح وعليه الفتاوى ثم الاستنجاء بالاحجار انما يجوز اذا اقتصرت النجاسة على موضع الحدث (جا صـ٤٨ المكتبة الحقانية)

(প্রমাণ : সূরা বাক্বারা ২২২, বিনায়া ১/৮, শামী ১/৩২৮, আলমগীরী ১/৪৮)

বড় ইস্তেঞ্জার পর পানি ব্যবহার করা

প্রশ্ন : বড় ইস্তেঞ্জার পর পানি ব্যবহার করা কি সুন্নাত না ওয়াজিব?

উত্তর : নাপাকি যদি তার স্থান অতিক্রম না করে তাহলে পানি দ্বারা ধৌত করা সুন্নাত। আর যদি স্থান অতিক্রম করে এবং তা এক দেরহামের বেশী না হয় তাহলে ধৌত করা ওয়াজিব। আর যদি এক দেরহামের বেশী হয় তাহলে ধৌত করা ফরয।

وفى نور الايضاح : والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج وان تجاوز وكان قدر الدرهم وجب ازالته بالماء وان زاد على الدرهم افترض غسله. (صـ٨ فصل فى الاستنجاء. مكتبة امدادية)

(প্রমাণ : শামী ১/৩৩৮, হিদায়া ১/৭৯, আল বাহরুর রায়েক-১/২২৮)

স্বর্ণের আংটি পরে ইস্তেঞ্জা করার বিধান

প্রশ্ন : স্বর্ণের আংটি পরিধান করে ইস্তেঞ্জা করার বিধান কি? আর যদি আংটির উপর আল্লাহ্‌র নাম থাকে তাহলে এরকম আংটি নিয়ে বাথরুমে যাওয়ার বিধান কি?

উত্তর : স্বর্ণের আংটি পরিধান করে ইস্তেঞ্জা করা মহিলাদের জন্য মাকরূহ। আর যে আংটির উপর আল্লাহর নাম লেখা থাকে ঐ আংটি নিয়ে টয়লেটে যাওয়া মাকরূহে তাহরীমী, তবে যদি কোন কিছু দিয়ে ঢেকে নেয় তাহলে জায়েয।

وفى الشامية : (قوله وشئ محترم) اى ماله احترام واعتبار شرعًا فيدخل فيه كل متقوم الا الماء كما قدمناه، والظاهر انه يصدق بما يساوى فلسا لكراهة اتلافه كما مرّ. جا صـ٣٤٠

(প্রমাণ : আবু দাউদ-১/৪, শামী ১/৩৪০, ৩৬১, আলমগীরী-১/৫০)

অন্যের যমিনে পেশাব পায়খানা করা এবং পেশাবের বাষ্পের বিধান

প্রশ্ন : অন্যের যমিনে পেশাব-পায়খানা করা, ও তা থেকে ঢিলা-কুলুখ নিয়ে ব্যবহার করা জায়েয আছে কি না? এবং পেশাব-পায়খানার বাষ্প পাক কি না?

উত্তর : অন্যের যমিনে অনুমতি বিহীন পেশাব-পায়খানা করা, ও তা থেকে ঢিলা কুলুখ নিয়ে ব্যবহার করা জায়েয নাই। তবে সামাজিকভাবে অনুমতি থাকলে জায়েয হবে। আর পেশাব-পায়খানার বাষ্প পাক।

وفى الفتاوى العالمغيرية: وما يصيب الثوب من بخارات النجاسات لا يتنجس بها وهو الصحيح. (جا صـ٤٧ مكتبة الحقانية)

(প্রমাণ : মুসলিম শরীফ ১/১৩২, আবু দাউদ ১/৫, মিরকাত ১/৫৪, শামী ১/৩২৫ আলমগীরী ১/৪৭)

নাপাকির মধ্যে ঘুরে ফিরে খায় এমন মুরগীর জুটা

প্রশ্ন : রাস্তা ঘাটে এবং নাপাকীর মধ্যে ঘুরনেওয়ালা মুরগী যদি পানি ভর্তি পাত্রে মুখ দেয় তাহলে তার হুকুম কি? এবং পালিত মুরগী যা খাঁচার মধ্যে আবদ্ধ থাকে উভয়টার জুটার মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা।

উত্তর : জুটা সর্বদার জন্য গোস্তের তাবে হয়ে থাকে। যেই প্রাণীর গোস্ত হালাল তার জুটা পানির মধ্যে পরার দ্বারা তার কোন আছর পরবে না। সুতরাং পালিত মুরগীর জুটা পাক আর ঘুরা-ফেরা করনেওয়ালা মুরগীর জুটা সন্দেহযুক্ত; কিন্তু নাপাকের হুকুম দেওয়া হয় না।

كما فى الشامية : واما المخلاة فلعابها طاهر فسؤرها كذلك لكن لما كانت تأكل العذرة كره سورها ولم يحكم بنجاسة للشك حتى لو علمت النجاسة فى فمها نتجس ولو علمت الطهارة انتفت الكراهة ـ (باب المياه ٢٢٤/١ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ১/২২৪, হাশিয়ায়ে ত্বহতবী ২৪, কানযুদ দাকায়েক ৯

মহিলাদের ঢিলা ব্যবহারের বিধান

প্রশ্ন : মহিলাদের ঢিলা ব্যবহারের বিধান ও পদ্ধতি কি?

উত্তর : মহিলাদের পেশাবের পর ঢিলা ব্যবহার করতে হবে না কিন্তু পায়খানার পর পুরুষের মতই ঢিলা ব্যবহার করা সুন্নাত।

মহিলাদের ঢিলা ব্যবহারের পদ্ধতি শীত ও গরমকাল সর্বাবস্থায় ঢিলা সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে নিবে।

كما فى الشامية : ان المرأة كالرجل الافى الاستبراء فانه لا استبراء عليها بل كمافرغت تصبر ساعة لطيفة ثم تستنجى ـ (٣٤٤/١ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ১/৩৪৪, মারাকিউল ফালাহ ৪৭, আলমগীরী ১/৪৮, আল ফিকহুল ইসলামী ১/২৯৭-৩০২

কুকুরের চামড়া দিয়ে জায়নামায বানানোর বিধান

প্রশ্ন : কুকুরের চামড়া দিয়ে জায়নামায বানানো হলে তার উপর নামায পড়া যাবে কি? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : হ্যাঁ, নামায পড়া যাবে। যদি শরীয়ত সম্মতভাবে চামড়া দাবাগত করা হয়।

كمافى الهداية: وكل اهاب دبغ فقد طهر جازت الصلوة فيه والوضوء منه الاجلد الخنزير والادمى ـ (ماء الذى يجوز به الضوو ومالا يجوزبه ـ ٤٠/١ غوثية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/৪০, সিরাজিয়্যা ২৪১, ফাতহুল কাদীর ১/৮২, নছবুর রায়া ১/১৬৬

বিড়ালের ঝুটা খাওয়া বিধান

প্রশ্ন : বিড়ালের ঝুটা খাওয়া জায়েয কিনা?

উত্তর : বিড়ালের ঝুটা খাওয়া মাকরুহে তানযীহী। এজন্য পরহেজ করা ভাল।

وفى الدر المختار: وسور الهرة ودجاجة مخلاة.. وسواكن بيوت... مكروه تنزيها فى الاصح ـ (كتاب الطهارة ٤٠/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ শরহে মায়ানিল আসার ১/১৭, হিদায়া ১/৪৫, দূররে মুখতার ১/৪০, মারাকিল ফালাহ ৩০, তাতারখানিয়া ১/১২৯

ঘুমন্ত মানুষের লালার হুকুম

প্রশ্ন : ঘুমন্ত অবস্থায় অনেকের মুখ থেকে লালা বের হয়। উক্ত লালা কাপড়ে লাগলে তা অপবিত্র হবে কি?

উত্তর : ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের মুখ থেকে যে লালা বের হয় তা পবিত্র। সুতরাং পবিত্র লালা কাপড়ে লাগলে অপবিত্র হয় না।

وفى العالمكيرية : لعاب النائم طاهر سواء كان من الفم او منبعثامن الجوف عند ابى حنيفة ؒ (الفصل الثانى فى الاعيان النجسة ٤٦/٢ حقانية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৪০, আলমগীরী ২/৪৬, আল ফিকহুল ইসলামী ১/২৭৩, তাতারখানিয়া ১/৭১

বিনা প্রয়োজনে বাথরুমে কথা বলা

প্রশ্ন : পায়খানায় বিনা প্রয়োজনে কথা বলার বিধান কি?

উত্তর : পায়খানায় বিনা প্রয়োজনে কথা বলা মাকরুহ।

الفقه على المذاهب الاربعة : يكره لقاضى الحاجة ان يتكلم وهويقضى حاجته ـ (اداب قضاء الحاجة ٨١/١ دار الحديث)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৫০, শামী ১/৩৪৪, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবায়া ১/৮১

কেঁচোর মাটির হুকুম

প্রশ্ন : কেঁচোর মাটি পাক কিনা? এবং এর দ্বারা ঢিলা কুলুখ করা যাবে কি না?

উত্তর : কেঁচো যমিনের কীট-পতঙ্গ জাতীয় প্রাণী। রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী নয়। তাই তার মুখের লালা এবং পায়খানা নাপাক নয়। সুতরাং কেঁচোর মাটিও নাপাক নয়, তা দ্বারা ঢিলা কুলুখ করা জায়েয হবে।

كمافى البحر الرائق : من حديث ابى سعيد الخدرى فاذا وقع فى الطعام الخ... واذا ثبت الحكم فى الذباب ثبت فى غيره مما هو بمعناه كالبق والزنابيرو العقرب والبعوض والجراد ـ ٨٨/١)

প্রমাণ ঃ আল আল বাহরুর রায়েক-১/৮৮, আতারখানিয়া ১/১১৯, সিরাজিয়্যা ৩৪

নাপাক কাপড় ধৌত করার পর হাত ও বালতি ধোয়া

প্রশ্ন : নাপাক কাপড় তিন বার ধৌত করার পর বালতি ও হাত পবিত্র করার জন্য আবার ভিন্নভাবে তিনবার ধৌত করা জরুরী হবে কিনা?

উত্তর : ধৌতকারী তৃতীয়বার ধোয়ার পর যদি এমনভাবে নিংড়ায় যে, দ্বিতীয়বার নিংড়ালে পানি ঝরবে না, তাহলে তার হাত পবিত্র হয়ে যাবে। অতঃপর বালতির পানি ফেলে দিলে বালতিও পবিত্র হয়ে যাবে। হাত ও বালতি ভিন্নভাবে তিনবার ধোয়ার প্রয়োজন নেই।

وفى الهندية : ان غسل ثلاثا فعصرفى كل مرة ثم تقاطرت منه قطرة فاصابت شيئا ان عصر فى المره الثالثة وبالغ فيه بحيث لوعصره لا يسيل منه الماء فالثوب واليد وما تقا طر طاهر (٤٢/١)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৪২, শামী ১/৩৪৫, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৪০, তাতারখানিয়া ১/১৮৮

শস্য মাড়াইয়ের সময় গরু মহিষ পেশাব করা

প্রশ্ন : শস্য মাড়াইয়ের সময় গরু মহিষ মাঝে মধ্যে শস্যের উপর মলমূত্র ত্যাগ করে থাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলো কি পাক না নাপাক?

উত্তর : যেহেতু কোন কোন শস্যে মলমূত্র মিশ্রিত হয়ে থাকে, তা চিহ্নিত করার কোন উপায় নেই। তাই সামান্য শস্য পৃথক করে তা ধৌত করে নেবে। অতঃপর এগুলোকে সব শস্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেবে। এর মাধ্যমেই সব শস্য পবিত্র হিসেবে গণ্য হবে।

كمافى الدر المختار : كما لو بال حمر .. على حنطة تدوسها فقسم او غسل بعضه او ذهب بهبة او أكل او بيع كمامر حيث يطهر الباقى ـ (باب الانجاس ٥٥/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৫৫, কাওয়ায়িদুল ফিকহ ১৩১, আল আশবাহ ২৩, শামী ১/৩২৮

দুধের মধ্যে গোবর পরলে পাক করার বিধান

প্রশ্ন : দুধ দোহনের সময় গোবর দুধের মধ্যে পড়ে গেলে কি বিধান?

উত্তর : দুধ দোহনের সময় গোবর দুধের মধ্যে পড়ে গলে যাওয়ার আগেই উঠিয়ে ফেললে দুধ খাওয়া জায়েয। অন্যথায় জায়েয নেই। তবে এই হুকুম শুধুমাত্র দুধ দোহনের সময়ের সাথে খাছ।

وفى فتح القدير : قالوا ترمى البعرة اى من ساعته فلواخر او اخذ اللبن لونها لا يجوز لان الضرورة تتحقق فى نفس الوقوع لانها تبعرعند الحلب عادة ـ (٨٧/١)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/৪২, ফাতহুল কাদীর ১/৮৭, কিফায়া ১/৪৭, নসবুর রায়াহ ১/১৭৫ বিনায়া ১/৪৩৭

ঘুম থেকে উঠার পর হাতে নাপাক লাগলে করণীয়

প্রশ্ন : ঘুম থেকে উঠার পর হাতে নাপাক লাগলে পরে তা শুকিয়ে গেলে ঐ হাতের দ্বারা কাপড় স্পর্শ করলে কাপড় নাপাক হবে কিনা?

উত্তর : উল্লেখিত সূরতে শুকনা কাপড় নাপাক হবে না। হ্যাঁ যদি ভিজা কাপড় স্পর্শ করে এবং নাপাকী তাতে লাগে তাহলে নাপাক হয়ে যাবে।

وفى بدائع الصنائع : وروى عن عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها اذا رأيت المنى فى ثوبك فان كان رطبا فاغسله وان كان يابسا فحتيه ـ (باب انواع النجاسة ١/١٩٤ زكريا)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/৪৭, তাতারখানিয়া ১/১৭৯, খুলাসা ১/৪৬, বাদায়ে ১/১৯৪

শুকনো নাপাক দিয়ে ভিজা পায়ে হেটে যাওয়া

প্রশ্ন : কোন জায়গায় প্রস্রাব বা তরল নাপাকী লেগে শুকিয়ে চিহ্ন দূর হয়ে যাওয়ার পর ভিজা পায়ে ঐ জায়গা দিয়ে হেঁটে গেলে পা নাপাক হবে কিনা?

উত্তর : না, পা নাপাক হবে না।

كمافى الدر المختار مع الشامية : ثم هل يعود نجسا ببله بعد فركه المعتد لا وكذاكل ما حكم بطها رته بغير مائع ـ (باب لانجاس ١/٣١٤ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী, ৬/৭৩৩, আল বাহরুর রায়েক ১/৩৯৩

নাপাক জুতা নিয়ে চলাচলের দ্বারা পাক হওয়া

প্রশ্ন : জুতা পরে জমিনের উপর চলাচলের দ্বারা জুতা অদৃশ্য নাপাকী থেকে পাক হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ পাক হবে যদি জমিনে চলার দ্বারা জুতা পরিষ্কার হয়ে যায়।

وفى محيط البرهانى : اذا اصاب نعله بول او خمر ثم مشى على التراب او الرمل ولزق به بعض التراب وجف ومسحه بالارض يطهر (كتاب الانجاس ١/٢٠٢)

প্রমাণ ঃ শামী ১/৩১০, দুররে মুখতার ১/৫৪, মুহিয়্যাতুল বুরহানী ১/২০২

ছোট বাচ্চার পেশাব নাপাক

প্রশ্ন : যে ছোট বাচ্চা দুধ ব্যতীত অন্য কোন খাবার খায় না এমন বাচ্চার পেশাবের হুকুম কি? পাক না কি নাপাক? এবং তা শরীরে বা কাপড়ে লাগলে ধৌত করতে হবে কিনা?

উত্তর : ছোট বাচ্চার পেশাব নাপাক। সুতরাং ছোট বাচ্চার পেশাব যদি শরীরে বা কাপড়ে লাগে তাহলে তা ধৌত করা জরুরী।

وفى العالمكيرية : النجسة وهى نوعان الاول : المغلظة... كل مايخرج من بدن ا لانسان مما يوجب خروجه الوضوء او الغسل... وكذالك بول الصغير والصغيره أكلا اولا (باب فى لنجاسة ٤٦/١)

প্রমাণ ঃ শরহে মাআনির আসার ১/৭৩, আলমগীরী ১/৪৬, আল ফিকহুল ইসলামী ১/২৬৮

পায়খানায় বসে সালামের জওয়াব দেওয়া

প্রশ্ন : পায়খানায় বসে সালামের জওয়াব দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : না, সালামের জওয়াব দেওয়া যাবে না।

وفى الهندية: ولا يتكلم ولا يذكر الله تعالى .. ولا يرد السلام ولا يجيب المؤذن ـ (الفصل فى الاستنجاء ٥٠/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ১/৩, আলমগীরী ১/৫০, শামী ১/৩৪৪, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরআআ ১/৮১

মাছের রক্ত পাক

প্রশ্ন : মাছের রক্ত পাক কিনা এবং তা খাওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : মাছের রক্ত পাক কারণ নাপাক হওয়ার জন্য প্রকৃত রক্ত হওয়া শর্ত আর মাছ কাটলে যা বের হয় তাকে আমরা রক্ত মনে করি আসলে সেটা রক্ত না। কারণ রক্ত রৌদ্রে শুকালে কালো হয় আর মাছ কাটলে যেটা বের হয় তা রৌদ্রে শুকালে সাদা হয় সুতরাং তা খাওয়া যাবে।

وفى بدائع الصنائع : واما السمك الى قوله عند ابى حنيفة ومحمد طاهر لاجماع الامة على اباحة تناوله مع دمه ولو كان نجسا لما ابيح (كتاب الانجاس ١/ ١٩٠)

প্রমাণ ঃ সূরা আনআম ১৪৫, বাদায়ে ১/১৯৫, বেনায়া ১/৩৯৩, আল ফিকহুল ইসলামী ৩৬১

পাখির বিষ্ঠার হুকুম

প্রশ্ন : পাখির বিষ্টা পাক কিনা?

উত্তর : হাঁস, মুরগী ব্যতিত যে সকল পাখির গোস্ত খাওয়া হালাল তার বিষ্ঠা পাক। আর যে সকল পাখির গোস্ত খাওয়া হালাল নয় তার বিষ্ঠা এবং হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা নাপাক।

وفى رد الشا مية: فان مأكولا كحمام وعصفور فطا هر والا مخفف باب الانجاس ٣٢٠/١ سعيد)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৯, শামী ১/৩২০, কাবীরী ১৪৭, দুররে মুখতার ১/৫৫, বাদায়ে ১/১৯৭, ফাতহুল কাদীর ১/১৮২

তরল খাবারে পোকা পড়ে মারা গেলে

প্রশ্ন : তরল খাবারে পোকা পড়ে মারা গেলে উক্ত খাবার খাওয়া জায়েয কি না?

উত্তর : হ্যাঁ তরল খাবারে পোকা পড়ে মারা গেলে, পোকা ফেলে দিয়ে উক্ত খাবার খাওয়া জায়েয। কেননা পোকার মধ্যে প্রবাহমান রক্ত থাকে না।

وفى التاتارخانية: يجب ان يعلم ماليس له دم سائل بريا اذا مات فى الماء او مائع اخر سوى الماء الايوجب تنجس ما مات فيه برياكان او مائيا عندنا ـ (١/ ١١٩ دار الايمان)

প্রমাণ : আবু দাউদ ২/৫৩৭, বাদায়ে ১/১৯৯, আল বাহরুর রায়েক ১/৮৮, তাতার খানিয়া ১/১১৯, সিরাজিয়া ৩৪

ছোট বাচ্চাদের পেশাবের হুকুম কি?

প্রশ্ন : ছোট বাচ্চাদের পেশাবের হুকুম কি? কেউ কেউ বলে যে ছোট বাচ্চাদের পেশাব নাপাক নয় কথাটা কি ঠিক?

উত্তর : পেশাবের হুকুম নাপাক, চাই ছোট বাচ্চার হোক যদিও একদিনের বাচ্চার হয় বা বড় ব্যক্তি হোক। তবে এক দেরহাম বা তার চেয়ে যদি কম হয় তাহলে ঐ পরিমাণ নাপাক নিয়ে নামায পড়তে পারবে। যদিও এই পরিমাণ নাপাক নিয়ে নামায হয়ে যায়। তবুও এর থেকে বেচে থাকা কর্তব্য।

وفى الهداية: قدر الدرهم ما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاجة وبول الحمار جاز ت الصلوة معه وان زاد لم تجز (باب الانجاس ١/ ٧٤ غوثية)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৫৪ হিদায়া ১/৭৪ বিনায়া ১/৭২৪ শরহে বেকায়া ১/১২৪

ব্যাঙের পেশাবের হুকুম

প্রশ্ন : ব্যাঙের পেশাব পাক নাকি নাপাক?

উত্তর : ব্যাঙ দুই প্রকার– (১) স্থলে বসবাসকারী (১) পানিতে বসবাসকারী। সুতরাং যেই ব্যাঙ স্থলে বসবাস করে তার পেশাব নাপাক। আর যেই ব্যাঙ পানিতে বসবাস করে তার পেশাব প্রয়োজনের কারণে পাক।

وفى حاشية الدر المختار: ولا نزح فى بول فارة فى الاصح سيذ كرفى الانجاس ان خرء ها لا يفسد مالم يراثره وبول السنور عفوفى غير اوانى الماء وعليه

الفتوى انتهى قال الشامى وفى الخانية ان بول الصرة والفارة وخرء هما نجس فى الظاهر الروايات يفسد الماء والثوب ولعلهم رجحوالقول بالعفو للضرورة (فصل فى البئر ١/ ٤٠ زكريا)

প্রমাণ : হাশিয়ায়ে দুররে মুখতার ১/৪০, বাদায়ে ১/১৯৬, মাওসুয়া ৪০/১১০, আল ফিকহুল ইসলামি ১/২৭৪, কানযুদ দাকায়েক ১৫/১৬

নাপাক দুধ প্রাণীকে খাওয়ানো

প্রশ্ন : নাপাক দুধ প্রাণীকে খাওয়ানো জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, খাওয়ানো জায়েয আছে। তবে শর্ত হল যদি নাপাকি দুধের মধ্যে পরার দ্বারা দুধের রং, গন্ধ স্বাদ পরিবর্তন না হয়। যদি হয় তাহলে হারাম। প্রাণীকেও খাওয়ানো জায়েয নাই।

وفى الشامية: الماء اذا وقعت فيه نجاسة فإن تغير وصفه لم يجز الانتفاع به بحال وإلا جاز كبل الطين وسقى الدواب بحر عن الخلاصة ـ (باب المياه بحث الماء المستعمل ١/ ٢٠١ سعيد)

প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ১/৯৬, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ-১/৪০, তাতার খানিয়াহ ১/১১৩, আলমগীরী ১/২৫, শামী ১/২০১

ঢিলা নিয়ে ৪০ কদম হাটার বিধান

প্রশ্ন : ঢিলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৪০ কদম হাটার বিধান কি?

উত্তর : ইস্তেঞ্জা করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পেশাবের ফোটা থেকে পরিপূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জন করা। চাই সেটা নড়াচড়া করার দ্বারা হোক বা হাটা চলা করার দ্বারা হোক। চল্লিশ কদমের কথা কোন কিতাবে উল্লেখ নেই। এবং এক্ষেত্রে শালীনতা বজায়ে কর্তব্য।

كما فى الدر المختار: يجب الاستبراء بمشى اوتنحنح او نوم على شقه الايسر ويختلف بطباع الناس ـ (فصل الاستنجاء ١/ ٥٧ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৫৭, শামী ১/৩৪৪, হাশিয়ায়ে তহতবী ৪৩

গোবরের গ্যাস দ্বারা খানা পাকানো

প্রশ্ন : গোবরের গ্যাস দ্বারা খানা পাকানো জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : গোবর যদিও নাপাক কিন্তু তার গ্যাস দিয়ে বা গোবর শুকিয়ে তা দ্বারা খানা পাকানো জায়েয আছে।

وفى فتح القدير: بانه وقود اهل الحرمين فانهم يجمعونها ويطبخون بها القدر والخبز ولو كان نجسا (باب الانجاس ١/ ١٨١ رشيدية)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৫৫, ফাতহুল কাদীর ১/১৮১, বিনায়া ১/৭৪২, হাশিয়ায়ে তহতবী ১৬৫, আল ফিকহুল ইসলামী ১/২৭৭

গরুর পেশাব পায়খানা কোন ধরনের নাপাক

প্রশ্ন : গরুর পেশাব পায়খানা কোন ধরনের নাপাক?

উত্তর : গরুর পেশাব নাজাসাতে খফীফা, আর গোবর নাজাসাতে গলীযা।

وفى الهندية : والروث واخثاء البقرو العذرة ونجو الكلب وخرء الدجاج والبط والا وزنجس نجاسة غليطة (الباب السابع فى النجاسة واحكامها ١/ ٤٦ حقانية)

প্রমাণ : বুখারী ১/১২৭, তিরমিযী ১/১০, তাতার খানিয়া ১/১৮৩, ফাতহুল কাদীর ১/১৭৯, হিন্দিয়া ১/৪৬, বেনায়া ১/৭৩, বাদায়ে ১/১৯৭,

মাছের রক্তের বিধান

প্রশ্ন : মাছের রক্ত পাক কিনা?

উত্তর : মাছের রক্ত পাক। কারণ নাপাক হওয়ার জন্য প্রকৃত রক্ত হওয়া শর্ত। আর মাছ কাটলে রক্তের ন্যায় যা বের হয়, তাকে আমরা রক্ত মনে করি। আসলে সেটা রক্ত না। কারণ রক্ত রৌদ্রে শুকালে কালো হয়। আর মাছ কাটলে যেটা বের হয়, তা রৌদ্রে শুকালে সাদা হয়।

وفى الكبيرى : لانه اى لا ن السمك لا دم فيها لان الدموى لا يعيش فى الماء والذى يظن انه دم فيه ليس بدم حقيقة لا نه اذا شمس يبيض والدم الحقيقى اذا شمس يسود (فصل فى البير١٦٣ مذهبى كتب خانه)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৩,৫ হিদায়া ১/৩৭, ফাতহুল কাদীর ১/৭৩, বাদায়ে ১/১৯৫, কাবীরী ১৬৩

দুধের মধ্যে ব্যাঙ বা টিকটিকি পড়া

প্রশ্ন : দুধের মধ্যে ব্যাঙ বা টিকটিকি পড়ে মারা গেলে তার বিধান কি?

উত্তর : দুধের মধ্যে ব্যাঙ বা টিকটিকি পড়ে মারা গেলে তা পান করা জায়েয আছে। তবে শর্ত হল টিকটিকি দুই ধরনের এক ধরনের টিকটিকি ছোট যার

মধ্যে প্রবাহমান রক্ত নেই তা খাবারে পড়ে মারা গেলে খাবার খাওয়া জায়েয আছে। আর এক ধরনের টিকটিকি বড় যার মধ্যে প্রবাহমান রক্ত আছে তা খাবারে পড়ে মারা গেলে ঐ খাবার খাওয়া জায়েয নেই। আর ব্যাঙও দুই ধরনের একটি শুকনার ব্যাঙ যার মধ্যে প্রবাহমান রক্ত আছে তা খাবারে পড়ে মারা গেলে ঐ খাবার খাওয়া জায়েয নেই। আর একটি পানির ব্যাঙ যার মধ্যে প্রবাহমান রক্ত নেই তা খাবারে পড়ে মারা গেলে তা ফেলে দিয়ে উক্ত খাবার খাওয়া জায়েয আছে। এটা যেই সমস্ত প্রাণীর মধ্যে প্রবাহমান রক্ত নেই তার উপর অনুমান করে। উল্লেখ্য যে, ব্যাঙ ও টিকটিকির প্রকার নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হলে উক্ত দুধ সন্দেহযুক্ত হওয়ার কারণে পান করা থেকে বিরত থাকবে।

وفى العالمكيرية : وموت ما يعيش فى الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان (باب فى المياه- ١/٢٤)

প্রমাণ : বুখারী ১/৪৬৭, আলমগীরী ১/২৪, আল ফিকহুল ইসলামি ১/২৪৯, হিদায়া ১/৩৭, ফাতহুল কাদীর ১/৭৪,

ব্যবহারিত কুলুখ দ্বিতীয় বার ব্যবহার করা

প্রশ্ন : একবার ব্যবহৃত কুলুখ দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : একবার ব্যবহৃত কুলুখ দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা মাকরুহে তাহরীমী।

كما فى السنن الكبرى: عبد الرحمن بن عبد الواحد قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ستنجاء بثلاثة احجار وبالتراب اذا لم يجد حجرا ولا يستنجى بشئ قد استنجئ به مرة (باب ماورد فى النهى عن الاستنجاء بشى قد ا ستنجئ مرة ١٩٥/٢ دار الفكر)

প্রমাণ : সুনানে কুবরা ২/১৯৫ আল বাহরুর রায়েক ১/২৪৩ আলমগীরী ১/৫০ ফাতহুল কাদীর ১/১৯০ দুররে মুখতার ১/৫৬

মশার রক্ত পাক কিনা

প্রশ্ন : মশার রক্ত পাক নাকি নাপাক?

উত্তর : মশার রক্ত পাক। কেননা তার রক্ত প্রবাহিত নয়।

وفى بدائع الصنائع: اما الذى ليس له دم سائل فالذباب والعقرب والزنبور والسرطان ونحوها وانه ليس بنجس عندنا (باب حكم الميتة ١٩٨/١ زكريا)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/৪৬, ফাতহুল কাদীর ১/৭৯, বাদায়ে ১/১৯৮, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৪৩, হিদায়া ১/৩৭, শামী ১/১৮৪, আল বাহরুর রায়েক ১/২২৯, কানযুদ দাকায়েক ৭

ফ্লোর বা কার্পেটে পেশাব করলে পাক করার পদ্ধতি

প্রশ্ন : যদি কোন ছোট বাচ্চা ফ্লোর বা কার্পেটের উপর পেশাব করে দেয়, তাহলে ফ্লোর বা কার্পেট পাক করার পদ্ধতি কি?

উত্তর : ফ্লোর বা যমিনে যদি পেশাব করে দেয়, তাহলে উহা পাক হওয়ার তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। (১) ফ্লোর বা যমিন শুকিয়ে গেলে পাক হবে, যদি নাপাকির আছর (রং, দুর্গন্ধ ইত্যাদি) দূর হয়ে যায়। (২) তিনবার পানি ঢেলে দিয়ে প্রতিবার পবিত্র নেকরা দিয়ে মুছলেও পাক হবে। (৩) অধিক পরিমাণে পানি ঢেলে দিয়ে নাপাকীর আছর (রং, দুর্গন্ধ ইত্যাদি) দূর করলেও পাক হবে। আর কার্পেট পাক করার পদ্ধতি হলো যে, যদি নিংড়ানো সম্ভব না হয়, তাহলে তিনবার ধৌত করে পাক করবে। এইভাবে যে, প্রথমবার ধৌত করে উঁচু স্থানে রেখে দিবে। পানি টপকানো শেষ হলে দ্বিতীয় বার ধৌত করে উঁচু স্থানে রেখে দিবে। এই ভাবে তিনবার ধৌত করবে। আর যদি নিংড়ানো সম্ভব হয়। তাহলে তিনবার ধৌত করে প্রতিবার নিংড়ালেই পাক হয়ে যাবে।

كما فى الشامية: تطهر الارض بيبسها وذهاب اثرها كلون وريح لاجل صلاة عليها لا لتيمم بها ولو اريد تطهيرها عاجلا يصب عليها الماء ثلاث مرات تجفف فى كل مرة بخرقة طاهرة وكذا لو صب عليها الماء بكثرة حتى لا يظهر اثرالنجاسة (باب الانجاس ١/٣١٠ سعيد)

প্রমাণ : শামী ১/৩১১, আল বাহরুর রায়েক ১/২৩৮, আল ফিকহু আলা মাযাহিবুল আরবাআ ১/২৩, কানযুদ দাকায়েক ১৬, আলমগীরী ১/৪২

ইংলিশ কমটে পেশাব করা

প্রশ্ন : ইংলিশ কমটে পেশাব করার বিধান কি? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : কমট দুই প্রকার (১) স্বাভাবিক পর্যায়ের হাই কমট যাতে বসে ইস্তেঞ্জা করা হয়, তাই এক্ষেত্রে পেশাবের ছিটা ও নাপাকি থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী।

(২) ইংলিশ কমট যাতে দাঁড়িয়ে পেশাব করা হয়। হাদীস শরীফে দাঁড়িয়ে পেশাব করার ব্যাপারে নিষেধ এসেছে বিধায় ওজর ব্যতিত ইংলিশ কমটে পেশাব করা জায়েয নেই।

وفى العا لمكيرية: يكره ان يبول قائما او مضطجعا اومجردا عن ثوبه من غيرعذر فان كان لعذر فلا بأس به (الاستنجاء ١/٥٠ الحقانية)

প্রমাণ : শামী ১/৩৪৪, আলমগীরী ১/৫০, ফিকহুল ইসলামি ১/৩০৬, হাশীয়ায়ে তহতবী ৪৫, মাওসুআ ৭/৩৪

অযু ছাড়া আসমানি কিতাবসমূহ ধরার হুকুম

প্রশ্ন : অযু ছাড়া কুরআন শরীফ, তার হাশিয়া, তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, যাবুর, তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবসমূহ ধরার হুকুম কি?

উত্তর : অযু ছাড়া কুরআন শরীফ ধরা জায়েয নাই তবে তার হাশিয়া ধরা মাকরূহ। তাফসীরের কিতাবসমূহের মধ্যে যদি তাফসীর বেশী হয় তাহলে অযু ছাড়া ধরা জায়েয আছে। আর যদি তাফসীর থেকে কুরআন বেশী হয় বা বরাবর হয় তাহলে অযু ছাড়া ধরা মাকরূহ। ফিকাহ ও হাদীস অযু ছাড়া ধরা জায়েয তবে না ধরা মুস্তাহাব। যাবুর, তাওরাত, ইঞ্জিল কিতাবসমূহ অযু ছাড়া ধরা জায়েয আছে, তবে তার আয়াত অযু ছাড়া ধরা মাকরূহ।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : ولا يكره مس كتب التفسير ان كان التفسير اكثر ويكره المس ان كان القران اكثر من التفسير او مساويا له. الخ (جا صـ٣٨٧ باب مس المصحف مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : সূরা ওয়াকিয়া ৭৯, বাদায়ে ১/১৪১, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/৩৮৭)

গোসল খানায় কুরআন তিলাওয়াত

প্রশ্ন : আমাদের সাধারণ গোসল খানায় কুরআন তিলাওয়াত বা দুআ-দরূদ পড়ার বিধান কি?

উত্তর : গোসলখানা সাধারণত দুই ধরনের, এক. এমন গোসলখানা যার ভিতর টয়লেট বানানো হয়। এ ধরনের গোসলখানার ভিতর কুরআন তিলাওয়াত করা, যিকির আযকার বা অন্যকোন দুআ-দরূদ পড়া না জায়েয।

দুই. টয়লেটমুক্ত গোসলখানা, এ ধরনের গোসলখানা যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হয়, এবং এর ভিতর কেউ উলঙ্গ অবস্থায় না থাকে, তাহলে যিকির-আযকার বা অন্য দুআ দরূদ পড়া, এবং কুরআন তিলাওয়াত করাও জায়েয আছে। তবে অনুত্তম। আর যদি ভালমত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না হয় তাহলে কুরআন তিলাওয়াত করা মাকরূহ। তবে নিম্নস্বরে পড়তে পারবে।

وفى العالمغيرى : يكره ان يقرأ القرآن فى الحمام لانه موضع النجاسة ولا يقرأ فى بيت الخلاء. جه صـ٣١٦ الحقانية.

(প্রমাণ : আলমগীরী-৫/৩১৬, শামী-১/৩৪৪, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ-৩৩/৬২)

নাপাক জুতার দ্বারা স্থান নাপাক হওয়া

প্রশ্ন : নাপাক জুতা যে স্থানে রাখা হয় তার বিধান কি?

উত্তর : জুতার নিচে পেশাব বা অন্য কোনো নাপাক থাকে ঐ জুতা নিয়ে মাটি ফ্লোর বা কাপড়ের উপরে চলাফেরার দ্বারা যদি ঐ বস্তুগুলির মধ্যে নাপাকির আছর তথা গন্ধ এসে যায় এবং তা বাকি থাকে তাহলে উল্লিখিত বস্তুগুলি নাপাক হয়ে যাবে, অন্যথায় নাপাক হবে না।

وفی الشامیة: وکذا اذا غسل رجله فمشی علی ارض نجسة بغیر مکعب فابتل الارض من بلل رجله واسود وجه الارض لکن لم یظهر اثر بلل الارض فی رجله فصلی جازت صلوته وان کان بلل الماء فی رجله کثیراحتی ابتل وجه الا رض وصار طینا ثم اصاب الطین رجله لاتجوز صلاته - (باب مسائل شتی ٧٣٣/٦ سعید)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/৩৪৩, শামী ৬/৭৩৩, আল বাহরুর রায়েক ১/২২৫

রাস্তার কাঁদা, কেরোসিনের তৈল ও স্প্রীডের বিধান

প্রশ্ন : রাস্তার কাঁদা এবং কেরোসিন তৈল ও স্প্রীড সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কি?

উত্তর : যদি কাঁদার ভিতরে নাপাক দেখা না যায় তাহলে রাস্তার কাঁদা পাক।

* কেরোসিনের তৈল পাক।

* যে স্প্রীড আঙ্গুর খেজুর, মুনাক্কা, ইত্যাদি দ্বারা বানানো হয় ঐ স্প্রীড খাওয়া হারাম, আর যেই স্প্রীড আঙ্গুর, খেজুর, মুনাক্কা ইত্যাদি ছাড়া বানানো হয় অর্থাৎ আলু, গম, আনারস ইত্যাদি দিয়ে ঐগুলোর মধ্যে যদি নেশা চলে আসে তাহলে না জায়েয, যদি নেশা না আসে তাহলে খাওয়া জায়েয তবে না খাওয়া উত্তম।

وفی التاتارخانیة : ودهن السراج انه طاهر لان الاصل هو الطهارة حتی یتیقن بنجاسته - ج١ ص-١٨٠ دار الایمان

(প্রমাণ : শামী ১/৩২৪, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ৫০/১১৪, তাতার খানিয়া ১/১৮০, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/২৭৭)

গোবর অথবা হাড় দ্বারা ইস্তেঞ্জা করার বিধান সম্পর্কে

প্রশ্ন : হাড় অথবা গোবর দ্বারা ইস্তেঞ্জা করার বিধান কি?

উত্তর : হাড় অথবা গোবর দ্বারা ইস্তেঞ্জা করা নিষেধ।

کما فی العالمغیریة : ویکره الاستنجاء بالعظم والروث والرجیع والطعام واللحم. (باب الاستنجاء ج١ ص-٥٠ مکتبة حقانیة)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৫০, হিদায়া ১/৮০, আল বাহরুর রায়েক ১/২৪২, ফাতহুল কাদীর ১/১৯০, মারাকিউল ফালাহ্ ১/৫০)

সালাত/নামায

নামাযের সময়

শরয়ী দিনের শুরু ও শেষ

প্রশ্ন : শরয়ী দিনের শুরু কখন থেকে এবং শেষ কোন পর্যন্ত। সুবহে সাদেক এবং সুবহে কাযেব, যাওয়াল ও গুরুবের সংজ্ঞা কি?

উত্তর : শরয়ী দিনের শুরু হলো সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আর সুবহে ছাদেক বলা হয় পূর্ব আসমানের নিচের দিকে যখন সাদা আলো চওড়ায়ী ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার পরে অন্ধকার হয় না। আর সুবহে কাযেব বলা হয় পূর্ব আসমানে লম্বায়ী ভাবে একটা আলো ছড়ায়। কিন্তু উহার পরে অন্ধকার হইয়া যায়। এবং যাওয়াল বলা হয় সূর্য আসমানের মধ্য স্থান থেকে পশ্চিম দিকে একটু ঝুঁকে যাওয়া। এবং গুরুব বলা হয় সূর্য অস্ত যাওয়াকে।

كما فى معجم الفقيه والمتفقه : الصبح الصادق : هو البياض الذى يبدو منتشرًا عريضا فى الافق، ويزيد فى النور والضياء، ولا يعقبه الظلام والصبح الكاذب هو البياض الذى يبدو طولا، ثم يعقبه الظلام والتفاوت بينهما بثلاث درج فى غالب البلاد، كما بين الشفقين الاحمر والابيض بعد غروب الشمس. (صـ٣٥٥)

(প্রমাণ : মু'যামুল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ৩৫৫, ৩০০, ৬৭৩, আলমগীরী ১/৫১, শামী ১/৩৫৯, ৩৬০)

ফজরের নামাযের উত্তম সময়

প্রশ্ন : ফজরের নামায কখন পড়া উত্তম। রমযান মাসে ফজরের নামায কখন পড়া উত্তম? শুরু ওয়াক্তে নামায পড়ে নেয়া কি মুস্তাহাব?

উত্তর : ফজরের নামায এই পরিমাণ দেরি করে পড়া উত্তম যে, যদি নামায ফাসেদ হয়ে যায় তাহলে সুন্নাত তরীকায় দ্বিতীয়বার সূর্য উদয়ের পূর্বে পুনরায় নামায আদায় করে নিতে পারে।

রমযান মাসে ফজরের নামায শুরু ওয়াক্তেই আদায় করে নেয়া মুস্তাহাব। কারণ উলামায়ে আহনাফ দেরি করে ফজরের নামায পড়ার হাদীসকে যে সমস্ত কারণে প্রাধান্য দিয়েছেন তার মধ্যে থেকে একটি হলো, শুরু ওয়াক্তে

ফজরের নামায পড়লে মানুষের কষ্ট হয় ও জামাআতে মানুষ কম হয়। পক্ষান্তরে রমযান মাসে শুরুর ওয়াক্তে নামায পড়লে মানুষের কষ্ট হয় না ও মানুষ বেশী হয় তাই আগে পড়ে নেয়াই উত্তম।

فى الفقه الاسلامى وادلته : ولان فى الاسفار تكثيرا الجماعة وفى التغليس تقليلها وما يودى الى التكثير افضل. (جا صـ٥٧٤ رشيدية)

(প্রমাণ : নাছবুর রায়া-১/২৩৫, আল ফিকহুল ইসলামী-১/৫৭৪, বাদায়ে-১/৩২৩)

বেলা তিনটায় আছরের নামায পড়ার বিধান

প্রশ্ন : গায়রে মুকাল্লিদ ইমামের পিছনে বেলা ৩টায় আছরের নামায পড়লে নামায হবে কি?

উত্তর : নামাযের চিরস্থায়ী ক্যালেন্ডারের তথ্য অনুযায়ী হানাফী মাযহাবে ৩.৩৫ মিনিটের আগে কোন মৌসুমে আছরের ওয়াক্ত শুরু হয় না, বিধায় বেলা ৩টায় গায়রে মুকাল্লিদ ইমামের পিছনে আছরের নামায পড়লে নামায হবে না।

كما فى مراقى الفلاح : ولكن علمت ان اكثر المشائخ على اشتراط بلوغ الظل مثليه والاخذ به احوط لبراءة الذمة بيقين اذ تقديم الصلاة عن وقتها لا يصح. صـ١٧٦ مكتبة دار الكتاب)

(প্রমাণ : মারাকিউল ফালাহ-১৭৬, শামী-১/৩৫৯ আলমগীরী-১/৫১, শরহে বেকায়া-১/১৩০)

মাগরিবের নামাযের সময়

প্রশ্ন : কতক্ষণ পর্যন্ত মাগরিবের নামাযের সময় থাকে?

উত্তর : যতক্ষণ পর্যন্ত পশ্চিমাকাশে সাদা আভা বাকি থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মাগরিবের নামাযের সময় থাকে। অর্থাৎ সূর্যাস্ত থেকে নিয়ে আনুমানিক ১.০৫ মিনিট পর্যন্ত মাগরিবের নামাযের সময় বাকি থাকে

وفى التاتارخانية: تفسير الشفق فى قول ابى حنيفة البياض الذى يكون فى جانب المغرب وفى السراجية بعد الحمرة (فصل فى المواقيت جا صـ٢٤٨ دار الايمان)

(প্রমাণ : সূরা নিসা-১০২, নাছবুর রায়া ১/২৯৮-২৯৯, তাতার খানিয়া ১/২৪৮)

আওয়াবীনের সময় ও রাকাত

প্রশ্ন : আওয়াবীনের সময় কখন এবং তা কত রাকাত?

উত্তর : আওয়াবীনের সময় মাগরিবের নামাযের পর থেকে ইশার ওয়াক্ত আসার পূর্ব পর্যন্ত। আওয়াবীনের নামায হাদিস শরীফে বিশ রাকাত পর্যন্ত বর্ণনা রয়েছে। তবে মাগরিবের সুন্নাতে মুয়াক্কাদাসহ ছয় রাকাত আদায় করলেও পূর্ণ ছাওয়াব পাওয়া যাবে।

وفى الترمذى : عن ابى هريرة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة اثنتى عشرة سنة. (جا صـ٩٨ مكتبة الاشرفية)

(প্রমাণ : তিরমিযী শরীফ ১/৯৮, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ২৭/১৩৭, শামী ২/১৪)

মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়া

প্রশ্ন : মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়ার বিধান কি?

উত্তর : মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়া নিষেধ। যদি কোন ব্যক্তি মাকরূহ ওয়াক্তে ফরয বা ওয়াজিব নামায পড়ে তাহলে তা আদায় হবে না। তবে যে নামায মাকরূহ ওয়াক্তে ওয়াজিব হয় তা মাকরূহের সাথে আদায় হয়ে যাবে এবং নফল নামাযও মাকরূহ ওয়াক্তে মাকরূহের সাথে আদায় হয়ে যাবে। (তবে এক্ষেত্রে জানাযা নামায মাকরূহ হবে না।)

وفى نور الايضاع : ثلاثة اوقات لا يصح فيها شئ من الفرائض والواجبات التى لزمت فى الذمة قبل دخولها عند طلوع الشمس الى ان ترفع وعند استوائها الى ان تزول وعند اصفرارها الى ان تغرب ويصح اداء ما وجب فيها مع الكراهة. (صـ٣٧ امدادية)

(প্রমাণ : বিনায়া ২/৫৫, আল বাহরুর রায়েক ১/৭৪৯, আলমগীরী ১/৫২, নূরুল ঈযাহ-৩৭)

দুই মিসলের পূর্বে আসরের নামায পড়া

প্রশ্ন : দুই মিসলের পূর্বে আসরের নামায পড়ার বিধান কি?

উত্তর : দুই মিসলের পূর্বে আসরের নামায পড়লে সহীহ হবে না।

وفى الدرالمختار: وقت الظهر من زواله اى ميل زكاء عن كبد السماء الى بلوغ الظل مثليه وعنه مثله وهو قولهما (كتاب الصلوة ٥٩/١ زكريا)

প্রমাণ : আবু দাউদ ১/৫৬, শামী ১/৩৫৯, দুররে মুহতার ১/৫৯, বাদায়ে ১/৩১৭, ফাতহুল কাদীর ১/১৯৩, হিদায়া ১/৮১

যে দেশের দিন বা রাত অনেক দীর্ঘ সে দেশে নামায পড়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন : যে দেশের দিন বা রাত অনেক দীর্ঘ হয় সে দেশে নামায পড়ার বিধান কি?

উত্তর : যে দেশে রাত দিন অনেক দীর্ঘ হয়, সেখানে ২৪ ঘন্টা হিসাব করে সময় ভাগ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হবে, অথবা এক্ষেত্রে নিকটবর্তী দেশ, যেখানে নিয়মিত সূর্য উদয়-অস্ত হয়, সেখানের নামাযের সময় হিসাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে হবে। আর যে দেশে এশার ওয়াক্ত পাওয়া যায় না। সে দেশে সুব্হে সাদেক হওয়ার পর এশা এবং বেতেরের নামায আদায় করবে। তারপর ফজরের নামায পড়বে।

كما فى الموسوعة الفقهية : يقدرون لكل صلاة وقتا ففى الستة الا شهر التى تستمر فى نهار دائم يقدرون للمغرب والعشاء والوتر والفجر وقتا مثل ذلك الستة الاشهر الاخرى يقدرون للصبح والظهر والعصر وقتا باعتبار اقرب البلا د التى لا تتوارى فيها الاوقات الخمسة : (باب الصلوة ۱۸۸/۷ وارة الاوقاف)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৬০, শামী ১/৩৬৪, মওসুআ ৭/১৮৮, হাশিয়ায়ে তহতবী ১৭৮, রফাত কাসেমী ২/১৬৭

নামাযের মাকরূহ সময়

প্রশ্ন : কোন কোন সময় নামায পড়া মাকরূহ?

উত্তর : যে যে সময় নামায পড়া মাকরূহ তা উল্লেখ করা হলো-

১. সূর্য উদয় হওয়ার সময় হতে সূর্য দুই বর্শা উপরে উঠার আগ পর্যন্ত। (সবধরনের নামায)

২. দ্বিপ্রহরের সময় থেকে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত। (সবধরনের নামায)

৩. সূর্য লাল বর্ণ হওয়া থেকে অস্ত যাওয়া পর্যন্ত। (সবধরনের নামায)

৪. সুবহে সাদেক থেকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত। (নফল নামায)

৫. আসরের ফরযের পর হতে সূর্য অস্ত পর্যন্ত। (নফল নামায)

৬. খুৎবার সময় হতে ফরয শেষ হওয়া পর্যন্ত। (সবধরনের নামায)

৭. ইকামতের সময় তবে ফজরের সুন্নাত ব্যতিত।

৮. ঈদের নামাযের পূর্বে যদিও বাড়ীতে হয়। (নফল নামায)

৯. ঈদের নামাযের পর মসজিদে। (নফল নামায)

১০. আরাফায় যোহর ও আসরের মাঝে যে কোন নফল নামায মাকরূহ যদিও যোহরের সুন্নাত হয়।

১১. মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার মাঝে যদিও মাগরিবের সুন্নাত হয়।

১২. ফরয নামাযের সময় সংকীর্ণ হলে।
১৩. ইস্তেঞ্জার চাপ থাকা অবস্থায়।
১৪. খানা উপস্থিতের সময় যদি অনেক ক্ষুধা লাগে।

وفى مراقى الفلاح : ويكره التنفل بعد طلوع الفجر.... ويكره التنفل بعد صلاته اى فرض الصبح... وبعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب وعند خروج الخطيب... وعند الاقامة الخ صـ١٨٨

(প্রমাণ : মারাকিউল ফালাহ-১৮৮, আলমগীরী ১/৭৩, নাছবুর রায়া-১/৩২২, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ-১/২৮৮)

আযান-ইকামত

আযান ও ইকামতের সুন্নাত তরীকা

প্রশ্ন : (ক) আযান ও ইকামতের সুন্নাত তরীকা কি?
(খ) কোন ব্যক্তির শ্বাস ছোট থাকার কারণে দুই বাক্য এক সাথে বলতে পারে না এমন অবস্থায় তার বিধান কি?

উত্তর : (ক) আযানের সুন্নাত তরীকা- প্রথম দুই তাকবীর এক শ্বাসে একত্রে বলে থামবে। অতঃপর দুই তাকবীর এক শ্বাসে একত্রে বলে থামবে। এবং তাকবীরসমূহ প্রত্যেকটির শেষে সাকিন করবে। মাঝের বাক্যগুলোর মধ্যে হতে এক একটি বাক্য এক শ্বাসে বলবে এবং প্রত্যেক বাক্যের শেষে সাকিন করবে এবং থামবে। শেষের দুই তাকবীর এক শ্বাসে দিবে এবং সাকিন করবে। এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এক শ্বাসে বলে আযান শেষ করবে। মোটকথা আযান ১২ শ্বাসে দেয়া।

উল্লেখ থাকে যে- (১) হাইয়্যা আলাস সালাহ বাক্যটি একবার ডান দিকে ফিরিয়ে একবার বলে মুখ কিবলামুখী করবে এবং আবার ডান দিকে ফিরিয়ে আরেকবার বলবে। আর হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলার সময়ও দুইবার বাম দিকে ফিরিয়ে দুইবার বলবে। (২) আযানের তাকবীরসমূহ বিশেষতঃ দ্বিতীয় তাকবীর এক আলিফ এর চেয়ে বেশী লম্বা করা সহীহ নয় এবং আওয়াজের মধ্যে তরঙ্গ সৃষ্টি করা অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্বক আওয়াজ উঁচু নিচু করা সুন্নাতের পরিপন্থী।

ইকামতের সুন্নাত তরীকা- প্রথম চার তাকবীর একত্রে এক শ্বাসে বলে থামবে এবং প্রত্যেক তাকবীরের শেষে সাকিন করবে। অতঃপর মাঝের বাক্যগুলোর মধ্যে হতে দুই বাক্য একত্রে এক শ্বাসে বলবে এবং প্রত্যেক বাক্যের শেষে সাকিন করবে। সর্বশেষ দুই তাকবীরের সাথে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোট তিন বাক্য একত্রে এক শ্বাসে বলবে এবং প্রত্যেক বাক্যের শেষে সাকিন করে ইকামত

শেষ করবে। অর্থাৎ ইকামত ৭ শ্বাসে দেয়া। উল্লেখ থাকে যে হাইয়া আলাস সালাহ্ বাক্যকে একবার মুখ ডান দিকে ঘুড়িয়ে দুইবার এবং হাইয়্যা আলাল ফালাহ বাক্যকে একবার বাম দিকে মুখ ঘুড়িয়ে দুইবার বলবে।

(খ) শ্বাস ছোট থাকার কারণে কোন ব্যক্তি যদি দুই বাক্য এক সাথে বলতে না পারে এমতাবস্থায় তার আযান আদায় হয়ে যাবে। তবে সুন্নাত মোতাবেক আযান দিতে পারে এমন কোন বড় শ্বাসের মুয়াযযিনের ব্যবস্থা করা।

وفى العالمغيرية : والترسّل ان يقول الله اكبر الله اكبر ويقف ثم يقول مرة اخرى مثله وكذلك يقف بين كل كلمتين الى اخر الاذان......... واذا انتهى الى الصلاة والفلاح حوّل وجهه يمينا و شمالا. (جا صـ٥٦ حقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/৩৮৭, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৬০৩, আলমগীরা-১/৫৫, ৫৬ তাতার খানিয়া ১/৩২৫)

আযানে الله শব্দে "মদ" প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : আযানে "আল্লাহু আকবার" এর আলিফের মদ সম্পর্কে ফাতওয়া জানার আবেদন পত্র। "আল্লাহু আকবর" কালিমা যা আযানের একটি অংশ, অনেক উলামায়ে কেরাম বলেন যে, এর মধ্যে যে আল্লাহ শব্দ আছে তার আলিফকে এক আলিফের অধিক টানা ভুল। অথচ বলা হয় যে, الاذان مد والاقامة جزم। সুতরাং আযানে আল্লাহু আকবর এর আলিফকে অধিক টানা যাবে। তাছাড়া ফিক্বহের কোন কিতাবেই একথা বলা হয়নি যে উক্ত আল্লাহ শব্দের আলিফকে এক আলিফ টানতে হবে। বেশী টানা যাবে না। সাথে সাথে একথা মাসিক মঈনুল ইসলাম-২০০২ ইং আগস্ট সংখ্যায়। আল্ মিনহাজুল ফিকরিয়্যাহ পৃ. ৫৬-৫৭, ফাতহুল মাসকান মুতাআল শরহে তুহফাতুল আতফাল-২৫ কিতাবদ্বয়ের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, "আল্লাহু" শব্দের লামে মদ্দে তাযীমী এবং মুবালাগা ফিন্নফী হিসাবে ৫ আলিফ পর্যন্ত মদ করা যাবে। আর تعامل الامة ও اجماع سكوتى ও এ ব্যাপারে বড় দলীল। অতএব উক্ত বিষয়ে শরীআতের দৃষ্টিভঙ্গি কি এবং হুকুম কি বিস্তারিত ও প্রমাণ্য ফাতওয়া জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর : আল্লাহু আকবরের লামের মদকে এক আলিফের অধিক টানা ভুল। এ বিষয়টি ফিকার নির্ভরযোগ্য অনেক কিতাবে উল্লেখ আছে। তাই প্রশ্নে উল্লেখিত (ফিকার কোন কিতাবেই বলা হয়নি যে, এক আলিফ টানতে হবে বেশী টানা

যাবে না। এবং الاذان مد والاقامة جزم বাক্যটি ভিত্তিহীন ও অবাস্তব। মাসিক মঈনুল ইসলাম-২০০২ আগস্ট সংখ্যায় যে কিতাবের বরাত দিয়ে ৫ আলিফ পর্যন্ত মদ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার উত্তরে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রধান ক্বারী মাওঃ আবুল হাছান আজমী (দা. বা.) তার (کلماتِ اذان میں مد کی تحقیق) নামক কিতাবে লিখেন যে, মাওঃ মুহাঃ হানীফ বলেন : ক্বারী ফতেহ মুহাম্মদ সাহেবের কিতাবে সূত্র ও উক্তি অনেক সন্ধানের পরও পাওয়া যায়নি। এবং এ ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য ফকীহের ফাতওয়াও পাওয়া যায়নি। যারা মদের কারণসমূহের মধ্য থেকে একটা দুর্বল কারণ سببِ معنوی (অর্থগত কারণ) এর আশ্রয় নিয়ে আল্লাহু শব্দের মধ্যে মদকে জায়েয করেছেন, তাদের কথাকে বহু দলীল দ্বারা প্রত্যাখান করেছেন। অনুরূপভাবে মদ্দে তা'জীম বলে পাঁচ আলিফ পরিমাণ টানা জায়েয বলে যে মত ব্যক্ত করা হয়েছে তাও সঠিক নয়। কারণ, নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী আল্লাহ শব্দের মধ্যে মদ্দে তা'জীম বলতে কোন মদ নাই। তাছাড়া امّة تعاملِ ও اجماع سکوتی এর যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ خواص এর تعامل ও اجماع গ্রহণযোগ্য। عوام এর নয়। আর خواص এর تعامل ও اجماع এক আলিফের চেয়ে বেশী মদের উপর কখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞ হক্কানী উলামায়ে ক্বিরাম এক আলিফের চেয়ে বেশী মদ করাকে সঠিক নয় বলে মত ব্যক্ত করে আসছেন এবং جمهور امت এক আলিফ পরিমাণ মদকেই সঠিক বলে আসছেন। সুতরাং আল্লাহ শব্দের লামকে এক আলিফ পর্যন্ত টানা যাবে। এর অধিক টানা ভুল।

وحده مقدار الف وصلًا و وقفًا ونقصه عن الف حرام شرعًا فيعاقب على فعله ويثاب على تركه، فما يفعله بعض ائمة المساجد واكثر المؤذنين من الزيادة فى المد الطبعى عن حده العرفى اى عرف القراء فمن اقبح البدعة واشد الكراهة، لا سيما وقد يقتدى بهم بعض الجهلة من القراء. (نهاية القول المفيد فى علم التجويد بحواله كلماتِ اذان مى مد كى تحقيق صـ۱۳)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া-১/৫১৭, আল ফিকহু আ'লাল মাযাহিবিল আরবাআ-১/২৯১, মিরকাত ২/৩১৮, কালিমাতে আযানমে মাদকী তাহকীক-১৩)

আযানে একাধিক শব্দ ভুল করলে তার বিধান

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি আযানের অধিকাংশ শব্দে ভুল করে, তাহলে তার আযান যথেষ্ট হবে কি? এবং তার আযানের কারণে এলাকার মধ্যে কোন দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোন ক্ষতি হয় এ কথা সঠিক কি?

উত্তর : আযানের বাক্য বা শব্দের মাঝে ভুল করার দ্বারা যদি অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে আযান বাতিল হিসাবে গণ্য হবে। এবং পুনরায় আযান দিতে হবে। আর যদি অর্থ পরিবর্তন না হয় তাহলে মাকরূহ হবে। আর আযানের শব্দে ভুল হওয়ার কারণে এলাকায় দুর্ভিক্ষ আসে একথা ঠিক নয়।

وفى الموسوعة الفقهية : اللحن الذى يغير المعنى فى الاذان كمد همزة الله أكبر اوبائه يبطل الاذان فان لم يغير المعنى فهو مكروه. (جـ٢ صـ٣٦٤ كويت)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৫৬, আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ ২/৩৬৪, আল ফিকহুল ইসলামী-১/৪৯৯-৫০৮, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/২৫৩)

আযানের বাক্য আগে-পরে হলে তার হুকুম

প্রশ্ন : আযানের এক বাক্য আরেক বাক্যের আগে পরে হলে তার হুকুম কি?

উত্তর : যদি আযানের এক বাক্য আরেক বাক্যের উপর আগে পরে হয়, তাহলে সেই বাক্য পুনরায় দিতে হবে, নতুন করে আযান দেওয়ার প্রয়োজন নাই।

وفى الشامية : كما لو قدم الفلاح على الصلوة يعيده فقط اى ولا يستانف الاذان من اوله. جـ١ صـ٣٨٩

(প্রমাণ : শামী ১/৩৮৯ তাতার খানিয়া ১/৩২০)

মসজিদের ভিতরে সুর টেনে এবং বসে আযান ইকামত প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : (ক) সুর টেনে আযান দেওয়ার বিধান কি? (খ) বসে আযান, ইকামত দেয়া জায়েয আছে কি? (গ) মসজিদে আযান দেয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : (ক) আযানের শব্দের মাঝে যেই পরিমাণ টান (মদ) রয়েছে ঐ পরিমাণ টেনে সুরের সাথে আযান দেয়া উত্তম। তবে আওয়াজ সুন্দর করার জন্য যেখানে টান নাই সেখানে টেনে টেনে আযান দেয়া জায়েয নাই।

(খ) ওযর ব্যতিত বসে বসে আযান, ইকামত দেয়া মাকরূহে তাহরীমি।

(গ) মসজিদের বাহিরে আযানের ব্যবস্থা করে আযান দেওয়াই উত্তম। তবে মসজিদের ভিতরে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়াও জায়েয আছে। জুমআর সানী আযান মসজিদের ভিতরে হওয়াই সুন্নাত।

كما فى الدر المختار : ولا لحن فيه اى تغن يغير كلماته فانه لا يحل فعله وسماعه كالتغنى بالقران وبلا تغيـــير حسن. (جا صـ٦٣ باب الاذان مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৬৩, সিরাজিয়া ৫৪, আলমগীরী-৫৬, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ-১/২৫৩)

ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেওয়া

প্রশ্ন : কোন মসজিদে যদি মুয়াযযিন সাহেব ওয়াক্তের পূর্বে আযান দিয়ে দেয় তাহলে পুনরায় উক্ত আযান দিতে হবে কি-না?

উত্তর : ওয়াক্ত আসার পূর্বে আযান দেয়া মাকরূহ এবং আযান আদায় হবে না। সুতরাং ওয়াক্ত আসার পর পুনরায় আযান দিতে হবে।

وفى بدائع الصنائع : لو اذن قبل دخول الوقت لا يجزئه ويعيده اذا دخل الوقت فى الصلوات كلها (الاذان والاقامة للقائمة جا صـ٣٨١ زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৩৫, বাদায়ে ১/৩৮১, খানিয়া ১/৭৭, কাবীরী-৩৬২)

অযু ছাড়া আযান দেওয়া

প্রশ্ন : অযু ছাড়া আযান ও ইকামত দেয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : অযু ছাড়া আযান দেয়া জায়েয কিন্তু উত্তম হলো অযু সহকারে আযান দেয়া তবে অযু ছাড়া ইকামত দেয়া মাকরূহে তাহরীমী।

وفى الخانية : ويكره الاذان مع الجنابة ولا يكره مع الحدث والاقامة تكره معهما جميعا. (مسائل الاذان جا صـ٧٧ حقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৬৫, শামী ১/৩৯২ বিনায়া ১/১১০, আল বাহরুর বায়েক ১/২৬৩, নাছবুর রায়া ১/৩৫৫, আলমগীরী ১/৫৪, কাযীখান ১/৭৭, ফাতহুর কাদীর ১/২১৯)

আযানের পর মসজিদ থেকে বের হয়ে অন্য মসজিদে নামায পড়া

প্রশ্ন : আযানের পর কোন মুসল্লী মসজিদ থেকে বের হয়ে অন্য মসজিদে নামায পড়তে পারবে কি না? এমনিভাবে মুয়ায্‌যিন সাহেব এক মসজিদে আযান দিয়ে অন্য মসজিদে নামায পড়তে পারবে কি না?

উত্তর : একান্ত প্রয়োজন ছাড়া আযানের পর কোন মুসল্লী মসজিদ থেকে বের হয়ে অন্য মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করা ঠিক না। একই হুকুম মুয়ায্‌যিনদের জন্যও।

وفى تحفة الاحوذى : أن جواز الخروج من المسجد بعد الاذان مخصوص بمن له عذر الخروج، واما من لا عذر له فلا يجوز له الخروج. (جا صـ٤٥٢ دار الحديث)

(প্রমাণ : আবূ দাউদ ১/৭৯, তিরমিযী ১/৫০, তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৪৫২, আলমগীরী ১/৫৪, তাতার খানিয়া ১/৩২৪)

আযানের সময় গলা আটকে গেলে তার বিধান

প্রশ্ন : (ক) কোন ব্যক্তি আযান দেয়া অবস্থায় যদি তার গলা কোন কারণবশত আটকে যায় তাহলে আযান কি শুরু থেকে আবার দিতে হবে? (খ) মহিলারা নামাযের সময় ইকামত দিবে কি না?

উত্তর : (ক) আযানের মধ্যে গলা সামান্য সময় আটকে গেলে নতুন করে শুরু থেকে আযান দিতে হবে না। যেই স্থানে গলা আটকে গেছে সেখান থেকেই আযান দিবে। (খ) মহিলাদের নামাযে ইকামত নাই।

فى العالمغيرى : ليس على النساء اذان ولا اقامة. (جا صـ٥٣ حقانية)

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৫৯৭-৬০০, আলমগীরী ১/৫৩)

আযানের দু'আর পূর্বে দরুদ শরীফ পড়া

প্রশ্ন : বেহেস্তী জেওরে দেখা যায়, আযানের পরে সকলে দরুদ ও প্রসিদ্ধ দু'আটি পড়বে, কিন্তু লালকুটির বড় মসজিদে মাইকে আযানের পরে কোন দরুদ না পড়া হইলেও প্রসিদ্ধ দু'আটি পড়া হয় এবং টি.ভি.র আযানে ও দু'আটি বাদ যায় না। তবে কোন ইমামকে ছানী আযানের পরে জুমআর খুত্‌বা শুরু করার পূর্বে দরুদ বা দু'আ কোনটাই পড়তে দেখি না কেন?

উত্তর : দু'আর পূর্বে দরূদ পড়াই সঠিক নিয়ম। কারণ হাদীসে যেখানে আযানের পর দু'আর ফযিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে সেখানে তার পূর্বে দরূদের কথাও রয়েছে। সুতরাং রেডিও এবং উল্লেখিত মসজিদের আমলটি সঠিক নয়। আর জুমআর খুৎবার পূর্বে যে আযান দেয়া হয়, সেই আযানের পর মুক্তাদীদের জন্য যবানে কোন দু'আ বা আযানের উত্তর দেয়া জায়েয নাই, বরং মাকরূহ।

وفى الدر المختار مع الشامية : وينبغى ان لا يجب بلسانه اتفاقا فى الاذان بين يدى الخطيب. (جا صـ٣٩٩)

(প্রমাণ : শামী-১/৩৯৯, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ৩/৬৮, দারুল উলূম ৫/৪৩)

আযানের পর লোকদেরকে ডাকাডাকি করা

প্রশ্ন : আযান ও ইকামতের মাঝে লোকদের দ্বিতীয়বার ডাকাডাকি করার হুকুম কি? যেমন কেউ বলে, নামাযের ১০/১৫ মিনিট বাকী আছে, বা الصلاة جامعة অথবা অনুরূপ কোন বাক্য বলে।

উত্তর : বর্তমান যামানার মানুষ দ্বীনের ব্যাপারে উদাসীন এবং অলস। তাই মুতাআখখিরীনে ফুকাহায়ে কেরাম এ যামানার মানুষের প্রতি লক্ষ্য করে আযান ও ইকামতের মাঝে تثويب বা দ্বিতীয়বার লোকদেরকে জামাআতের জন্য ডাকাডাকি করাকে উত্তম বলেছেন। আর এ ডাকাডাকি যে কোন শব্দ দ্বারা হতে পারে।

وفى التاتارخانية : ومشائخنا اليوم لم يروا بالتثويب بأسا فى سائر الصلوات فى جميع الناس لانه حدث بالناس تكاسل فى الامور الدينية. (جا صـ٣٢٢)

(প্রমাণ : বুখারী শরীফ ১/১৪৫, হিদায়া-১/৮৯, ফাতহুল কাদীর ১/২১৪ তাতার খানিয়া ১/৩২২)

নাবালেগ বাচ্চার আযান ও ইকামতের বিধান

প্রশ্ন : নাবালেগ বাচ্চার আযান ও ইকামত দেয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : নাবালেগ অবুঝ বাচ্চার আযান ও ইকামত দেয়া নাজায়েয তবে যদি বাচ্চা বুঝমান হয় তাহলে তার আযান ও ইকামত দেয়া জায়েয আছে।

كما فى العالمغيرية : اذان الصبى العاقل صحيح من غير كراهة ولكن اذان البالغ افضل واذان الصبى الذى لا يعقل لا يجوز (الباب الثانى فى الاذان جا صـ٥٤ حقانية)

(প্রমাণ : শামী ১/৩৯৪, আলমগীরী ১/৫৪, বাদায়ে ১/ ৩৭২, আল বাহরুর রায়েক ১/৩৬৪)

রেকর্ড করে আযান দেওয়া

প্রশ্ন : আযান রেকর্ড করে নামাযের সময় রেকর্ড চালু করে দিলে আযান আদায় হবে কি? আদায় না হলে তার কারণ কি?

উত্তর : রেকর্ডারের সাহায্যে আযান দিলে আযান আদায় হবে না।

আদায় না হওয়ার কারণ, ১। মুয়াযযিন বা ইমাম সেই হতে পারে যে ব্যক্তি কথক ও বাকশক্তি সম্পন্ন। আর রেকর্ডারের বাকশক্তি নাই বরং ইহা আওয়াজ নকলকারী। ২। আযান ও ইকামত হলো ইবাদত যা মানুষ বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে সাথে অন্তর দ্বারা আঞ্জাম দিয়ে থাকে। আর রেকর্ডার হলো,

অনুভূতিহীন যন্ত্র যার আওয়াজকে ইবাদত বলা যায় না। তাছাড়া মুয়াযযিনের আরো যে সকল গুণাবলী রয়েছে তা রেকর্ডারের মধ্যে পাওয়া যায় না।

وفى بدائع الصنائع : وامّا اذان الصبى الذى لا يعقل فلا يجزئ ويعاد لان ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به كصوت الطيور (جا صـ٣٧٢ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : শামী-১/৩৯০ বাদায়ে-১/৩৭২ আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ২৯/২৫৮, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৫৯৯)

বিশ্ব ইজতেমায় একাধিক ব্যক্তির আযান

প্রশ্ন : বিশ্ব ইজতেমায় একাধিক মানুষ মিলে একাধিক জায়গায় একই নামাযের জন্য আযান দেয়, এটা শরীআত সম্মত কি?

উত্তর : এক নামাযের জন্য একাধিক মানুষ মিলে একাধিক জায়গায় প্রয়োজনে আযান দেয়া জায়েয আছে। ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় ইহাকে আযানে জাওক, আযানে সুলতানি বলে।

وفى الفقه على المذاهب الاربعة : نعم اذا اتى به اثنان او اكثر بحيث يعيد كل واحد ما نطق به الاخر بدون تحريف وبذلك يؤذن كل واحد منهم اذانا كاملا فانه يصح وتحصل به سنة الاذان (جا صـ٢٤٧)

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী-১/৫৯৯, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/২৪৭, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া-১/৩৭১)

এক ব্যক্তির দুই মসজিদে আযান দেয়া প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : এক মুয়াযযিনের দুই মসজিদে আযান দেয়া জায়েয কি না?

উত্তর : এক মুয়াযযিনের দুই মসজিদে আযান দেয়া মাকরূহ।

كما فى غنية المستملى : ويكره ان يؤذن فى مسجدين لانه يكون فى احدهما داعيا الى ما لا يفعل. (فصل فالسنن المراد بالسنن الخ. صـ٣٦١ مذهبى كتب خانه)

(প্রমাণ : কাবীরী, ৩৬১, দুররে মুখতার ১/৬৫, বাদায়ে ১/৩৭৫, তাতার খানিয়া ১/৭৫)

ঘরে নামায আদায়কারীর আযান ইকামত

প্রশ্ন : মহল্লার মসজিদের আযান যদি ঘর থেকে শুনা যায় তাহলে বিশেষ ওযরের কারণে ঘরে নামায আদায়কারী ব্যক্তির জন্য আযান ইকামতসহ নামায আদায় করতে হবে কি না? আযান ইকামত ছাড়া নামায পড়লে তা হবে কি?

উত্তর : না, আযান ও ইকামত দেয়া জরুরী নয়। তবে ইকামতসহ নামায আদায় করা মুস্তাহাব। মহল্লার মসজিদে যদি আযান না হয় তাহলে ঘরে নামায আদায়কারীর জন্য আযান ইকামত উভয়টি ছেড়ে দেয়া মাকরূহ। শুধু আযান ছেড়ে দিলে মাকরূহ হবে না। তাই আযান না দিলেও কমপক্ষে ইকামত দিবে।

وفى التاتارخانية : اذا صلى رجل فى بيته واكتفى باذان الناس واقامتهم اجزاه من غير كراهة وفى التجريد وان اذن فهو افضل... (فى المتفرقات جا صـ٣٢٦-٢٧ دار الايمان)

(প্রমাণ : শামী ১/৩৯৫, তাতার খানিয়া, ১/৩২৬, বাদায়ে, ১/৩৭৭, হিদায়া ১/৯২, কানযুদ দাকায়েক-২০)

আযান এক স্থানে এবং জামাআত অন্য স্থানে হওয়া

প্রশ্ন : অনেক সময় দেখা যায় মসজিদের মাইক বাড়িতে রেখে আযান দেয়া হয়। এমতাবস্থায় আযান এক জায়গায় আর জামাআত অন্য জায়গায় হওয়াতে শরীআতের কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় শরীআতের কোন নিষেধাজ্ঞা নাই।

فى سنن ابى داؤد : عن عروة بن الزبير عن امرأة من بنى النجار قالت كان بيتى من اطول بيت كان حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه الفجر فياتى. بسحر فيجلس على البيت ينظر الى الفجر فاذا راه تمطى (جا صـ٧٧ المكتبة الاشرفية)

(প্রমাণ : আবু দাউদ ঃ ১/৭৭, দুররে মুখতার-১/৬৩, কাশফুল আস্তার ১/৬৩, আল বাহরুর রায়েক-১/২৫৮)

আযান-ইকামত ও জুমআর ছানী আযানের জওয়াব দেওয়া

প্রশ্ন : (ক) আযান ও ইকামতের জওয়াব দেয়া ওয়াজিব না সুন্নাত। (খ) জুমআর ছানী আযানের জওয়াব কিভাবে দিবে। (গ) আযানের জওয়াব দিতে বিলম্ব হলে কতক্ষণ পর্যন্ত বিলম্ব করে দিলে সহীহ হবে।

উত্তর : (ক) আযান ও ইকামতের জওয়াব দেয়া সুন্নাত। (খ) জুমআর ছানী আযানের জওয়াব মুখে দিবে না বরং দিলে দিলে দিবে। (গ) যদি আযানের জওয়াব দিতে বিলম্ব হয় তাহলে আযান শেষ হওয়ার সাথে সাথে বেশী দেরি না করে আযানের জওয়াব দিবে। বেশী বিলম্ব হলে জওয়াব দিবে না।

والشامية: فلو سكت حتى فرغ كل الاذان ثم اجاب قبل فاصل طويل كفى فى اصل سنة الاجابة كما هو ظاهر. (جا صـ٣٩٨ اجابة الاذان سعيد)

(প্রমাণ : মিশকাত ১/৬৪, শামী ১/৩৯৬, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৬১১)

একাধিক মসজিদে আযান দিলে কোনটির জওয়াব দিবে

প্রশ্ন : আমার বাসায় চার পাশ থেকে আযানের আওয়াজ আসে এবং আমি কোন মসজিদেই নিয়মিত নামায পড়ি না। এখন আমার জানার বিষয় হলো আমি কোন আযানের জওয়াব দিব?

উত্তর : যদি আযান আগে পরে হয়, তাহলে প্রথম আযানের জওয়াব দিবে। আর যদি এক সাথে হয় তাহলে উত্তম হলো নিজের মহল্লার মসজিদের আযানের প্রতি লক্ষ রেখে জওয়াব দিবে। এবং যে কোন এক আযানের প্রতি লক্ষ রেখে জওয়াব দেয়া জায়েয আছে।

وفی رد المحتار : والذی ینبغی اجابة الاول سواء كان موذن مسجده او غيره فان سمعهم معا اجاب معتبرا كون اجابته لمؤذن مسجده ولو لم يعتبر ذلك جاز وانما فيه مخالفة الاولى (جا صـ٤٠٠ سعيد)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক-১/২৬৯, শামী-১/৪০০, ফাতহুল কাদীর-১/২১৭, মারাকিউল ফালাহ-২০৩)

আযানের কিছু অংশ শুনলে পুরা আযানের জওয়াব দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : যে আযানের কিছু অংশ শুনে আর কিছু অংশ শুনে না। সে কিভাবে আযানের জওয়াব দিবে? এবং মহিলাদের আযানের জওয়াব দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : যে ব্যক্তি আযানের কিছু অংশ শুনে আর কিছু অংশ শুনে না সেও পূর্ণ আযানের জওয়াব দিবে, আর মহিলাদের উপর আযানের জওয়াব দেয়া সুন্নাত, তবে হায়েয নেফাস অবস্থায় না দেয়া উত্তম।

وفی الفقه الاسلامی وادلته : ويجيب المؤذن سواء سمع الاذان كله ام بعضه. جا صـ٦١١ رشيدية)

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৬১১, শামী-১/৩৯৬, দুররে মুখতার ১/৬৪, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/২৪৯, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ২/৩৭২)

আযান চলাকালীন সময় সালাম দেওয়া

প্রশ্ন : কেউ কেউ বলেন, আযান চলাকালীন সময় কাউকে সালাম দেয়া বা সালামের উত্তর দেয়া উভয়টা মাকরূহ। আর কেউ বলেন শুধু আযান দাতাকে সালাম দেয়া মাকরূহ। এখন প্রশ্ন হলো, আযান চলাকালীন সময়ে সালাম দেয়া বা সালামের জওয়াবের ব্যাপারে শরয়ী বিধান কি?

উত্তর : আযান চলাকালীন সময়ে মুয়াযযিনকে সালাম দেয়া মাকরূহ। এবং মুয়াযযিনের উপর সালামের জওয়াব দেয়া আবশ্যক নয়। কিন্তু মুয়াযযিন ব্যতিত অন্যদেরকে সালাম দেয়া মাকরূহ নয় এবং তাদের উপরও সালামের জওয়াব দেয়া ওয়াজিব নয়। তবে উচিৎ হল তাদেরকেও সালাম না দেওয়া।

فى رد المحتار : وحاصلها انه يأثم بالسلام على المشغولين بالخطبة او الصلاة او قراءة القران او مذاكرة العلم او الاذان او الاقامة وانه لا يجب الرد فى الاولين (مطلب الموضع التى يكره فيها السلام جا صـ٦١٨ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ১/৬১৮, কাবীরী ৩৬০, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-৩/৫৮২)

ঈদ, নফল, বিতর, জানাযা ও মহিলাদের জন্য আযান ইকামতের হুকুম

প্রশ্ন : ঈদ, নফল, বিত্‌র, জানাযা ও মহিলাদের জন্য আযান সুন্নাত না হওয়ার কারণ কি?

উত্তর : আযান সুন্নাত হওয়ার জন্য ৩টি শর্ত। ১. নামায হওয়া ২. নামাযটি ফরয হওয়া ৩. জামাআত মুস্তাহাব হওয়া। ঈদ, বিত্‌র, নফল নামাযের জন্য আযান সুন্নাত নয় কারণ এগুলো ফরয নামায নয়। জানাযার নামাযে আযান সুন্নাত নয়। কারণ ইহা প্রকৃতপক্ষে নামায নয়। মহিলাদের জন্য আযান সুন্নাত নয় কারণ তাদের জন্য জামাআতে নামায পড়ার হুকুম নাই।

كما فى بدائع الصنائع : وامّا بيان محل وجوب الاذان فالمحل الذى يجب فيه الاذان ويؤذن له الصلوات المكتوبة التى تودى بجماعة مستحبة فى حال الاقامة. (جا صـ٣٧٦ زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/৫৩, বাদায়ে-১/৩৭৬, খুলাছা-১/৪৮)

ইকামতের সময় মুয়াযযিন কোথায় দাঁড়াবে?

প্রশ্ন : নামাযের সময় ইকামত কোথায় দাঁড়িয়ে দিবে? ইমাম বরাবর পিছনে দাঁড়িয়ে ইকামত দেয়া জরুরী কি না? এবং একাকি নামায পড়ার সময় আযান-ইকামত দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : ইমাম বরাবর পিছনে দাঁড়িয়ে ইকামত দেয়া জরুরী নয়। বরং মসজিদের যে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে ইকামত দিতে পারবে। তবে উত্তম হলো ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে দেওয়া। এবং একাকি ফরয নামায পড়ার সময়ও আযান ইকামত দেয়া মুস্তাহাব। তবে শুধু ইকামতের দ্বারাও যথেষ্ট হয়ে যাবে।

وفى التاتارخانية : واذا انتهى المؤذن الى قوله قد قامت الصلوة له الخيار ان شاء اتمها فى مكانه وان شاء مشى الى مكان الصلوة اماما كان المؤذن او لم يكن (باب الاذان جا صـ٣٢٩ المكتبة دار الايمان)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক-১/২৬১, তাতার খানিয়া-১/৩২৯, কাবীরী-৩৫৮, হাশিয়ায়ে ত্বহত্বাবী-১৯৫, আলমগীরী-১/৫৬)

হেঁটে হেঁটে একামত দেওয়া

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি ইকামত প্রদানকালে দ্বিতীয় কাতার থেকে প্রথম কাতারে চলে আসেন তথা হেঁটে হেঁটে ইকামত দেন। এমতাবস্থায় তাঁর ইকামত সহীহ হলো কিনা? না হলে পুনরায় ইকামত দেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা?

উত্তর : ইকামত দেওয়া অবস্থায় চলাচল করা অনুচিত। এতদসত্ত্বেও ইকামত সহীহ হয়ে যায়, তাই দ্বিতীয়বার দিতে হবে না।

وفى قاضيخان : ولا ينبغى للمؤذن ان يتكلم فى الاذان او فى الاقامة أو يمشى لأنه شبيه بالصلاة (باب الاذان ٣٨/١ اشرفيه)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ১/২৫৭, কাজীখান ১/৩৮, বিনায়া ২/৯৭

আযানের পূর্বে আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়া

প্রশ্ন : আযানের পূর্বে আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ বলার হুকুম কি এর কোন প্রমাণ আছে কি?

উত্তর : না, তার কোন প্রমাণ নাই। তাই তা বর্জন করা আবশ্যক।

كمافى الدر المختار: هولغة الاعلام وشرعا اعلام مخصوص لم يقل بدخول الوقت ليعم الفائتة وبين يدى الخطيب على وجه مخصوص بالفاظ كذلك اى مخصوصة ـ(باب الاذان ٣٨٣/١)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৩৮৩, আলমগীরী ১/৫৫, খানিয়া ১/৭৮, শামী ১/৩৮৩

আযানের শব্দ বাংলাভাষায় বলা

প্রশ্ন : আযানের শব্দগুলো বাংলা ভাষায় বললে আযান হবে কি?

উত্তর : আরবীতেই আযান দিতে হবে। আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় আযানের শব্দগুলো বললে তা আযান বলে বিবেচিত হবে না।

كما فى الهندية : ولا يؤذن بالفارسية ولا بلسان اخر غير العربية ـ (فصل فى كلمات الاذان ١/٥٥ حقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৫৫, হাশিয়ায়ে তৃহতবী ১৯৬, শামী ১/৩৮৩, মাউসুআ ২/৩৬৪

রেডিও টেলিভিশনের আযানের জাওয়াব

প্রশ্ন : টেলিভিশন ও রেডিওর মধ্যে যে আযান দেওয়া হয় তার জবাব দেওয়া সুন্নাত কি না?

উত্তর : মুয়াজ্জিনের আযান যদি টেলিভিশন বা রেডিওতে সরাসরি সম্প্রচার করা হয় তাহলে তার জবাব দেওয়া সুন্নাত, অন্যথায় সুন্নাত নয়।

كمافى الشامية : ان اذان الصبى الذى لا يعقل لا يجزى ويعاد لان ما صدر لا عن عقل لا يعتدبه كصوت الطيور (باب صفات المؤذن ١/٣٩٢)

প্রমাণ ঃ শামী ১/৩৯২, বাদায়ে ১/৩৭২, আলমগীরী ১/৫৪, তাতারখানিয়া ১/৩১৯

মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : জুমা ব্যতীত অন্যান্য আযান মসজিদের ভিতরে দেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, জায়েয আছে। যদিও বিভিন্ন কিতাবে মসজিদের বাহিরে উঁচু স্থানে আযান দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হল মানুষের নিকট ভালভাবে আযানের আওয়ায পৌছা। আর বর্তমানে যেহেতু ব্যাপকভাবে লাউডস্পীকার বা মাইকে আযান দেওয়া হয়, যে কারণে মসজিদে আযান দেওয়া হোক বা অন্য কোন নিচু স্থানে আযান দেওয়া হোক সর্বাবস্থায় আযানের আওয়াজ লোকদের নিকট ভালভাবে পৌছে যায়। এজন্য মসজিদের ভিতরে মাইক ইত্যাদিতে আযান দেওয়াতে কোন সমস্যা নেই।

كمافى الشامية : وينبغى للمؤذن ان يوذن فى موضع يكون اسمع للجيران ويرفع صوته ـ (١/٣٨٤)

প্রমাণ ঃ শামী ১/৩৮৪, ইলাউস সুনান ৮/৬৯, আল বাহরুর বায়েক ১/২৫৫, হাশিয়ায়ে তহতবী ১/১৭

ওয়াক্তের পর আযানের পূর্বেই সুন্নাত পড়া

প্রশ্ন : যোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পর আযানের পূর্বেই যদি চার রাকাত সুন্নাত আদায় করে নেয় তাহলে তা আদায় শুদ্ধ হবে কিনা?

উত্তর : নামায আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য নামাজের ওয়াক্ত হওয়া শর্ত। আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমার নামাজের পূর্বে আযান দেওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, আযান দেওয়া নামায সহীহ হওয়ার জন্য কোনো শর্ত নয়। অতএব কেউ যদি যোহরের ওয়াক্ত হওয়ার পর আযানের পূর্বেই সুন্নাত পরে নেয়, তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে। দ্বিতীয় বার পড়ার প্রয়োজন নেই।

وكما فى فتح القدير: الاذان سنة اى سنة الهدى صلاة الجمعة وسائر الفرائض دون ما سواها (باب الاذان ۲۱۰/۱ رشيدية)

প্রমাণ ঃ ফাতহুল কাদীর ১/২১০, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৫৯৪

মুয়াজ্জিন ব্যতীত অন্য কেউ ইকামত দেওয়া

প্রশ্ন : মুয়াজ্জিনের উপস্থিতিতে তার বিনা অনুমতিতে অন্য কেউ ইকামত দেওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : মাকরুহ।

وفى الدر المختار : اقام غير من اذن بغيبته اى المؤذن لا يكره مطلقا واذ بحضوره كره ـ (باب الاذان ٦٤/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/৫০, হিন্দিয়া ১/৫৪, খুলাসা ১/৫০, দুররে মুখতার ১/৬৪

গভীর রাত্রে আযানের হুকুম

প্রশ্ন : সুবহে সাদেকের পূর্বে গভীর রাত্রে আযান দেওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : গভীর রাত্রে সাহরী বা তাহাজ্জুদের জন্য আযান দেওয়া জায়েয আছে। যা প্রথম যুগে প্রচলন ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে এর প্রচলন না থাকায় এর থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা এর দ্বারা মানুষ সুবহে সাদিক হওয়ার বিভ্রান্তির মধ্যে পরবে। বর্তমানে সাহরী খাওয়া বা তাহাজ্জুদের জন্য অন্য পদ্ধতিতে লোকদেরকে ডাকা হয়।

كما فى صحيح البخارى: عن عبدالله بن مسعود رض عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم او احدا منكم اذان بلال من سحوره فانه يؤذن او ينادى بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم (باب الاذان ۸۷/۱ اشرفية)

প্রমাণ : সহীহ বুখারী ১/৮৭, বাদায়ে ১/৩৮১, আল বাহরুর রায়েক ১/২৬৩, তাতার খানিয়া ১/৩২৫, মাওসুআ ১/৬০৩, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৫৯৮,

আযান শুনে মসজিদে আসা জরুরী নাকি উত্তর দেওয়া

প্রশ্ন : আযান শুনে মসজিদে এসে জামাতে শরীক হওয়া ওয়াজিব নাকি মৌখিক ভাবে আযানের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব?

উত্তর : মসজিদে এসে জামাতে শরীক হওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, যা ওয়াজিব এর নিকটবর্তী। তবে মৌখিকভাবে আযানের উত্তর দেওয়া মুস্তাহাব।

وفى الشامية: ولو كان خارجه اجاب بالمشى اليه بالقدم ولو اجابا باللسان لا به لا يكون مجيبا (مطلب فى كراهة تكر رالجماعة فى المسجد١/٣٩٨ سعيد)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৫৯, শামী ১/৩৯৮, আল বাহরুর রায়েক ১/৩৪৪, হিদায়া ১/১২১ তাতার খানিয়া ১/৩২৭, ফাত্হুল কাদীর ১/২১৭

اشهد ان محمدا رسول الله শুনে দরূদ পড়া

প্রশ্ন : আযানের সময় বা ইকামতের সময় اشهد ان محمدا رسول الله শুনে দরূদ শরীফ পড়ার বিধান কি?

উত্তর : আযান ও ইকামতের উত্তর দেওয়ার নিয়ম যা হাদীস শরীফে এসেছে তা হলো, মুয়াজ্জিন اشهد ان محمدا رسول الله বললে শ্রোতাগণও তার উত্তরে اشهد ان محمدا رسول الله ই বলবে। অতএব اشهد ان محمدا رسول الله এর উত্তরে দরূদ শরীফ পড়া ভুল ও সুন্নাতের পরিপন্থি।

وفى الشامية: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل مايقول ثم صلوا على فانه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لى الوسيلة فانها منزلة فى الجنة لا تنبغى الالعبد مؤمن من عباد الله وارجو أن اكون انا هو فمن سال الله لى الوسلة حلت له الشفاعة ـ(٣٩٧/١)

প্রমাণ ঃ সহীহ বুখারী ১/৮৬, মুসলিম ১/১৬৬, আবু দাউদ ১/৭৮, তাতারখানিয়া ১/৩২৭, শামী ১/৩৯৭

একাকী নামায আদায় করলে তার জন্য আযান ইকামতের বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি একাকী নামায আদায় করে, তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য আযান ইকামতের বিধান কি?

উত্তর : প্রত্যেক ফরয নামাজের জন্য আযান দেওয়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তবে যদি কোন ব্যক্তি ঘরে জামাতের সাথে অথবা একাকী নামায আদায় করে, এবং

মহল্লার মসজিদে আযান ও একামত হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য আযান-ইকামত ছাড়া নামায পড়া জায়েয আছে। তবে আযান দেওয়া উত্তম। আর যদি এমন জায়গায় নামায আদায় করে যেখানে আযান-ইকামত হয় নাই, সেখানে আযান ছেড়ে দেওয়া জায়েয আছে, তবে ইকামত ছেড়ে দেওয়া মাকরূহ হবে।

وفى العالمكيرية: ويكره اداء المكتو بة بالجما عة فى المسجد بغير اذان واقامة ولا يكره تركهما لمن يصلى فى المصر اذا وجدفى المحلة ولا فرق بين الواحد و الجما عة والا فضل ان يصلى بالاذان والاقامة واذا لم يؤذن فى تلك المحلة يكره له تركهما ولو ترك الاذان وحده لا يكره ولو ترك الاقامة يكره ولو صلى فى بيته فى قرية ان كان فى القرية مسجد فيه اذان واقامة فحكمه حكم من صلى فى بيته فى المصروان لم يكن فيها مسجد فحكمه حكم المسافر وان صلوابجما عة فى المفازة تاركوا الاذان لا يكره وان تركوا الاقامة يكره (باب الاذان ١/ ٥٤ حقانية)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৬৪, আলমগীরী ১/৫৪, শামী ১/৩৮৪, হিদায়া ১/৯২, বাদায়ে ১/৩৭৭, আল বাহরুর রায়েক ১/২৬৫

আযানের সুন্নাত তরীকা

প্রশ্ন : সুর দিয়ে টেনে আযান দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : আযানের বাক্যের মাঝে মদ বা টেনে পড়ার তরীকা হল আযানের বাক্যগুলো লম্বা করা। এবং প্রত্যেক বাক্যের শেষে থামা, আর আযানের যেই حرف (অক্ষর)-এর উপর কোন মদ নেই তা লম্বা করে পড়া লাহনে জলি, যাহা হারাম। তবে আযানের যেই বাক্যের মধ্যে মদ্দে আছলী রয়েছে অথবা মদ্দে মুনফাছিল, বা মদ্দে আরযী রয়েছে ঐ সমস্ত বাক্যের মধ্যে টানিয়া পড়া শুধু জায়েযই নয় বরং উত্তম। তবে তরঙ্গ সৃষ্টি করা ও উঁচু নিচু করা মাকরূহ।

উলামাগণ লেখেন যে, কোরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে যে সকল কাওয়ায়েদের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী তদ্রুপ আযান-ইকামত ও তাকবীরের ক্ষেত্রেও সে-সকল কায়দার প্রতি লক্ষ রাখা জরুরী।

আযানের মদের মধ্য থেকে 'আল্লাহ' এর লামের মদের ক্ষেত্রে ফিকাহ শাস্ত্রের কিতাবে ১ আলিফ এর অধিক টানাকে মাকরুহ বলা হয়েছে। এবং মদ্দে

মুনফাসিলে ৪ আলিফের অধিক ও মদ্দে আরযীতে ৫ আলিফের অধিক টানাকে মাকরুহ বলা হয়েছে। সুতরাং যদি সুর দিয়ে টেনে আযান দেওয়ার দ্বারা আযানের বাক্যে পরিবর্তন হয়ে যায় এবং লাহনে জলি হয় তাহলে হারাম হবে। যেমন আল্লাহ শব্দের আলিফকে এবং আকবার শব্দের বাকে লম্বা করে পড়া। সুতরাং যদি মদ, গুন্নাহ, ও কায়দা কানুন ঠিক রেখে সুর দিয়ে আযান দেওয়া হয় তাহলে জায়েয আছে তবে গানের আওয়াজ ও তরঙ্গ করা যাবে না।

وفى البحر الرائق: (قوله واللحن) اى ليس فيه لحن تلحين وهو كما فى المغرب التطريب والترنم يقال لحن فى قرائته (باب سنن الاذان ١/ ٢٥٦ رشيدية)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৬২, কানযুদ দাকায়েক ১৮, শামী ১/৪৮১, হাশিয়াতুত ত্বহতবী ১৯৯, আল বাহরুর রায়েক ১/২৫৬, আল ফিকহুল ইসলামি ১/৬০৮

ফাসেকের আযান ও ইকামত দেওয়া

প্রশ্ন : ফাসেক ব্যক্তির আযান ও ইকামত দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : ফাসেক ব্যক্তির আযান ও ইকামত দেওয়া মাকরুহ, এজন্য দ্বিতীয়বার আযান দেওয়া মুস্তাহাব। তবে ইকামত দ্বিতীয়বার দিতে হবে না।

وفى البحر الرائق: وصرحوا بكراهة أذان الفاسق من غير تقييد بكونه عالما او غيره : (باب الاذان ١/ ٢٥٤ رشيدية)

প্রমাণ : দুররে মুখতার : ১/৬৪, শামী : ১/৩৯৩, তাতার খানিয়া : ১/৩২৪, আল বাহরুর রায়েক ১/২৫৪, সিরাজিয়া : ৫৩, মাওসুআ ২/৩৬৮, আল ফিকহুল ইসলামি ১/৬০০

আযানের জওয়াব দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

প্রশ্ন : আযানের জওয়াব দেওয়ার সুন্নাত তরীকা কি?

উত্তর : আযানের জওয়াব দেওয়ার সুন্নত তরীকা হল

মুয়াজ্জিন যেই শব্দগুলো বলবে উত্তরদাতা সেই শব্দগুলোই বলবে, তবে حى على الصلوة এবং حى على الفلاح এর উত্তরে لاحول ولا قوة الا بالله বলবে, এবং ফজরের আযানের মধ্যে الصلاة خير من النوم এর উত্তরে صدقت وبررت বলবে।

وفى الدر المختار: يجيب من سمع الأذان بان يقول كمقالته الا فى الحيعلتين فيحوقل وفى الصلوة خير من النوم فيقول صدقت وبررت ـ (باب الأذان ١/ ٦٤ زكريا)

প্রমাণ : সহীহ মুসলিম ১/১৬৬, দুররে মুখতার ১/৬৪, আল বাহরুর রায়েক ১/২৫৯,

মাহফিলের আযান মসজিদের জন্য যথেষ্ট

প্রশ্ন :– যদি মসজিদ সংলগ্ন কোথাও ধর্মীয় মাহফিল হয় তাহলে মসজিদে আযান না দিয়ে মাহফিলে আযান দিলে মসজিদের আযানের জন্য যথেষ্ট হবে কিনা?

উত্তর : মসজিদ সংলগ্ন মাঠে মাহফিল হলে মাহফিলের স্টেজের আযান মসজিদের জন্য যথেষ্ট হবে। তবে মাঠের জামাতে শুধু ইকামাত দিলেই চলবে। যদি মাহফিলের মাঠ মসজিদ সংলগ্ন নয় তাহলে উভয় জায়গায় আযান-ইকামাত দিয়ে জামাত করবে।

كما فى الشامية: اى فيما يتعلق بالبلد من الدار والكرم وغيرهما قهستانى وفى التفاريق : وان كان كرم او ضيعة يكتفى باذان القرية او البلدة إن كان قريبا والا فلا وحد القرب ان يبلغ الأذان اليه منها (باب الاذان ١/ ٣٩٥ سعيد)

প্রমাণ : শামী ১/৩৯৫, তাতার খানিয়া ১/৩২৭, বাদায়ে ১/৩৭৭, হিন্দিয়া ১/৫৪,

জুতা পরিধান করে আযান দেয়া

প্রশ্ন : জুতা পরে বা জুতার উপর পা রেখে আযান দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : জুতা পরে বা জুতার উপর পা রেখে আযান দেওয়া জায়েয আছে। তবে যদি জুতায় নাপাক লেগে থাকে, তাহলে জুতা খুলে আযান দেওয়া উত্তম।

وفى حاشية سنن ابن ماجة : يصلى النبى صلى الله عليه وسلم فى نعليه هذا اذا كانا طاهرين ومع ذلك الادب خلع النعلين (باب الصلوة فى النعال ٧٢ حاشيه ٩٩ اشرفية)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/৯১, হাশিয়ায়ে সুনানে ইবনে মাজাহ ৯/৭২, দুররে মুখতার ১/৭৩, আল বাহরুর রায়েক ১/২৬৮, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ ২/১২১

اشهد ان محمدا শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করা

প্রশ্ন : আযানের মধ্যে اشهد ان محمدا رسول الله শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করে চোখে লাগানোর বিধান কি?

উত্তর : আযানের মধ্যে اشهد ان محمدا رسول الله শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করে চোখে লাগানো কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই, বরং দু'একটা দূর্বল হাদীসে উক্ত আমলের কথা পাওয়া যায়। এ কারণে উক্ত আমল বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

وفی الشامية: من قبل ظفری ابها مه عند سماع اشهد ان محمدا رسول الله فی الاذان انا قائده ومد خله فی صفو ف الجنة وتمامه فی حواشی البحر للرملی عن المقاصد الحسنة للسخاوی وذکر ذلك الجراحی واطال ثم قال ولم یصح فی المر فوع من کل هذا شیئ۔ (باب فی کراهة تکرار الجماعة ۱/ ۳۹۸ سعید)

প্রমাণ : বুখারী ১/৮৬, শামী ১/৩৯৮, তাতার খানিয়া ১/৩২৭

মহিলাদের জন্য আযানের জওয়াব দেওয়া

প্রশ্ন : মহিলাদের জন্য আযানের জওয়াব দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : মহিলাদের জন্যও মসজিদের আযানের জওয়াব দেওয়া মুস্তাহাব।

کما فی سنن الترمذی : عن ابی سعید رض قال قال سول الله علیه سلم اذا سمعتم النداء فقولوامثل ما یقول المؤذن (باب الاذان ۱/ ٥١ اشرفیة)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/৫১, হিন্দিয়া ১/৩৮, আল বাহরুর রায়েক ১/২৫৯, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/২৪৯

কুরআন তিলাওয়াতের সময় আযানের জওয়াব

প্রশ্ন : পবিত্র কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সময় আযান শুনলে করণীয় কি?

উত্তর : পবিত্র কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াতের সময় আযান শুরু হলে তিলাওয়াতকারী যদি মসজিদে হয় তাহলে তিলাওয়াত অব্যাহত রাখার অনুমতি আছে। আর যদি বাড়িতে হয় এবং আযান নিজ মহল্লার মসজিদে হয়, তাহলে তিলাওয়াত বন্ধ করে আযানের উত্তর দিবে। তবে পবিত্র কুরআনুল কারীম মুখস্ত করা বা পড়ানোর সময় তিলাওয়াত বন্ধ করে আযানের উত্তর দেওয়া মুস্তাহাব নয়।

وفی فتح القدیر: قاری سمع الاذان فالا فضل له أ ن یمسك ویسمع الاذان به وفی فوائده لو سمع الاذان وهو فی المسجد یمضی فی قرائته وإن کان فی بیته فکذلك إن لم یکن اذان مسجده (باب الاذان ۱/ ۲۲۳ رشیدیة)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/৫১ ফাতহুল কাদীর ১/২২৩ শামী ১/৩৯৬

বসে আযান দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : বসে বসে আযান দেওয়া জায়েয কি না?

উত্তর : ওযর ব্যতিত বসে আযান দেওয়া মাকরুহে তাহরীমী, উক্ত আযান পুনরায় দেওয়া মুস্তাহাব।

وفى التاتار خانية: ويكره الاذان قاعدا الا اذا أذن لنفسه (باب الاذان ١/ ٣٢٤ دارالايمان)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৬৪, শামী ১/৩৯৩, ফাতহুল কাদীর ১/২১৭, তাতার খানিয়া ১/৩২৪

নবজাতকের কানের আযানের জওয়াব

প্রশ্ন : নবজাতকের কানে যে আযান দেওয়া হয় তার জওয়াব দিতে হবে কিনা?

উত্তর : নবজাতকের কানে যে আযান দেওয়া হয় তার জওয়াব দিতে হবে না। কেননা শুধু ঐ আযানের জওয়াব দেওয়া সুন্নাত যা নামাজের জমাতের জন্য দেওয়া হয়।

كما فى الفقه على المذا هب الاربعة : انما تندب الاجابة فى الاذان المشروع اما غير المشروع فلاتطلب فيه الاجابة وهذا متفق عليه : (باب الأذان ١/ ٢٤٩ دار الحديث)

প্রমাণ : আল ফিক্‌হু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/২৪৯, মাওসুআ ২/৩৭২, তাতার খানিয়া ১/৩২৮, নছবুর রায়া ১/৩৩০

খালি মাথায় আযান দেওয়া

প্রশ্ন : খালি মাথায় আযান দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : খালি মাথায় আজান দেওয়া জায়েয আছে। তবে অলসতাবশত সর্বদা এমনটি করা মাকরুহ হবে। কেননা টুপি পরিধান করা সাধারণ পোশাকের ন্যায় সুন্নাত।

وفى التاتارخانية: ويكره الصلوة حاسرا رأسه تكاسلا او تها ونا وفى الذخيرة اذا كان يجد العمامة ولا بأس اذا فعله تذللا وخشوعا (باب فى بيان ما تكره المصلى ١/ ٣٥٢ دارالايمان)

প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর ১/৩৬৫ আলমগীরী ১/৬ দুররে মুখতার ১/৯১ খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৫৭ তাতার খানিয়া ১/৩৫২ আল ফিকহুল ইসলামী ১/৮০৭

আযান ও ইকামতের সময় মুখ ঘুরানো

প্রশ্ন : আযান ও ইকামতের সময় মুখ ঘুরানোর বিধান কি?

উত্তর : আযান ও ইকামতের মধ্যে সুন্নাত হল حى على الصلاة বলার সময় মুখ ডান দিকে এবং حى على فلاح বলার সময় বাম দিকে এমন ভাবে ফিরানো যেন মুখের সাথে সিনা না ঘুরে।

وفى الفقه على المذاهب الاربعة : ومنهاان يلتفت جهة اليمين فى حى على الصلاة وجهة اليسار عند قوله حى على الفلاح بوجهه وعنقه دون صدره وقدميه ـ (مبحث مند وبات الاذان وسنته ١/ ٢٤٩ دار الحديث)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/৮৮, শামী ১/৩৮৭, আল ফিকহু আলাল মাজাহিবুল আরবাআ ১/২৪৯, দুররে মুখতার ১/৬৩, আল বাহরুর বায়েক ১/২৫৮, ফাতহুল কাদীর ১/২১৩,

অজু অবস্থায় আযানের জাওয়াব

প্রশ্ন : অজু করা অবস্থায় যদি আযানের আওয়াজ শুনে তাহলে অজুর দুআ পড়বে? না আযানের জওয়াব দিবে?

উত্তর : অজুকারীর জন্য আযানের জাওয়াব দেওয়া উত্তম। কেননা অজুর দুআসমূহ থেকে আযানের জাওয়াব দেওয়ার প্রতি বেশী গুরুত্ব এসেছে।

وفى البحرالرائق: فى ثمانية مواضع اذا سمع الاذان لا يجيب فى الصلوة واستماع خطبة الجمعة وثلاث خطب الموسم والجنازة وفى تعلم العلم وتعليمه والجماع والمستراح (باب الاذان ١/ ٢٦٠ رشيدية)

প্রমাণ : মুসলিম ১/১৬৬, বাদায়ে ১/৩৮২, দুররে মুখতার ১/৬৪, আল বাহরুর রায়েক ১/২৬০, আলমগীরী ১/৫৭

আযানের পর দুআ করা

প্রশ্ন : আযানের পরে দুআ করা যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ আযানের পরে দুআ করা যাবে এবং আযানের পরে দুআ কবুল হওয়ার কথা হাদীসে বর্ণিত আছে।

كما فى الترمذى: عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة (باب ان الدعاء لايرد ١/ ٥١ اشرفية)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/৫১, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ১/৩৫, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৬১৪, আল বাহরুর রায়েক ১/১৫৯, মাওসুআ -১/৩৭

পেশাব-পায়খানা রত অবস্থায় আযানের জওয়াব

প্রশ্ন : কাজায়ে হাজাত (পেশাব পায়খানা) রত অবস্থায় আযান শুনলে উত্তর দিতে পারবে কিনা?

উত্তর : না, উল্লিখিত অবস্থায় আযানের উত্তর দিতে পারবে না। কেননা কাজায়ে হাজাত অবস্থায় এবং নাপাক স্থানে আল্লাহ তায়ালার যিকির করা নিষেধ।

كما فى الشامية : يجيب من سمع الاذان ولوجنبا ولاحائضا ونفساء وسامع الخطبة وفى صلاة جنازة ومستراح اى بيت الخلاء (باب الاذان ٣٩٦/١ سعيد)

প্রমাণ : শামী ১/৩৯৬, হিন্দিয়া ১/৫০, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবীল আরবায়া ১/৮১, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৬১১, মারাকিল ফালা ৫৫, আল বাহরুর রায়েক ১/২৪৩

কিতাব পড়া পড়ানোর সময় আযানের জওয়াব

প্রশ্ন : কিতাব পড়া বা পড়ানোর সময় আযান হলে আযানের উত্তর দিবে কিনা?

উত্তর : দ্বীনি কিতাব পড়া বা পড়ানোর সময় আযানের উত্তর দেয়ার প্রয়োজন নেই।

كما فى الدر المختار: ويجيب وجوبا وقال الحلوانى ندبا والو اجب الاجابة بالقدم من سمع الاذان ولوجنبا لاحائضا ونفساء وسامع الخطبة وفى صلوة جنازة وجماع ومستراح واكل وتعليم علم وتعلمه (باب الاذان ١/ ٦٤ زكريا)

প্রমাণ : হাশিয়ায়ে তহতবী ২০৩, আল ফিকহু আলা মাযাহিবুল আরবাআ ১/২৫০, দুররে মুখতার ১/৬৩, আল বাহরুর রায়েক ১/২৬০, আল ফিকহুল ইসলামী ৬১১

হায়েয নেফায অবস্থায় আযানের জাওয়াব দেওয়া

প্রশ্ন : হায়েয নেফাস অবস্থায় আযানের জওয়াব দিতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, হায়েয-নেফাস অবস্থায় আযানের জওয়াব দিতে পারবে।

وفى العالمكيرية: ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الاذان ونحوذلك (باب الحيض ٣٨/١ حقانية)

প্রমাণ : হিন্দিয়া ১/৩৮, দুররে মুখতার ১/৫১, আল ফিকহুল ইসলামি ১/৬১১, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৫০, সিরাজিয়া ৫১, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবুল আরবাআ ১২৪৯

নবজাতকের কানে আযান-ইকামতের সময়

প্রশ্ন : নবজাতকের কানে আযান-ইকামত কখন দিতে হয়?

উত্তর : নবজাতকের কানে আযান-ইকামত দেওয়া সুন্নাত। এর সময় হল বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পরেই ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দিবে। তবে যদি ভুলের কারণে ঐ সময় দিতে না পারে তাহলে যখন স্মরণ হবে, তখন দিবে যদিও কয়েক দিন অতিবাহিত হয়ে যায়।

كما فى الترمذى: عن ابى رافع قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن فى أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة بالصلوة (باب العقيقة ١/ ٢٧٨ اشرفية)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/২৭৮, মিরকাত ১/৪১, দুররে মুখতার ১/৩৮৫, মাওসুআ ১/২৫৬

দুই মসজিদের জন্য এক আযান যথেষ্ট নয়

প্রশ্ন : পাশাপাশি দুই মসজিদের ক্ষেত্রে এক মসজিদেই আযান দিলে হবে কিনা?

উত্তর : না, পাশাপাশি একাধিক মসজিদ থাকলে এক মসজিদের আযান অন্য মসজিদের জন্য যথেষ্ট হবে না বরং প্রত্যেক মসজিদের জামাতের জন্য আলাদা আযান দিতে হবে অন্যথায় নামায মাকরুহে তাহরীমী হবে।

كما فى العالمكيرية: ويكره أداء المكتوبة بالجماعة فى المسجد بغير أذان وإقامة (باب الأذان ٥٤/١ الحقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/৫৪, ফাতহুল কাদীর ১/২০৯, তাতার খানিয়া ১/৩১৯, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১-২/৪৭, বিনায়া ২/২২, খানিয়া ১/২

মসিবতের সময় আযান দেওয়া

প্রশ্ন : বালা মসিবতের সময় আযান দেওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : বালা মসিবতের সময় আযান দেওয়া মুস্তাহাব।

كما فى الشامية: قوله لايسن لغيرها من الصلوات والافيندب للمولود الى قوله لغير الصلاة كما فى أذن المولود والمهموم والمصروع والغضبان ومن ساء خلقه من إنسان او بهيمة وعند مزدحم الجيش وعند الحريق ـ (باب الأذان ٣٨٥/١ سعيد)

প্রমাণ : শামী ১/৩৮৫, আল ফিকহুল ইসলামি ১/৬১৮, মাওসুআ ২/৩২৩, আল ফিকহু আলাল মাযাবিবুল আরবাআ ১/২৫৬

এক মসজিদে এক সাথে একাধিক মুয়াজ্জিন আযান দেওয়া

প্রশ্ন : এক মসজিদে এক সাথে একাধিক মুয়াজ্জিন আযান দেওয়া জায়েয কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এক নামাযের জন্য এক মসজিদে এক সাথে একাধিক মুয়াজ্জিনের আযান দেওয়া জায়েয আছে।

كمافى الفقه الاسلامى اد لته : ويصح فى حالة تعدد المؤذنين اما ان يؤذن كل واحد فى منارة ا وناحية او يؤذنوا دفعة واحدة فى موضع واحد (باب الأذان ٦٠٧/١)

প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ১/৬০৭, মাউসুআ ২/৩৭৩, আল ফিকহু আলাল মাজাহিবুল আরবাআ ১/২৪৭,

আযান ও ইকামতের জওয়াবের হুকুম

প্রশ্ন : আযান ও ইকামতের জাওয়াবের হুকুম কি?

উত্তর : জামাতে শরীক হওয়ার দ্বারা জাওয়াব দেয়া ওয়াজিব, আর মুখে আযানের উত্তর দেয়া মুস্তাহাব আর ইকামতের জাওয়াবও মুস্তাহাব।

كما فى مسلم : عن ابى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن (باب استحباب القول مثل قول المؤذن ١/ ١٦٦)

প্রমাণ : মুসলিম ১/১৬৬, দুররে মুখতার ৬৪/১, শামী ১/৩৯৬, বাদায়ে ১/৩৮২, ফাতহুল কাদীর ১/২১২

বিনিময় নিয়ে আযান ও ইকামত

প্রশ্ন : বিনিময় নিয়ে আযান ও ইকামাত দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : আযান ও ইকামাত দিয়ে এর বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয আছে।

كما فى البحر الرائق: أماعلى المختار الفتوى فى زماننا فيجوز اخذ لاجر للاما م والمؤذن (باب الاذان ١/ ٢٥٤ رشيدية)

প্রমাণ : আল বাহরুর বায়েক ১/২৫৪, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়াদিলাতুহু ১/৬০৬, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবুল আরবাআ ১/২৫৬, তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৪৬১, বাদায়ে ১/৩৭৬,

الصلوة خير من النوم ভুলে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি ফজরের আযানের মধ্যে الصلوة خير من النوم (আস-সালাতু খায়রুম মিনানাউম) বলতে ভুলে যায় তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর : ভুলে যাওয়া বাক্যটি আযানের মধ্যেই যদি স্মরণ হয়, তাহলে ছুটে যাওয়া বাক্য থেকে শেষ পর্যন্ত বাক্যসমূহ বলে আযান পরিপূর্ণ করবে। আর যদি আযান পরিপূর্ণ করার সাথে সাথে স্মরণ হয়। তাহলে শুধু ভুলে যাওয়া বাক্যটি বলবে। আর যদি কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর স্মরণ হয় তাহলে দ্বিতীয় বার আযান দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

وفى العالمكيرية: واذاقدم فى اذانه او فى اقامته بعض الكلمات على بعض نحو ان يقول اشهد ان محمد ارسول الله قبل قوله اشهد ان لا اله الا الله فالا فضل فى هذا ان ماسبق على أو انه لا يعتدبه حتى يعيده فى اوانه وموضعه وان مضى على ذلك جازت صلاته (باب الاذان الحقاينة ١/ ٣٦٥ المكتبة)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৬৩, রদদুল মুহতার ১/৩৮৯, আল বাহরুর রায়েক ১/২৫৮, আলমগীরী ১/৫৬, মাওসুআ ২/৩৬৫

আযান চলাকালিন বিদ্যুৎ চলে যাওয়া

প্রশ্ন : যদি আযান চলাকালীন অবস্থায় বিদ্যুৎ চলে যায়, এবং মাইকের আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে পুনরায় আযান দিতে হবে কিনা?

উত্তর : আযানের দ্বারা উদ্দেশ্য নামাযীদেরকে জামাতের জন্য আহ্বান করা। সুতরাং আযানের কিছু শব্দ বলার পর যদি বিদ্যুৎ চলে যায়, যার দ্বারা নামাযীরা আযান বুঝতে পারে, এবং মুয়াজ্জিন বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর আযান নিজ গতিতে চালিয়ে যায় এবং শেষ করে, তাহলে পুনরায় আযান দিতে হবে না। আর যদি আযান বন্ধ করে দেয়, তাহলে পুনরায় আযান দিতে হবে।

كما فى العالمكيرية : اذا وقف فى خلال الاذان يعيده اذا كانت الوقفة بحيث تعد فاصله وان كانت يسيرة مثل التنحنح والسعال لا يعيده (باب الاذان ١/ ٥٥)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/৫৫, ফাতহুল কাদীর ১/২২০-২২১, শরহে বেকায়া ১/১৩৬

حى على الصلوة و حى على الفلاح বলার সময় আগে ঘাড় ফিরানো

প্রশ্ন : মুয়াজ্জিন حى على الصلوة ও حى على الفلاح বলতে বলতে ঘাড় ফিরাবে নাকি বলার আগে ফিরাবে?

উত্তর : মুয়াজ্জিন حى على الصلوة ও حى على الفلاح বলার আগে ডানে বামে ঘাড় ফিরাবে অতঃপর حى على الصلوة ও حى على الفلاح বলবে।

كما فى سنن ابى داؤد: عن بن ابى جحيفة عن ابيه قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم بمكة ... قال موسى قال رايت بلالا خرج الى الابطح فاذن فلما بلغ على الصلوة حى على الفلاح لو ى عنقه يمينا وشمالا الى آخر (باب الموذن يستدير فى اذانه ١/ ٧٧ مكتبة الاشرفى)

প্রমাণ : আবু দাউদ ১/৭৭, হিন্দিয়া ১/৫৪, হিদায়া ১/৮৮, ফাতহুল কাদীর ১/২১৩, আল বাহরুল রায়েক ১/২৫৮

আযানের সময় কুকুর ঘেউ ঘেউ করার কারণ

প্রশ্ন : আযানের আওয়াজ শুনে কুকুরের ঘেউ ঘেউ করার কারণ কি?

উত্তর : আযানের আওয়াজ শুনে শয়তান ভেগে যায়। কখনো কখনো তা জানোয়ারের দৃষ্টিতেও আসে, যার কারণে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে আওয়াজ করতে থাকে।

وفی فتاوی محمودیہ : اذان سے شیطان بھاگتاہے بعض دفعہ جانوروں کو بھی وہ نظر آتا ہے اس سے گھبرا کر روتے اور آواز کرتے ہیں (۱۲/۲۰۷ زکریا)

প্রমাণ : সুনানে দারেমী ১/২৭৩ মিশকাত ১/৬৪ মাহমুদিয়া ১৬/২০৭ মাসায়েলে রফয়াত কাসেমী ৪৫

আযানের বাক্য একসাথে বলতে না পারা

প্রশ্ন : শ্বাস ছোট তাই আযানের দুই বাক্য এক সাথে বলতে না পারলে বিধান কি?

উত্তর : ঐ ব্যক্তির আযান আদায় হয়ে যাবে, যদি বাক্যের মাঝে বিরতি বেশী না হয়। তবে এক্ষেত্রে জরুরী হল এমন মুয়াযযিনের ইন্তেজাম করা, যে সুন্নাত মুতাবেক আযান দিতে পারে। এবং শ্বাস লম্বা হয়।

وفی العالمکیریة : اذا وقف فی خلال الاذان یعیده اذا کانت الوقفة بحیث تعد فاصله الا کانت یسیره مثل التحنح والسعال لا یعیده (باب الثانی فی الاذان ۱/ ٥٥ الحقانیة)

প্রমাণ : বুখারী ১/৮৬, আলমগীরী ১/৫৫, তাতার খানিয়াহ ১/৩২৫, ত্বহতবী ১/২০০, মাউসুআ ২/৩৬৫

আযানের সময় বিশেষ দুআ নেই

প্রশ্ন : আযানের সময় বিশেষ কোন দুআ আছে কিনা?

উত্তর : আযানের সময় আযানের জওয়াব ব্যতিত অন্য কোন দুআ নেই। তবে আযানের শেষে আযানের দুআ আছে।

وفی فتح القدیر : والسامع للاذان یجب فیقول مثل ما یقول المؤذن الا فی الحیعلتین فحوقل وعند الصلوة خیر من النوم صدقت وبررت اما الاجابة فظاهر ـ (۲۱۷/۱)

প্রমাণ : বুখারী ১/৮৬, শামী ১/৩৯৮, হিন্দিয়া ১/৫৭, ফাতহুল কাদীর ১/২১৭

আযানের আগে দুআ-দরূদ যিকির আযকার পড়া

প্রশ্ন : বিভিন্ন এলাকায় মসজিদে দেখা যায় যে, অনেকে ফজর ও অন্যান্য নামাযের আযানের আগে, বিভিন্ন দুআ-দরূদ, যিকির-আযকার ও গজল ইত্যাদি পড়ে তারপর আযান দেয়। এখন আমার জানার বিষয় হলো–

(ক) আযানের আগে দোআ-দুরুদ, যিকির-আযকার ও গজল ইত্যাদি বলা যাবে কি না? বিশেষ করে ফজরের আযানের আগে। (খ) রমযান মাসে সেহরীর সময় সূরা-কেরাত বলা কিংবা 'মাইক' দ্বারা মুসল্লিদেরকে নামাযের জন্য ডাকা বা নামাযের জন্য প্রস্তুত হতে বলা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মুসল্লীদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান করার জন্য আল্লাহর নবী (সাঃ) হতে স্বীকৃত পদ্ধতি হল আযান। সুতরাং আযান ছাড়া অন্য কোনভাবে আহ্বান করা যাবে না তবে ব্যক্তিগতভাবে নামাযের জন্য ডাকা যাবে। এবং আযানের পূর্বে বা পরে কোন শব্দ দ্বারাও আহ্বান করা যাবে না। কেননা এর দ্বারা আযানের প্রতি গুরুত্ব ও মহত্ব কমে যাবে। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরাম তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীগণদের যুগেও এর কোন প্রচলন ছিল না। এবং ফুকাহায়ে কেরামগণও এটাকে বেদয়াতের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। তাই আযানের আগে বা পরে দুআ দুরুদ, যিকির, আযকার, গজল ইত্যাদি বলা খেলাফে সুন্নাত।

(ঘ) সাহরীর সময়টা হল একাকী আমলের সময় যদি তখন কেরাত, ইসলামী সঙ্গীত যিকির আযকার উঁচু আওয়াজে বা মাইকে বলা হয় তাহলে অন্যের আমলে ব্যাঘাত ঘটে এবং অসুস্থ ব্যক্তি ও ছোট বাচ্চা যারা ঐ সময় ঘুমে থাকে তাদেরকেও কষ্ট দেওয়া হয়। কাজেই সাহরীর সময় উক্ত কাজগুলো করা ঠিক না। তবে সাহরীর জন্য একান্ত প্রয়োজন মনে হলে কয়েক বার ডাক দেওয়া যেতে পারে। যাতে রোজাদারগণ ঘুম থেকে সহজে উঠতে পারে।

كما فى الشامية : عن الحسن لا بأس بالدف فى العرس يشتهروفى السراجية هذا اذا لم يكن له جلاجل ولم يضرب على هية التطر ب وينبغى ان يكون طبل المسحر فى رمضان لا يقاظ النائمين للسحور كبوق الحمام تامل : (باب الحظر والاباحات ٦/٣٥٠ سعيد)

প্রমাণ : শামী ১/৩৮৩, দুররে মুখতার ১/৩৮৩, তাতার খানিয়া ১/৩২২,

নব জাতকের কানে আযান ও ইকামত দেওয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন : (ক) নব জাতকের কানে আযান ও ইকামত দেওয়ার হুকুম ও পদ্ধতি কি? (খ) যদি নব জাতকের কানে সময় মত আযান ও ইকামত দিতে বিলম্ব হয়, তাহলে কখন দিবে এবং কতদিন পরে দিতে পারবে?

উত্তর : (ক) নব জাতকের কানে আযান ও ইকামত দেয়া সুন্নাত। নব জাতকের কানে আযান ও ইকামত দেওয়ার পদ্ধতি হলো বাচ্চাকে হাতের উপর উঠিয়ে কিবলার দিকে দাঁড়িয়ে ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দিবে। এবং নিয়ম অনুযায়ী حى على الصلوة বলার সময় ডান দিকে এবং حى على الفلاح বলার সময় বাম দিকে মুখ ফিরাবে। (খ) নবজাতকের কানে আযান ও ইকামতের সময় নির্ধারণ নাই। যদি ভুলের কারণে সময়মত না দিতে পারে

তাহলে যখন স্মরণ হয় তখন দিবে যদিও কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে যায়।

وفى تقريرات الرافعى : لما قال العلامة السندى فيرفع المولود عند الولادة على يديه مستقبل القبلة ويؤذن فى اذنه اليمنى ويقيم فى اليسرى ويلتفت فيهما بالصلوة لجهة اليمين وبالفلاح لجهة اليسار وفائدة الاذان فى اذانه انه يدفع ام الصبيان عنه (جامع الفتاوى ـ٥ صـ٢٢٦ اشرفية)

(প্রমাণ : মিশকাত শরীফ ২/২৬৩, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ১/৩৭২, মিরকাত ৮/৮১, জামিউল ফাতাওয়া-৫/২২৬)

নামাযের শর্তাবলী

নিয়ত মুখে উচ্চারণ বা আরবী ভাষায় করা জরুরী না

প্রশ্ন : নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা কি? শুধু মনে মনে নিয়ত করলে নামায হবে কি? আরবী ভাষায় নিয়ত করার বিধান কি?

উত্তর : মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা জরুরী না। অন্তরে নিয়ত থাকাই যথেষ্ট। তবে অন্তরের সাথে সাথে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত করা মুস্তাহাব। আরবী ভাষায় নিয়ত করতে পারলে ভাল, করা জরুরী না।

فى الفقه على المذاهب الاربعة : يسن ان يتلفظ بلسانه بالنية كله يقول بلسانه اصلى فرض الظهر مثلا لان فى ذلك تنبيها للقلب (جا صـ١٧١ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আবরাআ ১/১৭১, হিদায়া-১/৯৬ দুররে মুখতার ১/৬৭)

তোষক, জাযিম ও ফোমের উপর নামায পড়া

প্রশ্ন : তোষক, ফোম বা জাযিমে সিজদা করলে নামায হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত বস্তুসমূহের উপর নামায পড়া অবস্থায় কপাল এতটা দাবাবে যে আর দাবান সম্ভব না তাহলে নামায হবে অন্যথায় হবে না।

وفى العالمغيرية: ولو سجد على الحشيش او التبن او على القطن او الطنفسة او الثلج ان استقرت جبهته وانفه ويجد حجمه يجوز وان لم تستقر لا (جا صـ ٧٠ مكتبة الحقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৭০, খুলাছা ১/৫৪, শামী ১/৪৫৪, আল ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৭০৫)

প্লেনে নামায পড়া অবস্থায় কিবলার হুকুম

প্রশ্ন : প্লেনে নামায পড়া অবস্থায় কিবলা ঠিক না থাকলে করণীয় কি?

উত্তর : প্লেনে নামায পড়া অবস্থায় কিবলা ঠিক না থাকলে, কোন সমস্যা নেই তবে প্রথমে কিবলামুখি হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হলে কিবলা মুখি হয়েই দাঁড়াবে অন্যথায় যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে দাঁড়াবে। তবে পুনরায় ঐ নামায পড়ে নেয়া ওয়াজিব।
উল্লেখ থাকে যে, বর্তমান যামানায় প্লেনে কিবলা বুঝার মত সকল উপকরণ রয়েছে তাই কিবলা ঠিক রেখেই নামায পড়বে।

وفى الطحطاوى: والعلامة الاكمل لم يطلق لزوم الاستقبال بل قيد بالقدرة وعند عدم القدرة على الشيئ كيف يتحقق لزومه والى ما ذكرنا يشير كلام الدرر حيث قال لانه يمكنه الاستقبال من غير مشقة اذ مفهومه انه عند عدم الامكان وعند المشقة لا يلزمه الاستقبال ـ (جـ١ صـ ٤١٠ دار الكتاب)

(প্রমাণ : হাশিয়ায়ে ত্বহত্বাবী ৪১০, শামী ২/১০১ ও ২/৩৯, শরহে যিয়াদাত ১/২৩২)

নৌকায় দাঁড়িয়ে নামায পড়বে নাকি বসে

প্রশ্ন : নৌকায় অবস্থানরত ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে নাকি বসে পড়বে?

উত্তর : নৌকা চলমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে নামায পড়ার চেষ্টা করতে হবে তবে দাঁড়াতে অক্ষম হলে বসে নামায পড়বে। আর যদি স্থির থাকে তাহলে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে বসে পড়লে নামায আদায় হবে না।

وفى بدائع الصنائع : الصلوة فى السفينة اذا صلى فيها قاعدا بركوع وسجود انه يجوز اذا كان عاجزا عن القيام والسفينة جارية ولو قام يدور رأسه ـ (كتاب الصلوة جا صـ٢٩١ زكريا)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা ২৮৬, বাদায়ে ১/২৯১, আলমগীরী ১/২৯১, হাশিয়ায়ে হিদায়া-১/১৬২)

গর্ভবতী মহিলা রুকু সিজদা করতে না পারলে তার বিধান

প্রশ্ন : গর্ভবতী মহিলা যদি রুকু সিজদা না করতে পারে বা কষ্ট হয় তাহলে সে কিভাবে নামায আদায় করবে?

উত্তর : ঐ মহিলা বসে বসে ইশারায় রুকু সিজদা করে নামায আদায় করবে।

كما فى البحر الرائق : لا نه لما عجز عن السجود وجب عليه الا يماء (٣: ١١٣ رشيدية)

প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ২/১১৩, বিনায়া ২/৬৩৬, কিফায়া ১/৪৫৮, হিদায়া ১/১৬১ শরহে কিফায়া ১/১৮৯, নুরুল ঈযাহ ২৭

বাসের সীটে নামায পড়া সম্পর্কে

প্রশ্ন : বাসে যাতায়াত করা অবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত সংকীর্ণ হওয়ার কারণে গন্তব্য স্থলে গিয়ে নামায পড়া সম্ভব না হওয়ায় বাসের সীটে বসে নামায পড়া যাবে কি না? যদি সীটে বসে নামায পড়া যায় তাহলে এমতাবস্থায় কিবলা ঠিক রাখা জরুরী কি না?

উত্তর : ওয়াক্ত সংকীর্ণ হওয়ার কারণে গন্তব্যস্থলে গিয়ে নামায পড়া সম্ভব না হওয়া অবস্থায় বাস থামিয়ে নামায পড়া সম্ভব হলে বাস থামিয়ে নামায পড়ে নিবে। অন্যথায় নিজে বাস থেকে নেমে নামায পড়বে, যদি নামায পড়ার পর অন্য কোনভাবে গন্তব্যে পৌঁছা সম্ভব হয় এবং নিজের জান মালের ভয় বা সাথীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। আর যদি আশঙ্কা থাকে তাহলে বাসের সীটে বসে ইশারা করে নামায পড়া জায়েয আছে। এমতাবস্থায় কিবলা ঠিক রাখা সম্ভব হলে ঠিক রাখা জরুরী অন্যথায় জরুরী না। কিন্তু পরবর্তিতে ঐ নামায কাযা করা জরুরী।

فى الفقه على المذاهب الاربعة : اما صلوة الفرض والواجب وسنة الفجر فانها لا تجوز على الدابة الا لضرورة كخوف من لص او سبع على نفسه او دابته اوثيابه لونـزل - (باب صلوة النافلة على الدابة (جـ١ صـ ٢٩٣ دار الحديث القاهرة)

(প্রমাণ : আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/২৯৩, সিরাজিয়া ১/৮০, আলমগীরী ১/১৪৩, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১/১৯৩, হাশিয়ায়ে তৃহত্বী ৪১৭)

রেলের সিটে বসে নামায

প্রশ্ন : রেলের নামাযকক্ষে নামায না পড়ে সিটে বসে নামায পড়লে সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : দাঁড়িয়ে নামায পড়া ফরজ, আর ফরজ বিশেষ ওজর ছাড়া বাতিল হয় না। অতএব রেল বা বাসের ছিটে বসে নামায পড়লে নামায সহীহ হবে না।

وفى التاتارخانية: من فرائض الصلاة التى هى عند الشروع وهى تكبيرة الافتتاح والقيام فى حق القادر عليه (كتاب الصلوة ٢٦٩/١ دار الايمان)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৭০, হিন্দিয়া ১/৬৮, তাতার খানিয়া ১/২৬৯, আল বাহরুর রায়েক ১/২৭২, কানযুদ দাকায়েক-৩৯

ভুলে অন্য নামাজের নিয়্যত করা

প্রশ্ন : নিয়তের সময় এক নামাজের স্থানে মুখে অন্য নামাজের নাম বলে ফেললে হুকুম কি?

উত্তর : নিয়ত করার ক্ষেত্রে অন্তরের নিয়ত গ্রহণযোগ্য, মৌখিকভাবে যে নিয়ত করা হয় তা যদি অন্তরের সাথে মিলে যায় তাহলে ভাল, অন্যথায় কোন সমস্যা নেই। কেননা মৌখিক নিয়ত করা মুস্তাহাব। সুতরাং অন্তরের নিয়ত ঠিক থাকাবস্থায় মুখে ভুল বলার দ্বারা নামাজের কোন ক্ষতি হবে না।

كما فى الدرالمختار : والمعتبر فيها عمل القلب اللازم للارادة فلا عبرة للذكر باللسان إن خالف لانه كلام لا نية (شروط الصلوة : ١/ ٦٧ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৬৭, সিরাজিয়া ৬১, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৬৬৩, হিন্দিয়া ১/৬৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৭৯

অসুস্থ ব্যক্তির কিবলার হুকুম

প্রশ্ন : অসুস্থ ব্যক্তির কিবলার হুকুম কি?

উত্তর : নামায সহীহ হওয়ার জন্য কিবলা ঠিক রাখা শর্ত। অসুস্থতার কারণে কিবলার হুকুম রহিত হয় না। এজন্য অসুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ থাকাবস্থায় যে নামাযই আদায় করুক, সর্বদা কিবলা ঠিক রেখে নামায আদায় করবে। তবে যদি অসুস্থতা এত বেশি হয় যে, নিজে নিজে কিবলার দিকে ফিরতে অক্ষম, তাহলে অন্য কোন ব্যক্তি তাকে কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিবে। আর যদি কোন লোক না থাকে অথবা অসুস্থতা এতো বেশি থাকে যে কিবলা মুখ করলে তার ক্ষতি হবে তাহলে যেদিকে সম্ভব সে দিকে ফিরেই নামায ইশারার মাধ্যমে আদায় করে নিবে।

وفى بدائع الصنا ئع : انه ان عجز عن القعود يصلى على شق الايمن ووجهه الى القبلة ...رولا ن المتوجه الى القبلة بالقدر الممكن فرض (١/٢٨٥)

প্রমাণ : হিদায়া ১/১৬১, আল বাহরুর রায়েক ১/১১৪, বাদায়ে ১/২৮৫, শামী ১/৯৯, হিন্দিয়া ১/৬৩

মহিলাদের নামাযে সতরের পরিমাণ

প্রশ্ন : (ক) মহিলাদের জন্য নামাযে সতর কতটুকু?

(খ) শাড়ী পড়ে নামায পড়ার বিধান কি?

উত্তর : (ক) মহিলাদের জন্য নামাযের মধ্যে মুখমন্ডল, দুই হাতের তালু এবং উভয় পায়ের তালু ব্যতিত সমস্ত শরীর সতরের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) যদি শাড়ী এরকম পাতলা না হয়, যার উপর দিয়ে সতরের অঙ্গসমূহ থেকে কোন অঙ্গ দৃষ্টিতে আসে, বরং পূর্ণ সতর ভালোভাবে ঢেকে থাকে। তাহলে এরকম শাড়ী পরিধান করে নামায পড়তে পারবে। অন্যথায় নামায সহীহ হবে না।

وفى الفقه على المذاهب الاربعة: ولا بد من دوام ستر العورة الذى هوشرط فى صحة الصلوة من ابتداء الدخول فيها الى الفراغ منها (باب سترالعورة فى الصلوة ١/١٥٢ دار الحديث)

প্রমাণ : সুরা নূর ৩১, তিরমিযী ১/২২২, দুররে মুখতার ১/৬৬, বাদায়ে ১/৫১৫,

তাকবীরে তাহরীমার আওয়াজ শুনা শর্ত নয়

প্রশ্ন : নামায সহীহ হওয়ার জন্য তাকবীরে তাহরীমার আওয়াজ শুনা শর্ত কিনা?

উত্তর : নামায সহীহ হওয়ার জন্য তাকবীরে তাহরীমার আওয়াজ শুনা শর্ত নয়। তবে ইমামের জন্য এমন আওয়াজে বলা সুন্নাত যে পিছনের মুক্তাদী আওয়াজ শুনতে পায়, আর একাকি নামায আদায়কারী এমন আওয়াজে বলা উত্তম যেন নিজে শুনতে পায়।

وفى البحر الرائق: قوله وجهر الامام بالتكبير لحاجته الى الاعلام بالدخول والا نتقال قيد بالامام لان المأموم والمنفرد ليس لهما الجهر به لا ن الاصل فى الذكر الاخفاء ولا حاجة لهما الى الجهر (باب فصل واذاأرادالدخول الخ ١/ ٣٠٣ رشيدية)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৭৩, আল বাহরুর রায়েক ১/৩০৩, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৬৭৭, ফতহুল কাদীর ২১৯

নামাযের নিয়তে ভুল করলে তার বিধান

প্রশ্ন : নিয়ত করার সময় এক নামাযের স্থানে আরেক নামাযের নাম বলে ফেললে তার বিধান কি?

উত্তর : নিয়ত করার ক্ষেত্রে অন্তরের নিয়তই গ্রহণযোগ্য মৌখিক ভাবে যে নিয়ত করা হয় উহা অন্তর-অনুযায়ী হলে গ্রহণ হবে অন্যথায় গ্রহণ হবে না। সুতরাং

নিয়ত করার সময় এক নামাযের স্থানে ভুলে অন্য নামাযের নাম বলে ফেললে অন্তরে যে নামাযের নিয়ত করা হয়েছে উহাই ধর্তব্য হবে। মৌখিক ভাবে যে নামাযের নাম বলা হয়েছে উহা ধর্তব্য হবে না।

كما فى الدر المختار مع الشامية : والمعتبر فيها عمل القلب اللازم للارادة فلا عبرة للذكر باللسان ان خالف القلب لانه كلام لا نية. (كتاب الصلوة جا صـ٤١٥ المكتبة سعيد)

(প্রমাণ : শামী-১/৪১৫ আল বাহরুর রায়েক ১/২৭৮ আল মাউসুআতুল-ফিকহিয়া ২৭/৬৭, আলমগীরী ১/৬৬ কাবীরী–২৫১)

ইমামের আগে তাকবীরে তাহরীমা বলা

প্রশ্ন : ইমামের আগে তাকবীরে তাহরীমা শেষ হলে নামায হবে কি না?

উত্তর : না, ইমামের আগে তাকবীরে তাহরীমা শেষ হলে নামায হবে না। পুনরায় নামায আদায় করতে হবে।

كما فى التاتارخانية : اذا افتتح المؤتم الصلاة مع الإمام وفرغ من قوله "الله" قبل فراغ الإمام من قوله لم يجزه. (باب الصلاة جا صـ٢٧٣ مكتبة دار الايمان)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া-১/২৭৩, আল ফিকহুল ইসলামী আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/১৭৭, আলমগীরী ১/৬৮)

নাপাক যমীনে নামায পড়ার হুকুম

প্রশ্ন : নাপাক যমীনের উপর নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর : কোন যমীন নাপাক হওয়ার পর যদি এমনভাবে শুকিয়ে যায় যে নাপাকির চিহ্ন বাকি নাই তাহলে উক্ত যমীনের উপর নামায পড়া জায়েয আছে। অন্যথায় জায়েয নাই।

فى التاتارخانية : واذا اصابت الأرض النجاسة وجفت وذهب أثرها لا يجوز التيمم بها ويجوز الصلاة عليها. (الفصل الخامس فى التيمم جا صـ١٤٦ مكتبة دار الايمان)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া ১/১৪৬, আলমগীরী ১/২৭, হিদায়া ১/৭৪, আল বাহরুর রায়েক ১/২২৫)

নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব

নামাযে মহিলাদের পা খোলা রাখার হুকুম

প্রশ্ন : নামাযে মহিলাদের পা খোলা রাখলে, নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : না, মহিলাদের দুপা টাখনু পর্যন্ত নামাযরত অবস্থায় খোলা রাখা জায়েয আছে।

وفى الفقه الا سلامى وادلته : والقدمان ليسا بعورة فى حق الصلاة على المعتمد والصحيح انهما عورة فى حق النظر والمس • جا صـ ٦٣٨ رشيدية)

(প্রমাণ : শামী ১/৪০৬, ফাতহুল কাদীর ১/২২৬, আল ফিকহুল ইসলামী-১/৬৩৮)

ওযরের কারণে নাকের উপর সিজদা করার হুকুম

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তির কপালে সমস্যা থাকার কারণে যদি শুধু নাকের উপর ভর করে সিজদাহ করে তাহলে উক্ত ব্যক্তির সিজদাহ আদায় হবে কি-না?

উত্তর : হ্যাঁ, সিজদাহ আদায় হয়ে যাবে।

كما فى رد المحتار : واما جواز الاقتصار على الانف فشرطه العذر على الراجح. (مطلب الركوع والسجود جا صـ٤٤٧ سعيد)

(প্রমাণ : শামী-১/৪৪৭, দুররে মুখতার-১/৭৫, আল বাহরুর রায়েক-১/৩১৭, বাদায়ে-১/২৮৩)

তাদীলে-আরকানের পরিমাণ

প্রশ্ন : তাদীলে আরকানের পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর : তাদীলে আরকান তথা রোকনসমূহের মাঝে থিরতা-স্থিরতার পরিমাণ হলো এক তাসবীহ।

وفى العالمغيرية : وتعديل الاركان هو تسكين الجوارح حتى تطمئن مفاصله وادناه قدر تسبيحة. (جا صـ٧١ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : বাদায়ে-১/৩৯৮, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ-১/১৯১, আলমগীরী-১/৭১, আল বাহরুর রায়েক ১/২৯৯)

জায়নামাযে দাঁড়িয়ে انى وجهت পড়ার বিধান

প্রশ্ন : জায়নামাযে দাঁড়িয়ে انى وجهت পড়ার বিধান কি?

উত্তর : ফরয নামাযের পূর্বে জায়নামাযে দাঁড়িয়ে انى وجهت পড়লে নামাযের কোন

ক্ষতি হবে না, তবে না পড়াই ভাল। আর নফল নামাযে তাকবীরে তাহরীমার পর এবং ছানার পূর্বে انى وجهت পড়তে পারবে এবং তাহরীমার পূর্বে জায়নামাযের জন্য বিশেষ কোন দু'আ নির্ভরযোগ্য কোন হাদীসে পাওয়া যায় না।

وفى الشامية : الحق ان قرأته قبل النية او بعدها قبل التكبير لم تثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه وما ورد محمول على النافلة بعد الثناء فى الاصح. جا صـ٤٨٨

(প্রমাণ : শামী ১/৪৮৮, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৭২৯, আলমগীরী ১/৮৭)

নামাযে পুরুষের জন্য নাভীর নিচে হাত বাধা

প্রশ্ন : নামাযে পুরুষদের জন্য নাভীর নিচে হাত বাধার বিধান কি?

উত্তর : পুরুষদের জন্য নামাযে নাভীর নিচে হাত বাধা সুন্নাত।

وفى سنن الترمذى : ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم ان يضعهما تحت السرة. (باب ماجاء فى وضع اليمين على الشمال فى الصلاة جا صـ٥٩ مكتبة اشرفية)

(প্রমাণ : তিরমিযী শরীফ ১/৫৯, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা ১/৩৯১, হাশিয়ায়ে আবূ দাউদ ১/১১০)

সূরা ফাতেহার পর বিসমিল্লাহ পড়ার বিধান

প্রশ্ন : সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা পড়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়ার বিধান কি?

উত্তর : সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা পড়ার পূর্বে যে কোন নামাযে বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব।

وفى الشامية : مطلب قراءة البسملة بين الفاتحة والسورة حسن. (جا صـ٤٩٠ مكتبة سعيد)

(প্রমাণ : শামী ১/৪৯০, আল বাহরুর রায়েক ১/৩১২, খুলাছা-১/৫২-৫৩)

সূরার মাঝ থেকে পড়লে বিসমিল্লাহ পড়ার বিধান

প্রশ্ন : নামাযে সূরার মাঝ থেকে পড়লে বিসমিল্লাহ পড়তে হবে কি না?

উত্তর : সূরার মাঝ থেকে পড়লেও বিসমিল্লাহ পড়ে নেয়া উত্তম।

كما فى مراقى الفلاح : او يشمل ما اذا قرأ من اوسطها آيات مثلا وظاهر تعليلهم كون الاتيان بها لشبهة الخلاف صـ٢٦١)

(প্রমাণ : মারাকিউল ফালাহ-২৬১, শামী-১/৪৯০, আল বাহরুর রায়েক-১/৩১২)

ইমাম, মুক্তাদীর তাসমিয়া ও তাহমীদ পড়ার বিধান

প্রশ্ন : ইমাম, মুক্তাদি ও মুনফারিদ তাসমীয়া ও তাহমীদ পড়বে কি পড়বে না?

উত্তর : ইমাম সাহেব শুধু তাসমিয়া পড়বে তাহমীদ পড়বে না।

মুক্তাদি শুধু তাহমীদ পড়বে তাসমীয়া পড়বে না, মুনফারিদ তাসমিয়া তাহমীদ উভয়টাই পড়বে।

وفى البحر الرائق: واكتفى الامام بالتسميع (جـ١ صـ ٣١٦ باب سنن الصلوة)

وفى السراجية : المنفرد ياتى بالتسميع والتحميد (صـ٦٢ افعال الصلوة)

وفى خلاصة الفتاوى: وان كان مقتديا بالتحميد لا غير (جـ١ صـ٥٣ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১-২/৫৩, আল বাহরুর রায়েক ১/৩১৬, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৭৪১, সিরাজিয়া ৬২, আলমগীরী ১/৭৪)

সিজদা অবস্থায় দুই পা রাখার বিধান

প্রশ্ন : সিজদারত অবস্থায় দুই পা কিভাবে রাখবে!

উত্তর : সিজদা অবস্থায় দুই পায়ের মাঝে ফাঁক রাখা বা না রাখা উভয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তবে দুই পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখার মতকে গ্রহণযোগ্য মত বলা হয়েছে এবং পায়ের আঙ্গুল গুলোকে কিবলামুখি করে রাখবে।

وفى السراجية : ان يجعل بين قدمين نحو اربعة اصابع ولم يذكروا انه يلزقهما فى حالة الركوع او السجود (باب افعال الصلوة صـ٦٤ مكتبة الاتحاد)

(প্রমাণ : ফাতাওয়ায়ে সিরাজিয়া-৬৪, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১-২/৫৪। তাতার খানিয়া-১/২১৬, আল বাহরুর রায়েক ১/৩১৮)

মহিলার মাথার চুল দেখা যায় এমন কাপড় পড়ে নামায পড়া

প্রশ্ন : বর্তমান সমাজে কিছু মহিলাদের দেখা যায় তারা পাতলা উড়না ও জামা-কাপড় পরিধান করে, বিশেষ করে যখন নামায পড়ে তখন মাথার চুল এবং শরীর দেখা যায়। এমতাবস্থায় তাদের নামায আদায় হবে কিনা?

উত্তর : মহিলাদের সমস্ত শরীর নামাজের ভিতরে এবং বাহিরে ঢেকে রাখা জরুরী। আর মহিলাদের মাথার চুলও ছতরের অন্তর্ভুক্ত এজন্য চুলও ঢেকে রাখা জরুরী। সুতরাং যদি কোন মহিলা এমন উড়না বা জামা-কাপড় পরিধান করে নামায পড়ে যার দ্বারা মাথার চুল বা শরীর দেখা যায় তাহলে তার দ্বারা নামায আদায় হবে না। তাই ঐ নামায পুনরায় আদায় করা জরুরী।

وفى الشامية : ولا يصف ماتحته بان لا يرى منه لون البشرة احترازا عن الرقيق ونحو الزجاج (٣١٠/١)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৫৮, শামী ১/৪১০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৭৩, দুররে মুখতার ১/৬৬

অপারগ অবস্থায় বসে নামায পড়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তির পায়ে প্যারাইসিস হয়, অথবা এমন ভাবে অবশ হয় যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না তাহলে ঐ ব্যক্তির নামায পড়ার পদ্ধতি কি?

উত্তর : যেহেতু উল্লিখিত কারণে ঐ ব্যক্তি দাঁড়ানো থেকে অপারগ। সুতরাং সে বসে রুকু সিজদার মাধ্যমে নামায পড়বে। আর যদি বসে বসে রুকু সিজদা যথা নিয়মে না করতে পারে তাহলে মাথা দ্বারা ইশারা করে নামায পড়বে। এক্ষেত্রে সিজদার ইশারার জন্য রুকুর ইশারা থেকে বেশি ঝুঁকবে।

وفى الخانية: فينتظر ان قدر على القيام والركوع والسجود يصلى قائما بركوع وسجود لا يجزيه الا ذلك وان عجز عن القيام و قدر على الركوع والسجود يصلى قاعدا بركوع وسجود لا يجر يه الا ذلك وان عجز عن الركوع والسجود وقدر على القعود يصلى قاعدا بايماء ـ (صلوة المريض ١/ ١٧١ حقانية)

প্রমাণ : বুখারী ২/১৫০, আলমগীরী ১/১৭১, দুররে মুখতার ১/১০৩, শরহে বেকায়া ১/১৮৯

দুই সিজদার মাঝে দু'আ পড়া

প্রশ্ন : দুই সিজদার মাঝে কোন দু'আ পড়তে হয় এবং পড়ার বিধান কি?

উত্তর : দুই সিজদার মাঝে পড়ার দু'আ-

اللّٰهُمَّ اغفرلى وارحمنى واجبرنى واهدنى وارزقنى

নামায লম্বা হওয়ার কারণে যদি মুসল্লীদের কষ্ট না হয় তাহলে ইমাম সাহেব ও মুসল্লীগণ পড়তে পারবে। কষ্ট হলে পড়বে না।

একাকি ফরয নামায পড়া অবস্থায়, সুন্নাত নামাযে, নফল নামাযে এই দু'আ পড়া মুস্তাহাব।

وفى الترمذى : كان يقول بين السجدتين اللّٰهُمَّ اغفرلى وارحمنى واجبرنى واهدنى وارزقنى (جا صـ٦٣ مكتبة اشرفية)

(প্রমাণ : তিরমিযী-১/৬৩, আল ফিকহুল ইসলামী-১/৭৪৭, শামী-১/৫০৬)

নামাযে সালাম ফিরানোর সময় নিয়্যতের শরয়ী বিধান

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর সময় কার কার নিয়্যত করবেন এবং মুক্তাদীগণ কাদের নিয়্যত করবেন?

উত্তর : ইমাম সাহেব ডানে-বামে সালাম ফিরানোর সময় উভয় দিকের মুক্তাদী ফেরেস্তাগণ ও নেক জ্বিনদের নিয়্যত করবেন। আর মুক্তাদীগণ উভয় দিকের মুসল্লীগণের ফেরেস্তাগণের ও নেক জ্বিনদের সাথে সাথে যেদিকে ইমাম থাকেন সেদিকে ইমামের নিয়্যত করবেন। আর ইমাম ঠিক সামনে থাকলে উভয় দিকে সালাম ফিরানোর সময় অন্যান্যদের সাথে ইমামেরও নিয়্যত করবে।

وفى البحر الرائق: قوله وسلم مع الامام كالتحر يمة عن يمينه ويسا ره ناويا القوم والحفظة والامام فى الجانب الايمن او الايسر او فيهما لو محاذيا ـ (باب صفة الصلوة ۱/۳۳۲ رشيد)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ১/১৮১, আল বাহরুর রায়েক ১/৩৩২

সালাম শব্দ বলে নামায থেকে বের হওয়া

প্রশ্ন : সালাম শব্দ বলার দ্বারাই কি নামায থেকে বের হওয়া যাবে?

উত্তর : হ্যাঁ, সালাম শব্দ বলার দ্বারাই নামায থেকে বের হওয়া যাবে। তবে তা পূর্ণ বলা অর্থাৎ السلام عليكم ورحمة الله বলা সুন্নাত।

كما فى البحر الرائق: الخروج من الصلاة يحصل عندنا بمجرد لفظ السلام ولا يتوقف على قوله عليكم (باب صفة الصلاة ۱/ ۳۰۱ رشيد ية)

প্রমাণ : তাতার খানিয়া ১/৩১৭, হিন্দিয়া ১/৭১, মওসুআ ২৭/৮০ আল বাহরুর রায়েক ১/৩০১, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৭১৩

ইমাম السلام শব্দ বলার পর ইক্তেদার হুকুম

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব السلام শব্দ বলার পর ইক্তিদার হুকুম কি?

উত্তর : ইমাম সাহেব السلام শব্দ বলার পর ইক্তিদা করলে ইক্তিদা সহীহ হবে না।

كما فى الفقه الاسلامى وادلته : وتنقضى الصلاة عندهم بالسلام الاوّل قبل قوله عليكم (باب السلام : ۱/ ۷۱۲ رشيدية)

প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ১/৭১২, কাবীরী ৩২৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৬৭, সিরাজিয়া ১০১

মুক্তাদির তাশাহুদ শেষ না হলে করণীয়

প্রশ্ন : মুক্তাদির তাশাহুদ শেষ না হলে কি করবে?

উত্তর : মুক্তাদী যতটুকু সম্ভব তাড়াতাড়ি তাশাহুদ শেষ করে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে। আর শেষ বৈঠকে হলে তাশাহুদ শেষ করে সালাম ফিরাবে।

وفى مراقى الفلاح : ولو قام الامام إلى الثالثة ولم يتم المقتدى التشهد أتم وإن لم يتمه جاز ـ (فصل فيما يفعله المقتدى ٣١٠ دارالكتاب)

প্রমাণ : শামী ১/৪৯৬, হিন্দিয়া ১/৯০, ফাতহুল কাদীর ১/৪২১, মারাকিহুল ফালাহ ৩১০, শরহে মুনয়াতুল মুসল্লীম ৩১০

নামাযে দুআয়ে মাছুরা পড়া

প্রশ্ন : নামাযে দুআয়ে মাছুরা পড়ার বিধান কি? এবং কখন পড়তে হবে?

উত্তর : প্রত্যেক নামাযের শেষ বৈঠকে দরূদ শরীফের পরে দুআয়ে মাছুরা পড়া সুন্নাত।

وفى الدرالمختار: ودعا الى قوله بالادعية المذكورة فى القرآن والسنة لا بما يشبه كلام الناس ـ (سنن الصلوة ١/ ٧٨ زكريا)

প্রমাণ : সুরা ইনশিরাহ্ ৭, বুখারী ১/১১৫, দুররে মুখতার ১/৭৮, আল বাহরুর রায়েক ১/৩০৪, তাতারখানিয়া ১/৩১৮

নামাজের মধ্যে তাশাহুদ অর্ধেক পড়া

প্রশ্ন : নামাজের মধ্যে তাশাহুদ অর্ধেক পড়লে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে কিনা?

উত্তর : না, অর্ধেক তাশাহুদ পড়লে ওয়াজিব আদায় হবে না। কেননা পুরা তাশাহুদ পুরা ওয়াজিব। সুতরাং কেউ যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে তাশাহুদ অর্ধেক ছেড়ে দেয়, তাহলে ঐ নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।

وفى التاتارخانية: ان ترك ساهيا يجبر بسجدتى السهو وان ترك عامدا لا (١/٤٤٩)

প্রমাণ ঃ তাতার খানিয়া ১/৪৪৯, আলমগীরী ১/ ১২৭, দুররে মুখতার ১-১০২, আল বাহরুর রায়েক ২/৯১,

কাপড়সহ ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কবজি ধরা

প্রশ্ন : তাকবীরে তাহরীমার পরে ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কবজি ধরার ক্ষেত্রে কাপড়সহ হাত ধরলেও সুন্নাত আদায় হবে? না কাপড়ের নিচে হাত্ ধরতে হবে?

উত্তর : উভয় অবস্থায় সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

وفى الهداية: ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة لقوله عليه السلام ان من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة ـ (صفة الصلوة ١/١٠٢ اشرفية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৭২, রদ্দুল মুহতার ১/৪৮৬, হিদায়া ১/১০২

ইমামকে রুকুতে পেয়ে তাকবীর বলে রুকুতে যাওয়া

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি ইমাম সাহেবকে রুকুতে পায় তাহলে সে ব্যক্তি কি তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বেঁধে রুকুতে যাবে না সরাসরি?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে যদি ধারণা হয় যে, তাকবীরে তাহরিমা বলে হাত বেঁধে আবার তাকবির বলে ইমামকে রুকুতে পাবে তাহলে তাকবিরে তাহরীমা বলে হাত বাঁধতে পারবে, অন্যথায় হাত বাঁধার প্রয়োজন নেই। সরাসরি দাঁড়ানোবস্থায় তাকবীর বলে রুকুতে চলে যাবে।

وفى الدر المختار : باعتبار اتصالها بالقيام الذى هو ركنها ومنها القيام بحيث لو مد يديه لاينال ركبتيه .. فلو كبر قائما فركع ولم يقف صح لان ما اتى به من القيام الى ان يبلغ الركوع يكفيه قنية (باب صفة الصلاة ٧٠/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ শামী ১/৪৪৫, দুররে মুখতার ১/৭০, আলমগীরী ১/৬৯

আমিন বলা সম্পর্কে

প্রশ্ন : ইমাম মুকতাদী আমীন আস্তে বলবে না জোরে বলবে?

উত্তর : ইমাম মুকতাদী সকলেই আমীন আস্তে বলবে।

وفى حاشية الترمذى : الاصل فى الدعاء لقوله تعالى : ادعوا ربكم تضرعا وخفياـ ولا شك ان آمين دعاء، فعند التعارض ترجح الاخفاء بذلك. الخ جا صـ٥٧

(প্রমাণ : তিরমিযী শরীফ ১/৫৭, হাশিয়ায়ে তিরমিযী ১/৫৭, আলমগীরী-১/৭৪ দুররে মুখতার ১/৭৫)

ক্বিরাত ও তাজবীদ

লাহনে জলী-খফীর সংজ্ঞা ও হুকুম

প্রশ্ন : লাহনে জলী কাকে বলে? লাহনে জলীর সাথে ক্বিরাত পড়লে নামায ছহীহ হবে কি?

উত্তর : লাহনে জলী বলা হয় শব্দকে এই পরিমান ভূল পড়া যার কারণে আয়াতের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। লাহনে জালীর দ্বারা কখনো কখনো নামায বাতিল হয়ে যায়। যা ক্বিরাতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গদের সিদ্ধান্তের দ্বারা জানা যায়। আর লাহনে খফী, এমন ভূল পড়া যার দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হয় না। এরূপ ভূলের কারণে নামায বাতিলও হয় না।

الموسوعة الفقهية|قال الحنفية تفسد الصلاة باللحن الذي يغير المعني تغيرا يكون اعتقاده كفرا سواء وجد مثله في القرأن ام لا (ج ٣٥ ص ٢١٦)

(প্রমাণ : আল মু'জামুল ফক্বিহ ওয়াল মুতাফাক্বিহ ৫১৭, আল মাউসূআতুল ফিক্হিয়্যাহ ৩৫/২১৬, জামালুল কুরআন ৪)

কতটুকু পরিমাণ ক্বিরাত পড়লে ক্বিরাতের রোকন আদায় হবে

প্রশ্ন : নামাযে ফরয ক্বিরাতের পরিমাণ কতটুকু অর্থাৎ কি পরিমাণ ক্বিরাত আদায় করলে ক্বিরাতের রোকন আদায় হবে?

উত্তর : নামাযে ফরয ক্বিরাতের পরিমাণ হলো, পরিপূর্ণ এক আয়াত, বড় হউক বা ছোট হউক পড়লে ক্বিরাতের ফরয রোকন আদায় হয়ে যাবে।

وفى بدائع الصنائع : فى ظاهر الرواية قدر ادنى المفروض بالاية التامة طويلة كانت او قصيرة (جا صـ٢٩٧ زكريا)

(প্রমাণ : সূরা মুয্যাম্মিল ২০, বাদায়ে ১/২৯৭, আলমগীরী ১/৬৯, শামী ১/৪৪৬, তাতার খানিয়া ১/২৭৫ সিরাজিয়া-৭৫)

নামাযে পঠিত ছোট তিন আয়াত ও বড় এক আয়াতের পরিমাণ

প্রশ্ন : নামাযে পঠিত ছোট তিন আয়াত ও বড় এক আয়াতের পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর : ছোট তিন আয়াতের পরিমাণ হলো যেই আয়াতগুলোতে ১০টি শব্দ বা ৩০টি হরফ বিদ্যমান রয়েছে। আর বড় এক আয়াতের পরিমাণ হলো ছোট তিন আয়াতের সমান বা কুরআনে বর্ণিত সূরা আল কাউসারের সমান।

وفى الفقه على المذاهب الاربعة : والايات القصار الثلاث كقوله تعالى : ثم

نظر- ثم عبس وبسر- ثم ادبر واستكبر وهى عشر كلمات وثلاثون حرفا من حروف الهجاء (ج١ ص-١٩٠)

(প্রমাণ : আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ-১/১৯০, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/৬৭১)

সূরা ফাতিহার কিছু অংশ আস্তে পড়ার বিধান

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব যদি জাহরী নামাযে সূরায় ফাতেহার কিছু অংশ আস্তে পড়ে অতঃপর স্মরণ হওয়ার পরে কিংবা লোকমা দেওয়ার পরে জোরে পড়া শুরু করে তাহলে পঠিত তিলাওয়াত কি আবার পড়তে হবে।

উত্তর : উক্ত সুরতে আস্তে পঠিত তেলাওয়াত পুনরায় পড়তে হবে না। সাহু সিজদা দিলেই নামায সহীহ হয়ে যাবে।

كما فى التاتارخانية: الجهر فيما يجهر والمخافة فيما يخافت - والصحيح انهما واجبان وجب سجدتا السهو بتركهما. (ج١ ص-٣١٧ باب واجب الصلاة مكتبة دار الايمان)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া-১/৩১৭, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/৬৭৫, আলমগীরী, ১/৭২, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/১৯৩)

ক্বিরাত আস্তের জায়গায় জোরে, জোরের জায়গায় আস্তে পড়া

প্রশ্ন : যদি ইমাম সাহেব যোহর এবং আসরের নামাযে ক্বিরাত জোরে পড়েন এবং মাগরিব বা এশার নামাযে ক্বিরাত আস্তে পড়েন তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : ইমাম সাহেব যদি আস্তে ক্বিরাত ওয়ালা নামাযে এ পরিমাণ ক্বিরাত জোরে পড়েন যার দ্বারা ক্বিরাতের ফরয আদায় হয়ে যায়, অর্থাৎ কমপক্ষে ছোট তিন আয়াত বা ত্রিশ হরফ তেমনিভাবে জোরে ক্বিরাতের জায়গায় এতটুকু পরিমাণ আস্তে পড়েন তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে, অন্যথায় হবে না।

كما فى الدر المختار: والجهر فيما يخافت فيه وعكسه بقدر ما يجوز به الصلوة فى الفصلين. (باب سجود السهو: ج١ ص-١٠٢ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১০২, আলমগীরী ১/১২৪, বিনায়া ২/৬১৪)

তিন বা বড় এক আয়াত পড়ার পর কিরাত ভুলে যাওয়া

প্রশ্ন : তিন আয়াত বা বড় এক আয়াত পড়ার পর ক্বিরাত ভুলে গেলে তার বিধান কি?

উত্তর : ইমাম যদি ما يجوز به الصلوة পরিমাণ ক্বিরাত পড়ার পরে ভুলে যায় তাহলে ইমামের জন্য উত্তম হলো সে মুক্তাদির লোকমার জন্য অপেক্ষা করবে না বরং অন্য জায়গা থেকে পড়বে। আর যদি মুক্তাদি লোকমা দিয়ে দেয় তাহলে ইমাম লোকমা গ্রহণ করবে। অন্যথায় ইমাম রুকুতে চলে যাবে। এমতাবস্থায় সকলের নামায সহীহ হয়ে যাবে।

وفى الدرالمختار: وفتحه على غير امامه الا اذا اراد التلاوة وكذا الاخذ الا اذا تذكر فتلا قبل تمام الفتح بخلاف فتحه على امامه فانه لا يفسد مطلقا لفاتح واخذ بكل حال ـ (باب ما يفسد الصلوة ١/ ٨٩ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৮৯, হাশিয়ায়ে তহতবী ৩৩৩, হিদায়া ১/১৩৬

নামাজে কিরাতের তারতীব

প্রশ্ন : নামাজের মাঝে কেরাতের তারতীব রক্ষা করার বিধান কি?

উত্তর : নামাজের মাঝে কেরাতের তারতীব দুইভাবে রক্ষা করা। (১) সূরা ফাতেহা এবং কেরাতের মাঝে। আর এই তারতীব ওয়াজিব।
(২) এক সূরা হতে আরেক সূরার মাঝে। যদি এর মাঝে আগ পিছ করা হয় তাহলে মাকরুহ হবে। চাই নামায ফরয হোক কিংবা নফল হোক।

وفى حاشية الطحطاوى : يجب تقد يم الفاتحة على قراءة السورة (فصل فى بيان واجب الصلاة ٢٤٩ دارالكتاب)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/৫৭ আল ফিকহু আলাল মাজাহিবুল আরবাআ ১/২১৮ হিন্দিয়া ১/৭১ হাশিয়ায়ে তহতবী ২৪৯

একাকি নামায আদায়কারীর কেরাত

প্রশ্ন : একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তি কিরাত আস্তে পড়বে নাকি জোরে পড়বে?

উত্তর : একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তি যে সমস্ত নামাজে কিরাত আস্তে পড়া হয়। যেমন ; যোহর, আছর। সে নামাযগুলোতে কিরাত আস্তে পড়বে। এবং যে সব নামাজে কিরাত জোরে পড়তে হয়। যেমন : ফজর, মাগরিব, ইশা। এ নামাযগুলোতে কিরাত জোরেও পড়তে পারবে আস্তেও পড়তে পারবে। তবে জোরে পড়া উত্তম।

وفى الهداية : ويجهر بالقراءة فى الفجر والركعتين الا ولیين من المغرب والعشاء ان كان اماما .. وان كان منفردا فهو مخير ان شاء جهر واسمع نفسه

لا نه امام فى حق نفسه وان شاء خافت لانه ليس خلفه من يسمعه والافضل هو الجهر ليكون الاداء على هيئة الجماعة (فصل فى القراءة ١١٩ اشرفى)

প্রমাণ : তানবিরুল আবসর ১/৭৯, হিদায়া ১১৯, আলমগীরী ১/৭২, তাতার খানিয়া ১/২৭৭, বিনায়া ২/২৯২, শরহে বেকায়া ১/১৪৯, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৯৪

আস্তে কিরাতের পরিমাণ

প্রশ্ন : (ক) আস্তে কিরাত পড়ার পরিমাণ কি?

(খ) আস্তে কিরাত পড়লে নিজে শুনা জরুরী কিনা?

উত্তর : (ক) কিরাত আস্তে পড়ার পরিমাণ হল। এতটুকু আওয়াজে পড়বে যাতে নিজের কানে শুনতে পায়।

(খ) যদি নিজের কানে আওয়াজ না আসে তাহলেও নামায হয়ে যাবে। তবে শর্ত হল হরফের উচ্চারণ সঠিক ভাবে আদায় করতে হবে।

كما فى الدر المختار : وادنى الجهر اسماع غيره وادنى المخافة اسماع نفسه (باب صفة الصلوة ١/ ٧٩ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৭৯, শামী ১/৫৩৫, আল বাহরু রায়েক ১/১১৭, তাতারখানিয়া ১/২৭৪

ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতেহা পড়া

প্রশ্ন : ইমামের পিছনে সুরায়ে ফাতিহা পড়ার হুকুম কি?

উত্তর : জামাআতের সাথে নামায পড়া অবস্থায় ইমামের কিরাতই মুক্তাদীর কিরাতের অন্তর্ভুক্ত। অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা এটি প্রমাণিত। অতএব, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সুরায়ে ফাতিহা পড়া জায়েয নেই।

وفى شرح معانى الاثار : عن جابر بن عبد الله ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة (باب القراءة خلف الامام ١/ ١٥٩ اشرفية)

প্রমাণ : সুরা আ'রাফ ২০৩, মুসলিম ১/১১৯, নাসায়ী ১০৬, তিরমিযী ১/৭১, শরহে মাআনী আছার ১/১৫৯, ইবনে মাযাহ ৬১, মুয়াত্তা মালেক ২৮, মুয়াত্তা মুহাম্মদ ৯৮, হিদায়া ১/১২০, ফাতহুল কাদীর ১/২৯৩, সিরাজিয়া ১০০

সূরা ফাতেহার প্রত্যেক আয়াতে ওয়াকফ করা

প্রশ্ন : সূরা ফাতেহার প্রত্যেক আয়াতে ওয়াকফ করার বিধান কি?

উত্তর : সূরা ফাতেহার প্রত্যেক আয়াতে ওয়াকফ করা মুস্তাহাব।

كما فى الحديث الشريف : عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه

وسلم يقطع قراءته يقرأ الحمد لله رب العلمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف الخ. (جامع الترمذى ابواب القراءة جـ٢ صـ١٢١ المكتبة الاشرفية)

(প্রমাণ : তিরমিযী শরীফ-২/১২১, ইলাউস্ সুনান ৩/১২১০, হাশিয়ায়ে তিরমিযী ১/১২০, সুনানে কুবরা ২/৩৩৯)

ক্বিরাতের মাঝে কোন আয়াত বাদ দিয়ে পড়ার হুকুম

প্রশ্ন : ক্বিরাতের মাঝখান থেকে বাদ দিয়ে পড়ার হুকুম কি?

উত্তর : যদি ওয়াক্ফ করার পর ক্বিরাতের মাঝখান থেকে কোন আয়াত বাদ দিয়ে পড়ে, তাহলে নামায হয়ে যাবে। যদি ওয়াক্ফ না করে এবং অর্থ পরিবর্তন না হয়। অর্থ পরিবর্তন হলে নামায হবে না।

كما فى العالمغيرية : ولو ذكر آية مكان آية ان وقف وقفا تاما ثم ابتدأ بآية أخرى او ببعض آية لا تفسد (جـ١ صـ٨٠)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৮০-৮১, তাতার খানিয়া ১/৩০০, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১/১০৬)

চার রাক'আত ফরযের প্রথম দুই রাকা'আতে সূরা না মিলালে

প্রশ্ন : চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযে প্রথম দুই রাকা'আতে সূরা না মিলালে শেষ দুই রাকা'আতে মিলানোর হুকুম কি?

উত্তর : ভুলবশত: চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতে সূরা না মিলালে শেষ দুই রাকা'আতে সূরা মিলিয়ে নিবে। শেষে সাহু সিজদা করে নিবে।

كما فى الشامية : ولو ترك سورة اوليى العشاء مثلا ولو عمدا قرأها وجوبا وقيل ندبا مع الفاتحة جهرا فى الاخريين. (جـ١ صـ٥٣٥ القراءة سعيد)

(প্রমাণ : শামী ১/৫৩৫, আলমগীরী ১/৭১, ফাতহুল ক্বাদীর ১/২৮৬, খুলাছাহ ১/৯৬)

একই সূরা বা আয়াত একই নামাযে বার বার পড়া

প্রশ্ন : একই সূরা বা আয়াত নামাযে বার বার পড়ার বিধান কি?

উত্তর : ইচ্ছাকৃত ভাবে ওযর ছাড়া ফরয নামাযে এক রাকাতে বা একাধিক রাকাতে একই সূরা বা আয়াত বার বার পড়া মাকরূহ। নফল নামাযে মাকরূহ না। তবে ভুলে বা অন্য সূরা মুখস্থ না থাকার কারণে ফরয নামাযেও বার বার পড়ার দ্বারা মাকরূহ হবে না।

فی کبیری : ان تکرار السورة الواحدة فی رکعة واحدة مکروة فی الفرض وکذا تکرارها فی رکعتین منه بان قرأها فی الاولی ثم کررها فی الرکعة الثانیة (فصل فیما یکره فی الصلوة صـ۳٤۳ مکتبة مذهبی کتب خانه)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/১০৭, কাবীরী-৩৪৩, শামী-১/৫৪৭, কাযীখান-১/১১৯)

ফরয নামাযে ৩য়, ৪র্থ রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়া

প্রশ্ন : ফরয নামাযের ৩য় এবং ৪র্থ রাকাতে ফাতেহা পড়ার বিধান কি?

উত্তর : ফরয নামাযের ৩য় এবং ৪র্থ রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়া সুন্নাত।

وفی الفقه الاسلامی وادلته : قراءة الفاتحة فی الرکعتین الثالثة والرابعة من الصلوات المفروضة تسن علی الصحیح عند الحنفیة الخ. (جا صـ۷٥۲ رشیدیة)

(প্রমাণ : বুখারী শরীফ ১/১০৭, মুসলিম শরীফ-১/১৮৫, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৭৫২, দুররে মুখতার ১/৭৭)

নামাযে প্রথম রাকাতে সূরা নাস পড়লে দ্বিতীয় রাকাতে করণীয়

প্রশ্ন : ফরয নামাযে প্রথম রাকাতে সূরা নাস পড়লে দ্বিতীয় রাকাতে কি করবে?

উত্তর : দ্বিতীয় রাকাতেও পুনরায় সূরা নাস পড়বে।

کما فی الشامیة : فان اضطر بان قرأ فی الاولی قل أعوذ برب الناس ـ اعاده فی الثانیة ان لم یختم نهر لان التکرار اهون من القراءة منکوسا. (جا صـ٥٤٦ مکتبة سعید)

(প্রমাণ : শামী ১/৫৪৬, বিনায়া ১/৩১১, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১/৯৭, হাশিয়াতুত ত্বাহতবী-৩৫২)

চার রাকআত সুন্নাত নামাযের দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ফালাক্ব পড়া

প্রশ্ন : চার রাকা'আত বিশিষ্ট সুন্নাত নামাযের দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ফালাক্ব পড়লে করণীয় কি?

উত্তর : উক্ত সুরতে তৃতীয় এবং চতুর্থ উভয় রাকা'আতেই সূরা নাস পড়বে।

وفی الشامیة : ان قرأ فی الاولی ـ قل اعوذ برب الناس ـ اعادها فی الثانیة ان لم یختم. (جا صـ٥٤٦ الاستماع للقران فرض کفایة. سعید)

(প্রমাণ : আবু দাউদ ১/১১৮, শামী ১/৫৪৬, খুলাছাতুল ফাতাওয়া-১/৯৭, মারাকিউল ফালাহ-৩৫৩)

এক আয়াতের স্থানে অন্য আয়াত পড়ার বিধান

প্রশ্ন : এক আয়াতের স্থানে অন্য এক আয়াত পড়লে নামাযের হুকুম কি?

উত্তর : যদি এক আয়াতের উপর পরিপূর্ণ ওয়াকফ করে এরপর অন্য আয়াত পড়ে এবং এতে অর্থের মধ্যে পরিবর্তন হয় তবুও নামায নষ্ট হবে না।

যদি ওয়াকফ না করে এক আয়াত অন্য এক আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়ে, এমতাবস্থায় অর্থের মাঝে পরিবর্তন না ঘটে তাহলেও নামায নষ্ট হবে না।

আর যদি অর্থের মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটে যার কারণে পুরা আয়াতের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায় যেমনঃ ক্বিরাতের মধ্যে জান্নাতের স্থানে জাহান্নাম পড়ে, অথবা من الظلمات الى النور এর স্থানে من الظلمات الى النور পড়ে তাহলে নামায ফাছেদ হয়ে যাবে।

وفى العالمغيرية: لوذكر اية مكان اية ان وقف تاما ثم ابتدأ اية اخرى او ببعض اية لا تفسد ـ (جـ١ صـ ٨٠ باب ذكر اية مكان اية مكتبة الحقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৮০, শামী ১/২৩৫, তাতার খানিয়া ১/৩০০)

সূরা ত্বীনের আয়াতের স্থানে সূরা আছর এর আয়াত পড়া

প্রশ্ন : সূরা ত্বীন নামাযে পড়তে ছিলাম কিন্তু الا الذين امنوا الخ. এর স্থলে সূরা আছরের আয়াত الا الذين امنوا الخ. পড়ে ফেলেছি। আমার নামায হয়েছে কি?

উত্তর : বর্ণিত সুরতে আপনার নামায হয়ে গেছে।

وفى العالمغيرية : امّا اذا لم يقف ووصل ان لم يغير المعنى نحو ان يقرأ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جزاء الحسنى مكان قوله كانت لهم جنات الفردوس نزلا لا تفسد (جـ١ صـ٨٠)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/৮০, খুলাছাহ ১/১১৭, নুরুল ঈজা-৬৬, কাবীরী-৪৫৮)

ফজর ব্যতীত অন্য নামাযে উভয় রাকাতে কেরাত সমান হওয়া

প্রশ্ন : ফজরের নামায ব্যতীত অন্যান্য ফরজ নামাযের উভয় রাকাতে কিরাত সমান হতে হবে নাকি কম বেশী করা যাবে?

উত্তর : ফজরের ফরয নামায ব্যতীত অন্যান্য সকল ফরয নামাযে উভয় রাকাতের কিরাত সমান রাখা উত্তম। আর দ্বিতীয় রাকাতের কিরাত প্রথম রাকাতের কিরাত অপেক্ষা তিন আয়াত পরিমাণ বা এর চেয়ে বেশী লম্বা করা উচিত নয়।

كمافى الدرالمختار : واطالة الثانية على الاولى يكره تنزيها اجماعا ان بثلاث ايات ان تقاربت طولا وقصرا والا اعتبر الحروف والكلمات ـ (۸۰/۱)

প্রমাণ ঃ শামী ১/৫৪২, দুররে মুখতার ১/৮০, হিন্দিয়া ১/৭৮

ফজরের নামায ছোট সূরা দ্বারা পড়ানো

প্রশ্ন : ফজরের নামায ছোট সূরা দ্বারা পড়াতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, পারবে। তবে কমপক্ষে ৪০ আয়াত পরিমাণ পড়া মুস্তাহাব।

وفى البحر الرائق: كماروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قرأ بالمعوذ تين فى الفجر (باب الامامة ۳۵۱/۱ رشيدية)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ১/৩৫১, মারাকিল ফালাহ ২১৩, হিন্দিয়া ১/৭৭

সুরার শেষে তাকবীর বলা

প্রশ্ন: পবিত্র কুরআনুল কারীম খতম করার সময় শেষের সূরা গুলোর পরে তাকবীর বলা যাবে কিনা? কুরআন ও হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: সূরা যোহা হতে সূরা নাস পর্যন্ত প্রতিটি সূরার পরে তাকবীর বলা সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামগণ বলেছেন যে, এই ধরণের যিকির এবং দুআ পড়তে পারবে। যদি নামাজের বাহিরে তিলাওয়াতরত হয় অথবা একাকি নফল নামায পড়া হয় তবে ফরয নামাজে এবং ঐ সমস্ত নফল নামাজে পড়া মাকরূহ যে সমস্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করা হয়।

كما فى التفسير المظهرى : قال البغوى السنة فى قراءة اهل مكة أن يكبروا من اول السورة والضحى على رأس كل سورة حتى يختم القرآن فيقول الله اكبرالخ وذكر الشيخ الصالح المصرى صفة التكبير على رواية البزى لا إله إلا الله و الله اكبر ـ (فصل ۱۰/ ۲۸۸-۸۹ حافظ كتب خانة)

প্রমাণ: তাফসীরে মাজহারী- ১০/২৮৮-৮৯, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়াদিল্লাতুহু - ২/৮৭, ফাতাওয়া আজিজিয়া- ১/২৬৩

ওয়াকফে লাযেমীতে থামা সম্পর্কে

প্রশ্নঃ কোরআনে পাকের তিলাওয়াতের সময় ওয়াকফে লাযেমীতে না থামলে কোন ক্ষতি হবে কি না?

উত্তরঃ কোরআনে পাকের যে স্থানসমূহে ওয়াকফে লাযেম উল্লেখ আছে, তা শুধুমাত্র তাজবীদের উপর ভিত্তি করে। শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন স্থানে ওয়াকফে লাযেম নেই। এজন্য ওয়াকফে লাযেমে ওয়াকফ না করলে তিলাওয়াত বা নামাযের মধ্যে কোন গুনাহ হবে না। তবে তাজবীদের কায়দার অনুস্বরনার্থে ওয়াকফে লাযেমীতে ওয়াকফ করাই উত্তম।

كما فى نور الايضاح: فى الوقف والابتداء فى غير موضعهما فان لم يتغير به المعنى لا تفسد بالاجماع.... وان تغير به المعنى ففيه اختلاف والفتاوى على عدم الفساد بكل حال.... لان فى مراعاة الوقف والوصل ايقاع الناس فى الحرج لا سيما العوام والحرج مرفوع ـ (باب زلة القارى ٨٥ امدادية)

প্রমাণঃ নূরুলঈজা– ৮৫, দুররে মুখতার– ১/৯০, শামী– ১/৬৩২, তাতারখানিয়া– ১/৩০৩ আলমগীরী– ১/৮১

উভয় রাকাতে একই সূরা মিলানো

প্রশ্ন : উভয় রাকাতে একই সূরা মিলানোর হুকুম কি?

উত্তর : ফরয নামাযের উভয় রাকাতে একই সূরা মিলানো মাকরূহ যদি অন্য কোন সূরা মুখস্থ থাকে, তবে নফল নামাযের মধ্যে মাকরূহ নয়।

فى الشامية : افاد انه يكره تنـزيها وعليه يحمل جزم القنية بالكراهة (جـ١ صـ٥٤٦ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ১/৫৪৬, কাজী খান ১/১১৯, মারাকিউল ফালাহ ১/৩৫২, বাযযাযিয়া-৪/৪০)

দুই রাকাতে কেরাত পড়ার কারণ

প্রশ্ন : কেবল মাত্র দুই রাকাতে কেরাত পড়ার হুকুম দেওয়ার কারণ কি?

উত্তর : মূলত নামায শুরু লগ্নে দুই রাকাতই ফরজ ছিল পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা ঐ দুই রাকাতের পূর্ণতার জন্য যোহর, আছর, এশার ফরজ এর সাথে দুই দুই রাকাত এবং মাগরিবের নামাজে বিজোড় এর হেকমত ঠিক রাখার জন্য এক রাকাত মিলিয়েছেন। কায়েদা আছে যে যখন কোন জিনিসের ক্ষতিপূরণ উদ্দেশ্য হয় তখন তার সাথে ঐ বিষয়েরই এমন জিনিস মিলানো হয় যা প্রথমটার তুলনায় মর্তবার দিক দিয়ে কম হয়। সুতরাং যদি প্রথম দুই রাকাতের ন্যায় পরবর্তী দুই রাকাতেও সূরা মিলানো হয় তাহলে সর্বদিক দিয়ে প্রথম দুই রাকাতের বরাবর হত। তাহলে ক্ষতিপূরণ ও পরিপূর্ণ রাকাত সমূহের হেকমত

দূরীভিত হয়ে যেত। এবং প্রথম দুই রাকাতের ক্ষতিপূরণ এই জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যে অনেক সময় কেরাত বা অন্য কোন রোকনের মধ্যে থেকে কোন রোকনের মধ্যে কমতি থেকে যায় এই জন্য তার বদলী হিসাবে দ্বিতীয় দুই রাকাত মিলানো হয়েছে।

كما فى التاتارخانية : قال اصحابنا رحمهما الله القراءة فرض فى الركعتين بغير عينهما ان شاء قرأ فى الاولیین وان شاء قرأ فى الاولى والرابعة ـ (فصل فى القراءة ١/ ٢٧٥)

প্রমান ঃ তাতার খানিয়া ১/২৭৫, আলমগীরী ১/৭১, কানযুদ দাকায়েক ২২, আহকামে ইসলাম-১০১

প্রথম রাকাতের চেয়ে দ্বিতীয় রাকাতে ক্বিরাত লম্বা পড়া

প্রশ্ন : (ক) যেই সকল নামাযে ক্বিরাত আস্তে পড়তে হয় সেই সকল নামাযে ইমাম সাহেব ক্বিরাত আস্তে পড়ার পরেও যদি এক বা দুই ব্যক্তি শোনে এতে কোন সমস্যা হবে কি না? (খ) ১ম রাকাতের চেয়ে ২য় রাকাতে কি পরিমাণ ক্বিরাত বেশী হলে নামায মাকরূহ হবে? (গ) ১ম রাকাতে বা ২য় রাকাতে সূরার মাঝখান থেকে বা শেষ থেকে ক্বিরাত পড়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : (ক) উপরে উল্লেখিত সূরাতে ইমাম সাহেবের ক্বিরাতের গুনগুন আওয়াজ যদি এক বা দুইজন মুসল্লী শোনে এতে কোন সমস্যা হবে না। (খ) ১ম রাকাতের চেয়ে ২য় রাকাতে তিন আয়াত পরিমাণ বেশী হলে মাকরূহ অন্যথায় মাকরূহ নয়। (গ) ১ম বা ২য় রাকাতে সূরার মাঝখান বা শেষের দিক থেকে পড়লে কোন সমস্যা হবে না তবে না পড়া ভালো।

وفى الشامية: ان الامام اذا قرأ فى صلاة المخافة بحيث سمع رجل او رجلان لا يكون جهرًا والجهر ان يسمع الكل اى كل الصف الاول لاكل المصلين (جـ١ صـ ٥٣٤ باب القرأة مكتبة سعيد)

(প্রমাণ : শামী ১/৫৩৪, তাতার খানিয়া ১/২৭৭, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১-২/৫৩৪, আলমগীরী-১/৭৮)

আস্তে ক্বিরাতে মুকতাদী ইমামের আমীন শুনা

প্রশ্ন : আস্তে ক্বিরাতে ইমামের আমীন শুনলে মুকতাদী "আমীন" বলবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, আস্তে ক্বিরাতেও ইমামের আমীন শুনলে মুকতাদী আমীন, বলবে।

وفى الدر المختار : امّن الامام سرا كماموم ومنفرد ولو فى السرية اذا سمعه (جـ١ صـ٧٥ زكريا)

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ১/৭৩১, দুররে মুখতার ১/৭৫, শামী ১/৪৯৩, আলমগীরী ১/৭৪, আল বাহরুর রায়েক ১/৩১৪, ফাতহুল কাদীর ১/২৫৬)

দাঁড়িয়ে নামায পড়ার কারণে ক্বিরাত আটকে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : বৃদ্ধ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়লে ক্বিরাত পড়তে পারে না, বসে পড়তে পারে উক্ত ব্যক্তি নামায পড়বে কিভাবে?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে বৃদ্ধ ব্যক্তি পূর্ণ নামায বসে বসে আদায় করবে।

وفى البحر الرائق : لو كان الشيخ بحال لو صلى قائما ضعف عن القراءة يصلى قاعدا بقراءة. (جا صـ٢٩٢)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক-১/২৯২, আলমগীরী-১/১৩৮, তাতার খানিয়া ১/৫৮৮)

যে ব্যক্তির কোন সূরা মুখস্থ নেই তার নামায পড়ার তরীকা

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি কোন সূরা মুখস্থ পারে না সে কিভাবে নামায পড়বে। এবং তার করণীয় কি?

উত্তর : যে ব্যক্তি কোন সূরা মুখস্থ পারে না সে সূরা ফাতিহা সমপরিমাণ সময় দু'আ, জিকির করবে। তারপর রুকুতে যাবে। যদি কোন দু'আ, জিকিরও না পারে তাহলে সূরা ফাতিহা পড়ার সমপরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকবে তারপর রুকুতে যাবে। আর অতি তাড়াতাড়ি নামায সহীহ হয়ে যায় এই পরিমাণ সূরা কোন আলেমের মাধ্যমে মুখস্থ করে নিবে।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : فان لم يحسن شيئا قرانا ولا ذكرا وقف بقدر الفاتحة. (جا صـ٦٩٥)

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী-১/৬৯৫, আলমগীরী-১/১৩৮, মিরকাত ২/৫৩৯)

ফজরের সুন্নাত নামাযে সুন্নাত ক্বিরাত

প্রশ্ন : ফজরের সুন্নাত নামাযের সুন্নাত ক্বিরাত কি?

উত্তর : প্রথম রাকাতে সূরা কাফেরুন পড়া ও শেষ রাকাতে সূরা ইখলাছ পড়া। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো প্রথম রাকাতে সূরা বাকারার قولوا آمنا بالله وما انزل الخ পড়তেন আর শেষ রাকাতে امنا بالله واشهد بانا مسلمون الخ পড়তেন।

فى حاشية البخارى : قوله ركعتين خفيفتين يقرأ فيهما بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. جا صـ١٥٦-٧

(প্রমাণ : তিরমিযী শরীফ-১/৯৫, মুসলিম-১/২৫১, হাশিয়ায়ে বুখারী-১/১৫৬)

ইমাম ও ইমামত

ফাসিকের পিছনে ইকতেদা

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় মুসল্লীদের মধ্যে যে ব্যক্তি মাষ্টার এবং কুরআন শরীফও পড়তে পারে এমন ব্যক্তি ইমামতি করে কিন্তু উক্ত মাষ্টারের দাড়ি নেই সে দাড়ি সেভ করে। সুতরাং আমার জানার বিষয় হল দাড়িবিহীন ব্যক্তির পিছে কখন কি অবস্থা হলে নামায পড়া জায়েয?

উত্তর : শরীআতের দৃষ্টিতে দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব। দাঁড়ি মুণ্ডানো বা এক মুষ্টির কমে কাট-ছাট করা হারাম। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি দাঁড়ি মুণ্ডিয়ে বা কাট-ছাট করে এক মুষ্টির কম রাখে তাহলে সে ফাসেক। আর ফাসেকের ইমামতি মাকরূহে তাহরীমী। এবং তার পিছনে নামায পড়াও মাকরূহে তাহরীমী। অতএব, সহীহ শুদ্ধ ক্বিরাত পড়তে পারে এমন দাঁড়িওয়ালা লোকের উপস্থিতিতে প্রশ্নে উল্লেখিত মাষ্টার সাহেব ইমামতি করতে পারবেন না। তবে যদি সেখানে দাঁড়ি বিশিষ্ট শুদ্ধ ক্বিরাত পড়ার মত কেউ না থাকে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে মাষ্টার সাহেব ইমামতি করতে পারবেন।

وفى التاتارخانية : ويكره ان يكون الامام فاسقا ويكره للرجال ان يصلوا خلفه. (كتاب الصلوة : جا صـ٣٧٧ دار الايمان)

(প্রমাণ : নাসায়ী শরীফ ১, ৪, তাতার খানিয়া ১/৩৭৭, মুনিয়াতুল মুসল্লী-৩৫১)

ইমাম সাহেবের আমীন বলা সুন্নাত

প্রশ্ন : ইমাম সাহেবের "আমীন" বলা সুন্নাত কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, ইমাম সাহেবের জন্যও "আমীন" বলা সুন্নাত।

وفى بدائع الصنائع: فاذا فرغ من الفاتحة يقول امين إمامًا كان او مقتديا او منفردًا وهذا قول عامة العلماء (فصل واما سنتها ١/ ٤٨٣ زكريا)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/৫৮, শামী ১/৪৭৫, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৭৩১, আলমগীরী ১/৭২, বাদায়ে ১/৪৮৩, কানযুদ দাকায়েক ২৫

ল্যাংড়া ব্যক্তির ইমামতি

প্রশ্ন : ল্যাংড়া ব্যক্তির ইমামতির বিধান কি?

উত্তর : ল্যাংড়া ব্যক্তির ইমামতি ও এমন ব্যক্তির ইমামতি যাকে লোকেরা অপছন্দ করে, এবং অপছন্দ করার বাস্তব কোন কারণ তার মধ্যে থাকে, তাহলে

এ ধরনের ব্যক্তির ইমামতি মাকরূহে তানযিহি হবে, যদি এদের থেকে উত্তম কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। অন্যথায় মাকরুহ হবে না।

وفى الشامية : قوله ومفلوج وابرص شاع بصره وكذ لك اعرج يقوم ببعض قدمه فالا قتداء بغيره اولى (تاتارخانية) ، وكذا اجذم بير جندى ، ومجبوب وحاقن ومن له يد واحدة (مطلب فى امامة الامرد ١/ ٥٦٢)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৮৩, শামী ১/৫৬২, আল ফিকহুল ইসলামী ২/১৭৭, আলমগীরী ১/৮৫

বিভিন্ন বাড়ি থেকে ইমামের খানা খাওয়া

প্রশ্ন : বিভিন্ন বাড়ি থেকে ইমাম সাহেবের খানা খাওয়া জায়েয কিনা?

উত্তর : ইমাম সাহেবদের জন্য উচিত, বিভিন্ন বাড়ির খানা খাওয়া থেকে সতর্ক থাকা। বিশেষ করে বর্তমান যুগে সর্বাবস্থায় সর্বস্থানের ও সকল অনুষ্ঠানের খানা খাওয়া থেকে বিরত থাকা। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন খানা হারাম বা নাজায়েয মাল থেকে হওয়াটা স্পষ্ট না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত খানা খাওয়া জায়েয আছে।

وفى البزازية مع الهندية : فغالب مال المهدى ان حلالا لا بأس بقبول هديته واكل ماله مالم يتعين انه من حرام وان غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل (الرابع فى الهدية ٣٦٠/٦ حقانية)

প্রমাণ : তিরমিযী ২/৫৬, বাযযাযিয়া ৬/৩৬০, খুলাসা ৪/৩৪৯, মাওসআ ৪৫/২৪৫

নাবালেগ বাচ্চার ইমামতি করা

প্রশ্ন : মহিলাদের ইমাম নাবালেগ বাচ্চা হতে পারবে কি না?

উত্তর : না, নাবালেগ বাচ্চা কোন প্রকার নামাজে কোন বালেগের ইমাম হতে পারবে না। চাই পুরুষ হোক বা মহিলা।

وفى الشامية : لأن الامامة للبالغين من شروط صحتها البلوغ، (مطلب الواجب كفاية هل الخ ١/ ٥٧٨ سعيد)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/৫১, বাদায়ে ১/৫৮৮, শামী ১/৫৭৮, তাতার খানিয়া ১/৪২১, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৩১৯, সিরাজিয়া ৯৮

আহলে হাদীসের পিছনে নামাজের বিধান

প্রশ্ন : আহলে হাদীসের পিছনে নামায পড়লে আদায় হবে কিনা?

উত্তর : আহলে হাদীসের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা ইজতেহাদী মাসআলার মধ্যে ইখতেলাফ করে, এদের পিছনে ইক্তেদা করার হুকুম হল, যদি

নামাজের আরকান ও শর্তসমূহে মাজহাব অনুসারীদের অনুকরণ করে তাহলে তাদের পিছনে ইক্তেদা করলে নামায আদায় হয়ে যাবে, অন্যথায় হবে না। আর যদি ভ্রান্ত আকীদার বিশ্বাসী হয় যেমন চারের অধিক বিবাহ ও মোতা বিবাহ জায়েয মনে করা এবং সালফে সালেহীন আকাবিরে দ্বীনকে গালমন্দ করা ইত্যাদি। এদের পিছনে ইক্তেদা করলে মাকরুহে তাহরীমীর সাথে নামায আদায় হবে। কাজেই এ ধরনের ইমামের পিছনে নামায পড়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

وفى الشامية : وكذا تكره خلف أمرد وسفيه وان زابن ملك ومخالف كشافى لكن فى وتر البحران تيقن المراعاة لم يكره اؤ عدمها لم يصح وان شك كره (باب الامامة ١/ ٥٦٢ سعيد)

প্রমাণ : শামী ১/৫৬২, ফাতহুল কাদীর ১/৩০৪, আল বাহরুর রায়েক ১/২৪৯, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৩৩৪

জামাতে ইসলামী ইমামের ইকতেদা

প্রশ্ন : জামাতে ইসলামী দলের অনুসারী ব্যক্তির ইমামতির হুকুম কি?

উত্তর : জামাতে ইসলামী লোকদের মধ্যে থেকে কিছু লোকদের বিশ্বাস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিপরীত। বিশেষ করে কিছু নবী রাসুল এবং কিছু সাহাবীদের ব্যাপারে, গলত বা এমন বিশ্বাস রাখে যার দ্বারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐক্যমতের উপর আঘাত আনে। এই কারণে যে ব্যক্তি ঐ বিশ্বাসের উপর একমত হবে। তাকে ইমাম বানানো ঠিক না। এবং কোন সহীহ বিশ্বাসী মুসলমানকে ইমাম বানানো উচিৎ। যদি এরকম কোন ইমাম না পাওয়া যায় এবং জামাতে ইসলামী আমিরের বিশ্বাসের কোন ব্যক্তির পিছনে নামায পরলে নামায হয়ে যাবে।

وفى الهندية : ولو صلى خلف مبتدع او فاسق فهو محرز ثواب الجماعة (باب الامامة حقانية)

প্রমাণ : আল-বাহরুর রায়েক ১/৩৪৮, হিন্দিয়া ১/৬২, ফাতায়ায়ে উসমানী ১/৪৪০

কালো খেযাব লাগানেওয়ালার ইমামতি

প্রশ্ন : দঁড়িতে কালো খেযাব লাগানো ব্যক্তির পিছনে নামায পড়ার হুকুম কি?

উত্তর : শরয়ী ওযর ছাড়া কালো খেযাব ব্যবহার করা হারাম। সুতরাং যে ব্যক্তি শুধু সৌন্দর্যের জন্য সর্বদা দাঁড়িতে কালো খেযাব লাগায় সে ফাসেক। আর ফাসেকের পিছনে নামায আদায় করা মাকরুহে তাহ্‌রীমী।

وفى الشامية:اماالخضاب بالسواد للغزو ليكون اهيب فى عين العدو فهو محمود بالاتفاق وان ليزين نفسه للنساء فمكروه وعليه عامة المشايخ (فصل فى البيع ٦/ ٤٢٣ مكتبة سعيد)

প্রমাণ : মুসলিম ২/১৯৯, শামী ৬/২২৩, মওসুআ ২/২৮১, আল বাহরুর রায়েক ১/৩৪৮, হাশিয়ায়ে তহতবী ৩০২

সুদী ব্যাংকের অফিসে ইমামতি করে বেতন নেওয়া

প্রশ্ন : প্রচলিত ব্যাংকের অফিস সমূহে নামাজের ব্যবস্থা চালু আছে। উল্লেখ্য যে এ সমস্ত ব্যাংকের মধ্যে অনেক সুদী ব্যাংকও আছে। তাই এই সমস্ত অফিসের মসজিদে ইমামতি করে বেতন গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : মূলত সমস্ত ব্যাংকের অফিসেই সুদের কারবার থাকে। তাই ঐ ব্যাংক থেকে ইমাম সাহেবের জন্য বেতন নেওয়া বৈধ নয়, তবে যদি অন্য কোন হালাল ফান্ড থেকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি তার হালাল টাকা থেকে ইমাম সাহেবের বেতন দেয়, তাহলে উক্ত টাকা ইমাম সাহেবের জন্য নেওয়া বৈধ আছে।

وفى البزازية بهامش الهندية: غالب مال المهدى ان حلالا لا بأس بقبول هديته واكل ماله مالم يتعين انه من حرام وان غالب ماله الحرام لا يقبلها ولا يأكل ـ(الرابع فى الهدية ٦/٣٦٠ حقانية)

প্রমাণ : খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৪৯, মাজমাউল ফাতাওয়া আলা হাশিয়ায়ে খুলসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৪৯, বাজ্জাজিয়া আলা হাশিয়ায়ে হিন্দিয়া ৬/৩৬০, আল বাহরুর রায়েক ৮/২০

ইমামতির হকদার

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব থাকা অবস্থায় যদি কোন বিজ্ঞ আলেম আগমন করে, তাহলে ইমামতি করার বেশি হকদার কে হবে?

উত্তর : উল্লিখিত সুরতে ইমাম যদি যোগ্য হয়, তাহলে ইমামতি করার বেশি হকদার ইমাম সাহেবই হবে।

وفى الموسوعة الفقهية: ويقدم امام الحى وان كان غيره افقه او اقرأ او او رع منه (باب الامامة ٦/٣٠٧)

প্রমাণ : শামী ১/৫৫৯, দুররে মুখতার ১/৮৩, মাওসুআ ৬/২০৭, হাশিয়ায়ে তহতাবী ২৯৯, আল ফিকহু আলাল মাজাহিবুল আরবাআ ১/৩৩৩

টেলিভিশন দর্শনকারীর ইমামতি

প্রশ্ন : টেলিভিশন দর্শনকারীর ইমামতির হুকুম কি?

উত্তর : টেলিভিশন দেখা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয এবং গুনাহে কবীরা। আর যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুনাহে কবীরা বার বার করে সে শরীয়তের পরিভাষায় ফাসেক, এবং ফাসেকের ইমামতি মাকরূহে তাহরীমী।

وفى البحر الرائق: وكره امامة العبد والا عرابى والفاسق والمبتدع .. والفاسق لا يهتم لا مردينه ـ (باب الامامة ٣٤٨/١ رشيدية)

প্রমাণ : সূরা লুকমান: ৬, তাফসীরে মাযহারী ৭, দুররে মুখতার ১/৮৩, হিদায়া ১/১২২, আলবাহরুর রায়েক ১/৩৪৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৩

অশুদ্ধ তিলাওয়াতকারীর পিছনে ইক্তেদা

প্রশ্ন : যদি কোন অশুদ্ধ তিলাওয়াতকারীর পিছনে সহীহ তিলাওয়াতকারী ইক্তিদা করে তাহলে এই নামাজের হুকুম কি?

উত্তর : কোরআন পাকের অশুদ্ধ তেলাওয়াতকারীর পিছনে বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারী ইক্তেদা করলে উভয়েরই নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

كما فى الدر المختار: واذا اقتدى امى وقارى بامى تفسد صلوة الكل للقدرة على القراءة بالاقتداء بالقارى ـ (باب الامامة ٨٦/١ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৮৬, শামী ১/৫৯২, হিদায়া ১/১২৭, ফাতহুল কাদীর ১/৩১৮, কানযুদ্দাকায়েক ২৯

মা-বোন, স্ত্রী বেপর্দায় চলনেওয়ালার ইমামতি

প্রশ্ন : যে ব্যক্তির মা-বোন-স্ত্রী পর্দা করে না তার ইমামতির হুকুম কি?

উত্তর : যে ব্যক্তির মা-বোন-স্ত্রী পর্দা করে না। যদি ঐ ব্যক্তি তাদেরকে বেপর্দায় চলা থেকে বারণ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও বারণ না করে, তাহলে তার পিছনে নামায পড়া মাকরুহে তাহরীমী।

وفى الشامية : قوله وفاسق من الفسق وهو الخروج عن الاستقامة ولعل المراد به من يركب الكبائر ـ (باب الامامة ٥٦٠/١ سعيد)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৮২, শামী ১/৫৬০, হিদায়া ১/১২২, আল বাহরুর রায়েক ১/৩৪৮, হাশিয়ায়ে তহতবী ৩০৬

সালামের পর মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসা

প্রশ্ন : ইমাম সাহেবের সালামের পর মুসল্লীদের দিকে ফিরে বসার বিধান কি?

উত্তর : যে নামাজের পর সুন্নত নেই, ঐ নামাযে মুসল্লীদের দিকে ফিরে বসা ইমামের জন্য মুস্তাহাব।

كما فى الصحيح لمسلم : عن البراء رضـ قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه ـ (باب استحباب يمين الامام ١/ ٢٤٧ اشرفية)

প্রমাণ : মুসলিম ১/২৪৭, মুনিয়াতুল মুসল্লী ৩৩০-৩৩১, দুররে মুখতার ১/৭৯ শামী ১/৫৩১, আল বাহরুর রায়েক ১/৩৩৫

মুক্তাদি ইমামের আগে রুকন আদায় করা

প্রশ্ন : জামাতের সাথে নামায আদায়কালে যদি কোন মুক্তাদী ইমামের আগে কোন রুকন আদায় করে ফেলে তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর : যদি কোন মুক্তাদি ইমামের আগে কোন রুকন আদায় করে, ইমামের সাথে আদায় না করে, এবং পরেও নামাজের ভিতরে একা একা আদায় না করে, এমতাবস্থায় ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে দেয়, তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

وفى الشامية: ومسابقة المؤتم داخل تحت قوله وترك ركن وانما لا نه اتى بالركن صورة ولكنه لم يعتد به لا جل المسابقة ـ (١/ ٥٣٠)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৯০, তহাবী ৩৩৭, শামী ১/৬৩০, মুনিয়াতুল মুসাল্লী ২৭৬, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৩৩

একাকি নামাযীর পিছনে ইক্তেদা করলে তার কিরাত

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি একাকি নামায পড়তেছিল এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি এসে তার পিছনে ইক্তিদা করল এখন কেরাতের কিছু অংশ আস্তে পড়ার পর ইমামতির নিয়ত করলে পঠিত কেরাত পুনরায় উচ্চস্বরে পড়া ওয়াজিব না কি শুধু সামনের কেরাত উচ্চস্বরে পড়া ওয়াজিব?

উত্তর : ইমামতির নিয়ত করলে পঠিত কেরাত পুনরায় উচ্চস্বরে পড়া ওয়াজিব নয়। বরং সামনের কেরাত উচ্চস্বরে পড়া ওয়াজিব। আর যদি নিয়ত না করে

তাহলে বাকি কেরাতও উচ্চস্বরে পড়া ওয়াজিব নয়। এবং এক্ষেত্রে মুক্তাদীর নামাযও সহীহ হয়ে যাবে। কেননা মুক্তাদীর নামায সহীহ হওয়ার জন্য ইমামের ইমামতির নিয়ত করা জরুরী নয়।

وفى الشامية : وقيل لم يعد وجهر فيما بقى من بعض الفاتحة او السورة كلها او بعضها ـ (٥٣٢/٢)

প্রমাণ : শামী ১/৫৩২, মুনিয়্যাতুল মুল্লী ৫৭০, আল ফিকহু আলাল মাজহাবিল আরবাআ ১/১৭৪, ইমদাদুল ফাতাওয়া-১/২৫১

বিদআতীর পিছনে নামায পড়ার বিধান

প্রশ্ন : বিদআতীর পিছনে নামায পড়লে নামায হবে কি না? যদি হয় তাহলে জামাআতের সাওয়াব পাবে কি না?

উত্তর : বিদআতীর বিদআত যদি এমন হয় যে উহার বিশ্বাস রাখার দ্বারা কাফের হয়ে যায়। তাহলে তার পিছনে নামায পড়া জায়েয নাই। আর যদি এমন হয় যে উহার বিশ্বাস রাখার দ্বারা কাফের হয় না তাহলে তার পিছনে নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে কিন্তু মাকরূহ হবে। এবং মুত্তাক্বি পরহেজগার ইমামের পিছনে নামায পড়লে যে সাওয়াব হত উহা থেকে সে বঞ্চিত হবে।

كما فى الدر المختار : ويكره تنزيها امامة العبد... ومبتدع اى صاحب بدعة (جا صـ٨٣ مكتبة سعيد)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/৮৩, শামী-১/৫৬০, বাদায়ে-১/৩৮৭, ফাতহুল কাদীর-১/৩০৪)

ইমাম সাহেব যদি রেডিও টেলিভিশন ঠিক করেন তার হুকুম

প্রশ্ন : মসজিদে ইমামতি করেন অথচ তিনি অবসর সময় রেডিও, টেলিভিশন, ক্যাসেট প্লেয়ার প্রভৃতি যন্ত্রাংশ ঠিক করেন এমনকি এগুলি চালাতে যে ব্যাটারী প্রয়োজন হয় তার তিনি চার্জ করে দেন। তিনি যে এ কাজগুলি করেন, এমর্মে মুসল্লীগণ নানা ধরনের প্রশ্ন করেন। কেউ কেউ তার পিছনে নামায পড়তে চাচ্ছে না। এখন প্রশ্ন হল, তার পিছনে নামায পড়লে ঐ নামাযে কোন প্রকার দোষ ক্রটি হবে কি না? আর যদি হয়েই থাকে তাহলে এর সঠিক সমাধানই বা কি হবে?

উত্তর : টেলিভিশনের মাধ্যমে নানা ধরনের গুনাহের কাজ সংঘটিত হয়, গুনাহ হতে মুক্ত থেকে বর্তমানে প্রচলিত টেলিভিশনের বৈধভাবে ব্যবহার শরীআতের দৃষ্টিতে সম্ভব নয়, যার কারণে শরীআতের দৃষ্টিতে বর্তমান টিভি গুনাহের যন্ত্র

হিসেবে নির্ধারিত হয়ে আছে। সুতরাং টিভি ব্যবহার বা ঘরে রাখা, সরবরাহ বা মেরামত সবই নাজায়েয, যে জেনে শুনে টি, ভি মেরামতের পেশা অবলম্বন করবে সে ফাসেক বলে গণ্য হবে।

ফাসেক এর ইমামতী করা এবং তার ইক্‌তিদা করা বা তাকে ইমামতীতে নিয়োগ দেয়া জায়েয নাই। ফাসেক ব্যক্তিদের পিছনে নামায পড়লে নামায মাকরূহ হবে। তবে যদি এমন ব্যক্তি এ পেশা বাদ দিয়ে গুনাহের কাজ হতে তাওবা করে সংশোধন হয়ে যায় তাহলে তার জন্য ইমামতী করা ও তার পিছনে ইক্‌তিদা করা সহীহ হবে। আর রেডিও ও ক্যাসেটের বৈধ ব্যবহার সম্ভব সেহেতু রেডিও বা ক্যাসেট মেরামত করা মূলত নাজায়েয হবে না। এতদসত্বেও এটি অত্যন্ত নিম্নমানের পেশা যা একজন ইমামের জন্যে মোটেও শোভনীয় নয় বরং বর্জনীয়। উল্লেখ্য যে, মসজিদ কমিটি বা মুসল্লীদের উচিৎ যে, ইমামের বেতন-ভাতা দেয়া যাতে তাকওয়া, পরহেযগারী বজায় রেখে ইমামতির কাজ আঞ্জাম দিতে পারেন।

وفى الدر المختار : ولو ام قوما وهم له كارهون ان الكراهة لفساد فيه او لانهم احق بالامامة منه كره له ذلك تحريما... ويكره امامة عبد ..... وفاسق واعمى الخ. جا صـ٨٣

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/৮৩, বাদায়ে-১/১৫৬, দারুল উলূম দেওবন্দ-৩/২৯৯, শামী-১/৫৫৯)

বেপর্দা পাঠদানকারী ব্যক্তির ইমামতী

প্রশ্ন : পর্দাহীনভাবে সহশিক্ষার মধ্যে যারা শিক্ষকতা করে তাদের ইমামতিতে নামায সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : না মাহরাম মহিলাদের সাথে পর্দা করা শরয়ী বিধান। যারা গায়রে মাহরাম মহিলা হতে পর্দা করে না তথা তাদের সাথে দেখা-স্বাক্ষাত বা পর্দা ছাড়া পড়ায় তারা শরীআতের দৃষ্টিতে ফাসেক হবে।

আর ফাসেক ব্যক্তির পিছনে ইকতিদা করলে যদিও নামায সহীহ হয়ে যাবে, তবে এতে নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে।

وفى البحر الرائق : قال الرملى ذكر الحلبى فى شرح منية المصلى ان كراهة تقديم الفاسق والمبتدع كراهة التحريم.... منحة الخالق على البحر الرائق جا صـ٣٤٩

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/৫৬০, আল বাহরুর রায়েক-১/৬১১, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া-৪/৩৭১, দারুল উলূম দেওবন্দ-৩/২৯৯)

অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি করা

প্রশ্ন : অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি সহীহ হবে কি না?

উত্তর : অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি মাকরূহে তানযিহীর সাথে জায়েয আছে।

كما فى الدر المختار : ويكره تنزيها امامة الاعمى. (باب الامامة جا صـ۸۳ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/৮৩, তাতার খানিয়া-১/৩৭৭, আলমগীরী-১/৮৫, কাবীরা-৩৫১, বিনায়া ২/৩৩৪)

মুক্তাদির ইমামের আগে রুকু সিজদা করা

প্রশ্ন : মুক্তাদি যদি ইমামের আগে রুকু সিজদায় চলে যায় তাহলে তার বিধান কি?

উত্তর : যদি কোন মুক্তাদি ইমামের আগে রুকু সিজদায় চলে যায় তাহলে মাকরূহের সাথে নামায হয়ে যাবে। যদি মুক্তাদি উক্ত রুকু বা সিজদায় ইমামের সাথে শরীক থাকে, অন্যথায় নামায হবে না।

وفى العالمكيرية: ويكره للما موم ان يسبق الامام بالركوع والسجود وأن يرفع رأسه فيهما قبل الامام (باب مايكره فى الصلاة ومالا يكره ١/ ١٠٧ حقانية)

প্রমাণ : সহীহ মুসলিম ১/১৮০, আলমগীরী ১/১০৭, মুনিয়াতুল মুসুল্লী-২৭৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া-১/১৫৯

শাফেয়ী ইমামের পিছনে হানাফী মুসল্লীর ইকতেদা

প্রশ্ন : শাফেয়ী মাযহাবের ইমামের পিছনে হানাফী মুসল্লীর ইকতিদার বিধান কি?

উত্তর : শাফেয়ী মাযহাবের ইমামের পিছনে হানাফী মুসল্লীগণের ইকতিদা জায়েয আছে, তবে হানাফীদের মসজিদ থাকলে সেখানে গিয়ে নামায পড়া উত্তম। উল্লেখ্য যে, কোন মাযহাব অনুযায়ী কোন বিষয় যদি অযু ভঙ্গের কারণের মধ্যে পড়ে, কিন্তু অন্য মাযহাব অনুযায়ী পড়ে না, সেক্ষেত্রে ইমাম সাহেব থেকে এ ধরনের কোন কিছু পাওয়া গেলে অন্য মাযহাবের অনুসারী মুক্তাদীদের নামায দোহরানো কর্তব্য।

كما فى الشامية: اما الاقتداء بالمخالف فى الفروع كالشافعى فيجوز مالم يعلم منه مايفسد الصلاة على اعتقاد المقتدى عليه الاجماع (جا صـ ٥٦٣)

(প্রমাণ : শামী ১/৫৬৩, সিরাজিয়া-৯৮, ফাতহুল কাদীর-১/৩০৪)

নফল নামায আদায়কারীর পিছনে ফরযের ইকতেদা

প্রশ্ন : ফরয নামায আদায়কারী ব্যক্তি নফল নামায আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে ইকতেদা করা সহীহ্ হবে কি না?

উত্তর : সহীহ হবে না।

وفى التاتارخانية : ولا اقتداء المفترض بالمتنفل. (كتاب الصلوة جا صـ٣٨٦ دار الايمان)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৮৪, তাতার খানিয়া ১/৩৮৬, আলমগীরী১/৮৬, আল বাহরুর রায়েক ১/৩৬১)

ফরয আদায়কারীর পিছনে নফলের ইকতেদা

প্রশ্ন : নফল নামায আদায়কারী ব্যক্তি ফরয নামায আদায়কারী ব্যক্তির পিছনে ইকতেদা করা সহীহ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ সহীহ হবে।

كما فى الدر المختار : وصح اقتداء متنفل بمفترض. (كتاب الصلوة جا صـ٨٣ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৮৩, আলমগীরী ১/৮৫, তাতার খানিয়া ১/৩৮৬, আল বাহরুর রায়েক ১/৩৬৫)

স্বামী-স্ত্রী জামা'আতে নামায আদায় করার পদ্ধতি

প্রশ্ন : মুক্তাদী যদি স্ত্রী হয় তাহলে কিভাবে নামায পড়বে?

উত্তর : স্বামী-স্ত্রী এক সাথে জামাআ'আতে নামায পড়লে স্ত্রী পিছনে দাঁড়াবে। যদি বরাবর দাঁড়ায় তাহলে নামায হবে না।

وفى التاتارخانية : وكذا المرأة اذا صلت مع زوجها فى البيت اذا كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة وان كان قدمها خلف قدم الزوج جازت صلاتهما. (باب الاقتداء جا صـ٣٩٠ دار الحديث)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/৮৮, তাতার খানিয়া-১/৩৯০, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ-২৭/১৮১)

নাবালেগ ছেলেকে খলিফা বানানোর বিধান

প্রশ্ন : ইমামের অজু নষ্ট হওয়ার পর কোন নাবালেগ ছেলেকে খলিফা বানাতে পারবে কিনা?

উত্তর : না, পারবে না। কেননা নাবালেগ শরীয়তের দৃষ্টিতে বালেগের ইমামতির উপযুক্ত নয়।

وفى السراجية: امامة الصبى العاقل للبا لغين فى التروبحات والسنن المطلقة لا تجوز۔ (باب الامامة ٩٨ الاتحاد)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/১২৪, ত্বহতবী ২৮৮, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১৪১, সিরাজিয়্যা ৯৮

নামাজের মধ্যে ইমাম মুক্তাদীর থেকে উপরে দাঁড়ানো

প্রশ্ন : নামাজের মধ্যে ইমাম মুক্তাদীদের থেকে কতটুকু উপরে দাঁড়াতে পারবেন?

উত্তর : সকল নামাজের ক্ষেত্রে ইমামের জন্য এক হাত এর কম উঁচুতে দাঁড়ানোর অবকাশ আছে। চাই ঈদের নামাজে হোক বা অন্য নামাজে হোক।

وفى الدر المختار : وانفراد الامام على الدكان للنهى وقدر الارتفاع بذراع ولا بأس بما دونه وقبل مايقع به الامتياز وهو الاوجه ذكره الكما ل وغيره وكره عكسه فى الاصح وهذا كله عند عدم العذر كجمعة وعيد فلو قاموا على الرفوف والامام على الارض۔ (باب ما تفسد فى الصلوة ١/٦٤٦ سيعد)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ১/৫৯৮, দুররে মুখতার ১/৬৪৬, বাদায়ে ১/২১৬

ইমাম সাহেবের জন্য ফরজের পর ডানে বা বামে সরে যাওয়া

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব এর জন্য ফরজ নামায শেষ করে বাকী নামায কোথায় পড়া উত্তম?

উত্তর : ইমাম সাহেবের জন্য ফরজ নামায শেষ করে বাকী সুন্নাত ডানে, বামে বা পিছনে এসে আদায় করা উত্তম।

وفى الخانية : الامام اذافرغ من الصلاة يستحب له ان يتحول الى يمين ا لقبلة۔ ١/١٠٠)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৫৩১, খানিয়া ১/১০০

মুফতী পরিচয় দানকারীর পিছনে ইক্তেদা ও তার ফতুয়া দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : মুফতী না হয়ে মুফতী পরিচয় দানকারীর পিছনে ইক্তেদা সহীহ হবে কি? এবং ঐ ব্যক্তির ফাতাওয়া দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : যদি উল্লেখিত ব্যক্তির মাঝে ইমামতি সহীহ হওয়ার জন্য যে সমস্ত শর্ত রয়েছে সে সমস্ত শর্ত পাওয়া যায়, তাহলে তার পিছনে ইক্তিদা সহীহ

হবে। আর ফাতওয়া প্রদান খুবই জটিল এবং গুরুদায়িত্ব যার উপর উম্মতের আমল নির্ভরশীল। তাই এ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী না হয়ে ফাতওয়া দেওয়া অনুচিত।

وفى اصول الافتاء : لا يجوز الافتاء لمن لم يتعلم الفقه لدى اساتذة مهرة وانما طالع الكتب الفقهية بنفسه ـ (الاصل الاول شروط لمفتى ١٢٩)

প্রমাণ ঃ সুরা যমর ৯, দুররে মুখতার ১/৮১, উসূলে ইফতা ১২৯, উকুদে রসমে মুফতী ৭৫

দুই সালামে বিতির নামায আদায়কারী ইমামের পিছনে ইক্তেদা

প্রশ্ন : দুই সালামে বিতিরের নামায পড়েন এমন ইমামের পিছনে আমাদের বিতির আদায় হবে কিনা?

উত্তর : এ ধরনের ইমামের পিছনে আমাদের বিতির আদায় হবে না।

وفى البحرالرائق : ان المذهب الصحيح صحة الاقتداء بالشا فعى فى الوتر ان لم يسلم على رأس الركعتين وعدمها ان سلم ـ (٤٠/٢)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৯৪, হাশিয়ে তহত্ববী ৩৮৫, আল বাহরুর রায়েক ২/৪০

ইমাম অনুপস্থিত থাকার কারণে বেতন কেটে নেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : ইমাম অনুপস্থিত থাকার কারণে বেতন কেটে নেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : ইমাম সাহেবকে বেতন নির্দিষ্ট করে যদি নিয়োগ দেওয়া হয়, এবং এই চুক্তি থাকে যে নির্দিষ্ট ছুটি ছাড়া (যেমন মাসে ২ দিন) অনুপস্থিত থাকলে উক্ত দিনের বেতন কর্তন করা হবে তাহলে উক্ত চুক্তির ভিত্তিতে অনুপস্থিত দিনের বেতন কর্তন করতে পারবে। কেননা বেতনভুক্ত ইমাম আজিরে খাছ যিনি উপস্থিত থেকে সময় দেওয়ার ভিত্তিতেই বেতনের উপযুক্ত হন। তাই ছুটি ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে উক্ত দিনের বেতনের হকদার হবে না। তবে তিনি যেহেতু মহল্লার বড় জিম্মাদার তাই তার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ করে কমিটির উচিত তার অনুপস্থিত দিনের ছুটি মঞ্জুর করে পূর্ণ বেতন দেওয়া।

وفى الفتاوى العالمكيرية : وينعقد على المدة حتى يستحق المعلم الاجر بتسليم النفس علم او لم يعلم وان لم يبين المدة ينعقد العقد فاسد ا و لو علمه يستحق اجر المثل ـ (باب فساد الاجارة الخ ٤٤٨/٤ حقانية)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/৫১, আলমগীরী ৪/৪৪৮, ফাতহুল কাদীর ৮/১১, হিদায়া ৩/২৯৪

স্বামী স্ত্রীর পিছনে ইকতেদা করতে পারবে না

প্রশ্ন : স্ত্রী যদি হাফেযা আলেমা হয় এবং স্বামী যদি মূর্খ হয় তাহলে উক্ত আলেমা স্ত্রীর পিছনে তার স্বামী ইকতেদা করতে পারবে কি-না চাই সে নামায ফরয হোক বা নফল।

উত্তর : পুরুষের জন্য মহিলার পিছনে ফরয কিংবা নফল নামাযে ইকতেদা করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নাই।

وفى رد المختار : ولا يصح اقتداء ذكر بانثى وخنثى. (باب الامامة جا صـ٥٧٧ سعيد)

(প্রমাণ : সূরা নিসা-৩৪, শামী-১/৫৭৭, দুররে মুখতার-১/৮৪, আলমগীরী-১/৮৫ বাদায়ে-১/৩৫৩, হিদায়া ১/১২৩)

পিছনের কাতার থেকে এসে ইমামের নামাযের খলীফা হওয়া

প্রশ্ন : যদি কোন ইমামের অযু ছুটে যায় এবং তার পিছনে এমন কোন মুকতাদী নাই যে ইমামতি করতে সক্ষম, এমতাবস্তায় যদি কোন মুকতাদী কাতারের পিছন থেকে এসে খলীফা হয় যে নামায পড়াতে সক্ষম অর্থাৎ আলেম বা ক্বারী তাহলে সে কি ইমামতি করতে পারবে এবং সকলের নামায সহীহ হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, উক্ত ব্যক্তি ইমামতি করতে পারবে এবং সকলের নামায সহীহ হয়ে যাবে।

كما فى الدر المختار : لانه على امامته ما لم يجاوز هذا الحد ولم يتقدم احد ولو بنفسه مقامه ناويا الامامة.... لم تفسد صلوة القوم (جا صـ٨٧ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৮৭, শামী ১/৬০২, আলমগীরী-১/৯৬, তাতার খানিয়া ১/৪৪১)

জামা'আত

তাকবীরে উলা পাওয়ার সময় কতটুকু

প্রশ্ন : তাকবীরে উলার সময় কতটুকু? ইমামের সাথে সাথেই তাকবীরে তাহরীমা বলতে হবে নাকি প্রথম রাকাত পেলেই তাকবীরে উলা পেয়েছে বলে ধরা হবে।

উত্তর : তাকবীরে উলা কাকে বলে এ ব্যাপারে ফকীহগণের নিকট পাঁচটি মত রয়েছে। যথা ঃ

(১) ইমাম সাহেব তাকবীরে তাহরীমা বলার সাথে সাথেই জামাআতে শরীক হওয়া।
(২) ইমাম সাহেব ছানা শেষ করার আগে জামাআতে শরীক হওয়া।
(৩) তিন আয়াত শেষ হওয়ার আগে জামাআতে শরীক হওয়া।
(৪) সূরা ফাতেহা শেষ হওয়ার আগে জামাআতে শরীক হওয়া।
(৫) ইমাম সাহেব রুকুর তাকবীর বলার আগে জামাআতে শরীক হওয়া

উল্লেখ থাকে যে, শেষ মতটি মানুষের জন্য অধিক সহজসাধ্য তাই তাকবীরে উলা পাওয়ার ক্ষেত্রে ইহা গ্রহণযোগ্য মত।

كما فى العالمغيرية : أما فضيلة تكبيرة الافتتاح فتكلّموا فى وقت ادراكها والصحيح انّ من أدرك الركعة الاولى فقد أدرك فضيلة تكبيرة الافتتاح.

(الباب الرابع فى صفة الصلاة جا صـ٦٩ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/৬৯, শামী ১/৫২৬, তাতার খানিয়া-১/২৭৩, হাশিয়াতুত ত্বহত্বী-১/২৫৮, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১/২৫৭)

এক মসজিদে দ্বিতীয়বার জামাআত করা

প্রশ্ন : মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত করার বিধান কি? এক্ষেত্রে জামে মসজিদ ও পাঞ্জেগানা মসজিদের মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর : দ্বিতীয় জামাআত করার একাধিক সুরত রয়েছে এর মধ্য থেকে কিছু সুরতে দ্বিতীয় জামাআত করা মাকরূহ, কিছু সুরতে মাকরূহ নয়, আর কিছু সুরতে ইখতিলাফ রয়েছে।

১। মসজিদ যদি মসজিদে তরীক হয় অর্থাৎ এমন মসজিদ হয় যে মসজিদের নামাজি মুসল্লী নির্দিষ্ট নাই বরং মুসাফির লোক দলবদ্ধ হয়ে এসে নামায পড়ে চলে যায়। ২। অথবা এমন মসজিদ হয় যে মসজিদে ইমাম মুয়াযযিন নির্দিষ্ট নাই। ৩। বা মহল্লার মসজিদে অন্য মহল্লার লোকেরা জামাআতের সাথে নামায পড়ে নেয় মহল্লা বাসিদের নামায পড়ার পূর্বে। ৪। অথবা নিজ মহল্লার লোকেরা

আযান ছাড়া বা গোপনে আযান দিয়ে জামাআতের সাথে নামায পড়ে নেয় তাহলে এই চার সুরতে দ্বিতীয় জামাআত করা মাকরূহ নয় বরং উত্তম যদিও দ্বিতীয় জামাআত আযান ইকামতের সাথে হয়। ৫। যদি মহল্লার মসজিদে মহল্লাবাসী উচ্চৈঃস্বরে আযান দিয়ে জামাআতের সাথে নামায পড়ে নেয় এবং দ্বিতীয় জামাআতও আযানের সাথে হয়। ৬। অথবা দ্বিতীয় জামাআত আযান-ইকামত ছাড়া হয় কিন্তু প্রথম জামাআতের মত মেহরাব বরাবর হয় তাহলে এই দুই সুরতে দ্বিতীয় জামাআত করা মাকরূহে তাহরীমি। ৭। যদি দ্বিতীয় জামাআত মেহরাব বরাবর না হয় বরং মসজিদের অন্য কোন স্থানে হয় তাহলে এই সুরতে ইমাম আবু হানিফা রহঃ এর নিকট দ্বিতীয় জামাআত করা মাকরূহ এবং ইমাম আবু ইউসুফ রহঃ এর নিকট মাকরূহ নয়। তবে এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত অধিক শক্তিশালী এবং তার মতের উপরই ফতোয়া। উল্লেখ থাকে যে, দ্বিতীয় জামাআত মাকরূহ হওয়ার ক্ষেত্রে জামে মসজিদ ও পাঞ্জেগানা মসজিদের মাঝে কোন পার্থক্য নাই।

كما فى الدر المختار : ويكره تكرار الجماعة باذان واقامة فى مسجد محلة لا فى مسجد طريق او مسجد لا امام له ولا مؤذن. (باب الامامة جا صـ٨٢ المكتبة زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/৮২, শামী-১/৫৫৩, হাশিয়ায়ে তিরমিযী-১/৫৮)

শুধু মহিলাগণ পরস্পর জামাআতে নামায পড়ার বিধান

প্রশ্ন : শুধু মহিলাগণ জামাআতে নামায পড়তে পারবে কি না?

উত্তর : না, মহিলাদের জামাআতে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী।

فى الدر المختار : ويكره تحريما جماعة النساء. (كتاب الصلوة: جا صـ٨٣ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/৮৩, আলমগীরী-১/৮৫, তাতার খানিয়া-১/৩৮১, কানযুদ দাকায়েক-২৮)

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামাত কোন সময় আরম্ভ করা মুস্তাহাব

প্রশ্ন : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামাত কোন সময় আরম্ভ করা মুস্তাহাব?

উত্তর : ফজরের নামায হালকা আলোকিত হওয়ার পর পড়া মুস্তাহাব। যোহরের নামায গরমকালে এক মিসিলের মাঝামাঝি এমন সময় পড়া মুস্তাহাব, যখন রোদের তাপমাত্রা কমে আসে। আর শীতকালে তাড়াতাড়ি পরা মুস্তাহাব। আসরের নামায দুই মিসিলের পর সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়ার আগে পড়া মুস্তাহাব। মাগরিবের নামায সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়া মুস্তাহাব। ইশার নামায রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব।

كما فى العالمكيرية : يستحب تاخير الفجر ... ويستحب تأخير الظهر فى الصيف وتعجيله فى الشتاء ... ويستحب تعجيل المغرب فى كل زمان ... وكذا تأخير العشاء الى ثلث الليل ـ (فصل فى بيان فضيلة الاوقات ۱/۵۱-۵۲ دقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৫১-৫২, তাতারখানিয়া ১/২৫০, হিদায়া ১/৮২-৮৩

ফজরের সুন্নাত পড়ার আগে জামাআত শুরু হলে

প্রশ্ন : ফজরের সুন্নাত পড়ার আগে জামাআত শুরু হলে করণীয় কি?

উত্তর : যদি ফজরের সুন্নাত পড়ার পর ফরযের রাকাত পাওয়ার আশা থাকে তাহলে প্রথমে ফজরের সুন্নাত পড়ে নিবে এর পরে জামাআতে শরীক হবে। আর যদি এমন হয় যে, সুন্নাত পড়লে জামাআত ছুটে যাবে তাহলে জামাআতে শরিক হবে।

وفى العالمغيرية : ومن انتهى الى الامام فى صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتى الفجر ان خشى ان تفوته ركعة ويدرك الاخرى يصلى ركعتى الفجر عند باب المسجدثم يدخل. (جا صـ۱۲۰ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১২০, নাছবুর রায়া ১/১৫৪, হাশিয়ায়ে ত্বহত্বী ১/১৯০, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/২৮৯)

কাজের কারণে জামাত ছেড়ে দেওয়া যাবে না

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি অন্যের অধীনে কাজ করার কারণে প্রতিদিন জামাত ছুটে যায়। কাজ শেষে সে একা নামায আদায় করে এভাবে প্রতিদিন কাজের কারণে জামাত ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে কিনা?

উত্তর : না, এভাবে কাজের কারণে জামাত ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে না। কেননা, যে সমস্ত কারণে জামাত ছেড়ে দেওয়া বৈধ সে সমস্ত কোন কারণ পাওয়া যায় নি।

كمافى الدرالمختار ـ لاتجب على مريض ومقعدو زمن ومقطوع يد... لك ريح ليكذ لا نها ر او خوف ـ الخ (باب الامامة ۸۲/۱ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৮২, আলমগীরী ১/৮৩, নুরুল ঈযাহ ৭৭, শামী ১/৫৫৫

পাঞ্জেগানায় দ্বিতীয় জামাত করা

প্রশ্ন : ইমাম নির্ধারিত নয় বাজারের এমন মসজিদে প্রথম জামাতের ন্যায় দ্বিতীয় জামাত করা সহীহ আছে কিনা? আর যদি প্রথম জামাতে জায়গা সংকুলান না হয় তবে তার হুকুম কি?

উত্তর : ইমাম নির্ধারিত নয় বাজারের এমন মসজিদে প্রথম জামাতের ন্যায় দ্বিতীয় জামাত করা সহীহ। প্রথম জামাতে জায়গা সংকুলান না হলে দ্বিতীয় জামাতও করতে পারবে।

كما فى الدر المختار : ويكره تكرار الجماعة باذان واقامة فى مسجد محلة لا فى مسجد طريق او مسجد لا امام له ولا مؤذن (باب الامام ٥٥٢/١)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৫৫২, শামী ১/৫৫২, গুনিয়াতুল মুসতালমি ৬১৪

জামাতের গুরুত্ব ও ফযীলত

প্রশ্ন : জামাতের গুরুত্ব ও ফযীলত কি?

উত্তর : জামাতের সাথে নামায আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, আবার অনেকে ওয়াজিবও বলেছেন। জামাতের গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, জামাত তরককারীদের ঘর-বাড়ি রাসূল (স.) জ্বালিয়ে দেওয়ার আদেশ দিতেন যদি নারী ও শিশুদের ভয় না করতেন? আর জামাতের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একাকী নামায পড়ার তুলনায় জামাতে নামায আদায় করলে ২৭ গুন সওয়াব বেশি পাওয়া যায়।

كما فى الصحيح لمسلم : عن ابى هريرة ﵁ ان رسول الله ﷺ قال صلوة الجماعة افضل من صلوة احدكم وحده بخمسة وعشرين جزأ (فضل صلوة الجماعة ٢٣١/١)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ১/২৩১, দুররে মুখতার ১/৮২, বেহেশতী গাওহার-৪৩

স্বামী স্ত্রী একত্রে জামাতের বিধান

প্রশ্ন : কেবলমাত্র স্বামী, স্ত্রী জামাত করলে নামায সহীহ হবে কিনা? এবং জামাতের সাওয়াব পাবে কিনা?

উত্তর : উল্লিখিত সূরতে নামায সহীহ হবে এবং জামাতের সাওয়াবও পাবে তবে মসজিদের সাওয়াব পাবে না। উল্লেখ্য যে স্ত্রী স্বামীর পূর্ণ পিছনে দাঁড়াবে।

وفى الشامية: لواجتمع بزوجته فيه... فلو كان معه رجل ايضا يقيمه عن يمينه والمرأة خلفهما ولو رجلان يقيمهما خلفه والمراة خلفهما ـ (باب الامامت ٥٦٦/١)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৫৬৬, শামী ১/৫৬৬ ত্বহতবী ২৮৭

সম্পদ ধ্বংস হওয়ার ভয়ে জামাত ছাড়া

প্রশ্ন : কোনো প্রতিষ্ঠান বা কারখানার পাহারাদারের জন্য জামাত ছেড়ে দেওয়া বৈধ আছে কি? এবং তার নামাজের হুকুম কি?

উত্তর : জামাতে শরীক হওয়ার দ্বারা যদি মাল ধ্বংস হওয়ার আশংকা হয় তাহলে জামাত ছেড়ে দেওয়া বৈধ আছে। জামাত শেষ হওয়ার আগে পরে একাকী বা জামাতের সাথে নামায আদায় করে নিবে।

كما فى الشامية : (قوله وخوف على ماله) اى من لص ونحوه اذا لم يمكنه غلق الدكان او البيت مثلا ومنه خوفه على تلف طعام فى قدر (باب الامامة ٥٥٦/١ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ১/৫৫৬, দুররে মুখতার ১/৮৩, আল বাহরুর রায়েক ২/১৫৯

জামাতের সময় কাতার সোজা করা

প্রশ্ন : জামাতের জন্য কাতার সোজা করার বিধান কি? সুন্নাত নাকি ওয়াজিব?

উত্তর : রাসূল (সা.) কাতার সোজা করার প্রতি অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন এবং কাতার বাঁকা রাখার প্রতি ভীতি প্রদর্শন করেছেন। তাই জামাতের সময় নামাজের কাতার সোজা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদার অন্তর্ভুক্ত।

وفى عمدة القارى : الامر بتسوية الصفوف وهى من سنة الصلاة عند ابى حنيفة والشافعى ومالك ـ (باب تسوية الصفوف ٢٥٤/٥)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/১৮৪, উমদাতুল কারী ৫/২৫৪, দুররে মুখতার ১/৫৬৮

জামাত দাঁড়ানোর পর ফজরের সুন্নাত পড়া

প্রশ্ন : ফজরে ইমাম সাহেব ফরয নামাজে দাঁড়িয়ে গেলে সুন্নাত নামায আদায় করা যাবে কি? আর যদি সুন্নত না পড়ে তাহলে কখন আদায় করবে ফরয নামাজের পরে কি সুন্নত নামায আদায় করতে পারবে?

(২) জামে মসজিদে দ্বিতীয় জামাত করা যাবে কিনা?

(৩) খুৎবার সময় সুন্নাত নফল নামায পড়া বা কথা বলা যাবে কিনা? কেউ কেউ দলিল পেশ করেন রাসূল সা. এর হাদীস দ্বারা একবার রাসূল সা. খুৎবা দিচ্ছিলেন এমন সময় একজন সাহাবী আসলেন তখন রাসূল সা. তাকে বললেন يافلان صلى ركعتين এই হাদীসটা কতটুকু সহী? আর ইহার বিপরীত কোন হাদীস আছে কিনা দলিল থাকলে উল্লেখ করবেন।

উত্তর : (১) হ্যাঁ, আদায় করা যাবে। যদি জামাত ছুটে যাওয়ার আশংকা না

থাকে। আর যদি সুন্নাত না পড়ে, তাহলে ফরয নামাজের পরে সুন্নাত পড়বে না। বরং সূর্য উদিত হওয়ার পরে যাওয়ালের পূর্বে পড়ে নিবে।

(২) না, যে মসজিদে ইমাম ও মুয়াজ্জিন নির্ধারিত আছে। সে মসজিদে কোন ওয়াক্তিয়া নামায একবার মহল্লার লোক আযান ও ইকামত দিয়ে পড়ার পর দ্বিতীয় বার ঐ ওয়াক্তিয়া নামায জামাতের সাথে পড়া মাকরূহ।

(৩) না, খুতবার সময় সুন্নাত নামায পড়া বা কথা বলা বা অন্য কোন কাজ করা যাবে না। কেননা খুতবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। আর আপনি যে হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা হল নিম্নরূপ।

عن عمرو سمع برا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت قال لاقال قم فصل ركعتين ـ

বুখারী শরীফ : ১/ ১২৭

এই হাদীস সহীহ। কিন্তু এর হুকুম রহিত হয়ে গেছে কোরআনে পাকের এই আয়াত দ্বারা : واذا قرأ القران فاستمعوا له وانصتوا الخ ـ

এভাবে যে তেলাওয়াতে কোরআনের আওয়াজ কানে আসলে তা শ্রবণ করা ওয়াজিব। আর ফুকাহায়ে কেরামগণ জুমার খুতবাকেও শ্রবণ করা ওয়াজিব বলেছেন। অথচ হাদীসটা ঐ সাহাবীর সাথেই সংশিষ্ট। সুতরাং এই হাদীস দ্বারা দলীল দেওয়া যাবে না।

وفى بدائع الصنائع: ولنا قوله تعالى فاستمعوا له وانصتوا والصلاة تفوت الا ستماع والانصات فلا يجوز ترك الفرض لإقامة السنة، والحديث منسوخ كان ذلك قبل وجود الاستماع ونزول قوله تعالى : واذا قرأ القرآن ... دل عليه روى عن ابن عمر ان النبى صلى الله .. امر سليكا ان يركع ركعتين ـ ثم نهى الناس أن يصلوا والامام يخطب ـ فصار منسوخا اوكان سليكا مخصوصا بذلك ـ (محظورات الخطبة ١/ ٥٩٣)

প্রমাণ : বুখারী, ১/ ১২৭, শামী, ২/ ৪৭, দুররে মুখতার ২/ ৮২, হিন্দিয়া : ১/ ৮৩, শরহে মাআনীল আছার ১/২৫৩

ফরয নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দেওয়া

প্রশ্ন : প্রত্যেক ফরয নামাজের পর আয়াতুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : বিভিন্ন হাদীস শরীফে আয়াতুল কুরসি পড়ার ফযিলত রাসূলে কারীম

(সা.) থেকে বর্ণিত আছে। কিন্তু ফুঁ দেওয়ার কথা পাওয়া যায় না। যেহেতু রাসূল (সা.) নিজের শরীরকে মানুষ ও জ্বিনের বদ নজর থেকে বাঁচার জন্য সূরা ফালাক ও নাস পড়ে ফু দিয়েছেন। এবং বরকতের জন্য হাতে ফু দিয়ে হাত শরীরে মুছে দিতেন। সে হিসেবে আয়াতুল কুরসি পড়ে ফু দেওয়া যেতে পারে।

وفی الموسوعة الفقهية : واختلف العلماء فی حکم النفث وغيره عند الرقی والتعاويذ فمنعه قوم وأجازه أخرون قال النووی : وقد اجمعوا علی جوازه واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعد هم - (تعويذ ۲٤/۱۳)

প্রমাণ : বুখারী ২/৮৫৪, শামী ৬/৩৬৩, মাউসুআ ১৩/২৪

জামাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারলে বসে পড়বে

প্রশ্ন : অসুস্থ ব্যক্তি জামাতে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারলে একাকী নামায পড়তে পারবে কি না?

উত্তর : ঐ ব্যক্তি জামাতে হাজির হয়ে বসে নামায আদায় করবে। একাকী নামায আদায় করা তার জন্য ঠিক হবে না।

وفی الدر المختار : من تعذر عليه القيام ای کله لمرض حقيقی وحده ان يلحقه بالقيام ضرربه يفتی قبلها او فيها ای الفريضة او حکمی بان خاف زيادته او بطء برئه بقيامه او دوران رأسه او وجد لقيامه الما شديدا او کان لو صلی قائمًا سلس بوله او تعذرعليه الصوم - (باب صلاة المريض ۱/ ۱۰۳ زکريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১০৩, হিদায়া ১/১২১, সিরাজিয়া ১১৩

বিশেষ পদ্ধতিতে ক্বদরের নামায

প্রশ্ন : রমজানের শেষ দশকে বেজোড় রাত্রে বিশেষ পদ্ধতিতে ক্বদরের নামায পড়ার হুকুম কি?

উত্তর : লাইলাতুল ক্বদরের ইবাদত সহস্র রাতের ইবাদতের চেয়ে উত্তম যা কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ দ্বারা স্বীকৃত। ঐ রাতে জাগ্রত থেকে আনুষ্ঠানিকতা বিহীন একাকী যে কোন ইবাদত করা যেতে পারে। যেমন ঃ নামায, যিকির, দুআ, ইস্তেগফার, কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি। কিন্তু ক্বদরের নামাজের নামে বিশেষ পদ্ধতিতে কোন নামায নেই। নফলের নিয়্যাতে একা একা সারা রাত পড়া যায়। আর নফল নামায মসজিদের তুলনায় ঘরে পড়ায় উত্তম।

وفی صحیح البخاری : عن عائشة رض ان رسول الله صلی لله علیه وسلم قال تحر وا لیلة القدر من العشر الاواخر من رمضان (۱/ ۲۷۰ اشرفیة)

প্রমাণ : সূরা ক্বদর ১-২-৩, বুখারী ১/২৭০, হিন্দিয়া ১/১১৩, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৫০৩ আল ফিকহ্ আলাল মাযাহীবীল আরবাআ ১/২৯১

মহিলাদের জামাতের জন্য মসজিদে যাওয়া

প্রশ্ন : বর্তমান যামানায় মহিলাদের জামাতের জন্য মসজিদে যাওয়ার হুকুম কি?

উত্তর : মহিলাদের জামাতের জন্য মসজিদে যাওয়া নাজায়েয। অতএব মহিলারা ঘরে নামায পড়বে।

وفی بدائع الصنائع: فالجما عة انما تجب علی الرجال العاقلین الاحرار القادرین علیها من غیر حرج فلا تجب علی النساء اما النساء فلان خروجهن الی الجماعات فتنة : (صلاة الجماعة ۱/ ۳۸٤ زکریا)

প্রমাণ : বুখারী ১/১২০, আবু দাউদ ১/৮৪, দুররে মুখতার ১/৮৩, শামী ১/৫৬৬, আলমগীরী ১/৮৯, বাদায়ে ১/৩৮৪, সিরাজিয়্যা ৯৯

ফরয নামাযে মহিলাদের জামাত করা

প্রশ্ন : মহিলারা পরস্পরে ফরয নামাজের ও তারাবীহ নামাজের জামাআত করার বিধান কি?

উত্তর : শুধু মহিলাদের পরস্পরের জামাতও মাকরুহে তাহরীমী, চাই ফরয নামাজের হোক, বা তারাবীহ নামাজের।

کما فی الشامیة : ویکره تحریما جماعة النساء ولو التراویح (باب الامامة ۱/٥٦٥ سعید)

প্রমাণ : শামী ১/৫৬৫, আল বাহরুর রায়েক ১/৩৫১, দুররে মুখতার ১/৮৩, হিদায়া ১/১২৩, আল ফিকহুল ইসলামি ২/১৬৪

এশার নামায মসজিদে আর তারাবীর নামায বাড়িতে পড়া

প্রশ্ন : এশার নামায মসজিদে আর তারাবীর নামায বাড়িতে পড়তে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ পড়তে পারবে। তবে সে মসজিদে জামাতের সাথে পড়ার ফজিলত তরককারী হবে।

كما فى العالمكيرية : وان اقيمت التراويح فى المسجد بالجماعة وتخلف رجل من احادالنا س وصلى فيه بيته يكون تاركا للفضيلة ولا يكون مسيأ ولا تاركا للسنة : (باب التراويح ١/ ٢٣٣ حقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৩৩ তাতার খানিয়া ২/৪১২ ফাতহুল কাদীর ১/৪০৮, সিরাজিয়া ১১৯ হাশিয়ায়ে তহতবী ১/৪১২

মসজিদ ছাড়া অন্য জায়গায় জামাত করা

প্রশ্ন : মসজিদ ছাড়া অন্য জায়গায় জামাত করলে জামাতের পূর্ণ সাওয়াব পাবে কিনা?

উত্তর : মসজিদ ছাড়া অন্য জায়গায় জামাত করলে জামাতের পূর্ণ সাওয়াব পাবে। কিন্তু মসজিদের সাওয়াব পাবে না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য মসজিদে গিয়ে জামাতে শরীক হওয়াই কর্তব্য। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি মসজিদের জামাত ছেড়ে দেওয়ার অভ্যাস করবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

وفى البحر الرائق: ان للجماعة فى بيته فضيلة وللجماعة فى المسجد فضيلة أخرى فهو حاز احدى الفضيلتين وترك الفضيلة الاخرى (باب الوتر والنوافل ٢/ ٦٨ رشيدية)

প্রমাণ : মুসলিম ১/২৩২, সিরাজিয়া ৯৮, আল বাহরুরায়েক ২/৬৮, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৩৪১

এক মসজিদে তারাবীর দুই জামাত করা

প্রশ্ন : এক মসজিদে এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন তারাবীর জামাত করা যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, ভিন্ন ভিন্ন জামাত করা জায়েয। তবে উত্তম হল এক জামাতে আদায় করা। কেননা এতে জামাত বড় হয়, ও সাওয়াব বেশি হয়। আর ভিন্ন জামাত করার ক্ষেত্রে জরুরী হল এ বিষয়টি লক্ষ্য রাখা যে এক জামাতের আওয়াজের দ্বারা অন্য জামাতের নামাজের ক্ষতি যেন না হয়।

كما فى مشكوة المصابيح : عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال خرجت مع عمربن الخطاب ليلة الى المسجد فاذا الناس او زاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلوته الرهط فقال عمرانى لو جمعت هؤلاء على قارى واحد لكان امثل ـ (قيام شهر رمضان ١١٥ رشيدية)

প্রমাণ : মিশকাত ১/১১৫, হাশিয়ায়ে তহতবী –৪১৫, আওজাযুল মাসালেক ২/৫২১

রাকাতের সংখ্যা নিয়ে মুক্তাদী ইখতিলাফ করলে তার বিধান

প্রশ্ন : রাকাতের সংখ্যায় মুক্তাদী ইখতেলাফ করলে তার হুকুম কি?

উত্তর : (ক) রাকাতের সংখ্যায় ইখতেলাফ যদি ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে হয় আর ইমামের মতের সঙ্গে কোন মুক্তাদীর মত না মিলে এবং ইমাম রাকাতের সংখ্যায় সুনিশ্চিত থাকে তাহলে ইমামের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি ইমাম রাকাতের সংখ্যায় সুনিশ্চিত না থাকে তাহলে মুক্তাদীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং নামায পুনরায় পড়তে হবে। (খ) আর যদি ইমামের সঙ্গে কিছু সংখ্যক মুক্তাদী অথবা একজন মুক্তাদীও থাকে তাহলে যারা ইমামের সঙ্গে আছে তাদের কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। (গ) যদি মুক্তাদীদের মধ্যে থেকে শুধু দুইজনের মাঝে রাকাতের সংখ্যায় ইখতেলাফ হয় এবং ইমাম ও বাকী সমস্ত মুক্তাদীগণ সন্দেহের মধ্যে থাকে তাহলে ইমাম ও বাকী সমস্ত মুক্তাদীগণের নামায সহীহ ও পূর্ণই ধরতে হবে। তবে ইমাম ও মুক্তাদীগণের মধ্যে থেকে কেহ যদি কমতি হওয়ার উপর সুনিশ্চিত হয় তাহলে তাকে পুনরায় নামায পড়তে হবে। অন্যথায় পড়তে হবে না। (ঘ) ইমাম যদি রাকাতের সংখ্যায় কমতি হওয়ার উপর সুনিশ্চিত হয় আর একজন মুক্তাদী পুরা হওয়ার সুনিশ্চিত হয় তাহলে ইমাম মুক্তাদীসহ নামায পুনরায় পড়বে। তবে যে মুসল্লির নামায পূর্ণ হওয়ার ইয়াকীন হবে, তার নামায দোহরাতে হবে না। (ঙ) যদি মুক্তাদীগণের মধ্যে থেকে একজন রাকাতের সংখ্যায় কমতি হওয়ার উপর সুনিশ্চিত হয় এবং ইমাম ও বাকী মুক্তাদীগণ সন্দেহের মধ্যে থাকে তাহলে যদি ওয়াক্ত বাকী থাকে উত্তম হল সতর্কতামূলক নামায পুনরায় আদায় করা।

وفى التاتارخانية: واذا وقع الاختلاف بين الامام والقوم فقال القوم صليت ثلاثا وقال الامام صليت اربعا فان كان بعض القوم مع الامام يوخذ بقول من كان مع الامام ويترجح من كان مع الامام بسبب الامام وان لم يكن بعض القوم مع الامام ينظر : ان كان الامام على يقين لا يعيد الصلوة وان لم يكن على يقين اعاد بقولهم ... اذاكان مع الامام رجل واحد بترجح قوله بسبب الامام ولا يعادالصلوة واذا لم يكم مع الامام احد اعاد الامام الصلوة (٤٧٣/١)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/৯৩, দুররে মুখতার ১/১০৩, তাতার খানিয়া ১/৪৭৩

গরমের কারণে ৪/৫ কাতার পিছনে জামাত করা

প্রশ্ন : গরমের কারণে ইমাম সাহেব ৪/৫ কাতার পিছনে জামাত করতে পারবে কি না?

উত্তর : মেহরাবের ভিতরে ইমাম দাঁড়ানো সুন্নাত। তবে কোন কারণে ইমাম সাহেব মেহরাবে না দাঁড়িয়ে পিছনেও দাঁড়াতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় হল যে ইমাম সাহেব মেহরাব বরাবর দাঁড়াবে।

وفى الشامية : أو إلى سارية كراهة قيام الامام فى غير المحراب ويؤيده قوله قبله السنة أن يقوم فى المحراب وكذا قوله فى موضع اخر السنة أن يقوم الامام ازاء وسط الصف (باب كراهة قيام الامام فى غير المحراب ١/ ٥٦٨ سعيد)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/৭৩, আবু দাউদ ১/৯৯, দুররে মুখতার ১/৮৩-৮৪

খালি জায়গা পূরণ করার জন্য নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম

প্রশ্ন : সামনের কাতারের খালি জায়গা পুরা করার জন্য নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার বিধান কি?

উত্তর : উল্লিখিত অবস্থায় নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয আছে।

كما فى الشامية : قام فى اخر الصف فى المسجد بينه وبين الصفوف مواضع خالية فللداخل ان يمر بين يديه ليصلى الصفوف لا نه اسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه (مسائل زلة القارى ١/ ٦٣٦ سعيد)

প্রমাণ : শামী ১/৬৩৬, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৭৮৬, দারুল উলূম দেওবন্দ ৩/৩৪৫

জামাতের পরিপূর্ণ সওয়াব পাওয়ার জন্য কতজন মুসল্লীর প্রয়োজন

প্রশ্ন : একটি মসজিদে ফজরের জামাতে মুসল্লীর সংখ্যা খুব কম হয়, কোন দিন চারজন আবার কোন দিন ছয়জন, আমার প্রশ্ন হলো, এই কয়জন মুক্তাদী নিয়ে জামাতের সাথে নামায আদায় করলে, জামাতের পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যাবে কি? জামাতের সওয়াব পাওয়ার জন্য কতজন মুসল্লীর প্রয়োজন?

উত্তর : হ্যাঁ, ইমাম সাহেবের সাথে যদি একজন মুসল্লীও নামায আদায় করে তাহলে জামাতের সওয়াব পাওয়া যাবে তবে জামাত যত বড় হবে সাওয়াব ততো বেশী হবে।

وفى العالمكيرية: اذازاد على الو احد فى غير الجمعة فهو جماعة وان كان معه صبى عاقل (٨٣/١)

প্রমাণ : মিশকাত ১/৯৭, শামী ১/৫৫৩, বাদায়ে ১/৩৪৫, হিন্দিয়া ১/৮৩

মাগরিবের নামাযের উত্তম সময়

প্রশ্ন : মাগরিবের আযানের কতটুকু পরে নামায পড়া উত্তম?

উত্তর : মাগরিবের নামায সকল ফুকাহাদের নিকট তাড়াতাড়ি আদায় করা উত্তম। তাই মাগরিবের আযান ও ইকামতের মাঝে বিলম্ব করা উচিত নয়। অল্প কিছু সময় বসা বা তিন আয়াত পরিমাণ পড়া যায় এতটুকু সময় দেরি করা যেতে পারে।

كما فى الفقه الاسلامى وادلته : ويستحب تعجيل المغرب مطلقا ولا يفصل بين الاذان والاقامة الا بقدر ثلاثة آيات (جا صـ٥٧٤)

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/৫৭৪, হিদায়া-১/৮৩, আলমগীরী-১/৫২, বাদায়ে-১/৩২৫)

সুন্নাত পড়া অবস্থায় জামাআত শুরু হলে করণীয়

প্রশ্ন : যদি কেউ যোহরের চার রাকাত সুন্নাত নামায শুরু করে প্রথম রাকাতে কিয়াম অবস্থায় থাকে, এমতাবস্থায় ফরযের জন্য ইকামত শুরু হলে উক্ত ব্যক্তির করণীয় কি? অথবা এক রাকাত শেষ করে দ্বিতীয় রাকাত শুরু করেছে অথবা দ্বিতীয় রাকাত শেষ করে তৃতীয়-রাকাত শুরু হলে উক্ত ব্যক্তির জন্য কোন অবস্থায় কি করতে হবে?

উত্তর : কোন ব্যক্তি যোহরের চার রাকাত সুন্নাত শুরু করে প্রথম রাকাতে কিয়াম বা দ্বিতীয় রাকাতে কিয়ামরত অবস্থায় যদি ফরয নামাযের ইকামত শুরু হয়। তাহলে সে দুই রাকাতের মাথায় সালাম ফিরিয়ে জামাআতে শরীক হবে। আর যদি দুই রাকাত শেষ করে তৃতীয় রাকাতে কিয়ামরত অবস্থায় ফরয নামাযের ইকামত শুরু হয়, তাহলে সে চার রাকাত সুন্নাত পরিপূর্ণ আদায় করে জামাআতে শরীক হবে।

وفى العالمغيرية : ولو كان فى السنة قبل الظهر والجمعة فاقيم او خطب يقطع على رأس الركعتين وقد قيل يتمها. جا صـ١٢٠ الحقانية

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/১২০, হিদায়া-১/১৫১, ফাতহুল কাদীর-১/৪১১)

প্রথম কাতারে বাচ্চাদের দাঁড়ানোর বিধান

প্রশ্ন : যদি নাবালেগ ছেলে প্রথম কাতারে দাঁড়ায় তাহলে নামায সহীহ হবে কি হবে না? অথবা বড় মানুষের অনেক গুলো কাতার হয়েছে, তার মাঝে ছোট ছেলে নামাযে দাঁড়ায় তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর : মসজিদে কাতার বাধার নিয়ম হল, প্রথমে পুরুষ দাঁড়াবে, এর পরে নাবালেগ ছেলেরা দাঁড়াবে, এর পরের কাতারে হিজড়া দাঁড়াবে, এর পরে মহিলারা দাঁড়াবে, আর বর্তমান সময় ফুকাহাদের মত অনুযায়ী, অধিকাংশ নাবালেগ ছেলেরা নামাযের নিয়ম কানুন মোটামোটি জানে, তাদেরকে বড়দের কাতারে দাড় করানোই শ্রেয়, কারণ একাধিক বাচ্চা একত্রে দাঁড়ালে তারা নিজেদের এবং অনেক ক্ষেত্রে বড়দের নামাযেরও ক্ষতি করে থাকে, কিন্তু যে, সমস্ত ছেলেরা নামাযের নিয়ম-কানুন মোটেও বুঝে না তাদেরকে মসজিদে আনা ঠিক না। অতএব উল্লেখিত সুরতে নামায হয়ে যাবে।

وفی تقریرات رافعی متعلقه شامی : قال الرحمی ربما یتعین فی زماننا ادخال الصبیان فی صفوف الرجال لان المعهود منهم اذا اجتمع صبیان فاکثر تبطل صلوة بعضهم بعض وربما تعدیة ضررهم الی افساد صلوة الرجال۔ (جا صـ۷۳ سعید)

(প্রমাণ : তাকরিরাতে রাফেয়ী মুতাআল্লাকায়ে শামী ১/৭৩, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৮০, আল বাহরুর রায়েক-১/৩৫৩)

নামায ভঙ্গের কারণসমূহ

যবানে উচ্চারণ না করে ক্বিরাত পড়া

প্রশ্ন : মুখ বন্ধ করে ক্বিরাত পড়লে নামায হবে কি না?

উত্তর : না, বর্ণিত সুরতে নামায হবে না।

وفی الفقه علی المذاهب الاربعة : ان ینطق بالتکبیرة بحیث یسمع بها نفسه فمن همس بها او اجراها علی قلبه فانها لا تصح ومثل ذلك جمیع الاقوال الصلاة من ثناء وتعوذ وبسملة وقراءة وتسبیح وصلاة علی النبی ﷺ. (جا صـ۱۷۷ دار الحدیث)

(প্রমাণ : আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ-১/১৭৭, খুলাছা-১/৯৪, তাতার খানিয়া ১/২৭৪, আলমগীরী-১/৬৯)

নামাযে বাংলা ভাষায় দু'আ করা

প্রশ্ন : নামাযের মাঝে বাংলা ভাষায় দু'আ করার বিধান কি?

উত্তর : নামাযের মাঝে বাংলা ভাষায় দু'আ করলে নামায ভেঙে যাবে।

وفی الدر المختار : ما یفسد الصلاة : الدعاء بما یشبه کلا منا. (جا صـ۸۹ زکریا)

(প্রমাণ : শামী ১/৫২১, তাতার খানিয়া ১/৩৬০, দুররে মুখতার ১/৮৯, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৩৫)

ওযর ব্যতিত নামাযে গলা খাকারী দেয়া

প্রশ্ন : কোন কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, নামাযের মধ্যে অনেক বার গলা খাকারি দেয় এমনকি একই রাকাআতের মধ্যে দশ বার বারের মত গলা খাকারি দিয়ে থাকে। এভাবে অনেকবার গলা খাকারির দ্বারা নামায নষ্ট হবে কি না?

উত্তর : যদি ওযরের কারণে গলা খাকারি দেয়া হয় তাহলে নামায নষ্ট হবে না। আর বিনা ওযরে গলা খাকারি দিলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। ওযর যেমন- ইমাম সাহেব গলার আওয়াজকে পরিষ্কার বা উঁচু করার জন্য আর মুক্তাদী যদি তার গলা আটকানোর কারণে গলা খাকারি দেয় তাহলে নামায মাকরূহ হবে।

كما فى العالمغيرية : ويفسد الصلاة التنحنح بلا عذر بان لم يكن مدفوعا اليه وحصل منه حروف ولو لم يظهر له حروف فانه لا يفسد اتفاقا ولكنه مكروه وان كان بعذر بان كان مدفوعا اليه لا تفسد لعدم امكان الاحتراز عنه. (باب ما يفسد الصلاة وما يكره جا صـ١٠١ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/১০১ হিদায়া-১/১৩৫, ফাতহুল কাদীর-১/৩৪৭, কান্‌যুদ্দাকায়েক-১/৩২)

নামাযে মোবাইল বন্ধ করার বিধান

প্রশ্ন : নামাযে মোবাইল বন্ধ করার বিধান কি?

উত্তর : মুসল্লীদের জন্য মোবাইল ফোন বন্ধ রেখে বা রিং টোন বন্ধ রেখে মসজিদে প্রবেশ করা উচিত। যদি ভুলে বন্ধ না করা হয়, আর নামাযের মধ্যে বেজে উঠে তাহলে এক হাতের দ্বারা বন্ধ করে দিবে যাতে করে অন্য মুসল্লীদের নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। তবে একই রুকুনে তিনবার سبحان ربى الاعلى বলা পরিমাণ সময়ের মধ্যে এরূপ তিন বার করার দ্বারা নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

كما فى السراجية : ومما يتعلق بهذا الباب فى زماننا اغلاق الجوال فى الصلوة فينبغى للمصلى ان يغلق الجوال او يصمته قبل الدخول فى الصلوة (باب ما يفسد الصلوة صـ٨٤ مكتبة الاتحاد)

(প্রমাণ : সিরাজিয়াহ, ৮৪, আলমগীরী ১/১০১, তাতার খানিয়া-১/৩৬৫, মারাকিউল ফালাহ-৩২২)

নামাযে চুলকানোর হুকুম

প্রশ্ন : নামাযে চুলকানোর বিধান কি?

উত্তর : যদি চুলকানো এমন জরুরী হয় যে, চুলকানো ব্যতিত নামাযে খুশু খুজুই ঠিক না থাকে, তাহলে ১/২ বার চুলকানোর দ্বারা নামায মাকরূহ হবে না। আর

যদি তিনবার এমন ভাবে চুলকানো হয় যে, একবার চুলকানোর পর এক রোকন (তিন বার سبحان ربى الاعلى সমপরিমাণ) সময় স্থগিত থাকে পরে আবার চুলকানো হয়, এভাবে তিনবার চুলকালে নামায নষ্ট হবে না। আর যদি বিনা প্রয়োজনে একবার চুলকানো হয়, তাহলে নামায মাকরূহ হবে। আর যদি তিন বার এমনভাবে চুলকানো হয় যে, প্রতি দুইবারের মাঝে এক রোকন (তথা তিন তাসবীহ) পরিমাণ সময় বিরতি না হয় তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

وفى خلاصة الفتاوى : والحك بيد واحدة فى ركن ثلث مرات يفسد صلاته ولو كان الحك مرة واحدة يكره. (جا صـ٥٧ رشيدية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১০৪, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১/৫৭, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৪১৬-১৭)

নামাযে শিশু মায়ের দুধ পান করা

প্রশ্ন : মা নামায পড়া অবস্থায় বাচ্চা দুধ পান করলে নামায হবে কি না?

উত্তর : না, নামায পড়া অবস্থায় বাচ্চা দুধ পান করলে নামায হবে না। নামায ভেঙ্গে যাবে।

كما فى الدر المختار : او مص ثديها ثلثا او مرة ونزل لبنها فسدت (جا صـ٩٠ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৯০ আলমগীরী ১/১০৪, আল বাহরুর রায়েক ২/১২, ফাতহুল কাদীর ১/৩৫১, তাতার খানিয়া ১/৩৬৭)

নামাযে সাপ বিচ্ছু মারলে নামাযের হুকুম

প্রশ্ন : নামাযরত অবস্থায় সাপ কিংবা বিচ্ছু মারার দ্বারা নামায ভেঙ্গে যাবে কি?

উত্তর : সাপ কিংবা বিচ্ছু মারতে গিয়ে যদি আমলে কাছির হয়, অর্থাৎ দুই বা ততোধিক বার আঘাত করে তাহলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। আর যদি আমলে কালীল দ্বারা মারা হয় তাহলে নামায ফাসেদ হবে না।

كما فى الدر المختار : لا يكره قتل حية او عقرب. (باب ما يفسد الصلوات وما يكره فيها جا صـ٩٣ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৯৩, শামী ১/৬১৫, আলমগীরী ১/১০৩, হিদায়া ১/১৪৩, বাদায়ে ১/৫১১)

নামাযের মধ্যে হাঁচির উত্তর দেয়া

প্রশ্ন : নামাযের মধ্যে হাঁচির উত্তর দিলে নামায ভেঙ্গে যাবে কি না?

উত্তর : নামাযরত অবস্থায় হাঁচির উত্তর দিলে নামায ভেঙ্গে যাবে।

وفى الخانية : ولو عطس رجل فقال المصلى يرحمك الله فسدت صلاته (جا صـ١٣٦)

(প্রমাণ : খানিয়া-১/১৩৬, আলমগীরী-১/৯৮, খুলাছাতুল ফাতাওয়া-১/১২০, তাতার খানিয়া-১/৩৫৭, আল বাহরুর রায়েক ২/৫)

দাঁতে ঢুকে থাকা গোশতের আশ নামাযরত অবস্থায় খেয়ে ফেলা

প্রশ্ন : যদি গোশত খাওয়ার পর গোশতের আঁশ দাতে ঢুকে থাকে, এরপর নামাযের মধ্যে তা দাঁত থেকে জিহ্বা দ্বারা বের করে খেয়ে ফেলে তাহলে কি তার নামায হবে?

উত্তর : উল্লেখিত গোশতের অংশ যদি বুটের পরিমাণ থেকে ছোট হয় তাহলে নামায ভঙ্গ হবে না। আর যদি বড় হয় তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

وفى التاتار خانية: واذا كان بين اسنانه شيئ فابتلع لا تفسد صلوته هذا اذا كان بين اسنانه قليل دون الحمصة فاما اذا كان اكثر من ذلك تفسد ـ (جـ١ صـ ٣٦٨ باب مفسد الصلوة مكتبة دار الايمان)

(প্রমাণ : খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১/১২৭, হাশিয়াতুত ত্বহত্বাবী ৩৪১, আলমগীরী ১/১২০, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২/২৬, তাতার খানিয়া ১/৩২৮)

নামাযরত অবস্থায় স্বামী স্ত্রী পরস্পর চুমু দেয়া

প্রশ্ন : (ক) নামাযরত অবস্থায় স্বামী স্ত্রী একে অন্যকে চুমু দেওয়ার বিধান কি?
(খ) নামাযরত অবস্থায় জান্নাত ও জাহান্নামের ভয়ে কাঁদলে নামায ভেঙ্গে যাবে কি না?

উত্তর : (ক) নামাযরত অবস্থায় স্বামী স্ত্রী একজন অন্যজনকে চুমু দিলে নামায ভেঙ্গে যাবে। (খ) নামাযরত অবস্থায় জান্নাত জাহান্নামের ভয়ে কান্নার কারণে নামায ভঙ্গ হয় না।

وفى الشامية: وكذا اى تفسد لو قبلها بشهوة او بغير شهوة او مسها لانه فى معنى الجماع (جـ١ صـ ٦٢٨ مفسد الصلوة)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১০০, ৪০১, শামী ১/৬২৮, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/২১)

নামাযরত অবস্থায় লিখিত কোন বস্তুর উপরে দৃষ্টি পড়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় কোন লিখিত জিনিস এর দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং তা পড়ে অথবা বুঝে ফেলে এর দ্বারা ঐ ব্যক্তির নামায ভঙ্গ হবে কিনা?

উত্তর : নামাযরত অবস্থায় লিখিত কোন বস্তুর উপরে শুধু দৃষ্টি পড়ার কারণে অর্থ বুঝে ফেলার দ্বারা নামায ভঙ্গ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ না করবে। হ্যাঁ, যদি মুখে উচ্চারণ করে তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

كما فى الهدايه: ولو نظر الى مكتوب وفهمه فالصحيح انه لا تفسد صلاته بالاجماع (باب ما يفسد الصلاة ١/ ١٣٨ اشرفى بكدفى)

প্রমাণ : হিদায়া ১/১৩৮, দুররে মুখতার ১/৮৯-৯১, কানয-৩২

নামাযরত অবস্থায় ছোট বাচ্চা মহিলার মাথার কাপড় খোলা

প্রশ্ন : যদি কোন মহিলার নামাযরত অবস্থায় তার সন্তান মাথার কাপড় টেনে খুলে ফেলে তাহলে ঐ মহিলার নামাজের বিধান কি?

উত্তর : উল্লিখিত অবস্থায় যদি মহিলার মাথার চার ভাগের এক ভাগ তিন তাসবীহ তথা তিনবার সুবহানাল্লাহ বলা পরিমাণ সময় খোলা থাকে তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে, নতুন করে আবার নামায পড়তে হবে।

كما فى الشامية : وعما اذا أدى مع الا نكشاف ركنا فا نها تفسد اتفاقا (١/ ٤٠٨ سعيد)

প্রমাণ : শামী ১/৪০৮, শরহে বেকায়া ১/১৩৭, হাশিয়ায়ে কানযুদ্দাকায়েক হাশিয়া ১০, ফাতহুল কাদীর ১/২২৭

ভুলে ফরয নামাজের এক রাকাত বসে পড়া

প্রশ্ন : ভুলে ফরয নামাজের এক রাকাত বসে পড়লে নামায আদায় হবে কিনা?

উত্তর : না, নামায আদায় হবে না। কেননা কোন ওজর ছাড়া ফরয নামাজের সমস্ত রাকাতে দাঁড়ানো ফরয, আর ফরয ছুটে গেলে নামায ভেঙ্গে যায়। চাই তা ইচ্ছাকৃতভাবে ছুটে যাক বা ভুল ক্রমে। তাই পুনরায় নামায আদায় করতে হবে।

وفى العالمكيرية : ومنها القيام وهو فرض فى الصلاة الفرض والوتر (باب صفت الصلاة ١/ ٦٩ مكتبة الحقانية)

প্রমাণ : সুরা বাকারা ২৩৮, মাওসুআ ২৭/১৩১, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ- ১/১৮০, আলমগীরী ১/৬৯

নামাযের মাঝে মাইক নষ্ট হলে করণীয়

প্রশ্ন : (ক) মাইক দ্বারা জামাতে নামায পড়া অবস্থায় মাইক নষ্ট হলে মুয়াজ্জিন কি মাইক ঠিক করার জন্য নামায ছেড়ে দিতে পারবে? (খ) ইমাম সাহেব ইমামতি করা অবস্থায় মাইকে আওয়াজ না হলে নিজে মাউথ স্পীকারে শব্দ

হওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় হাত দিয়ে ঠিক করলে নামাজের অবস্থা কি হবে?

উত্তর : (ক) উক্ত সূরাতে মুয়াজ্জিন মাইক ঠিক করার জন্য নামায ছাড়তে পারবে না। (খ) শরীয়াতের দৃষ্টিতে আমলে কাসীর দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। আর আমলে কাসীর যত কাজকে বলা হয় তার মধ্য হতে একটি হল নামাযী নামাজের মধ্যে এমন কাজে লিপ্ত হওয়া যে কেউ তাকে দেখলে মনে করবে সে নামাযরত নয়। তাই ইমামের উক্ত কাজ যদি আমলে কাসীর না হয় তাহলে নামায সহীহ হয়ে যাবে। আর যদি আমলে কাসীর হয় তাহলে নামায ভেঙ্গে যাবে।

وفى الدر المختار: ويفسد ها كل عمل كيثر من اعمالها (٩٠/١)

প্রমাণ : সুরা মুহাম্মদ ৩৩, দুররে মুখতার ১/৯০, তাতার খানিয়া ১/৩৬৭, সিরাজিয়া ৮৩

নামাযরত অবস্থায় নিতম্বের ভাজে কাপড় আটকে গেলে করনীয়

প্রশ্ন : নামাযরত অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তির নিতম্বের ভিতরে তার পরিধানের কাপড় চলে যায়, তাহলে সে কি ঐ কাপড় বের করতে পারবে?

উত্তর : এক হাত দ্বারা عمل قليل এর মাধ্যমে বের করতে পারবে।

كما فى الشامية : ويفسدها اى الصلوة كل عمل كثير .. وما عمل بواحدة قليل وان عمل بيديه كحد السراويل ولبس القلنسوة ونزعها الا اذا تكرر ثلاثا متوالية (باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها ١/ ٦٢٥ سعيد)

প্রমাণ : শামী ১/৬২৫, আলমগীরী ১/১০২, আল বাহরুর রায়েক ২/১১, বেনায়া ২/৪২২

নামাজে টুপি পরে গেলে উঠানোর বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তির নামাজের মধ্যে টুপি পরে যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তি কি নামাজের মধ্যে টুপি পরিধান করতে পারবে?

উত্তর : যদি এমন টুপি হয় যা এক হাত দিয়ে মাথায় রাখা যায়। তাহলে নামাজের মধ্যে টুপি পরে গেলে এক হাত দ্বারা মাথায় রাখা যাবে। আর যদি এমন টুপি হয় যা দুই হাত ব্যতিত পরিধান করা যায় না। এমতাবস্থায় দুই হাত দ্বারা টুপি উঠালে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা এটা তখন আমলে কাছীরের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং এমন টুপি উঠিয়ে মাথায় পরিধান করা যাবে না।

وفى الدر المختار: ولو سقطت قلنسوته فاعاد تها افضل الا اذا احتاجت لتكو ير او عمل كثير (باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها ٩١/١ زكريا)

প্রমাণ : শামী ১/৬২৫, দুররে মুখতার ১/৯১, শরহে বেকায়া ২/১৬৫, বিনায়া ২/৪৪৮, আলমগীরী ১/১০২, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১২০

মুক্তাদির ইমামের আগে দাঁড়ানো

প্রশ্ন : মুক্তাদি ইমাম সাহেবের আগে বেড়ে দাঁড়ালে তার নামাজের হুকুম কি?

উত্তর : কোন মুক্তাদি যদি জামাতের নামাজে ইমাম সাহেবের আগে বেড়ে দাঁড়ায়, তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

وفى بدائع الصنائع: وان كان وقوفه متقدما على الامام لا يجزئه لا نعدام معنى التبعية (باب تقدم المأموم على الامام/١ ٣٦٢ زكريا)

প্রমাণ : হাশিয়াতুত ত্বহ্তবী ২৯০, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৩২৩, তাতার খানিয়াহ ১/৩৯০, শামী ১/৫৫১, বাদায়ে ১/৩৬২

মাসবুকের হদস হলে করণীয়

প্রশ্ন : মাসবুক তার নিজের নামায আদায়ের সময় যদি তার হদস হয়ে যায় তাহলে বাকী নামায কিভাবে পড়বে?

উত্তর : এক্ষেত্রে সে মুনফারিদের হুকুমে অর্থাৎ মুনফারিদ যেভাবে হদস হলে অজু করার জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে অজু করে বাকী নামায পড়ার জন্য মসজিদেও যেতে পারে বা তার বাড়িতেও পড়তে পারবে। তবে মসজিদে পড়া উত্তম। সেভাবে মাসবুক ব্যক্তিও ইচ্ছা করলে মসজিদে এসেও পড়তে পারে ইচ্ছা করলে বাড়ীতে গিয়েও পড়তে পারে।

وفى الهداية: من سبقة الحدث فى الصلوةانص... وتوضأ وبنى والمنفرد ان شاء اتم فى منزله وان شاء عاد الى مكانه ـ(١/١٢٨-٢٩)

প্রমাণ : ইবনে মাজাহ ৮৫, হিদায়া ১/১২৮-১২৯

নামাযে লা হাওলা পড়ে ফেললে তার হুকুম

প্রশ্ন : নামাযে লা হাওলা পড়ে ফেললে নামায ফাসেদ হবে কি না?

উত্তর : যদি আখেরাতের কোন বিষয়ে নামাযে লা হাওলা পড়ে ফেলে তাহলে নামায ফাসেদ হবে না। আর যদি দুনিয়াবী বিষয় হয় তাহলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

فى البحر الرائق: وفى الظهيرية ولو وسوسه الشيطان فقال لا حول ولا قوة الا بالله ان كان ذلك لامر الاخرة لا تفسد وان كان لامر الدنيا تفسد ـ جـ٢ صـ٤

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক-২/৪, আলমগীরী ১/১০০, কাযীখান-১/১৩৯, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ-১/২৩৮)

ইশারা করে আদায়কৃত নামাযে অট্টহাসি দেয়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি ইশারা করে নামায পড়া অবস্থায় قهقهة তথা অট্টহাসি দেয় তাহলে তার অযু ভাঙবে কি না? এবং হানাফী মাযহাবে قهقهة এর পরিমাণের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য উক্তি কি? এবং قهقهة দ্বারা অযু ভাঙ্গার জন্য শর্ত কি কি?

উত্তর : ইশারা করে নামায আদায়কারী ব্যক্তি যদি নামাযের মধ্যে قهقهة তথা অট্টহাসি দেয় তাহলে তার অযু ভেঙ্গে যাবে। হানাফী মাযহাবে অট্টহাসির পরিমাণ সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য উক্তি হলো, এমন ভাবে হাসি দেয়া যা সে নিজেও শোনে এবং তার পার্শ্বের ব্যক্তিও শুনতে পায় এবং قهقهة দ্বারা অযু ভাঙ্গার জন্য শর্ত হলো– এমন নামাযে অট্টহাসি দেয়া যাতে রুকু-সেজদা আছে, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, জাগ্রত হওয়া।

وفى العالمغيرية : ولو قهقه فيما يصلى بالايماء بعذرٍ او راكبا يومى بالنفل او الفرض بعذر انتقض. باب نواقض الوضوء جا صـ١٣ حقانية

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৩, তাতার খানিয়া ১/৭৫, শামী ১/১৪৫)

নামাযে ছতর খুলে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : নামাযে মহিলাদের মাথার কাপড় পরে গেলে করণীয় কি?

উত্তর : নামাযে মহিলাদের মাথার কাপড় পরে গেলে এক হাত দ্বারা এক রোকন আদায় করার আগে মাথা ঢেকে নিবে, অন্যথায় নামায ভেঙে যাবে।

وفى خلاصة الفتاوى : وفى الامة راسها ليست بعورة فلو عتقت فى خلال صلوتها وهى خاسرة الرأس فاخذت قناعها بعمل قليل قبل ان تؤدى ركنا من الصلاة لا تفسد صلوتها وان كان بعد اداء الركن او اخذت بعمل كثير فسدت صلوتها. (جا صـ٧٤ مكتبة رشيديه)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৫৮, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১/৭৪, বিনায়া ২/১২৭, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/১৫২)

স্কীন (টাইট) পোষাক পরিধান করে নামায পড়ার বিধান

প্রশ্ন : স্কীন পোষাক অর্থাৎ এমন টাইট ফিট পোষাক (যাহা চামড়ার সাথে লেগে থাকে) এমন কাপড় পড়ে নামায পড়ার বিধান কি?

উত্তর : স্কীন পোষাক (টাইট ফিট পোষাক) যদি এমন পাতলা হয় যাহার থেকে চামড়ার রং ভেসে উঠে, তাহলে উহা পরিধান করে নামায পড়লে নামায হবে না। আর যদি স্কীন পোষাক এমন হয় যে, শরীরের গঠন ও কাঠামো বুঝা যায় তা পরিধান করে নামায মাকরূহ হবে।

وفى الدر المختار: وان كره لا يصف ماتحته ولا يضر التصاقه و تشكله (جـ١ صـ ٦٦ زكريا)

(প্রমাণ : সূরা আরাফ ৩১, তাতার খানিয়া ১/২৫৫, দুররে মুখতার ১/৬৬, শামী ১/৪১০, মুনিয়াতুল মুছল্লী ২১২)

সিজদায় পা উঠে গেলে নামাযের বিধান

প্রশ্ন : নামাযে সিজদায় পা উঠে গেলে নামায হবে কি না?

উত্তর : পূর্ণ সিজদার মাঝে উভয় পা জমিন থেকে উঁচু করে রাখলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। আর যদি কোন এক পা জমিতে রাখে এবং অপর পা উঁচু করে রাখে তাহলে মাকরূহের সাথে নামায আদায় হয়ে যাবে।

এমনিভাবে পুরো সিজদার মাঝে এক তাসবীহ পরিমাণ সময় কোন এক পা জমিনে রাখলেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

وفى العالمغيرية : ولو سجد ولم يضع قدميه على الارض لا يجوز ولو وضع احداهما جاز مع الكراهة ان كان بغير عذر۔ (جـ١ صـ ٧٠ الحقانية)

(প্রমাণ : শামী ১/৪৪৭, আলমগীরী ১/৭০, সিরাজিয়া ১/৬৩, হাশিয়ায়ে ফাতহুল কাদীর ১/২৬৫, তাতার খানিয়া ১/৩৩৯)

উঁচু স্থানে সিজদা করা

প্রশ্ন : উঁচু স্থানে সিজদা করলে হবে কি না?

উত্তর : যদি সিজদার স্থান এক ইট বা দুই ইট পরিমাণ উঁচু হয়, তাহলে সিজদা করতে পারবে অন্যথায় পারবে না।

وفى التاتارخانية: واذا كان موضع السجود ارفع من موضع القدمين قيل ان كان التفاوت مقدار لبنة او لبنتين و ان كان اكثر من ذلك لا يجوز ۔ (جـ١ صـ٣٤٠ مكتبة دار الايمان)

(প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর ১/২৬৪, তাতার খানিয়া ১/৩৪০, আল বাহরুর রায়েক ১/৩২০)

নামাযে মহিলাদের উঁচু আওয়াজে ক্বিরাত পড়া

প্রশ্ন : নামাযে মহিলাদের উচ্চ আওয়াজে ক্বিরাত পড়ার হুকুম কি?

উত্তর : নামাযে মহিলাদের আওয়াজ সতরের অন্তর্ভুক্ত এ ব্যাপারে সকলে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। অতএব নামাযে মহিলারা উচ্চ আওয়াজে ক্বিরাত পড়বে না। উঁচু আওয়াজে ক্বিরাত পড়লে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

وفی العالمغیریة : وستر العورۃ فی الصلاۃ من الغیر فرض بالاجماع ـ (جا ص٥٨ مکتبۃ حقانیة)

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/৮২২, আল বাহরুর রায়েক ১/৩২১, আলমগীরী-১/৫৮)

নামাযের ক্বিরাতে مؤمن এর জায়গায় کافر পড়ার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি ক্বিরাতে مؤمن এর স্থানে کافر পড়ে তাহলে তার নামায হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে নামায ভেঙ্গে যাবে।

وفی التاتارخانیة : ومن قرأ صلوته مکان قوله "اولئك اصحاب الجنة" اولئك اصحاب النار او قرأ "ان الکافرین فی جنات النعیم مکان" المتقین تفسد صلوته. جا ص۲۹۷ دار الایمان

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া ১/২৯৭, ২৯৮, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১/১১৭, কাবীরী-৪৫২)

নামাযের মাকরূহসমূহ

নামাযে কাপড় গুটানো মাকরূহ

প্রশ্ন : সিজদায় যাওয়ার সময় কাপড় গুটানো জায়েয আছে কি?

উত্তর : সিজদায় যাওয়ার সময় কাপড় গুটানো মাকরূহে তাহরীমী।

كما فى العالمغيرية : ويكره للمصلى ان يكف ثوبه بان يرفع ثوبه من بين يديه او من خلفه اذا اراد السجود ـ (الفصل الثانى فيما يكره جا صـ١٠٥ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১০৫, দুররে মুখতার ১/৯১, শামী ১/৬৪, তাতার খানিয়া ১/৩৫১)

জামার হাতা গুটিয়ে নামায পড়া

প্রশ্ন : জামার হাতা গুটিয়ে নামায পড়া শরীআতের দৃষ্টিতে কেমন?

উত্তর : জামার হাতা গুটিয়ে নামায পড়লে নামায হয়ে যাবে, তবে যদি কনুই পর্যন্ত গুটানো হয় তাহলে মাকরূহ হবে আর যদি তার থেকে কম হয় এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে কারো কারো নিকট মাকরূহ নয় কেননা ফিকহী দলিলের মধ্যে কনুই পর্যন্ত উল্লেখ রয়েছে যার দ্বারা বুঝা যায় উহার থেকে কম হলে মাকরূহ নয়। এবং কিছু হযরতের নিকট এ সুরতও মাকরূহ কেননা তাদের নিকট জামার হাতা গুটানো মাকরূহ আর সতর্কতা ইহার মধ্যে যে প্রয়োজন ছাড়া হাতা গুটাবে না। আর যদি শুরু থেকেই অযু অথবা অন্য কোন কারণে জামার হাতা গুটায় তাহলে উত্তম হলো এক হাতের মাধ্যমে নামাযের মধ্যে হাতা নামিয়ে নিবে যেমন কিছু রুকুতে এবং কিছু রুকু হতে দাঁড়িয়ে এবং কিছু সিজদায়।

فى الشامية : وكره كفه اى رفعه ولو لتراب كمشمركم او ذيل وفى الشامية وقيد الكراهة فى الخلاصة ولمنية بان يكون رافعًا كميه الى المرفقين وظاهر انه لا يكره الى ما دونهما. (جا صـ٦٤٠ سعيد)

(প্রমাণ : শামী-১/৬৪০, কাবীরী-৩৪৪ আলমগীরী-১/১০৬, আল বাহরুর রায়েক-১/২৪)

নামায অবস্থায় কাপড় নড়াচড়া করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি নামাযরত অবস্থায় কাপড় নড়াচড়া করে তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর : নামাযরত অবস্থায় কাপড় বা শরীরের কোন অংশ একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নাড়াচাড়া করা মাকরূহ।

وفى التاتارخانية : ولا يرفع ولا يعبث بشئ من جسده اوثيابه. (كتاب الصلوة: جا صـ٣٥٢ دار الايمان)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৯১, তাতার খানিয়া ১/৩৫২, হিদায়া ১/১৩৯, আল বাহরুর রায়েক-২/১৯)

নামাযে কোন সুন্নাত ছুটে গেলে

প্রশ্ন : নামাযের ভিতর কোন সুন্নাত ছেড়ে দিলে নামাযের কোন সমস্যা হবে কি না?

উত্তর : নামাযে সুন্নাত ছুটে গেলে নামায ফাসেদ হয় না এবং সাহু সিজদাও ওয়াজিব হয় না। কিন্তু সাওয়াব কমে যায় এবং অভ্যাসে পরিণত হলে গুনাহ হবে।

كما فى الموسوعة الفقهية : هى السنن المؤكدة.... وتركها يوجب الاساءة الإثم اذا أصر على الترك والأداب وهى السنن غير المؤكدة وتركها لا يوجب اساءة ولا عتابا لكن فعلها افضل. (جـ٢٧ صـ٨٣ باب الصلاة ـ مكتبة دزارة اوقاف)

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া-২৭/৮৩, আল বাহরুর রায়েক-১/৩০৩, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/৭১৯)

চোখ বন্ধ করে নামায পড়া

প্রশ্ন : চোখ বন্ধ করে নামায পড়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : চোখ বন্ধ করে নামায পড়া মাকরূহ। তবে যদি খুশু খুযু অর্জনের জন্য চোখ বন্ধ করে তাহলে মাকরূহ হবে না।

وفى الدر المختار: ويكره تغميض عينيه للنهى الا لكمال الخشوع. (جا صـ٩٢ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/৯২, তাতার খানিয়া-১/৩৫০, আলমগীরী-১/১৭০, বাযযাযিয়া-৪/২৭, শামী ১/৬৫৪, মারাকিউল ফালাহ ৩৫৪)

হাফসার্ট/গেঞ্জি পড়ে নামাযের বিধান

প্রশ্ন : হাফসার্ট বা গেঞ্জি পরিধান করে নামায পড়ার বিধান কি?

উত্তর : হাতের কনুই খোলা রেখে নামায পড়া মাকরূহ। যেহেতু হাফসার্ট বা হাফ গেঞ্জি পরিধান করা অবস্থায় হাতের কনুই খোলা থাকে। সুতরাং উহা পরিধান করে নামায পড়া মাকরূহ।

وفى العالمغيرية : ولو صلى رافعا كميه الى المرفقين كره (فصل فيما يكره فى الصلوة. جا صـ١٠٦ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : খুলাছাতুল ফাতাওয়া-১/৫৮, আলমগীরী-১/১০৬, আল ফিকহু আ'লাল মাযাহিবিল আরবাআ-১/২২১, কাবীরী-৩৫৬)

ছবিযুক্ত কাপড়ে নামায পড়া

প্রশ্ন : ছবিযুক্ত কাপড়ে নামায জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ছবিযুক্ত কাপড়ে নামায পড়লে নামায মাকরূহের সাথে আদায় হবে। তবে যদি এমন ছোট আকৃতির হয় যে সহজে বুঝা যায় না তাহলে মাকরূহ হবে না।

كما فى الدر المختار: ويكره لبس ثوب فيه تماثيل ذى روح. (جا صـ٩٢ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/৯২, হিদায়া-১/১৪৫, মারাকিউল ফালাহ্-৭০, আল ফিকহুল ইসলামী-১/৮০৮ হাশিয়ায়ে ত্বহত্বী-৩৬২)

খালি মাথায় নামায পড়া

প্রশ্ন : খালি মাথায় নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর : খালি মাথায় নামায পড়া মাকরূহ।

وفى الدر المختار: وكره .... وصلوته حاسرا اى كاشفًا رأسه للتكاسل ولا بأس به للتذلل. (جا صـ٩١ زكريا)

(প্রমাণ : সিরজিয়া ৭২, তাতার খানিয়া ১/৩৫২, মারাকিউল ফালাহ্-৩৫৯, দুররে মুখতার ১/৯১, কাবীরী-৩৩৭)

দুই সূরার মাঝে কোন সূরা বাদ দিয়ে পড়া

প্রশ্ন : যদি কোন ইমাম সাহেব নামায পড়ানোর সময় দুই সূরার মাঝে কোন সূরা রেখে যায়, তাহলে কি নামায মাকরূহ হবে?

উত্তর : দুই সূরার মধ্যে রেখে যাওয়া সূরাটি যদি এমন হয় যার দ্বারা দুই রাকাআত নামায পড়া যায় না তাহলে এই সুরতে নামায মাকরূহ হবে।
আর যদি দুই রাকআত নামায পড়া যায় তাহলে মাকরূহ হবে না।

كما فى رد المحتار: ويكره الفصل بسورة قصيرة اما بسورة طويلة بحيث يلزم منه اطالة الركعة الثانية اطالة كثيرة فلا يكره. (باب صفة الصلواة جا صـ٥٤٦

(প্রমাণ : শামী-১/৫৪৬, আলমগীরী-১/৭৮, ফাতহুল কাদীর-১/২৯৯, দুররে মুখতার-১/৮১)

রুকু অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে আগে পিছে যাওয়া

প্রশ্ন : রুকুর সময় সামনে বা পিছনে যাওয়া ঠিক কি না?

উত্তর : বিনা প্রয়োজনে রুকুর মধ্যে সামনে বা পিছনে গেলে নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে।

كما فى العالمغيرية : ويكره ان يخطو خطوات من غير عذر الخ. (ج١ صـ١٠٨ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/১০৮, আল বাহরুর রায়েক-১/৩৫৪, তাতার খানিয়া-১/৩৫৪, ৩৬৬, ৩৯২, মুনিয়াতুল মুছল্লী-৩৪১)

ইমাম সাহেব মেহরাবের ভিতরে দাঁড়ানো

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব যদি শুধু মেহরাবে থাকে এবং মুক্তাদী বাহিরে থাকে তাহলে সকলের নামায মাকরূহ হবে কি না?

উত্তর : ইমাম যদি মেহরাবের ভিতর এমনভাবে দাঁড়ায় যে তার কার্যবলি মুক্তাদী থেকে গোপন থাকে তাহলে নামায মাকরূহ হবে, আর যদি তার কার্যাবলি মুক্তাদী থেকে গোপন না থাকে তাহলে মাকরূহ হবে না। তবে উত্তম হলো এমনভাবে দাঁড়ানো যে পা দুটি যেন মেহরাবের বাহিরে থাকে।

فى الدر المختار: (وقيام الامام فى المحراب لا سجوده فيه) وقدماه خارجه لان العبرة للقدم (مطلقا) وان لم يشتبه حال الامام ان علل بالتشبه وان بالتشباه ولا اشتتباه فى نفى الكراهة ـ ج١ صـ ٩٢ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৯২, মারাকিউল ফালাহ-৩৬১, হক্কানিয়া ৩/২১৪-২১৫)

অন্যের যমীনে নামায পড়া

প্রশ্ন : অন্যের যমীনে অনুমতি ছাড়া নামায পড়ার বিধান কি?

উত্তর : মুসলমানের যমীনে যদি ফসল না থাকে তাহলে অনুমতি ছাড়া নামায পড়া জায়েয, আর অমুসলিমের যমীনে অনুমতি ছাড়া নামায পড়া মাকরূহ।

وفى حاشية الطحطاوى : وتكره فى ارض الغير بلا رضاه بان كانت لذمى مطلقا لانه يأبى او لمسلم وهى مزروعة او مكروبة ولم يكن بينهما صداقة ولا مودة او كان صاحبها سئ الخلق ولو كانت فى بيت انسان الاحسن ان يستأذن والا فلا بأس كما فى الفتح. ج١ صـ٣٥٨

(প্রমাণ : হাশিয়ায়ে ত্বহত্বী-৩৫৮, তাতার খানিয়া-১/৩৫৭, শামী ১/৩৮১, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/৮১৯)

নামাযীর সামনে দিয়ে গমণকারীকে বাধা দেয়া

প্রশ্ন : নামাযরত ব্যক্তি, সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা দিতে পারবে কি না?

উত্তর : নামাযরত ব্যক্তি সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা দিতে পারবে। বাধা দিবে চক্ষু, মাথার দ্বারা ইশারার মাধ্যমে। এবং হাতের আওতায় হলে হাতের মাধ্যমে।

وفى الفقه على المذاهب الاربعة : ويسن للمصلى ان يدفع المار بين يديه بالإشارة بالعين او الرأس او اليد فان لم يرجع فيدفعه بما يستطيعه. (جا صـ٢١٥ باب الصلاة مكتبة دار الحديث)

(প্রমাণ : হাশিয়ায়ে ত্বহত্বাবী, ৩৭৮, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ-১/৭৮৯, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/৭৮৯ আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-১৬/২৫-২৬)

নামাযী ব্যক্তির কতটুকু সামনে দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয

প্রশ্ন : সুতরা ব্যতিত নামাযী ব্যক্তির কতদূর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয। ছোট মসজিদ ও বড় মসজিদের পরিমাপে কোন ধরনের পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর : ফুকাহাদের পরিভাষায় চল্লিশ (একশত ষাট বর্গ ফুট) হাত বা তার চেয়ে প্রশস্ত মসজিদকে বড় ও তার চেয়ে ছোট মসজিদেকে ছোট বলা হয়। উভয়ের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বড় মসজিদ মাঠের হুকুমে অর্থাৎ নামাযী ব্যক্তির দাঁড়ানোর জায়গা থেকে দুই কাতার পর তৃতীয় কাতার দিয়ে অতিক্রম করা যাবে। আর ছোট মসজিদ হলে নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে কোন কিছুর পর্দা ব্যতিত অতিক্রম করা জায়েয নেই।

وفى السراجية : جواز المرور بين يدى المصلى...... لكن الحكم المذكور خاص بالصحراء والمسجد الكبير وهو ماكان قدره اربعين ذراعا على الاقل واما فى ما دون ذلك فى عامة المساجد فلا يجوز المرور بين يدى المصلى الا اذا كان بينه وبين المصلى اسطوانة او غيرها. (صـ٧١ مكتبة الاتحاد)

(প্রমাণ : শামী ১/৬৩৪, সিরাজিয়্যাহ-৭১, খুলাছাহ-১/৫৯, আহসানুল ফাতাওয়া-৩/৪০৯)

এক সালামের পর নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়া

প্রশ্ন : এক সালামের পর নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়ার বিধান কি? সামনে দিয়ে যাওয়ার দরুন নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তর : এক সালামের দ্বারা নামায পূর্ণ হয়ে যায় তাই তার সামনে দিয়ে যাওয়া জায়েয আছে। অতিক্রমকারী গুনাহগার হবে না। নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়ার কারণে নামায ভঙ্গ হয় না। অতিক্রমকারী গুনাহগার হয়।

وفي الفقه الاسلامى وادلته : وتنقض الصلاة عندهم اى الحنفية بالسلام الاول قبل قوله عليكم. (جا صـ۷۱۲)

(প্রমাণ : আবু দাউদ-১/১০১, সিরাজিয়্যাহ-৮৯, আল ফিকহুল ইসলামী-১/৭১২, তাতার খানিয়া-১/৩৯৪)

পিছনের কাতারে একাকী দাঁড়ানো

প্রশ্ন : পিছনের কাতারে একাকী দাঁড়ালে নামায সহীহ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, পিছনের কাতারে একাকী দাঁড়ালেও নামায সহীহ হবে। তবে সুন্নাতের খেলাফ করার কারণে মাকরূহ হবে।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : اذا صلى انسان خلف الصف وحده، فصلاته تجزئ.... الا ان الشافعية والحنفية قالوا: الصلاة صحيحة مع الكراهة. (ج۲ صـ۲۲٤ صلاة المنفرد عن الصف، رشيدية)

(প্রমাণ : আবু দাউদ ১/৯৯, বাদায়ে ১/৫১২, আল ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২/২২৪, বিনায়া-২/৩৪০)

রুকুতে মুসল্লির জন্য বিলম্ব করা

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব রুকুতে মুসল্লির জন্য বিলম্ব করা কেমন?

উত্তর : ইমাম সাহেব রুকুতে থাকাবস্থায় আগমনকারী মুসল্লির রুকু লাভের জন্য বিলম্ব করা মাকরুহে তানযিহী। আর যদি পরিচিত কারোর জন্য হয় তাহলে মাকরুহে তাহরীমী।

ما فى الشامية : كره تحريما اطالة الركوع او قراة لادراك الجائى اى ان عرفه والا فلا بأس به اى وان لم يعرف فلا بأس به : (باب صفة الصلاة ١/ ٤٩٥ سعيد)

প্রমাণ : বুখারী ১/৯৭, তাতার খানিয়া ১/৩২৫, দুররে মুখতার ১/৭৫, শামী ১/৪৯৫, কাবীরী–৩০৯

টাই পরিধান করে নামায পড়া

প্রশ্ন : মুসলমানদের জন্য টাই পরা এবং ঐ অবস্থায় নামায পড়ার বিধান কি?

উত্তর : টাই এটা অমুসলিমদের পোশাক। কাজেই টাই পরিধান করা থেকে সকল মুসলমানদের বিরত থাকা কর্তব্য। তবে টাই পরিধান করে নামায আদায় করলে নামায হয়ে যাবে। কিন্তু মাকরুহ হবে।

كما فى ابى داود : عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم (باب فى لبس الشهرة : ٢/ ٥٥٩ اشرفية)

প্রমাণ : আবু দাউদ ২/৫৫৯, মাওসুআ ১৩/৭-১৩/১১

তাকবীরে তাহরীমার মধ্যে সন্দেহ হলে করণীয়

প্রশ্ন : মুক্তাদীর যদি তাকবীরে তাহরীমার মাঝে সন্দেহ হয় যে, তাকবীরে তাহরীমা আগে বলেছে না পরে নাকি বলেই নাই? তাহলে করণীয় কি?

উত্তর : মুক্তাদীর যদি তাকবীরে তাহরীমার মাঝে সন্দেহ হয় যে, সে ইমামের আগে বলেছে তাকবীর নাকি পরে, তাহলে সে এক্ষেত্রে প্রবল ধারণা অনুযায়ী আমল করবে। অর্থাৎ যদি ইমামের আগে বলে থাকে তাহলে তার নামায সহীহ হবে না। আর যদি পরে বলে থাকে তাহলে নামায সহীহ হয়ে যাবে। আর যদি তাকবীরে তাহরীমা বলতে ভুলে যায় তাহলে নতুনভাবে তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায পড়তে হবে। অন্যথায় নামায হবে না।

وفى التاتارخانية : وإذا نسى المصلى تكبيرة الا فتتاح وقرأ ثم تذكر ذلك فكبر للركوع ينوى أن يكون ذلك عن تكبيره لم يجز ذلك عن تكبيرة الا فتتاح ـ (فصل فى تكبيرة الا فتتاح : ١/ ٢٧٤ دارالايمان)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/৫-৬, কাবীরী ২৫৮, আল বাহরুর রায়েক ১/২৯২, তাতার খানিয়া ১/২৭৪

টাইলস বা গ্লাসের মধ্যে চেহারা দেখা গেলে নামাজের হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমান যুগে মসজিদের দেয়ালে যে টাইলস ও গ্লাস লাগানো হয়। অনেক সময় সে টাইলস ও গ্লাসের মধ্যে নামাযী ব্যক্তির চেহারা দেখা যায়। এমতাবস্থায় নামাজের কি কোন ক্ষতির হবে?

উত্তর : নামাযরত অবস্থায় যদি টাইলস বা গ্লাসের প্রতি দৃষ্টি চলে যায় এবং একাগ্রতা নষ্ট হয়, তাহলে নামায মাকরূহ হবে, নতুবা কোন ক্ষতি হবে না।

كما فى الشامية: بقى فى المكروهات اشياء اخر منها الصلوة بحضرة مايشغل البال ويخل بالخشوع كزينة ولهو ولعب (مطلب فى الخشوع ١/ ٦٥٤ سعيد)

প্রমাণ : মিশকাত ১১, শামী, ১/৬৫৪, মারাকিল ফালাহ ৩৬০, হিন্দিয়া ১/১০৭, মুনিয়্যাতুল মুসল্লি ৩৪৬

সালামের পর কারো সম্মানার্থে পিছনে সরে বসা

প্রশ্ন : নামাজের সালাম ফিরানোর পর উস্তাদ বা কারো সম্মানার্থে পিছনে সরে বসার বিধান কি?

উত্তর : উস্তাদের আদব এহতেরাম করা জরুরী। তাই নামাজের সালাম ফিরানোর পর উস্তাদ বা কোন সম্মানি ব্যক্তির সম্মানার্থে পিছনে সরে বসা যাবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এ রকম করতে গিয়ে পিছনে অন্য কারো সম্মানে আঘাত না আনে।

كمافى سنن الترمذى: عن رزى قال سعمت انس بن مالك يقول جاء شيخ يريد النبى صلى الله عليه وسلم فابطا القوم عنه آن يسعوا له فقال النبى صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا ـ (٢/ ٩٧ دارالحديث)

প্রমাণ : তিরমিযী ২/৯৭, আশবাহ ১/৭৯, দুররে মুখতার ২/২৪৫, শামী ৬/৩৮৪

নামাজে ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি স্বস্থানে রাখা

প্রশ্ন : নামায অবস্থায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি স্বস্থানে রাখা জরুরী কিনা?

উত্তর : না, জরুরী নয়।

كما فى العالمكيرية : قال بعضهم ان حرك رجليه قليلا لا تفسد صلاته ـ (م يفسد الصلوة ١/ ١٠٣ حقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/১০৩-১০৩, নুরুল ঈযাহ ৮৭, হাশিয়ে তহতভী ৩৫৩, তাতার খানিয়া ১/৩৬৮

সুরার শুরু থেকে দুই তিন আয়াত বাদ দিয়ে পড়া

প্রশ্ন : সূরার শুরু থেকে ২/৩ আয়াত বাদ দিয়ে পড়লে নামাযের কোন ক্ষতি হবে কিনা?

উত্তর : না, নামাজের কোন ক্ষতি হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন না করা উচিত।

كما فى العالمكيرية: ولو قرأ فى ركعة من وسط سورة او من اخر سورة وقرأ فى الركعة الاخرى من وسط سورة اخرى او من اخر سورة اخرى لا ينبغى له ان يفعل ذلك على ما ظاهرالرواية ولكن لو فعل ذلك لا بأس به ـ (فصل فى القرأة ١/ ٧٨ الحقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/৭৮, খানিয়া ১/১৬১, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৯৬, তাতার খানিয়া ১/২৮০

ইমাম সাহেব যদি ২য় তলায় দাঁড়ায় আর মুক্তাদি নিচ তলায়

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব যদি ২য় তলায় দাঁড়ায়। আর মুক্তাদি ১ম তলায় দাঁড়ায় তাহলে মুক্তাদির নামায সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : উল্লিখিত অবস্থায় মুক্তাদির নামায সহীহ হয়ে যাবে। যদি ইমামের সাথে দ্বিতীয় তলায় মুসুল্লি থাকে। অন্যথায় নামায মাকরুহ হবে।

كما فى الدرالمختار : والحائل لا يمنع الاقتداء ان لم يشتبه حال امام بسماع او رؤية ـ (باب الامام ١/ ٨٥ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৪৫, শামী ১/৫৮৭, হাশিয়ায়ে তহতবী ৩৯৩, আলমগীরী ১/৮৮

নামায অবস্থায় ঘড়ির দিকে দৃষ্টি করা

প্রশ্ন : নামাযরত অবস্থায় ঘড়ির দিকে তাকালে নামাজের ক্ষতি হবে কিনা?

উত্তর : না, নামাজের কোন ক্ষতি হবে না। তবে ইচ্ছাকৃত ভাবে এমনটি করা উচিৎ নয়।

وفى الدر المختار : ولا يفسدها نظره الى مكتوب وفهمه ولو مستفهما وان كره ـ (باب صلوة المكروهات ٩١/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/১০১, হিদায়া ১/১৩৮, দুররে মুখতার ১/৯১, বিনায়া ২/৪২২

সামনের কাতার ফাকা রেখে পিছনে দাঁড়ানো

প্রশ্ন : ইমাম মুক্তাদীর মধ্যখানে দুই-তিন কাতার খালি এবং পার্শ্বে ১০-২০ হাত ফাঁকা। এ অবস্থায় মুক্তাদীগণের নামায হবে কি? আর যদি না হয় তাহলে তার বিধান কি?

উত্তর : জামাতে নামায আদায় করার সময় সামনের কাতারে ফাঁকা থাকা অবস্থায় পেছনে দাঁড়ানো মাকরুহ। তবে ইক্তিদা সহীহ হওয়ার জন্য ইমাম সাহেব এবং মুক্তাদীগণের জায়গা এক হওয়া শর্ত। অতএব যদি কোনো মসজিদ অথবা ঈদগাহে অথবা জানাযা পড়ার স্থানে জামাত অনুষ্ঠিত হয় এবং বিশাল জামাতের কাতারের মাঝে দুই বা ততোধিক কাতারের পরিমাণ জায়গা খালি থাকে তবুও ইক্তিদা সহীহ বলে গণ্য হবে।

وفى قاضى خان : ولو صلى بالناس فى الجبانة صلوة العيد جازت صلاتهم وان كان بين الصفوف فضاء واتساع لان الجبانة عند اداء الصلوة لها حكم المسجد ـ (باب الصلوة ٤٦/١)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৫৮৫, কাজী খান হাশিয়ে হিন্দিয়া ১/৪৬, আলমগীরী ১/৮৮

নিচতলা খালি রেখে দোতলায় নামায পড়া

প্রশ্ন : কেউ যদি মসজিদের নিচতলা খালি থাকবে জানা সত্ত্বেও উপরের তলায় দাঁড়িয়ে নিচ তলার ইমামের ইকতেদা করে নামায আদায় করে তাহলে তার নামাযের হুকুম কি?

উত্তর : মসজিদের নিচতলা খালি থাকবে জানা সত্ত্বেও কেউ যদি মসজিদের দোতলায় দাঁড়িয়ে নিচ তলার ইমামের ইকতেদা করে তাহলে তার নামায সহীহ হয়ে যাবে। তবে যদি ইমামের অবস্থা সম্পর্কে জানা না যায়, তাহলে নামায হবে না। উল্লেখ থাকে যে, বিনা ওযরে নিচ তলা খালি রেখে উপরের তলায় নামায পড়া অনুত্তম।

وفي الفقه الاسلامی وادلته: ولان سطح المسجد تبع للمسجد وحكم التبع حكم الاصل فكأنّه فی جوف المسجد وهذا اذا كان لا يشتبه عليه حال امامه فان كان يشتبه لا يجوز. (ج٢ صـ٢٠٩)

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ২/২০৯, মাহমুদিয়া-১৬/২৮৪, রহীমিয়া-১০/২২৮ খুলাছা-১/১৫০, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া-৬/২৫)

সিজদায়ে সাহু

মুক্তাদীর নামাযে ফরয বা ওয়াজিব ছুটে যাওয়া

প্রশ্ন : জামাআতে নামায পড়া অবস্থায় মুক্তাদীর কোন ফরয বা ওয়াজিব ছুটে গেলে করণীয় কি?

উত্তর : জামাআতে নামায পড়া অবস্থায় মুক্তাদীর ফরয ছুটে গেলে যদি আদায় করা সম্ভব হয় তাহলে আদায় করবে। অন্যথায় নামায ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ওয়াজিব ছুটে যায় তাহলে নামায হয়ে যাবে। সিজদায়ে সাহু আসবে না।

كما فی العالمغيرية : ان المتروك ثلاثة انواع فرض وسنة وواجب ففی الاول ان امكنه التدارك ـ بالقضاء يقضی والا فسدت صلاته. (جا صـ١٢٦ الحقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১২৬-১২৮, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-২/১৯, খুলাছা-১/১৭৩)

ভুলে তা'দীলে আরকান ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে

প্রশ্ন : আমাদের উলামায়ে আহনাফগণের নিকট নামাযে তা'দীলে আরকান ওয়াজিব। যদি কোন ব্যক্তি ভুলে নামাযে তাদীলে আরকান ছেড়ে দেয়।

তাহলে সে ওয়াজিব তরককারী হবে কি না? এবং তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তি তা'দীলে আরকান ভুলে ছেড়ে দেয় তাহলে সে ওয়াজিব তরককারী হবে এবং তার উপর সিজদা সাহু ওয়াজিব হবে।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : ترك الطمانية الواجبة فى الركوع والسجود فمن تركها ساهيا وجب عليه سجود السهو على الصحيح. (ج٢ صـ٩٤ رشيدية)

(প্রমাণ : নাছবুর রায়া ২/১৬৮, আলমগীরী-১/১২৭, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-২/৯৪, আল মাউছুআতুল ফিকহিয়্যা-২৪/২০৯, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আবরাআ-১/৩৫৩)

এক নামাযে একাধিক ওয়াজিব ছুটে গেলে তার হুকুম

প্রশ্ন : নামাযে একাধিক ওয়াজিব ছুটে গেলে কয়টি সাহু সিজদা করতে হবে?

উত্তর : একবার দুইটি সাহু সিজদা করবে।

وفى خلاصة الفتاوى : ولوسهيا فى صلاته مرارا يكفيه سجدتان (ج١ صـ١٧٣ زكريا)

(প্রমাণ : খুলাছা ১/১৭৩, হাশিয়ায়ে ত্বহত্বাবী ৪৬১, আল বাহরুর রায়েক ২/৯২, তাতার খানীয়া ১/৪৬৭, কাবীরী ৪৩৬)

রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ওয়াজিব

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সিজদায় চলে যায় তাহলে তার নামায সহীহ হবে কি?

উত্তর : রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো ওয়াজিব সুতরাং ওয়াজিব তরক করার কারণে সাহু সিজদা করতে হবে নচেৎ নামায পুনরায় পড়তে হবে।

كما فى الدر المختار : ولها واجبات.... وتعديل الاركان اى تسكين الجوارح قدر تسبيحة فى الركوع والسجود. (كتاب الصلواة ج١ صـ٧٢ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/৭২, রদ্দুল মুহতার-১/৪৬৪, আলমগীরী-১/৭১, আল বাহরুর রায়েক-১/৯৯)

নামাযে শুধু সূরা ফাতেহা বা অন্য সূরা পড়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি ফরয নামাযের মধ্যে শুধু সূরা ফাতেহা বা অন্য কোন সূরা পড়ে রুকুতে চলে যায় তাহলে কি তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

উত্তর : হ্যাঁ প্রশ্নে উল্লেখিত উভয় সুরতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

وفى العالمغيرية : قراءة الفاتحة والسورة اذا ترك الفاتحة فى الاولين او احداهما يلزمه السهو وان قرء اكثر الفاتحة ونسى الباق لا سهو عليه وان بقى الاكثر كان عليه السهو. (الباب الثانى عشر فى سجود السهو جا صـ١٢٦ حقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/৭০, শামী-১/৪৫৮, আলমগীরী-১/১২৬, তাতার খানিয়া-১/১২১)

ভুলে দীর্ঘ সময় পর সালাম ফিরালে নামাজের বিধান

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব ভুলে দীর্ঘ সময় পর সালাম ফিরালে নামায সহীহ্ হবে কি না?

উত্তর : ইমাম সাহেব শেষ বৈঠকে তাশাহুদ, দুরুদ শরীফ দুআ পড়ার পর ভুলবশতঃ এক রুকন বা তার থেকে বেশি সময় বিলম্ব করে তাহলে নামায সহীহ হওয়ার জন্য সিজদায়ে সাহু করতে হবে। যদি না করে তাহলে নামায পুনরায় পড়া আবশ্যক।

وفى الهداية: فيؤخر عن السلام حتى لو سهى عن السلام ينجبربه (باب سجود السهو ١٥٧/١ غوثية)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ১/২১১, হিদায়া ১/১৫৭, হাশিয়ায়ে তহত্বী-১৫৭, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৭৪

তাশাহুদের স্থানে ফাতিহা পড়া

প্রশ্ন : নামাজের মধ্যে যদি কেউ সূরা ফাতিহার স্থানে তাশাহহুদ পড়ে, অথবা তাশাহহুদের স্থানে সূরা ফাতিহা পড়ে, তাহলে নামাজের কোন ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : সূরা ফাতিহার স্থানে তাশাহহুদ পড়া দ্বারা সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। তবে যদি কেউ তাশাহহুদের স্থানে সূরা ফাতিহা পড়ে, তাহতে তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। আর যদি সূরা ফাতিহা পড়ার পর সূরা মিলানোর স্থানে তাশাহহুদ পড়ে, তাহলে ওয়াজিব শুরু করলে বিলম্ব হওয়ার কারণে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। তবে যদি কেউ তাশাহহুদ পড়ার পর দরুদ শরীফের পূর্বে সূরায়ে ফাতিহা পড়ে তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।

كمافى الهندية : ولو تشهد فى قيامه قبل قرأة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزمه سجود السهو وهو الاصح ... واذا فرغ من التشهد وقراء الفاتحة سهوا فلا سهو عليه واذا قرأ الفاتحة مكان التشهد فعليه السهو وكذا اذا قرأ الفاتحة ثم التشهد كان عليه السهو۔ (الباب الثانى عشر فى سجود السهو ١٢٧/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/১২৭, তাতারখানিয়া ১/৪৫৩, আল বাহরুর রায়েক ২/৯৭

নামাজে বাম দিকে সালাম ফিরেয়ে দিলে করণীয়

প্রশ্ন : নামায শেষে বাম দিকে আগে সালাম ফিরিয়ে দিলে করণীয় কি?

উত্তর : কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলে বাম দিকে আগে সালাম ফিরিয়ে দিলে করণীয় হল শুধু ডানদিকে সালাম ফিরাবে পুনরায় বাম দিকে সালাম ফিরানোর প্রয়োজন নেই।

كمافى بدائع الصنائع : ولو سلم عن يساره قبل سلامه عن يمينه فلا سهو عليه لأن الترتيب فى السلام من باب السنن فلا يتعلق به سجود السهو (باب الصلوة ١/٤٠٧ زكريا)

প্রমাণ ঃ বাদায়ে ১/৪০৭, আল বাহরুরর রায়েক ২/৯৫, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৭৫৭

সিজদায়ে সাহুর এক সিজদা করা

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব সিজদায়ে সাহু আদায়ের ক্ষেত্রে শুধু এক সিজদা করে নামায শেষ করে প্রশ্ন হলো এ নামায পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

উত্তর : ইমাম সাহেব যদি ভুলবশত এক সিজদা ছেড়ে দেয় তাহলে নামায পুনরায় আদায় করতে হবে না। তবে যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে এক সিজদা ছেড়ে দেয় তাহলে নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।

وفى السراجية : يسجد سجدتين للسهو بعد سلام ولو سجد قبله جاز ـ ·باب السجدة السهو ـ ٨٧ اتحاد)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১০১, সিরাজিয়া ৮৭, শামী ২/৭৯

নামাজে ওয়াজিব ছুটে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : নামাজের মাঝে যদি কারো ওয়াজিব ছুটে যায় তাহলে করণীয় কি?

উওর ঃ নামাজের মাঝে যদি কারো ওয়াজিব ছুটে যায়, তাহলে সিজদায়ে সাহু করা আবশ্যক যদি না করে তাহলে পুনরায় নামায পড়া আবশ্যক।

وفى المنية المصلى : سجدة السهو والجبة ... لايجب الا بتوك الو اجب من واجبات الصلوة فلا يجب يترك السنة : (فصل فى المستحبات ٤٢٨ مذهبى)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ১/২১১, মুনিয়াতুল মুসল্লী ৪২৮, কানয ৩৮

সিজদায়ে সাহু আদায়ের সময়

প্রশ্ন :- সিজদায়ে সাহু সালামের পূর্বে করবে নাকি পরে করবে?

উত্তর : সিজদায়ে সাহু ডান দিকে একবার সালাম ফিরানোর পর করবে। কেননা সিজদায়ে সাহু সালামের পরে করাই সুন্নাত। সালামের পূর্বে করলে নামায মাকরুহে তানযিহীর সাথে আদায় হয়ে যাবে।

كما فى الترمذى : عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له ازيد فى الصلوة ام نسيت فسجد سجدتين بعد ما سلم (باب ما جاء فى سجدتى السهوبعد السلام: ۹۰/۱ اشرفية)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/৯০, হিদায়া ১/১৫৬, দুররে মুখতার ১/১০১, আল ফিকহু আলল মাজাহিবুল আরবাআ ১/৩৫০

সিজদায়ে সাহুর পর ইক্তেদা করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি সিজদায়ে সাহুর পর ইক্তেদা করে তাহলে তার ইক্তেদা সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, সিজদায়ে সাহুর পর ইক্তেদা করলেও ইক্তেদা সহীহ হবে।

وفى الدر المختار : والمسبوق يسجد مع امامه سواء كان السهو قبل الاقتداء او بعد الاقتداء (۱۰۲/۱)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১০২, শামী ২/৮৩, হিদায়া ১/১৬০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৮৩, সিরাজিয়া ৮৯

ফরয নামাযের শেষ রাকাতে সূরা ফাতেহা না পড়া

প্রশ্ন : ফরয নামাযের শেষ দুই রাকাতে ফাতেহা পড়তে ভুলে গেলে তার বিধান কি?

উত্তর : এমতাবস্থায় নামায হয়ে যাবে এবং সাহু সিজদাও ওয়াজিব হবে না। কেননা ফরয নামাযের ৩/4 রাকাতে সূরায়ে ফাতেহা পড়া মুস্তাহাব।

وفى العالمغيرية : ولو لم يقرأ الفاتحة فى الشفع الثانى لا سهو عليه فى ظاهر الرواية. (جا صـ١٢٦)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/১২৬, আল বাহরুর রায়েক ২/৯৪, শামী-১/৫১১)

ফরয নামাযের শেষ দুই রাকাআতে সূরা মিলানোর হুকুম

প্রশ্ন : ফরয নামাযের শেষের দুই রাকাআতে সূরা মিলানোর দ্বারা কি সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

উত্তর : না প্রশ্নে উল্লেখিত সুরতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।

وفى العالمغيرية : ولو قرأ فى الاخيرين الفاتحة والسورة لا يلزمه السهو وهو الاصح. (الباب الثانى عشر فى سجود السهو جا صـ١٢٦ حقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৭১, শামী ১/৪৫৯, আলমগীরী ১/১২৬, খানিয়া-১/১২৮)

এক রাকাতে সূরা ফাতেহা দুইবার পড়া

প্রশ্ন : নামাযের মধ্যে সূরা ফাতেহা এক রাকাতে একাধিক বার পড়ার দ্বারা সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাআতের যে কোন রাকাআতে সূরা ফাতেহা একাধিক বার পড়ার দ্বারা সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। আর দ্বিতীয় দুই রাকাআতের মধ্যে সূরা ফাতেহা একাধিক বার পড়ার দ্বারা সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। তবে সুন্নাত, নফল হলে ওয়াজিব হবে।

كما فى الشامية : فلو قرأها فى ركعة من الاولين مرتين وجب سجود السهو لتأخير الواجب وهو السورة. (باب صفة الصلواة جا صـ٤٦٠ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ১/৪৬০, আলমগীরী ১/১২৬, খানিয়া ১/১২২, তাতার খানিয়া ১/৪৫১)

ফরয নামাযের চতুর্থ রাকাতে বৈঠক না করা

প্রশ্ন : চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযে চতুর্থ রাকাতে না বসে পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেল করণীয় কি?

উত্তর : পঞ্চম রাকাতের সিজদা না করে থাকলে বৈঠকে ফিরে আসবে এবং সাহু সিজদা দিয়ে নামায শেষ করবে। আর পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে ফেললে নামাযের ফরযিয়্যাত বাতিল হয়ে যাবে। নামায পুনরায় পড়তে হবে।

وفى القدروى : وان سهى عن القعود الاخيرة فقام الى الخامسة رجع الى القعدة ما لم يسجد والغى الخامسة وسجد للسهو وان قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه. (صـ٣٢)

(প্রমাণ : কুদুরী-৩২, নূরুল ইযাহ-৯৩, শরহে বেকায়া-১/১৮৫, হিদায়া-১/১৫৯, খুলাছাতুল ফাতাওয়া-১-২/১৭৮)

পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : চার রাকাতের স্থানে পাঁচ রাকাত পড়লে করণীয় কি?

উত্তর : যদি পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় তাহলে কয়েকটি সুরত।

১। চতুর্থ রাকাতের পর বসে নাই। পঞ্চম রাকাতের সিজদাও করে নাই। এই

সুরতে সাথে সাথে বসে যাবে এবং তাশাহুদের পর সিজদায়ে সাহু করবে।
২। চতুর্থ রাকাতে বসে নাই, পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে ফেলেছে। ফরজিয়্যাত বাতিল হয়ে যাবে। ইচ্ছা করলে আরো এক রাকাত মিলিয়ে নিয়ে ছয় রাকাত পূর্ণ করবে। ইচ্ছা করলে নাও মিলাতে পারে। এবং দ্বিতীয়বার ফরয নামায পড়ে নিতে হবে।
৩। চতুর্থ রাকাতে তাশাহুদ পরিমাণ বসছে পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে নাই। হুকুম হলো, বসে যাবে এবং সাথে সাথে সিজদায়ে সাহু দিয়ে তাশাহুদ, দরুদ, দু'আ পড়ে নামায শেষ করবে।
৪। চতুর্থ রাকাতে বসেছে, পঞ্চম রাকাতের সিজদাও করে ফেলেছে। তাহলে আরেক রাকাত পড়ে নিবে। এবং সিজদায়ে সাহুর পর তাশাহুদ। দরুদ, দু'আর মাধ্যমে নামায শেষ করবে।

كما فى العالمغيرية : ولو قام الامام الى الخامسة..... لم تفسد حتى يقيد الخامسة بالسجدة فاذا قيدها بالسجدة فسدت صلاة الكل. (جا صـ۹۲ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/৯২, দুররে মুখতার ১/১০২, আল ফিকহুল ইসলামী-২/৯৫)

নামাযে প্রথম বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে যাওয়া

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে ভুলে প্রথম বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে যায় এবং সাথে সাথে বসে পড়ে তাহলে উক্ত ব্যক্তির নামাযের হুকুম কি?
উত্তর : চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে ভুলে প্রথম বৈঠকে পূর্ণ দাঁড়িয়ে গেলে বসার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয় বৈঠকে তাশাহুদের পর সিজদায়ে সাহু করলেই নামায আদায় হয়ে যাবে। আর যদি সাথে সাথে বসে পড়ে তাহলেও সাহু সিজদার সাথে নামায শেষ করবে।

كما فى الدر المختار : فلو عاد الى القعود بعد ذلك تفسد صلوته وقيل لا تفسد لكنه يكون مسيئا ويسجد لتاخير الواجب وهو الاشبه كما حققه الكمال وهو الحق. (باب سجود السهو جا صـ۱۰۲ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১০২, শামী ২/৮৪, আল বাহরুর রায়েক-২/১০১, বাদায়ে-১/৪০১)

কোন রাকাতে এক সিজদা করলে তার করণীয়

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি প্রথম রাকাআতে এক সিজদা করে এবং দ্বিতীয় রাকাআতে তিন সিজদা করে তাহলে তার নামায সহীহ হবে কি না?
উত্তর : উল্লেখিত সুরতে শেষে সিজদায়ে সাহু করে নিলে নামায সহীহ হয়ে যাবে।

كما فى العالمغيرية : ولا يجب السجود الا بترك واجب او تاخيره او تاخير ركن او تقديمه. (الباب العاشر جا صـ١٢٦ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১২৬, হিদায়া ১/১৫৭, ফাতহুল কাদীর ১/৪৩৮, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-২৪/২৩৬)

নামাযের প্রথম বৈঠকে দরুদ পাঠ সম্পর্কে

প্রশ্ন : চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদা ও গায়রে মুআক্কাদা নামাযের প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের পর দরুদ শরীফ ও দু'আয়ে মাছুরা পড়ার হুকুম কি বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুআক্কাদা নামাযের প্রথম বৈঠকে শুধুমাত্র তাশাহুদ পড়বে। যদি কেউ ভুলবশত দরুদ শরীফ পড়ে ফেলে তাহলে সাহু সিজদা দিতে হবে। তবে সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা যেমন ঃ আসর ও ইশার পূর্বের চার রাকাআত বিশিষ্ট নামাযে এবং নফল নামাযে প্রথম বৈঠকে তাশাহুদের পর দরুদ শরীফ ও দু'আয়ে মাছুরা পড়া যেতে পারে। শুধু সালাম বাকী রেখে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর তৃতীয় রাকাতে পুনরায় ছানা ও আউযুবিল্লাহ পড়ে পরবর্তী দুই রাকাত আদায় করবে। উল্লেখ্য যে, জুমআর নামাযের পরের চার রাকাত সুন্নাত নামাযে প্রথম বৈঠকে দরুদ শরীফ পড়তে হবে কি-না এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে। তবে ভুলে এ নামাযে প্রথম বৈঠকে দরুদ শরীফ পড়লে সাহু সিজদা দিতে হবে না।

كما فى الدر المختار : ولا يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم فى القعدة الاولى فى الاربع قبل الظهر والجمعة وبعدها ولو صلى ناسيا فعليه السهو وقيل لا. (باب الوتر والنوافل - جا صـ٩٥ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/৯৫, আলমগীরী-১/১১৩, শামী-২/১৬, আল বাহরুর রায়েক-১/৫৭০/৫৭১)

ঘুমের কারণে এক সিজদা বাদ পড়লে কি করবে

প্রশ্ন : মুক্তাদির ঘুমের কারণে এক সিজদা বাদ পড়ে গেলে কি করবে।

উত্তর : ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর প্রথমে সে ছুটে যাওয়া সিজদা আদায় করে নিবে, তারপর ইমামের সাথে শরীক হবে।

كما فى بدائع الصنائع : اذا ادرك اول صلاة الامام ثم نام خلفه او سبقه الحدث فسبقه الامام ببعض الصلاة ثم انتبه من نومه او عاد من وضوئه فعليه ان يقضى

ما سبقه الامام به ثم يتابع امامه لما يذكر. (جا صـ٣٤٧ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : বাদায়ে ১/৩৪৭, আলমগীরী ১/৯২, তাতার খানিয়া ১/৬২২, শামী ১/৫৯৫, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১/১৬৭)

ভুলে এক সিজদা করা

প্রশ্ন : ভুলে এক সিজদা করলে করণীয় কি?

উত্তর : ভুলবশত কোন রাকা'আতে এক সিজদা করলে যদি নামাযের কোন রোকন তথা রুকু-সিজদায় স্মরণ হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ পূর্বের ছুটে যাওয়া সিজদা আদায় করে নিবে। আর যে রোকনে স্মরণ হয়েছে তা দ্বিতীয়বার পড়ে নেয়া মুস্তাহাব। তবে শেষে সিজদায়ে সাহু করে নিতে হবে।

আর যদি এ বিষয়টি শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর আগে অথবা সালাম ফিরানোর পরে স্মরণ হয় আর সে-নামায ফাসেদ হয় এমন কোন কাজ না করে থাকে তবে উক্ত অবস্থাতেই পূর্বের ছুটে যাওয়া সিজদা আদায় করে নিবে। অতঃপর তাশাহুদ পড়ে সিজদায়ে সাহু করে নিবে। ছুটে যাওয়া সিজদা আদায় না করলে নামায বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় পড়তে হবে।

كما فى الشامية : حتى لو نسى سجدة من الاولى قضاها ولو بعد السلام قبل الكلام لكنه يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يتشهد لانه يبطل بالعود الصلبية والتلاوية. (جا صـ٤٦٣ سجدة السهو ـ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ১/৪৬৩, আলমগীরী ১/১২৭, ৭১, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/৭১৮)

সাহু সিজদা করার পর ভুল করলে তার বিধান

প্রশ্ন : একবার সাহু সিজদাহ দিয়া দরুদ ও তাশাহুদ পড়া অবস্থায় মনে হইল সাহু সিজদাহ দিতে হবে বিধায় পুনরায় সাহু সিজদাহ দিলে এবং ওয়াজিব তরকের কথা সঠিক মনে না থাকিলে শুধু সন্দেহবশতঃ সাহু সিজদা দিলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি?

উত্তর : একবার সাহু সিজদা করার পর পুনরায় কোন সাহু সংঘটিত হলেও দ্বিতীয়বার সিজদায়ে সাহু করতে হবে না, তা সত্ত্বেও সন্দেহবশতঃ আবার সাহু সিজদা করলে নামায হয়ে যাবে, তাতে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। এমনিভাবে ওয়াজিব তরকের সন্দেহ হওয়ায় সাহু সিজদা করলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না, বরং এমতাবস্থায় সাহু সিজদা করে নেয়াই ভাল।

الدر المختار مع الشامية : ولو ظن الامام السهو فسجد له فتابعه فبان ان لا سهو.... وفى الشامية قيل لا تفسد وبه يفتى. جا صـ٥٩٩ سعيد

(প্রমাণ : শামী ১/৫৯৯, দারুল উলূম ৪/৩৭৮, খুলাছাহ-১/১৭৩)

সিজদায়ে তিলাওয়াত

যানবাহনে সিজদার আয়াত পড়া

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি চলমান যানবাহনে সিজদার আয়াত বারবার পড়ে তাহলে কয়টি সিজদা দিতে হবে।

উত্তর : স্থলের যানবাহনে যদি নামাযরত অবস্থায় সিজদার আয়াত বারবার পড়ে তাহলে একটি সিজদা ওয়াজিব। নামাযের বাহিরে হলে যতবার পড়বে ততবার সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব। আর জলের নৌযানে সর্বাবস্থায় সিজদার আয়াত বারবার পড়ার দ্বারাও একটি সিজদা ওয়াজিব হবে। সামুদ্রিক জাহাজ ও উড়োজাহাজ নৌকার হুকুমে তবে সতর্কতা হলো এগুলোতে যতবার পড়বে ততবার সিজদা করবে।

كما فى الدر المختار : وانتقاله من غصن شجرة الى غصن اخر وسبحه فى نهر او حوض تبديل للمجلس إو الآية فتجب سجدة او سجدات اخرى ـ بخلاف زوايا مسجد وبيت وسفينة سائرة وفعل قليل كاكل لقمتين وقيام ورد سلام وكذا دابة يصلى عليها لان الصلوة تجمع الاماكن ولو لم يصل تتكرر... (باب سجود السهو جا صـ١٠٦ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/১০৬, শামী-২/১১৭, আলমগীরী-১/১৩৪, আল বাহরুর রায়েক-২/১২৫)

সিজদার আয়াতের তরজমা পাঠের দ্বারা সিজদার হুকুম

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি সিজদার আয়াতের তরজমা পড়ে তাহলে সিজদা ওয়াজিব হবে কি-না? এবং যে ব্যক্তি শুনে তার হুকুম কি?

উত্তর : শাব্দিক তরজমা পড়লে সিজদা ওয়াজিব হবে। আর শ্রবণকারী যদি বুঝে যে, এটা কুরআনের তরজমা তাহলে শ্রবণকারীর উপরও সিজদা ওয়াজিব হবে। আর যদি শাব্দিক তরজমার পরিবর্তে তাফসীর করে তাহলে পাঠকারী এবং শ্রবণকারী কারো উপর সিজদা ওয়াজিব নয়।

وفى البحر الرائق : واطلق فى التلاوة والسماع فشمل ما اذا كانت التلاوة بالعربية او الفارسية وهو فى التالى بالاتفاق فهم اولم يفهم وفى السامع عند ابى حنيفة بعد ان اخبر انها آية السجدة وعندهما ان كان السامع يعلم انه يقرأ القران فعليه السجدة والا فلا. (باب سجود التلاوة ج٢ صـ١٢٠ رشيدية)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক-২/১২০, ফাতহুল কাদীর-১/৪৮৭, শামী-২/১০৫)

সিজদার আয়াত ও তরজমা পাঠ করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি সিজদার আয়াত এবং তরজমা পড়ে তাহলে কয়টি সিজদা দিতে হবে।

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে একটি সিজদাই আবশ্যক হবে।

كما فى الهداية : ومن كرر تلاوة سجدة واحدة فى مجلس واحد اجزأته سجدة واحدة. (باب فى سجدة التلاوة جا صـ١٦٤ الاسلامية)

(প্রমাণ : হিদায়া-১/১৬৪, দুররে মুখতার ১/১০৪, শামী-২/১০৩, খানিয়া-১/১৫৬,-১৫৭, আল বাহরুর রায়েক ২/১১৮, ফাতহুল কাদীর-১/৪৬৬)

প্রতিধ্বনির মাধ্যমে সিজদার আয়াত শুনলে করণীয়

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি প্রতিধ্বনির মাধ্যমে সিজদার আয়াত শুনে তাহলে কি তার উপর সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হবে?

উত্তর : না উল্লেখিত সুরতে সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হবে না।

وفى رد المحتار : ولا تجب سجدة التلاوة بسماعه من الصدى الطير۔ (باب سجود التلاوة ج٢ صـ١٠٨ سعيد)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১০৫, শামী ২/১০৮, আলমগীরী-১/১৩২)

পাগল বা নাবালেগ থেকে সিজদার আয়াত শ্রবণ করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি জুনুবী, হায়েযা, পাগল বা নাবালেগ ছাত্রদের থেকে সিজদার আয়াত শুনে, তাহলে সিজদার বিধান কি?

উত্তর : জুনুবী, হায়েযা, পাগল এবং নাবালেগের উপর সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব নয়। চাই নিজে তেলাওয়াত করুক বা অন্যদের থেকে শুনুক। তবে তাদের থেকে যদি অন্যরা সিজদার আয়াত শুনে তাহলে জুনুবী, হায়েযা এবং বুঝমান নাবালেগ ছেলে থেকে শুনলে সিজদা ওয়াজিব হবে। আর পাগল এবং অবুঝ নাবালেগ ছেলে থেকে শুনলে সিজদা ওয়াজিব হবে না।

كما فى الدر المختار : فلا تجب على كافر وصبى مجنون وحائض ونفساء قرءوا او سمعوا لانهم ليسوا اهلا لها وتجب بتلاوتهم يعنى المذكورين خلا المجنون المطبق فلا تجب بتلاوته لعدم اهليته. (باب سجود التلاوة جا صـ١٠٥ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১০৫, শামী-২/১০৭-১০৮, আল বাহরুর রায়েক-২/১১৯, তাতার খানিয়া–১/৪৮৯, ফাতহুল কাদীর-১/৪৬৮)

দুআর নিয়তে সিজদার আয়াত পড়া

প্রশ্ন : দুআর নিয়তে সিজদার আয়াত পড়লে সিজদা ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, ওয়াজিব হবে।

وفى البحر الرائق : تجب سجدة التلاوة بسبب تلاوة آية (باب سجود التلاوة ١١٨/٢ رشيدية)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ১/২১৫, হাশিয়ায়ে তৃহত্বী ৪৮০, আল বাহরুর রায়েক ২/১১৮, আলমগীরী ১/১৩৩, হিদায়া ১/১৬৩

সিজদার আয়াত মনে মনে পড়লে সিজদার বিধান

প্রশ্ন : সিজদার আয়াত উচ্চারণ ছাড়া মনে মনে পড়লে সিজদা ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : না, ওয়াজিব হবে না। কেননা সিজদা ওয়াজিব হওয়ার জন্য উচ্চারণ শর্ত।

وفى الشامية : بسبب تلاوة احترز عما لوكتبها او تهجاها فلا سجود عليه ـ (١٠٣/٢)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/১৩৬, দুররে মুখতার ১/১০৪, শামী ২/১০৩, মাউসুয়া ২৪/২১৫

নাবালেগ বাচ্চার থেকে সিজদার আয়াত শুনলে সিজদা ওয়াজিব

প্রশ্ন : নাবালেগ বাচ্চার সিজদার আয়াত তিলাওয়াতে শ্রবণকারীর উপর সিজদা ওয়াজিব হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, জ্ঞানসম্পন্ন নাবালেগ বাচ্চার কণ্ঠে শুনলে সিজদা ওয়াজিব হবে।

وفى الفقه على المذاهب الاربعة : كذلك ما يشترط لوجوب الصلاة من الاسلام والبلوغ والعقل الخ (٣٦٠/١)

প্রমাণ ঃ মুসলিম, ১/২১৫, শামী, ২/১০৭, আলফিকহুল ইসলামী ২/১১১, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৩৬০

সিজদার আয়াত মুখে উচ্চারণ না করে শুধু লেখার হুকুম

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি শুধু সিজদার আয়াত লিখে মুখে উচ্চারণ না করে তাহলে কি তার উপর সিজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হবে?

উত্তর : শুধু লেখার কারণে সিজদা ওয়াজিব হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করা না হবে।

وفى العالمغيرية : ولا تجب السجدة بكتابة القران ـ (باب سجود التلاوة ج١ صـ١٣٣ حقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১০৪, শামী ২/১০৩, আলমগীরী-১/১৩৩)

মুনাজাত

আল্লাহুম্মা আমীন দ্বারা মুনাজাত শুরু করা

প্রশ্ন : আল্লাহুম্মা আমীন দ্বারা মুনাজাত শুরু করার হুকুম কি?

উত্তর : মুনাজাতের শুরুতে আল্লাহুম্মা আমীন বলা সহীহ নয়; বরং হামদ ও সানা (তথা আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও নবী (সা.)-এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে শুরু করবে এবং শেষেও হামদ-সানা পাঠ করে শেষ করবে।

وفى الموسوعة الفقهية : ان يفتتح الدعاء بذكر الله عزوجل وبالصلوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحمد لله والثناء عليه ويختمه بذلك كله ايضا. (ج۲۰ صـ۲٦٤ وزارة الاوقاف)

(প্রমাণ : আবু দাউদ শরীফ-১/২০৮, তিরমিযী শরীফ-২/১৮৫, নাসাঈ শরীফ-২/২৬৪, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়াআদিল্লাতুহু-১/৮২৭, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া-২০/২৬৪)

মুনাজাতের সময় দুই হাতের মাঝে ফাঁকা রাখা

প্রশ্ন : মুনাজাতের সময় দুই হাতের মাঝে ফাঁকা রাখতে হবে কি না?

উত্তর : মুনাজাতের সময় দুই হাতের মাঝে সামান্য পরিমাণ ফাঁকা রাখা মুস্তাহাব, তবে মিলিয়ে রাখতেও পারে।

وفى مراقى الفلاح : من فعل كيفيته المستحبة ان يكون بين الكفين فرجة. (ج١ صـ٣١٧)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৭৭, আল ফিকহুল ইসলামী ও আদিল্লাতুহু ১/৮২৬, মারাকিউল ফালাহ ১/৩১৭)

ফরয নামাযের পরে মুনাজাত আস্তে করা মুস্তাহাব

প্রশ্ন : জামাআতের পরে মুনাজাত আস্তে না জোরে করবে?

উত্তর : ফরয নামাযের পরে মুনাজাত আস্তে করা উত্তম, তবে দু'আর তালিম দেয়া বা ইমাম সাহেব কোন বাক্য বলার পরে মুসল্লীরা আমীন বলতে পারে এই উদ্দেশ্যে জোরে মুনাজাত করতে পারবে, তবে শর্ত হলো কাহারো নামাযে কোন ক্ষতি না হয়। যদি নামাযে মনোযোগ নষ্ট হয় বা কোন ধরনের ক্ষতি হয়, তাহলে জোরে মুনাজাত করা নাজায়েয, এভাবে মুনাজাত করার দ্বারা ইমাম সাহেব গুনাহগার হবে, যারা ইমাম সাহেবকে এর উপর বাধ্য করবে তারাও গুনাহগার হবে।

وفی فتاوی رحیمیه : آہستہ اور پست آواز سے دعا مانگنا افضل ہے، مصلی دعا یاد کرلیں یا دعائیہ جملہ ختم ہونے پر آمین کہہ سکیں اس غرض سے ذرا آواز سے دعا مانگی جائے تو کوئی حرج نہیں وہ بھی اس شرط سے کہ نمازیوں کا حرج نہ ہو۔ اس طرح دعا مانگنا کہ نمازیوں کو تشویش ہو نماز میں خلل واقع ہو اور غلطی ہو جائے۔ اس طرح دعا مانگنا جائز نہیں ہے، امام گنہگار ہوتا ہے اور جو لوگ امام کو اسطرح دعا مانگنے پر مجبور کرتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں. ج ۱ صف ۱۷۰

(প্রমাণ : সূরা আরাফ ৫৫, ফাতাওয়া রহিমীয়া-১/১৭০, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৮৬৮)

নামাযের পর উচ্চৈঃস্বরে আয়াতুল কুরসী পড়ার বিধান

প্রশ্ন : অনেক মসজিদে দেখা যায় ইমাম সাহেব নামাযের পর মুসল্লীদেরকে সামনে নিয়ে আয়াতুল কুরসী এবং সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াত পড়ে থাকেন। এখন আমার জানার বিষয় হল এ ভাবে পড়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, জায়েয আছে তবে আস্তে পড়া উত্তম।

كما فى الدر المختار : لا بأس للامام عقيب الصلاة بقراءة آية الكرسى وخواتيم سورة البقرة والإخفاء افضل. (فصل فى البيع ج۲ صـ۲۵۳ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২৫৩, শামী ৬/৪২৩, আল বাহরুর রায়েক ৮/২০৮, আলমগীরী-৮/৩১৭)

নামাযের পর মাযারের দিকে মুখ করে দুআ করা

প্রশ্ন : নামাজের পর মাযারের দিকে ফিরে তাদের বানানো দুআ পড়া

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে মাযারের দিকে ফিরে দুআ করা সুন্নতের পরিপন্থী।

وفى الهندية : فاذا بلغ المقبرة يخلع نعليه ثم يقف مستدبر القبلة مستقبلا لوجه الميت ويقول السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم لنا سلف ونحن بالأثر كذا فى الغرائب واذا اراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا فى خزانة الفتاوى ـ (باب القبور ۳۵۰/۵ حقانية)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/৮৫২, হিন্দিয়া ৫/৩৫০, ৫/৪১৯

ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাতের শরয়ী বিধান

প্রশ্ন : পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর ইমাম ও মুক্তাদি মিলে সম্মিলিত ভাবে মুনাজাত করা হয় শরীআতে এর প্রমাণ আছে কি? অনেকে বলেছেন নামাযের

পর মুনাজাত বলতে কিছু নাই, অতএব তা বিদআত এ ব্যাপারে শরীআতে সঠিক ফয়সালা কি?

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর সম্মিলিত ভাবে মুনাজাত করা মুস্তাহাব তবে যদি জরুরী মনে করে তাহলে বিদআত হবে, অন্যথায় বিদআত হবে না।

كما فى امداد الفتاوى : دعا کا مستحب ہونا ہر منفرد اور امام اور جماعت کے لئے احادیث معتبرہ اور مذاہب اربعہ کی روایات فقہیہ سے ثابت فرمایا ہے (ج ا صف ٧٩٦)

وفى اعلاء السنن : ان ما جرى به العرف فى ديارنا من ان الامام يدعو فى دبر بعض الصلوة مستقبلة القبلة ليس ببدعة بل له اصل فى السنة. (ج١/٢ صـ٩٩٧ مكتبة دار الفكر)

وفى اعلاء السنن : عن الاسود العامر عن ابيه قال صليت مع رسول الله الفجر فلما سلم انصرف ورفع يديه ودعا. ج١/٢ صـ١٠٠٠ مكتبة دار الفكر

(প্রমাণ : তিরমিযী ১/১৮১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৭৯৬, কিফায়াতুল মুফতী ৩/৩০২, ইলাউস্ সুনান ১-২/৯৯৩, ৯৯৭, কানযুল উম্মাল ১/৪০৭)

মুনাজাতে বা হাক্কে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা

প্রশ্ন : মুনাজাতের শেষে বা হাক্কে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার বিধান কি?

উত্তর : মুনাজাতের শেষে উল্লেখিত কথা বলা সহীহ নয়; বরং হামদ ও সালাতের মাধ্যমে মুনাজাত শেষ করা মুস্তাহাব।

وفى الموسوعة الفقهية : ان يفتتح الدعاء بذكر الله عزوجل وبالصلاة على رسول الله صلى بعد الحمد لله والثناء عليه ويختمه بذلك كله ايضا. (باب الدعاء ـ ج٢٠-٢١ صـ٢٦٤ باب الدعاء ـ مكتبة وزارة الاوقات)

(প্রমাণ : সূরা ইউনুস ১০, সূরা-ছফফাত ৩৭, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ২০-২১/২৬৪, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-২/৮২৭)

দুআর দ্বারা মাসবুকের নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে ফয়সালা

প্রশ্ন : ফরজ নামাজের পর সাথে সাথে ইমাম সাহেব আরবী ও বাংলাতে উচ্চ আওয়াজে মোনাজাত করেন আর মুসল্লিগণ জোরে জোরে আমীন বলতে থাকে এতে মাসবুকের নামাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। এ ব্যাপারে শরীয়তের ফায়সালা কি?

উত্তর : সব সময় দুআ নিম্নস্বরে করাই উত্তম। এবং ক্ষেত্র বিশেষে উচ্চস্বরে করারও অবকাশ আছে। তবে এতে কোন নামাযীর যেন কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরী।

كما فى القران الكريم : ادعوا ربكم تضرعا و خفية ـ (سورة الاعراف ٥٥)

প্রমাণ ঃ সূরা আরাফ ৫৫, মারাকিহুল ফালাহ ৩১৬, ইলাউস সনান ২/৯৯৭

ফরজ নামাজের পর ইস্তেগফার পড়ার শরয়ী বিধান

প্রশ্ন : ফরজ নামাজের পরে ইস্তেগফার পড়ার ব্যাপারে শরয়ী বিধান কি?

উত্তর : প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে তিনবার ইস্তেগফার পড়া মুস্তাহাব।

وفى الصحيح لمسلم : عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا .... (باب الذكر بعد الصلاة ٢١٨/١ اشرفية)

প্রমাণ ঃ সূরা নুহ-১০, সহীহ মুসলিম ১/২১৮, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৮২৩, হাশিয়ায়ে তহত্ববী-৩১৫

মুনাজাতের শেষে উভয় হাত চেহারার সাথে মলে দেওয়া সুন্নাত

প্রশ্ন : মুনাজাতের শেষে উভয় হাত চেহারার সাথে মলে দেওয়া সুন্নাত নাকি? বিদআত?

উত্তর : মুনাজাতের শেষে উভয় হাত চেহারার সাথে মলে দেওয়া সুন্নাত

كمافى سنن الترمذى : عن عمربن الخطاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع يديه فى الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه ـ (باب رفع لايدى عند الدعاء ١٧٦/٢ اشرفية)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ২/১৮৬, ইবনে মাযাহ ২৭৫, সিরাজিয়া ৩১৮

উচ্চ স্বরে কর্কশ ভাষায় দুআ করা

প্রশ্ন : নামাজের পর উচ্চ স্বরে গলার স্বর কর্কশ করে, মুনাজাত করা, জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : নামাজের পর নিম্নস্বরে দুআ করা মুস্তাহাব, তবে যদি উচ্চ স্বরে দুআ করার দরুন, অন্য নামাজির নামাজের মধ্যে ব্যাঘাত না হয়, তাহলে উচ্চ স্বরে দুআ করা যাবে।

وفى الشامية : واما الأدعية والاذكار فبالخفية اولى قلت ويويده ويجتهد فى الدعاء والسنة ان يخفى صوته ـ (باب الدعاء ۲/۵۰۷)

প্রমাণ ঃ সূরা আরাফ ৫৫, শামী ২/৫০৭, সিরাজিয়্যা ৩১৫

মুনাজাতের শেষে হাত মুখে মুছা

প্রশ্ন : মুনাজাতের শেষে চেহারায় হাত মুছে নেয়ার বিধান কি?

উত্তর : মুনাজাতের শেষে চেহারায় হাত মুছে নেয়া সুন্নাত।

وفى الدر المختار : والمسح بعده على وجهه سنة فى الاصح. (جا صـ۷۷ زكريا)

(প্রমাণ : তিরমিযী শরীফ ১/১৭৬, কানযুল উম্মাল ২/৩৮, দুররে মুখতার-১/৭৭, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৮২৬, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ২০/২৬২ ইলাউস্ সুনান ১/১০০৮-১০১০)

মুদরিক-লাহেক-মাসবুক

লাহেক ব্যক্তির ছুটে যাওয়া নামায পড়ার তরীকা

প্রশ্ন : লাহেক ব্যক্তি নামাযে দাখেল হওয়ার পর ছুটে যাওয়া নামায আগে পড়বে নাকি ইমামের অনুসরণ করে ছুটে যাওয়া নামায পড়ে পড়বে?

উত্তর : ছুটে যাওয়া নামায প্রথমে পড়বে এরপর অবশিষ্ট নামাযে ইমামের অনুসরণ করবে যদি ইমাম সাহেবকে নামাযে পায়। আর যদি না পায় তাহলে অবশিষ্ট নামায ক্বিরাত পড়া ছাড়াই পড়ে নিবে।

وفى خلاصة الفتاوى : واما اللاحق ان ادرك الامام فى صلوته وقضى ما عليه وفرغ مع الامام فصلوته تامة (باب صلوة المسبوق جا صـ١٦٧ المكتبة الرشيدية)

(প্রমাণ : কাবীরী ৪৩৯, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১/১৬৭, ১৬৭, আল ফিকহু আ'লাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৩৪১)

মাসবুক ইমামের শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর করণীয়

প্রশ্ন : মাসবুক ইমামের শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ে কি পড়বে?

উত্তর : মাসবুক ইমামের শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ে কি পড়বে এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে।

১। তাশাহুদ পড়ার পর চুপ থাকবে।

২। কালিমায়ে শাহাদাত বারবার পড়বে।

৩। তাশাহুদ পড়ার পর, যে কোন দু'আয়ে মাছুরা পড়বে।
৪। তাশাহুদ ধীরগতিতে পড়তে থাকবে যাতে তার তাশাহুদ পড়ার সাথে সাথে ইমামের নামায শেষ হয়ে যায়। চতুর্থ মতই বিশুদ্ধ মত।

وفى الخلاصة : المسبوق اذا قعد مع الامام الصحيح انه يترسل فى التشهد حتى يفرغ عن التشهد عند سلام الامام (جا صـ١٦٥)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/৯১ খুলাছাহ-১/১৬৫, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম-৩/৩৮২)

লাহেক ব্যক্তির অজুতে মিসওয়াক করা

প্রশ্ন : লাহেক ব্যক্তি অযুতে মিসওয়াক করতে পারবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, লাহেক ব্যক্তিও অযুতে মিসওয়াক করতে পারবে। কেননা লাহেক ব্যক্তিকেও পূর্ণ সুন্নাত তরীকায় অযু করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর অযুর সুন্নত সমূহের মধ্য হতে একটি হল মিসওয়াক করা।

وفى البناية : إن الذى سبقه الحدث يتوضأ ثلاثا ثلاثا ويستوعب رأسه بالمسح ويتمضمض ويستنشق ويأتى بسائر سنن الوضوء ٢٧٩/٢ ـ ٨٠ اشرفية)

প্রমাণ : আবু দাউদ ১/১৪৪, ইবনে মাজাহ ৮৫, ফাতহুল কাদীর ১/৩২৯, বিনায়া ২/৩২৯ বিনায়া ২/২৭৯, কানয-৩৬৮

মাসবুক বসা মাত্রই ইমামের দাঁড়িয়ে যাওয়া

প্রশ্ন : মাসবুক নিয়্যত বেধে বসা মাত্রই ইমাম সাহেব প্রথম বৈঠক থেকে দাঁড়িয়ে গেছে এক্ষেত্রে মাসবুকের তাশাহহুদ পড়তে হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, এক্ষেত্রে মাসবুকের তাশাহহুদ পড়তে হবে। তবে যদি না পড়ে দাঁড়িয়ে যায় তাতেও নামায সহীহ হয়ে যাবে।

مافى الدر المختار : بخلاف سلامه او قيامه لثالثة قبل تمام المؤتم التشهد فانه لا يتابعه بل يتمه لو جوبه ولو لم يتم جاز ـ (باب صفة الصلاة ١/ ٤٩٦ سعيد)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৭৫, শামী ১/৪৯৬, হাশিয়ায়ে তহতবী ৩০৯, হিন্দিয়া ১/৯০, ফাতহুল কাদীর ১/৪৩১, বাদায়ে ১/৫৬৩

মাসবুক ইক্তেদা করার পর ইমাম সুরা নাস পড়লে

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি মাগরিবের দ্বিতীয় রাকাতে ইমামের পিছনে ইক্তিদা করেছে আর ইমাম দ্বিতীয় রাকাতে সুরা নাস পড়েছেন এখন ঐ মাসবুক ছুটে যাওয়া রাকাতে কোন সুরা পড়বে?

উত্তর : উল্লিখিত অবস্থায় কোরআন শরীফের যে কোন স্থান থেকে পড়ে নেওয়া জায়েয আছে। কেননা ছুটে যাওয়া নামাজের কেরাতের বিধান হচ্ছে একেবারে প্রথম নামায শুরু করার বিধানের ন্যায়।

وفى العالمكيرية : انه يقضى اول صلاته فى حق القراءة واخرها فى حق التشهد حتى لو ادرك ركعة من المغرب .. وقرأ فى كل فاتحة وسورة (الفصل السابع ۹۱/۱ الحقانية)

প্রমাণ : শামী ১/৪৪১, হিন্দিয়া ১/৯১, বাদায়ে ১/৫৬৭

মুক্তাদি বাচ্চা বা মহিলা হলে দাঁড়ানোর স্থান

প্রশ্ন : শুধু বাচ্চা অথবা মহিলা (স্ত্রী/বা মা-বোন) মুক্তাদী হলে কোথায় দাঁড়াবে?

উত্তর : যদি বাচ্চা একজন হয় তাহলে ইমামের ডানে দাঁড়াবে, আর যদি একাধিক হয় তাহলে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। আর মহিলা একজন হোক কিংবা একাধিক সর্বাবস্থায় ইমামের পিছনে দাঁড়াবে।

وفى البحر الرائق : فلو كان معه رجل وامرأة فانه يقيم الرجل عن يمينه والمراة خلفهما : (باب الامامة ۱/ ۳۵۲ رشيدية)

প্রমাণ : ইবনে মাজাহ ৬৯, তাতার খানিয়া ১/৩৯০, হাশিয়াতুত ত্বহতবী ২৯৯, হিন্দিয়া ১/৮৮, আল বাহরুর রায়েক ১/৩৫২

মাসবুকের তাকবীরের পর ইমামের সালাম ফিরানো

প্রশ্ন : মাসবুক তাকবীরে তাহরীমা বলার পর বসার আগেই ইমাম সালাম ফিরিয়ে দিয়েছে তাহলে এক্ষেত্রে সে কি করবে? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে উক্ত মাসবুক ব্যক্তি জামাতে শরীক হয়েছে বলে গণ্য হবে। এবং এই তাকবীরে তাহরীমা দ্বারাই নামায পূর্ণ করবে।

وفى فتاوى رحيميه : امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ کہ دی ہے تو جماعت میں شامل ہونے والا شمار ہوگا تکبیر تحریمہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے (کتاب الصلوۃ ۱/ ۲۰۵ رحیمیہ)

প্রমাণ ঃ মাওসুআ ৩৮/১৬২, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/৩৭০, আল ফিকহিল ইসলামী ১/৭৩০, রহিমীয়া ১/২০৫

মাসবুকের কিরাতের তারতীব রক্ষা করা

প্রশ্ন : মাসবুক কিরাতের তারতীব রক্ষা করবে কিনা?

উত্তর : মাসবুক ব্যক্তির কিরাতের তারতীব রক্ষা করতে হবে না, কারণ সে মুনফারিদের মতই নামায আদায় করবে। অর্থাৎ, মুনফারিদের মতই কেরাত পড়বে যেখান থেকে ইচ্ছা।

كما فى الدرالمختار : والمسبوق من سبقه الامام بها او ببعضها وهو منفرد... فيما يقضيه اى بعد متابعته لامامه فلو قبلها فالا ظهر الفساد ويقضى اول صلوته فى حق قراءة واخرها فى حق تشهد (باب الامامة ١/ ٨ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৮৬, শামী ১/৫৯৬, তাতার খানিয়া ১/৬২২, আল বাহরুর রায়েক ১/২৯৬, হিন্দিয়া ২/৯২

মাসবুক ভুলে ইমামের সাথে সালাম ফিরালে করণীয়

প্রশ্ন : মাসবুক যদি ইমামের সাথে ভুলে সালাম ফিরিয়ে ফেলে তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর : মাসবুক যদি ভুলে ইমামের প্রথম সালামের সাথে সাথে বা ইমামের সালামের আগে সালাম ফিরিয়ে ফেলে তাহলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না। আর যদি ইমামের প্রথম সালামের শেষে সালাম ফিরায় তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

وفى التاتارخانية : واذا سلّم المقتدى المسبوق حين سلّم الامام ساهيا بنى على صلاته وعليه سجود السهو... قيل هذا اذا سلّم بعد ما سلّم الامام فامّا اذا سلّم مع الامام او قبله فلا سهو عليه (جا صـ٤٦٧ مكتبة دار الايمان)

(প্রমাণ : শামী ২/৮২, কাযীখান-১/১৩৩, তাতার খানিয়া-১/৪৬৭, সিরাজিয়া-৯০)

মাসবুক ইমামের সাথে পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া

প্রশ্ন : যদি ইমাম পঞ্চম রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যায় এবং মাসবুকও তার সাথে দাঁড়িয়ে যায়। তাহলে মাসবুকের নামাযের বিধান কি?

উত্তর : ইমাম সাহেব যদি শেষ বৈঠক করার পরে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে মাসবুকের নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি শেষ বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে ইমাম সাহেব পঞ্চম রাকাতের সিজদা করার পূর্ব পর্যন্ত মাসবুকের নামায নষ্ট হবে না আর পঞ্চম রাকাতের সিজদা করে ফেললে ইমাম ও মুক্তাদি সবারই নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

كما فى العالمغيرية : ولو قام الامام الى الخامسة فتابعه المسبوق ان قعد الامام على رأس الرابعة تفسد صلاة المسبوق وان لم يقعد لم تفسد حتى يقيد الخامسة بالسجد... (جا صـ٩٢)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/৯২, খানিয়া, ১/১০২, তাতার খানিয়া ১/৬২৬)

মাসবুক নামাযের জন্য কখন দাঁড়াবে

প্রশ্ন : মাসবুক বাকী নামাযের জন্য কখন দাঁড়াবে?

উত্তর : ইমামের উভয় দিকে সালাম শেষ করার পর দাঁড়াবে।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : انتظار المسبوق فراغ الامام من التسليمتين لوجوب المتابعة حتى يعلم ألا سهو عليه وهذه سنة عند الحنفية (جـ١ صـ ٧٥٩ رشيدية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৯১, বাযযাযিয়া ৪/৬১, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/৭৫৯)

মাসবুকের ছানা পড়ার বিধান

প্রশ্ন : মাসবুক ব্যক্তি ছানা পড়বে কি না? যদি পড়তে হয় তাহলে কখন পড়বে?

উত্তর : হ্যাঁ, মাসবুক ব্যক্তি ছানা পড়বে। তবে ছানা পড়ার ক্ষেত্রে বিধান হলো, যে নামাযের মাঝে ইমাম উঁচু স্বরে ক্বিরাত পড়েন সে নামাযের মধ্যে মাসবুক ব্যক্তি নিয়তের পড়ে ছানা পড়বে না; বরং ছুটে যাওয়া নামায আদায় করার জন্য যখন দাঁড়াবে তখন পড়বে।

আর যে সকল নামাযে ইমাম ক্বিরাত আস্তে পড়েন সে সকল নামাযের মধ্যে তৎক্ষণাৎও পড়ে নিতে পারবে।

كما فى العالمغيرية : ومنها انه اذا ادرك الامام فى القراءة فى الركعة التى يجهر فيها لا يأتى بالثناء سواء كان قريبا او بعيدا او لا يسمع لصممه فاذا قام الى قضاء ما سبق يأتى بالثناء. (الفصل الثانى فى المسبوق جا صـ٩٠)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৯০, খানিয়া ১/১০৪, তাতার খানিয়া ১/৩৪৮, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ৩৭/১৬১)

অন্যের স্মরণ করানোর মাধ্যমে মাসবুকের নামায পড়া

প্রশ্ন : মাসবুক ব্যক্তি যদি ভুলে ইমামের সাথে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে ফেলে। অতঃপর অন্য কেউ স্মরণ করিয়ে দেয় তাহলে কি করবে?

উত্তর : উল্লেখিত অবস্থায় মাসবুক ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর যদি সাথে সাথে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে। আর যদি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিজের স্মরণে দাঁড়ায় তাহলে নামায ফাসেদ হবে না।

كما فى الدر المختار : حتى لو امتثل امر غيره فقيل له تقدم فتقدم... فسدت بل

يمكث ساعة ثم يتقدم برأيه. (باب ما يفسد الصلوات وما يكره فيها جا صـ٨٩ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৮৯, শামী ১/৫৭১, আলমগীরী-১/৯৮, বাদায়ে ১/৫৪৯ তাতার খানিয়া ১/৪৬৯)

অন্যের নামায দেখে নামায পড়া

প্রশ্ন : অন্যের নামায দেখে নামায পড়ার বিধান কি?

উত্তর : অন্যের নামায দেখে দেখে নামায পড়া জায়েয আছে। তবে শর্ত হলো যার নামায দেখে পড়তেছে তার পিছনে ইকতেদার নিয়ত না করতে হবে। আর যদি তার পিছনে ইকতেদার নিয়ত করে তাহলে মুক্তাদির নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

وفى رد المحتار: حاصله انه لو اقتدى اثنان معابامام قد صلى بعض صلاته فلما قام الى القضاء نسى احدهما عدد ما سبق به فقضى ملاحظا للاخر بلا اقتداء به صح ـ (جا صـ ٥٩٧ سعيد)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৯২, শামী ১/৫৯৭, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১-২/১৬৩, তাতার খানিয়া-১/৪২৩)

লাহেক ও মাসবুকের কিরাত পড়া

প্রশ্ন : লাহেক ও মাসবুকের ক্বেরাত পড়ার হুকুম কি?

উত্তর : লাহেক ব্যক্তি নিজের নামায পুরা করার সময় কিরাত পড়বে না। মাসবুক ব্যক্তি নিজের নামায পড়ার সময় ক্বেরাত পড়া ফরয।

كما فى خلاصة الفتاوى : واللاحق كانه خلف الامام ولهذا لا قراءة على اللاحق ويفترض على المسبوق. (جا صـ١٦٦ رشيدية)

(প্রমাণ : খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১/১৬৫-১৬৬, বাদায়ে-১/৫৬৩-৫৬৭, দুররে মুখতার-১/৮৬)

মাসবুক ইমামের সিজদায়ে সাহুতে শরীক হওয়া প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : মাসবুক ব্যক্তি ইমামের সিজদায়ে সাহুর সালামে শরীক হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, মাসবুক ব্যক্তিও ইমামের সাথে সিজদায়ে সাহু আদায় করবে।

كما فى بدائع الصنائع : المسبوق يسجد لسهو الإمام سواء كان سهوه بعد الاقتداء به او قبله. (جا صـ٤٢١ مكتبة زكاريا)

(প্রমাণ : বাদায়ে ১/৪২১, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু আলমগীরী-১/৯২, খানিয়া-১/৯৯)

বিত্‌র, সুন্নাত ও নফল নামায

দু'আয়ে কুনূতের পূর্বে তাকবীরের হুকুম

প্রশ্ন : বিত্‌রের নামাযে দু'আ কুনূতের পূর্বে যে তাকবীর দেয়া হয় তার হুকুম কি?

উত্তর : উক্ত তাকবীর দেয়া সুন্নাত।

وفى العالمغيرية : فصل فى سنن الصلوة...... تكبيرات القنوت. (باب السنن الصلاة جا صـ٧٣ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৭৬, হিদায়া ১/২৬৯, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ-১/১৯৭, বিনায়া-২/২৫৪, আলমগীরী-১/৭৩)

নফল নামাযে সূরার তারতীব ঠিক রাখা

প্রশ্ন : নফল নামাযে সূরার তারতীব রক্ষা করার বিধান কি?

উত্তর : নফল নামাযে সূরার তারতীব রক্ষা করা উত্তম, তবে নফল নামাযে তারতীবের খেলাফ পড়লে নামায মাকরূহ হবে না।

وفى العالمغيرية: اذا قرأ فى ركعة سورة وفى الركعة الاخرى او فى تلك الركعة سورة فوق تلك السورة يكره ...... وهذا...... فى الفرائض واما فى السنن فلا يكره. (جـ١ صـ ٧٨-٧٩ فصل فى القراءة ـ حقانية)

(প্রমাণ : শামী ১/৫৪৭, আলমগীরী ১/৭৮-৭৯, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৬৭২, বিনায়া ২/৩১১)

সালাতুত তাছবীহতে রুকু সিজদার তাসবীহ

প্রশ্ন : সালাতুত তাসবীহতে রুকু সিজদার তাসবীহ কখন পড়তে হবে?

উত্তর : প্রথমে রুকু-সিজদার তাসবীহ পড়বে তারপর সালাতুত তাসবীহের দু'আ পড়বে।

وفى رد المحتار: يقول ذلك فى كل ركعة خمسة وسبعين مرة فبعد الثناء خمسة عشر ثم بعد القرأة وفى ركوعه والرفع منه ..... بعد تسبيح الركوع والسجود. (جـ٢ صـ ٢٧ سعيد)

(প্রমাণ : তিরমিযী ১/১০৯, শামী ২/২৭, মুনিয়াতুল মুছাল্লী ৪১০, হাশিয়ায়ে দুররে মুখতার-১/৯২)

দু'আয়ে কুনূত জানা না থাকলে তার করণীয়

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তির যদি দু'আয়ে কুনূত মুখস্থ না থাকে তাহলে সে বিত্র নামাযে কি পড়বে? দু'আয়ে কুনূত মুখস্থ থাকা অবস্থায় অন্য দু'আ পড়লে নামায হবে কি-না?

উত্তর : যে ব্যক্তির দু'আয়ে কুনূত মুখস্থ নেই সে মুখস্থ করার চেষ্টা করবে মুখস্থ হওয়ার আগ পর্যন্ত নিম্নের দু'আ পড়বে-

ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار.

এবং ফকীহ আবুল লায়স বলেন সে ব্যক্তি اَللّٰهُمَّ اغفرلى তিনবার পড়বে। আবার কতেক উলামায়ে কিরাম বলেন يا ربِّ তিনবার পড়বে। বিত্র নামাযে দু'আয়ে কুনূতের স্থানে যেকোন দু'আ পড়া ওয়াজিব। আর দু'আয়ে কুনূত পড়া সুন্নাত। সুতরাং দু'আয়ে কুনূত মুখস্থ থাকা অবস্থায় অন্য দু'আ পড়া ঠিক নয়।

كما فى رد المحتار: ومن لا يحسن القنوت يقول ربنا اتنا فى الدنيا حسنة الاية وقال ابو الليث يقول اَللّٰهُمَّ اغفرلى يكررها ثلاثا وقيل يقول - يا رب ثلاثا ذكره فِي الذخيرة. (باب الوتر والنوافل ج٢ صـ٧ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ২/৭, দুররে মুখতার-১/৭৪, আল বাহরুর রায়েক ২/৪২, তাতার খানিয়া-১/৪২৫)

দু'আয়ে কুনূত পড়া ভুলে গেলে তার হুকুম

প্রশ্ন : যদি রুকু বা সিজদারত অবস্থায় কাহারো মনে পড়ে যে, সে দু'আয়ে কুনূত পড়েনি তাহলে তার বিধান কি?

উত্তর : নামায যথা নিয়মে চালিয়ে যাবে শুধু শেষে সাহু সিজদা করে নিবে।

وفى الخانية: ولو ترك القنوت فذكر فى القعدة او بعد ماقام من الركوع لا يقنت وعليه السهو - (ج١ صـ ١٢١ مكتبة الحقانية)

(প্রমাণ : খানিয়া ১/১২১, তাতার খানিয়া ১/৪৫৪, আল ফিকহুল ইসলামী ও আদিল্লাতুহু ১/৩৫৩, হাশিয়াতুত ত্বহত্বী-৪৬১)

বিত্র নামাযে দু'আয়ে কুনূত না পড়ে রুকুতে গেলে

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি বিত্র নামাযে দু'আয়ে কুনূত না পড়ে রুকুতে চলে যায় তাহলে সে ব্যক্তি কি করবে?

উত্তর : দু'আয়ে কুনূত না পড়ে রুকুতে চলে গেলে সে ব্যক্তি কুনূত পড়ার জন্য আবার দাঁড়াবে না বরং সাহু সিজদা করে নামায শেষ করবে। ১. তবে যদি

দাঁড়িয়ে যায়, ২. কিংবা রুকুতেই দু'আয়ে কুনূত পড়ে নেয়, ৩. অথবা দাঁড়িয়ে দু'আয়ে কুনূত পড়ে দ্বিতীয়বার রুকু করে ৪. কিংবা শুধু সিজদা করে এবং দ্বিতীয়বার রুকু না করে এবং সাহু সিজদা দিয়ে নামায শেষ করে তাহলেও উল্লেখিত চার সুরতে নামায হয়ে যাবে।

كما فى الدر المختار : ولو نسيه اى القنوت ثم تذكره فى الركوع لا يقنت فيه لفوات محله ولا يعود الى القيام فى الاصح لان فيه رفض الفرض للواجب فان عاد اليه وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته لكون ركوعه بعد قراءة تامة وسجد للسهو قنت اولا لزواله عن محلّه. (باب الوتر والنوافل جا صـ٩٤ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৯৪, আলমগীরী ১/৭২, তাতার খানিয়া ২/৯, বাদায়ে ১/৬১৫)

বিত্‌রের জামাআতে মাসবুক হলে দু'আয়ে কুনূতের হুকুম

প্রশ্ন : রমযান মাসে বিত্‌র নামাযের জামাআতে মাসবুক হলে তৃতীয় রাকাতে তাকবীর বলে হাত উঠিয়ে দু'আয়ে কুনূত পড়তে হবে কি না?

উত্তর : ইমামের সাথে হাত উঠিয়ে দু'আয়ে কুনূত পড়াই যথেষ্ট। অবশিষ্ট নামায আদায় করার সময় আবার দু'আয়ে কুনূত পড়তে হবে না।

وفى العالمغيرية : فاذا قنت مع الامام لا يقنت ثانيا فيما يقضى. (باب فى صلوة الوتر : جا صـ١١١ حقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৮৪, আলমগীরী ১/১১১, তাতার খানিয়া ১/৪২৬, মুনিয়াতুল মুসল্লী-৪০১)

রমযান ছাড়া বিত্‌রের নামায জামাআতে পড়া

প্রশ্ন : রমযান মাস ব্যতিত অন্য সময় বিত্‌র নামায জামাআতে পড়া জায়েয আছে কি-না? এবং কেন?

উত্তর : রমযান ব্যতিত অন্য সময় বিত্‌রের জামাআত করা মাকরূহ। কেননা বিত্‌রের জামাআত তারাবীহের জামাআতের অনুগামী এবং তা রমযানের সাথে খাস।

كما فى الدر المختار : ولا يصلى الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضان اى يكره ذلك على سبيل التداعى. (باب الوتر والنوافل. جا صـ٩٩ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৯৯, শামী-২/৪৮, আলমগীরী, ১/১১৬, আল বাহরুর রায়েক ২/৭০ আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ২৭/২৯৯)

সুন্নাত-নফলের প্রথম বৈঠকে দরূদ শরীফ পড়া

প্রশ্ন : নফল নামাযে প্রথম বৈঠকে দরূদ শরীফ ও দু'আয়ে মাছুরা পড়ে ফেললে তার বিধান কি?

উত্তর : যদি কেউ যোহর ও জুমআর পূর্বের সুন্নাত নামাযে প্রথম বৈঠকে ভুলে দরূদ শরীফ ও দু'আয়ে মাছুরা পড়ে ফেলে তাহলে তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। কিন্তু জুমআর পরের সুন্নাতে ও অন্যান্য নফল নামাযের প্রথম বৈঠকে উহা পড়ার দ্বারা সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।

فى الدر المختار مع الشامية : ولا يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم فى القعدة الاولى فى الاربع قبل الظهر والجمعة وبعدها ولو صلى ناسيا فعليه السهو. (باب النوافل ج۲ صـ۱٦ مكتبة سعيد)

(প্রমাণ : শামী ২/১৬, আলমগীরী ১/১১৩, দুররে মুখতার-১/৯৫)

এক সালামে নফল নামাযের পরিমাণ

প্রশ্ন : নফল নামায দিনে বা রাত্রে এক সালামে কত রাকাত পড়া যাবে?

উত্তর : নফল নামায দিনের বেলা এক সালামে চার রাকাত পড়া যাবে এর চেয়ে বেশী পড়া মাকরূহ। এবং রাত্রে আট রাকাত পর্যন্ত পড়া যাবে এর চেয়ে বেশী পড়া মাকরূহ। তবে দুই দুই রাকাত করে পড়া উত্তম।

وفي التاتارخانية: وصلوة النهار ركعتان ركعتان واربع واربع ويكره ان يزيد على ذلك. (كتاب الصلوة : ج١ صـ٤٠٢ دار الايمان)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া ১/৪০২, আল বাহরুর রায়েক ২/৫৩, ইনায়া ১/৩৮৯)

সুন্নাত ও নফল নামাযের উত্তম জায়গা

প্রশ্ন : সুন্নাত ও নফল নামায কোথায় পড়া উত্তম?

উত্তর : সুন্নাত এবং নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম যদি বাড়িতে থাকে বা ফরয নামায মসজিদে পড়ে বাড়িতে গেলে অন্য কোন কাজে মশগুল হয়ে সুন্নাত ও নফল ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা না হয়। তবে বর্তমান যামানায় ভুল বেশী হওয়ার কারণে মসজিদে পড়ে নেয়া উচিৎ।

وفى الشامية : قوله والافضل فى النفل الخ. وحيث كان هذا افضل يراعى مالم يلزم منه خوف شغل عنها لو ذهب لبيته. او كان فى بيته ما يشغل باله ويقلل خشوعه فيصليها حينئذ فى المسجد. (ج۲ صـ۲۲ نفل ـ سعيد)

(প্রমাণ : মুসলিম ১/২৬৬, তিরমিযী ১/১০২, শামী ২/২২, আলমগীরী ১/১১৩, আল বাহরুর রায়েক ১/৫০)

নফল বা সুন্নাত পড়ার সময় জামাআত শুরু হওয়া

প্রশ্ন : নফল অথবা সুন্নাত পড়া অবস্থায় জামাআত শুরু হলে করণীয় কি?

উত্তর : নফল পড়া অবস্থায় জামাআত শুরু হলে সে যেই শুফার মাঝে আছে ঐ শুফা পূর্ণ করবে (অর্থাৎ দুই রাকাত পূর্ণ করবে) অতঃপর জামাআতে শরীক হবে। আর সুন্নাতের ক্ষেত্রে যদি ফজরের সুন্নাত হয় এবং সুন্নাত আদায়কারী মনে করে সুন্নাত শেষ করে ফজরের জামাআত পাবে তাহলে সুন্নাত পূর্ণ করবে অন্যথায় সুন্নাত ছেড়ে জামাআতে শরীক হবে।

আর যদি যোহরের সুন্নাত হয় তাহলে দুই রাকাত পড়ে সুন্নাত শেষ করে জামাআতে শরীক হবে।

كما فى الحديث الشريف : عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اقيمت فلا صلاة الا المكتوبة (الكفاية جا صـ٤١٤ رشيدية)

(প্রমাণ : কিফায়া ১/৪১৪, আলমগীরী ১/১৩০, আল বাহরুর রায়েক ২/৭৩ মারাকিউল ফালাহ-৪৫১)

নফল নামাযে প্রথম বৈঠকের হুকুম

প্রশ্ন : নফল নামাযের মধ্যেও কি প্রথম বৈঠক করা ওয়াজিব?

উত্তর : হ্যাঁ, নফল নামাযের মধ্যেও প্রথম বৈঠক করা ওয়াজিব।

وفى الطحطاوى : ويجب القعود الاول مقدار قراءة التشهد بأسرع ما يكون لا فرق فى ذلك بين الفرائض والواجبات والنوافل. (كتاب الصلوات صـ٢٥٠ دار الكتاب)

(প্রমাণ : হাশিয়ায়ে তহ্তবী-২৫০, দুররে মুখতার ১/৭২, শামী ১/৪৬৪, আল বাহরুর রায়েক-১/৩১ আলমগীরী-১/৭১)

নফল নামাযে কিরাত আস্তে না জোরে

প্রশ্ন : নফল নামাযে উচ্চৈঃস্বরে কিরাত পড়া যাবে কি না? চাই দিনে হোক বা রাত্রে হোক।

উত্তর : দিনের নফল নামাযে উচ্চৈঃস্বরে কিরাত পড়া যাবে না। হ্যাঁ, রাত্রের নফলে তার ইচ্ছা। উঁচু আওয়াজেও পড়তে পারবে এবং নিম্ন আওয়াজেও পড়তে পারবে।

وفى العالمغيرية : واما نوافل النهار فيخفى فيها حتما وفى نوافل الليل يتخير. (جا صـ٧٢ حقانية)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া ১/২৭৭, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১/৯৪, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৭৩৪, আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/২০৭, আলমগীরী ১/৭২)

তাহাজ্জুদের নামায জামাতের সাথে পড়া

প্রশ্ন : তাহাজ্জুদের নামায ঘোষণা দিয়ে জামাতের সাথে পড়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : তাহাজ্জুদসহ যে কোন নফল নামাজের জামাআত কায়েম করা শরীয়ত সম্মত নয়। বরং নফল নামায একাকী পড়াই শরীয়তের বিধান। সুতরাং তাহাজ্জুদের নামায ঘোষণা দিয়ে জামাতের সাথে পড়া শরীয়তসম্মত নয়। তবে ঘোষণা ছাড়া ২-৩ জন মুক্তাদীসহ জামায়াত কায়েম হয়ে গেলে অসুবিধা নেই।

كمافى الشامية : الظاهر أن الجماعة فيه غير مستحبة ثم إن كان ذلك احيانا كما فعل عمر كان مباحًا غير مكروه وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة لا نه خلاف المتوارث ـ (باب الصلوة ٤٨/٢ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৪৮, দুররে মুখতার ২/৪৮, বিনায়া ২/৬৬৮, ফাতহুল কাদীর ১/৪০৯

মাগরিবের ফরজ নামাজের আগে নফল নামায পড়া

প্রশ্ন : মাগরিবের আযান চলাকালিন সময় বা আযানের পর মাগরিবের ফরজ নামাজের পূর্বে দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা তাহিয়্যাতুল ওযু অথবা অন্য কোনো নফল নামায পড়া যায় কিনা?

উত্তর : মাগরিবের আযানের পর অনতিবিলম্বে মাগরিবের নামায পড়ার নির্দেশ এসেছে, তাই মাগরিবের ফরজ নামাজের পূর্বে তাহিয়্যাতুল মসজিদ বা অন্য কোনো নফল নামায পড়া মাকরুহ।

وفى الهداية : ويستحب تعجيل المغرب لان تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود قال رسول ﷺ لا يزال امتى بخير ما عجلوا المغرب وأخروا العشاء (كتاب الصلاة ٨٣/١ غوثية)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/৭৯, হিদায়া ১/৮৩, ইবনে মাজা-৫০, আলফিকহুল ইসলামী ১/৫৭৪

صلوة الاستسقاء এর জন্য তিন দিন বাহির হওয়া

প্রশ্ন : صلوة الاستسقاء এর জন্য কতদিন পর্যন্ত বাহির হতে পারবে?

উত্তর : সালফে সালেহীন ও ফুকাহায়ে কেরামগণ হতে বর্ণিত আছে তিনদিন পর্যন্ত বাহির হতে পারবে। তারপর আর পারবে না।

وفى الدر المختار : ويخرجون ثلثة أيام لانه لم ينقل اكثرمنها متتابعات ـ (باب الاستسقاء ١١٨/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১১৮, তাতার খানিয়া ১/৫৮০, হিন্দিয়া ১/১৫৪, বাদায়ে ১/৬৩৫

তাহাজ্জুদের নিয়্যতে বিতেরের পূর্বে দুই রাকাত পড়া

প্রশ্ন : এশার নামাযের পর বিতর নামায পড়ার আগে দুই রাকআত নফল নামায পড়লে কি তাহাজ্জুদ আদায় হবে? যদি হয় তবে ওই নামাজে কি শুধু নফলের নিয়্যত করতে হবে, না তাহাজ্জুদের নিয়্যত?

উত্তর : হ্যাঁ, এশার নামাজের পর বিতির নামাজের পূর্বে তাহাজ্জুদের বা নফলের নিয়াতে দুই চার রাকআত নফল নামায পড়ে নিলে তাহাজ্জুদের সাওয়াব পাওয়া যাবে। তবে শেষ রাতে পড়া উত্তম।

كما فى شرح معانى الاثار: عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.... فاذا او تر احد كم فليركع ركعتين فان استيقظ والا كا نتا له ... الخ (باب التطوع بعد الوتر ٢٣٧/١ اشرفية)

প্রমাণ ঃ শরহে মাআনিল আসার-১/২৩৭, আল বাহরুর রায়েক ২/৫২, শামী ২/২৪

ইশরাকের নামাযের সময়

প্রশ্ন : ইশরাকের নামায কোন সময় থেকে শুরু হয়।

উত্তর : ইশরাকের নামাজের সময় সূর্য উদিত হওয়ার দশ মিনিট পর থেকে শুরু হয়।

كما فى الجامع الترمذى : عن ابن عمر رضى لله عنه لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس- (١/ ٩٩ اشرفية)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/৯৯, হিদায়া ১/৮৪, আলমগীরী ১/৫২, ফাতহুল কাদীর ১/২০৩, বেনায়া ২/৫৫

শুধু সিজদার স্থানে রুমাল বিছানোর বিধান

প্রশ্ন : নামায পড়ার সময় কোন ব্যক্তি শুধু সিজদার স্থানে রুমাল বিছালে তাতে কোন সমস্যা আছে কি না?

উত্তর : না, নামায পড়ার সময় শুধু সিজদার স্থানে রুমাল বিছালে তাতে কোন সমস্যা নেই।

كما فى الهندية : رجل يصلى على الارض ويسجد على خرقة وضعوها بين يديه ليقى بها الحر لابأس به ـ (الفصل الثانى فيما يكره فى الصلاة ومالا يكره :١٠٨/١ حقانيه)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/১০৮, সিরাজিয়া ৭০, দুররে মুখতার ১/৭৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৫৯, হিদায়া ১/১০৯

বিতরের নামায কয় রাকাত

প্রশ্ন : বিতের নামায এক রাকাত না কি তিন রাকআত?

উত্তর : বিতের নামায তিন রাকাত।

وفی الترمذی: عن علی قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یوتر بثلاث یقرا فیهن بتسع سور۔ (باب ماجاء فی الو تر بثلاث ١/ ١٠٦ اشرفیة)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/১০৬, আল বাহরুর রায়েক ২/৩৮, হিন্দিয়া ১/১১১, তাতার খানিয়া ১/৪২২, হিদায়া ১/১৪৪, কানযুদ দাকায়েক ৩৪

নফল নামাজের সিজদায় ভিন্ন দুআ

প্রশ্ন : নফল নামাজের সিজদার মাঝে কোরআন-হাদিসে বর্ণিত নাই এমন কোন দুআ করা যাবে কিনা?

উত্তর : না, নামাজের সিজদায় বা অন্য কোন রুকনে কোরআন-হাদিসে নেই এমন কোন দুআ করা যাবে না, করলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

کما فی الدر المختار : فانه یفسدها ... والدعاء بما یشبه کلامنا (باب مایفسد الصلاة ١/ ٨٩ زکریا)

প্রমাণ : শামী ১/৮৯, হিন্দিয়া ১/৮৯, কানজুদ দাকায়েক ৩১, সিরাজিয়া ৮৩

সালাতুল হাজত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত

প্রশ্ন : সালাতুল হাজত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ সালাতুল হাজত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে।

کما فی سنن الترمذی : عن عبد الله بن ابی اوفی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کانت له الی الله حاجة او الی احد من بنی ادم فلیتوضا ولیحسن الوضوء ثم لیصل رکعتین ثم یثن علی الله (باب ماجاء فی صلوة الحاجة ١/١٠٨ اشرفیة)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/১০৮, মিশকাত ১/১১৭, ইবনে মাজাহ ১/৯৮, দুররে মুহতার ১/৯৬, শামী ২/২৮

বিতরের কাযা কখন পড়বে

প্রশ্ন : তাহাজ্জুদে উঠার আশায় বিতের বাকি রেখে উঠতে না পারলে কখন পড়বে?

উত্তর : ছাহেবে তারতীব ব্যক্তির (যার যিম্মায় ছয় ওয়াক্ত নামায কাযা না থাকে) জন্য ঘুম থেকে উঠার পর ফজরের নামাযের পূর্বেই পড়ে নিতে হবে। যদি সময়

সংকীর্ণ না হয়। আর ছাহেবে তারতীব না হলে যখন ইচ্ছা তখন পড়ে নিতে পারবে। এজন্য ঘুমের পূর্বেই পড়ে নেওয়া উত্তম। যাতে করে কাযা হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে।

وفى الهداية : من فاتته صلوة قضاها اذا ذكرها (قضاء الفوائت ١/ ١٥٤ غوثية)

প্রমাণ : বুখারী ১/১২৫, তিরমিযী ১/১০৬, হিদায়া ১/১৫৪, দুররে মুখতার ১/১০০, তাতার খানিয়া ১/৪২৩, আল বাহরুর রায়েক ২/৭৯

আসরের পরে সূর্য গ্রহণের নামায

প্রশ্ন : আসরের পরে সূর্য গ্রহণের নামায পড়া যাবে কিনা?

উত্তর : না, আসরের পরে সূর্য গ্রহণের নামায এবং নফল নামায পড়া যাবে না। তবে দুআ করতে পারবে।

كمافى العالمكيرية : وان كسفت فى الاوقات المنهى عن الصلاة فيها لم يصل ـ (باب صلاة الكسوف ١٥٣/١)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/১৫৩, ফাতহুল কাদীর ২/৫২, আল বাহরুর রায়েক ১/১৬৭

সালাতুত তাসবীহ আদায় করা অবস্থায় খুৎবা শুরু হলে করণীয়

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি সালাতুত তাসবীহের নিয়ত করে, দুই রাকাআত আদায় করার পর ইমাম সাহেব খুৎবা শুরু করে দেয় তাহলে এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি নামায পুরা করবে না কি ছেড়ে দিয়ে খুৎবা শুনবে?

আর যদি ছেড়ে দেয় তাহলে তা কাজা করতে হবে কিনা? কাজা করতে হলে চার রাকাআত করবে না কি শুধু দুরাকাত কাজা করবে?

উত্তর : যদি তৃতীয় রাকাতের রুকুর পূর্বেই খুৎবা শুরু হয়ে যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তি বসে যাবে এবং আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ শরীফ ও দুআ পড়ে নামায শেষ করে খুৎবা শুনবে। এবং পরবর্তীতে দুই রাকাত কাজা করবে। আর যদি তৃতীয় রাকাতের জন্য না দাঁড়ায় তাহলে শেষের দুই রাকাত কাজা করতে হবে না।

وفى العالمكيرية : ان كان فى النفل ثم شرع الخطيب فى الخطبة يقطع قبل السجدة وبعدها عند الركعتين ـ (١٤٨/١)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৭১, আলমগীরী ১/১৪৮, হাশিয়ায়ে ত্বহতবী ৫১৮, শামী ১/৪৫৯

যোহরের পূর্বের চার রাকাতের পর দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি যোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নাত বাড়িতে পড়ে মসজিদে যায় তাহলে জামাত দাঁড়ানোর পূর্বে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায পড়তে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, যোহরের সুন্নাত এবং ফরজের মাঝে দু'রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়তে পারবে। কেননা, তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়ার জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট নেই। তবে মাকরুহ ওয়াক্তে পড়া যাবে না।

كمافى الطحطاوى : سنن تحية المسجد بركعتين فى غير وقت مكروه قبل الجلوس الخ (٣٩٤)

প্রমাণ ঃ ফাতহুল কাদীর ১/৩৮৬, শামী ২/১৮, মারাকিউল ফালাহ ৩৯৪

বিতির না পড়ে ইমামতির বিধান

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব বিতির নামায পড়া ব্যতীত ফজরের ইমামতি করতে পারবে কি না?

উত্তর : বিতির নামায স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ইমাম সাহেব যে নামায পড়াবে তা ফাসেদ হয়ে যাবে যদি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় শেষ হওয়ার আগে বিতির কাযা করে নেয়। আর যদি শেষ হওয়ার পর কাযা করে তাহলে নামায ফাসেদ হবে না।

وفى الهداية : ولو صلى الفجر و هو ذاكر انه لم يوترفهى فاسدة عند ابى حنيفة خلافا لهما وهذا بناء على ان الوتر واجب عنده (باب قضاء الفوائت ١/١٥٦ اشرفية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১০০, হিদায়া ১/১৫৬, শামী ২/৭১

নফল নামাজে অতিরিক্ত দুআ পড়া

প্রশ্ন : নফল নামাজে অতিরিক্ত দুআ পড়া যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, নফল নামাজে অতিরিক্ত দুআ পড়া যাবে। যে সমস্ত স্থানে দু'আ পড়া যাবে যেমন ঃ (১) ছানা পড়ার পরে (২) সূরা ফাতেহার পূর্বে (৩) ক্বিরাতের সময় (৪) রুকুর তাসবীহ এর পরে (৫) রুকু থেকে দাঁড়ানোর পরে (৬) উভয় সিজদার মাঝে (৭) সালামের পূর্বে (৮) সিজদায়ে তেলাওয়াতের সময় যে সকল দুআ পড়া যাবে তা বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে।

وفى الهداية : ودعا بما يشبه الفاظ القران والادعية المأثورة... ولا يدعو بما يشبه كلام الناس ـ (باب صفة الصلوة ١/١١٣ اشرفية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৭৮, হিদায়া ১/১১৩, বিনায়া ২/২৭০, আল বাহরুর রায়েক ১/৩০৪

একত্রে কয়েক প্রকার নামাজের নিয়তের বিধান

প্রশ্ন : দুই রাকাত নফল নামাযে কয়েক প্রকার নামাযের নিয়্যত করা যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, একাধিক নফল নামাজের নিয়্যত্ করা যাবে। আর এতে সাওয়াবও বেশি পাবে।

كمافى الشامية : وتحصل بفرض او نفل آخر مانصه وان لم ينوها معه لا نه لم ينتهك حرمة المسجد المقصودة أى يسقط طلبها بذلك أما حصول ثوابها فالوجه توقفه على النية لحديث انما الاعمال بالنيات ـ (١٩/٢ فروع فى النية)

প্রমাণ ঃ শামী ২/১৯, মাউসুআ ৪২/৯১, মানাযেলে সুলুক ৬৩

কোন কারণে নামায বাতিল হলে কাজা করার বিধান

প্রশ্ন : একজন সুস্থ ব্যক্তি চেয়ারে বসে নফল নামায ইশারার মাধ্যমে আদায় করেছে পরে জানতে পারল তার উক্ত নামাযগুলো হয়নি। প্রশ্ন হলো উক্ত নামাযগুলো কাজা করতে হবে কি?

উত্তর : নফল নামায শুরু করার দ্বারা পুরা করা ওয়াজিব হয়ে যায় কোন কারণে আদায় না করলে বা ভেঙে ফেললে পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির জন্য নফলগুলোর কাজা আদায় করতে হবে।

كمافى الدر المختار : (ولزم نفل شرع فيه) بتكبيرة الاحرام او بقيام الثالثة شروعا صحيحا ... ثم افسده لزمه القضاء ـ (كتاب الصلاة ٩٦/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৯৬, হিন্দিয়া ১/১১৪, শামী ২/২৯, হিদায়া ১/১৪৮

বিতির নামায তারাবীর পূর্বে পড়ার বিধান

প্রশ্ন : বিতির নামায যদি তারাবীর নামাজের পূর্বে পড়া হয় তার শরয়ী বিধান কি? এবং তারাবীর পরে দুআ করা সম্পর্কে জানালে কৃতজ্ঞ হতাম।

উত্তর : বিতির নামায তারাবীহর পরে পড়া উত্তম, তবে কেউ যদি আগে পড়ে তাহলেও হয়ে যাবে। যেহেতু নামাজের পরে দু'আ কবুল হয় তাই। তারাবীহর পর দু'আ করা ভালো কাজ তবে জরুরী মনে করা যাবে না।

كما فى الهداية: قال عامة المشائخ والاصح ان وقتها بعد العشاء الى اخر الليل قبل الوتر وبعده لانها نوافل سنت بعد العشاء ـ (باب النوافل ١٥١/١ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/১৫১, হিন্দিয়া ১/২৩৫, কানযুদ দাকায়েক ৩৬ বাদায়ে ১/৬৪৪

চাশ্ত ইশরাক ও আওয়াবীনের মাঝে পার্থক্য

প্রশ্ন : চাশ্ত, ইশরাক ও আওয়াবীন একই নামায নাকি ভিন্ন ভিন্ন নামায? কোনটিতে কত রাকাত ও তার ওয়াক্ত সমূহ কি?

উত্তর : চাশ্ত, ইশরাক আওয়াবীন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন নামায। চাশ্ত ও ইশরাকের সর্বনিম্ন দুই রাকাত, এবং আওয়াবীন মাগরিবের পরে দুই রাকাত সুন্নাতসহ মোট ছয় রাকাত। আর চাশ্ত সর্বোচ্চ বারো রাকাত এবং ইশরাক চার ও আওয়াবীন বিশ রাকাত। সূর্যোদয়ের কমপক্ষে ১০ মিনিট পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত ইশরাক ও চাশতের সময়। তবে চাশতের উত্তম সময় হলো দিনের এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর। আর মাগরিবের পর এশা পর্যন্ত আওয়াবীনের সময়।

كمافى الصحيح لمسلم : عن زيدبن ارقم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الاوابين اذا رمضت الفصال ـ (صلاة الاوابين اذا رمضت الفصال ٢٥٧/١)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ১/২৫৭, দুররে মুখতার ১/৯৬, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৯৬

তাহাজ্জুদের দ্বিতীয় রাকাতে ফজরের আযান দিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : সময় আছে মনে করে তাহাজ্জুদের নিয়্যত করে নামায শুরু করে। দ্বিতীয় রাকাতের সিজদায় থাকা অবস্থায় ফজরের আযান শুরু হয়ে গেল। এমতাবস্থায় তার নামায তাহাজ্জুদ গণ্য হবে কিনা? এবং ফজরের সুন্নাত পুনরায় পড়তে হবে নাকি উক্ত নামাযই সুন্নাত হিসাবে বিবেচিত হবে?

উত্তর : সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার পর যে কোন নফলের নিয়্যতেই নামায পড়া হোক না কেন, তাতে ফজরের সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। তবে সুবহে সাদিকের পূর্বে তাহাজ্জুদের নিয়্যতে নামায শুরু করলে পরক্ষণে নামাযরত অবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে গেলে তা তাহাজ্জুদের নামায হিসাবে গণ্য হবে, ফজরের সুন্নাত পুনরায় পড়তে হবে।

وفى الشامية : انه صلى ركعتين من التهجد فظهر وقوعهما بعد طلوع الفجر اجزا تاه عن سنة الفجر فى الصحيح ـ (باب سجود السهو ـ ٨٨/٢)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৮৮, আল বাহরুর রায়েক ১/২৫৩, তাতারখানিয়া ১/২২১

ইশার পূর্বে বিতর নামায পড়া

প্রশ্ন : ইশার নামাজের ওয়াক্ত হয়ে গেলে, ইশার নামায পড়ার পূর্বে বেতের নামায পড়লে সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : না, ইশার ফরজ পড়ার পূর্বে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বিতর নামায পড়ে তাহলে তা সহীহ হবে না, হ্যাঁ, ভুলে যদি ফরজের পূর্বে বিতর পড়ে ফেলে তাহলে তা সহীহ হয়ে যাবে, এবং তা পুনরায় আদায় করতে হবে না।

وفی التاتارخانية: اما الوتر فوقته ما هو وقت العشاء... حتى لو صلى الوتر قبل العشاء لم يجز الا اذا كان ناسيا فی قول ابی حنيفة ـ (كتاب الصلاة ٢٤٩/١)

প্রমাণ ঃ খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৬৭, বাদায়ে ১/৬১০, তাতারখানিয়া ১/২৪৯, আলমগীরী ১/৫১

দুআয়ে কুনুত না পড়ে রুকুতে চলে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : কোন ইমাম সাহেব রমযান মাসে বিতির নামাজে দুআয়ে কুনুত না পড়ে রুকুতে চলে যায়, অতঃপর কোন মুক্তাদি লোকমা দেওয়ায় সে রুকু হতে উঠে পুনরায় দুআয়ে কুনুত পড়ে আবার রুকু করে তারপর শেষে সিজদায়ে সাহু দিয়ে নামায শেষ করে। প্রশ্ন হল উল্লেখিত সূরতে নামায হবে কিনা?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে রুকু হতে উঠে দুআয়ে কুনুত পড়ার প্রয়োজন ছিল না। এবং দ্বিতীয়বার রুকু করাও ঠিক হয়নি। বরং এমন অবস্থায় নামায শেষে সিজদায়ে সাহু দিলে নামায সহীহ হয়ে যাবে। তা সত্ত্বেও প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সবার নামায সহীহ হয়ে গেছে।

وفی البحر الرئق: فان كاد الى القيام وقنت ولم بعد الركوع لم تفسل صلاته ـ (٤٢/٢ رشيدية)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৮৪-৮১, আল বাহরুর রায়েক ২/৪২, বাদায়ে ১/২৪২, শিয়ায়ে ১/২৭৪, হাশিয়ে তহত্বী ৪৬১

নফল নামায বসে আদায় করা

প্রশ্ন : দাঁড়ানোর শক্তি থাকা সত্ত্বেও নফল নামায বসে আদায় করলে জায়েয হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, নফল নামায বসে আদায় করলে জায়েয হবে তবে দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর তুলনায় অর্ধেক সাওয়াব পাবে।

وفی الهداية : ويصلی النافلة قاعدا مع القدرة على القيام لقوله عليه السلام : صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ـ (باب النوافل جا صـ١٤٩ مكتبة اشرفيه)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৯৭, আলমগীরী ১/১১৪, হিদায়া ১/১৪৯, ফাতহুল কাদীর ১/৪০০, শামী ২/২৮)

ফজরের জামাআত চলাকালীন সুন্নাত পড়া

প্রশ্ন : ফজরের জামাআত চলাকালীন অবস্থায় সুন্নাত পড়ার বিধান কি?

উত্তর : যদি জামাআত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে সুন্নাত ছেড়ে দিবে, অন্যথায় সুন্নাত পড়ে জামাআতে শরীক হবে, যদিও ইমামকে তাশাহহুদের মধ্যে পাওয়া যায়।

وفى حاشية السراجية : بل ان علم انه يدرك الامام فى التشهد يصلى السنة. (صـ١١٨)

(প্রমাণ : সিরাজিয়া ১/১১৮, আল বাহরুর রায়েক ২/৭৩, হাশিয়াতু ত্বহত্বাবী-৪৫১)

আছরের আগে সুন্নাতের পরিমাণ

প্রশ্ন : আছরের আগে সুন্নাত কত রাকাত ও কি?

উত্তর : আছরের আগে চার রাকাত সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা।

وفى الدر المختار مع الشامية : ويستحب اربع قبل العصر وقبل العشاء وبعدها بتسليمة. (جـ٢ صـ١٣ سعيد)

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ২৭/১৫২, শামী ২/১৩, সিরাজিয়া-১১৮, বাদায়ে-১/৬৩৭)

আওয়াবীন নামাযের পরিমাণ

প্রশ্ন : আওয়াবীনের নামায কত রাকাত?

উত্তর : আওয়াবীনের নামায হাদীস শরীফে বিশ রাকাত পর্যন্ত উল্লেখ রয়েছে। তবে মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা সহ ছয় রাকাত পড়লেও আওয়াবীনের পূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যাবে।

كما فى الحديث الترمذى : عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتى عشرة سنة. (جـ١ صـ٩٨ المكتبة الاشرفية ديوبند)

(প্রমাণ : তিরমিযী ১/৯৮, দুররে মুখতার ১/৯৫, হাশিয়াতুত ত্বহত্বাবী ৩৯১, খাযানাতুল ফিকহ-৬২)

ইশার আগে সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : ইশার আগে সুন্নাত কত রাকাত ও কি?

উত্তর : ইশার আগে চার রাকাত সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা আছে।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : اما المندوب او السنن غير المؤكدة.. اربع ركعات قبل صلوة العشاء. (جـ٢ صـ٥٢ رشيدية)

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২/৫২, দুররে মুখতার ১/৯৫, আলমগীরী ১/১১২, ফাতহুল কাদীর ১/৩৮৫, আল বাহরুর রায়েক ২/৫০)

তাহাজ্জুদ নামাযের সময়

প্রশ্ন : তাহাজ্জুদ নামাযের সময় কখন থেকে শুরু হয়?

উত্তর : তাহাজ্জুদ নামাযের সময় ইশার নামাযের পর থেকে শুরু হয়, তবে রাতের শেষ ভাগে পড়া উত্তম।

وفى الشامية : الظاهر ان حديث الطبرانى الاول بيان لكون وقته بعد صلاة العشاء. جـ٢ صـ٢٤ سعيد

(প্রমাণ : শামী ২/২৪, সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ ১/৪০০, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ-১৪/৮৬)

সুবহে সাদেকের পরে নফল বা তাহিয়্যাতুল মসজিদের হুকুম

প্রশ্ন : সুবহে সাদিকের পরে নফল বা তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায পড়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : সুবহে সাদিক হওয়ার পর ফজরের দুই রাকাআত ফরজ ও সুন্নাত ব্যতিত অন্য কোন নফল নামায পড়া, এমনিভাবে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়াও জায়েয নাই।

كما فى الدر المختار : وكذا الحكم من كراهة نفل و واجب لغيره لا فرض وواجب لعينه بعد طلوع فجر سوى سنته لشغل الوقت به تقديرًا. كتاب الصلواة جـ١ صـ٦١ زكريا

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/৬১, শামী-১/৩৭৫, হিদায়া-১/৮৭, আল বাহরুর রায়েক-১/২৫৩, বিনায়া-২/৭১, তাতার খানিয়া ১/২৫৪)

মসজিদে গিয়ে বসার পর তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ার হুকুম

প্রশ্ন : মসজিদে এসে কিছুক্ষণ বসার পর তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া সহীহ হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, মসজিদে এসে কিছুক্ষণ বসার পরও তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া যাবে, বসার দ্বারা তাহিয়্যাতুল মসজিদ বাতিল হবে না, তবে উত্তম হলো বসার পূর্বে আদায় করা।

وفى الشامية : ولا تسقط بالجلوس عندنا فانهم قالوا فى الحاكم اذا دخل

المسجد للحكم ان شاء صلى التحية عند دخوله او عند خروجه لحصول المقصود كما فى الغاية. (ج٢ صـ١٩ مكتبة سعيد)

(প্রমাণ : শামী ২/১৯, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/২৬২, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২/১৯, দুররে মুখতার ১/৯৫, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া-১০/৩০৫)

তাহিয়্যাতুল মসজিদ মাকরূহ ওয়াক্তে পড়া

প্রশ্ন : আমরা জানি রাসূল (সা.) মসজিদে পদার্পণ করে দু'রাকা'আত নামায আদায় করতেন। তেমনিভাবে অযুর পরও। যেমন মে'রাজ রজনীর ঘটনা থেকে আসার পর বেলাল (রাযি.)-কে রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করার পর আমরা জানতে পারলাম। সুতরাং ফজর ও আসরের সময় হওয়ার পর বা আযান দেওয়ার পরও কি রাসূল (সা.) সে দু রাকা'আত নামায মসজিদে আদায় করতেন কি না? আর রাসূল (সা.) না করলে আমরা করি কেন? আর রাসূল (সা.) করলে তার প্রমাণসহ জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব। যারা করেন তারা উপরের দুটিকে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেন। তাদের পক্ষে দলিল সঠিক কি না?

উত্তর : শরীআতের দৃষ্টিতে তাহিয়্যাতুল অযু ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ তথা এ জাতীয় নফল নামায মাকরূহ ওয়াক্তে পড়া যাবে না। আর বিভিন্ন হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত যে, ফজরের ওয়াক্ত তথা সুব্হে সাদিক থেকে সূর্য উপরে উঠা পর্যন্ত ফজরের দু'রাকাআত সুন্নাত ব্যতিত অন্য কোন নফল নামায পড়া মাকরূহ। তবে অবশ্যই আসরের ওয়াক্ত হওয়ার পর আসরের ফরয নামাযের পূর্বে যত ইচ্ছা নফল নামায পড়ার অনুমতি রয়েছে। হাদীসের মধ্যে চার রাকাআত বা কমপক্ষে দু রাকাআত সুন্নাত নামায পড়ার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, হুজুর (সা.) মসজিদে প্রবেশের পর তাহিয়্যাতুল মসজিদ ও অযুর পর তাহিয়্যাতুল অযু নিজেও আদায় করেছেন ও অন্যদেরকেও উৎসাহিত করেছেন। পক্ষান্তরে এও বর্ণিত রয়েছে যে, ফজরের পূরা ওয়াক্তে ও আসরের ফরযের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত নফল নামায পড়া যাবে না, কেউ পড়লে মাকরূহ হবে। সুতরাং যারা উক্ত নামাযদ্বয় মাকরূহ ওয়াক্তেও পড়ে তাদের এ আমল সঠিক নয়।

وفى الشامية : ويسن تحية رب المسجد وهى ركعتان قوله رب المسجد .... غير ان اصحابنا يكرهونها فى الاوقات المكروهة تقديما لعموم الحاظر على عموم المبيح ـ قوله وهى ركعتان فى القهستانى وركعتان او اربع وهى افضل لتحية

المسجد الا اذا دخل فيه بعد الفجر او العصر فانه يسبح ويهلل ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم الخ. (ج۲ صـ۱۸ سعيد)

(প্রমাণ : মুসলিম শরীফ ১/১২১, আবু দাউদ শরীফ ১৮১, শামী-২/১৮ কিফায়াতুল মুফতী ৩/২৭৪, আহসানুল ফাতাওয়াত ৪৮০, রহীমিয়া ৭/২৮৩)

চাশতের নামাযের সময়

প্রশ্ন : চাশতের নামাযের সময় কখন থেকে শুরু হয়?

উত্তর : সূর্য উদয় হওয়ার পর যখন (এক বর্শা পরিমাণ) উঁচু হয়ে যায় তখন থেকে চাশতের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়।

كما فى الصحيح لمسلم : عن ام هانى بنت ابى طالب اخبرتنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح فاتى بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثمان ركعات. الخ (جا صـ۲٤۹ المكتبة الاشرفية)

(প্রমাণ : সহীহ মুসলিম ১/২৪৯, সুনানে আবু দাউদ ১/১৮৩, বায়হাকী-৪/১৫৮, দুররে মুখতার-১/৯৬, কাবীরী ৩৭৪)

ইস্তেখারার নামায প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : ইস্তেখারার নামায হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, ইস্তেখারার নামায হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম বুখারী (র:) এ ব্যাপারে জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি বলেন- আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে প্রত্যেক কাজের জন্য দুই রাকাত ইস্তেখারার নামায শিক্ষা দিয়েছেন যেমনিভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।

كما فى البخارى : عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الامور كلها كما يعلمنا السورة من القران يقول اذاهم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة. (جا صـ١٥٥ باب ماجاء فى التطوع مثنى مثنى)

(প্রমাণ : বুখারী-১/১৫৫, তিরমিযী-১/১০৯, আবু দাউদ-১/২১৫, শামী-২/৫০)

ইস্তেখারা নামাযের রাকাত এবং মুস্তাহাব সূরা সম্পর্কে

প্রশ্ন : ইস্তেখারা করা শরীআতের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না? ইস্তিখারার নামায কত রাকাত? ইস্তিখারার নামাযে মুস্তাহাব ক্বিরাত কি?

উত্তর : শরীআতের দৃষ্টিতে ইস্তিখারা করা সুন্নাত। ইস্তিখারার নামায দুই রাকাত। ইস্তিখারার নামাযে মুস্তাহাব ক্বিরাত হল প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কাফিরূন পড়া। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাছ পড়া।

وفى رد المحتار : (قوله ومنها ركعتا الاستخارة) عن جابربن عبد الله ﷺ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الامور كلها كما يعلمنا السورة من القران يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللّٰهُمَّ انى استخيرك بعلمك. وفى الحلية ويستحب افتتاح هذا الدعاء وختمه بالحمدلة والصلاة وفى الاذكار انه يقرأ فى الركعة الاولى الكافرون وفى الثانية الاخلاص. ج٢ صـ٢٦ سعيد)

(প্রমাণ : সূরা আলে ইমরান ১৫৯, বুখারী শরীফ ২/৯৪৪, আবু দাউদ শরীফ ১/২১৯, শামী ২/২৬, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৩/২৪২, ২৪৪, ২৪৫)

ইস্তেখারা করার তরীকা

প্রশ্ন : ইস্তেখারা করার সুন্নাত তরীকা কি?

উত্তর : ইস্তেখারা করার সুন্নাত তরীকা হল ইশার নামাযের পর নতুন অযু করবে। তারপর অত্যন্ত একাগ্রতার সাথে দু'রাকাত নামায পড়বে। তারপর নিম্নোক্ত দু'আটি খুব মনযোগ সহকারে পড়বে।

اللّٰهُمَّ انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسئلك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللّٰهُمَّ ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لى فى دينى ومعاشى وعاقبة امرى فقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة امرى فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان ثم ارضنى به.

দু'আটি পড়ার সময় যখন هذا الامر বলবে তখন নিজের উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করবে। তারপর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিছানায় কিবলার দিকে মুখ করে অযুসহকারে ঘুমাবে। ঘুম থেকে উঠার পর মন যেদিকে ধাবিত হবে তাই করবে সেটাই ইনশাআল্লাহ ভাল হবে। (এজন্য স্বপ্ন দেখা আবশ্যক নয়) যদি একদিনের ইস্তেখারায় কিছু বুঝা না যায় এবং কোন দিকে মন স্থির না হয় তবে পরদিনও এভাবে ইস্তেখারা করবে। এভাবে সাতদিন পর্যন্ত ইস্তেখারা করবে, এতে ইনশাআল্লাহ ভাল-মন্দ বুঝা যাবে। হজ্ব বা অন্য কোন নেক কাজ করবে কিনা

এজন্য ইস্তেখারা করার প্রয়োজন নেই, তবে কাজের সময় নির্ধারণ ইত্যাদির জন্য ইস্তেখারা করা যেতে পারে।

كما فى الترمذى : عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الامور كلها كما يعلمنا السورة من القرأن يقول اذاهم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللّٰهُمَّ انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسئلك من فضلك العظيم. (جا صـ١٠٩ باب ماجاء فى صلاة الاستخارة)

(প্রমাণ : তিরমিযী ১/১০৯, আবু দাউদ ১/২১৫, শামী ২/২৬ কাবীরী ৪০৯, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২/৫৫, বেহেস্তী জেওর ১/২১৭)

কোন বিষয়ে ইস্তেখারা করা যায়

প্রশ্ন : কোন ধরনের বিষয়ে ইস্তেখারা করা যাবে?

উত্তর : যে সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে বান্দার সঠিক দিক জানা নাই যে উহা করার দ্বারা কল্যাণ হবে না অকল্যাণ, সে ক্ষেত্রে ইস্তেখারা করা মুস্তাহাব। আর যে সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে সঠিক দিক জানা আছে যে উহা করার দ্বারা কল্যাণ হবে, অথবা অকল্যাণ হবে, সেক্ষেত্রে ইস্তেখারা করার প্রয়োজন নাই। তবে যে সকল নেককাজের সময় নির্ধারণ নাই সেক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ করার জন্য ইস্তেখারা করতে পারবে যে ঐ কাজটি এখন করলে কল্যাণ হবে না পরে করলে। তবে গুনাহের কাজের জন্য ইস্তেখারা জায়েয নাই।

كما فى حاشية الطحطاوى : اما ماهو معروف خيره او شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصى والمنكرات فلا حاجة الا الاستخارة فيها نعم قد استخار فيها البيان خصوص الوقت كالحج مثلا فى هذه السنة لاحتمال عدو او فتنة (فصل فى تحية المنسجد صـ٣٩٨ المكتبة دار الكتاب)

(প্রমাণ : ত্বাহ্তাবী ৩৯৮, কাবীরী ৪০৯, হাশিয়ায়ে তিরমিযী ১/১০৮)

মুক্তাদী দরূদ শরীফ পড়ার পূর্বেই ইমামের সালাম ফিরানো প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : জামাআতে নামায পড়া অবস্থায় মুক্তাদীর দরূদ শরীফ বা দু'আয়ে মাছুরা শেষ হওয়ার আগেই যদি ইমাম সালাম ফিরিয়ে দেয়, তাহলে করণীয় কি?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে মুক্তাদী ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে দিবে। যদিও

দরূদ শরীফ এবং দু'আয়ে মাছুরা শেষ না হয়।

كما فى العالمغيرية : ولو سلم الامام قبل ان يفرغ المقتدى من الدعاء الذى يكون بعد التشهد او قبل ان يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم فانه يسلم مع الامام. (جا صـ٩٠ الحقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/৯০, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/২০১, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১/১৫৯, আল মাউছুআতুল ফিকহিয়্যা ৬/৩১, মারাকিউল ফালাহ-৩০৯)

অসুস্থ ও মাযুরের নামায

নামাযে অসুস্থ ব্যক্তির দাঁড়ানো প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : ক. কিয়াম কি কারণে এবং কখন রহিত হয়ে যায়?

খ. যদি কোন ব্যক্তি কিয়াম ও রুকু করতে পারে, কিন্তু সিজদা করতে পারে না তাহলে সে কিভাবে নামায পড়বে?

গ. যদি কিয়াম ও রুকু করতে না পারে। কিন্তু সিজদা করতে পারে তাহলে কি হুকুম?

ঘ. কোন ব্যক্তি রুকু এবং সিজদা করতে পারে না। কিন্তু কিয়াম করতে পারে, সে ব্যক্তি কিভাবে নামায পড়বে?

উত্তর : ক. যখন নামাজি ব্যক্তি দাঁড়ানোর শক্তি হারিয়ে ফেলবে যে, কোন বস্তুর সাথে হেলান দিয়েও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, কিংবা দাঁড়াতে ভীষণ কষ্ট হয়, অথবা দাঁড়ালে রোগ বেড়ে যাওয়া বা আরোগ্য হতে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তখন নামাজি ব্যক্তি থেকে কিয়াম রহিত হয়ে যায়।

খ. যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে এবং রুকু করতে পারে, কিন্তু সিজদা করতে পারে না এমন ব্যক্তির থেকে কিয়ামের ফরযিয়্যাত রহিত হবে না বরং সে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কিরাত পড়বে এবং নিয়মতান্ত্রিক ভাবে রুকু করবে অতঃপর সিজদার সময় যমীনে বসে যাবে এবং ইশারার মাধ্যমে সিজদা করবে। অতঃপর বাকি রাকাআতগুলোও এভাবে পড়বে। তবে যদি দাঁড়াতে ভীষণ কষ্ট হয় তাহলে বাকী নামায বসে ইশারায় আদায় করবে। সুতরাং এমন ব্যক্তির জন্য শুরু থেকেই যমীনে বসে নামায পড়া কিংবা অপারগতার কারণে চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নাই। তবে যদি পড়ে ফেলে তাহলে তার নামায নষ্ট হবে না। কিন্তু যমীনে বসতে সক্ষম ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া অনুত্তম।

গ. যে ব্যক্তি কিয়াম ও রুকু করতে পারে না, কিন্তু সিজদা করতে পারে তার জন্য সিজদা করা ফরয। সুতরাং সে ব্যক্তি যমীনে বসে রুকু সিজদা করে নামায আদায় করবে। তার জন্য চেয়ারে বসে ইশারায় রুকু সিজদা করে নামায আদায়

করা বৈধ হবে না। চেয়ারে বসে নামায আদায় করা তখনই বৈধ যখন যমীনে বসেও নিয়মতান্ত্রিক রুকু সিজদা করতে সক্ষম না হবে এবং যমীন থেকে অনুর্ধ্ব এক বিঘত উঁচু কোন বস্তুর উপরও সিজদা করতে না পারে।

ঘ. যে ব্যক্তি কিয়াম করতে পারে কিন্তু রুকু সিজদা করতে পারে না এমন ব্যক্তির জন্য তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাত দাঁড়িয়ে পড়া আবশ্যক। অতঃপর ইশারায় রুকু সিজদা করবে চাই বসে ইশারা করুক বা দাঁড়িয়ে করুক, তবে তার জন্য বসে ইশারা করাই উত্তম কেননা তা দাঁড়ানোর তুলনায় সিজদার অধিক নিকটবর্তী এবং চেয়ারে বসারও অবকাশ আছে তবে যমীনে বসতে সক্ষম হলে চেয়ারে না বসাই উচিত। এমতাবস্থায়ও কেউ যদি যমীনে বসে বা চেয়ারে বসে ইশারায় নামায পড়ে ফেলে তাহলে তার নামায হয়ে যাবে।

وفى البحر الرائق : وفى الخلاصة واجمعوا انه لو كان بحالة يدور رأسه لو قام تجوز الصلاة فيها قاعدا واراد بالصلاة قاعدا ان تكون بركوع وسجود لانها لو كانت بالايماء لا تجوز اتفاقا لانه لا عذر... (باب صلوة المريض ج٢ صـ١١٧ رشيدية)

(প্রমাণ : ইলাউস সুনান-৫/২১০২, মারাকিউল ফালাহ ৪৩০, শামী-২/৯৮, তাতার খানিয়া ২/১২০ আলমগীরী ১/১৩৬, হিদায়া ১/১৬২, আল-বাহরুর রায়েক-২/১১৭)

চেয়ারে বসে নামায পড়া প্রসঙ্গে

প্রশ্ন: ১। চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয কি না? ২। জায়েয হলে কাদের জন্য জায়েয? ৩। চেয়ারে বসে নামায জায়েয হলে চেয়ারের পিছনের পায়া কোথায় রাখবে? কাতারের সামনে না পিছনে?

উত্তর:(১.২) কিয়াম, রুকু ও সিজদা নামাযের অত্যন্ত গুত্ব পূর্ণ বিষয়। যা নামাযের রুকন বা ফরজের অন্তর্ভূক্ত। কেউ যদি এই রুকনগুলো সঠিকভাবে আদায় করতে সক্ষম হওয়া সত্তেও অবহেলা করে ছেড়ে দেয় বা চেয়ারে বসে ইশারায় নামায আদায় করে তাহলে তার নামাযই আদায় হবে না। আর কেউ যদি উল্লেখিত সবগুলো রুকন প্রকৃত পক্ষেই পূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করতে অক্ষম হয় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সে মাযুর সাব্যস্ত হবে। তখন সে রুকু সিজদা ইশারার মাধ্যমে আদায় করে নিবে। এতে তার নামায পরিপূর্ণ বলে গন্য হবে। এবং সে পূর্ণ সওয়াবেরও অধিকারী হবে।

আর শরীয়তের দৃষ্টিতে মাযুর চার ধরণের হতে পারে যাথা- (ক) মুসল্লী দাঁড়াতে অক্ষম হয় কিন্তু মাটিতে বসেই রুকু সিজদা করে নামায আদায় করতে সক্ষম

হয়। এমতাবস্থায় চেয়ারে বসে ইশারায় রুকু সিজদা করলে তার নামাযই সহীহ হবে না। (খ) মুসল্লী দাঁড়াতে অক্ষম এবং জমিনে বসে সিজদা করতেও অক্ষম, অর্থাৎ সে হাটু ভেঙ্গে সিজদা করতে পারে না চেয়ারে বা নীচে বসে ইশারার মাধ্যমে সিজদা করা ছাড়া তার উপায় নেই, এমন ব্যক্তি যথাসম্ভব জমিনে বসেই ইশারার মাধ্যমে রুকু সিজদা করে নামায পড়ার চেষ্টা করবে এটাই উত্তম। আর যদি এমতাবস্থায় চেয়ারে বসেও নামায পড়ে তাহলে তার নামায সহীহ হয়ে যাবে। আর যদি নীচে বসতে অক্ষম হয়, কিংবা এতে তার অসয্যকর কষ্ট হয় বা তার রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা হয়, এমন ব্যক্তি উঁচু কোন বস্তু যেমন মুরা, টুল, চেয়ার ইত্যাদির উপর বসে ইশারায় নামায আদায় করতে পারবে।

(গ) মুসল্লী কিয়ামের পূর্ণ সময় দাড়াতে পারে, নিয়ম মাফিক রুকু সিজদা করতে পারে না। তাহলে এ ব্যাপারে সার কথা হল, যথাযথ রুকু সিজদা করতে অক্ষম হওয়া অবস্থায় ইশারায় রুকু সিজদা আদায়কারী ব্যক্তির থেকে কিয়াম ফরজ হওয়া রহিত হয়ে যায় না বরং কিয়ামের সময় তার জন্যও দাড়ানো জরুরী। সুতরাং সে দাড়াতে অক্ষম হলে যে পরিমান সময় দাড়িয়ে থাকতে পারে তার জন্য সে পরিমান সময় দাড়ানো আবশ্যক। যেমন হযরত ইমাম যুফার (রাহ.) বলেন কিয়াম একটি ভিন্ন স্বতন্ত্র রুকন আর সিজদা ভিন্ন রুকন; সুতরাং এক রুকন অথ্যাৎ সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে অপর রুকন অথ্যাৎ কিয়াম করার হুকুম রহিত হবে না এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। অন্য তিন ইমাম তথা ইমাম মালেক (রহ.) এর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) রায়ও এটাই; কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি এমন ব্যক্তি জমিনে বসে ইশারায় নামায পড়ে তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়ে গেছে এমনটা বলা হবে না। হানাফী মাযহাবের প্রশিদ্ধ রেওয়ায়েত ইহাই ।

(ঘ) মুসল্লী রুকু সিজদা করতে পারে কিন্তু পূর্ণ দাড়িয়ে থাকতে পারে না, তাহলে যতটুকু দাড়িয়ে থাকতে পারে ততটুকু দাড়িয়ে থাকা তার জন্য আবশ্যক। অতপর সে মাটিতে বসে রুকু সিজদা আদায় করবে। পরবর্তি রাকাতের জন্য দাঁড়াতে সক্ষম হলে দাড়াবে। অন্যথায় বাকি নামায বসে আদায় করবে।

এখানে গরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কে সক্ষম, কে মাযুর, বা কতটুকু মাযুর এবং কে মাযুর না, সে বিষয়টি নির্নয় করার ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা হচ্ছে নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিজ্ঞ মুফতী সাহেবদের শরনাপন্ন হয়ে নিজের অবস্থা বর্ণনা করে তাদের থেকে সঠিকভাবে জেনে নিবে। আর যারা বাহ্যিকভাবে সুস্থ কিন্তু বিশেষ কোন রোগের কারনে বিশেষজ্ঞ বিশ্বস্ত মুসলিম ডাক্তার তারদেরকে রুকু সিজদা করতে নিষেধ করেছেন, তাদের ক্ষেত্রেও রোগ থেকে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত মাযুরের হুকুম প্রযোজ্য হবে, এবং সুস্থ হওয়া পর্যন্ত বসে নামায পরতে পারবে। তবে এক্ষেত্রেও

বিজ্ঞমুফতীদের পরর্মশ নিয়ে আমল করবে। উল্লেখ থাকে যে দাড়াতে অক্ষম ব্যক্তির জমিনে বসে নামায আদায় করাই সুন্নাত পদ্ধতি। এর উপরই সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ীন, তাবে তাবিয়ীন, আউলিয়ায়ে কেরাম,উলামায়ে ইযাম এবং নেককারগণের আমল ছিল। নব্বই দশক (অর্থাৎ ১৯৯০) এর পূর্ব পর্যন্ত চেয়ারে বসে নামায আদায় করার প্রচলন ছিল না। নতুন এই প্রথার কারণে বহুলোক মসজিদে এসে অলসতা বসতঃ চেয়ারে বসে নামায আদায় করে যা কোন ভাবেই বৈধ মনে হয় না। অথচ দুনিয়াবি কাজ-কাম ঠিক মতই করে সেখানে কোন ওজর থাকে না। সুতরাং চেয়ারে বসে নামায আদায় করার নতুন এই প্রথা পরিহার করা আবশ্যক। আল্লাহ সকল মুসলমানকে আমল করার তাওফিক দান করুন।

(৩) চেয়ারের পিছনের পায়া তাহার সমবরাবর মুসল্লীদের পায়ের গোড়ালী বরাবর রাখবে। যাতে চেয়ারে বসা ব্যক্তির কাঁধ তার দুই পার্শের মুসল্লীদের কাঁধ বরাবর হয়।

وفى إعلاء السنن: الظاهر من حد يث عمر ان القادر على القيام العاجز عن الركوع والسجود يجب عليه القيام للقراءةويومئ للركوع والسجود لمافيه من تعليق الجواز قاعدًا بشرط العجز عن القيام ولا عجز فى هذه الصورة ولان القيام ركن فلا يجوز تركه مع القدرة عليه وبه قال زفر والشافعى كما فى البدائع وهو مذهب احمد كما فى المغنى قال لم يسقط عنه القيام ويصلى قائما فيومئ بالركوع ثم يجلس فيومى بالسجدة : (حكم صلوة المريض ٢٠٩٣/٥ دار الفكر)

চেয়ারে বসে নামায পড়া অবস্থায় কোন বস্তুর উপর টেক লাগানো

প্রশ্ন : চেয়ারে বসে নামায পড়লে উঁচু কিছুর উপর সিজদা করতে হবে কি না?

উত্তর : না, চেয়ারে বসে নামায পড়লে উঁচু কোন বস্তুর উপর সিজদা করতে হবে না। কেননা কোন বস্তুর উপর সিজদা করা ইশারায় সিজদাকারীর জন্য আবশ্যক নয়।

وفى العالمغيرية : ويكره للمؤمى أن يرفع اليه عودا أو وسادة ليسجد عليه.

(جا صـ١٣٦ باب صلاة المريض ـ حقانية باكستان)

(প্রমাণ : বিনায়া ২/৬৩৭, দুররে মুখতার ১/১০৪, আলমগীরী ১/১৩৬)

কুজো ব্যক্তির রুকু করার বিধান

প্রশ্ন : কুজো ব্যক্তি কিভাবে রুকু করবে?

উত্তর : কুজো ব্যক্তির ঝুকে যাওয়া যদি রুকু পর্যন্ত পৌছে যায়, তাহলে সে মাথা দ্বারা ইশারা করে রুকু করবে।

وفى العالمغيرية : الاحدب اذا بلغت حدوبته الركوع ويشير برأسه للركوع. ج١ ص‍٧٠ الحقانية

(প্রমাণ : সিরাজিয়া ৬২ খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১/৫৩, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-১/২৯৯, আলমগীরী ১/৭০, আল বাহরুর রায়েক ১/২৯৩)

অধিকাংশ সময় বায়ু নির্গত হলে বা পেশাবের ফোঁটা পড়লে নামায কিভাবে পড়বে

প্রশ্ন : (ক) আমার প্রায় সময়ই বায়ু নির্গত হয় যে কারণে বেশী বেশী অযু করতে হয়। এক অযু দ্বারা এক ওয়াক্ত নামায আদায় খুবই কষ্ট হয়। কখনও অযু করে আসার পথেই অযু নষ্ট হয়ে যায়, কখনও জামাআত অবস্থায় অযু নষ্ট হয়ে যায়।

(খ) প্রস্রাব করার পর আমার অল্প অল্প ফোঁটা বের হয় মাঝে মধ্যে ফোঁটা বের হওয়া বুঝা যায় না কিন্তু টয়লেট পেপারের সাহায্যে তা বুঝা যায়। এ ফোঁটা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতে হয়। বাতের ব্যথার কারণে উঠা-বসা কষ্ট হয়, তার পরও কিছুক্ষণ বসে থাকার পর পানি খরচ করি। কিন্তু এর পরও আমি নিশ্চিত হতে পারি না- উল্লেখিত অবস্থায় কিভাবে নামায পড়ব।

উত্তর : (ক) বাস্তবেই বায়ু নির্গত হয়, নাকি বায়ু নির্গত হওয়ার মত মনে হয়। প্রথমে এটা লক্ষ করতে হবে, যদি নিশ্চিতভাবে বায়ু নির্গত না হয়ে শুধু সন্দেহ হয় তাহলে এতে অযু নষ্ট হবে না। হ্যাঁ, যদি নির্গত হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হন তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনার করণীয় হল, আপনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সূচি হতে একটি নির্দিষ্ট ওয়াক্ত নির্বাচন করুন- যে ওয়াক্তের শুরু হতে শেষ পর্যন্ত আপনি খুব ভাল ভাবে খেয়াল রাখবেন যে পুরা ওয়াক্তে এতটুকু সময় পাওয়া গেল কিনা যাতে আপনি অযু করে শুধু ফরয নামায এমতাবস্থায় পড়তে পারেন যে ঐ নামাযের মধ্যে বায়ু নির্গত হয় নাই। যদি এতটুকু সময় পান তাহলে আপনি মাযুর সাব্যস্ত হবেন না এবং অযুর সাথে আপনাকে নামায শেষ করতে হবে, প্রয়োজনে দ্বিতীয়বার অযু করে নামায পড়তে হবে।

আর যদি এতটুকু সময়ও পাওয়া না যায় তাহলে শরীআতের দৃষ্টিতে আপনি মাযুর সাব্যস্ত হবেন। মাযুর হওয়ার পর পরবর্তী ওয়াক্ত সমূহে পুরা ওয়াক্তে বায়ু নির্গত হওয়ার প্রয়োজন নাই, বরং পুরা ওয়াক্তে একবার বায়ু নির্গত হলেই আপনার মাযুর হওয়া অব্যাহত থাকবে। এ অবস্থা যতদিন পর্যন্ত চলতে থাকবে

ততদিন পর্যন্ত আপনি মাযুর গণ্য হবেন। আর মাযুরের হুকুম হল নামাযের প্রতি ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর তার জন্য নতুন অযু করা, তারপর ঐ অযু দ্বারা সব ধরনের ইবাদত করা যাবে এবং ঐ ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত অযু ভঙ্গের অন্য কোন কারণ না পাওয়া গেলে আপনার অযু থাকবে অর্থাৎ ওয়াক্তের মধ্যে একবার অযু করার পর বায়ু নির্গত হওয়ার দরুন আপনার অযু নষ্ট হবে না।
উপরের বর্ণনানুযায়ী আপনি মাযুর হয়ে থাকলে প্রতি ওয়াক্তের জন্য একবার নতুন অযু করবেন। আর এই অযু দিয়ে ঐ ওয়াক্তের মধ্যে ফরয, ওয়াজিব, নফল, কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন। অযু করার পরে এই ওয়াক্তে বায়ু নির্গত হলেও অযু ভাঙ্গবে না। আর যদি পুরা ওয়াক্তে একবারও বায়ু নির্গত না হয় তাহলে আপনি মাযুর নন।
(খ) পেশাবের ফোঁটার ক্ষেত্রেও পূর্বের মাসআলা প্রযোজ্য। বর্ণনা অনুযায়ী যদি মাযুর সাব্যস্ত না হন তাহলে পেশাবের পর একটু নড়াচড়া করে এবং কাশি দিয়ে পানি ব্যবহার করে অযু করে নিবেন। অনেক বেশী পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা দুর্বল অঙ্গকে টানা হেঁচড়া করাও নিষেধ এবং স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তেমনিভাবে খামাখা সন্দেহ করাও নিষেধ।

فی الدر المختار مع الشامية : وصاحب عذر الى قوله او انفلات ريح.... ان استوعب عذره تمام الوقت الى قوله وحكمه الوضوء لا غسل ثوبه ونحوه لكل فرض... ثم يصلى به الى قوله فاذا خرج الوقت بطل. (جا صـ٣٠٥)

(প্রমাণ : শামী-১/৩০৫, আহসানুল ফাতাওয়া ২/৭৬-৭৮, হিদায়া-১/৬৯)

মাযুর ব্যক্তি নফলের অযু দ্বারা ফরয পড়া

প্রশ্ন : ক. কোন মাযুর ব্যক্তি এশরাক বা নফল নামাযের জন্য অযু করেছে সে কি সেই অযু দিয়ে ফরয নামায পড়তে পারবে।
খ. বসে ও সিজদাহ্ দিয়ে নামায পড়লে অযু ভেঙ্গে যায় তাহলে সে কি দাঁড়িয়ে ইশারায় নামায পড়তে পারবে?
উত্তর : ক. হ্যাঁ, মাযুর ব্যক্তি এশরাক বা নফল নামাযের অযু দিয়ে ফরয নামায পড়তে পারবে।
খ. হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে ইশারায় নামায পড়তে পারবে।

وفى العالمغيرية : او جرح لا يرقأ يتوضئون لوقت كل صلوة ويصلون بذلك الوضوء فى الوقت ماشائوا من الفرائض والنوافل. (جا صـ٤١ زكريا)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ১/২১৫-২১৬, হিদায়া ১/৬৮, আলমগীরী ১/৪১, দুররে মুখতার ১/৫৩, শামী ১/৩০৭, মারাকিউল ফালাহ ১৪৯)

চোখ অপারেশন করার কারণে সিজদা করতে না পারা সম্পর্কে

প্রশ্ন : চোখে অপারেশনের কারণে বা ব্যথা ও রোগের কারণে সিজদা করতে না পারলে, সিজদা করবে কিভাবে?

উত্তর : অপারেশনের কারণে অথবা ব্যথা ও রোগের কারণে যদি সিজদা করতে না পারে তখন ইশারার মাধ্যমে রুকু ও সিজদা করবে।

وفى الفقه على المذاهب الاربعة : الحنفية قالوا : اذا عجز عن السجود سواء عجز عن الركوع ايضا أولا فانه يسقط عنه القيام على الاصح فيصلى من جلوس مؤميا للركوع والسجود وهو افضل من الايماء قائما كما تقدم. (جا صـ٣٨٧ مكتبة دار الحديث)

(প্রমাণ : শামী ২/৯৭, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৩৮৭, দুররে মুখতার ১/১০৪, আলমগীরী ১/১৩৬, কাযীখান ১/১৭১)

বোবা ব্যক্তির নামাযের পদ্ধতি

প্রশ্ন : বোবার নামায পড়ার তরীকা কি?

উত্তর : সুস্থ ব্যক্তি যেভাবে নামায পড়ে ঐ ভাবেই বোবা ব্যক্তি নামায পড়বে। তবে তাকবীরে তাহরীমা কিরাত, তাশাহুদ দরূদ, দু'আর সময় চুপ থাকবে জিহ্বা, মুখ নাড়ানো মুস্তাহাব।

كما فى الموسوعة الفقهية : تكبير الاخرس... تشتمل الصلاة على اقوال وافعال ومن الاقوال ما هو فرض كتكبيرة الاحرام والقراءة فمن كان عاجزا عن النطق لخرس تسقط عنه الاقوال وهذا باتفاق الفقهاء. (ج١٩ صـ٩٢)

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ১৯/৯২, আলফিকহুল ইসলামী ১/৬৭৯, দুররে মুখতার-১/৭৪)

মাযুরের ইমামতির বিধান

প্রশ্ন : হুজুর দুঃখজনক হলেও সত্য যে, জনৈক হাঃ ও মাঃ আজ দীর্ঘ ৭/৮ বছর যাবৎ এমন এক জটিল রোগের শিকার– যার ফলে সে শরীআত অনুযায়ী মাযুর হয়ে গেছে। রোগের লক্ষণ হল পেশাব অথবা মযি ইত্যাদি কোন কারণে এই পরিমাণ সময় পায় না যার মধ্যে অযু করে ফরয নামায আদায় করতে পারে। সব সময় তা সামান্য হলেও জারি থাকে। সবশেষে এখন ঢাকার এক জায়গায় মাদ্রাসায় চাকরী নিয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে আপনা আপনিই তার সানী ইমামের দায়িত্ব আসছে। প্রায় দুইমাস সমস্যার কথা বলে আসছে। কিন্তু এখন আর কেউ

অর্থাৎ কমিটির লোক কোন সমস্যার কথা শুনতে রাজি না। তাদের কথা হাফেয রেখেছি পড়ানো, ইমামতি সব কিছুর জন্যই। এখন চাকরিটা বড় কথা না, কিন্তু মান সম্মানের ব্যাপার। সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। এমতাবস্থায় প্রশ্ন হচ্ছে-

ক. যে সকল নামাযের ইমামতি মাযুর অবস্থায় করা হয়েছে ঐ গুলোর হুকুম কি? সাধারণভাবে এলান করাও কঠিন কাজ যা অসম্ভবের মত। আবার যদি তার ক্ষমা না পাওয়া যায় তাহলে আখেরাতের অবস্থা যে কি হবে তাও... এখন কি করা যায়?

খ. উল্লেখিত সমস্যার কারণে দুই একজন মুফতি সাহেবের সাথে আলোচনা করে একটি হেকমত অবলম্বন করে ইমামতির দায়িত্ব পালন করা হচ্ছে। তা এই যে, যেহেতু মাযুরমুক্ত হওয়ার জন্য পূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাযের সময় তা বন্ধ থাকতে হয়, সেই হিসাবে পুরুষাঙ্গের উপর পূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাযের সময় কোন কিছু দিয়ে শক্ত করে পেচিয়ে রাখলে তখন অবশ্যই পেচানো অবস্থায় মজি আসে না। তারপর থেকে নামাযের সময় এইভাবে পেচিয়ে অযু করে নামায পড়ানো হয়। যেমন মহিলারা হায়েয অবস্থায় লজ্জাস্থানের ভিতর তুলা দিয়ে নামায পড়তে পারে এবং বেহেস্তি জেওর ১ম খণ্ডের ৬২ পৃ. ১৭নং মাসয়ালায় আছে যদি কারো জুশের সাথে মনি বের হতে থাকে এমন সময় যদি চাপ দিয়ে কিংবা টিপ দিয়ে আটকিয়ে রাখে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত বের না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত গোসল ফরয হবে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঃ পুরুষাঙ্গকে বেঁধে রাখার অথবা ভিতরে কোন কাপড় (যেমন তুলা বা টয়লেট পেপার ইত্যাদি) দিয়ে রাখার দ্বারা যদি কোন কিছু বের না হয় তাহলে নামায পড়ানো (ইমামতি করা) যাবে কি না? যদি জায়েয হয় তাহলে প্রত্যেক ওয়াক্তে অযু করতে হবে? নাকি এক ওয়াক্ত অযু দ্বারা অন্য ওয়াক্তের ইমামতিও করা যাবে? যদি জায়েয হয় তাহলে দুনিয়া-আখেরাত উভয়টার ভাল আশা করতে পারা যায়। আর যদি না-জায়েয হয় তাহলে বাহ্যিকভাবে দুনিয়াতে যেমন অশান্তিতে কাটাতে হবে বলে মনে হয়, তেমনি আখেরাতে যে কি হবে তা আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন। খুব ভয় হচ্ছে। তাই হুজুর দয়া করে শরীআতে কোন অবকাশ আছে কিনা তা গবেষণা করে দেখার জন্য বিনীত অনুরোধ রইল।

উত্তর : (ক) শরীআতের দৃষ্টিতে মাযুর নয় এমন ব্যক্তির ইক্তিদা মাযুরের পিছনে সহীহ নয়। সুতরাং যারা মাযুর নয় তাদের ইকতিদা প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির পিছনে সহীহ হয় নাই। উক্ত মাওঃ সাহেবের এ অবস্থায় ইমামতি করা মোটেও ঠিক হয়নি, লজ্জার ভয়ে ইমামতি করার পরিবর্তে সে মাযুর এ কথাটি বলে দেওয়াই উচিত ছিল। এখন বাতিল হয়ে যাওয়া নামাযগুলোকে দুহরায়ে নেয়ার ঘোষণা করা উক্ত ব্যক্তির জন্য ফরয। এক্ষেত্রেও হয়ত লজ্জা প্রতিবন্ধক হতে পারে, কিন্তু এমন লজ্জার কোন গ্রহণ যোগ্যতা নাই। কাজেই সাহসিকতার সাথে

আল্লাহর উপর ভরসা করে ইলান করে দিতে হবে, সে ব্যক্তি নিজেও করতে পারে বা অন্যের মাধ্যমে ঘোষণা করাতে পারে। ঘোষণা এ মর্মে হবে যে, উক্ত ব্যক্তির পিছনে মাযূর অবস্থায় সহীহ সুস্থ ব্যক্তিবর্গ যারা নামায আদায় করেছে তারা যেন সেই ওয়াক্তসমূহের ফরয রাকাআতগুলো পুনরায় আদায় করে নেয়। এর সাথে উক্ত ব্যক্তির যিম্মায় আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকাও জরুরী। এ দুটি কাজ করলে ইনশাআল্লাহ পরকালে মাফ পেয়ে যাওয়ার আশা করা যায়।

(খ) লজ্জা স্থানকে বেঁধে রেখে অথবা ভিতরে কোন কাপড় তথা তুলা বা টয়লেট পেপার ইত্যাদি দিয়ে রাখায় যদি কোন কিছু বাহির না হয় অথবা বহিরাংশ ভিজে না যায় তাহলে উক্ত ব্যক্তি এভাবে বেঁধে রেখে অযু করে নামায পড়ালে যারা মাযূর নয় তারাও তার ইক্তিদা করতে পারবে। আর এভাবে বেঁধে রেখে অযু করার পর অযু ভঙ্গের কোন কিছু প্রকাশ না হলে সেই অযু দিয়ে দ্বিতীয় ওয়াক্তের ইমামতী করাও সহীহ আছে।

উল্লেখ্য যে প্রশ্নের হায়েযের মাসআলাটি সহীহ নয়, হায়েয শুরু হয়ে যাওয়ার পর فرج এর ভিতরে তুলা দিয়ে রক্ত বন্ধ রাখলেও সে হায়েয অবস্থায় গণ্য হবে। সুতরাং রক্ত আসা বন্ধ না হওয়া অবধি নামায রোযা হতে বিরত থাকতে হবে, হ্যাঁ কোন ঔষধের মাধ্যমে যদি হায়েয আসাই বন্ধ করে দেয়া হয়, তাহলে তার হুকুম ভিন্ন হবে।

ولا يصلى الطاهر خلف من هو فى معنى المستحاضة الخ هدايه جا صـ١٢٦

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৫৭৮, আল বাহরুর রায়েক ১/৬৩০, আলমগীরী-১/৮৪, মাহমুদিয়া ২/১০০, হিদায়া-১/১২৬)

বসে নামায পড়াবস্থায় রুকুতে কতটুকু ঝুকবে

প্রশ্ন : বসে নামায পড়লে রুকুর সীমা কতটুকু?

উত্তর : বসে নামায পড়লে ইশারার মাধ্যমে রুকু করবে। রুকুর পরিমাণ হলো, মাথা এতটুকু ঝুকাবে যে মাথা হাঁটু বরাবর হয়।

وفى رد المحتار : ان كان ركوعه بمجرد ايماء الرأس من غير انحناء وميل الظهر فهذا إيماء لا ركوع فلا يعتبر السجود بعد الإيماء مطلقا وان كان مع الانحناء كان ركوعا معتبرا. (جـ٢ صـ٩٨ باب الصلاة مكتبة سعيد)

(প্রমাণ : আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ, ১/১৮৩, শামী ২/৯৮, আলমগীরী, ১/১৩৬, খুলাছা ১-২/১৯৪)

নামাযের কাযা, কাফ্ফারা ও ফিদয়া

সাহেবে তারতীব কাকে বলে

প্রশ্ন : সাহেবে তারতীব কাকে বলে? অতীতের দু'বছরের নামায কাযা থাকা অবস্থায় নতুন কোন নামায ছুটে গেলে আমি কি সাহেবে তারতীব হিসাবে গণ্য হবো?

উত্তর : কারো যদি ছয় ওয়াক্তের কম নামায কাযা হয়ে যায় এবং এছাড়া আর কোন নামায কাযা না থাকে। তাহলে ঐ ব্যক্তিকে সাহেবে তারতীব বলা হবে। আর ছয় ওয়াক্ত বা তার চেয়ে বেশী কাযা হয়ে গেলে তাকে সাহেবে তারতীব বলা হবে না। বর্ণিত সুরতে আপনি সাহেবে তারতীবের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। আপনার করণীয় হলো, পূর্বের দু'বছরের সমস্ত নামায কাযা করে নেয়া।

وفى الهداية : ولو اجتمعت الفوائت القديمة والحديثة قيل يجوز الوقتية مع تذكر الحديثة. (جا صـ١٥٥)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/১০০, হিদায়া ১/১৫৫, হাশিয়ায়ে হিদায়া-১/১৫৫, কিফায়া-১/৪২৯)

ছয় ওয়াক্তের বেশী নামায কাযা হলে তারতীবের হুকুম

প্রশ্ন : যদি কারো ছয় ওয়াক্তের চেয়ে বেশী নামায কাযা হয় তাহলে ঐ কাযা নামায আদায় করার সময় তারতীব ঠিক রাখা জরুরী কি না?

উত্তর : না, তারতীব ঠিক রাখা জরুরী না।

وفى الهداية : الا ان يزيد الفوائت على ستة صلوات لان الفوائت قد كثرت فتسقط الترتيب فيما بين الفوائت بنفسها.باب القضاء الفوائت. جا صـ١٥٥ اشرفية

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১২৩, দুররে মুখতার ১/১০১, হিদায়া ১/১৫৫, তাতার খানিয়া ১/৪৭৬)

সুবহে সাদিকের পরে কাযা নামায পড়া

প্রশ্ন : সুবহে সাদিকের পরে কাযা নামায পড়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, উল্লেখিত সময়ে কাযা নামায পড়া জায়েয আছে।

وفى التاتارخانية : تسعة اوقات يجوز فيها قضاء الفائتة وصلواة الجنازة وسجدة التلاوة.... بعد طلوع الفجر قبل صلواة الفجر. (كتاب الصلواة جا صـ٢٥٢

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৬১, রদ্দুল মুহতার ১/৩৭৫, তাতার খানিয়া ১/২৫২, আলমগীরী-১/৫২)

যে সময় কাযা নামায পড়া যায় না

প্রশ্ন : কোন কোন সময় কাযা নামায পড়া যায় না।

উত্তর : তিন সময় তথা সূর্য উঠার সময় দ্বিপ্রহরের সময় ও সূর্য ডুবার সময় কাযা নামায পড়া যায় না।

وفى البناية : الاوقات التى يكره فيها الصلوة خمسة ثلاثة منها لا يصلى فيها احد الصلوة عند طلوع الشمس الى ان تبيض وعند زوالها وعند غروبها. (باب فى الاوقات التى تكره فيها الصلوة اشرفية ج٢ صـ٥٥)

(প্রমাণ : খানিয়া ১/৭৪, বিনায়া ২/৫৫, বায্যাযিয়া ৪/৩০, আলমগীরী ১/২৫, খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১-২/৬৮)

জাহরী কাযা নামাযে কিরাত জোরে হওয়া

প্রশ্ন : জাহরী নামায এক সাথে অনেকের কাযা হলে জামাআতে আদায় করার সময় উচ্চৈঃস্বরে কিরাত পড়লে নামায হবে কি?

উত্তর : জাহরী নামায এক সাথে কাযা হলে জামাআতে আদায় করার সময় উঁচু আওয়াজে কিরাত পড়া ওয়াজিব, তাই বর্ণিত সুরতে তাদের নামায হয়ে যাবে।

كما فى الدر المختار : ويجهر الامام وجوبا بحسب الجماعة ... فى الفجر واولى العشائين اداء وقضاء وجمعة وعيدين. (جا صـ٧٩ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৭৯, মারাকিউল ফালাহ ২৫৩ ফাতহুল কাদীর ১/২৮৫, বিনায়া, ২/২৯৪)

সূর্য উঠার পর ফজর নামায পড়া

প্রশ্ন : বেলা উঠার পরে ফজরের নামায পড়ার হুকুম কি?

উত্তর : নামায কাযা হয়ে গেলে নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত যখনই স্মরণ হবে তখনই তা পড়ে নিবে। বিনা ওযরে দেরী করা জায়েজ নাই। তাই ফজরের নামায কাযা হয়ে গেলে বেলা উঠার পর পড়বে।

وفى الهداية : ولا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس... ولا عند غروبها ـ (كتاب الصلوة ٨٤/١ اشرفيه)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/১২১, হিদায়া ১/৮৪, বিনায়া ২/৫৮৪,

অসুস্থ ও বেহুশের নামায কাযা করা

প্রশ্ন : অসুস্থ এবং বেহুশ অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামাজের হুকুম কি?

উত্তর : অসুস্থ অবস্থায় নামায ছুটে গেলে সুস্থ হওয়ার পর কাযা করতে হবে।

চাই নামায কম হোক বা বেশী। বেহুশ ও অজ্ঞান অবস্থায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায বা তার চেয়ে কম ছুটে গেলে কাযা করতে হবে। পাঁচ ওয়াক্তের বেশী হলে কাযা করতে হবে না।

وفى العالمكيرية : ومن أغمى عليه خمس صلوات قضى ولو اكثرلا يقضى (باب صلاة المريض ١٣٧/١)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৩৭, ফাতহুল কাদীর ১/৪৫৯, দুররে মুখতার ১/১০৪, বাদায়ে ১/৫৬৩, তাতার খানিয়া ১/৫৮৪

ছাহিবে তারতীবের কাযা নামায স্মরণ থাকা অবস্থায় ফরজ নামায আদায়

প্রশ্ন : সাহেবে তারতীব ব্যক্তি তার কাযা নামায স্মরণ আছে। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি ওয়াক্তিয়া নামাজের ইমামতি করতে পারবে কি না?

উত্তর : না, সাহেবে তারতীব ব্যক্তি তার কাযা নামায স্মরণ থাকা অবস্থায়, ওয়াক্তিয়া নামাজের ইমামতি করতে পারবে না।

وفى الشامية: اذا فاتته صلوة ولو وترا فكلما صلى بعدها وقتية وهو ذاكر لتلك الفائتة فسدت تلك الوقتية فسادا موقوفاعلى قضاء تلك الفائتة ـ (مطلب فى تعريف الإعادة ٧١/٢ سعيد)

প্রমাণ : নাসরুল বারি ২/১৬১, শামী ২/৭১, হিন্দিয়া ১/১২১, আল বারুরর রায়েক ২/৮০ হিদায়া ১/১৫৫

ক্বাযা নামায জামাতে আদায় হলে উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়া

প্রশ্ন : নামায একসাথে অনেকের কাযা হয়ে গেলে জামাতে আদায় করার সময় উচ্চস্বরে ক্বিরাত পড়ার বিধান কি?

উত্তর : জেহ্‌রী নামায কাযা হয়ে গেলে জামাতে আদায় করার সময় উচ্চ্স্বরে ক্বিরাত পড়া ওয়াজিব।

كما فى التنوير : ويجهر الامام فى الفجر واولى العشاءين اداءً وقضاء وجمعة وعيدين وتراويح ووتربعدها (فصل ويجهر الامام ١/ ٧٩ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৭৯, তানবিরুল আবসার ১/৭৯, শামী ১/৫৩২

অক্ষমের জন্য নামায, রোযার ফিদয়া দেওয়া

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি নামায পড়তে এবং রোজা রাখতে অক্ষম সে নামায ও রোজার ফিদয়া দিতে পারবে কিনা?

উত্তর : নামাজের ফিদয়া মৃত্যুর পূর্বে দেওয়া যাবে না। রোজার ফিদয়া দেওয়া যাবে। তবে ফিদয়া দেওয়ার পর রোজা রাখার শক্তি ফিরে এলে ফিদয়া ছদকা হিসেবে গণ্য হবে এবং রোজা পুনরায় রাখতে হবে।

وفى بدائع الصنائع : وأما وجوب الفداء فشرطه العجر عن القضاء عجزا لا ترجى معه القدرة فى جميع عمره فلا يجب إلا على الشيخ الفانى .. أن الشيخ الفانى إذا فدى ثم قدر على الصوم بطل الفداء : (شرائط جواز القضاء ٢/٢٦٥ زكريا)

প্রমাণ : শামী : ২/৭৪, দুররে মুখতার ১/১৫৩, বাদায়ে ২/২৬৫, কিফায়া ২/২৭৯ তাতার খানিয়া ২/১১৭, হিন্দিয়া ১/২০৭

ফজরের সুন্নাত কাযা পড়ার সময়

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি ফজরের নামাযের সুন্নাত ফরযের পূর্বে পড়তে না পারে তাহলে সে কখন সুন্নাত পড়বে।

অনেক লোক বলে থাকেন যে, ওয়াক্ত বাকি থাকলে সূর্য উঠার পূর্বে পড়ে নিতে পারবে তাদের একথা সঠিক কি না।

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে সূর্য উঠার পর ফজরের সুন্নাত পড়ে নিবে। যারা বলে সূর্য উঠার পূর্বে পড়া জায়েয আছে তাদের কথা সঠিক নয়।

وفى الهداية مع فتح القدير : واذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس لانه يبقى نفلا مطلقا وهو مكروه بعد الصبح ولا بعد ارتفاعها. (باب ادراك الفريضة جا صـ٤١٦ رشيدية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/১৫২, দুররে মুখতার ১/১০০, শামী ২/৫৮, ফাতহুল কাদীর ১/৪১৬)

যোহরের চার রাকাত সুন্নাত পরে পড়ার নিয়ম

প্রশ্ন : যোহরের চার রাকাত সুন্নাত কাযা হয়ে গেলে কখন পড়বে।

উত্তর : যোহরের চার রাকাত সুন্নাত ছুটে গেলে যোহরের পরের দুই রাকাত সুন্নাত পড়ার পর আদায় করা উত্তম। তবে আগে পড়াও জায়েয আছে।

وفى نور الايضاح : وقضى السنة التى قبل الظهر فى وقته بعد شفعه. (صـ٩٠ مكتبة امدادية)

(প্রমাণ : হাশিয়ায়ে শরহে বেকায়া-১/১৮০, নূরুল ঈযাহ ৯০, ফাতহুল কাদীর ১/৪১৫, হাশিয়ায়ে হিদায়া-১/১৫২)

মুসাফিরের নামায

দূরপাল্লার পরিবহনে চাকুরীজীবীদের নামায

প্রশ্ন : যে সমস্ত মানুষ সবসময় দূর পাল্লার পরিবহনে চাকুরী করে যেমন বাসে লঞ্চে ষ্টীমারে ইত্যাদি যানবাহনে কর্মরত চালক বা কর্মচারী তারা কি নামায কসর পড়বে না পুরা নামায আদায় করবে?

উত্তর : যে সকল মানুষ সর্বদা দূর পাল্লার পরিবহনে চাকুরী করে চাই তা জলের পরিবহণ হোক বা স্থলের পরিবহন। যদি তাদের কর্মস্থল নিজ বাড়ি থেকে ৪৮ মাইল বা ততোধিক দূরত্বে হয় তাহলে তারা সর্বদাই মুসাফিরের হুকুমে থাকবে। এবং সর্বদা চার রাকাত নামায দুই রাকাত পড়বে।

وفى التاتارخانية : وفى شرح الطحاوى ولو ان مسافرا دخل مصرا من الامصار لحاجة عنت له وهو على نية الخروج بعد قضاء حاجته غدا او بعد غد فانه لا يكون مقيما وان مضت عليه سنة ما لم ينو الاقامة خمسة عشر يوما... ولو ان مسافرا نوى الاقامة فى سفينة او جزيرة من جزائر العرب لا يكون مقيما. (فى بيان مدة الاقامة. جا صــ٥٠٤ دار الايمان)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১০৭, হিদায়া ১/১৬৬, শামী ২/১২২, তাতার খানিয়া ১/৫০৪, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম ৪/৪৭৬)

কসরের জন্য ঢাকা শহরের সিমানা

প্রশ্ন : কোন মুসাফির ঢাকা শহরে এসে ১৫দিন থাকার নিয়ত করলে মুকীম হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হলো গাবতলী, মিরপুর, যাত্রাবাড়ী ও উত্তরা ঢাকা শহরের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না?

উত্তর : ঢাকা শহরের আবাদী ধারাবাহিকভাবে যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, ততদূর পর্যন্ত এলাকা ঢাকা শহরের মধ্যে গণ্য হবে। তবে মাঝখানে যদি কোন কৃষিক্ষেত থাকে, তাহলে সেখান থেকে অন্য শহর ধরা হবে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী গাবতলী, যাত্রাবাড়ী, মিরপুর, সায়েদাবাদ, উত্তরা প্রভৃতি ঢাকা শহরের মধ্যে গণ্য হবে। অতএব সফরে যাওয়ার সময় এই স্থান গুলো অতিক্রম না করা পর্যন্ত কসর পড়া যাবে না। তদ্রুপভাবে ঢাকায় আসার সময় ঐ স্থানগুলোতে পৌঁছলেই মুকীম হয়ে যাবে।

فى الدر المختار: من خرج من عمارة موضع اقامته من جانب خروجه وان لم يجاوز من الجانب الاخر وفى الخانية ان كان بين الفناء والمصر اقل من غلوة وليس بينهما مزرعة يشترط مجاوزته والا فلا (جا صـ ١٠٧

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১০৭, শামী ২/১২২, আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ ২৫/৩১)

সফরের রাস্তার হিসেবে কসর পড়া

প্রশ্ন : কর্মস্থল যদি বাড়ি থেকে রেলপথে সফর পরিমাণ দূরত্ব হয়, কিন্তু বাসের পথে সফর পরিমাণ দূরত্ব না হয়, এমতাবস্থায় কোনটি ধর্তব্য হবে?

উত্তর : যে রাস্তায় সফর করা হবে সেটা ধর্তব্য। সুতরাং যদি রেলপথে সফর করে তাহলে কসর করবে। আর বাসের পথে সফর করলে কসর করবে না।

كمافى الهندية : فإذا قصد بلدة الى مقصده طريقان احدهما مسيرة ثلاثة أيام ولياليها والاخر دونها فسلك الطريق الابعد كان مسافرا عندنا ـ (١٣٨/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/১৩৮, আল বাহরুর রায়েক ২/১২৯, খুলাসা ১/১৯৮

জাহাজিরা সবসময় কসর পড়বে

প্রশ্ন : জাহাজিরা সবসময় কসর করতে পারবে কিনা?

উত্তর : যেহেতু সমুদ্র ইকামতের স্থান নয় তাই যারা সমুদ্রে কাজ করে তাদের সবসময় কসর নামায পড়তে হবে যদিও কোন স্থানে ১৫ দিন অবস্থান করার নিয়ত করে।

كما فى الدر المختار : فيمصر ان نوى الاقامة فى اقل منه اى فى نصف شهر او نوى فيه لكر فى غير صالح او كنحو جريرة (باب صلوة المسافر ١٠٧/١)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১০৭, শামী ১/১৩৬, আল বাহরুর রায়েক ২/১৩১, শরহে বেকায়া ১/১৭৪

সফরের কাযা মুকীম অবস্থায় এবং মুকীমের কাযা সফরে পড়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি মুকীম অবস্থার কাযা নামায সফরে এবং সফর অবস্থার কাযা নামায মুকীম অবস্থায় আদায় করতে চায় তাহলে সে সফরের ও মুকীম অবস্থার কাযা নামায কয় রাকাত আদায় করবে।

উত্তর : যে নামায মুকীম অবস্থায় কাযা হয় তা সফর অবস্থায় কাযা করলে চার

রাকাত পড়তে হবে। এমনি ভাবে সফর অবস্থায় কাযা নামায মুকীম অবস্থায় কাযা করলে দুই রাকাত পড়তে হবে।

وفى العالمغيرية : رجل صلى الظهر ثم سافر فى الوقت ثم صلى العصر فى وقته ثم ترك السفر قبل غروب الشمس ثم ذكر انه صلى الظهر والعصر بغير وضوء يصلى الظهر ركعتين والعصر اربعا ولو صلى الظهر والعصر وهو مقيم ثم سافر قبل غروب الشمس ثم ذكر انه صلاهما بغير وضوء يصلى الظهر اربعا والعصر ركعتين كذا فى محيط السرخسى ـ (باب فى صلاة المسافر : جا صـ١٤١-١٤٢ حقانية)

(প্রমাণ : ত্বহাবী-১/৪৬৫, শামী-২/১২৮, আলমগীরী-১/১৪১, কাযীখান-১/১৬৭, শরহে বেকায়া-১/১৯৮)

মুকীম ইমামের পিছনে মুসাফিরের নামায

প্রশ্ন : মুসাফির ব্যক্তি যদি মুকীম ইমামের পিছনে নামায পড়ে তাহলে কয় রাকাতের নিয়ত করবে।

উত্তর : মুকীম ব্যক্তির পিছনে মুসাফির ব্যক্তি নামায পড়লে চার রাকাত পড়বে।

كما فى الهداية : وان اقتدى المسافر بالمقيم فى الوقت اتم اربعا لانه يتغير فرضه الى اربع للتبعية. (باب صلوة المسافر جا صـ١٦٦ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/১৬৬, আলমগীরী ১/১৪২, আল বাহরুর রায়েক ২/১৩৪, দুররে মুখতার ১/১০৮, তাতার খানিয়া ১/৫১৪)

মুসাফির ইমামের পিছনে মুকীমের অবশিষ্ট নামায

প্রশ্ন : মুকীম যদি মুসাফির ইমামের পিছনে নামায পড়ে তাহলে মুকীম ব্যক্তি বাকি দুই রাকাত কিভাবে পড়বে।

উত্তর : মুকীম ব্যক্তি বাকি দুই রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং কিরাত কিছুই পড়বে না বরং চুপ থাকবে এবং রুকু সিজদা করে নামায শেষ করবে।

وفى التاتارخانية : اذا اقتدى المقيم بالمسافر وسلم المسافر يقوم المقيم ويتم صلاته وهل يقرأ المقيم فى هاتين الركعتين؟...... والاصح انه لا يقرأ وفى العتابية وهو المختار. (فى صلاة المسافر جا صـ٥١٥ دار الايمان)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১০৮, তাতার খানিয়া ১/৫১৫, আল বাহরুর রায়েক ২/১৩৫, হিদায়া-১/১৬৭)

কসর কোথা থেকে শুরু করবে

প্রশ্ন : ঢাকা শহরের বা তার বাহিরের কোন ব্যক্তি বরিশাল যাওয়ার উদ্দেশ্যে সদর ঘাট থেকে লঞ্চে উঠে, তাহলে লঞ্চ ছাড়ার আগে সে ব্যক্তি মুসাফিরের নামায আদায় করবে না মুকিম এর নামায আদায় করবে?

উত্তর : ঢাকা শহরের আবাদী ধারাবাহিকভাবে যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, ততদূর পর্যন্ত এলাকা ঢাকা শহরের মধ্যে গণ্য হবে। তবে মাঝখানে যদি কোন কৃষি ক্ষেত থাকে, তাহলে সেখান থেকে অন্য শহর ধরা হবে। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী গাবতলী, যাত্রাবাড়ী, সায়েদাবাদ, সদরঘাট প্রভৃতি ঢাকা শহরের মধ্যে গণ্য হবে। অতএব ঢাকা শহরের ব্যক্তি সদরঘাটে লঞ্চ ছাড়ার আগে মুকিম এর নামায আদায় করবে। আর ঢাকা শহরের বাহিরের ব্যক্তি সদর ঘাটেও মুসাফিরের নামায আদায় করবে পনের দিন বা ততোধিক থাকার নিয়ত না থাকলে।

وفى الهداية : واذا فارق المسا فر بيوت المصرصلى ركعتين لان الا قامة تتعلق بد خو لها فتعلق السفر بالخروج عنها (صلوة المسافر ١٦٦/١ اشرفية)

প্রমাণ : মুসলিম ১/২৪২, হিদায়া ১/১৫৬, আল ফিকহু আলাল মাজাহিবুল আরবাআ ৩২৮ হিন্দিয়া ১/১৩৯

মুসাফিরের শহরের সীমানা

প্রশ্ন : সফরের হুকুম কোন স্থান থেকে শুরু হবে?

উত্তর : মুসাফির ব্যক্তি যদি শহরের বাসিন্দা হয়ে থাকে তবে শহরের সীমানা অতিক্রম করার পর থেকে কসর করবে। বর্তমানে শহরের সীমানা বলতে কর্পোরেশন এরিয়া এবং ছোট শহরের বেলায় কর্তৃপক্ষের দেওয়া সীমানা যেমন পৌর সভার এরিয়া ইত্যাদি। আর গ্রাম বা মহল্লার বাসিন্দার ক্ষেত্রে উক্ত গ্রাম বা মহল্লা, অর্থাৎ বসতি এলাকা অতিক্রম করার পর মুসাফির ধর্তব্য হবে। তবে যদি মহল্লাটা শহরের সাথে মিলান হয় তাহলে শহর অতিক্রম করার পর মুসাফির হবে।

ما فى الشامية : فلا يصير مسافرا قبل ان يفارق عمران ما خرج منه من الجانب الذى خرج حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن المصر وقد كانت متصلةبه لا يصير مسافرا مالم يجاوزها ولو جاوز العمران من جهة خروجه وكان بحذائه محلة من الجانب الاخر يصير مسافرا (باب صلاة المسافر ١٢١/١ سعيد)

প্রমাণ : বুখারী ২/১৪৮, শামী ১/১২১, তাতার খানিয়া ১/৫০২, আল বাহরুর রায়েক ১/১২৮, হিন্দিয়া ১/১৩৯, হিদায়া ১/১৬৬

নিয়ত ছাড়া সফর করা

প্রশ্ন : নিয়ত ছাড়া সফরের দূরত্বে সফর করলে তার নামাজের বিধান কি?

উত্তর : নিয়ত ছাড়া সফরের দূরত্বে সফর করলে মুসাফির হবে না বিধায় মুকীমের মত নামায পড়বে।

وفى الشامية : (قوله قاصدا) اشاربه مع قوله خرج الى أنه لو خرج ولم يقصد او قصد ولم يخرج لا يكون مسافرا (صلاة المسافر ٢/١٢٢ سعيد)

প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর ২/2, দুররে মুখতার ১/১০৭, শামী ২/১২২, আলমগীরী ১/১৩৯, বাদায়ে ১/২৬৩, আল বাহরুর রায়েক ২/১২৮

ডাকাতি করতে গেলেও মুসাফির হবে

প্রশ্ন : ডাকাতি করতে গেলে মুসাফির হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, মুসাফির হবে। যদি সফরের দূরত্ব পরিমাণ (৭৭.২৫ কি.মি.) দূরে ডাকাতি করতে যায়। যদিও ডাকাতি করা মারাত্মক গুনাহের কাজ।

وفى الشامية : ولوكان عاصيا فى سفره اى بسبب سفره بان كان مبنى سفره على المعصية كما لو سافر لقطع طريق مثلا (صلوة المسافر ١/١٢٤ سعيد)

প্রমাণ : মুসলিম ১/২৪১, হিদায়া ১/১৩৮, শামী ১/১২৪, বাদায়ে ১/২৬১, আলমগীরী ১/১৩৭

পিতা ছেলের বাসায় কসর করা

প্রশ্ন : সফরের দূরত্বে পিতা ছেলের বাসায় বা ছেলে বাবার বাসায় আসলে নামায কসর করতে হবে কিনা? উল্লেখ্য যে দুজনই ভাড়াটে বাসায় থাকে?

উত্তর : উল্লিখিত অবস্থায় শরয়ী সফরের সকল শর্ত পাওয়া গেলে তাদের একে অপরের বাসায় নামায কসর করতে হবে।

كما فى الشامية: قوله او توطنه اى عزم على القرار فيه وعدم الارتحال وان لم يتأهل فلو كان له ابوان ببلد غير مولده وهو بالغ ولم يتهل به فليس ذلك وطنا له الا اذاعزم على القرار فيه وترك الوطن الذى كان له قبله (صلوة المسافر ٢/ ١٣١ سعيد)

প্রমাণ : শামী ২/১৩১, হিদায়া .১৬৭, হাশিয়ায়ে তহতবী ৭০৩, কানয ৭১, নুরুল ঈযাহ ১৫২

মক্কা-মদিনায় কসর

প্রশ্ন : হজ্জের সময় হাজী সাহেবগণ মক্কা বা মদিনায় থাকলে মুকিম না মুসাফির?

উত্তর : মুসফির হওয়ার জন্য জরুরী হলো সফরের দূরত্বে ১৫ দিনের কম অবস্থান করার নিয়ত করে নিজ গ্রাম বা মহল্লা থেকে বের হওয়া। অতএব হাজী সাহেবগণ মক্কা শরীফ বা মদিনা শরীফে ১৫ দিনের কম অবস্থান করার নিয়ত করলে মুসাফির হবে। অন্যথায় মুসাফির হবে না।

وفى الهداية : واذا نوى المسافر ان يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يوما لم يتم الصلوة لان اعتبار النية فى موضعين يقتضى اعتبارها فى مواضع وهو ممتنع لا ن السفر لايعرى عنه الا اذا نوى ان يقيم بالليل فى احدهما فيصير مقيما بدخوله لان اقامة المرء مضافة الى مبيته ـ (باب صلاة المسافر ١/١٦٧ اشرفية)

প্রমাণ : বুখারী ১/১৪৭, দুররে মুখতার ১/১০৭, হিদায়া ১/১৬৭, তাতার খানিয়া ১/৫০৫

সফর অবস্থায় দুই ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে পড়া

প্রশ্ন : সফরের সময় দুই ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে পড়া যাবে কিনা?

উত্তর : না, সফরবস্থায়ও দুই ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তে পড়া যাবে না। তবে সফরে বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দুই ওয়াক্ত নামায এভাবে আদায় করতে পারে যে, এক ওয়াক্ত শেষ সময়ে পড়লো এবং দ্বিতীয় ওয়াক্ত শুরু ওয়াক্তেই আদায় করে নিল।

وفى القران المجيد : إن الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ـ (سورة نساء- ١٠٣

প্রমাণ : সুরা নিসা ১০৩, মুসলিম ১/২৪৬, নাসায়ী ২/৩৬, বাদায়ে-১/৩২৭

সফরের দূরত্ব কম মনে করে নামায পড়লে তার বিধান

প্রশ্ন : রাস্তার দূরত্ব কসর পরিমাণ সফরের দূরত্বের চেয়ে কম মনে করে পূর্ণ নামায পড়ার পর জানতে পারল রাস্তার দূরত্ব সফরের দূরুত্বের সমান এক্ষেত্রে বিধান কি?

উত্তর : যদি চার রাকাত বিশিষ্ট নামাজে প্রথম দুই রাকাতে বৈঠক করে, তাহলে নামায আদায় হয়ে যাবে। আর যদি দুই রাকাতের পর বৈঠক না করে তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে এমতাবস্থায় নামায পুনরায় পড়তে হবে।

وفى الهداية : وان صلى اربعا وقعد فى الثانية قدرالتشهد اجزاته الاوليان عن الفرض والاخر يان نافلة (باب صلوة المسافر ١/ ١٦٦ غوثية)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১০৮, শামী ২/১২৮, হিদায়া ১/১৬৬, কানযুদ দাকায়েক ৪২, হিন্দিয়া ১/১৩৯, আল বাহরুর রায়েক ২/১৩০

কত কিলোমিটার সফর করলে মুসাফির ধরা হবে

প্রশ্ন : কত কিলোমিটার সফর করার ইচ্ছা করলে সেটাকে সফর হিসাবে ধরা হবে?

উত্তর : যদি কোন ব্যক্তি ১৫ দিনের কম নিয়ত করে ৭৭.২৫ কিলোমিটার দূরত্বে সফর করে। তাহলে উক্ত সফরকে শরয়ী সফর ধরা হবে।

كما فى الكفا ية مع فتح القدير : وان يكون اقل مدة السفر ثلاثة ايام وليا ليها قوله وهو قريب من ا لاول اى التقدير بثلاثة مراحل قريب الى التقدير بثلاثة ايام لا ن معتاد من السير فى كل يوم مرحلة واخدة (باب صلاة المسافر ٢/٣-٥ رشيدية)

প্রমাণ : কিফায়া ২/৩-৫, আল ফিকহুল ইসলামী ২/২৮৭, হিন্দিয়া ১/১৪০, দুররে মুখতার ১/১০৭ হিদায়া ১/১৬৬

মুসাফিরের জামাতের বিধান

প্রশ্ন : মুসাফিরের উপর জামাতের বিধান কি?

উত্তর : জামাতের সাথে নামায পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যে সকল কারণে জামাত ছাড়া বৈধ তার মাঝে সফরের কথা উল্লেখ নেই। অতএব মুসাফির ব্যক্তির জন্য বিনা ওযরে জামাত ছাড়া ঠিক নয়।

ما فى الدر ا لمختار : الجماعة سنة مؤكدة للرجال فلا تجب على مريض ومتعد وزمن ومقطوع يد ورجل ومفلوج وشيخ كبيرعاجز و عمى : (باب الامامة ٨٢/١ زكريا)

প্রমাণ : সূরা বাকারা ৪৩, বুখারী ১/৮৯ মুসলিম ১/২৩২, দুররে মুখতার ১/৮২, শামী ১/৫৫৬, তাতার খানিয়া ১/৩৯৩

গাড়িতে সফরকালে নামাজের বিধান

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি গাড়িতে সফরকালে নামাজের সময় হয়ে গেল। কিন্তু ড্রাইভারকে বলেও নামাজের কোনো সুযোগ না পেয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল। এভাবে নামাজের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেল। এখন অজু না থাকলে কী করবে? আর অজু থাকলে গাড়িতে বসে বসে নামায পড়তে পারবে কিনা? উল্লেখ্য, গাড়ি থেকে নেমে গেলে গন্তব্যে পৌঁছা তার জন্য অনেক কষ্ট হবে।

উত্তর : গাড়ি থামার পূর্বে নামাজের সময় শেষ হয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা হয় তাহলে অজুর ব্যবস্থা থাকলে অজু করে আর যদি অজুর ব্যবস্থা না থাকে তাহলে

তায়াম্মুম করে ফরজ নামায কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে রুকু-সেজদাসহ আদায় করবে। আর যদি কেবলামুখী হয়ে, ও দাঁড়ানোর ব্যবস্থা না থাকে তাহলে বসে নামায আদায় করে নিবে। পরবর্তীতে এ নামায কাযা করে নিতে হবে। যদি অজু ও তায়াম্মুমের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে নামাযী ব্যক্তির সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে। পুনরায় এ নামায কাজা করতে হবে।

كمافى الدر المختار: فاقد الماء والتراب الطهورين قالا يتشبه بالمصلين وجوبا فيركع ويسجد ان وجد مكانا يابساوالا يومى قائما ثم يعيده (باب التيمم _ ١/ ٤٤ زكريا)

প্রমাণ : হাশিয়ায়ে তিরমিযী ১/৩, দুররে মুখতার ১/৪৪, বাদায়ে ১/১৭৫, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৩৩

সফরে স্বামীর নিয়্যাত ধর্তব্য হবে

প্রশ্ন : স্ত্রী-স্বামীর সাথে কছরের দূরত্ব পরিমাণ সফর করছে কিন্তু স্ত্রী সফরের নিয়ত করে নাই এমতাবস্থায় সে কছর পড়বে না পুরা পড়বে?

উত্তর : সফরাবস্থায় মহিলারা পুরুষের অধীনে থাকে। অতএব পুরুষ যদি সফরের নিয়ত করে আর মহিলারা নিয়ত নাও করে থাকে তারপরেও মহিলারা নামায কছর পড়বে।

كما فى البحر الرائق: تعتبر نية الاقامة والسفر من الاصل دون التبع اى المرأة والعبد (باب المسافر ١٣٨/٢ رشيدية)

প্রমাণ : আল বাহরুল রায়েক ২/১৩৮, হাশিয়ায়ে তহতবী ৪২৪, সিরাজিয়া ৭৭, তাতার খানিয়া ১/৫০৬, দুররে মুখতার ১/১০৮

মুসাফির নিজ গ্রামের উপর দিয়ে অতিক্রমকালে মুকিম হবে

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি কছরের পরিমাণ দূরত্বে সফরে আত্মীয়ের বাড়ি যাচ্ছে নিজ গ্রামের উপর দিয়ে তখন সে কি নামায পড়বে?

উত্তর : মুসাফির ব্যক্তি যদি আত্মীয়ের বাড়ি যায় নিজ গ্রামের উপর দিয়ে, তাহলে সে মুকিমের নিয়ত না করলেও মুকিম হবে। তখন সে চার রাকাত নামায পড়বে। কছর করবে না। তবে নিজ গ্রাম থেকে কছর পরিমাণ দূরত্বে গেলে সে পুনরায় মুসাফির হবে। এবং নামায কছর পড়তে হবে।

كما فى الهداية: واذا دخل المسافر فى مصره اتم الصلوة وان لم ينو المقام فيه _ (١٦٧/١ اشرفية)

প্রমাণ : হিদায়া ১/১৬৭, আলমগীরী ১/১৪২, ফাতহুল কাদীর ১/১৫, তাতার খানিয়া ১/৫১২

সফরের দূরত্বে ইকামতের নিয়ত ছাড়া ১৫ বা বেশি দিন অবস্থান করলে

প্রশ্ন : সফরের দূরত্বে একামতের নিয়ত ছাড়া পনের দিন বা তার চেয়ে বেশি অবস্থান করলে কি নামায পড়বে?

উত্তর : সফরের দূরত্বে একামতের নিয়ত ছাড়া পনের দিন বা তার চেয়ে বেশি অবস্থান করলে ঐ ব্যক্তি মুসাফির থাকবে এবং মুসাফিরের মত কছর নামায পড়তে থাকবে।

وفى البحر الرائق: وقصران نوى أقل منها او لم ينو وبقى سنين اى أقل من نصف شهر (۱۳۲/۲ رشيدية)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১০৭, আলমগীরী ১/১৩৯, আল বাহরুর রায়েক ২/১৩২, বাদায়ে ১/২৬৮, তাতার খানিয়া ১/৫০৩, হিদায়া ১/১৬৬

সফর থেকে নিজ গ্রামের এরিয়াতে পৌঁছলে মুকিম

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি ঢাকা থেকে গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় তাহলে সে ব্যক্তি কোথায় থেকে মুকিম হবে?

উত্তর : ঐ ব্যক্তি যখন তার নিজ গ্রামে অর্থাৎ তার বসবাসের এরিয়াতে পৌঁছবে, তখন মুকিম হবে।

وفى الهداية : واذا فارق المسافر بيوت المصرصلى ر كعتين لان الاقامة تتعلق بدخولها فيتعلق السفر بالخر وج عنها (باب صلا ة المسافر ١٦٦/١ اشرفى)

প্রমাণ : বুখারী ১/৪৮, দুররে মুখতার ১/১২, হিদায়া ১/১৬৬, শামী ২/১২৪, আলমগীরী ১/১৩৯

মুসাফির ইমাম ভুলে চার রাকাত পূর্ণ করা সম্পর্কে

প্রশ্ন : মুসাফির ইমাম যদি যোহরের নামায চার রাকাত পূর্ণ করে ফেলে তাহলে উক্ত মুসাফির এবং মুকীম মুক্তাদির হুকুম কি?

উত্তর : মুসাফির ইমাম যদি ভুলে চার রাকাত পড়ে ফেলে এবং প্রথম বৈঠকে বসে তাহলে মুসাফিরের ফরয আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু ওয়াক্তের ভিতরে পুনরায় পড়া আবশ্যক। ওয়াক্ত চলে গেলে পুনরায় পড়া আবশ্যক নয়। কিন্তু মুকীম মুক্তাদিদের নামায সর্বাবস্থায় বাতিল হয়ে যাবে এবং পুনরায় পড়তে হবে। তবে ইমাম যদি দ্বিতীয় রাকাতে না বসে তাহলে মুসাফির ইমামেরও ফরয আদায় হবে না। বরং পূনরায় পড়া আবশ্যক।

كما فى الدر المختار : فلو اتم مسافر ان قعد فى القعدة الاولى تم فرضه ولكنه اساء لو عامدا الى قوله وان لم يقعد بطل فرضه وصار الكل نفلا لترك القعدة المفروضة. (باب صلوة المسافر ج١ صـ١٠٨ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১০৮, শামী ১/৭১, আলমগীরী ১/১৩৯, আল বাহরুর রায়েক ২/১৩০)

মুসাফিরের পিছনে ইকতেদা

প্রশ্ন : মুসাফিরের পিছনে মুকীম ব্যক্তির ইকতেদা-জায়েয কি না?

উত্তর : হ্যাঁ মুসাফিরের পিছনে মুকীমের ইকতেদা জায়েয আছে।

كما فى الدر المختار : وصح اقتداء المقيم بالمسافر فى الوقت وبعده. (ج١ صـ١٠٨ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১০৮, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২/৩০১, কাবীরি ১/৫০০, বাদায়ে ১/২৭৭, সিরাজিয়া, ১/৭৮, আল বাহরুর রায়েক ২/১৩৫)

শ্বশুর বাড়িতে মুসাফির হওয়া

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি এমন স্থানে বিবাহ করে যে শ্বশুর বাড়ি ৪৮ মাইলেরও অধিক দূরে অবস্থিত এখন আমার জানার বিষয় হল ঐ শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে মুসাফির না কি মুকীম? অর্থাৎ সেখানে পূর্ণ নামায আদায় করবে নাকি চার রাকাত বিশিষ্ট নামায দুই রাকাত আদায় করবে?

উত্তর : যদি স্ত্রীকে শ্বশুর বাড়িতে পরিপূর্ণরূপে রেখে দেয় তাহলে শ্বশুর বাড়ি তার প্রকৃত বাসস্থান। কিন্তু স্ত্রী মারা যাওয়ার পর স্বামী যদি শ্বশুর বাড়িতে আর না থাকে তাহলে সে বাসস্থান বাকী থাকবে না। কিন্তু যদি শ্বশুরালয়ে পরিপূর্ণভাবে স্ত্রীকে না রাখে এবং স্বামী নিজেও সেখানে বসবাস না করে বরং মাঝে মধ্যে আসা যাওয়া করে এমতাবস্থায় সে মুকীম না মুসাফির এ ব্যাপারে হানাফী ফুকাহাদের মাঝে মতবিরোধ পাওয়া যায় তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো সে মুসাফির অর্থাৎ ১৫ দিন অবস্থানের নিয়ত না করলে কসর পড়বে।

كما فى فتح القدير : وطن اصلى وهو مولد الانسان او موضع تاهل به ومن قصده التعيش به الا الارتحال ولو تزوج المسافر فى بلد لم ينو الاقامة فيه قيل يصير مقيما وقيل لا. (باب صلوة المسافر ج٢ صـ١٦ رشيديه)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ২/১৩৩, ফাতহুল কাদীর ২/১৬, কিফায়া ২/১৭, কাযীখান ১/১৬৫, আলমগীরী ১/১৪২, কাবীরী-৫০১, তাতার খানিয়া ১/৫০৫)

মুসাফির ব্যক্তির সুন্নাত নামাযের হুকুম

প্রশ্ন : মুসাফির ব্যক্তি সফরে চলমান অবস্থায় সুন্নাতের বিধান কি?

উত্তর : মুসাফির সফরে থাকাবস্থায় যদি স্থির ও নিরাপদ থাকে তাহলে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা পড়বে। আর যদি চলমান ও তাড়াহুড়ার মধ্যে থাকে তাহলে ফজরের সুন্নাত ব্যতিত অন্য সুন্নাতসমূহকে ছাড়ার অনুমতি আছে।

كما فى الدر المختار : يأتى المسافر بالسنن ان كان فى حال أمن وقرار والا بان كان فى خوف وفراره لا يأتى بها هو المختار. (باب صلوة المسافر جا صـ١٠٨ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১০৮, শামী ১/১৩১ আলমগীরী ১/১৩৯)

সফর অবস্থায় সাওয়ারীর উপর নফল পড়া

প্রশ্ন : সফর অবস্থায় সাওয়ারীর উপর মুখ কিবলার দিক দিয়ে নফল নামায শুরু করার পর অন্যদিকে ফিরে যায় তাহলে নামায সহীহ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, সহীহ হবে।

كما فى التاتارخانية : انما يجوز التطوع على الدابة اذا توجه الى القبلة عند افتتاح الصلوة ثم تركها حتى انحرف عن القبلة اما اذا افتتح الصلوة الى غير القبلة لا يجوز. (كتاب الصلوة جا صـ٥٢٦ دارالايمان)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া ১/৫২৬, আলমগীরী ১/১৪২ হিদায়া ১/১৫০)

তারাবীহ

তারাবীহের জামাআতের হুকুম

প্রশ্ন : তারাবীহের জামাআত করার বিধান কি?

উত্তর : তারাবীহের জামাআত করা সুন্নাতে মুআক্কাদা কিফায়া। তাই যদি মসজিদের সবাই জামাআত ছেড়ে দেয় তাহলে মসজিদ মহল্লার সকল লোক গোনাহগার হবে।

كما فى الدر المختار : والجماعة فيها سنة على الكفاية فى الأصح فلو تركها أهل مسجد اثموا لا لو ترك بعضهم. (باب الوتر والنوافل جا صـ٩٨ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৯৮, শামী ২/৪৫, আলমগীরী ১/১১৬, খানিয়া ১/২৩৩, তাতার খানিয়া-১/৪১৬)

তারাবীহতে দশ রাকাতের পর ইমাম পরিবর্তন

প্রশ্ন : তারাবীহের নামাযে দশ রাকাতের পর ইমাম পরিবর্তন করার বিধান কি?
(খ) অনেকে বলে থাকেন যে নাবালেগের পিছনে তারাবীহের নামায পড়া জায়েয আছে। এখন আমার জানার বিষয় হলো নাবালেগের পিছনে তাবারীর নামায পড়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : (ক) তারাবীহের নামাযে দশ রাকাতের পর ইমাম পরিবর্তন করা মুস্তাহাব পরিপন্থী কাজ। কারণ মুস্তাহাব হলো এক তারাবীহ একজন ইমামই শেষ করবে। আর দশ রাকাতের পর তারাবীহ শেষ হয় না বরং বার রাকাতে শেষ হয়।
(খ) গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী নাবালেগের পিছনে বালেগের তারাবীহের নামায পড়া জায়েয নাই।

كما فى الهندية :فان صلوها بامامين فالمستحب ان يكون انصراف كل واحد على كمال الترويحة فان انصرف على تسليمة لا يستحب ذلك فى الصحيح. (باب التراويح ج١ ص١١٦ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১১৬, বাদায়ে-১/৬৪৭, তাতার খানিয়া-১/৪২১, কাযীখান-১/২৪৩, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৩১৯)

খতমে তারাবীহতে একবার জোড়ে বিসমিল্লাহ পড়া

প্রশ্ন : খতমে তারাবীহতে একবার জোড়ে বিসমিল্লাহ পড়া কি ও কেন? এবং তা কখন পড়তে হবে?

উত্তর : খতমে তারাবীহতে একবার জোড়ে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পড়া সুন্নাত। কেননা বিসমিল্লাহ পুরা কুরআন শরীফের অংশ। এবং তা সমস্ত কুরআন শরীফের যে কোন এক সূরার শুরুতে পড়ে নিলেই হবে।

وفى البحر الرائق : والجمهور على ان السنة الختم مرة فلا يترك لكسل القوم ... فالحاصل ان المصحح فى المذهب ان الختم سنة. (ج٢ ص٦٨ رشيدية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৭৫, শামী ১/৪৯০, আল বাহরুর রায়েক ২/৬৮ দারুল উলূম দেওবন্দ ৪/২৬২)

তারাবীহের নামায ছুটে গেলে কাযা আদায়ের হুকুম

প্রশ্ন : কোন বক্তির যদি তারাবীহের নামায ছুটে যায় তাহলে উক্ত তারাবীহের নামায কাযা করতে হবে কিনা এবং যদি কাযা আদায় করে তাহলে তারাবীহ আদায় হবে কি না?

উত্তর : না ছুটে যাওয়া তারাবীহের নামাযের কাযা নেই, তার পরেও যদি কেউ পড়ে তাহলে সেই নামায নফল বা মুস্তাহাব বলে গণ্য হবে।

كما فى الدر المختار ولا تقضى اذا فاتت اصلا ولا وحده فى الاصح فان قضاها كانت نفلا مستحبا وليس بتراويح. (باب الوتر والنوافل جا صـ٩٨ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৯৮, শামী ২/৪৫, আলমগীরী ১/১১৭, খানিয়া ১/২৩৬)

তারাবীর নামাজের পরে মুনাজাত করা

প্রশ্ন : তারাবীর নামাজের পরে মুনাজাত করা যাবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ তারাবীর নামাজের পরে মুনাজাত করা যাবে, তবে আবশ্যক মনে করা যাবে না।

كما فى بدائع الصنائع : ان الا مام كلما صلى ترويحة قعد بين الترويحتين قدر ترويحة يسبح ويهلل و يكبر ويصلى على النبى صلى الله عليه وسلم ويدعو وينتظر ايضا بعد الخامس قدر ترو يحة لأنه متوارث من السلف ـ (فصل فى سننها ١/ ٦٤٨ زكريا)

প্রমাণ : বাদায়ে ১/৬৪৮, আল বাহরুর রায়েক ২/৬৯, দুররে মুখতার ১/৯৮, খানিয়াহ ১/২৩৫, হাশিয়ায়ে ত্বহতবী ৪১৪

তারাবীর চার রাকাত পর প্রচলিত দুআ করা

প্রশ্ন : তারাবীর ৪ রাকাত পর প্রচলিত দুআ পড়ার হুকুম কি?

উত্তর : তারাবীর ৪ রাকাত পর প্রচলিত দুআ পড়া জরুরী নয়, ইচ্ছা করলে অন্য দুআও পড়তে পারবে।

وفى مينة المصلى : وهو مخير فيه ان شاء جلس ساكتا وان شاء هلل او سبح او قرأ اوصلى نافلة منفردا ـ (فصل فى النوافل ٣٨٦ مذهى)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৯৮, মুনিয়াতুল মুসাল্লি ৩৮৬, বাদায়ে ১/৬৪৮, বিনায়া ২/৫৫১, আলমগীরী ১/১১৫, আল বাহরুর রায়েক ২/৬৯

মহিলাদের তারাবীর জামাত করা

প্রশ্ন : মহল্লার মহিলারা এক বাসায় জমা হয়ে তারাবীর জামাত করার বিধান কি?

উত্তর : শুধু মহিলাদের জামাতের সাথে নামায পড়া জায়েয নাই। চাই যে কোন স্থানে হোক, যে কোন নামায হোক।

مافی بدائع الصنائع : ان جماعتهن مکروهة عندنا : (صلاة الجماعة ۱/۳۸۸ زکریا)

প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ১/৩৫১, দুররে মুখতার ১/৮৩, বাদায়ে ১/৩৮৮, কুদুরী ২৯, ফাতহুল কাদীর ১/৩০৬, আল ফিকহুল ইসলামী ২/১৬৪

তারাবীর নামাজে ৪ রাকাত পর কতটুকু সময় দেরি করা

প্রশ্ন : তারাবীতে চার রাকাত পর কতটুকু সময় দেরি করা উচিৎ?

উত্তর : তারাবীতে চার রাকাত পর, চার রাকাত সমপরিমাণ সময় দেরি করা মুস্তাহাব।

وفی الهداية : ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة (الوتر والنوافل ۱/۹۸ زکریا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৯৮, বাদায়ে সানায়ে ১/২৪৮, হিদায়া ১/১৫১, হিন্দিয়া ১/১১৫, তাতার খানিয়া ১/৪১২, আল বাহরুর রায়েক ২/৬৯

বিশ রাকাত তারাবী এক সালামে পড়া

প্রশ্ন : বিশ রাকাত তারাবীহ এক সালামে পড়ার বিধান কি?

উত্তর : বিশ রাকাত তারাবীহ নামায এক সালামে পড়া মাকরুহে তাহরীমী।

کما فی الدرالمختار : وهی عشرون رکعة حکمته مساواة المکمل للمکمل بعشر تسليمات فلو فعلها بتسليمة فان قعد لکل شفع صحت بکراهة : (باب الوتروالنوافل ۱/ ۹۸ زکریا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৯৮, বাদায়ে ১/৬৪৬, হিন্দিয়া ১/১১৭, সিরাজিয়া-১৭৭, মুনিয়াতুল মুসল্লি-৩২৭

অন্তঃসত্তা মহিলার তারাবী কাযা করা সম্পর্কে

প্রশ্ন : অন্তঃসত্তা মহিলার যদি তারাবীর নামায পড়তে না পারে তাহলে তার কাযা করতে হবে কিনা?

উত্তর : সুন্নত নামাযের কোন কাযা নেই আর তারাবীর নামাযও সুন্নত। সুতরাং কোন ওযরের কারণে সুন্নত ছুটে গেলে তার কাযা করতে হবে না। অতএব অন্তঃসত্তা মহিলাও তারাবীর নামায পড়তে না পারলে তার কাযা করতে হবে না।

کما فی العالمکيرية: اذا فاتت التراويح لا تقضی بجماعة ولا بغيرها وهو الصحيح : (فصل فی التراويح ۱/ ۱۱۷ حقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/১১৭, তাতার খানিয়া ১/৪২১, খানিয়া ১/২৩৬, সিরাজিয়া ১১৭

তারাবীর চার রাকাত পর উচ্চ আওয়াজে দুআ দরূদ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় তারাবীহর প্রত্যেক চার রাকায়াতের পর বৈঠক করা হয় এবং প্রত্যেক বৈঠকে ইমাম মুক্তাদি সবাই উচ্চস্বরে দরূদ শরীফ, কালিমায়ে তাওহীদ এবং ইস্তিগফার পাঠ করে। এমন পদ্ধতিতে পড়ার হুকুম কি?

উত্তর : দুআ-দরূদ ইত্যাদি স্বল্প ও ক্ষীণ আওয়াজে পড়া উত্তম। তাই ক্ষীণ আওয়াজে পড়বে।

كما فى القرآن الكريم : ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين (سورة الاعراف ـ ٥٥)

প্রমাণ : সুরা আ'রাফ -৫৫, মারসুয়াম ৩, তাফসীরে কাবীর, ১৩-১৪/১২১, আলমগীরী ১/১১৫, হাশিয়ায়ে তহতাবী ৪১৪, বাদায়ে ১/৬৪৮

তারাবীর ছুটে যাওয়া রাকাত

প্রশ্ন : তারাবীহ নামাজের ছুটে যাওয়া রাকাতগুলো আগে আদায় করবে? না বিতর নামায আগে আদায় করবে?

উত্তর : উল্লিখিত সুরতে আগে বিতর নামায জামাতের সাথে আদায় করবে, তারপর তারাবীহ এর ছুটে যাওয়া রাকাতগুলো আদায় করবে।

كما فى الدر المختار : فلو فاتته بعضها اى بعض التراويح وقام الامام الى الوترأو ترمعه ثم صلى ما فاته : (باب الوتروالنوافل ١/ ٩٨ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৯৮, তাতার খানিয়া ১/৪১৩, সিরাজিয়া ১২০, হিন্দিয়া ১/১১৭, মাওসুআ ২৭/১৪৮

এশার নামাজের পূর্বে তারাবী

প্রশ্ন : এশারের নামাজের পূর্বে তারাবীর নামায পড়লে সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : তারাবীর নামায এশারে নামাজের পরে। অতএব এশারের নামাজের পূর্বে তারাবীর নামায পড়লে সহীহ হবে না।

كما فى الدرالمختار : والتراويح سنة مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين للرجال والنساء اجماعا ووقتها بعد صلوة العشاء ـ (باب صلوة الوتر والنوافل ١/ ٩٨ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৯৮, শামী ২/৪৪, বাদায়ে ১/৬৪৪, হাশিয়ায়ে তাহতাবী ৪১৩, সিরাজিয়া ১১৯

তারাবীর নামায আট রাকাত পড়লে হবে না

প্রশ্ন : তারাবীর নামায আট রাকাত পড়লে হবে কিনা?

উত্তর : সাহাবায়ে কেরামের যুগ হতে অদ্যাবধি সর্বযুগের ইমাম মুজতাহিদ ও ফুকাহায়ে কেরামগণের ঐক্যমতে তারাবীর নামায বিশ রাকাত। অতএব আট রাকাত তারাবীহ পড়লে তারাবীহ আদায় হবে না।

كما فى السنن الكبرى: عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى شهر رمضان بعشرين ركعة ـ (باب ماروى فى عددركعات القيام فى شهررمضان ٦١/٤ دار الفكر)

প্রমাণ : সুনানে কুবরা ৪/৬১, দুররে মুখতার ১/৯৮, নসবুর রায়া ২/১৫০, বিনায়া ২/৫৫০, তাতার খানিয়া ১/৪১১

পরে দান করার নিয়তে তারাবীর টাকা দ্বারা উপকৃত হওয়া

প্রশ্ন : তারাবীর টাকা দিয়ে ক্রয়কৃত জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়া এই নিয়তে যে যখন সামর্থ্য হবে তখন দান করে দেব। এটি জায়েয কিনা?

উত্তর : খতমে তারাবী পড়িয়ে বিনিময় নেওয়া বৈধ নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে টাকা নিলে তা বৈধ হবে না। আর যদি নেয় তাহলে সম্ভব হলে যাদের থেকে টাকা নিয়েছে তাদের ফেরত দিবে। অন্যথায় তাদের পক্ষ হতে সদকা করে দিবে।

وفى الشامية : وان القراءة شئى من الدنيا لا تجوز وان الاخذ المعطى اثمان لان ذلك يشبه الاشتئجار على القراءة ونفس الاشئجار عليها لا يجوز (٢:٧٣ سعيد)

প্রমাণ : সূরা বাকারা ৪১, মুসনাদে আহমাদ ২/৪০০, শামী ২/৭৩-১৯১

মহিলাদের জন্য তারাবীর বিধান

প্রশ্ন : তারাবীর নামায কি পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের জন্যও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা?

উত্তর : হ্যাঁ, পুরুষদের ন্যায় মহিলাদের জন্যও তারাবীর নামায পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

كما فى الدرالمختار : والتراويح سنة مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين للرجال والنساء اجماعا ـ (باب الوترو النوافل ١/ ٩٨ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৯৮, শামী ২/৪৪, হিন্দিয়া ১/২৩২, হাশিয়ায়ে তহতবী ৪১২, তাতার খানিয়া ১/৪১১, মাওসুআ ২৭/১৩৬

সূরা তারাবী পড়ার মাঝে উত্তম তরীকা

প্রশ্ন : খতমে তারাবী না পড়লে, আলামতারা দিয়ে পড়া ভাল না আয়াত দিয়ে?

উত্তর : উল্লিখিত সুরতে আলামতারা দিয়ে পড়া উত্তম।

كما فى الشامية : وبعضهم سورة الفيل اى البداءة منها ثم يعيدها وهذا احسن - (باب التراويح ٢/ ٤٧ سعيد)

প্রমাণ : শামী ২/৪৭, হিন্দিয়া ১/১১৮, আল বাহরুর রায়েক ২/৬৮, বেনায়া ২/৫৫৬, তাতার খানিয়া ১/৪১৫

সূরা তারাবী পড়িয়ে বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : সূরা তারাবীহ পড়িয়ে টাকা নেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মসজিদের জন্য নির্ধারিত ইমাম যদি সূরা তারাবীহ পড়ায় তাহলে এর বিনিময় নেওয়া জায়েয আছে। কেননা তা ইমামতির বিনিময় ধরা হবে, তারাবীর বিনিময় ধরা হবে না। আর যদি শুধু সূরা তারাবীহ পড়ানোর জন্য কেউ নির্দিষ্ট হয় তাহলে তার জন্য সূরা তারাবীহ পড়িয়ে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নেই। কেননা শুধু তারাবীহ এর বিনিময় হয় না।

كمافى الشامية : ولا لاجل الطاعات مثل الاذان والامامة وتعليم القرآن والفقه ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القران والفقه والامامة والاذان (باب الاجاره الفاسد ٦/٤٥)

প্রমাণ ঃ শামী ৬/৪৫, আল বাহরুর রায়েক ২/২৫৪, হাশিয়ায়ে কানয ৩৬৪

খতমে তারাবীতে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার কারণে কিছু অংশ ছুটে গেলে

প্রশ্ন : খতমে তারাবী চলাকালীন বিদ্যুৎ চলে যায় অথবা অন্য কোন কারণে সাউন্ড বক্সের আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায়, যার কারণে দ্বিতীয় তলার মুক্তাদি অথবা ইমাম থেকে দূরবর্তী হওয়ার কারণে তেলাওয়াতের কিছু অংশ একেবারেই শুনতে না পায়। এমতাবস্থায় তাদের খতম পরিপূর্ণ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, তারা পরিপূর্ণ খতমের সাওয়াব পেয়ে যাবে।

آپکے مسائل اور ان کا حل: تراویح میں زیادہ مخلق ہونے کی وجہ سے اگر پیچھے والی صف قرآن نہ سن پائے تو بھی ان کو پورا ثواب ملے گا (باب التراویح ۳/۶۷ امدادیہ)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৭৯, আপকে মাসায়েল এবং তার হল ৩/৬৮, শামী ১/৫৩২

ব্যক্তির কারণে খতমে তারাবীহ বন্ধ করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তির কারণে খতমে তারাবীহ বন্ধ করা যাবে কি?

উত্তর : না বন্ধ করা যাবে না, তবে উক্ত ব্যক্তির কোন সমস্যা থাকলে ইশার নামায মসজিদে পড়ে তারাবীহ ঘরে বা অন্যত্রে পড়ে নিবে।

وفى الهداية: والسنة فيها الجماعة ... ان السنة فيها الختم مرة فلا يترك لكسل القوم۔ (فصل فى التراويح ١٥١/١ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/১৩০, দুররে মুখতার ১/৯৮, হিদায়া ১/১৫১, নূরুল ঈযাহ ৯৭

শরয়ী পর্দার সাথে হাফেজের পিছনে মহিলাদের তারাবীহ পড়া

প্রশ্ন : রমজান মাসে বাসায় শরয়ী পর্দার সাথে মহিলারা (করীবুল বুলুগ) হাফেজের পিছনে খতম তারাবীহ পড়তে পারবে কিনা?

উত্তর : মহিলাদের জন্য যেকোন নামায পর্দার আড়ালে একাকী পড়াই উত্তম। তাতে জামাত অপেক্ষা ফজিলত অনেক বেশি। সুতরাং জামাতের সাথে খতম তারাবীহ না পড়াই ভাল। তবে একান্তই কেউ যদি জামাতের সাথে খতম তারাবীহ পড়তে চায় তাহলে হাফেজ সাহেব বালেগ হওয়া জরুরী অন্যথায় নামায সহীহ হবে না। এমতাবস্থায় মাহরাম পুরুষের মাহরাম মহিলাগণ ইক্তিদা করবে এবং গায়রে মাহরাম মহিলারা মাহরাম মহিলার পিছনে পর্দার আড়ালে ইক্তিদা করবে।

كمافى الهداية : ولا يجوز للرجال ان يقتدوا بالمرأة او صبى .. اما الصبى .. والتراويح .. جوزه مشائخ بلخ ولم يجوزه مشائخنا۔ (باب الامامة ١٢٤/١ غوثية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/১২৪, সিরাজিয়া ৯৮, আল বাহরুর রায়েক ১/৬১৬

তারাবীর জন্য চাঁদা করা

প্রশ্ন : সূরা তারাবীর জন্য মুক্তাদীদের থেকে ঘর বা মাথাপিছু ১০০-২০০ টাকা হারে চাঁদা করে ইমাম সাহেবকে দেওয়া বৈধ কিনা?

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য নির্দিষ্ট ইমামই যদি সূরা তারাবী পড়ান তাহলে তাকে কেন্দ্র করে চাঁদা উঠানোর ব্যাপারে সকলে সন্তুষ্টচিত্তে একমত হলে এবং সকলের সাধ্যের ভিতরে হলে জায়েয হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না। আর যদি শুধু সূরা তারাবীর জন্য ইমাম নির্দিষ্ট হয় তাহলে তাকে কেন্দ্র করে টাকা উঠানো এবং আদান-প্রদান করা জায়েয নেই।

كمافى القراة الكريم : يا ايها الذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل۔ (سورة البقرة ٨٨)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ৮৮, দারা কুতনী ৩/৪২৪, আল বাহরুর রায়েক ১/২৫৪

তারাবীহ নামায না পড়লে গুনাহ হবে

প্রশ্ন : তারাবীর নামায না পড়লে অথবা জামাতের সাথে না পড়লে কোন গুনাহ হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, তারাবী নামায ছেড়ে দেওয়া মাকরূহে তাহরীমী এবং কোন শরয়ী ওজর ব্যতীত জামাত ছাড়া অনুচিত।

وفى المبسوط : قال ولو صلى انسان فى بيته لا يأثم هكذا كان يفعله ابن عمر وابراهيم وقاسم وسالم الصواف ﷺ بل الاولى اداءها بالجماعة لما بينا ـ (١٤٥/٢)

প্রমাণ ঃ শামী ১/৬৫৩, হিদায়া ১/৫১, মাবসূত ২/১৪৫

বিনিময় গ্রহণকারী হাফেজের পিছনে তারাবীহ পড়া

প্রশ্ন : বিনিময় গ্রহণকারী হাফেজের পিছনে তারাবীর নামায পড়ার বিধান কি?

উত্তর : রমযান মাসে তারাবীর নামাজে কোরআন শরীফ খতম করা অধিক সাওয়াবের কাজ, কিন্তু খতমের বিনিময়ে টাকা-পয়সা দেওয়া নেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয। যে হাফেজ সাহেব খতমে তারাবীহ পড়িয়ে টাকা নেয় তার পিছনে নামায পড়া মাকরুহ। এমতাবস্থায় খতমে তারাবীহ না পড়ে সূরা তারাবীহ পড়াই উত্তম।

وفى بدائع الصنائع : ولان الامامة أمانة عظيمة فلا يتحملها الفاسق ، لأنه لا يؤدى الامانة على وجهها ـ (باب الامامة ٣٨٧/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ বাদায়ে ১/৩৮৭, আলমগীরী ১/৮৪, শামী ২/৭৩

তারাবীহ ও বিতরের মাঝে কোন নফল নামায পড়া

প্রশ্ন : তারাবীর নামায এবং বিতরের নামাজের মাঝে কোন নফল নামায পড়া যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, তারাবী ও বিতরের মাঝে নফল নামায পড়া জায়েয আছে।

وفى غنية المستملى ـ ان شاء جلس ساكتا وان شاء هلل او سبح او قرأ اوصلى نافلة منفردا (٣٨٦)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ২/৬৯, গনীয়াতুল মুসতামলী ৩৮৬

একই মসজিদে সূরা ও খতম তারাবীহ পড়া

প্রশ্ন : কিছু মুসল্লি খতম তারাবীহ পড়তে ইচ্ছুক। আর অধিকাংশ মুসল্লি সূরা তারাবীহ পড়তে চায় প্রশ্ন হল একই মসজিদে এক তলায় সূরা তারাবীহ এবং অপর তলায় খতম তারাবীহ পড়তে পারবে কি?

উত্তর : তারাবীহতে একবার কোরআন শরীফ খতম করা সুন্নাত। তবে অধিকাংশ মুসল্লির কষ্ট হলে সূরা তারাবীহ পড়াই উত্তম। আর যারা খতম পড়তে চায় তারা ফরজ নামায জামাতে আদায় করে অন্য স্থানে তারাবীহ পড়বে। একই মসজিদে তারাবীর একাধিক জামাত জায়েয হলেও এমনটি করা অনুচিত।

كمافى الهندية: السنة فى التراويح إنما هو الختم مرة فلا يترك لكسل القوم ... والافضل فى زماننا ان يقرأ بما لا يؤدى إلى تنفير القوم عن الجماعة لكسلهم لان تكثير الجماعة افضل من تطويل القرأءة ـ (باب التراويح ١/١٣٠)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/১৩০, আউজাযুল মাসালিক ২/৫২১, মিশকাত ১১৫, দুররে মুখতার ২/৪৬

তারাবী উপলক্ষে উঠানো অতিরিক্ত টাকার বিধান

প্রশ্ন : তারাবী উপলক্ষে উঠানো টাকা হাফেজ, ইমাম, মুয়াজ্জিন সাহেবগণদের দেওয়ার পর বাকী টাকা মসজিদ ফান্ডে বা ইমাম, মুয়াজ্জিনের বেতন দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : রমজান মাসে খতমে তারাবীর বিনিময় আদান-প্রদান যেহেতু শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ তাই খতমে তারাবী উপলক্ষে টাকা উঠানো এবং হাফেজদের দেওয়া জায়েয নেই। এতদসত্ত্বেও যদি উঠানো হয় তাহলে তাদেরকে ফেরত দিবে। যদি সম্ভব না হয় তাহলে তাদের পক্ষ থেকে সদকা করে দিবে। তবে যদি তারা অনুমতি দেয় তাহলে মসজিদ ফান্ডে বা ইমাম, মুয়াজ্জিনের বেতন হিসাবে দেওয়া বৈধ হবে।

وفى الشامية : وقد اتفقت كلمتهم جميعا على التصريح باصل المذهب من عدم الجواز ثم استثنوا يعده ما علمته فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع على ان المفتى به يسر هو جواز الا ستئجار على كل طاعة بل على ماذكروه فقط مما فيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن اصل المذهب طروالمنع ـ (٦/٥٦)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ৪১, শামী ৬/৫৬

তারাবীর ছুটে যাওয়া আয়াত বিতিরের নামাজে পড়া

প্রশ্ন : তারাবীর ছুটে যাওয়া আয়াত বিতিরের নামাজে পড়লে খতম পুরা হবে কিনা?

উত্তর : তারাবীর নামাজে কোরআন শরীফ খতম করা সুন্নাত এবং পূর্ণ কোরআন তেলাওয়াত করা তারাবীর নামাজেই জরুরী। অতএব ছুটে যাওয়া অংশ তারাবীর

নামাজেই পড়তে হবে। বিতিরে পড়লে খতম পূর্ণ হবে না এবং পূর্ণ খতম শোনার সাওয়াবও পাওয়া যাবে না।

كمافى العالمكيرية: السنة فى التراويح انما هو الختم مرة فلا يترك لكسل القوم -(باب التراويح ١١٧/١)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/১১৭, হামেশায়ে আলমগীরী ১/২৩৭

খত্‌মে তারাবীহের হাদিয়া

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে তারাবীহের নামাযে প্রতি বৎসরই ৩/৪ জন হাফেয সাহেব নামায পড়াতে থাকেন। কিন্তু তাহারা নামাযের বিনিময়ে কোন টাকা পয়সা বা হাদিয়া চাইতেন না। আমরা মুছল্লিদের নিকট থেকে হাদিয়া বাবদ টাকা উঠায়া ভাগ করে দিতাম। ইতিমধ্যে মুছল্লিদের ভিতর হতে কিছু লোক বলে যে, হাদিয়া দেয়া জায়েয না। আবার অনেক মুছল্লিরা বলেন হাদিয়া দেওয়া-নেয়া দুটাই জায়েয আছে।
আপনারা (কমিটি) কেন হাফেয সাহেবদেরকে হাদিয়া থেকে বঞ্চিত করবেন। আরও বলেন যে, আপনারা হাদিয়া না উঠালে আমরা (মুসল্লীরা) হাদিয়া উঠায়া হাফেয সাহেবদেরকে দিব। উল্লেখ্য থাকে যে, আমরা বিগত ২ বৎসর হাদিয়া উঠানো বন্ধ করে দিয়ে ছিলাম কিন্তু কিছু মুছল্লিদের আগ্রহ দেখে আবার উঠাতে আরম্ভ করেছি। এমতাবস্থায় হাদিয়া জায়েয কি না? অথবা কোন তরীকায় কোন পদ্ধতিতে দিলে জায়েয হইতে পারে ইহার মাসআলা কুরআন ও হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : তারাবীহ এর বিনিময়ে টাকা-পয়সা ইত্যাদির লেন-দেন জায়েয নাই। তারাবীহকে কেন্দ্র করে হাদিয়ার নামে যে, লেনদেন হয় সেটাও বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি তা চাঁদা কালেকশন করে দেয়া হয় তাহলে তাতে আরো কয়েকটি গুনাহের কাজ তথা– হাফেযে কুরআনকে অপমান করা ও কোন কোন চাঁদাদাতার পূর্ণ আন্তরিকতা না থাকা ইত্যাদিও শামিল হয়ে যায়। সুতরাং চাঁদা করে বা অন্য কোন ভাবে হাদিয়ার নামে বা অন্য কোন নামে তারাবীহকে কেন্দ্র করে কোন লেনদেন করা যাবে না।
হ্যাঁ তারাবীহের প্রসঙ্গ ছাড়াই যদি কোন হাফেয সাহেবের সঙ্গে কারো ব্যক্তিগত আন্তরিকতা গড়ে উঠে। আর সেই আন্তরিকতার নিদর্শন স্বরূপ সে ব্যক্তিগতভাবে হাফেয সাহেবকে কোন কিছু হাদিয়া দেয় তাহলে তা জায়েয হবে, এর জন্যেও উচিত হল খতমের সময় না দিয়ে আগে-পরে অন্য কোন সময়ে গোপনে দেওয়া, যাতে বিনিময়ের সাথে তার বাহ্যিক সামঞ্জস্য সৃষ্টি না হয়।

فى الشامية : وان القراءة لشى من الدنيا لا تجوز وانّ الاخذ والمعطى اثمان لان ذلك يشبه الاستئجار على القراءة ونفس الاستئجار عليها لا يجوز. رد المختار ج۲ صـ۷۳

(প্রমাণ : শামী ২/৭৩, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলম ৪/২৬৪, আহসানুল ফাতাওয়া ১/৫১৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৪১৭)

সূরা তারাবীহ পড়ে বিনিময় নেয়া

প্রশ্ন : সূরা তারাবীহ পড়িয়ে বিনিময় গ্রহণ করা কি নাজায়েয?
যদি নাজায়েযই হয়ে থাকে তাহলে মসজিদ, মাদরাসার খেদমত করাওতো দ্বীনী কাজ, এখানে বিনিময় লওয়া জায়েয হল কিভাবে?

উত্তর : (১) কুরআনে কারীমকে দুনিয়াবী কোন বৈধ উদ্দেশ্যে খতম করালে তার বিনিময় লেনদেন জায়েয। যেমন ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, রোগ মুক্তির জন্যে ইত্যাদি।

(২) মৃতু ব্যক্তিকে সাওয়াব রেসানী বা তারাবীহতে পূর্ণ কুরআন পড়ে কিংবা কুরআনের কিছু অংশ পড়ে বিনিময় নেয়া নাজায়েয।

(৩) আর ইবাদতে গায়রে মাকসূদার যেমন কুরআনের তা'লীম দেয়া, ইমামতী করা, মুয়াজ্জিনী করা এগুলোর বিনিময় গ্রহণের ব্যাপারে প্রথম যমানায় সামান্য মতবিরোধ ছিল কিন্তু পরবর্তীতে বিলইজমা জায়েয সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং নাজায়েয সুরতকে জায়েয সুরতের সাথে মিলানো সহীহ হবে না।

فى الهداية مع فتح القدير : ولان القربة متى حصلت وقعت عن العامل ولهذا تعتبر اهليته فلا يجوز له اخذ الاجر من غيره ـ هداية وفى الفتح ولان القربة متى وقعت يقع ثوابها للفاعل لغيره. ج۸ صـ٤٠

(প্রমাণ : বুখারী শরীফ ২/৮৫৪, শামী ৬/৫৬, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ৪/৭৬১, হিদায়া ৩/৩০৩, ফাতহুল ক্বাদীর-৮/৪০)

জুমআ ও খুৎবা

জুমআর নামাযে আমীর শর্ত হওয়ার বিধান

প্রশ্ন : জুমআ সহীহ হওয়ার জন্য ইমাম তথা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বা তার নায়েব উপস্থিত থাকা শর্ত। আমাদের বাংলাদেশে যে জুমআ আদায় করা হয় তাতে রাষ্ট্র প্রধান বা তার নায়েব কেউই উপস্থিত থাকে না। সুতরাং আমরা যে জুমআর নামায আদায় করছি তা কি সহীহ হিসাবে বিবেচিত হবে?
যদি হয় তাহলে তা কোন ভিত্তিতে?

উত্তর : হ্যাঁ, আমাদের দেশে জু'মার নামায সহীহ হবে, তা এই জন্য যে বর্তমান জামানায় আমীর বা তার নায়েব হওয়া শর্ত নয়, বরং মুসলমানদের একমত হয়ে জু'মার নামাযের ব্যবস্থা করাই যথেষ্ট। উল্লেখ থাকে যে জু'মার নামাযের জন্য যে শর্ত রয়েছে, আমীর বা তার নায়েব উপস্থিত থাকা তা ঐ স্থানের জন্য যেখানে রাষ্ট্র ও শাসন ক্ষমতা ইসলামী পদ্ধতিতে হয়ে থাকে।

كما فى حاشية الفتاوى السراجية : هذا اذا كانت السلطنة والولاية للمسلمين اما فى عصرنا هذا فالوا لى ليس بشرط لانعقاد الجمعة بل يجمع بالناس الامام الراطب او نائبه او من قدمه الناس (باب الجمعة صـ١٠٣ مكتبة الاتحاد)

প্রমাণ : সিরাজিয়্যাহ ১০৩, কাবীরী ৫০৯, দুররে মুখতার ১/১১০

জুমআর নামায দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়া

প্রশ্ন : জুমআর দিন সূর্য মধ্য আকাশে থাকাকালীন জুমআর নামায পড়া যায় কি না?

উত্তর : জুমআর নামায যাওয়াল তথা দ্বিপ্রহরের পূর্বে পড়া জায়েয নাই।

وفى منية المصلى : (وقتها وقت الظهر) وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ولا تجوز قبل الزوال. (صـ٥١١ مذهبى)

(প্রমাণ : কাবীরী ৫১১, তাতার খানিয়া ১/৫৩৭, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২/২৪৫, বাদায়ে ১/৬০২, মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ২৭/১৯৭)

নৌযানের ভিতরে জুমআর নামায পড়া

প্রশ্ন : মুসাফিরের জন্য নৌকা, লঞ্চ, পানির জাহাজ ট্রলারে জুমআর নামায পড়ার বিধান কি?

উত্তর : হানাফী মাযহাবে উল্লেখিত অবস্থায় জুমআর নামায পড়তে হবে না। তাই সকলে আলাদা আলাদাভাবে যোহরের নামায আদায় করবে। জামাআতে আদায় করবে না। যদি জুমআর নামায পড়ে ফেলে তাহলে যোহরের নামায তাদের থেকে রহিত হয়ে যাবে।

وفى الدر المختار مع الشامية : وكره تحريما لمعذور ومسجون ومسافر اداء ظهر بجماعة فى مصر قبل الجمعة وبعدها ـ وفى الفتاوى رحيمية : (جـ٢ صـ١٥٧سعيد)

(প্রমাণ : শামী-২/১৫৭, রহীমিয়া-৩/৫৯, মাসায়েলে রাফায়াত কাসিমী-৩/৮৩)

পাশে মসজিদ থাকা অবস্থায় বাড়িতে বা দোকানে জুমআর নামায আদায় করা

প্রশ্ন : বাড়ির নিকটে জামে মসজিদ থাকা অবস্থায় কোন ঘরে বা দোকানে জুমআর নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর : শরয়ী ওযর ব্যতিত নিকটে মসজিদ থাকা সত্ত্বেও মসজিদে না গিয়ে কোন খানকায় বা বাড়িতে সর্বদা জামাআত করা বা জুমআর নামায পড়া জায়েয নেই; বরং এ অবস্থায় মসজিদে না গিয়ে নিয়মিত জামাআতসহ বা একাকী নামায পড়তে থাকলে ফাসেক বলে গণ্য হবে।

كما فى الصحيح المسلم : عن عبد الله ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان امر رجلا يصلى بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. جا صـ٢٣٢ مكتبة اشرفية)

(প্রমাণ : মুসলিম শরীফ ১/২৩২, মিশকাত শরীফ ১/৯৭, মিরকাত ৩/১৪৬, শামী ১/৩৯৬, দারুল উলূম-৩/৩৬)

খুৎবার শুরুতে বিসমিল্লাহ, আউযুবিল্লাহ পড়া

প্রশ্ন : খুৎবার শুরুতে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার বিধান কি?

উত্তর : জুমআর প্রথম খুৎবার শুরুতে শুধু আউযুবিল্লাহ আস্তে পড়া সুন্নাত।

كما فى الدر المختار : ويسن خطبتان.... ويبدأ بالتعوذ. (باب الجمعة جا صـ١١١ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১১১, শামী ২/২৪৬, আলমগীরী ১/১৪৪, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/১১৯)

খুৎবার ভিতর দরূদ পড়া

প্রশ্ন : খুৎবায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নাম শুনলে দরূদ শরীফ পড়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মুখে দরূদ শরীফ পড়া জায়েয নেই। তবে অন্তরে পড়তে পারবে।

وفى الدر المختار : وكل ما حرم فى الصلاة حرم فيها اى فى الخطبة.. والاصح انه لا بأس بان يشير برأسه او يده عند روية منكر والصواب انه يصلى على النبى صلى الله عليه وسلم عند سماع اسمه فى نفسه. (باب الجمعة جا صـ١١٣ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১১৩, কাযীখান ১/১৮২, শামী ২/১৫৮, আলমগীরী ১/১৪৭)

খুৎবাহ ও নামাযে একই ব্যক্তি হওয়া উত্তম

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি জুমআর খুৎবা দিবে আরেক ব্যক্তি নামায পড়াবে জায়েয আছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ জায়েয আছে তবে শর্ত হলো যিনি ইমামতি করবেন তিনি খুৎবাহের সময় উপস্থিত থাকা। তবে উত্তম হলো খুৎবাহ পাঠ ও ইমামতি একই ব্যক্তির করা।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : ولا يشترط اتحاد الامام والخطيب لكن لا ينبغى ان يصلى غير الخطيب. (جـ٢ صـ٢٥٦ مكتبة رشدية)

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-২/২৫৬, দুররে মুখতার ২/২৫৬, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া-২৭/২০৬)

জুমআর খুৎবা মাতৃ ভাষায় দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : অনেকে বলে থাকে যে জুমআর খুৎবা মাতৃভাষায় দিতে হবে। এখন আমার জানার বিষয় হলো খুৎবা কোন ভাষায় দিতে হবে মাতৃভাষায় না কি আরবী ভাষায়? এবং মাতৃ ভাষায় খুৎবা দিলে খুৎবা আদায় হবে কি না?

উত্তর : খুৎবা আরবী ভাষায় দিতে হবে। আরবী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় খুৎবা দেয়া জায়েয নাই। যদি কোন খতীব সাহেব আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় খুৎবা দিয়ে নামায আদায় করে তাহলে তাদের নামায আদায় হয়ে যাবে কিন্তু মাকরূহে তাহরীমীর গোনাহ হবে।

وفى حاشية السراجية : والفتوى على ان الخطبة بغير العربية مكروه تحريما (باب الجمعة صـ ١٠٥ مكتبة الاتحاد)

(প্রমাণ : হাশিয়ায়ে শরহে বেকায়া ১/২০০, ফাতাওয়ায়ে সিরাজিয়া ১০৫, তাতার খানিয়া ১/৫৩৯, দুররে মুখতার ১/৭৪)

দুই খুৎবার মাঝে বসে দু'আ পড়া

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব জুমআ, ঈদ এর দুই খুৎবার মাঝে কি পরিমাণ সময় বসবে? এবং ঐ বসার সময় কোন দু'আ পড়ার কথা আছে কি?

উত্তর : জুমআ, ঈদের দুই খুৎবার মাঝে এই পরিমাণ সময় বসবে যাতে নিজের সমস্ত অঙ্গ প্রতঙ্গ স্থির হয়ে যায় এবং তিন আয়াত পড়া যায় এই পরিমাণ সময়ের চেয়ে বেশী বসবে না।

দুই খুৎবার মাঝে মুখে উচ্চারণ না করে দু'আ দিলে দিলে পড়বে। মুখে উচ্চারণ করে পড়ার কোন কথা নেই।

كما فى العالمغيرية : الجلوس بين الخطبتين..... قال شمس الائمة السرخسى فى تقدير الجلسة بين الخطبتين انه اذا تمكن فى موضع جلوسه واستقر كل عضو منه فى موضعه قام من غير مكث ولبث (جا صـ١٤٧ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/১৪৭, শামী-২/১৪৮, ইলাউস সুনান-৫/২৩২৮, তাতার খানিয়া ১/৫৪০, বাদায়ে-১/৫৯১)

মিম্বর তিন তাক বিশিষ্ট হওয়া ও নিচের তাকে দাঁড়ানো

প্রশ্ন : মসজিদের মিম্বার কত তাকওয়ালা হওয়া সুন্নাত। খতীব সাহেব কোন তাকে দাঁড়াবে? যেখানে মিম্বার নেই সেখানে খুৎবা দেয়া হবে কিভাবে?

উত্তর : মিম্বার তিন তাক বিশিষ্ট হওয়া সুন্নাত। খুৎবার জন্য মিম্বারের যে কোন তাকে দাঁড়ানো জায়েয আছে। তবে আদবের দিকে লক্ষ্য করে নিচের তাকে দাঁড়ানোই উত্তম। কেননা উমর (রাযি.) ও তার পরবর্তী খলিফাগণ অধিকাংশ সময় নিচের তাকেই দাঁড়াতেন। মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবা দেয়া সুন্নাত। যদি মিম্বারের ব্যবস্থা না করতে পারে তাহলে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিবে। উঁচু স্থান না থাকলে সাধারণ জায়গায় দাঁড়িয়ে দিবে।

كما فى الفقه الاسلامى وادلته : فان لم يتيسر المنبر فعلى موضع مرتفع لانه ابلغ فى الاعلام فان تعذر استند الى نحو خشبة كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم قبل ايجاد المنبر. (ج٢ صـ٢٦١ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : আলফিকহুল ইসলামী ২/২৬১, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ২৯/৮৪, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিলি আরবাআ-১/৩০৮, শামী ২/১৬১)

মুসাফির ইমামের পিছনে জুমআর নামায পড়া

প্রশ্ন : ইসলামী বিধান অনুযায়ী আমরা জানি যে, মুসাফির ব্যক্তির উপর জুমআ ও ঈদের নামায ওয়াজিব নয়। সুতরাং মুসাফির ব্যতিত উপযুক্ত আলেম উপস্থিত থাকার পরেও মুসাফির ব্যক্তির পিছনে জুমআ এবং দুই ঈদের নামায আদায় করা যাবে কি-না?

উত্তর : হ্যাঁ, জুমআ ও ঈদের নামায যদিও মুসাফির ব্যক্তির উপর ওয়াজিব নয় তথাপিও মুসাফির ব্যক্তির পিছনে মুকীম ব্যক্তিদের জুমআ ও ঈদের নামায আদায় করা জায়েয আছে।

كما فى العالمغيرية : ويجوز للمسافر والعبد والمريض ان يؤموا فى الجمعة كذا فى القدورى. جا صـ١٤٨ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৪৮, তাতার খানিয়া ১/৫৩৮, দুররে মুখতার ১/১১২, হিদায়া ১/১৫৯, আল-বাহরুর রায়েক ২/১৫২)

জুমআর নামাযে সিজদায়ে সাহুর সময় ইকতেদা করা

প্রশ্ন : জুমআর নামাযে কেউ যদি তাশাহুদ বা সিজদা সাহুর সময় হাজির হয় তাহলে তার নামায সহীহ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, সহীহ হবে।

كما فى العالمغيرية : ومن ادركها فى التشهد او فى سجود السهو اتم جمعة. (صلوة الجمعة جا صـ١٤٩ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৪৯, বাদায়ে-১/৬০০, আল বাহরুর রায়েক-২/১৪৯)

জুমআর দ্বিতীয় আযানের স্থান

প্রশ্ন : জুমআর দ্বিতীয় আযানের জন্য মুয়ায্যিন সাহেব কোথায় দাঁড়াবে।

উত্তর : উলামায়ে আহনাফ (রহ:) এর নিকট জুমআর দ্বিতীয় আযান ইমামের সামনে মিম্বারের নিকটবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে দেয়া সুন্নাত। তবে মসজিদের ভিতর হতে ইমামের বরাবর যে কোন কাতার থেকে দেওয়াও জায়েয আছে।

وفى شرح الوقاية : واذا جلس على المنبر اذن ثانيا بين يديه. (جا صـ٢٠١ مكتبة اشرفى)

(প্রমাণ : ইলাউস সুনান-৬/২৩৫১, বিনায়া-৩/৯০, শরহে বেকায়া-১/২০১, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া-২/৩৬৩)

জুমআর দ্বিতীয় আযানের জাওয়াব

প্রশ্ন : জুমআর দ্বিতীয় আযান ও ইকামাতের জাওয়াব দিতে হবে কি?

উত্তর : জুমআর দ্বিতীয় আযানের জাওয়াব মৌখিক ভাবে দিবে না তবে দিলে দিলে দেয়া যাবে। এবং ইকামাতের জাওয়াব দেয়া মুস্তাহাব।

كما فى الدر المختار : وينبغى ان لا يجيب بلسانه اتفاقا فى الاذان بين يدى الخطيب (جا صـ٦٥ مكتبة زكريا باب الاذان)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/৬৫, হাশিয়ায়ে ত্বহত্বী ২০২, তাতার খানিয়া-১/৫৪৬, ইলাউস সুনান-১/৬১৪ মাসয়েলে রফআত কাসেমী-২/১৪৮)

জুমআর দিন মহিলাদের যোহরের নামাযের সময়

প্রশ্ন : যাদের উপর জুমআর নামায ওয়াজিব না তারা যোহরের নামায কখন পড়বে? যেমন, মহিলা মুসাফির ইত্যাদি।

উত্তর : মহিলাদের জন্য যোহরের নামায ইমামের জুমআর নামাযের আগে আদায় করা জায়েয আছে। তবে মুসাফির, মাযুর ব্যক্তিদের জন্য ইমামের জুমআর আগে যোহরের নামায পড়া মাকরুহে তানযিহী। পরে পড়া উত্তম।

وفى مراقى الفلاح : ومن لا جمعة عليه كمريض ومسافر... ان اداها جاز عن فرض الوقت...... وكلام الشراح يدل على ان الافضل لهم الجمعة غير انه يستثنى منه المرأة لمنعها عن الجماعات (جا صـ٥٢٥ مكتبة دار الكتاب)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/১১২, মারাকিউল ফালাহ ৫২৫, তাতার খানিয়া ১/৫৪৮, হাশিয়ায়ে ত্বহত্বী-৫২০)

মসজিদের মিম্বরের ধাপের পরিমাণ

প্রশ্ন : মসজিদের মিম্বর কত ধাপ বিশিষ্ট হতে পারে এবং কোন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুতবা দেওয়া সুন্নাত।

উত্তর : মসজিদের মিম্বর তিন ধাপ বিশিষ্ট হওয়া উত্তম। তবে যদি তা থেকে কম, বেশি হয় তবুও জায়েয আছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের তিন ধাপেই খুতবা প্রদানের কথা কিতাবে উল্লেখ আছে। কাজেই যে কোন ধাপে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেই সুন্নাত আদায় হবে।

كمافى ردالمحتار : ومن السنة ان يخطب عليه اقتداء به صلى الله عليه وسلم بحروان على يسار المحراب قهستانى ومنبره صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درج غير المسماة بالمستراح - ١٦١/٢)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ২/২৬১, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/১৩০

জুমার পূর্বের সুন্নাত ছুটে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : জুমার পূর্বের সুন্নত পড়তে না পারলে কখন পড়বে?

উত্তর : জুমার পরে চার রাকাত সুন্নাত পড়ার পর পড়বে।

وفى البحر الرائق: ولو اخر السنة بعد الفرض ثم اراها فى اخر الوقت (٤٩/٢)

প্রমাণ : হিন্দিয়া ১/১১২, মুনিয়াতুল মুসল্লী ৩৭৩, শামী ২/১২, তাতার খানিয়া ১/৪১০, আল বাহরুর রায়েক ২/৪৯

জেলখানায় জুমার নামাজের হুকুম

প্রশ্ন : জেলখানায় জুমার নামায জায়েয কি না?

উত্তর : জেলখানা বা সেনা ক্যাম্প বা সংরক্ষিত এলাকায় জুমা সহীহ হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য আছে। তবে ফুকাহায়ে কেরামের এবারতে লক্ষ্য করলে বুঝে আসে, যে শহরে জুমার নামাজের জন্য একাধিক মসজিদ আছে এবং কোন প্রকার বাধা বিঘ্নতা ছাড়া জুমার নামায আদায় করা সম্ভব। এমন শহরে জেলখানায় বা সংরক্ষিত এলাকায় জুমার নামায আদায় করা জায়েয। কারণ জেলখানায় বা সংরক্ষিত এলাকায় জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য, জুমার নামাজে বাধা দেওয়ার জন্য নয়।

ما فى الدرالمختار - يشترط لصحتها... الاذن العام من الامام وهو يحصل بفتح ابواب الجامع للواردين كافى فلا يضر غلق باب القلعة لعدو او لعادة قديمة لا ن الاذن العام مقرر لا هله وغلقه لمنع العدو ولا المصلى - (باب الجمعة ١/ ١٠٩-١٢ زكريا)

প্রমাণ : সুরা জুমা ৯, আল বাহরুর রায়েক ২/১৫১, তাতার খানিয়া ২/৫৪৬, দুররে মুখতার ১/১০৯-১২, শামী ১/১৫১, উসমানী ১/৫৪৬

জুমার নামায চালু হওয়ার পর বন্ধ করা

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে জুমার নামায চালু হয়েছে অনেক আগে, তবে বর্তমানে ইমাম সাহেবের বেতন দিতে আমরা সক্ষম নয় এমতাবস্থায় জুমার নামায বন্ধ করা জায়েয আছে কিনা? অথবা আমাদের মাঝে এক লোক যে কয়েকটি সুরা

কোন মত পড়তে পারে এবং খুৎবার ক্ষেত্রে শুধু

لا اله الا الله محمدرسول الله ـ سبحان الله والحمد لله وهو على كل شئ قدير ـ

পড়তে পারে। সে যদি নামায পড়ায় এবং উক্ত খুৎবা পড়ে তাহলে নামায ও খুৎবা সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : কোন মসজিদে জুমা শুরু করার পর শরয়ী কোন প্রয়োজন ব্যতিত তা বন্ধ করা ঠিক না। কেননা জুমা তরক করার ব্যাপারে হাদীসে কঠিন সতর্কবাণী এসেছে। তাই বেতন ছাড়া যদি কোন ইমাম না পাওয়া যায়, তাহলে বেতন দিয়ে যোগ্য ইমাম রেখে জুমার নামায চালু রাখার ব্যবস্থা করা মহল্লাবাসীর উপর জরুরী। তবে প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তির তেলাওয়াত যদি শুদ্ধ হয়, এবং সে নামায পড়ায় তাহলে নামায সহীহ হয়ে যাবে। এবং তার উক্ত খুৎবা দ্বারা খুৎবাও আদায় হয়ে যাবে। তবে যোগ্য ইমামের তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করা সকল মহল্লাবাসীর উপর ওয়াজিব হবে।

ما فى بدائع الصنائع : لو سبح او هلل او حمد الله تعالى على قصد الخطبة أجزاه وقال ابو يوسف ومحمد الشرط ان يأتى بكلام يسمى خطبة فى العرف ـ (باب الجمعة : ١/٥٩٠ زكريا)

প্রমাণ : সুরা জুমা ৯, আবু দাউদ ১/১৫১, মিশকাত ১২১, বাদায়ে ১/৫৯০, শামী ২/১৪৮, হিদায়া ১/১৬৯, দুররে মুখতার ২/১৭৭

আখেরী যোহর নামায পড়া

প্রশ্ন : আখেরী যোহর নামায পড়তে হবে কিনা?

উত্তর : আখেরী যোহর বলতে যে স্থানে জুমা পড়া সহীহ হয় না সেস্থানে জুমার পর চার রাকাত অতিরিক্ত নামায পড়াকে বুঝায়। এখন যেহেতু জুমার নামায সকল স্থানে সহীহ হয় বিধায় আখেরী যোহর নামে চার রাকাত নামায পড়ার কোন অবকাশ নেই।

كما فى الشامية : كل موضع وقع الشك فى كونه مصرا ينبغى لهم ان يصلوا بعد الجمعة اربعا بنية الظهر احتياطا ـ (باب الجمعة : ١٤٦/٢ سعيد)

প্রমাণ : শামী ২/১৪৬, হাশিয়ায়ে তাহতাবি ৫০৬, হিন্দিয়া ১/১৪৫, আল বাহরুর রায়েক ২/১৩৯

আলহামদুলিল্লাহ বলার দ্বারা খুতবার ফরজ আদায় হয়ে যায়

প্রশ্ন : যদি কোন মসজিদে খুতবার কিতাব না থাকে এবং খতীব সাহেব মুখস্ত খুতবা দিতে অক্ষম হন এমতাবস্থায় কি করবে? খুতবা ছাড়াই জুমা আদায় করবে না যোহর এর নামায আদায় করবে।

উত্তর : একবার সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ কিংবা আল্লাহু আকবার বলার দ্বারা খুতবার ফরজ আদায় হয়ে যায়। এবং সাহেবাইন (রহ.) এর নিকট তিন আয়াত বা তাশাহুদ পরিমাণ পড়ার দ্বারা খুতবার ফরজ আদায় হয়ে যায়। তাই যে স্থানে জুমা ওয়াজিব সেখানে উল্লিখিত সূরতে খুতবা দিয়ে জুমা আদায় করবে। যোহর পড়বে না।

كما فى الهداية : فان اقتصر على ذكر الله جاز عند ابى حنيفة رحوقالا لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة لان الخطبة هى الواجبة والتسبيحة والتحميدة لاسمى خطبة ـ (صلاة الجمعة : ١٦٩/١ اشرفى)

প্রমাণ : হিদায়া ১/১৬৯, আল ফিকহুল ইসলামি ২/২৫৯, সিরাজিয়া ১০৫

তাশাহুদে শরীক হলেও জুমা পড়বে

প্রশ্ন : তাশাহুদে শরীক হলে জুমা আদায় হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, জুমা আদায় হয়ে যাবে।

وفى بد ائع الصنائع : واما اذا ادركه بعد ما قعد قدر التشهد قبل السلام او بعد ما سلم وعليه سجدتاالسهو و عاد اليهما فعند ابى حنيفة وابى يو سف يكون مدركا للجمعة لو قوع المشاركة فى التحريمة ـ (الجماعة من شروط الجمعة ١/ ٥٩٩ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/১১৩, আল বাহরুর রায়েক ২/১৫৪, বাদায়ে ১/৫৯৯, আওজাযুল মাসালেক ২/৪২২

জুমার খুৎবা একজনই পড়বে

প্রশ্ন : জুমার নামাজের প্রথম খুৎবা দুজন পড়তে পারবে কিনা? অথবা প্রথম খুৎবা একজন দ্বিতীয় খুৎবা অন্যজন পড়তে পারবে কিনা?

উত্তর : জুমার খুৎবা একজনকেই পড়তে হবে। ধারাবাহিকতার সহিত এ নিয়মেই চলে আসছে। প্রথম খুৎবা দুজনে বা প্রথম খুৎবা একজনে এবং দ্বিতীয় খুৎবা অন্যজন পড়ার নজির নাই। তবে প্রয়োজনে অন্যজন পড়তে পারবে।

ما فى الفقه الاسلامى وادلته : ولا يشترط اتحاد الامام والخطيب لكن لا ينبغى ان يصلى غير الخطيب لا نهما كشئ واحد : (باب الجمعة : ٢٥٦/٢ رشيدية)

প্রমাণ : মুসলিম শরীফ ১/২৮৩, তাতার খানিয়া ১/৫৩৯, শামী ২/১৪৭, আল ফিকহুল ইসলামী ২/২৫৬

খুৎবার সময় নামাযরত থাকলে করণীয়

প্রশ্ন : (ক) খুৎবার সময় নামায পড়া যাবে কিনা?

(খ) খুৎবার সময় নামাযরত থাকলে কি করবে?

উত্তর : (ক) খুৎবা চলাকালীন সময় নামায পড়া যাবে না।

(খ) খুৎবার সময় নামাযরত থাকলে দুই রাকাত পূর্ণ করে নামায শেষ করে দিবে। আর তৃতীয় বা ৪র্থ রাকাতে হলে দ্রুত নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরাবে।

ما فى السراجية: اذا شرع فى الخطبة فمن كان فى سنة قطع على رأس الركعتين ـ (باب الجمعة : ١٦٢ الاتحاد)

প্রমাণ : বাদায়ে ১/৫৯২, আল বাহরুর রায়েক ২/১৪৮, দুররে মুখতার ১/৫১৩, হিন্দিয়া ১/১৪৭, হিদায়া ১/১৭১, সিরাজিয়া ১০৬, মাওসুআ ২৭/২৫

জুমা জায়েয হওয়ার শর্তাবলী

প্রশ্ন : মসজিদ ছাড়া অন্যত্র জুমার নামায জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত কি?

উত্তর : ঐ সকল শর্ত, যা জুমআর নামায সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত। তা হলো ইমাম ব্যতীত কমপক্ষে তিনজন মুক্তাদী হওয়া, যোহরের ওয়াক্ত হওয়া, নামাজের আগে খুৎবা দেওয়া, সকলের উপস্থিত হওয়ার অনুমতি থাকা, ইত্যাদি।

وفى العالمكيرية : ولادائها شرائط فى غير المصلى منها المصر ومنها...السلطان ...ومنها وقت الظهر... ومنها الخطبة قبلها... ومنها الجماعة... ومنها الاذن العام ـ (صلوة الجمعة ١/ ١٤٥ حقانية)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৫০৭-১২, আলমগীরী ১/১৪৫, বাদায়ে ১/৫৮৩, হিদায়া ১/১৬৭-৬৮

মুসাফিরের উপর জুমা ওয়াজিব না

প্রশ্ন : মুসাফিরের উপর জুমার নামায ওয়াজিব কিনা?

উত্তর : মুসাফিরের উপর জুমার নামায ওয়াজিব নয়। তবে আদায় করলে আদায় হবে।

وفى الهداية : ولا تجب الجمعة على مسافرولا امرأة ولا مريض ولا عبد ولا اعمى (باب صلوة الجمعة ١/ ١٦٩ غوثية)

প্রমাণ : শামী ২/১২০, আল বাহরু রায়েক ২/১৫১, হিন্দিয়া ১/১৪৪, তাতার খানিয়া ১/৫৪৬, হিদায়া ১/১৬৯

জুমার খুৎবা চলাকালিন দানবাক্স চালানো জায়েয নেই

প্রশ্ন : জুমার নামাজের খুৎবা চলাকালিন সময়ে মসজিদের দান বাক্স চালানো এবং নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে হেঁটে হেঁটে টাকা-পয়সা কালেকশন করা জায়েয কিনা?

উত্তর : খুৎবা শ্রবণে ও নামাযে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে এমন সকল কাজ করা হারাম। খুৎবা শ্রবণ করা ওয়াজিব, অতএব খুৎবাহ চলাকালিন সময়ে বাক্স চালানো বা টাকা-পয়সা উঠানো জায়েয নেই। বরং অন্য সময় উঠাবে।

وفى الشامية : قوله بل يجب عليه ان يستمع ظاهره انه يكره الاشتغال بما يفوت السماع وان لم يكن كلاما ـ (باب الجمعة : ١٥٩/٢ سعيد)

প্রমাণ : বুখারী ১/১২৭ ,তিরমিযী ১/১১৪, শামী ২/১৫৯, দুররে মুখতার ১/১১৩, আলমগীরী ১/১৪৮

মিম্বরে উঠে মুসল্লিদের সালাম দেওয়া

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব মিম্বরে ওঠার পরে খুৎবা শুরু করার আগে উপস্থিতিদের সালাম দিতে পারবে কি না?

উত্তর : না, হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত হলো ইমাম সাহেব মিম্বরে ওঠে উপস্থিতিদের সালাম দেবে না।

وفى البحر الرائق : اما الخطيب فيشترط فيه ان يتأهل للامامة فى الجمعة والسنة فى حقه الطهارة والقيام والاستقبال بوجهه للقوم وترك السلام من خروجه الى دخوله فى الصلاة وترك الكلام ـ (باب الجمعة: ١٤٨/٢ رشيدية)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১১১, আল বাহরুর রায়েক ২/১৪৮, হাশিয়ায়ে তহতবী ৫২০, সিরাজিয়া ১০৬, বিনায়া ৩/৬২, নুরুল ঈযাহ ১১৮

জুমার প্রথম আজানের পর দুনিয়াবী কাজ নিষিদ্ধ

প্রশ্ন : জুমার কোন আজানের পর দুনিয়াবী কাজ নিষিদ্ধ?

উত্তর : জুমুআর প্রথম আজানের পর থেকে দুনিয়াবী কাজ নিষিদ্ধ।

كما قال الله تعالى : يا أيها الذين امنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ـ (سورة الجمعة ٩)

প্রমাণ : সুরা জুমআ -৯, দুররে মুখতার ১/১১৩, শামী ২/১৬১, হিদায়া ১/১৭১, হাশিয়ায়ে তহতবী ৫১৬

জুমার দিন মাযুরের জন্য যোহরের জামাত করা

প্রশ্ন : জুমার দিন মাযুরদের জন্য শহরে যোহরের জামাত করা জায়েয কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, জায়েয আছে তবে মাকরুহ এজন্য যারা জুমাতে আসতে পারবে না তারা একা একা নামায আদায় করবে।

كما فى الدرالمختار : وكره لمعذور ومسجون ومسافر اداء ظهر بجماعة فى مصرقبل الجمعة وبعدها : (باب الجمعة ١/١١٣زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১১২, হিদায়া ১/১৭০, সিরাজিয়া ১০৪, হাশিয়ায়ে তাহতাবি ৫২২ শরহে বেকায়া ১/২০০, কুদুরী : ৩৬

জুমার দিন জুমা না পড়ে বাড়িতে যোহর পড়া

প্রশ্ন : জুমার দিন জুমার নামায না পড়ে, বাড়িতে যোহরের নামায আদায় করলে, নামায সহীহ হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, নামায আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু ওযর ব্যতিত জুমার নামায না পড়ে যোহরের নামায পড়া কঠিন গুনাহের কাজ। কোন কোন ফুকাহায়ে কেরামগণ হারামও বলেছেন।

ما فى بدائع الصنائع: من صلى الظهر يوم الجمعة وهو غير معذور قبل صلاة الجمعة ولم يحضر الجمعة بعد ذلك ولم يؤدها يقع فرضا عند علما ئنا الثلاثة حتى لا تلزمه الاعادة ـ (باب الجمعة ١/٥٨٠ زكريا)

প্রমাণ : শামী ২/১৩৭, তাতার খানিয়া ১/৫৪৯, হিদায়া ১/১৭০, বাদায়ে ১/৫৮০, ফাতহুল কাদীর ৩/৩৩

জুমার দিনের গোসল নামাযের সুন্নাত

প্রশ্ন : জুমার দিনে গোসল করা জুমার সুন্নাত না জুমার দিনের সুন্নাত?

উত্তর : জুমার দিনে গোসল করা জুমার নামাজের সুন্নাত নাকি জুমার দিনের সুন্নাত এ ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। কেউ বলেছেন জুমার নামাজের জন্য সুন্নাত। কেউ বলেছেন জুমার দিনের সুন্নাত। তবে গ্রহণযোগ্য মত হল, জুমার নামাজেরই সুন্নাত।

وفى العالمكيرية : وار بعة سنة وهى غسل يوم الجمعة وغسل يوم الجمعة الصلاة وهو الصحيح (فى المعانى الموجبة للغسل ١/١٦ حقانية)

প্রমাণ : বুখারী ১/১২০, শামী ১/১৬৯, দুররে মুখতার ১/১৬৯, হিদায়া ১/৩২, আলমগীরী ১/১৬, তাতার খানিয়া ১/৫৫৩

জুমার দিন দ্বিপ্রহরের সময় নামাজের বিধান

প্রশ্ন : জুমার দিন দ্বিপ্রহরের সময় নামায পড়া যাবে কিনা?

উত্তর : না, জুমার দিন দ্বিপ্রহরের সময় নামায পড়া যাবে না। কেননা ঐ সময় নামায পড়া নিষেধ। আর জুমার নামাজের জন্য যোহরের ওয়াক্ত হওয়া শর্ত আর দ্বিপ্রহরের সময় যোহরের ওয়াক্ত শুরু হয় না। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র.) এর মতে জুমার দিন দ্বিপ্রহরের সময় নফল নামায পড়া জায়েয। কিন্তু ইহা গ্রহণযোগ্য মত নয়, তাই এর উপর আমল করা যাবে না।

كما فى النسائى : عقبة بن عامريقول ثلث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلى فيهن او نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع و حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف للغروب حتى تغرب (فصل فى النهى عن الصلوة : ١/ ٦٦ الاشرفية)

প্রমাণ : নাসায়ী ৬৬, তিরমিযী ১/১১২, আলমগীরী ১/৫২, আল বাহরুর রায়েক ১/১৪৬, গুনিয়াতুল মুসাল্লী ২৩৪

রাতে জুমা বা ঈদের গোসল করা

প্রশ্ন : রাতের বেলা জুমা বা ঈদের গোসল করলে গোসলের সুন্নাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, আদায় হয়ে যাবে। কেননা আরবী তারিখ অনুযায়ী রাত প্রথমে আসে। তাই সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকেই জুমা বা ঈদের দিন শুরু হয়।

وفى الشامية: وكذا فيمن اغتسل قبل الفجر وصلى به ينال عند الثانى لا عند الحسن ... الخلاف المذكور جار فى غسل العيد ايضا : (باب الغسل ١/ ١٦٩ سعيد)

প্রমাণ : বুখারী ১/১২০, শামী ১/১৬৯ তাতার খানিয়া ১/৫৫৩, আলমগীরী ১/১৬, ফাতহুল কাদীর ১/৫৯

খুৎবার সময় হদস হলে করণীয়

প্রশ্ন : খতীব সাহেবের খুৎবার সময় অযু ভেঙ্গে গেলে কি করবে?

উত্তর : খুৎবা শেষ করার পর অযু করে নামায পড়াবে।

وفى الشامية: والطهارة سنة عند نا لا شرط حتى ان الا مام اذا خطب

جنبا او محدثا فانه يعتبر شرطا .. ولو خطب محدثا او جنبًاجاز (صلاة الجمعة ٢/١٥٠ سعيد)

প্রমাণ : হাশিয়ায়ে তাহতাবী ৫১৪, দুররে মুখতার ১/১১১, শামী ২/১৫০, তাতার খানিয়া ১/৫৪৩, আল বাহরু রায়েক ২/১৪৭, হিদায়া ১/১৬৯, সিরাজিয়া ১০৫

খুৎবার সময় তাসবীহ পড়া

প্রশ্ন : খুৎবার সময় কোন তাসবীহ পড়া যাবে কিনা?

উত্তর : না, খুৎবা চলাকালীন সময় কোন তাসবীহ বা দুআ পড়া যাবে না, বরং মনোযোগসহকারে খোৎবা শ্রবণ করবে।

وفى فتح القدير: يحرم فى الخطبة الكلام وان كان أمر بمعروف او تسبيحا والا كل والشرب والكتابة : (صلاة الجمعة ٢/٣٧ رشيدية)

প্রমাণ : হাশিয়ায়ে তহতবী ৫১৮, ফাতহুল কাদীর ২/৩৭, দুররে মুখতার ১/১১৩, হিন্দিয়া ১/১৪৭, আল বাহরুর রায়েক ২/১৪৮, তাতার খানিয়া ১/৫৪৪

খুতবাকালীন খতীবের ডানে বামে চেহারা ঘুরানো হুকুম

প্রশ্ন : খুতবাকালীন খতীবের ডানে-বামে চেহারা ঘুরানোর হুকুম কি? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : খুতবা দেওয়ার সময় খতীবের জন্য চেহারা সামনের দিকে রাখা সুন্নাত। ডানে-বামে চেহারা বা সিনা ঘুরানোর কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না, অতএব চেহারা ও সিনা ঘুরাবে না।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : : اما سنن الخطبة فهى عند الحنفية ثمانى عشر سنة ..

استقبال القوم بوجهه دون التفات يمينا وشمالا سنة بالاتفاق : ٢/٢٦٢ رشيدية)

প্রমাণ ঃ বাদায়ে ১/২৬৩, আল ফিকহুল ইসলামী ২/২৬১-৬২, শামী ১/১৪৯

খুতবা চলাকালীন তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়া

প্রশ্ন : খুতবা চলাকালীন তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : খুতবা শোনা ওয়াজিব এ সময় নামায পড়া এবং ঐ সকল কাজ যা খুতবা শ্রবণে বাধা হয় তা নিষেধ। তাই খুতবা চলাকালীন তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায পড়াও জায়েয নাই।

وفى الدر المختارمع الشامية : اذا خرج الامام من الحجرة ان كان والا فقيامه للصعود شرح المجمع فلا صلوة ولا كلام الى تما مها ـ (باب الجمعة ٢/١٥٨ سعيد)

প্রমাণ ঃ ফাতহুল কাদীর ২/৩৭, শামী ২/১৫৮

খুতবা আরবীতে হওয়ার কারণ

প্রশ্ন : জুমার খুতবা আরবীতে কেন দিতে হয়? বাংলায় বা অন্য ভাষায় দিলে আদায় হয় না কেন?

উত্তর : খুতবা নিছক ওয়াজ নয় বরং ইবাদতও বটে যা আরবীতে দেওয়ার নিয়ম ইসলামের স্বর্ণযুগ হতে অদ্যাবধি চলে আসছে। সমস্ত ফুকাহায়ে কেরামগণও আরবী ভাষার বিপরীত জুমার খুতবা পড়াকে সুন্নাত পরিপন্থি বা বেদআত বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় খুতবা পড়লে আদায় হবে না।

وفى الدر المختار: لم يقيد الخطبة بكونها بالعربية اكتفاء بما قدمه فى باب صفة الصلاة امن انها غير شرط ولو مع القدرة على العربية عنده خلافا لهما حيث شرطاها الا عند العجز كالخلاف فى الشروع فى الصلاة ـ (١٤٧/٢)

প্রমাণ ঃ শামী ২/১৪৭, হিদায়া ১/১৬৮

অমুসলিম দেশে জুমআর নামাজের বিধান

প্রশ্ন : অমুসলিম দেশে জুমার নামায পড়া ফরজ কি?

উত্তর : অমুসলিম দেশগুলোর যে শহরে মুসলিম বেশি ঐ শহরে জুমআ ফরজ হবে। আর যে শহরে মুসলিম কম সে শহরে জুমআ ফরয হবে না।

وفى الشامية : (مطلقا) سواء كان المصر كبيرا او لا وسواء فصل بين جانبيه نهر كبير كبغداد ـ (باب الجمعة ١٤٤/٢ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ২/১৪৪, আল বাহরুর রায়েক ২/১৪০, হিন্দিয়া ১/১৪৫-৪৮

জুমার পূর্বে সুন্নাত বন্ধ করে বয়ান করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে জুমার নামাজের পূর্বে সুন্নাতের জন্য পাঁচ মিনিট সময় বরাদ্দ রেখে ইমাম সাহেব কোরআন-হাদীসের আলোকে বয়ান করেন। এবং কোন সময় মুসল্লিদের সুন্নাতের সময় পরে দেয়া হবে বলে নামায বন্ধ রাখার আদেশ দেন। এভাবে সুন্নাত বন্ধ রেখে বয়ান করার হুকুম কি?

উত্তর : জুমার দিন খুতবার আগে মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে শরীয়তের মাসায়েল এবং প্রয়োজনীয় দ্বীনি কথা-বার্তা ওয়াজ-নসীহত করার অনুমতি আছে। তবে মুসল্লিদের সুন্নাত আদায়ের জন্য সময় দেওয়া জরুরী। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে সুন্নাতের সময় দেয়া হয় বিধায় বয়ান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন সমস্যা নেই।

كمافى مصنف ابن ابى شيبة : قال كان ابوهريرة يحدثنا يوم الجمعة حتى يخرج الامام۔ (١/٤٦٨)

প্রমাণ ঃ মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা ১/৪৬৮, শামী ১/৬৬, ইমদাদুল ফাতাওয়া-১/৪৮১

খুতবা দেওয়ার সময় হাতে লাঠি নেওয়া

প্রশ্ন : জুমার খুতবায় খতীরের জন্য হাতে লাঠি নেওয়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, জায়েয আছে। বরং মুস্তাহাব তবে আবশ্যক মনে করা যাবে না। আবশ্যক মনে করলে বিদআত হবে।

كمافى التاتاخانية: واذا خطب متكئا على القوس او على العصا جاز الا يكره لانه خلاف السنة : (فصل فى صلاة الجمعة ـ ٥٤٠/٠١ دارالايمان)

প্রমাণ ঃ তাতারখানিয়া ১/৫৪০ আলমগীরী ১/১৪৮ দুররে মুখতার ১/১১৪ শামী ২/১৬৩ খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২০৫

জুমার সানী আযানের জবাব না দেওয়ার কারণ

প্রশ্ন : জুমার সানী আযানের জবাব দেওয়া হয় না কেন?

উত্তর : শরীয়তের আলোকে জুমার দিন ইমাম সাহেব খুতবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে ওঠার সাথে সাথে নামায পড়া কথা বলা ইত্যাদি সম্পূর্ণ নিষেধ তাই দ্বিতীয় আযানের মৌখিক জবাব দেওয়াও নিষেধ। তবে মনে মনে দিতে পারবে।

وفى الشامية: لقوله عليه السلام واذا خرج الامام فلا صلاة ولا كلام ـ (صلوة الجمعة ـ ١/٤٠٠)

প্রমাণ ঃ ইবনে মাযাহ ৩৫২, শামী ১/৪০০

জুমার দিন কবরের আযাব স্থগিত রাখা হয়

প্রশ্ন : জুমার দিন কবরের আযাব স্থগিত রাখা হয় কিনা?

উত্তর : জুমার দিনের বরকত ও ফযিলতের কারণে মুমিনদের কবরের আযাব স্থগিত রাখা হয়। কোন কোন মতে কাফেরদের কথাও উল্লেখ আছে।

وفی فتاوی محمودیہ: الجواب: سوال منکر نکیر سب سے ہوتا ہے البتہ یوم جمعہ اور رمضان المبارک میں عذاب قبر نہیں ہوتا ہے نہ مؤمن کو ہوتا ہے نہ کافر کو (۲۹۹/۵)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/২০৫, দুররে মুখতার ১/১৫৪, শামী ২/১৬৫, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ৫/২৭৭

জুমআর খুতবা নামাজের চেয়ে লম্বা না করা

প্রশ্ন : জুমআর খুতবা নামাজের চেয়ে লম্বা হলে তার হুকুম কি? এবং কতটুকু পরিমাণ লম্বা হওয়া উচিত?

উত্তর : জুমআর নামাজের খুতবা নামাজের তুলনায় বেশি লম্বা করা ঠিক না। আর তার পরিমাণ طوال مفصل (তিওয়ালে মুফাসসাল) এর মত হবে, বেশি না।

وفی الدر المختار: ویسن خطبتان خفیفتان وتکره زیادتهما علی قدر سورة من طوال المفصل ـ (باب الجمعة ١/١١١ زكريا)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ১/১৫৮, হাশিয়ায়ে মুসলিম ২৮৬, হাশিয়া ৫, দুররে মুখতার ১/১১১

বিয়ের খুতবা শ্রবণ করার বিধান

প্রশ্ন : বিয়ের খুতবা চলাকালে উপস্থিত লোকদেরকে কখনো কথাবার্তা বলতে দেখা যায় এক্ষেত্রে কি চুপ থেকে বিবাহের খুতবা শোনা ওয়াজিব?

উত্তর : বিয়ে, জুমা ও ঈদের খুতবা শোনা ওয়াজিব। তাই বিয়ের খুতবা চলাকালেও চুপ থেকে খুতবা শুনতে হবে। অন্যথায় ওয়াজিব ছেড়ে দেয়ার গুনাহ হবে।

كمافی فتح القدير : يحرم فی الخطبة الكلام وان كان أمرا بمعروف او تسبيحا والاكل والشرب والكتابة ويكره تشميت العاطش وردالسلام (باب صلاة الجمعة ٢/٣٧ رشيدية)

প্রমাণ ঃ ফাতহুল কাদীর ২/৩৭, সিরাজিয়্যা ১০৬

জুমু'আর সুন্নাতের পরিমাণ

প্রশ্ন : জুমআর ফরয নামাযের আগে ও পরে কত রাকাত সুন্নাত পড়তে হবে? জুমআর ফরযের আগের সুন্নাত পড়তে না পারলে ফরযের পর তা পড়া আবশ্যক কি না?

উত্তর : জুমু'আর নামাযের আগে চার রাকাত নামায এক সালামে ও পরে চার রাকাত নামায এক সালামে পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদা। তবে উত্তম হল জুমআর পরের চার রাকাতের পর আরো দুই রাকাত পড়া সুন্নাতে যায়েদা হিসাবে। হ্যাঁ, জুমআর ফরযের আগের চার রাকাত সুন্নাত পড়তে না পারলে ফরযের পর তা পড়ে নিতে হবে।

كما فى ابن ماجه : عن ابن عباس قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة اربعا لا يفصل فى شئ منهن. وفيه ايضا : عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صليتم بعد الجمعة فصلوا اربعا (صــ٧٩ المكتبة الاشرفية)

(প্রমাণ : মুসলিম-১/২৮৮, তিরমিযী-১/১১৭, ইবনে মাজাহ ৭৯, দুররে মুখতার ১/৯৫, কাবীরী-৩৭৩)

জুমআর নামাযে সুন্নাত কিরাত

প্রশ্ন : জুমআর সুন্নাত কিরাত কি? এবং তার পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর : যোহরের নামাযে যে পরিমাণ কিরাত পড়া সুন্নাত জুমআর নামাযে ও সেই পরিমাণ কিরাত পড়া সুন্নাত, তবে উত্তম হলো জুমআর নামাযে প্রথম রাকাতে সূরা জুমআ দ্বিতীয় রাকাতে সূরা মুনাফিকুন অথবা প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা দ্বিতীয় রাকাতে সূরা গাশিয়া পড়া। এবং মাঝে মাঝে এর বিপরীত কুরআনের অন্য কোন স্থান থেকে যোহর নামাযের কিরাত পরিমাণ পড়া।

وفى البحر الرائق : ولو قرأ فى الاولى بسورة الجمعة وفى الثانية بسورة المنافقين او فى الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفى الثانية بسورة هل اتاك حديث الغاشية فحسن تبركا بفعله عليه السلام ولكن لا يواظب على قراءتها بل يقرأ غيرها فى بعض الاوقات كيلا يؤدى الى هجر الباقى ولا يظنه العامة حتما. (باب الجمعة جـ٢ صـ١٥٧ المكتبة الرشيدية)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ২/১৫৭, তাতার খানিয়া ১/৫৫৪, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ-৭/২০৭)

জুমআর দিনের ফজরের সুন্নাত কিরাত

প্রশ্ন : জুমআর দিন ফজরের নামাযে সূরা দাহার ও সিজদা পড়ার বিধান কি?

উত্তর : জুমআর দিন ফজর নামাযে সূরা সিজদা এবং সূরা দাহার পড়া সুন্নাত, তবে এর উপর দাওয়াম করবে না। মাঝে মাঝে ছেড়ে দিবে।

وفى الحديث ايضا : عن ابن عباس ان النبى عليه الصلوة والسلام كان يقرأ فى صلوة الفجر يوم الجمعة الـم تنـزيل. السجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر. (رواه مسلم جا صـ٢٨٨)

(প্রমাণ : বুখারী শরীফ-১/১২২, মুসলিম শরীফ-১/২৮৮, মিশকাত শরীফ-৮০, তাতার খানিয়া-১/২৮২)

জুমআর চার রাকাআত সুন্নাত বাড়ীতে পড়ে দুখুলে মসজিদ পড়া

প্রশ্ন : কবলাল জুমআ বাসায় পড়া এবং পরে মসজিদে গিয়ে ফরযের আগে দুখুলুল মসজিদ পড়া যাবে কি না?

উত্তর : চার রাকআত কাবলাল জুমআ বাসায় পড়ার পর মসজিদে প্রবেশের পর দু'রাকআত দুখুলুল মসজিদ পড়া যাবে। তবে জুমআর প্রথম আযানের পর বাড়িতে বসে সুন্নাত পড়া বা তিলাওয়াত করা নিষেধ, আযানের সাথে সাথে মসজিদে রওনা হওয়া বা তার প্রস্তুতি গ্রহণ করা জরুরী।

فی مسلم : اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس. (جا صـ۲٤۸)

(প্রমাণ : মুসলিম শরীফ-১/২৪৮, দারুল উলুম ৫/৮৩, মাসায়েলে রাফআত কাসেমী-৩/২৬২)

ওয়াকফ বিহীন মসজিদে জুমআর নামাযের হুকুম

প্রশ্ন : ওয়াক্‌ফ বিহীন মসজিদে কি জুমআর নামায পড়া যায়?

উত্তর : শরয়ী মসজিদের জন্য জমি ওয়াকফকৃত হওয়া জরুরী মৌখিকভাবে ওয়াকফ হোক বা লিখিতভাবে ওয়াকফ হোক। ওয়াকফকৃত জায়গা ছাড়া মসজিদ হলে, শরয়ী মসজিদ হবে না। তবে মালিক থেকে অনুমতি নিয়ে মসজিদ তৈরি করলে নামাযের ঘর হবে এবং সেখানে জুমআ বা অন্য যে কোন নামায বিনা দ্বিধায় পড়া যাবে। এবং জামাআতের সাওয়াব হাছিল হবে। তবে সেখানে শরয়ী মসজিদের জামাআতের ন্যায় সাওয়াব হাসিল হবে না।

کما فی الهداية: وقال ابو یوسف یزول ملکه بقوله جعلته مسجدا لان التسلیم عنده لیس بشرط ـ (ج۲ صـ ٦٤٤ اسلامية)

(প্রমাণ : হিদায়া ২/৬৪৪, দারুল উলুম ২/৬৭৫, মাসায়েলে রাফআত কাসেমী-২/৫৩)

ঈদাইন/দুই ঈদ

ঈদুল ফিতরের দিন নামাযের পূর্বে কিছু খাওয়া

প্রশ্ন : ঈদুল ফিতরের দিন নামাযের পূর্বে কোন কিছু খাওয়ার বিধান কি?

উত্তর : ঈদুল ফিতরের দিন নামাযের পূর্বে মিষ্টি জাতীয় খাবার খাওয়া মুস্তাহাব।

كما فى الدر المختار : ندب يوم الفطر اكله حلوا وترا ولو قرويا قبل خروجه الى صلاتها. (باب العيدين ج١ صـ١١٤ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১১৪, আলমগীরী ১/১৪৯, তাতার খানিয়া ১/৫৬০, মারাকিউল ফালাহ ৫২৮, শামী ২/১৬৮)

ঈদের নামাযের উত্তম সময়

প্রশ্ন : ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের নামায কোন সময় পড়া উত্তম?

উত্তর : ঈদুল আযহার নামায সূর্য উঠার পর তাড়াতাড়ি পড়া উত্তম। আর ঈদুল ফিতরের নামায তুলনামূলকভাবে কিছু বিলম্বে পড়া উত্তম।

فى الشامية : يندب تعجيل الأضحى لتعجيل الأضاحى وتأخير الفطر ليؤدى الفطر. (ج٢ صـ١٧١ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ২/১৭১, আলমগীরী ১/১৫০, খানিয়া ১/১৮৩, আল বাহরুর রায়েক-২/১৬০, তাতার খানিয়া ১/৫৫৭, ত্বহত্বী ৫৩২)

মসজিদে ঈদের নামায পড়া

প্রশ্ন : ঢাকা শহরের প্রায় মসজিদেই ঈদের নামায আদায় করা হয়। আমাদের এলাকায় মসজিদে ঈদের নামাযের কথা উঠে। এখন মসজিদে ঈদের নামায আদায় করা জায়েয আছে কি?

উত্তর : ঈদের নামায ঈদগাহে বা প্রশস্থ ময়দানে পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। কেননা নবী করীম (সা.) একবার বৃষ্টির কারণে মসজিদে পড়েছিলেন বাকি সর্বদা ঈদগাহেই পড়তেন। তাই ওযরের কারণে মসজিদে পড়াও জায়েয আছে। যেমন ঃ কোন এলাকায় যদি মাঠ না থাকে অথবা মাঠ আছে কিন্তু খুব বৃষ্টি হচ্ছে কিংবা মাঠে কাঁদা বা পানি রয়েছে ইত্যাদি।

وفى العالمغيرية : الخروج الى الجبانة فى صلاة العيد سنة وان كان يسعهم المسجد الجامع على هذا عامة المشائخ وهو الصحيح. (الباب السابع عشر فى

صلاة العيد جا صـ١٥٠ حقانية)

(প্রমাণ : বুখারী-১/১৩১, আবু দাউদ-১/১৬৪, আলমগীরী-১/১৫০, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-২৭/২৪৫, তাতার খানিয়া-১/৫৫৯)

ঈদের নামাযে সাহু সিজদার বিধান

প্রশ্ন : ঈদের নামাযে দ্বিতীয় রাকাতের অতিরিক্ত তাকবীর দ্বিতীয় রাকাতের রুকুর পরে দিয়ে পুনরায় রুকু আদায় না করে সিজদায় গেলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে কি? সাহু সিজদা না দিলে নামায সহীহ হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর নির্ধারিত স্থানে আদায় না করে অন্য স্থানে আদায় করলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে। তবে মুতাআখ্খিরিন উলামায়ে কেরামের নিকট ফেৎনার ভয়ে ঈদের নামাযে সাহু সিজদা না দিলেও নামায সহীহ হয়ে যাবে। আর যদি মানুষ কম হওয়ার কারণে ফেৎনার ভয় না থাকে তাহলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে।

وفى الشامية : والسهو فى صلوة العيد والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء والمختار عند المتاخرين عدمه فى الاولين لدفع الفتنة. (جـ٢ صـ٩٢ سعيد)

(প্রমাণ : শামী-২/৯২, আলমগীরী-১/১২৮, তাতার খানিয়া-১/৪৫৪)

ঈদের নামাযে মাসবুক হওয়া

প্রশ্ন : ঈদের নামাযে মাসবুক হলে করণীয় কি?

উত্তর : ঈদের নামাযে মাসবুক হলে কয়েকটা অবস্থা হতে পারে।

(ক) মাসবুক যদি ইমামকে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলার পর কিরাত পড়া অবস্থায় পায়, তাহলে সে তাকবীরে তাহরীমও অতিরিক্ত তাকবীর বলার পর ইমামের সাথে শরীক হয়ে যাবে।

(খ) আর যদি ইমামকে রুকু অবস্থায় পায়, এবং এই ধারণা করে যে, অতিরিক্ত তাকবীর বলে সে, ইমামকে রুকুতে পাবে, তাহলে তাকবীর বলে রুকুতে শামিল হবে। আর ইমামকে রুকুতে পাবার আশা না করলে তাকবীরে তাহরীমা বলে রুকুতে চলে যাবে। এবং রুকুর তাসবীহের স্থলে অতিরিক্ত তাকবীর পাঠ করবে। হাত উঠানো ব্যতিত।

(গ) মাসবুক যদি এক রাকাত না পায়, তাহলে ইমামের সাথের রাকাত শেষ করে ছুটে যাওয়া রাকাত আদায় করবে। এ রাকাতে অতিরিক্ত তাকবীর গুলো কিরাতের পর রুকুতে যাবার আগে বলবে। অতঃপর যথারীতি নামায শেষ করবে।

كما فى الدر المختار: ولو ادرك المؤتم الامام فى القيام بعد ما كبر كبر فى الحال

براء نفسه لانه مسبوق الخ۔ (جـ۱ صـ ۱۱٦ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ২৭/২৪৬, দুররে মুখতার ১/১১৬, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২/৩৩২, শামী ১/১৭৪)

ঈদের নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক বলা

প্রশ্ন : ঈদের নামাযের পর তাকবীরে তাশরীক পড়া জায়েয আছে কিনা। এবং পড়লে বিদআত হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, জায়েয আছে এবং পড়লে বিদআত হবে না।

كما فى الدر المختار : ولا بأس به عقب العيد لان المسلمين توارثوه فوجب اتباعهم وعليه البلخيون. (باب العيدين جا صـ۱۱۷ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১১৭, শামী ২/১৮০, আলমগীরী ১/১৫১, তাতার খানিয়া-১/৫৫৯, আল বাহরুর রায়েক ২/১৬৫)

একাকী নামায আদায়কারী তাকবীরে তাশরীক ভুলে গেলে

প্রশ্ন : তাকবীরে তাশরীকের দিনগুলোতে মুনফারিদ ব্যক্তি যদি তাকবীরে তাশরীক বলতে ভুলে যায় তাহলে এর বিধান কি?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে স্মরণ হওয়া মাত্রই তার জন্য তাকবীরে তাশরীক পড়ে নেয়া ওয়াজিব। কিন্তু যদি নামাযের পরিপন্থি কোন কাজ করে ফেলে, যেমন মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল এবং কাহারো সাথে কথা বললো, তাহলে তার উপর থেকে তাকবীরে তাশরীক রহিত হয়ে যাবে।

وفى رد المحتار : قوله عقب كل فرض عينى.... بلا فصل يمنع البناء فلو خرج من المسجد أو تكلم عامدا او ساهيا او احدث عامدا سقط عنه التكبير.

(مطلب المختار أن الذبيح إسماعيل جـ۲ صـ۱۷۹ سعيد)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১১৭, শামী ২/১৭৯, আলমগীরী ১/১৫২, আল বাহরুর রায়েক ২/১৬৫, তাতার খানিয়া ১/৫৭০

ঈদের নামাযের পূর্বে ও পরে নফল পড়া

প্রশ্ন : ঈদের মাঠে যাওয়ার পর ঈদের নামাযের পূর্বে কোন ধরনের নফল নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর : না ঈদগাহে যাওয়ার পর ঈদের নামায পড়ার পূর্বে নফল নামায পড়া জায়েয নেই।

وفى رد المختار: قوله وكذا لا يتنفل: لما فى الكتب الستة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها. (ج۲ ص-۱۷۰ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ২/১৭০, খানিয়া ১/১৮৪, তাতার খানিয়া ১/৫৬৪, আল বাহরুর রায়েক-২/১৬০)

ঈদের নামাযের পূর্বে ফজরের নামায কাযা পড়া

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি ঈদের নামাযের পূর্বে ফজরের নামাযের কাযা করে তাহলে তার কাযা সহীহ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ কাযা সহীহ হবে।

وفى التاتارخانية : واذا قضى صلاة الفجر قبل صلاة العيد لا بأس به. (ج١ ص-٥٦٤ مكتبة دار الايمان)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/১৫০, তাতার খানিয়া-১/৫৬৪, আল বাহরুর রায়েক-২/১৬০, আহ্সানুল ফাতাওয়া-৪/১২০)

ঈদের আগমনবার্তার জন্য ঢোল বাজানো

প্রশ্ন : ঈদের আগমন বার্তা জানানোর জন্য ঢোল বাজানোর বিধান কি?

উত্তর : ঈদের আগমন বার্তা জানানোর জন্য বাদ্য যন্ত্র ব্যতীত শুধু ঢোল বাজানো জায়েয আছে। তবে বর্তমান যুগে যেহেতু ঢোল বাজানোর প্রয়োজন হয় না বিধায় ঢোল না বাজানোই উচিত।

وفى مسائل رفعت قاسمى : نماز عید کے لئے نقارہ بجانا اگر نام ونمود (دکھلاوے وبڑائی) کے لئے ہے تو جائز نہیں ہے اگر: رصرف نمازیوں کو مطلع کرنے کے نیت سے بجایا جائے تو جائز ہے (۵۵/۵)

প্রমাণ ঃ মুসনাদ ১৬/২৬৬, ফাতাওয়ায়ে আযিযিয়্যা ১/৭০২, রাফআত কাসেমী ৫/৫৫

ফজরের কাযা না পড়ে ঈদের নামায আদায় করা

প্রশ্ন : ফজরের কাযা না পড়ে ঈদের নামায আদায় করলে আদায় হবে কিনা?

উত্তর : ফরজ নামায না পড়ার কারণে গুনাহ হবে এবং তা কাযা করা জরুরী। তবে এমতাবস্থায় ঈদের নামায আদায় হয়ে যাবে।

وفى هامش العالمكيرية: لا يجب الخروج الى صلاة العيد الا على من يجب عليه الجمعة - (باب العيدين ١٨٢/١

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/১৫০, হাশিয়ায়ে হিন্দিয়া ১/১৮২, হিদায়া ১/১৭২

ঈদগাহে রুমাল পেতে ইমামের জন্য টাকা উঠানো

প্রশ্ন : ঈদগাহে রুমাল পেতে ইমামের জন্য টাকা উঠানো জায়েয আছে কি?

উত্তর : ঈদের নামাজের জন্য যদি নির্ধারিত ইমাম সাহেব থাকেন, তাহলে তার জন্য ঈদের নামাজের পর টাকা উঠানো জায়েয তবে এভাবে রুমাল পেতে ইমাম সাহেবের জন্য চাঁদা না উঠিয়ে ঈদগাহের ফান্ডের জন্য উঠানো উচিত অতঃপর এ ফান্ড থেকে ইমাম সাহেবকে দেওয়া ভাল।

وفى البحر الرائق: اما على المختار للفتوى فى زماننا فيجوز اخذ الاجر للامام والمؤذن۔ (باب الاذان ۱/۲۵٤ رشيدية)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৭৯, শামী ৬/৫৫, আল বাহরুর রায়েক ১/২৫৪, আল ফিকহু আলাল মাজাহিবিল আরবাআ ২/২৫৬

ঈদের নামাজের জামাত না পেলে করণীয়

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি ইমামের সাথে ঈদের নামায পড়তে না পারে তাহলে পরে একা একা পড়তে পারবে কিনা?

উত্তর : যে সমস্ত নামাজের কাজা নেই সে সমস্ত নামায যদি ইমামের সাথে আদায় করতে না পারে তাহলে পরে একা একা পড়তে পারবে না সুতরাং ঈদের নামায ইমামের সাথে পড়তে না পারলে পরে একা একা পড়তে পারবে না।

كمافى حاشية كنز الدقائق : لولم يصل رجل مع الامام لا يقضيها منفردا لان صلوة العيد لم يشرع على سبيل الانفراد۔ (باب صلوة العيد ٤٦)

প্রমাণ ঃ হাশিয়ায়ে কানযুদ দাকায়েক ৪৬, আল বাহরুর রায়েক ২/১৬১, হিদায়া ১/১৭৪

ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য ১২ তাকবিরে ঈদের নামায পড়ানো

প্রশ্ন : ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য ১২ তাকবীরের সাথে ঈদের নামায পড়ানোর শরয়ী বিধান কি?

উত্তর : অভিজ্ঞ ফিকাহবিদগণ যদিও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শর্ত সাপেক্ষে নিজ মাযহাব ছেড়ে অন্য মাযহাবের উপর আমল করার অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য এমনটি করার অবকাশ নেই। তাই উল্লেখিত সুরতে নিজ মাযহাব ছেড়ে ১২ তাকবীরের সাথে ঈদের নামায পড়ানো বৈধ হবে না।

وفی عقود رسم المفتی : وقال الامام ابوعمر وفی اداب المفتی اعلم ان من یکتفی بان یکون فتواه او عمله موافقا لقول او وجه فی المسئلة ویعمل بما شاء من الاقوال والوجوه من غیر نظرفی الترجیح فقد جهل وخرق الاجماع ـ (الافتاء بغیر الراجع حرام ٤٧ انور)

প্রমাণ ঃ শামী ৩/৫০৮, উসুলে ইফতা ١٧١, উকুদে রসমুল মুফতী ৪৭

জাহাজে ঈদুল ফিতর ও আযহার নামায পড়া

প্রশ্ন : আমরা জাহাজে চাকরি করি। আমাদের মাসের পর মাস জাহাজে থাকতে হয়। আমরা কি জাহাজে ঈদুল ফিতর-ঈদুল আযহার নামায আদায় করতে পারবো?

উত্তর : আপনাদের উপর ঈদের নামায ওয়াজিব নয়। আর জাহাজে ঈদের নামায আদায় করলেও আদায় হবে না। কেননা জুমা ও ঈদের নামায আদায় হওয়ার শর্তসমূহ থেকে অন্যতম শর্ত হলো শহর হওয়া, যা এখানে নেই।

وفی خلاصة الفتاوی : ویشترط للعید ما یشترط للجمعة من المصرو السلطان والاذن العام والجماعة عندنا الا الخطبة : (باب فی صلوة العیدین ١/ ٢١٣ رشیدیة)

প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর ২/৩৯, আল বাহরুর রায়েক ২/১৫৭, খুলাসা ১/২১৩, হিদায়া ১/১৭২

ঈদের নামায পড়িয়ে টাকা নেওয়া

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত আছে যে, ঈদের নামায পড়ানোর পর ইমাম সাহেবকে টাকা দেওয়া হয়। এখন আমার জানার বিষয় হল যে যদি ইমাম সাহেব মহল্লা মসজিদের হয় তাহলে তার জন্য ঐ টাকা নেওয়া জায়েয আছে কিনা? আর যদি ইমাম সাহেব মহল্লার না হয়। বরং শুধু ঈদের নামায পড়ানোর জন্য আসেন তাহলে তার জন্য ঐ টাকা নেওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ঈদের নামায পড়ানোর কারণে ইমাম সাহেবকে যে টাকা দেওয়া হয় তা নেওয়া বৈধ। চাই উক্ত ইমাম সাহেব মহল্লার হোক বা শুধু ঈদের নামায পড়ানোর জন্য নির্ধারিত ইমাম হোক।

کما فی تحفة الاحوذی : الصحیح جواز اخذالاجرة علی الاذان والصلاة والقضاء وجمیع الاعمال الدینیة : (باب ما جاءفی کراهیة ان یأخذ المؤذن علی الاذان اجراً : ١٠/ ٤٦١ دار الحدیث)

প্রমাণ : তুহফাতুল আহওয়াযী ১০/৪৬১, দুররে মুখতার ১/১৭৯, আল বাহরুর রায়েক ১/২৫৪, হাশিয়ায়ে হিদায়া ১/৩০৩ হা ১১, আল ফিকহুল ইসলামী ১-২/২৫৬

তাকবীরে তাশরীক জোরে পড়া

প্রশ্ন : তাকবীরে তাশরীক জোরে পড়বে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, তাকবীরে তাশরীক স্বাভাবিক ভাবে উঁচু আওয়াজে পড়বে।

وفى منية المصلى : ويستحب التكبير جهرا فى طريق المصلى يوم الا ضحى اتفاقا للاجماع واما يوم الفطر فقال ابو حنيفة لا يجهربه وقالا يجهر (فصل فى صلاة العيدين :٥٢١ مذهبى كتب خانه)

প্রমাণ ; আল বাহরুর রায়েক ২/১৬২, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৩৩৯, বিনায়া ৩/১৩২, হাশিয়ায়ে তহতবী ৫৩৮, মুনিয়াতুল মুসল্লি ৫২১

মহিলার উপর তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব

প্রশ্ন : মহিলার উপর তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব কিনা? **উত্তর :** হ্যাঁ, মহিলাদের উপরও তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজিব। তবে তারা বিনা আওয়াজে পড়বে।

وفى الدرالمختار : يجب تكبير التشريق... عقب كل فرض... ادى بجماعة ...على امام مقيم بمصر وعلى مقتد مسافر او قروى او امرأة : (باب العيدين : ١/ ١١٧ زكريا)

প্রমাণ : সুরা বাকারা -২০৩, দুররে মুখতার ১/১১৭, আল বাহরুর রায়েক ২/১৬৬, হিদায়া ১/১৭৫, হিন্দিয়া ১/১৫২, কানযুদ দাকায়েক ৪৭, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৩৪১

তাকবীরে তাশরীক একবার বলা ওয়াজিব

প্রশ্ন : তাকবীরে তাশরীক একবার বলা ওয়াজিব না তিন বার?

উত্তর : তাকবীরে তাশরীক একবার বলাই ওয়াজিব। তিনবার বলা খেলাফে সুন্নাত।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : يجب على الرجال والنساء تكبير التشريق فى الاصح مرة وان زاد عليها يكون فضلا ـ (باب العيدين : ٣٤١/٢ رشيدية)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১১৬, হিদায়া ১/১৭৫, হিন্দিয়া ১/১৫২, কাবীরী ৫২৮, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৩৪১

ঈদের খুৎবা চলাকালীন কাযা নামাজের কথা স্মরণ হওয়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তির ঈদের খুৎবা চলাকালীন সময় কাযা নামাজের কথা মনে হয়, তাহলে কি সে ঐ সময় কাযা নামায পড়তে পারবে?

উত্তর : উল্লিখিত সুরতে ঐ ব্যক্তির জন্য কাযা নামায পড়া নিষেধ। কারণ খুৎবা চলাকালীন সময় নামায, যিকির ইত্যাদি পরিহার করে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শ্রবণ করা ওয়াজিব।

كما فى الدرالمختار : وكل ما حرم فى الصلوة حرم فيها اى فى الخطبة فيحرم اكل شرب وكلام ولو تسبيحا او رد السلام او امر بمعروف بل يجب عليه ان يستمع ويسكت : (باب الجمعة ١/ ١١٣ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১১৩, হিদায়া ১/১৭১, কুদুরী ৩৭, কানযুদ দাকায়েক ৪৫, আলমগীরী ১/১৪৭, তাতার খানিয়া ১/৫৪৪

নাবালেগের ঈদের খুৎবা পড়া

প্রশ্ন : ঈদের খুৎবা নাবালেগের জন্য পড়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : যদি এমন নাবালেগ হয় যে, ভালো মন্দ বুঝে তাহলে তার খুৎবা পাঠ করা জায়েয হবে। নচেৎ হবে না।

كما فى الشامية : فإن الخطيب يشترط فيه ان يصلح للامامة وفى الظهيرية لو خطب صبى اختلف المشايخ فيه والخلاف فى صبى يعقل اه والأكثر على الجواز۔ (١٦٢/٢ سعيد)

প্রমাণ : শামী ২/১৬২, দুররে মুখতার ১/১১৩, আল বাহরুর রায়েক ২/১৪৭

ঈদের নামাজে খুৎবা না পড়লে নামাজের হুকুম

প্রশ্ন : ঈদের নামাজের খুৎবা না পড়ার দ্বারা নামায হবে কিনা?

উত্তর : ঈদের নামাজের খুৎবা না পড়ার দ্বারাও নামায হয়ে যাবে। কেননা ঈদের নামাজের জন্য খুৎবা শর্ত নয়। বরং খুৎবা সুন্নাত। তবে ছেড়ে দেওয়া মাকরূহ।

وفى بدائع الصنائع: كل ما هو شرط وجوب الجمعة وجوازها فهو شرط وجوب صلاة العيدين وجوا زها من الامام و المصر والجماعة والوقت إلا الخطبة فإنها سنة بعد الصلوة ولوتركها جازت صلوة العيد (فصل : وأماشرائط وجوبها الخ ١/ ٦١٦ زكريا)

প্রমাণ : শামী ২/১৬৬, বাদায়ে ১/৬১৬, হিন্দিয়া ১/১৫০, তাতার খানিয়া ১/৫৫৭, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৩৩৭

ঈদগাহের হুকুম

প্রশ্ন : ঈদগাহের হুকুম মসজিদের হুকুমের মত না কি ভিন্ন?

উত্তর : ঈদগাহ অনেক বিষয়ে মসজিদের হুকুমে। তাই মসজিদের আদব- এহতেরাম

ও হেফাজত করা যেরূপ জরুরী তেমনিভাবে ঈদগাহেরও আদব এহতেরাম ও হেফাজত করা জরুরী। প্রয়োজনে মসজিদ বা ঈদগাহ কমিটি মাঠের চার দিকে বাউন্ডারী দিবে। যাতে গরু-ছাগল প্রবেশ, খেলা-ধুলা ইত্যাদি না করতে পারে।

كما فى الدر المختار: واما المتخذ لصلوة جنازة او عيد فهو مسجد فى حق جواز الا قتداء وان انفصل الصفوف رفقا بالناس لا فى حق غيره به يفتى نها ية فحل دخول الجنب و حائض كفناء المسجد ـ (ما يفسد الصلوة وما يكره : ٩٣/١ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৯৩, শামী ১/৬৫৮, তাতার খানিয়া ১/৫৬৫, মুনিয়াতুল মুসাল্লী ৫৬৬

কাযা নামাজে তাকবীরে তাশরীক বলার

প্রশ্ন : কাযা নামাজে তাকবীরে তাশরীক বলা জরুরী কি না?

উত্তর : যদি কারো আইয়্যামে তাশরীকের দিন গুলিতে কোন নামায কাযা হয়, এবং সে ঐ নামায আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যেই কাযা করে তাহলে তাকবীরে তাশরীক বলতে হবে। আর যদি আইয়্যামে তাশরীক অতিবাহিত হওয়ার পর কাযা করে তাহলে তাকবীরে তাশরীক বলতে হবে না।

وفى العالمكيرية : ولو نسى صلاة من ايام التشريق فذكرفى ايام التشريق من تلك السنة قضاها وكبر ـ (باب العيد١٥٣/١ رشيدية)

প্রমাণ : সুরা বাকরা ২০৩, শামী ২/১৭৯, সিরাজিয় ১১৪, হিন্দিয়া ১/১৫৩, আল বাহরুর রায়েক ৪/১৬৬

ঈদগাহে পৌছার পর তাকবীর পড়া বন্ধ করবে

প্রশ্ন : ঈদের নামায পড়তে মাঠে যাওয়ার সময় তাকবীর পড়া কখন বন্ধ করবে?

উত্তর : ঈদগাহে পৌছার পর তাকবীর পড়া বন্ধ করে দিবে।

وفى البحر الرائق: ويكبر فى حال خروجه الى المصلى جهرا فاذا انتهى الى المصلى يترك : (باب العيد ين ١٦٣/٢ رشيدية)

প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর ২/৪১, আল বাহরুর রায়েক ২/১৬৩, কানযুদ দাকায়েক ৪৬, শরহে বেকায়া ১/২০২, তাতার খানিয়া ১/৫৬১

তাকবীরে তাশরীক কখন পড়তে হয়

প্রশ্ন : তাকবীরে তাশরীক কখন পড়তে হয়?

উত্তর : তাকবীরে তাশরীক আরাফার দিন ৯ যিলহজ্ব ফজর নামাজের পর থেকে ১৩ই যিলহজ্ব আছরের নামায পর্যন্ত প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর উচ্চস্বরে একবার বলা ওয়াজিব।

وفى الهداية: يبدأ بتكبير التشريق... بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ويختم عقيب صلوة العصر من يوم النحر وهو عقيب الصلاة المفروضات على المقيمين فى الا مصار فى الجماعة المستحبة ـ (فصل فى تكبير التشريق ١/ ١٧٤ اشرفى)

প্রমাণ : সুরা বাকারা ২০৩, হিন্দিয়া ১/১৫২, হিদায়া ১/১৭৫, সিরাজিয় ১১১, বাদায়ে ১/৪৫৮

ঈদের নামাজের পরে মুসাফাহা ও মুআনাকা করা

প্রশ্ন : ঈদের নামাজের পরে মুসাফাহা ও মু'আনাকা করার হুকুম কি?

উত্তর : মুসাফাহা ও মু'আনাকা করা মূলত সুন্নাত। তবে যদি কেউ ঈদের দিনে প্রথা হিসাবে বা জরুরী মনে করে তাহলে বিদআত বলে গণ্য হবে।

كمافى الترمذى : عن قتادة قال قلت لانس بن مالك هل كانت المصافحة فى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم : (باب المصافحة ٢/ ١٠٢ اشرفية)

প্রমাণ : তিরমিযী ২/১০২, ইবনে মাজাহ ২৬৩, শামী ৬/৩৮১, কানযুদ দাকায়েক ৪২৬

ঈদের খুতবায় তাকবীর বলার পরিমাণ

প্রশ্ন : ঈদের খুৎবায় কতবার তাকবীর বলা মুস্তাহাব?

উত্তর : ঈদের প্রথম খুৎবার শুরুতে নয় বার ও দ্বিতীয় খুৎবার শুরুতে সাতবার তাকবীর বলা মুস্তাহাব।

كما فى العالمكيرية : ويستحب ان يفتتح الخطبة الاولى بتسع تكبيرات تترى والثانية بسبع (فصل فى صلوة العيدين ١/ ١٥٠ حقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৫০, আল বাহরুর রায়েক ২/১৬২, শামী ২/১৭৫, দুররে মুখতার ১/১১৬

ঈদের নামাজের পর মোনাজাতের উত্তম সময়

প্রশ্ন : ঈদের নামাজের পর কখন মোনাজাত করা উত্তম?

উত্তর : যেহেতু নামাজের পরে মোনাজাত করা ছাবেত আছে তাই ঈদের নামাজের সালাম ফিরানোর পরেই মোনাজাত করা উত্তম।

وفى الصحيح لمسلم : عن عائشة قالت كان النبى صلى الله عليه وسلم اذا سلم لم يقعد الا مقدار مايقول اللّٰهُمَّ انت السلام ومنك السلام ـ (٢١٨/١ اشرفية)

প্রমাণ : আবু দাউদ ১/২১১, নাসায়ী ১/১৫১, মুসলিম ১/২১৮, তিরমিযী ১/৬৬

ঈদগাহে বিভিন্ন রঙ্গের কাপড় দিয়ে গেইট সাজানো

প্রশ্ন : ঈদগাহে লাল, নীল, সাদা কাপড় দিয়ে গেইট সাজানো যাবে কি?

উত্তর : ইসলামের দৃষ্টিতে উল্লিখিত কাজ অপচয় ও অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। বিজাতীয়দের রীতি-নীতি যা নাজায়েয। যার থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

وفى التفسير المظهرى : (قوله تعالى : ولا تبذرتبذيرا) اى لا تنفق مالك فى المعصية قال مجاهد لو انفق الانسان ماله كله فى الحق ما كان تبذيرا ولو انفق مدا فى الباطل كان تبذير : (٥/ ... حافظ)

প্রমাণ : সুরা বনী ইস্রাঈল ২৭, সুরা ফুরকান ৬৭, সুরা মুমিন ২৮, তাফসীরে মাযহারী ৫, মাওসুআ ৪/১৯৪

খুৎবার সময় মুক্তাদি তাকবীরে তাশরীক পড়বে না

প্রশ্ন : খুৎবার সময় মুক্তাদির জন্য ইমামের সাথে তাকবীরে তাশরীক ও দরুদ শরীফ পড়া যাবে কি না?

উত্তর : না, খুৎবার সময় মুক্তাদির জন্য ইমামের সাথে তাকবীরে তাশরীক পড়া যাবে না। কেননা খুৎবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। তবে দরুদ শরীফ মনে মনে পড়তে পারবে।

كما فى الشامية: اذا ذكرالنبى صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يصلواعليه با لجهر بل بالقلب وعليه الفتوى : (مطلب فى شروط وجوب الجمعة : ٢/ ١٥٨ سعيد)

প্রমাণ : শামী ২/১৫৮, দুররে মুখতার ১/১১৩, হিন্দিয়া ১/১৪৭, বাদায়ে ১/৫৯৩, ফাতহুল কাদীর ২/৩৯-৩৭, তাতার খানিয়া ১/৫৪৪

ঈদের নামাজের অতিরিক্ত তাকবীর

প্রশ্ন : উলামায়ে আহনাফের নিকট ঈদের নামাজে অতিরিক্ত তাকবীর কয়টি?

উত্তর : উলামায়ে আহনাফের নিকট ঈদের নামাজে অতিরিক্ত তাকবীর হল ৬টি।

وفى الشامية : ·قوله وهى ثلاث تكبيرات) هذا مذ هب ابن مسعود وكثير من الصحابة ورواية عن ابن عباس وبه اخذ ائمتنا الثلاثة ـ (مطلب يطلق المستحب على السنة وبالعكس ٢/١٧٢ شعيد)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৭২, শামী ২/১৬৮, বেনায়া ৩/১০৮, হিদায়া ১/১৭৩

রাত ১০ টায় চাঁদ দেখে পরের দিন ঈদ করা

প্রশ্ন : ২৯শে রমজানে সন্ধ্যায় যদি চাঁদ না দেখে রাত ১০ টার পর দেখে তাহলে পরের দিন ঈদ করতে পারবে কিনা?

উত্তর : যে কোন মাসের প্রথম তারিখের চাঁদ সূর্যাস্ত থেকে ১.৫ ঘন্টা পর দেখা যায় না। সুতরাং রাত ১০টার পর চাঁদ দেখার কথা অবাস্তব। তবে ২৯ তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে তার প্রকৃত খবর প্রকাশ পাওয়া সময়ের প্রয়োজন বিধায় শরীয়ত সমর্থিত হেলাল কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যখনই ঘোষণা করা হোক না কেন তার উপর আমল করা জনসাধারণের দায়িত্ব। অতএব ১০টার পর ঘোষণা হলে পরের দিন ঈদ করতে হবে।

وفى التاتارخانية : ولوشهد واعلى هلال الفطر انهم رأوه البارحة وذلك بعد الزوال افطروا ـ (٢/٩٥)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৪৯, শামী ২/৩৯০, তাতার খানিয়া ২/৯৫

নিজে ব্যবহার করার শর্তে জমি ঈদের জন্য নির্দিষ্ট করা

প্রশ্ন : একজন ব্যক্তি নিজের জমি ঈদের নামাজের জন্য নির্দিষ্ট করল এই শর্তের সাথে যে আমি জমিন ব্যবহার করবো। এখন তার মৃত্যুর পরে সে জমিন ওয়ারিসদের কাছে চলে গেছে। গ্রামের মানুষ ঈদগাহ পাকা করতে চায় কিন্তু তারা বাধা দেয়। এর বিধান কি জানতে চাই।

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে মালিক যদি অনুমতি দিয়ে থাকে বা মালিক ওয়াকফ করে থাকে তাহলে জমি পাকা করতে পারবে। আর যদি অনুমতি না দেয় বা ওয়াকফ না করে তাহলে নামায হয়ে যাবে। কিন্তু পাকা করতে পারবে না।

كمافى الدر المختار : ولا يصح وقف مسلم او ذمى على بيعت او حربى قيل او مجوسى وجاز على ذمى لا نه قربة حتى لو قال على ان من اسلم من ولده او انتقل الى غيرالنصرانية فلا شئ ـ (باب الوقف ٣٧٧/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৩৭৭, আল ফিকহুল ইসলামী ৮/১৮৯, বাদায়ে ৫/৩২৬

তাকবীরে তাশরীকের কাযা নেই

প্রশ্ন : তাকবীরে তাশরীকের কাযা আছে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : না, তাকবীরে তাশরীকের কাযা নেই।

كمافى الدر المختار : يجب تكبير التشريق ... عقب كل فرض عينى بلافصل يمنع البناء ـ (باب العيدين ١١٦/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১১৬, শামী ২/১৭৯, বাদায়ে ২/১৫

এক ঈদগাহে একাধিক জামাত করা বৈধ

প্রশ্ন : একই ঈদগাহে বা একই মসজিদে দ্বিতীয় জামাত করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : ওজরের কারণে দ্বিতীয় জামাআত করা বৈধ আছে। অন্যথায় মাকরূহ হবে।

وفى الهندية : وتجوز اقامة صلاة العيد فى موضعين... وقال بعضهم يكره (باب العيدين ١٥٠/١)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১১৬, আলমগীরী ১/১৫০, সিরাজিয়্যা ১০৮, আল বাহরুর রায়েক ২/১৬২

ঈদের দিন কবর জিয়ারত

প্রশ্ন : ঈদের দিন কবর জিয়াতের বিধান কি?

উত্তর : যে কোন দিন কবর জিয়ারতের অনুমতি রয়েছে। এমনকি ঈদের দিনও কবর যিয়ারত করতে পারবে। তবে এ ব্যাপারে জরুরী মনে করা যাবে না, বা কাউকে জিয়ারতের জন্য বাধ্য করা যাবে না।

كمافى الشامية : قوله وبزيارة القبور اى لا باس بها بل تندب ـ (مطلب فى زيارة القبور ٢٤٢/٢ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ২/২৪২, মাউসুয়া ২৪/৮০, হাশিয়ায়ে তহতবী ৬১৯, মাহমুদিয়া ২/২৭৬

ঈদের নামায ওজরের কারণে প্রথম দিন পড়তে না পারলে

প্রশ্ন : ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার নামায কতদিন পর্যন্ত পড়া যায়?

উত্তর : ঈদুল ফিতরের নামায যদি কোন শরয়ী ওজরের কারণে প্রথম দিন পড়তে না পারে তাহলে দ্বিতীয় দিন পড়তে পারবে, এরপরে জায়েয নেই। আর ঈদুল আজহার নামায শরয়ী ওজরে তৃতীয় দিন তথা জিলহজ্বের বার তারিখ পর্যন্ত পড়া জায়েয আছে।

وفى العاكميرية : وتؤخر صلاة عيد الفطر الى الغد اذا منعهم من اقامتها عذر بأن غم عليهم الهلال... واذا حدث عذر يمنع من الصلاة فى يوم الاضحى صلاها من الغد يعد الغد والا يصليها بعد ذلك (باب صلاة العيد ١٥١/١)

প্রমাণ ঃ খুলাসা ১/৩১৪, তহত্বী ৫৩৬, আলমগীরী ১/১৫১

ঈদের তাকবীরে ভুল করলে করণীয়

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি ঈদের নামায পড়াতে গিয়ে অতিরিক্ত ছয় তাকবীর দিতে ভুলে যায় অথবা ছয় তাকবীরের স্থলে চার তাকবীদেয় তাহলে নামায আদায় হবে? না কি সিজদায়ে সাহু দিতে হবে?

উত্তর : ঈদের নামাজে প্রথম রাকাতে তাকবীরে তাহরীমা এবং দ্বিতীয় রাকাতে রুকুর তাকবীর ছাড়া প্রতি রাকাতে অতিরিক্ত তিনটি করে তাকবীর দেওয়া ওয়াজিব। যদি এই ছয় তাকবীর থেকে এক বা একাধিক তাকবীর ছুটে যায়, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। কিন্তু ঈদের জামাতে সাধারণত লোক সমাগম হয় বেশী। এমতাবস্থায় সিজদায়ে সাহু দিতে গেলে ফেৎনার আশংকা থাকে। এজন্য সিজদায়ে সাহু করা ওয়াজিব নয়। বরং যথা নিয়মেই নামায শেষকরবে।

كما فى الشامية : والسهو فى صلاة العيد والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء والمختار عند المتاخرين عدمه فى الاولیین لدفع الفتنة ـ (باب سجود السهو ١/ ٩٢ سعيد)

প্রমাণ : শামী ১/৯২, হিন্দিয়া ১/১২৬, দুররে মুখতার ১/১০৩, হাশিয়াতুত তহতবী /৪৬৫

ঈদের নামাজের পর দুআ করা মুস্তাহাব

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বলেন যে, ঈদের নামাজের খুতবার পরে একাকী বা সম্মিলিত ভাবে দুআ করা অবশ্যই বিদআত এবং গোমরাহী। এটি সঠিক কিনা? এ ব্যাপারে শরয়ী ফয়সালা কি?

উত্তর : ঈদের নামাজের পর দুআ করা মুস্তাহাব। তবে খুতবার শেষে দুআ করার কোন প্রমাণ কোরআন হাদীস ও ফিকহার কিতাব পাওয়া যায় না বিধায় একে বিদআত বা গোমরাহী বলা ঠিক না। বরং খুতবার পরেও সুন্নাত বা মুস্তাহাব মনে না করে দুআ করা যেতে পারে।

وفى اعلاء السنن : والحاصل ان ماجرى به العرف فيد يارنا من أن الامام يدعو فى دبربعض الصلوات مستقبلا للقبلة ليس بدعة بل له أصل فى السنة ـ (باب الا نحراف بعد السلام ١-٢/٩٩٧ دارالفكر)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/১৩২, তিরমিযী ১/১২০, ইলাউছ সুনান ১২/৯৯৭

অনির্ধারিত ব্যক্তি মুকাব্বির হওয়া

প্রশ্ন : জামাতের সাথে নামায পড়া কালে অনেক সময় হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার কারণে সাউন্ড বক্স বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে ইমামের তাকবীরের

আওয়াজ পিছন পর্যন্ত পৌঁছে না। তখন অনির্ধারিত অনেক মানুষকে মুকাব্বির হতে দেখা যায়। জানার বিষয় হল এরূপ অনির্ধারিত মুকাব্বির হওয়ার বিধান কি?

উত্তর : মুকাব্বির হওয়ার জন্য পূর্বে থেকেই নির্ধারি হওয়া শর্ত নয়। সুতরাং মুক্তাদীদের সুবিধার জন্য ইমামের তাকবীরের আওয়াজ পেছন পর্যন্ত পৌঁছানোর লক্ষ্যে যে কোন মুক্তাদী মুকাব্বির হতে পারবে। নির্ধারণ করা জরুরী নয়।

وفی الموسوعة الفقهية: يستحب الامام ان يجهر بالتكبير بحيث يسمع المامون ليكبروا.. فان لم يمكنه اسماعهم جهر بعض المامونين ليسمعهم او ليسمع من لايسمع الامام۔ (١١٧/١٠ امداد)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/৯৯, শামী ১/৪৭৫, মাউসুয়া ১০/১১৭

ঈদ মোবারক বলার বিধান

প্রশ্ন : ঈদের দিনে ঈদ মোবারক বলার যে প্রথা চালু আছে শরীয়তে তার কোন ভিত্তি আছে কি?

উত্তর : ঈদের দিনে কয়েকটি কাজ সুন্নাত যা প্রত্যেক মুসলমানের খুশির দিনে (ঈদে) জায়েয রাখা হয়েছে। যা হাদিস এবং সালাফে সালেহীনদের নমুনায় পাওয়া যায়। অথচ বদরুসুম এবং প্রচলিত বিদআত থেকে বেঁচে থাকাও অত্যন্ত প্রয়োজন। উল্লেখিত প্রশ্ন অনুযায়ী ঈদের খুশিতে যদি একজন মুমিন ব্যক্তি অন্য মুমিনকে একথা বলে যে (ঈদ মোবারক) অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা আপনার রোযা, নামায, তারাবীহ কবুল করুন অথবা কুরবানী কবুল করুন। তাহলে এটা ইবাদত করার প্রতি উৎসাহ এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে নেক আমলের জন্য দুআ। এমনভাবে বলার দ্বারা কোনো ক্ষতি নেই। অথচ এমন শব্দ বলাকে জরুরী মনে করা এবং যে এমন শব্দ বলে না তার প্রতি অসন্তুষ্টি হওয়া। অথবা ঈদ মোবারক বলার জন্য বাড়ি বাড়ি যাওয়া এমন কাজ করা মাকরুহ এবং সওয়াবের নিয়তে করা বিদআত।

كمافی صحيح البخاری: فقال ابوبكر بمزامير الشيطان فی بيت رسول الله صلی الله عليه وسلم وذلك فی يوم عيد فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم يا ابا بكر ان لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا ـ باب سنة العيدين لاهل الاسلام ١٣٠/١ اشرفية)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/১৩০, দুররে মুখতার ১/১১৪, শামী ২/১৬৯, ফাতহুল বারী ৩/১২১

ঈদের খুৎবা কি দিয়ে শুরু করা মুস্তাহাব

প্রশ্ন : ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে খুৎবা কি দিয়ে শুরু করা মুস্তাহাব। এবং প্রথম খুৎবা ও দ্বিতীয় খুৎবায় তাকবীর কতবার পড়া মুস্তাহাব।

উত্তর : ঈদের নামাযের খুৎবা আল্লাহু আকবার দিয়ে শুরু করা মুস্তাহাব। খুৎবাতে তাকবীরের নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নাই তবে উচিৎ হল খুৎবাতে তাকবীরের সংখ্যা বেশী না হওয়া এবং ঈদুল ফিতর থেকে ঈদুল আযহায় তাকবীর বেশী হওয়া।

كما فى رد المحتار : قوله ويستحب الخ.ذكر ذلك فى المعراج عن مجمع النوازل وقال فى الخانية: انه ليس للتكبير عدد فى ظاهر الرواية لكن ينبغى ان لا يكون اكثر الخطبة التكبير ويكبر فى الأضحى اكثر من الفطر. (مطلب امر الخليفة لا يبقى بعد موته ج٢ صـ١٧٥ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ২/১৭৫, আমলগীরী ১/১৫০, তাতার খানিয়া ১/৫৫৯, আল মাউসুআতুল ফিকাহিয়্যাহ-১৯/১৮৬)

নামাযের বিবিধ মাসায়েল

স্বপ্নদোষের সংজ্ঞা ও গোসল না করে নামায পড়া প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : স্বপ্নদোষ কাকে বলে? বীর্যপাত হওয়া কোন অশ্লীল কিছু দেখে নাকি এছাড়া অন্য কিছুকেও স্বপ্নদোষ বলে। অনেক সময় রাতে স্বপ্নদোষ হয় সময়ের স্বল্পতার কারণে গোসল করে ফজরের নামায পড়তে পারি না।

এখন আমার প্রশ্ন নাপাক হওয়ার পর গোসল করার পূর্বেই সূর্য উঠে যায়, এ অবস্থায় যদি গোসল না করে দেহের নিম্নাংশ ধুয়ে কাপড় পরিবর্তন করে নেই তাহলে কি নামায পড়তে পারবো। আর বীর্য শরীর থেকে ধৌত করার পরও সন্দেহ হয় যে হয়তো বীর্য শরীরে রয়েই গেছে।

উত্তর : ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত হওয়ার নামই স্বপ্নদোষ। ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত হওয়ার পর কোন কিছু স্বপ্নে না দেখলে বা দেখার পর তা স্মরণ না থাকলেও তাতে গোসল ফরয হবে এবং ফরয গোসলের নিয়মানুযায়ী গোসল করে পবিত্র হওয়ার পরই নামায পড়া এবং কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে। গোসল ফরয হওয়ার পর গোসল না করে শুধু দেহের নিম্নাংশ ধুয়ে কাপড় পরিবর্তন করে নামায পড়লে নামায হবে না। রাত্রে স্বপ্নদোষ হলে ফজরের আযানের সাথে সাথে উঠে গোসল করে নিবে অলসতা করবে না, এরপরেও কোনদিন দেরী হয়ে গেলে প্রথমে গোসল শেষ করবে। গোসলের কারণে ওয়াক্ত চলে গেলে নামায কাযা পড়ে নিবে।

শরীরে বা কাপড়ে বীর্য লেগে থাকলে তা ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেয়ার পর সন্দেহের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই, বরং এরূপ সন্দেহ করা নিষেধ।

وفى رد المحتار : (فرض الغسل).... اقول: فيه ان الغسل فى الاصطلاح غسل البدن واسم البدن يقع على الظاهر والباطن الا ما يتعذر ايصال الماء اليه او يتعسر الى قوله ويدل عليه انه فى البدائع ذكر ركن الغسل وهو اسالة الماء على جميع ما يمكن اسالته عليه من البدن من غير حرج. (جا صـ١٥١)

(প্রমাণ : শামী ১/১৫১, ইমদাদুল ফাতাওয়া-১/৪৯, কাশফুল আছরার-১/৪২)

চেয়ারে বসে নামায পড়া কখন জায়েয?

প্রশ্ন : আমাদের দেশে বিভিন্ন মসজিদে দেখা যায় কিছু লোক চেয়ারে বসে নামায পড়েন, এক্ষেত্রে বিধান কি? যে কোন ওযরেই চেয়ারে বসে নামায পড়া যাবে? নাকি কোন শর্ত রয়েছে।

উত্তর : যে কোন ওযরেই চেয়ারে বসে নামায পড়া যাবে না। এক্ষেত্রে শর্ত হল কিয়াম ও রুকু সিজদা থেকে অক্ষম হওয়া। আর এই অক্ষমতা তিন ধরনের হতে পারে যথা-

(ক) মুসল্লী দাঁড়াতে অক্ষম রুকু সিজদা করতে সক্ষম, এমতাবস্থায় চেয়ারে বসে ইশারা করে নামায আদায় করা সহীহ হবে না; বরং জমিতে বসে রুকু সিজদার মাধ্যমে নামায আদায় করতে হবে।

(খ) মুসল্লী দাঁড়াতে সক্ষম, রুকু সিজদা করতে অক্ষম। এমতাবস্থায় চেয়ারে বসে রুকু সিজদা ইশারার মাধ্যমে আদায় করা সহীহ হবে। তবে কিয়ামের পূর্ণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এমনকি পূর্ণ সময় দাঁড়াতে না পারলে যতটুকু সময় দাঁড়ানো সম্ভব হবে ততক্ষণ দাঁড়ানো আবশ্যক। অন্যথায় নামায হবে না।

(গ) মুসল্লী দাঁড়াতে ও রুকু সিজদা করতে অক্ষম, এমতাবস্থায় চেয়ারে বসে নামায পড়া সহীহ হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : যে সকল সুরতে চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয সে সকল সুরতেও জমিনে বসে নামায পড়া উত্তম এবং সিজদার ক্ষেত্রে পা বের করে দিয়ে যেভাবেই সম্ভব হয় জমিনে সিজদা করতে পারলে, সিজদা করতে সক্ষম হিসাবে বিবেচিত হবে।

كما فى اعلاء السنن : فائدة الظاهر من حديث عمران أن القادر على القيام العاجز عن الركوع والسجود يجب عليه القيام للقرائة ويومئ للركوع والسجود لما فيه من تعليق الجواز قاعدا بشرط العجز عن القيام، ولا عجز فى هذه الصورة ولان القيام ركن فلا يجوز تركه مع القدرة عليه.... لم يسقط عنه القيام ويصلى قائما فيومئ بالركوع ثم يجلس فيؤى بالسجدة. جـ٥-٦ صـ٢٠٩٣ دار الفكر)

(প্রমাণ : ইলাউস্ সুনান-৫-৬/২০৯৩, ২০৯৩, মারাকিউল ফালাহ-৪৩১, ফাতহুল ক্বাদীর-১/৪৬০, আল বাহরুর রায়েক-২/১১২, তাতার খানিয়া-১/৫৮০-৫৮২, সিরাজিয়্যাহ-১১৩)

ফরয নামায দুইবার পড়া প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি ইশার ফরয নামায দুই জামাআতের সাথে দুইবার পড়েছে। প্রথম জামাআতের সাথে নফলের নিয়তে। দ্বিতীয় জামাআতের সাথে ফরযের নিয়তে। তার প্রথম জামাআতের নামায নফল ও দ্বিতীয় জামাআতের নামায ফরয হিসাবে আদায় হয়েছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ উল্লেখিত অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির প্রথম জামাআতে নামায নফল ও দ্বিতীয় জামাআতের নামায ফরয হিসাবে আদায় হয়েছে।

وفى الصحيح لمسلم : عن جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل كان يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلى بهم تلك الصلاة. (جا صـ١٨٧ المكتبة الاشرفية)

(প্রমাণ : বুখারী ১/৯৭, মুসলিম ১/১৮৭, আবু দাউদ ১/৮৮, দুররে মুখতার ১/৮৪, শামী ১/৫৭৯-৫৮০)

ঔষধ দ্বারা হায়েয-নেফাস বন্ধ করলে নামায-রোযার হুকুম সম্পর্কে

প্রশ্ন : যদি ঔষধ বা অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করার কারণে হায়েয বা নেফাস বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে নামায রোযার হুকুম কি?

উত্তর : ঋতুবতী মহিলা যদি ঔষধ বা অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করে হায়েয নেফাস বন্ধ রাখে, তাহলে নামায-রোযা যথাযথ ভাবে আদায় করতে হবে। তবে ঔষধ সেবন করার দ্বারা শারীরিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই এর থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

كما فى الموسوعة الفقهية : ثم ان المرأة متى شربت دواء وارتفع حيضها فانه يحكم لها بالطهارة. (باب الحيض جـ١٨ صـ٣٢٧ مكتبة وزارة الاوقاف)

(প্রমাণ : আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ১৮/৩২৭, মুসলিম শরীফ ১/১৫১, বুখারী ১/৪৪, তাতার খানিয়া ১/২০৩, শামী ১/২৮৪)

ফজর ও আছরের পর এহরামের নামায পড়া

প্রশ্ন : ফজর ও আছরের পর এহরামের নামায পড়া যাবে কিনা?

উত্তর : না, ফজর ও আছরের পর নফল নামায পড়া জায়েয নেই। তাই ইহরামের জন্য নামায না পড়ে মৌখিক ভাবে ইহরাম বাঁধবে।

كمافى العالمكيرية: ويصلى ركعتى الطواف فى وقت يباح له اداء التطوع فيه كذا فى شرح الطحاوى (باب الخامس ٢٢٦/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/২২৬, আল বাহরুর রায়েক ২/৩২১, সিরাজিয়্যা ৫৮,

রমযান ছাড়া মাগরিবের নামায বিলম্বে পড়া

প্রশ্ন : রমযান মাস ব্যতীত মাগরিবের নামায ২০ মিনিট দেরিতে শুরু করা কেমন?

উত্তর : রমযান মাস ব্যতীত মাগরিবের নামায বেশী বিলম্বে শুরু করা মাকরূহ তবে দুই রাকাত নফল নামাজের সমপরিমাণ বা তার কম বিলম্ব করা মাকরূহ হবে না।

وفى حاشية شرح الوقاية : يستحب تعجيله مطلقا لحديث لا تزال امتى بخيرما لم يؤخروا المغرب الى ان تشتبك النجوم ـ (كتاب الصلوة ١٣١/١)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৬১, হাশিয়া শরহে বেকায়া ১/১৩১, আল বাহরুর রায়েক ১/২৫৩

মাগরিবের আযানের ১৫-২০ মিনিট দেরিতে নামায পড়া

প্রশ্ন : প্রতিদিন মাগরিবের আযানের পর চাঁদা উঠানো হয় যার দরুণ নামায ১৫-২০ মিনিট দেরীতে শুরু হয়। এভাবে চাঁদা এবং দেরী করে নামায পড়ার শরয়ী বিধান কি?

উত্তর : মসজিদের প্রয়োজনে মসজিদের ভেতরে চাঁদা উঠানো জায়েয থাকলেও এভাবে মাগরিবের নামায দেরী করে চাঁদা উঠানো ঠিক নয়। যেহেতু মাগরিবের নামায ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে পড়া হয়, দেরী করা মাকরুহ। তাই ওয়াক্ত হয়ে যাওয়ার পর চাঁদা তোলার বাহানায় ১৫-২০ মিনিট দেরী করে মাগরিবের নামায আদায় করার দ্বারা নামায হয়ে গেলেও মাকরুহ হবে। বরং চাঁদা উঠানো প্রয়োজন হলে নামাজের পরে উঠাবে।

كمافى الدر المختار : واخر المغرب الى اشتباك النجوم اى كثرتها كره اى التاخير لا الفعل لانه ما موربه تحريما الا بعذر كسفر وكونه على اكل (كتاب الصلوة ٣٦٧/١)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৩৬৮, আল বাহরুর রায়েক ১/২৫৩

ফরজের ক্ষতিপূরণের নিয়তে নফল পড়া

প্রশ্ন : ফরজের ক্ষতিপূরণের নিয়তে নফল নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, ফরজের ক্ষতিপূরণের নিয়তে নফল নামায পড়া যাবে।

كما فى الدر المختار: وياتى بالسنة مطلقا لكونها مكملات ومافى حقه عليه الصلوة والسلام فلزيادة الدراجات (باب ادراك الفريضة ١٠٠/١ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১০০, হিদায়া– ১/১৫৩, হাশিয়ায়ে তাহতবী–৪৫৪, ফাতহুল কাদীর–২/৪১৯

নামাযী ব্যক্তি তার পিছনে জুতা রেখে নামায পড়া

প্রশ্ন : নামাযী ব্যক্তি তার পিছনে জুতা রেখে নামায পড়লে নামাজের কোন ক্ষতি হবে কিনা?

উত্তর : না, নামাজের কোন ক্ষতি হবে না। তবে চুরি হওয়ার সম্ভবনা থাকলে সামনে নিয়ে নামায পড়বে যাতে মনোযোগে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।

كما فى جامع الترمذى : عن سعيد بن يزيد ابى سلمة قال قلت لانس بن مالك أكان رسول الله ﷺ يصلى فى نعليه قال نعم (باب فى الصلوة فى النعال ١/ ٩١ زكريا)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/৯১, দুররে মুখতার ১/৯৩, তাতার খানিয়া ১/২৬০, আল বাহরুর রায়েক ১/২৬৮, আলমগীরী ১/৬৩

ফরয নামাজের পর হাত তুলে দুআ করা

প্রশ্ন : ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ করার বিধান কি?

উত্তর : ফরয নামাযের পর হাত তুলে দুআ করা মুস্তাহাব।

كمافى مصنف ابن ابى شيبة : بحواله امداد الفتاوى : : فتحصل من هذا كله ان الدعاء دبر الصلوات مسنون ومشروع فى المذاهب الاربعة لم ينكره الا ناعق مجنون قد ضل فى سبيل هواه ووسوس له الشيطان فاغواه ـ (١/٨٠٨ زكريا بكدفو)

প্রমাণ : মারাকিউল ফালাহ ৩১৬, ইলাউস সুনান ২১/৯৯৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৮০৮

واجعل اخرة দ্বারা মোনাজাত শেষ করা

প্রশ্ন : واجعل اخرة عند الموت لا اله الا الله বলার দ্বারা মুনাজাত শেষ করার বিধান কি?

উত্তর : উল্লিখিত বাক্য দ্বারা মুনাজাত শেষ করা সহীহ নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা, রাসূল (সঃ) এর উপর দুরূদ এবং আমীন বলার মাধ্যমে মুনাজাত শেষ করা মুস্তাহাব।

وفى الموسوعة الفقهية : ان يفتتح الدعاء بذكرالله عز وجل وبالصلاة على رسول الله بعد الحمد لله والثناء عليه ويختمه بذلك كله ايضا (فصل فى الدعاء ٢٦٤/٢ وزارة الاوقاف)

প্রমাণ : তিরমিযী ২/১৮৬, তুহফাতুল আওয়াজী ৮/৪৭৫, মাওসুআ ২/২৬৪

দুয়া কবুল হওয়ার লক্ষণ

প্রশ্ন : কোন সময় দুআ কবুল হয়েছে বলে মনে করা হবে?

উত্তর : দুআ কবুল হওয়ার অনেক লক্ষণের কথা বিভিন্ন বর্ণনায় পাওয়া যায়।

নিম্নে কয়েকটি লক্ষণ তুলে ধরা হল- ভয় লাগা, অন্তরের পরিবর্তন হওয়া, দেহের পশম দাঁড়িয়ে যাওয়া, চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়া, অন্তরের পরিবর্তনের পর প্রফুল্লতা অনুভব করা, হৃদয় ও মনের ক্লান্তি কেটে যাওয়া, নিজের উপর থেকে কোন বিপদ কেটে যাওয়ার উপলব্ধি হওয়া, ইত্যাদি।

وفى القران الكريم: وقال ربكم ادعونى استجب لكم - (سورة المؤمن ٦٠)

প্রমাণ : সুরা বাকারা ১৮৬, সুরা মু'মিন ৬০, তাফসীরে মাযহারী ৮/২৭১, মাওসুআ ২০/২৬০

মুনাজাতের সুন্নাত তরীকা

প্রশ্ন : মুনাজাতের সুন্নাত তরীকা কি?

উত্তর : মুনাজাতের সুন্নাত তরীকা হল, 'হামদ' ও সানা তথা আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ করে মুনাজাত শুরু করবে এবং শেষও করবে হামদ, সানা ও দুরূদ দিয়ে।

كما فى القران الكريم : واخر دعوهم ان الحمد لله رب العلمين (سورة يونس ١٠)

প্রমাণ : সূরা ইউনুস ১০, রুহুল মাআনি ৬/৭৬, তাফসীরে মাযহারী ৫/১২, তিরমিজি ২/১৮৫, আবু দাউদ ২/২০৮, মাউসুআ ২০/২৬৪,

মুক্তাদি একজন বা দুইজন হলে দাঁড়ানোর স্থান

প্রশ্ন : ইমাম যদি একজন মুক্তাদি নিয়ে নামাজে দাঁড়ায় তাহলে মুক্তাদি কোথায় দাঁড়াবে আর যদি দুইজন নিয়ে দাঁড়ায় তাহলে মুক্তাদিগণ কোথায় দাঁড়াবে?

উত্তর : মুক্তাদি যদি একজন হয় তাহলে ইমামের ডানে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। আর যদি মুক্তাদি দুইজন হয় তাহলে মুক্তাদিগণ ইমামের পিছনে দাঁড়ানো মুস্তাহাব।

وفى الهداية: ومن صلى مع واحد اقامه عن يمينه ... وان ام اثنين تقدم عليهما

(باب امامة: ١/ ١٢٣ اشرفى)

প্রমাণ : ইবনে মাজাহ ৬৯, হিদায়া ১/১২৩, সিরাজিয়া ৯৮-৯৯, আল বাহরুর রায়েক ১/৩৫২

নামায পড়ার উদ্দেশ্যে কোন মসজিদে সফর করা

প্রশ্ন : নামায পড়ার উদ্দেশ্যে কোন মসজিদে সফর করে যাওয়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, নামায পড়ার উদ্দেশ্যে কোন মসজিদে সফর করে যাওয়া জায়েয আছে।

وفى سنن نسائى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حتى يأتى هذا المسجد

مسجد قباء فصلى فيه كان له عدل اى ثواب عمرة (باب المسجد ٨١ اشرفية)

প্রমাণ : সূরা নমল -৬৯, সুনানে নাসাঈ ৮১, সুনানে ইবনে মাজাহ ৫৭, মিশকাত ৬৮, আল ফিকহুল ইসলামী ২/১৪৪

অর্ধেক বাচ্চা বের হলে এমন মহিলার নামাজের বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন গর্ভবতী মহিলার সন্তান প্রসবের সময় বাচ্চা অর্ধেক বা তার চেয়ে কম বের হয়, এমতাবস্থায় যে নামাজের ওয়াক্ত প্রায় শেষ। তাহলে এমন মহিলার নামাজের বিধান কি?

উত্তর : যদিও বিভিন্ন কিতাবসমূহের মাঝে অর্ধেক বা তার চেয়ে কম সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার মুহূর্তে নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে এবং তার বিভিন্ন সুরতও বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা তার বিপরীত হওয়ার কারণে মনে হচ্ছে নামায পড়ার হুকুম দেওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হল নামাজের গুরুত্ব বুঝানো এবং অর্ধেক বা তার চেয়ে কম সন্তান ভুমিষ্ট হলে মহিলার উপর নেফাসের হুকুম আসে না। তাই উক্ত ওয়াক্তের নামাযকে কাযা করতে হবে।

وفى البحر الرائق : والدم الخارج عقب خروج اكثر الولد كالخارج عقب كله فيكون نفاسا وان خرج الاقل لا يكون خكمها حكم النفساء ولا تسقط عنها الصلاة (باب النفاس ١/ ٢١٨ رشيدية)

প্রমাণ : শামী ১/২৮৫, দুররে মুখতার ১/৫২, আল বাহরুর রায়েক ১/২১৮, ফাতহুল কাদীর ১/১৬৫, গুনিয়াতুল মুসতামলী ২৬৫

নামাজের মধ্যে হদস হলে বের হওয়ার তরীকা

প্রশ্ন : যদি নামাজের মধ্যে কোন ব্যক্তির হদস হয়ে যায় তাহলে ঐ ব্যক্তি কাতার থেকে কিভাবে বের হবে?

উত্তর : যদি কোন ব্যক্তির নামাজের মধ্যে হদস হয়ে যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তি নাকে ও মুখে হাত দিয়ে কাতার থেকে বের হয়ে যাবে।

وفى البحر الرائق: من سبقه حدث وكان اماما فان يستخلف رجل مكانه يأخذ بثوب رجل الى المحراب او يشيراليه والسنة ان يفعله محد وب الظهر واضعا يده فى انفه يوهم انه قد رعف : (باب حدث فى الصلوة ١/ ٣٦٩ رشيدية)

প্রমাণ : ইব্‌ন মাজাহ ৮৫, আল বাহরুর রায়েক ১/৩৬৯, ফাতহুল কাদীর ১/৩২৯, আলমগীরী ১/৯৫, মাওসুআ ৩/২৫৩

যে পরিমান সম্পদ নষ্ট হওয়ার আশংকায় নামায ভঙ্গ করা যাবে

প্রশ্ন : কতটুকু সম্পদ নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকলে নামায ভঙ্গ করে সম্পদ হেফাজত করা যাবে?

উত্তর : এক দিরহাম পরিমাণ মূল্যের সম্পদ নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকলে

নামায ভঙ্গ করে সম্পদ হেফাজত করা যাবে। আর এক দিরহাম ৪ আনা ২ রত্তি সমপরিমাণ রূপা, যা বর্তমান বাজারে ৮০০ টাকা ভরি হিসাবে ২০০ টাকার কিছু বেশি হয়।

وفى العالمكيرية : رجل قام الى الصلوة فسرق منه شئ قيمته درهم له ان يقطع الصلوة ويطلب السارق سواء كانت فريضة ام تطوعا لا ن الدرهم مال ـ (١/ ١٠٩ حقانية)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৯৯, শামী ২/৫১, হাশিয়ায়ে তহতভী ৩৭২, হিন্দিয়া ১/১০৯, আল বাহরুর রায়েক ২/৭১, বিনায়া ২/৭১

নামাযী ব্যক্তির সামনে থেকে উঠে আসা

প্রশ্ন : নামাযী ব্যক্তির সামনে থেকে উঠে আসা যাবে কি না?

উত্তর : নামাযী ব্যক্তির সামনে থেকে উঠে আসা, নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করা নয়। তাই নামাযী ব্যক্তির সামনে থেকে কোন এক পাশ দিয়ে উঠে আসার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু এরকম কাজের দ্বারা জনসাধারণের নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার সাহস হতে পারে, বা বিভ্রান্তির শিকার হতে পারে। এজন্য বিশেষ কোন প্রয়োজন না থাকলে নামাযীর সামনে থেকে উঠবে না।

وفى الهداية : وانما يأثم اذا مرفى موضع سجوده على ما قيل ولا يكون بينهما حائل : (ما يفسد الصلوة ١/ ١٣٨ غوثية)

প্রমাণ : মুসলিম ১/১৯৭, শামী ২/৬৩৪, হিদায়া ১/১০৪, আল বাহরুর রায়েক ২/১৫

নামাজে অনর্থক চিন্তা থেকে মুক্তির উপায়

প্রশ্ন : নামায পড়ার সময় দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা মাথায় এসে ভর করে যেখানে আল্লাহর প্রতি ১০০% নিবেদিতভাবে মনোযোগ দিতে হবে সেখানে অন্য চিন্তা বারবার ঘুরাফেরা করে এ থেকে মুক্তির উপায় কি?

উত্তর : নামাজে অনর্থক চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্তির উপায় হলো যে, শুরুতে অযু সুন্নাত মত করবে এবং মসজিদে সুন্নাত মত প্রবেশ করবে এবং যবানে যা বলবে তার অর্থের দিকে খেয়াল করবে। নামাজের বাহিরে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে ও নামাজের মধ্যে এদিক-সেদিক তাকানো থেকে বিরত থাকবে, এবং ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রত্যেক রুকনকে ধীরস্থিরতার সাথে এই খেয়ালে আদায় করবে যে এটাই আমার জীবনের শেষ নামায। সাথে সাথে এ খেয়ালও করবে যে আমি আল্লাহকে দেখছি অথবা আল্লাহ আমাকে দেখছেন।

وفى الشامية : قوله لتحصيل الخشوع : لا ن المقصودالخشوع وترك التكليف فاذا تركه صار ناظرا الى هذه الموضع قصد اولا وفى ذلك حفظ له عن النظر الى ما يشغله (آداب الصلاة ١/ ٤٧٨ سعيد)

প্রমাণ : সুরা মু'মিন ২, মুসলিম ১/২৭, শামী ১/৪৭৮

অন্ধকারে নামায পড়া

প্রশ্ন : অন্ধকারে নামায পড়ার বিধান কি?

উত্তর : নামায সহীহ্ হওয়ার জন্য নামাজের স্থান আলোকিত হওয়া জরুরী নয়। বরং নামাজের শর্তসমূহ যথা কিবলা ঠিক রাখা ইত্যাদি আদায়ের সাথে অন্ধকারে নামায পড়লেও নামায সহীহ্ হয়ে যাবে। তবে সিজদার স্থান ইত্যাদি দৃশ্যমান হওয়ার মত আলোতে নামায পড়া উত্তম।

وفى الترمذى : عن عامربن ربيعة انه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ليلة مظلمة فلم ندر اين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما اسبحنا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله ـ (ابواب الصلوة ١/ ٨٠ اشرفى)

প্রমাণ : সূরা বাকারা ১৫০, তিরমিযী ১/৮০, আলমগীরী ১/৬৪, মাহমূদিয়া ২/২০৮

ছবিযুক্ত টাকা নিয়ে নামায পড়া

প্রশ্ন : ছবিযুক্ত টাকা-পয়সা নিয়ে নামায পড়ার বিধান কি?

উত্তর : যদি ছবিযুক্ত টাকা-পয়সা পকেটে বা কাপড়ের ভিতরে রেখে নামায আদায় করে তাহলে নামায সহীহ্ হয়ে যাবে।

كما فى الشامية : بأن صلى ومعه صرة ام كيس فيه دنا نير او دراهم فيها صور صغار فلا تكره لا ستتارها (٦٤٨/١ سعيد)

প্রমাণ : শামী ১/৬৪৮, আল ফিকাহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/২১৭, তাতার খানিয়া ১/২৫২, আল ফিকহুল ইসলামি ১/৮০৮, সিরাজিয়া ৭২

হাত-পা নেই এমন ব্যক্তির পবিত্রতা ও নামায পড়ার নিয়ম

প্রশ্ন : হাত-পা নেই এমন ব্যক্তির পবিত্রতা ও নামায পড়ার বিধান কি?

উত্তর : যদি কোন ব্যক্তির হাত কনুই পর্যন্ত ও পা টাখনু পর্যন্ত কাটা ও চেহারায় জখম থাকে। তাহলে সে ব্যক্তি পবিত্রতা ও তায়াম্মুম ব্যতিরেকেই নামায আদায়

করবে। আর সে ব্যক্তি বসে বসে ইশারায় নামায আদায় করবে। যদি বসতে সক্ষম না হয়, তাহলে ডান বা বামকাতে শুয়ে কিবলার দিকে চেহারা দিয়ে ইশারার মাধ্যমে রুকু সিজদা করে নামায পড়বে।

كما فى الدر المختار : مقطوع اليدين والرجلين اذا كان بوجهه جراحة يصلى بغير طها رة ولا يتيمم ولا يعيد على الاصح (باب التيمم ١/ ٤٤ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৪৪, আল বাহরুর রায়েক ১/১৪১, কানযুদ দাকায়েক ১/৩৯, হিন্দিয়া ১/৩১, হাশিয়ায়ে ত্বহতাবী ১২৭

চেয়ারে বসে নামাজের হুকুম কিয়াসের ভিত্তিতে

প্রশ্ন : আমরা জেনেছি যে, চেয়ারে বসে নামায পড়ার কয়েকটি বৈধ সুরত আছে। এ অবস্থায় আমার প্রশ্ন হল : শরীয়াতের চারটি দলিলের থেকে এ ফতোয়ার ভিত্তি কোন কোন দলীলের উপর এবং তা কিভাবে? সুতরাং তা জানিয়ে আমাদেরকে বাধিত করবেন।

উত্তর : মূলত চেয়ারে বসার বিধান রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন ও তবে তাবেয়ীনদের যামানায় ছিল না, বরং পরবর্তীতে চালু হয়েছে। সুতরাং চেয়ারে বসে নামায পড়ার যে সকল সুরত রয়েছে সেগুলো ফুক্বাহায়ে কেরামগণ কিয়াসের ভিত্তিতে বের করেছেন। এইভাবে যে, হাদীসে বলা হয়েছে যদি কোন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অক্ষম হয়, তাহলে সে বসে রুকু সিজদা করে নামায আদায় করবে। আর যদি রুকু সিজদা করতে অক্ষম হয়, তাহলে ইশারায় রুকু সিজদা করবে। আর যদি তাও না পারে, তাহলে শুয়ে পা কেবলার দিক করে ইশারায় রুকু সিজদা করে নামায শেষ করবে। উল্লিখিত কথার উপর কিয়াস করে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মাটিতে বসেও রুকু সিজদা করতে অক্ষম, সে চেয়ারে বসে ইশারার মাধ্যমে রুকু সিজদা আদায় করে নামায আদায় করতে পারবে।

وفى السراجية : واما الحالة التى تجوز فيها الصلاة على الكرسى فهى ان يتعذرعلى المريض الجلوس تماما وعجز عن السجدة او قدر على الجلوس وعجز عن السجدة فحينئذ يجوز له ان يصلى جالسا على الكرسى مؤميا (باب صلاة المريض ١/ ١١٣ اتحاد)

প্রমাণ : ইলাউস্ সুনান ৫-৬/২০৯০, সিরাজিয়া ১১৩, নসবুর রায়া ২/১৭৭, বিনায়া ২/৬৩৬, বাদায়ে ১/২৮৪, ফাতহুল কাদীর ১/৪৫৮, আল বাহরু রায়েক ১/১১৩

বসে নামায পড়তে না পারলে কিভাবে পড়বে

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি বসেও নামায পড়তে না পারলে শুয়ে কোন দিকে এবং কিভাবে নামায পড়বে?

উত্তর : পূর্ব দিকে মাথা দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে যাবে এবং পা কেবলার দিকে বিছিয়ে দিবে এবং বালিশ দিয়ে মাথা শরীর থেকে কিছু উঁচু করে নিবে যেন চেহারা কেবলার দিকে হয়ে যায় এরপর ইশারার মাধ্যমে রুকু সিজদা করে নামায পড়বে।

كما فى العالمكيرية : وان تعذر القعود اومأ بالركوع والسجود مستلقيا على ظهره وجعل رجليه الى القبلة وينبغى ان يوضع تحت راسه وسادة (باب صلوة المريض ١/ ١٣٦ الحقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৩৬, আল বাহরুর রায়েক ২/১১৪, ফাতহুল কাদীর ১/৪৫৮ দুররে মুখতার ১/১০৪, তাতার খানিয়া ১/৫৮২ খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/১৯৪

মযি লেগে থাকা কাপড়ে নামায পড়া

প্রশ্ন : মযি লেগে থাকা কাপড়ে নামায পড়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : মযির পরিমাণ যদি এক দেরহাম তথা হাতের তালুর গর্ত পরিমাণ বা এর চেয়ে কম হয়, তাহলে নামায পড়া মাকরূহ। আর যদি এক দিরহামের বেশী হয় তাহলে পাক করা ব্যতীত নামায জায়েয হবে না।

كمافى الدر المختار مع الشامية : وعفاالشارع عن قدر درهم وان كره تحريما فيجب غسله و مادونه تنزيها فيسن وفوقه مبطل فيفرض والعبرة لوقت الصلوة لا الاصابة على الاكثر ـ (باب الانجاس ٣١٦/١ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ১/৩১৬, হিদায়া ১/৭৪, বিনায়া ১/৭২৪

ভুল করে লোকমা দিলে নামায নষ্ট হয় না

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব নামায পূর্ণ করে সালাম ফিরালে একজন মুক্তাদী তৃতীয় রাকাত মনে করে লোকমা দেয় প্রশ্ন হলো ভুলে লোকমা দেওয়ার কারণে কি নামায নষ্ট হয়ে যায়? এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান কি এবং জেনে বা ভুলে লোকমা দিলে তার হুকুম কি?

উত্তর : মুক্তাদী নিজের ইমামকে লোকমা দিলে চাই ভুলবশতঃ হোক বা ইচ্ছাকৃত হোক, নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী কোনো অবস্থাতেই কারো নামায নষ্ট হবে না। তবে

ইমাম যদি তিন আয়াত পরিমাণ তেলাওয়াত করে ফেলে তাহলে লোকমার অপেক্ষা করবে না বরং রুকুতে চলে যাবে। আর যদি নামায সহীহ হওয়া পরিমাণ কিরাত না পড়ে থাকে তাহলে অন্য কোনো স্থান থেকে পড়বে। উল্লেখ্য, ইমামের জন্য মুক্তাদীকে লোকমা দেওয়ার উপর বাধ্য করা এবং মুক্তাদীও ইমামকে লোকমা দেওয়ার দ্রুত চেষ্টা করা উভয়টিই মাকরুহ।

وفى العالمكيرية : والصحيح انها لا تفسد صلاة الفاتح بكل حال ولا صلاة الامام لو اخذ منه على الصحيح - (باب ما يفسدالصلوة ۹۹/۱)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৯৯, শামী ১/ ৬২২, দুররে মুখতার ১/৬৩২

এক হাত দিয়ে সিজদা করার বিধান

প্রশ্ন : কোন মুক্তাদী যদি একহাত দিয়ে সেজদা করে এবং দ্বিতীয় হাত দিয়ে শরীর চুলকাতে থাকে আর এমতাবস্থায় ইমাম সাহেব সেজদা থেকে উঠে যায়, তাহলে ঐ মুক্তাদীর নামায আদায় হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, ঐ মুক্তাদীর নামায আদায় হয়ে যাবে।

وفى البحر الرائق: انه يكفيه وضع أصبع واحدة وانه يصح الاقتصار على الجبهة - (باب صفة الصلاة ۲۹۳/۱)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ১/২৯৩, আল ফিকহু আলাল মাজাহিবিল আরবাআ ১/১৮৪, সিরাজিয়্যা ৬২ শামী ১/৩১৫

সিজদা থেকে উঠার সময় যমীনে হাত দিয়ে উঠা

প্রশ্ন : সিজদা থেকে ওঠার সময় জমিনে হাত দ্বারা ভর দিয়ে ওঠা যাবে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : হ্যাঁ, ওঠা যাবে তবে না ওঠা উত্তম।

وفى بدائع الصنائع: ويعتمد بيديه على ركبتيه لا على الارض (باب صلوة ٤٩٦/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৭৮, বাদায়ে ১/৪৯৬, হিদায়া ১/২৬৮, কানয ২৬

মালিকানা দোকানে নামাজের বিধান

প্রশ্ন : মালিকানা দোকানের উপর মসজিদ বানানো যাবে কিনা এবং তার ভিতর নামায পড়া যাবে কিনা?

উত্তর : মালিকের অনুমতি নিয়ে দোকানের উপর মসজিদ বানানো যাবে এবং তাতে নামায পড়াও যাবে।

وفى البحر الرائق : من بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلوة فيه واذا صلى فيه واحد زال ملكه ـ (كتاب الوقف ٢٤٨/٥)

প্রমাণ ঃ শামী ৫/৩৭০, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৪৮, হিদায়া ২/৬৪৪

অজগরের চামড়ার জায়নামাযে নামায পড়া

প্রশ্ন : অজগরের চামড়ার জায়নামাযে নামায পড়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : অজগরের চামড়া যদি এত বড় হয় যে তাকে শরীয়তসম্মত ভাবে দাবাগত করে জায়নামায বানানো হয়েছে তাহলে তার উপর নামায পড়া জায়েয আছে। অন্যথায় জায়েয নাই।

وفى الهداية : وكل اهاب دبغ فقد طهر جازت الصلوة فيه والوضوء منه الاجلد الخنزير والادمى لقوله عليه السلام ايما اهاب دبغ فقد طهر ـ (كتاب الطهارة ٤٠/١)

প্রমাণ ঃ শামী ১/২০৩, হিদায়া ১/৪০, বিনায়া ১/৪০৭

মহিলাদের নামায আদায়ের নিয়ম পুরুষের থেকে ভিন্ন

প্রশ্ন : মহিলাদের নামায আদায়ের নিয়ম কি পুরুষের মতোই না ভিন্ন? হাদিসের মধ্যে আছে এমন ভাবে নামায পড় যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ এর সঠিক সমাধান কি?

উত্তর : বর্ণিত হাদিস থেকে একথা মনে করা যে মহিলা পুরুষ উভয়ের নামাযের নিয়ম একই, এটা সঠিক নয়। বরং রাসূল (সা.)-এর অনেক হাদিস থেকে স্পষ্টরূপে বোঝা যায় যে, মহিলা-পুরুষ উভয়ের নামায পড়ার নিয়মের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

وفى مصنف ابن ابى شيبة : عن ابن عباس انه سئل عن صلاة المرأة فقال تجتمع وتحفر ـ (كتاب الصلوة ٥٠٤/٢)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ১/১১৭, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২/৫০৪, সুনানে কুবরা ২/২৩৩

সাত বছর বয়সের বাচ্চাকে নামাজের আদেশ করা

প্রশ্ন : আমরা শুনে এসেছি যে, ছোট বাচ্চাদের বয়স যখন ৭ বৎসর হবে তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং যখন দশ বছর বয়সে উপনিত হয় তখন তারা নামায না পড়লে তাদেরকে প্রহার কর, কথাটি কি সঠিক?

উত্তর : হ্যাঁ, প্রশ্নোল্লিখিত কথাটি সঠিক অর্থাৎ ছোট বাচ্চাদের বয়স যখন ৭ বছর হবে তখন তাদেরকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও, আর যখন তাদের বয়স দশ বছরে উপনিত হয়, তখন তারা নামায না পড়লে তাদেরকে প্রহার কর।

كما فى جامع الترمذى : عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبى الصلاة ابن سبع سنين واضربوه عليها ابن عشرة (باب ماجاء متى يؤمر الصبى بالصلاة ١/٩٣ اشرفية)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/৯৩, দুররে মুখতার ১/৫৮, মারাকিউল ফালাহ ১৭৩-১৭৪, আল মাউসুআ ১১/২৪

নাবালেগের নামাজের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা

প্রশ্ন : নাবালেগের নামাজের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যাবে কি?

উত্তর : বুঝমান নাবালেগের নামাজের সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যাবে না। কেননা, হাদিস শরীফে এ ব্যাপারে কঠোর ধমকী এসেছে।

وفى بدائع الصنائع: ويكره للمار ان يمر بين يدى المصلى (مايستحب فى الصلاة وما يكره ١/٥٠٩)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ১/৭৪, বাদায়ে ১/৫০৯, তাতারখানিয়া ১/৩৯৪, সিরাজি

সামনের কাতারে জায়গা না পেলে একাকি পিছনে দাঁড়ানো

প্রশ্ন : কোন লোক জামাতের সাথে নামায আদায় করার জন্য মসজিদে এসে দেখল যে, প্রথম কাতারে জায়গা খালি নেই তাহলে এমতাবস্থায় সে কি দ্বিতীয় কাতারে একাকি দাঁড়াবে নাকি প্রথম কাতার হতে একজনকে টেনে আনবে। যা বর্তমান যামানার জন্য মুশকিল, তাহলে এমতাবস্থায় একাকি নামায সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : উত্তম হল একাকি নামায না পড়ে প্রথম কাতার হতে কাউকে টেনে এনে নিজের সাথে মিলিয়ে জামাতে শামিল হবে। তবে যেহেতু বর্তমান যামানায় এমন কাজ মুশকিল, এবং মূর্খতার কারণে নামায ফাসেদ হওয়ার আশংকা বেশি বিধায় একাকি দাঁড়িয়ে ইকতিদা করার দ্বারা কোন সমস্যা নেই।

كمافى الهندية : وكذاللمقتدى ان يقوم خلف الصفوف وحده إذا وجد فرجة فى الصفوف وان لم يجد فرجة فى الصفوف روى محمدبن شجاع وحسن بن زيادعن ابى حنيفة رح انه لا يكره فان جر احدا من الصف الى نفسه وقام معه فذلك أولى وينبغى ان يكون عالما حتى لا تفسد الصلاة على نفسه ـ (الفصل الثانى فيما يكره فى الصلاة وما لا يكره ١/١٠٧ حقانية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/১০৭, হাশিয়ায়ে ত্বহতবী ৩৬১, খানিয়া ১/১১৯

নামায অবস্থায় পা দ্বারা মাইকের সুইচ বন্ধ করা

প্রশ্ন : নামায অবস্থায় ইমাম সাহেব যদি পা দ্বারা মাইকের সুইচ দেয় তাহলে নামাজের অবস্থা কি হবে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে আমলে কাসীর দ্বারা নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। আর আমলে কাসীর যত কাজকে বলা হয় তার মধ্যে হতে নির্ভরযোগ্য হলো নামাযী নামাজের মধ্যে এমন কাজে লিপ্ত হওয়া যে কেউ তাকে দেখলে মনে করবে সে নামাযরত নেই। সুতরাং পা দ্বারা মাইকের সুইচ দেওয়া আমলে কাসীরের পর্যায়ে পড়ে না বিধায় নামায ভঙ্গ হবে না।

وفى التاتاخانية: كل عمل يشك الناظرفى عامله انه فى الصلوة اوليس فى الصلوة فهو يسير وكل عمل لا يشك الناظر انه ليس فى الصلوة فهو كثير ـ) ١/ ٣٦٧)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৪২৪, তাতারখানিয়া ১/৩৬৭, হাশিয়ায়ে তহত্বী ৩২২

জুতার বক্স দ্বারা সুতরা বানানো

প্রশ্ন : মসজিদে রক্ষিত জুতা রাখার বক্স, যার দৈর্ঘ্য প্রায় চার ফুট এবং উচ্চতা এক ফুট (এক হাত নয়), এরূপ বক্স সামনে নিয়ে নামায আদায় করলে সুতরার কাজ হবে কি না?

উত্তর : সুতরার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে হলে তার উচ্চতা কমপক্ষে এক হাত হওয়া জরুরী। তাই প্রশ্নে বর্ণিত জুতার বক্স সামনে রেখে নামায পড়া জায়েয হলেও এক হাত উঁচু না হওয়ায় সতর্কতামূলক তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করা থেকে বিরত থাকবে।

كمافى فتاوى محمودية: اگر سلاخیں مسجد کی زمین سے ایک ہاتھ نہیں بلکہ کم اونچی ہیں تو ایسی حالت میں قریب ہو کر سامنے سے گذرنا گناہ ہے - (۲۱۳/۶)

প্রমাণ ঃ মাহমুদিয়া ৬/২১৩, দুররে মুখতার শামীর হাওলায় ১/৬৩৭, বাদায়ে ১/২১৭

নামাজের নিষিদ্ধ সময়

প্রশ্ন : কোন কোন সময় নামায পড়া নিষেধ এবং তার পরিমাণ কতটুকু শরীয়তের আলোকে জানতে চাই?

উত্তর : তিন সময় নামায পড়া নিষেধ, নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী, সূর্যোদয় থেকে নিয়ে ১০ মিনিট পর্যন্ত। দ্বিপ্রহর এবং তার আগে-পরে ৬ মিনিট। এবং সূর্যাস্ত ও তার পূর্বে ১০ মিনিট। তবে ওই দিনের আসরের নামায পড়তে না পারলে উক্ত সময়ে আদায় করে নিলে আদায় হয়ে যাবে।

كما فى النسائى بعن عقبة بن عامر يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينها نا ان نصلى فيهن او ان نقبر فيهن مو تانا حين تطلع ا لشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب (فصل فى النهى عن الصلوة ١/ ٦٦ اشرفى)

প্রমাণ : সুনানে নাসায়ী ৬৬, আল বাহরুর রায়েক ১/২৪৯, আলমগীরী ১/৫২, ফাতহুল কাদীর ১/২০২, শরহে বেকায়া ১/১৩১

পানি ও মাটি না পাওয়া গেলে

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি এমন জায়গায় অবস্থান করে যেখানে পানি বা মাটি না পাওয়া যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তির নামাযের সময় করণীয় কি?

উত্তর : এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি নামাজি ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করবে। অর্থাৎ নিয়ত ও কেরাত ব্যতিত শুধু রুকু সিজদা করবে। পরে যখন পানি বা মাটি পাবে তখন ঐ ওয়াক্তের নামায কাযা করে নিবে।

وفى الشامية : الماء والتراب (الطهورين) بان حبس فى مكان نجس ولا يمكنه اخراج تراب مطهر وكذا العاجز عنهما لمرض (يؤخرها عنده وقالا تشبه) بالمصلين وجوبا (باب التيمم ١/ ٢٥٢ سعيد)

প্রমাণ : সুরা নিসা ৪৩, তিরমিযী ১/৩, শামী ১/২৫২, বাদায়ে ১/১৭৫, আল ফিকহু আলা মাযাহিবুল আরবাআ ১/৩৩

নামাযের দাওয়াত দিলে নামায পড়ব না বলার হুকুম

প্রশ্ন : নামাযের দাওয়াত দিলে বলে নামায পড়ব না তার বিধান কি? কাউকে নামাযের দাওয়াত দেওয়া হলে সে যদি বলে নামায পড়ব না, নামায পড়ে লাভ কি, নামায পড়ে কে কি করেছে? এমন ব্যক্তির হুকুম কি?

উত্তর : নামায ইসলামের একটি অন্যতম শি'আর সুতরাং যে ব্যক্তি নামায নিয়ে উপহাস করে ও বলে নামায পড়ব না নামায পড়ে লাভ কি এর দ্বারা ঐ ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। তার জন্য তাওবা করা জরুরী। আর যদি না বুঝে বা রাগের মুখে বলে ফেলে তাহলে ইসলাম থেকে বের হবে না। তবে গুনাহগার হবে। তার জন্য তাওবা করা জরুরী।

وفى الشامية : ان من تكلم بكلمة الكفر ها زلا او لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار با عتقاده ـ (باب المرتد ٢٢٤/٤ سعيد)

প্রমাণঃ সূরা তাওবা ৬৫, শামী– ৪/২২৪, আল বাহরুর রায়েক– ৫/১৬০ তাতার খানিয়া– ৪/২৫৩, আলমগীরী– ২/২৬৮

ইসলামের কোন শিয়ার নিয়ে কটুক্তি করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের কোন শিয়ার যেমন নামায, রোজা ইত্যাদি নিয়ে কটুক্তি করে তাহলে তার ঈমান থাকবে কি না? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : না, ইসলামের কোন শিয়ার যেমন নামায রোজা ইত্যাদি নিয়ে কটুক্তি করলে তার ঈমান থাকবে না, কাফের হয়ে যাবে।

وفى الموسوعة الفقهية: ومن اتى بفعل صريح فى الاستهزاء بالاسلام فقد كفر (مايوجب الردة من الافعال :١٨٦/٢٢ وزادة الاوقاف)

প্রমাণ : সূরা তাওবা ৬৫, আলমগীরী ২/২৫৮, আল বাহরুর রায়েক ৫/১২০, তাতার খানিয়া ২/২৩৯, দুররে মুখতার ১/৩৫৫, শামী ৪/২২৪ আল ফিকহুল ইসলামী ৫/১৭২, মাওসুআ ২২/১৮৬

কম্পাস সামনে রেখে নামায আদায় করা

প্রশ্ন : লঞ্চের মধ্যে কম্পাস সামনে রেখে নামায আদায় করা যাবে কিনা?

উত্তর : আধুনিক যন্ত্রপাতির উপর শরীয়তের কোনো বিষয় নির্ভর করে না। সাধারণ ও স্বাভাবিক উপায়ে শরয়ী বিধান পালন করা উত্তম। তবে এগুলো আল্লাহর দেয়া নেয়ামত। তাই এগুলোর সহযোগীতা নেওয়া বৈধ। তাই কম্পাস দ্বারা কিবলা ঠিক করে নামায আদায় করা, সামনে রাখা বৈধ, তবে জরুরী নয়।

كمافى العالمكيرية : وفى الجامع الصغير الحسامى لو نظرفى كتاب من الفقه فى صلاته وفهم لا تفسد صلاته ـ (باب ما يفشد الصلوة ١/١٠١)

প্রমাণ ঃ হাশিয়ায়ে ত্বহতবী ৩৪১, তাতারখানিয়া ১/৩৬৪, আলমগীরী ১/১০১

তাকবীরে তাহরিমার পর হাতকে ঝুলিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : অনেক লোকদেরকে দেখা যায় তাকবীরে তাহরীমার পর হাতকে ঝুলিয়ে দেয়, অতঃপর হাত বাধে এমনটি করা বৈধ আছে কি?

উত্তর : তাকবীরে তাহরীমা বলার পর হাতকে ঝুলানো এবং না ঝুলানো উভয়টা বৈধ আছে। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এর নিকট ঝুলানো ব্যতীত তৎক্ষণাৎ বাঁধা উত্তম।

كمافى الدر المختار : ووضع الرجل يمينه على يساره تحت سرته اخذا رسغها بخنصره وابهامه هو المختار ... كما فرغ من التكبير بلا ارسال فى الا صح ـ (فصل اذا اراد الشروع فى الصلوة ١/٧٤ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৭৪, খুলাসাতুল ফাতওয়া ১/৫৫, হিন্দিয়া ১/৭৩

নামাযে শাহাদাত আঙ্গুল উঠানোর রহস্য

প্রশ্ন : আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় শাহাদাতের কালিমা উচ্চারণ কালে হাতের শাহাদত আঙ্গুল উপরের দিকে উঠিয়ে ইশারা করা হয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো শাহাদাতের আঙ্গুল কেন উঠানো হয়?

উত্তর : হুজুর (সাঃ) আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় শাহাদাতের আঙ্গুল উপরের দিকে উঠিয়ে আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদকে দৃঢ় করছেন, জবানের একত্ববাদ اشهد ان لا اله الا الله বলার সাথে সাথে। সুতরাং এই সুন্নাতকে আদায়ের জন্য শাহাদাতের আঙ্গুল উপরের দিকে উঠানো হয়।

كما فى مشكوة المصابيح : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس فى الصلوة وضع يديه على ركبته ورفع اصبعه اليمنى التى تلى الابها م يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها (باب التشهد ١/ ٨٤ اشرفية)

প্রমাণ : মিশকাত ১/৮৪, শামী ১/৫০৯, বাদায়ে ১/৫০২, তাতার খানিয়া ১/৩১৯

নামাযের দরুদ শরীফে سيدنا বৃদ্ধি করা

প্রশ্ন : নামাযের মধ্যে দরুদ শরীফে سيدنا বৃদ্ধি করলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : না, নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। তবে নামায সম্পর্কিত বর্ণিত দরূদে যেহেতু سيدنا শব্দ নেই, এজন্য নামাযের দরুদে سيدنا শব্দ না বাড়ানোই উত্তম।

كما فى الصحيح لمسلم : عن ابى مسعود الانصارى رضـ قال اتانا رسول الله ﷺ ونحن فى مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد امرنا الله ان نصلى عليك يارسول الله فكيف نصلى عليك قال رسول الله ﷺ قولوا اللّٰهُمَّ صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابر اهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم فى العالمين انك حميد مجيد و السلام كما قد علمتم ـ (الصلوة على النبى ﷺ فى الصلوة ١/ ١٧٥ اشرفى بك)

প্রমাণ : মুসলিম ১/১৭৫ দুররে মুখতার ২/৭৮ শামী ১/৫১৩ বাদায়ে ১/৫০০ হিদায়া ১/৭৬

অ্যালকোহল মিশ্রিত লোশন মেখে নামায পড়া

প্রশ্ন : অ্যালকোহল যুক্ত লোশন মেখে নামায পড়া যাবে কিনা?

উত্তর : সাধারণত লোশনে যে অ্যালকোহল থাকে তা যেহেতু খেজুর বা আঙ্গুর দ্বারা বানানো হয় না। তাই লোশন নাপাক হবে না এবং তা মেখে নামায সহীহ হবে।

وفى الدر المختار: طهارة بدنه اى جسده من حدث وخبث مانع (شروط الصلوة ١/٢٥ زكريا)

প্রমাণ : সুরা মায়েদা ৬, মুসলিম ১/১১৯, দুররে মুখতার ১/৬৫, হিদায়া ১/৯২, আলমগীরী ১/৫৮, আল বাহরুর রায়েক ১/২৬৬,

মসজিদের মিনার তৈরির কারণ

প্রশ্ন : মসজিদে যে মিনার তৈরি করা হয় তা কেন করা হয়? মিনার বানানো হয় উঁচু জায়গায় আযান দেওয়ার জন্য তা কি সঠিক যদি না হয় তাহলে বিদ্যুৎ না থাকা অবস্থায় আযান মিনারে দেবে নাকি নিচে?

উত্তর : আযান এমন স্থানে দাঁড়িয়ে দেওয়া উচিত যেখান থেকে আশপাশের মুসল্লিরা ভালভাবে শুনতে পারে। তাই উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া সুন্নাত।

মিনার যেহেতু সাধারণত অন্যান্য স্থান থেকে উঁচু থাকে। তাই আযান মিনারে দেওয়াই উত্তম। তেমনিভাবে বিদ্যুৎ না থাকা অবস্থায় যদি কোনো ব্যক্তি এর ব্যতিক্রম করে তবে তার কোনো গুনাহ হবে না। আযান হয়ে যাবে।

وفى السراج : وينبغى للمؤذن ان يؤذن فى موضع يكون اسمع للجيران ويرفع صوته ولا يجهد نفسه لانه يتضرر۔ (باب الاذان ٣٨٤)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৫৫, কাযীখান ১/৫৫, দুররে মুখতার ১/৩৮৪

মহিলাদের নামায ও পুরুষদের নামাযের ব্যবধান

প্রশ্ন : মহিলাদের নামায পড়ার পদ্ধতি কি জানতে চাই।

উত্তর : মহিলাদের নামায পড়ার পদ্ধতি পুরুষের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন, নিম্নে তার বর্ণনা করা হলো।

(১) তাকবীরে তাহরীমার সময় মহিলাগণ উভয় হাত চাদরের ভিতরে রেখে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। (২) বাম হাতের কব্জির উপর ডান হাতের কব্জি রেখে বুকের উপর হাত বাঁধবে, আঙ্গুল দ্বারা গোল করে কব্জি ধরবে না। (৩) রুকুর ভিতর হালকা ঝুকবে এবং হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে উভয় হাঁটুর উপর রেখে দেবে এবং কনুইকে পার্শ্বের সাথে ভালোভাবে মিলিয়ে রাখবে এবং উভয় পায়ের টাখনু একেবারে মিলিয়ে রাখবে, (৪) সিজদার ভিতর পা খাড়া করিয়ে রাখবে না, বরং ডান দিকে বের করে বিছিয়ে দিয়ে খুব জড়োসড়ো হয়ে সিজদা করবে, পেট রানের সাথে, বাহুকে পার্শ্বের সাথে এবং কনুইদ্বয়কে মাটির সাথে মিলিয়ে রাখবে। (৫) বৈঠকে বাম নিতম্বের উপর ভর করে বসবে, উভয় পা-কে ডান দিকে বের করে দিবে এবং হাতের আঙ্গুলগুলোকে মিলিয়ে উভয় রানের উপর রেখে দিবে। (৬) মহিলারা শব্দ করে কিরাত পড়বে না।

وفي السراجية : (١) ترفع المرأة يديها للتحريمة تحت جلبابها (٢) ترفع يديها حذاء منكبيها (٣) تضع يديها بعد التحريمة تحت ثديها تضع كفها الايمن على ظهر كفها الايسر بدون تحليق (٤) تنحنى فى الركوع. الخ (جا صـ٦٤-٦٥ مكتبة الاتحاد)

(প্রমাণ : সিরাজিয়া ৬৪-৬৫, আল্ মাউসুআতুল ফিকহিয়া-২৭/৮৪, ৮৭/৭২, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ-১/১৯২)

জানাযার নামায

তালকীনের অর্থ ও পদ্ধতি

প্রশ্ন : তাল্‌কীন কাকে বলে? শরীআত সম্মতভাবে তাল্‌কীন করানোর নিয়ম পদ্ধতি কি? মৃত্যুর সময় কালিমা উচ্চারণ করা না করা, মুমিন বা কাফেরের কোন আলামত কি না?

উত্তর : তাল্‌কীন শব্দের অর্থ হলো, অপরের নিকট কোন কথা পেশ করা।

শরীআতের পরিভাষায় ঃ মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট শাহাদাতাইন এর কালিমা স্বাভাবিক আওয়াজে পাঠ করা, যাতে করে সে ঐ কালিমা শোনে এবং পাঠ করে।

তাল্‌ক্বীন করানোর নিয়ম হল ঃ حالت غرغرة আসার পূর্বেই মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট স্বাভাবিক আওয়াজে কালিমায়ে শাহাদাৎ পাঠ করবে, উক্ত ব্যক্তিকে পাঠ করতে বলবে না এবং কালিমা পড়তে বাধ্য করবে না। যদি একবার পাঠ করে তাহলে আর কালিমা দোহরাবে না, তাকে যদি কালিমা পাঠের পর অন্যকোন কথা বলে তাহলে পুনরায় তালকীন করবে।

মৃত্যুর সময় কালিমা পড়া বা না পড়া মুমিন বা কাফেরের কোন আলামত নয়।

وفى العالمغيرية : اذا احتضر الرجل..... ولقن الشهادتين وصورة التلقين ان يقول عنده فى حالة النــزع قبل الغرغرة جهرًا وهو يسمع اشهد ان لا اله الا الله واشهد انّ محمدا رسول الله ولا يقال له قل ولا يلح عليه فى قولها مخافة ان يضجر فاذا قالها مرة لا يعيدها عليه الملقين الا ان يتكلم بكلام غيرها. (جا صـ١٥٧ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/১৫৭, আল বাহরুর রায়েক-২/১৭১, ৫/১২২ আল্ মু'জামুল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ-৫/১৫৯)

জানাযা বহনের মুস্তাহাব তরীকা

প্রশ্ন : জানাযা বহনের মুস্তাহাব তরীকা কি জানালে কৃতজ্ঞ থাকব?

উত্তর : জানাযা বহন করা ও দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়ার মুস্তাহাব তরীকা হল ঃ প্রথমে মাইয়েতের ডান পার্শ্বের পায়া সামনের ব্যক্তি নিজের ডান কাধেঁর উপর রেখে কমপক্ষে দশ কদম হাঁটবে, তারপর উক্ত ব্যক্তি পিছনের ডান পার্শ্বের পায়া

ডান কাধেঁ নিয়ে দশ কদম হাটবে, অতঃপর মাইয়েতের বাম দিকের সামনের পায়া উক্ত ব্যক্তির বাম কাঁধের উপর রেখে দশ কদম চলবে। তারপর মাইয়েতের বাম পার্শ্বের পিছনের পায়া উক্ত ব্যক্তির বাম কাধেঁ নিয়ে দশ কদম চলবে। তাহলে চার পায়া কাঁধে নিয়ে মোট ৪০ কদম চলা হবে। হাদীস শরীফে জানাযাকে কমপক্ষে ৪০ কদম কাধেঁ করে নিয়ে যাওয়ার অসংখ্য ফযিলতের কথা বলা হয়েছে।

وفى الدر المختار مع الشامية : واذا حمل الجنازة وضع ندبا مقدمها.... وكذا المؤخر على يمينه عشر خطوات ثم وضع مؤخرها على يمينه كذالك، ثم مقدمها على يساره ثم مؤخرها كذالك ـ (باب صلاة الجنازة ج٢ صـ٢٣١ سعيد)

(প্রমাণ : ই'লাউস সুনান-১৬/২৫১, দুররে মুখতার ২/২৩১, শামী-২/২৩১, আলমগীরী-১/১৬২, তাতার খানিয়া-১/৬০০, হাশিয়ায়ে ত্বাহত্বাবী-৬০২)

মৃতব্যক্তির জানাযার ক্ষেত্রে কে বেশী হকদার

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির জানাযার ক্ষেত্রে পিতা ও ছেলের মধ্যে কে হকদার এবং মহিলার ক্ষেত্রে স্বামী ছেলে ও বাবা এদের মধ্যে কে হকদার?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির জানাযার ক্ষেত্রে ছেলের চেয়ে পিতা বেশী হকদার। কিন্তু ছেলে যদি আলেম হয়, আর পিতা আলেম না হয়, তাহলে ছেলে জানাযা পড়বে আর মহিলার ক্ষেত্রে স্বামী ও ছেলের মধ্যে ছেলে বেশী হকদার। কিন্তু যদি মহিলার বাবা থাকে আর তিনি আলেম হন তাহলে বাবা জানাযা পড়াবেন।

كما فى العالمغيرية : والاولياء على ترتيب العصبات الأقرب فالأقرب الا الأب فانه يقدم على الابن. (الفصل الخامس فى الصلاة على الميت ج١ صـ١٦٣ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৬৩, শামী ২/২২১, দুররে মুখতার ২/৫৯)

না বালেগ ছেলে জানাযার নামাযের ইমামতি করা

প্রশ্ন : নাবালেগ ছেলে জানাযার নামাযের ইমামতি করতে পারবে কি না?

উত্তর : না, পারবেনা।

كما فى الدر المختار : ولا يصح اقتداء رجل بامرأة وخنثى وصبي مطلقا ولو فى جنازة ونقل على الأصح. (باب الامامة ج١ صـ٨٤ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/৮৪, শামী ১/৫৭৭, আলমগীরী ১/১৬৩ তাতার খানিয়া ১/৬১১, খানিয়্যাহ ১/৮৯ বিনায়া ২/৩৪৪)

এক সাথে একাধিক জানাযা পড়ার তরীকা

প্রশ্ন : যদি তিন চারটি জানাযা এক সাথে জমা হয় তাহলে জানাযার নামায এক সাথে পড়বে না-কি আলাদা আলাদা পড়বে?

উত্তর : আলাদা আলাদা পড়া উত্তম। তবে এক সাথে পড়াও জায়েয আছে।

كما فى الدر المختار : واذا اجتمعت الجنائز فافراد الصلوة على كل واحدة اولى من الجمع وتقديم الافضل افضل وان جمع جاز ثم ان شاء جعل الجنائز صفا واحدا (باب صلوة الجنازة جا صـ۱۲۲ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১২২, শামী ২/২১৯, আলমগীরী ১/১৬৫, ফাতহুল কাদীর ২/৯২, তাতার খানিয়া ১/১৮৭)

জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়ার হুকুম

প্রশ্ন : জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা বা অন্য কোন সূরা পড়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : আমাদের মাযহাবে জানাযার নামাযে সূরা ফাতেহা পড়া জায়েয নাই তবে যদি কেউ শুধু দু'আর নিয়াতে পড়ে তাহলে পড়তে পারবে। আর অন্যকোন সূরা পড়ার প্রমান পাওয়া যায় না।

وفى رد المحتار : لو قرأ فيها الفاتحة جاز أى لو قرأها بنية الدعاء. (باب صلاة الجنازة: ج۲ صـ۲۱٤ سعيد)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১২২, শামী-২/২১৪, আলমগীরী ১/১৬৪, আল বাহরুর রায়েক ২/১৮৩, মারাকিউল ফালাহ- ৫৮৪)

জানাযার মাকরূহ ওয়াক্ত

প্রশ্ন : জানাযার নামায কখন পড়া মাকরূহ? দালায়েলের মাধ্যমে জানতে চাই।

উত্তর : সূর্য উদিত হওয়া অবস্থায়, ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় এবং সূর্যাস্তের সময় যদি উল্লেখিত সময়ের পূর্বে উপস্থিত করা হয়ে থাকে। আর যদি ঐ মাকরূহ সময়ে হাজির করা হয় তাহলে মাকরূহ হবে না।

আর যখন ফরয নামাযের ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয় তখন শুধু ওয়াক্তিয়া নামায ব্যতিত সর্ব প্রকার নামায পড়া মাকরূহ।

وفى الموسوعة الفقهية : وتكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند انتصاف النهار. (باب اوقات المكروهات ج١٦ صـ٤١)

(প্রমাণ : শামী ১/১৭১, আলমগীরী ১/৫৩, তাতার খানিয়া ১/২৫২, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ১৬/৪১)

মৃত্যু ব্যক্তির নখ চুল কাটার হুকুম

প্রশ্ন : গোসল দেওয়ার সময় মাইয়িতের নখ চুল কাটার বিধান কি?

উত্তর : মাইয়িতকে গোসল দেওয়ার সময় তাঁর নখ চুল কাটা নিষেধ। যে অব্যস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে সেই অবস্থায়ই দাফন করতে হবে।

كما فى الدر المختار : ولا يسرح شعر ولا يقص ظفره ولا شعره (بابْ صلاة الجنازة جا صـ١٢٠ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১২০, আলমগীরী ১/১৫৮, শামী ২/১৯৮, তাতার খানিয়া-১/৫৯০, নাছবুর রায়াহ ২/২৬৮, বিনায়া ২/১৮৯)

মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন করার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় জনৈক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাকে তার বন্ধু ভক্তি ও মুহাব্বতের কারণে চুমা দেয়। এখন আমার জানার বিষয় হলো যে, মৃত ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা-ভক্তি, মুহাব্বত কিংবা স্নেহের কারণে চুম্বন করা জায়েয আছে কি?

উত্তর : মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর যদি তার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের কেউ তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা, স্নেহ-মমতা বা মুহাব্বতের কারণে যদি চুম্বন করতে চায় তাহলে তা জায়েয আছে, তবে লক্ষ রাখতে হবে যেন মনের মধ্যে কোন ধরনের কুধারণা না আসে।

وفى تحفة الاحوذى : والحديث يدل على ان تقبيل المسلم بعد الموت والبكاء عليه جائز ـ (باب ماجاء فى تقبيل الميت جـ٣ صـ٤٢٣ دار الحديث)

(প্রমাণ : তিরমিযী-১/১৯৩, তোহফাতুল আহওয়াজী-৩/৪২৩, আবু দাউদ-২/৪৫১, ইবনে মাজাহ-১০৫, মিশকাত ১/১৪১, মিরকাত-৪/৮০)

ঈদের নামাযের সময় জানাযা পড়া

প্রশ্ন : ঈদের দিন ঈদের মাঠে যদি ঈদের নামাযের সময় জানাযা আসে তাহলে উক্ত জানাযা কখন পড়তে হবে?

উত্তর : ঈদের নামাযের পর খুৎবার পূর্বে পড়বে। তবে বর্তমান যমানায় যেহেতু সুন্নাত ও ইবাদতের ক্ষেত্রে লোক অনেক বেশী উদাসীন তাই খুৎবার পরেই জানাযার নামায পড়িবে।

كما فى الدر المختار : وتقدم صلوتها على صلاة الجنازة اذا اجتمعتا لانه واجب

عينا. والجنازة كفاية وتقدم صلوة الجنازة على الخطبة .... (باب العيدين جا

صـ١١٤ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১১৪, শামী ২/১৬৭, আলমগীরী ১/১৩৫ বাযযাযিয়া ৪/৭৭)

লাশ ইমামের আড়ালে হলে জানাযার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের সমাজের মসজিদ বড় করার কারণে ঈদ ও জানাযার নামাযের স্থান সংকীর্ণ হওয়ায় আমরা ঈদ ও জানাযার নামায মসজিদে আদায় করতে ইচ্ছুক। জানার বিষয় হল– (ক) এমতাবস্থায় মসজিদে জানাযা পড়া জায়েয হবে কি না? (খ) লাশ মসজিদের বাহিরে ইমাম ভিতরে এভাবে লাশ ইমাম থেকে আড়াল হলে জানাযা শুদ্ধ হবে কি না? (গ) জানাযার নামাযে ইমামের এক দিকে লোক সংখ্যা বেশী দাঁড়ানো ও অন্যদিকে লোক সংখ্যা কম দাঁড়ানোর হুকুম কি?

উত্তর : (ক) কোন ওযর না থাকলে মসজিদে জানাযা পড়া মাকরূহে তাহরীমী। তবে ওযরের কারণে যেমন অতি বৃষ্টি, কাদা-মাটি বা জায়গা সংকীর্ণ ইত্যাদির কারণে মসজিদে জানাযা পড়া জায়েয আছে। (খ) লাশ ইমাম থেকে আড়াল হলে জানাযা আদায় হবে না। (গ) ওযর ব্যতিত ইমামের এক দিকে লোক সংখ্যা বেশী অন্য দিকে কম হলে নামায মাকরূহ হবে।

وفى الموسوعة الفقهية : وقد وافق الحنابلة الحنفية على اشتراط إسلام الميت وطهارته وستر عورته، وحضوره بين يدى المصلى من الشروط التى ترجع إلى الميت..... وأما ما اشترطوه من حضوره بين يدى المصلى، فمعناه أن لا تكون الجنازة محمولة، ولا من وراء حائل، كحائط قبل دفن ولا فى تابوت مغطى ـ

(باب جنائز جا١٦-١٧ صـ٢٠ مكتبة وزارة الاوقاف)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/১৬৫, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ-১৬-১৭/২০, দুররে মুখতার-১/১২১)

জানাযার জন্য মাইকিং করা

প্রশ্ন : জানাযার নামাযের জন্য মাইকিং করা জায়েয আছে কি না।

উত্তর : হ্যাঁ জায়েয আছে।

وفى العالمغيرية : يستحب ان يعلم جيرانه واصدقائه حتى يؤدوا حقه بالصلاة عليه والدعاء له ـ (فصل فى الجنائز جا صـ١٥٧ حقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১১৯, আলমগীরী ১/১৫৭, খানিয়া ১/১৮৬,তাতার খানিয়া ১/৬১৮, মারাকিউল ফালাহ ৫৬৫, শামী ২/১৯৩)

জানাযার উৎপত্তি

প্রশ্ন : মূল জানাযার উৎপত্তি কখন থেকে? এবং ইসলামে জানাযার নামায কখন থেকে শুরু হয়?

উত্তর : জানাযার নামায হযরত আদম (আ.) থেকেই শুরু হয়েছে। এবং ইসলামের মধ্যে নবুওয়াতের দশ বছর পর হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) এর ইন্তিকালের পর থেকে শুরু হয়েছে।

وفی محمودیة :جنازہ کی مشروعیت کے متعلق دو قول ہیں ایک یہ کہ یہ اسی امت کی خصوصیت ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد مشروع ہوئی ہے دوسرا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ملائکہ نے صلوۃ جنازہ پڑھی ہے اور بعد والوں کے لئے بھی اسکو مقرر کیا ہے (صلوۃ جنازہ ۲/۴۳۱ زکریا)

প্রমাণ ঃ হাশিয়ায়ে তৃহতবী ৫৮০, মাহমুদিয়া ২/৪৩১

জানাযার নামাযে দুআয় ভুল করা

প্রশ্ন : জানাযা নামাজের দুআয় ভুল করলে নামাজের ক্ষতি হবে কি?

উত্তর : জানাযা নামাজে দুআ পড়া সুন্নাত। অতএব দুআর মধ্যে ভুল করলে নামায ফাসেদ হবে না এবং ক্ষতিও হবে না।

وفی التاتارخانية: والامی والهنود الذين لايعلمون الادعية يكبر تكبيرات ويسلم تجوز صلاته لان الاركان فيها التكبيرات ـ (فی كيفة الصلاة على الميت ٦٠٤/١ دارالايمان)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১২২, আল বাহরুর রায়েক ২/১৮০, তাতারখানিয়া ১/৬০৪, বাদায়ে ২/৫১

জানাযার নামাজে হাত উঠানোর হুকুম

প্রশ্ন : জানাযার নামাজে তাকবীর বলার সময় হাত উঠানোর হুকুম কি?

উত্তর : হানাফীদের নিকট শুধু প্রথম তাকবীরে হাত উঠানো সুন্নাত বাকি তাকবীরগুলোতে হাত উঠানো সুন্নাত নয়।

وفی التاتارخانية: ويرفع يديه فی تكبيرة الافتتاح فی صلاة الجنازة ولا يرفع فی سائر تكبيرات ـ (كيفية الصلوة على الميت ٦٠٤/١ دار الايمان)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১২২, তৃহতবী ২/৫৮৬, তাতারখানিয়া ১/৬০৪

মৃত বাচ্চার জানাযার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন মায়ের গর্ভ থেকে দুইজন জমজ সন্তান জন্ম হয়, তার মাঝে একজন মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছে। আর অপর জন ভূমিষ্ট হওয়ার কিছুক্ষণ পর মারা গেছে। এখন যদি উভয়কে শুধু মাত্র কাপড় পেঁচিয়ে মাটিতে পুতে রাখে তাহলে বৈধ হবে কি না?

উত্তর : না, উভয়কে কাপড় দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা বৈধ হবে না। কারণ যে সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর মারা গেছে তার নাম রাখতে হবে এবং গোসল দিয়ে তার জানাযা আদায় করতে হবে। আর যে সন্তান মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়েছে তাকেও গোসল দিয়ে কাপড়ে পেঁচিয়ে মাটিতে পুতে রাখা উত্তম।

كما فى العالمغيرية : ومن استهل بعد الولادة سمى وغسل وصلى عليه وان لم يستهل ادرج فى خرقة ولم يصل عليه. (فى الغسل جا صـ١٥٩ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/১৫৯ দুররে মুখতার, ১/১২৩, নাছবুর রায়া, ২/২৮৪)

কাদিয়ানী লোকের জানাযা

প্রশ্ন : কাদিয়ানীরা মুসলমান না মুরতাদ? এবং কোন কাদিয়ানী লোক মারা গেলে তার জানাযা দেয়া যাবে কি না?

উত্তর : আইম্মায়ে আরবাআসহ উম্মতের সকল উলামা কেরামের মতে কাদিয়ানীরা কাফের, তাই কোন কাদিয়ানী মারা গেলে তার জানাযা দেয়া যাবে না!

ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ـ (سورة التوبة اية ١١٣)

(প্রমাণ : সূরা তাওবা-১১৩, শামী-২/২৩০, তাতার খানিয়া ৪/২৪৩, আল বাহরুর রায়েক ১/৬০৭)

জানাযায় কখন হাত ছাড়বে

প্রশ্ন : জানাযার নামাযে ৪র্থ তাকবীরের পর কখন হাত ছাড়তে হবে?

উত্তর : জানাযার নামাজে ৪র্থ তাকবীরের পর হাত ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। (১) উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পরে হাত ছাড়বে। (২) উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পূর্বে হাত ছাড়বে।

তবে উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পর হাত ছাড়ার বর্ণনাটাই সহীহ এবং উম্মতের আমলের সাথে সাদৃশ্যতা রাখে। অতএব উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পরই হাত ছেড়ে দিবে।

وفى العالمكيرية : ثم يكبر الرابعة ثم يسلم تسليمتين وليس بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام دعاء (فصل فى الصلاة على الميت ١٦٤/١ حقانية)

প্রমাণ : শামী ১/৭৪, হিন্দিয়া ১/১৬৪, তাতার খানিয়া ১/৬০৪, দারুল উলুম ৫/৩১৩, কুদুরী ৪১

মৃত্যুর সময় কালেমা না উচ্চারণ হওয়া

প্রশ্ন : মুমূর্ষ ব্যক্তি মৃত্যুর সময় কালেমা উচ্চারণ করা বা না করা মুমিন বা কাফেরের আলামত কি না? কুরআন ও হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : মুমূর্ষ ব্যক্তির মৃত্যুর সময় মুখে কালেমা উচ্চারণ করা মুমিন হওয়ার আলামত। তবে কোন মুসলমানের মুখে যদি মৃত্যুর সময় কালেমা উচ্চারিত না হয় তাহলেও শরীয়তের আলোকে সে মুমিন। কারণ মৃত্যুর সময় কালেমা পড়া কোন জরুরী বিষয় নয়।

وفى البحو الرائق: الغرض من التلقين أن يكون لا إله الا لله اخرقوله وإذا ظهر منه كلمات توجب الكفر لا يحكم بكفره ويعامل معاملة موتى المسلمين ـ (كتاب الجنائز ١٧١/٢ رشيدية)

প্রমাণ : মুসনাদে আহমাদ ১০/৪২৪, মিশকাত ১৪১, মেরকাত ১/১৮৯, আল বাহরুর রায়েক ২/১৭১, ফাতহুল কাদীর ২/৬, হিন্দিয়া ১/১৫৭, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৪০০, দুররে মুখতার ১/১১৭

জানাযা নামাজে বেজোড় কাতার

প্রশ্ন : জানাযার নামাজে বেজোড় কাতার হওয়া আবশ্যক কি না?

উত্তর : না, আবশ্যক নয়। তবে তিন কাতার বা তার চেয়ে অধিক বেজোড় কাতার হওয়া মুস্তাহাব।

وفى العالمكيرية: اذا كان القوم سبعة قاموا ثلاثة صفوف يتقدم واحد وثلاثة بعده واثنان بعد هم وواحد بعدهما (الصلوة على الميت ١٦٤/١ حقانية)

প্রমাণ : বুখারী ১/১৭৬, আবু দাউদ ২/৪৫১, শামী ২/২১৪, মুনিয়াতুল মুসাল্লি ৫৪১, আলমগীরী ১/১৬৪, তহতবী ৫৮৩, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৪০৪

জানাযার নামায একবার পড়ে দ্বিতীয়বার পড়ার

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি একবার জানাযা নামায পড়েছে সে দ্বিতীয়বার পড়তে পারবে কিনা?

উত্তর : না, এক মাইয়্যেতের উপর যে ব্যক্তি একবার জানাযা নামায পড়েছে সে দ্বিতীয়বার পড়তে পারবে না।

وفى الدرالمختار : ولذا قلنا ليس لمن صلى عليها ان يعيد مع الولى لان تكرارها غير مشروع (باب الصلاة الجنائز ١٣٣/١ زكريا)

প্রমাণ : হিদায়া ১/১৮০, হাশিয়ায়ে তহতবী ১/৫৯১, আলমগীরি ১/১৬৩, আল বাহরুর রায়েক ২/১৮১, শামী ২/২২৩, দুররে মুখতার ১/১২৩

মাইয়্যাতকে পোষ্টমর্টেম করা

প্রশ্ন : মানুষের মৃত্যুবরণের পর তাকে কোন কারণে পোষ্টমর্টেম করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : পোষ্টমর্টেম, আয়াতে কারীমা ولقد كرمنا بنى ادم এর সুস্পষ্ট বিরোধ। এবং উহার মধ্যে যে উপকারিতা ও উদ্দেশ্য রয়েছে, উহার মধ্যে থেকে একটাও অর্জন হওয়া দুস্কর। এছাড়া পোষ্টমর্টেমে লাশ উলঙ্গ করা হয়, যা হারাম হওয়া স্পষ্ট। ইহা ছাড়া আরো বহু খারাবী রয়েছে। এতদসত্ত্বেও যদি মেনে নেওয়া হয় যে মৃত্যু বিষপানে বা অন্য কিছুর মাধ্যমে হয়েছে এটা জানা যায় তারপরেও জালেম বা মুজলুমকে সনাক্ত করা সম্ভব হয় না। এইজন্য শরীয়তে এর কোন অনুমতি নেই। যদি কোন অমুসলিম এর লাশকে এরকম করা হয়, বা কোন বিধর্মী রাষ্ট্রে করা হয় এটা ইসলামের কোন দলীল হতে পারে না। তাই শরীয়তে এর কোন অনুমতি নেই।

كما فى القران الكريم : ولقد كرمنا بنى ادم : (سوره بنى اسرائيل ٧٠)

প্রমাণ : সুরা বনী ইসরাঈল : ৭০, ইবনে মাজাহ : ১১৬, আওজাযুল মাসালিক : ৪/৫৮৭-৮৮, হিন্দিয়া ১/১৯৫

সূর্যাস্তের পূর্বে জানাযার নামায পড়া

প্রশ্ন : আছরের নামাযের পর সূর্যাস্তের পূর্বে জানাযার নামায পড়া যাবে কিনা?

উত্তর : উল্লিখিত সুরতে জানাযার নামায পড়া যাবে। সূর্যের রং হলুদ হয়ে যাওয়ার পরেও জানাযা নামায পড়তে পারবে।

وفى منية المصلى : ادى فيه صح كعصر يو مه عند الاصفرار وكما لو تلا اٰية السجدة فى الوقت المكروه او حضرت الجنازة فيه فانهما يصحان ـ ٢٣٥

প্রমাণ : তিরমিযী ১/৪৩, মুনয়্যিাতুল মুসুল্লি ২৩৫, আলমগীরী ১/৫২, হিদায়া ১/৮৬, ফাতহুল কাদীর ১/২০৪

মৃত ব্যক্তির খাটের চার কোণে আগরবাতির ধোয়া দেওয়া

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির খাটের চার কোণে আগরবাতির ধোয়া দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : মৃত্যু ব্যক্তির খাটের চার কোণে আগরবাতির ধোয়া দেওয়া জায়েয আছে, তবে বেজোড় সংখ্যায় অর্থাৎ তিনবার, পাঁচবার, অথবা সাতবার।

كما فى العالمكيرية : ويو ضع على سرير مجمر وترا قبل وضع الميت عليه

وكيفيته ان تدارالمجمرة حوالى السرير اما مرة او ثلاثا او خمسا ولا يزا دعليها (فى الغسل ١/ ١٥٨ حقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৫৮, আল বাহরুর রায়েক ২/১৭১, দুররে মুখতার ১/১২০, তাতার খানিয়া ১/৫৮৯, হিদায়া ১/১৭৮

জানাযার নামাজে শেষ কাতার উত্তম

প্রশ্ন : জানাযার নামাজের কোন কাতার উত্তম?

উত্তর : জানাযার নামাজের শেষ কাতার উত্তম।

وفى الشامية: قوله وخير صفوف الرجال اولها قوله فى غير جنازة أما فيها فاخرها اظهارا للتواضع لا نهم شفعاء فهو أحرى بقبول شفاعتهم ـ (باب امامة ١/ ٥٦٩- ٥٧٠ سعيد)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১২২, শামী ১/৫৬৯-৭০, মারাকিল ফালাহ ৫৯২, তাতার খানিয়া ১/৩৯০

অসম্পূর্ণ বাচ্চার জানাযার হুকুম

প্রশ্ন : অসম্পূর্ণ বাচ্চা ভুমিষ্ট হলে জানাযার নামায ও কাফন-দাফনের বিধান কি?

উত্তর : উক্ত বাচ্চার জানাযার নামায পড়তে হবে না। স্বাভাবিক নিয়মে গোসল করিয়ে একটি কাপড়ের টুকরায় পেচিয়ে দাফন করে দিবে।

كما فى الهندية : السقط الذى لم تتم اعضاؤه لا يصلى عليه باتفاق الروايات والمختار ان يغسل ويدفن ملفوفا فى خرقة : (الفصل الثانى فى الغسل ١٥٩/١ حقاية)

প্রমাণ : হিন্দিয়া ১/১৫৯, খুলাসা ১-২/২১৯, ফাতহুল কাদীর ২/৯৩, আল বাহরুর রায়েক ২/১৮৮, হাশিয়ায়ে তাহতবী ৫৮৭, তাতার খানিয়া ১/৫৯১

টুকরা টুকরা হয়ে যাওয়া ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া

প্রশ্ন : দূর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে, যদি কোন ব্যক্তির শরীর টুকরা টুকরা হয়ে যায় তাহলে তার জানাযার নামায পড়তে হবে কিনা?

উত্তর : যদি মাইয়্যেতের মাথা ব্যতিত অধিকাংশ অংশ পাওয়া যায় অথবা মাথাসহ অর্ধাংশ পাওয়া যায়, তাহলে তাকে গোসল দিতে হবে এবং জানাযার নামাযও পড়তে হবে।

كما فى الدرالمختار : وجد رأس ادمى لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن الا ان

يو جد اكثر من نصفه ولو بلاراس ـ (باب الجنائز ١/١٢٠ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১২০, মুনিয়াতুল মুসল্লী ৫৪২, শামী ২/১৯৯, বাদায়ে ২/৪৭, আলমগীরী ১/১৫৯, নূরুল ইযাহ ১২৭

জানাযায় ৪র্থ তাকবীরের পর শরীক হলে করণীয়

প্রশ্ন : জানাযার নামাজে ৪র্থ তাকবীর বলার পর কেউ শরীক হলে তার হুকুম কি?

উত্তর : জানাযা নামাজের জামাত পাওয়ার জন্য জরুরী হল ইমামের ৪র্থ তাকবীর বলার পূর্বে শরীক হওয়া। অতএব ৪র্থ তাকবীর বলার পরে শরীক হলে জানাযার জামাত পাবে না, এবং তার নামায আদায় হবে না।

وفى التاتارخانية : ولوكبر الامام اربعا ثم حضر رجل وكبر قبل ان يسلم الامام فهذا لم يدرك صلاة الجنازة : (باب فى كيفية الصلاة على الميت ١/ ٦٠٦ دارالايمان)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১২২, তাতার খানিয়া ১/৬০৬, বাদায়ে ২/৫৪, আলমগীরী ১/১৬৫

ওয়াক্তিয়া নামাজের পূর্বে জানাযা নামায পড়া

প্রশ্ন : ওয়াক্তিয়া নামাজের আগে জানাযার নামায পড়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : ওয়াক্তিয়া নামাজের আগে জানাযার নামায পড়া জায়েয আছে। তবে যদি জানাযা ওয়াক্তিয়া নামাজের সময় উপস্থিত হয়, তাহলে উত্তম হল ফরজ নামায আদায় করার পর জানাযা পড়া। কিন্তু আজ কাল যেহেতু লোকেরা সুন্নাত নামায থেকে অনেক বেশি উদাসীন, এজন্য ফরজ নামাজের পরে সুন্নাতে মুআক্কাদা থাকলে সুন্নাতে মুআক্কাদা পড়ার পর জানাযার নামায পড়বে।

كما فى بدائع الصنائع : ولو أرادوا ان يصلوا على الجنازة وقد غربت الشمس فالا فضل ان يبدؤا بصلاة المغرب ثم يصلون على الجنازة لان المغرب اكد من صلاة الجنازة فكان تقد يمه او لى ولأن فى تقديم الجنازة تاخير المغرب وانه مكروه (باب صلاة الجنازة ٢/٥٧ زكريا)

প্রমাণ : বাদায়ে ২/৫৭, আলমগীরী ১/১৬৪, শামী ২/২৩২, তানবিরুল আবসর ১/১২৪

জানাযার নামাজের ফরজ ওয়াজিব কয়টি

প্রশ্ন : জানাযার নামাজে ফরজ-ওয়াজিব কয়টি ও কি কি?

উত্তর : জানাযার নামাজে ফরজ দুইটি ও ওয়াজিব ছয়টি।

ফরজ যেমন ঃ (১) দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়া (২) চার তাকবীর বলা।

ওয়াজিবসমূহ ঃ (১) মাইয়্যেত মুসলমান হওয়া। (২) পাক হওয়া (৩) সামনে উপস্থিত হওয়া (৪) কমপক্ষে অর্ধেক এর বেশি দৃশ্যমান থাকা (৫) মুসল্লিদের সামনে হওয়া (৬) ইমাম বালেগ হওয়া।

كما فى الدر المختار: وشرطها ستة : اسلام الميت وطهارته ... وشرطها ايضا حضوره وضعة وكونه هواواكثره امام المصلى .. وركنها شيئان التكبيرات الاربع ... والقيام ـ (١/١٢١-٢٢)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১২১, মুনিয়াতুল মুসল্লি ৫৫৩, নুরুল ইযাহ ১২৭, ফিকহুল ইসলামী ২/৪২৮, কানযুদ দাকায়েক

জানাযার চাদরের উপর আয়াত লিখার

প্রশ্ন : জানাযার চাদরের উপর আয়াত লিখা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : না, জানাযার চাদরের উপর কোরআনের আয়াত বা কোন হাদীস লেখা জায়েয নেই।

كما فى الشامية : لا يجوز ان يكتب على الكفن يس والكهف ونحوهما خوفامن صديد الميت ـ (مطلب فيما يكتب على كفن الميت ٢/ ٢٤٦ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ২/২৪৬, ফাতহুল কাদীর ১/১৫০, মুনইয়াতুল মুসল্লী ৫৮, হাশিয়ায়ে তহতবী ১৪৮, হিন্দিয়া ১/৩৯, তাতার খানিয়া ১/৯১

একাধিক জানাযায় লাশের তারতীব

প্রশ্ন : নারী, পুরুষ ও শিশুদের লাশ একত্রিত হলে, এবং এক সাথে জানাযার নামায পড়তে চাইলে এদের লাশ রাখার নিয়ম কি?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় প্রথমে পুরুষের লাশ ইমামের সামনে রাখবে, অতঃপর বাচ্চার লাশ তারপর মহিলার লাশ কিবলার দিকে সারিবদ্ধ করে রাখবে।

كما فى العالمكيرية : ولو اجتمعت الجنائز يخير الامام ان شاء صلى على كل واحد على حدة وان شاء صلى على الكل دفعة بالنية على الجميع... فيقرب منه

الافضل فالافضل فيصف الرجال الى جهة الامام ثم الصبيان ثم الخنائى ثم النساء (فى الصلاة على الميت ۱/ ۱٦٥ حقانية)

প্রমাণ : হিন্দিয়া ১/১৬৫, আল বাহরুর রায়েক ২/১৮৭, তাতার খানিয়া ১/৬০৫, কাবিরী ৫৫৮

আত্মহত্যা করে মারা গেলে তার হুকুম ও জানাযা

প্রশ্ন : (ক) যদি কেউ আত্মহত্যা করেই বসে তাহলে সে কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যাবে?

(খ) উক্ত ব্যক্তির জানাযা দিতে হবে কি না?

(গ) তার লাশের ব্যাপারে আমাদের কি করণীয়?

উত্তর : (ক) আত্মহত্যা করা মহাপাপ ও কবীরা গুনাহ, কুরআন হাদীসে এদের শাস্তির ব্যাপারে কঠিন ধমকি রয়েছে। তা সত্তেও যদি কোন ব্যক্তি হালাল মনে করে আত্মহত্যা করে তাহলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। আর যদি হালাল মনে না করে বরং হারাম মনে করে শয়তানের ধোঁকায় একাজ করে বসে এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করে তাহলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না; বরং পাপের শাস্তি ভোগ করে ইনশা আল্লাহ্ জান্নাতে যাবে।

(খ) উক্ত ব্যক্তির জানাযা দিতে হবে, তবে মানুষের শিক্ষার জন্য এলাকার আলেম উলামা ও বড়দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গ উক্ত জানাযায় শরীক হবে না, সাধারণ মানুষ নামায পড়িয়ে দিবে যাতে কেউ এ ধরনের অপরাধ করতে সাহস না করে।

(গ). উক্ত ব্যক্তির লাশকে অন্যান্য লাশের মতোই কাফন-দাফন করতে হবে।

وفى التفسير المظهرى : ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارًا وكان ذلك على الله يسيرا- اى سهلا ـ هذا الوعيد فى المستحل للتخليد وفى حق غيره لبيان استحقاقه دخول النار مع جواز المغفرة عن الله تعالى إن شاء. (النساء ج٢ صـ٩٠ حافظ كتب خانه)

(প্রমাণ : সূরা নিসা ৪৮, তাফসীরে মাযহারী ২/৯০, বুখারী শরীফ ১/১৮২, আলমাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ১৬/৩৭, তাতার খানিয়া ১/৬০৮, আলমগীরী ১/১৬৩)

জুতা পায়ে দিয়ে জানাযার নামায পড়া

প্রশ্ন : জুতার উপর পা রেখে জানাযার নামায পড়া সহীহ হবে কি না? কেননা জুতার নিচে তো নাপাকি থাকার সম্ভাবনা থাকে।

উত্তর : জুতা থেকে পা বের করে জুতার উপর দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়া সহীহ আছে যদিও জুতার নিচে নাপাকি থাকে।

كما فى العالمغيرية : ولو خلع نعليه وقام عليهما جاز سواء كان ما يلى الأرض منه نجسا او طاهرا اذا كان ما يلى القدم طاهرا. (فصل فى طهارة ما يستربه العورة وغيره جا صـ٦٢ حقانيه)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/৬২, আল বাহরুর রায়েক-২/১৮৯, তাতার খানিয়া-১/২৬০, খানিয়া ১/২৬০, হাশিয়ায়ে ত্বহত্বী-৮২, কাবীরী -১/২০৬)

জানাযা নামাযের পর দু'আ করার হুকুম

প্রশ্ন : (ক) জানাযার নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করার বিধান কি? (খ) মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে যে খানা পাকানো হয় তা ধনী-গরীব সকলেই খেতে পারবে কি? (গ) ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্য তাদের জন্য দু'আ করে টাকা হাদিয়া নেয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : (ক) জানাযার নামাযের পর দাফনের পূর্বে হাত তুলে দু'আ করা বিদা'আত। (খ) মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে যে খানা পাকানো হয় তা ধনী-গরীব সকলেই খেতে পারবে। তবে ধনীদের জন্য খাওয়া মাকরূহ। (গ) ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দু'আ করে টাকা নেয়া জায়েয নাই।

وفى البزارية مع الهندية : لا يقوم بالدعاء بعد صلوة الجنائز لانه دعا مرة لان اكثرها دعاء. (جـ٤ صـ٨٠ حقانية)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা-৪১, বাযযাযিয়া-৪/৮০, শামী-৬/৫৫, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-২৬/৩৩২)

জানাযার পরে মাইয়িতকে দেখা

প্রশ্ন : জানাযা নামাযের পরে মৃত ব্যক্তিকে দেখানো জায়েয আছে কি না?

উত্তর : জানাযার নামাযের পরে মৃত ব্যক্তির মুখ দেখানো মাকরূহ। কারণ এর দ্বারা দাফন করতে দেরি হয়। অথচ মাইয়িতকে তাড়াতাড়ি দাফন করার নির্দেশ করা হয়েছে। এই কারণে জানাযার পরে দুআ করাও নিষেধ।

فى خلاصة الفتاوى: لا يقوم بالدعاء بعد صلاة الجنازة ـ ولا يقوم بالدعاء فى قراءة القران لاجل الميت بعد صلوٰة الجنازة وقبلها ـ (جـ١ صـ ٢٢٥)

(প্রমাণ : খুলাছাতুল ফাতাওয়া-১/২২৫, সিরাজিয়্যা-১৩০, শামী-২/২৩২, মারাকিউল ফালাহ-৬০৪, ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া-৫/১০৯-১০, আহসানুল ফাতাওয়া-৪/২১৯)

এক মাইয়্যিতের জানাযা একাধিকবার হওয়া

প্রশ্ন : আমাদের দেশে একটি প্রচলন আছে যে, কোন নেতা বা প্রভাবশালী লোক ইন্তেকাল করলে একাধিকবার তার জানাযার নামায পড়া হয়, শরীআতের দৃষ্টিতে এর বিধান কি?

উত্তর : যদি প্রথম জানাযার নামাযে ওলী শরীক হতে না পারে অথবা ওলীর অনুমতি ছাড়াই অন্যান্য লোকেরা জানাযার নামায পড়ে। তাহলে এই সুরতে যদি ওলী চায় দ্বিতীয় বার জানাযার নামায পড়তে পারবে। আর যদি ওলী প্রথমবার জানাযার নামায পড়ে নেয়, অথবা তার অনুমতি ক্রমে প্রথম জানাযা হয় তাহলে অন্য কারো জন্য দ্বিতীয় বার জানাযার নামায পড়া জায়েয হবে না।

وفى العالمغيرية : وان صلى عليه الولى لم يجز لاحد ان يصلى بعده......... فان صلى غير الولى او السلطان اعاد الولى ان شاء. (الفصل الخامس فى الصلواة على الميت جا صـ١٦٤ حقانية)

(প্রমাণ : শামী-২/২২৩, আলমগীরী ১/১৬৪, হাশিয়াতুত ত্বহত্বী-১/৫৯১)

গোসল ও কাফন-দাফন

ডুবন্ত ও ফুলে উঠা লাশের গোসলের হুকুম

প্রশ্ন : (ক) পানিতে ডুবিয়া মৃত্যু বরণ করলে গোসল দিতে হবে কি? (খ) ফুলে উঠা লাশকে যদি গোসল দেয়া হয় তাহলে ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা হয় এক্ষেত্রে তার গোসল দেওয়ার পদ্ধতি কি?

উত্তর : (ক) কোন ব্যক্তি যদি পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করে তাকে পানি থেকে উদ্ধার করে গোসল দেয়া ফরয। পানিতে ডুবে যাওয়াই গোসলের জন্য যথেষ্ট নহে। তবে পানি থেকে উঠানোর সময় যদি গোসলের নিয়তে মুরদারকে নাড়াচাড়া দিয়ে উঠানো হয় তাহলে গোসল আদায় হয়ে যাবে।

(খ) লাশ পানিতে ডুবে যাওয়ার ফলে অথবা অন্য কোন কারণে যদি এমনভাবে ফুলে উঠে যে, স্পর্শ করা যায় না এবং গোসল করাতে গেলে ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে লাশের উপর শুধু পানি ঢেলে দেওয়াই যথেষ্ট হবে। আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে পবিত্রতার নিয়তে তায়াম্মুম করাবে।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : ويقوم التيمم مقام غسل الميت عند فقد الماء اوتعذر الغسل كما اذا خيف تقطع بدنه اذا غسل والا فانه يغسل بصب الماء عليه. (جـ٢ صـ٤٠٤)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া ১/৫৯০, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৪০৪, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৩৯০, আলমগীরী ১/১৫৮, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৮২৬, শামী ২/২০০)

আগুনে পোড়া ব্যক্তিকে প্লাষ্টার করলে গোসলের হুকুম

প্রশ্ন : আগুনে পুড়ে মারা গেছে ডাক্তারের কাছে নেয়ার পর তাকে এমনভাবে প্লাষ্টার করে দেয়া হয়েছে যে, যদি তা খোলা হয় তাহলে তার গোশত শরীর থেকে পৃথক হয়ে যাবে। এখন ঐ ব্যক্তিকে গোসল দেয়া জরুরী কি না?

উত্তর : কোন ব্যক্তি যদি আগুনে পুড়ে মারা যায় তাহলে তাকে গোসল দিতে হবে। তবে যদি গোসল দেওয়ার কারণে শরীর বিকৃত হয়ে যাওয়ার বা গোশত খসে পড়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে তায়াম্মুম করাবে। সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত মুর্দারের যেহেতু প্লাষ্টার খোলানোর দ্বারা শরীর বিকৃত হয়ে যাওয়ার বা গোশত খসে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে তাই তাকে তায়াম্মুম করাতে হবে।

আর তায়াম্মুম করানোর তরীকা হলো যে, তায়াম্মুম করানে ওয়ালা দুই বার পাক

মাটির উপর স্বীয় হাত মেরে একবার মৃতু ব্যক্তির মুখের উপর মলবে এর পর দ্বিতীয় বার হাত মেরে মৃতু ব্যক্তির হাতকে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করিয়ে দিবে।

وفی الفقه الاسلامی وادلته : ويقوم التيمم مقام غسل الميت عند فقد الماء او تعذر الغسل كما اذا خيف تقطع بدنه اذا غسل (ج۲ صـ٤٠٤)

(প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী-২/৪০৪, শামী-২/২৫২, খানিয়া-১/১৮৮, বাদায়ে ১/৬৮)

কফিনসহ দাফন করা

প্রশ্ন : কফিনসহ মাইয়্যেতকে দাফন করার বিধান কি?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রয়োজন ব্যতিরেকে মৃত ব্যক্তির লাশ কফিনসহ দাফন করা মাকরুহ। হ্যাঁ, যদি কবরের মাটি নরম হয় যার দরুণ মাটি মৃত ব্যক্তির উপর পতিত হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে কফিন সহ দাফন করা যেতে পারে।

وفی الشامية : قوله ولا بأس باتخاذ تابوت ای يرخص ذلك عند الحاجة والا كره (باب صلوة الجنازة : ٢/ ٢٣٤ سعيد)

প্রমাণঃ দুররে মুখতার ১/১২৪, শামী ২/২৩৪, তাতার খানিয়া ১/৬১৩, আলমগীরী ১/১৬৬, বাদায়ে ২/৬১

কাফন পড়ানোর পর মৃত ব্যক্তিকে দেখানো

প্রশ্ন : কাফনের কাপড় পরানোর পর মৃত ব্যক্তিকে দেখালে বা জানাযার নামাজের পর মৃত ব্যক্তিকে দেখালে গুনাহ হবে কিনা?

উত্তর : মাইয়্যাতকে দাফন করতে বিলম্ব হয় এমন সকল কাজ মাকরুহ আর সাধারণত মৃত ব্যক্তিকে দেখানোর রুসমের দ্বারা দাফনের কাজে লোকেরা বিলম্ব করে যা মাকরুহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায়ও মাকরুহ হবে। তবে যদি দেখানোর দ্বারা বিলম্ব না হয় তাহলে জানাযার নামাজের আগ পর্যন্ত দেখানো মাকরূহ হবে না।

كما فی صحيح البخاری : عن ابی هريرة عن النبی صلی الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها وان تك سوای ذلك فشرتضعو نه عن رقابكم (١٧٦/١)

প্রমাণ : বুখারী ১/১৭৬, হাশিয়ায়ে তহতবী ৬০৪, বাদায়ে ২/৪৩, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৪৪৯, খুলাসাতুল ফতুয়া ১/২২৫

ডাকাতি করতে গিয়ে মারা গেলে গোসল ও জানাযার হুকুম

প্রশ্ন : ডাকাতি বা সন্ত্রাসী করতে গিয়ে মারা গেলে, তার দাফন ও জানাযার বিধান কি?

উত্তর : তাহার কর্মকে হেয় প্রতিপন্ন এবং অপরের জন্য শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাহার লাশের গোসল এবং নামাযে জানাযা ছাড়াই দাফন করিয়া দেয়া হইবে। অপর এক বর্ণনা মতে তাহাকে শুধু গোসল দিয়ে নামায ছাড়াই দাফন করা হইবে। তবে তাহাকে গোসল দেয়া ও জানাযা দেওয়াও জায়েয।

وفى رد المحتار : (قوله بغاة) هم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الامام بغير حق (قوله فلا يغسلوا) فى نسخة فلا يغسلون وهى اصوب ـ انما لم يغسلوا ولم يصل عليهم إهانة لهم وزجرا لغيرهم عن فعلهم مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبى ـ جـ٢ صـ٢١٠ سعيد

(প্রমাণ : শামী ২/২১০, আলমগীরী ১/১৬৩, কাযীখান ১/১৯৩, তানবীরুল আবছার ১/১২২)

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর নাপাকী বের হওয়া প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর যদি মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে কোন নাপাকী বের হয় তাহলে দ্বিতীয়বার গোসল দিতে হবে কি না?

উত্তর : না, দ্বিতীয়বার গোসল দিতে হবে না বরং উক্ত নাপাকী ধৌত করলেই চলবে।

وفى العالمغيرية : فان خرج منه شئ غسله ولا يعيد غسله (كتاب الجنائز جا صـ١٥٨ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৫৮, শরহে বেকায়া ২/৭৪, ফাতহুল কাদীর ২/৭৪, বিনায়া ৩/১৮৬)

খুনছায়ে মুশকিলার গোসল ও কাফন

প্রশ্ন : খুনছায়ে মুশকিলা মারা যাওয়ার পর তাকে গোসল দিতে হবে, না কি তায়াম্মুম করাতে হবে এবং তার কাফন কয়টি কাপড় দ্বারা হবে?

উত্তর : প্রাপ্ত বয়স্কা খুনছায়ে মুশকিলা মারা যাওয়ার পর তাকে গোসল দিতে পারবে না বরং তায়াম্মুম করাতে হবে। উল্লেখ্য যে মৃত খুনছায়ে মুশকিলাকে তায়াম্মুম করানেওয়ালা হাতে কাপড় পেঁচিয়ে নিয়ম অনুযায়ী তায়াম্মুম করিয়ে দিবে এবং তাকে মহিলাদের ন্যায় পাঁচটি কাপড় দ্বারা কাফন পড়াতে হবে।

وفى الدر المختار : ويتيمم الخنثى المشكل لو مراهقا. جا صـ١٢١ زكريا)

وفى الشامية : قوله وخنثى مشكل كامرأة فيه أى فيكفن فى خمسة اثواب احتياطا. مطلب فى الكفن جـ٢ صـ٢٠٤ سعيد

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-২/২০১, শামী-২/২০৪, আলমগীরী-১/১৬০, তাতার খানিয়া-১/৫৭১, কাযীখান-১/১৮৭)

মুসলমানের কাফের আত্মীয় মারা গেলে গোসল দেয়া সম্পর্কে

প্রশ্ন : কোনা মুসলমানের আত্মীয় যেমন ভাই বা চাচা যদি কাফির হয় এবং সে মারা যায়। তাহলে মুসলমান ব্যক্তি তাকে গোসল কাফন দিতে পারবে কি না?

উত্তর : ইসলামী রীতি-নীতি ব্যতিত গোসল কাফন ও দাফন দিতে পারবে। তবে জানাযা দিতে পারবে না।

وفى البناية : قوله لكن يغسل غسل الثوب النجس الخ اى بغير الوضوء وغير البداية بالميامن وغير التثليث ـ (كتاب الجنائز جـ٣ صـ٢٣٨ مكتبة اشرفيه)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/১৮২, বিনায়া ৩/২৩৮, আল বাহরুর রায়েক ২/১৯০, কিফায়া ২/৭৪, ফাতহুল কাদীর ২/৭৪, শরহুল বেকায়া ১/২০৯)

হায়েয ও নেফাস অবস্থায় মাইয়িতকে গোসল দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : হায়েযা ও নেফাসা মহিলা কোন মাইয়িতকে গোসল দিতে পারবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, হায়েযা, নেফাসা মহিলা মাইয়িতকে গোসল দিতে পারবে। তবে মাকরূহ হবে।

وفى العالمغيرية : ولو كان الغاسل جنبا او حائضا او كافرا جاز ويكره ولو كان محدثا لا يكره اتفاقا (جا صـ١٥٩ الفصل الثانى فى الغسل)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/১৫৯, বাদায়ে-২/৩৩, কিফায়াতুল মুফতি-২/৩০২)

মাইয়িতকে গোসল দিয়ে টাকা নেয়া

প্রশ্ন : মাইয়িতকে গোসল দিয়ে টাকা নেয়া নিষেধ কি না?

উত্তর : মাইয়িতকে গোসল দিয়ে টাকা নেয়া জায়েয আছে তবে উত্তম হল টাকা না নেয়া। যদি গোসল দাতা ব্যতিত ঐ স্থানে গোসল দেওয়ার মত অন্য কেউ না থাকে তাহলে টাকা নেয়া জায়েয নেই। কারণ তখন তার উপর গোসল ও কাফন দাফন ফরয হয়ে যায়।

كما فى الدر المختار : والافضل ان يغسل الميت مجانا فان ابتغى الغاسل الاجر جاز ان كان ثمه غيره والا لا ـ باب صلاة الجنازة جا صـ١٢٠ زكريا

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১২০, শামী ২/২০০, আলমগীরী ১/১৫৯, আল বাহরুর রায়েক ২/১৭৩)

গোসল ও জানাযা ব্যতিত দাফন করা

প্রশ্ন : কোন মুসলমানকে যদি ভুলবশত গোসল ও নামাযে জানাযা ছাড়াই কবরে রাখিয়া মাটি দেয়া হয় তাহলে এর বিধান কি?

উত্তর : লাশ কবরে রেখে মাটি দেওয়ার পর যদি স্মরণ হয় তাহলে আর লাশ উঠানো জায়েয নেই। এমতাবস্থায় কবরের উপরেই নামাযে জানাযা আদায় করতে হবে। তবে যদি বিলম্বের কারণে লাশ ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে আর নামাযে জানাযা পড়া যাবে না। লাশ ফেটে যাওয়ার নির্দিষ্ট কোন সময় সীমা নাই। স্থান মৌসুম ও লাশের অবস্থার তারতম্যের উপরই লাশে পচন ধরিবার সময় সীমার বিষয়টি নির্ভর করে। কোন জায়গায় তিন দিন কোন জায়গায় দশ দিন এবং কোন জায়গায় এক মাসেও লাশ নষ্ট হয় না, তাই উল্লেখিত সুরতে দেশ ও যমিনের প্রভাব সম্পর্কে অভিজ্ঞ মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করে আমল করবে।

وفى العالمغيرية : ولو دفن الميت قبل الصلاة أو قبل الغسل فانه يصلى على قبره الى ثلاثة ايام والصحيح ان هذا ليس بتقدير لازم بل يصلى عليه ما لم يعلم انه قد تمزق. (فصل فى الصلاة على الميت جا صـ١٦٥ حقانيه)

(প্রমাণ : তানবীরুল আবছার ১/১২৩, শামী ২/২২৪, আলমগীরী ১/১৬৫, বাদায়ে ২/৫৫ মারাকিউল ফালাহ ১/১৯১)

জানাযা বহনের সময় কালিমা উচ্চস্বরে পড়া বিদআত

প্রশ্ন : জানাযার সাথে উচ্চস্বরে কালিমায়ে তায়্যিবা পড়ার বিধান কি?

উত্তর : জানাযার সাথে উচ্চস্বরে কালিমা পড়া বিদআত।

وفى العالمغيرية : وعلى متبعى الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القران ـ (فصل فى حمل الجنازة جا صـ١٦٢ مكتبة حقانيه)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১২৪, শামী ২/২৩৩, আলমগীরী ১/১৬২, বাযযাযিয়া-৪/৮)

কবরস্থানে জানাযার নামায পড়ার বিধান

প্রশ্ন : কবরস্থানে জানাযার নামায পড়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : কবরস্থানে যদি খালি জায়াগা থাকে যার সামনে কবর নেই তাহলে উক্ত জায়গাকে জানাযার নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া উত্তম। আর যদি এমন জায়গা না থাকে তাহলে কবরের সামনেও জানাযার নামায পড়া জায়েয আছে।

وفی فتح الباری : قال ابن حبان فی ترك انكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره وانه ليس من خصائصه ـ (باب الصلوة على القبر بعد ما يدفن ج٣ صـ٥٦٦ دار الفكر)

(প্রমাণ : বুখারী ১/১৭৮, দুররে মুখতার ১/১২৩, তাতার খানিয়া ১/৬১৪)

মসজিদে জানাযা পড়ার হুকুম

প্রশ্ন : মসজিদে জানাযার নামায পড়ার হুকুম কি?

উত্তর : ওযর ব্যতিত মসজিদে জানাযার নামায পড়া মাকরুহে তাহরীমী, চাই লাশ মসজিদের ভিতরে হোক বা বাহিরে। সুতরাং মসজিদ ব্যতিত যদি অন্য কোন জায়গা না থাকে কিংবা বৃষ্টি থাকে, তাহলে মসজিদে জানাযা নামায পড়া মাকরূহ হবে না।

وفی الشامية : انما تكره فی المسجد بلا عذر فان كان فلا ومن الاعذار المطر الخ. (مطلب فی كراهة صلاة الجنازة فی المسجد ج٢ صـ٢٢٦ سعيد)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১২৩ শামী-২/২২৬ আলমগীরী-১/১৬৫, আল বাহরুর রায়েক ১/১৮৬, ফাতহুল কাদীর ২/৯০, তাতার খানিয়া ১/৬১৯, বাযযাযিয়া-৪/৭৯)

ছাদের নিচে, টিনের ঘরে জানাযা নামায পড়া

প্রশ্ন : পূর্বচর কবরস্থানের দক্ষিণ পাশ জানাযার নামায পড়ার জন্য নির্ধারিত করা হয় এবং উক্ত জায়গার চার পাশ দিয়ে দেওয়াল উঠানো হয়েছে এবং উপরে টিনের ছাদ দেয়া হয়েছে। উক্ত ছাদের নিচে জানাযার নামায পড়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : পাক-পবিত্র স্থানে জানাযার নামায পড়া জায়েয আছে। তবে মসজিদে জানাযার নামায পড়া মাকরূহ। প্রশ্নে উল্লেখিত উক্ত ছাদের নিচে জানাযার নামায পড়া জায়েয; বরং এলাকাবাসীর উদ্যোগে জানাযার জন্য এমন স্থান তৈরী হওয়া উত্তম, কারণ ইহা জানাযা আদায়কারীদের জন্য আরামদায়ক ও সূর্যের প্রচণ্ড তাপ ও বৃষ্টি বাদল থেকে নিরাপদ এবং এর দ্বারা নামাযের স্থানও সংরক্ষিত থাকে।

وفی الشامية : انما تكره فی المسجد بلا عذر فان كان فلا ومن الاعذار المطر

الخ. (مطلب فی کراهة صلاة الجنازة فی المسجد جـ٢ صـ٢٢٦ سعید)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১২৩, শামী ২/২২৬, হিদায়া ১/১৮১, মারাকিউল ফালাহ ৫৯৬)

সাওয়ারীতে আরোহন অবস্থায় জানাযার নামায পড়া

প্রশ্ন : সাওয়ারীতে আরোহন অবস্থায় জানাযার নামায পড়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : বিশেষ ওযর তথা বৃষ্টি কাঁদা ইত্যাদি ছাড়া সাওয়ারীর পিঠে সাওয়ার হয়ে জানাযা পড়া জায়েয নাই।

فی الدر المختار : لم تجز الصلوة علیها راکبا.... بغیر عذر ـ (باب صلوة الجنائز جـ١ صـ١٢٣ زکریا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/১২৩, আলমগীরী ১/১৬৪, শামী-১/২২৪, ফাতহুল কাদীর ২/৮৯)

জানাযার নামাযে ইমাম অতিরিক্ত তাকবীর দিলে মুক্তাদীর করণীয়

প্রশ্ন : জানাযার নামাযে ইমাম সাহেব যদি পঞ্চম তাকবীর দিয়ে দেয় তাহলে মুক্তাদিগণ ইমামের অনুসরণ করবে কি না?

উত্তর : না মুক্তাদীগণ পঞ্চম তাকবীরে ইমামের অনুসরণ করবে না; বরং অপেক্ষা করবে যখন ইমাম সাহেব সালাম ফিরাবেন তখন মুক্তাদীগণ ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে।

فی تنویر الأبصار : ولو کبر امامه خمسا لم یتبع لانه منسوخ فیمکث المؤتم حتی یسلم معه اذا سلم ـ (باب صلاة الجنازة جـ١ صـ١٢٢ زکریا)

(প্রমাণ : তানবীরুল আবছার ১/১২২, আলমগীরী ১/১৬৪, কাযীখান ১/১৯২, আল বাহরুর রায়েক ২/১৮৪, তাতার খানিয়া ১/৬০৪)

জানাযার নামাযে তিন তাকবীর দেওয়া

প্রশ্ন : জানাযার নামাযের মধ্যে যদি ইমাম সাহেব তিন তাকবীর বলে সালাম ফিরিয়ে দেয় তাহলে নামায সহীহ হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে জানাযার নামায সহীহ হবে না তবে যদি মনে আসার সাথে সাথেই চতুর্থ তাকবীর বলে নেয় এবং ইতিমধ্যে নামাযের নিষিদ্ধ কোন কাজ না করে তাহলে নামায সহীহ হয়ে যাবে। আর যদি তৎক্ষণাৎ চতুর্থ তাকবীর না বলে তাহলে নামায হবে না পুনরায় জানাযা পড়তে হবে।

وفی العالمغیریة : ولو سلم الامام بعد الثلاثة ناسیا کبر الرابعة ویسلم ـ الفص الخامس فی الصلواة علی المیت جـ١ صـ١٦٥

(প্রমাণ : মারাকিউল ফালাহ-৫৭৮, আলমগীরী-১/১৬৫, তাতার খানিয়া-১/৬৬৫)

জানাযায় মাসবুক হলে করণীয়

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীর কিংবা প্রথম ও দ্বিতীয় তাকবীর হয়ে যাওয়ার পর শরীক হয় তাহলে তার করণীয় কি? ছুটে যাওয়া তাকবীর আদায় করতে হবে কি না? এবং তা কিভাবে আদায় করবে।

উত্তর : জানাযার নামাযে ইমাম সাহেবের প্রথম বা দ্বিতীয় তাকবীর বলার পর যদি কেউ জানাযায় শরীক হয় তাহলে ইমাম সাহেবের সালাম ফিরানোর পর শুধু ছুটে যাওয়া তাকবীর বলে সালাম ফিরাবে, তবে যদি সে মনে করে যে, লাশের খাট যমীন থেকে উঠানোর আগে দুআসহ তাকবীর পড়তে পারবে তাহলে দুআও পড়িবে অন্যথায় নয়।

فی الدر المختار : والمسبوق ببعض التكبيرات لا يكبر فی الحال بل ينتظر تكبير الامام ليكبر معه للافتتاح الخ. والمسبوق لا يبدأ بما فاته وقال ابو يوسف يكبر حين يحضر كما لا ينتظر الحاظر فی حال التحريمة بل يكبر اتفاقا للتحريمة لانه كالمدرك ثم يكبران ما فاتهما بعد الفراغ نسقا.........

(باب صلوة الجنازة جا صـ۱۲۲ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার, ১/১২২, বাদায়ে-২/৩৫, তাতার খানিয়া ১/২০৫, ফাতহুল কাদীর-২/৮৮)

জানাযার নামাযে অট্ট হাসি দিলে অযু ও নামাযের অবস্থা সম্পর্কে

প্রশ্ন : জানাযার নামাযে যদি কোন ব্যক্তি অট্ট হাসি দেয় তাহলে তার অযু ও নামায ভেঙ্গে যাবে কি?

উত্তর : জানাযার নামাযে অট্ট হাসি দিলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু অযু নষ্ট হবে না।

فی العالمغيرية : ولو قهقه فی سجدة التلاوة او فی صلاة الجنازة تبطل ماكان فيها ولا تنقض الطهارة ـ (الفصل الخامس فی نواقض الوضوء جا صـ۱۲ حقانيه

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/১২, হিদায়া-১/২৬, কানযুদ দাকায়েক-১/৬, হাশিয়ায়ে হিদায়া-১/২৭)

গায়েবানা জানাযার নামায

প্রশ্ন : গায়েবানা নামাযে জানাযার হুকুম কি?

উত্তর : গায়েবানা জানাযার নামায পড়া আমাদের মাযহাবে জায়েয নাই।

كما فی العالمغيرية : ومن الشروط حضور الميت ووضعه وكونه امام المصلی فلا

تصح على غائب (فصل فى الصلاة على الميت جا صـ١٦٤ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৬৪, দুররে মুখতার ১/১২১, আল বাহরুর রায়েক ২/১৭৯ বাদায়ে-২/৪৮, ফাতহুল কাদীর ২/৮০)

নিজের কবর ও কাফন দাফন নিজে ব্যবস্থা করা

প্রশ্ন : জীবিত অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি তার কবর ও কাফনের ব্যবস্থা করে যায় তাহলে এই ক্ষেত্রে শরীআতের বিধান কি?

উত্তর : জীবিত অবস্থায় নিজের কবর তৈরী করে রাখা এবং কাফনের ব্যবস্থা করা জায়েয আছে।

فى التاتارخانية: ومن حفر قبرا لنفسه قبل موته فلا بأس به ويؤجر عليه. جا صـ٦١٥ دار الايمان

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া ১/৬১৫, শামী ২/২৪৪, দুররে মুখতার ১/১২৬, আলমগীরী ১/১৬৬, হাশিয়াতুত তৃহত্বী ৬১৫)

মাইয়িতের ঘরে খানা পৌঁছান সম্পর্কে

প্রশ্ন : লাশ ঘরে থাকা অবস্থায় মাইয়িতের পরিবার খাবার গ্রহণ করতে পারবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ খাবার গ্রহণ করতে পারবে। বরং তাদেরকে খানা পৌঁছানো সুন্নাত।

فى العالمغيرية : ولا بأس بان يتخذ لاهل الميت طعام. (فصل السادس فى القبر والدفن جا صـ١٦٧ حقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১২৬, শামী ২/২৪০, আলমগীরী ১/১৬৭, মারাকিউল ফালাহ ১/৬১৮)

নিজের জানাযার জন্য অসিয়ত করে যাওয়া

প্রশ্ন : অনেক লোককে দেখা যায় যে, জীবিত অবস্থায় আলেম বা হাফেযকে অসিয়ত করে যে, তুমি আমার জানাযার নামায পড়াবে। শরীআতের দৃষ্টিতে এরূপ অসিয়ত কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

উত্তর : শরীআতের দৃষ্টিতে এরূপ অসিয়ত গ্রহণযোগ্য নয়; বরং তা বাতেল বলে গণ্য হবে।

وفى العالمغيرية : الميت اذا اوصى بان يصلى عليه فلان فالوصية باطلة وعليه الفتوى ـ (الفصل الخامس فى الصلواة على الميت جا صـ١٦٣ حقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/২২১, আলমগীরী ১/১৬৩, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম-৫/২৯০)

কবর ও যিয়ারত

কবর খননের সুন্নাত তরীকা এবং কবর পাকা ও মাজার নির্মাণ প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : শরীআত সম্মতভাবে কবর কেমন হওয়া উচিত? কবর পাকা করা এবং মাজার নির্মাণের হুকুম কি? কোন ব্যক্তি যদি কবরকে সিজদা করে তার ঈমানের হুকুম কি?

উত্তর : কবর সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী বানানো উচিত। সুন্নাত কবর দুই ধরনের ১। লাহদ তথা বগলী অর্থাৎ প্রথমে সোজা উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দৈর্ঘ্য করে মৃত ব্যক্তির হাতের চার হাত প্রস্থে পৌনে দুহাত এবং গভীরতায় আড়াই বা তিন হাত একটি গর্ত খনন করবে। তারপর তার পশ্চিম পার্শ্বের দেওয়ালের ভিতর নিচে লম্বালম্বি ছোট একটি গর্ত খনন করবে। ২। শিক্ তথা সিন্দুক অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দৈর্ঘ্য করে মৃত ব্যক্তির হাতের চার হাত প্রস্থে পৌনে দু'হাত গভীরতায় আড়াই বা তিন হাত একটি গর্ত খনন করবে। গর্তটির মাঝে লাশ শোয়ানোর জন্য লম্বালম্বি আরও একটি ছোট গর্ত খনন করবে। কবরের উপরে সমতল থেকে সর্বোচ্চ আধা হাত উচুঁ করে উটের পিঠের মত করবে। চারকোন বিশিষ্ট করবে না।

লাশের নিচে বা চতুষ্পার্শ্বে পাকা করা বৈধ না। সৌন্দর্যের জন্য কবরের উপর পাকা করা, মাজার তথা তার উপর ঘর নির্মাণ করা হারাম। নিশানার জন্য কবরের আশে পাশে ইট পাথর ইত্যাদি গাঁথা জায়েয আছে। কোন ব্যক্তি যদি সম্মান, তাজিমের উদ্দেশ্যে কবরকে সিজদা করে তাহলে হারাম হবে। আর যদি ইবাদতের উদ্দ্যেশে কবরকে সিজদা করে তাহলে কাফের হয়ে যাবে।

وفى الموسوعة الفقهية : اتفق الفقهاء على انّ صفة اللحد هى ان يحفر فى اسفل حائط القبر الذى من جهة القبلة مقدار ما يسع الميت ويجعل ذلك كَالْبَيْتِ المسقوف. الخ ج٣٢ ص٢٤٧

(প্রমাণ : সূরা লোকমান-১৩, মুসলিম-১/৩১২, আল মাউসুআতুল-ফিকহিয়া-৩২/২৪৭, ২৪/২১১)

সাধারণ কবরস্থানে দাফন করা উত্তম

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তিকে সাধারণ কবরস্থানে দাফন করা বেশী ফযীলতপূর্ণ নাকি একাকি পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা বেশী ফযীলতপূর্ণ?

উত্তর : মৃত ব্যক্তিকে একাকি দাফন করার চেয়ে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে দাফন করা উত্তম।

وفى الموسوعة الفقهية : المقبرة افضل مكان للدفن وذلك للاتباع ولنيل دعاء الطارقين وفى افضل مقبرة بالبلد اولى.... ويكره الدفن فى الدار ولو كانت الميت صغيرا وقال ابن عابدين وكذالك الدفن فى مدفن خاص. (افضل مكان للدفن. ج۲۱ صـ۹ الكوئتية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-২/২৩৫, আলমগীরী-১/১৬৭, আহসানুল ফাতাওয়া-৪/২০৪, তাতার খানিয়া-১/৬১৭ কাবীরী ৫৫৯, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-২১/৯)

এক কবরে একাধিক লাশ রাখার তরীকা

প্রশ্ন : এক কবরে একাধিক লাশ রাখা জায়েয কি না এবং কিভাবে রাখতে হবে?

উত্তর : এক কবরে একাধিক লাশ দাফন না করা ভাল। তবে যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে একাধিক লাশ এক কবরে দাফন করা জায়েয আছে। এর পদ্ধতি হল প্রথমে পুরুষ লাশ গুলিকে কিবলার দিকে মিলিয়ে রাখবে অতঃপর ছোট বাচ্চাদেরকে অতঃপর খুনছায়ে মুশকিলাকে এবং সর্বশেষ মহিলাদেরকে রাখবে এবং প্রত্যেকের মাঝখানে মাটি দ্বারা বাঁধ দিয়ে দিবে। আর যদি দুইজন পুরুষ হয় তাহলে এদের মধ্যে যে সম্মানিত তাকে আগে রাখবে। অনুরূপ মহিলাদের ক্ষেত্রেও।

كما فى العالمغيرية : ولا يدفن اثنان او ثلاثة فى قبر واحد الا عند الحاجة فيوضع الرجل مما يلى القبلة ثم خلفه الغلام ثم خلفه الخنثى ثم خلفه المرأة ويجعل بين كل ميتين حاجز من التراب وان كانا رجلين يقدم فى اللحد افضلهما وكذا اذا كانتا امرأتين. (فصل فى القبر والدفن ـ جا صـ١٦٦ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৬৬, কাযীখান ১/১৯৬, বাদায়ে ২/৬৩, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ২১/১৮)

কবরে কোন কিছু ফেলে আসা

প্রশ্ন : কবরে কোন জিনিস ফেলে আসলে পরবর্তীতে কবর খনন করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ জায়েয হবে।

فى رد المختار : ولو بقى فيه متاع لانسان فلا بأس بالنبش. مطلب فى دفن الميت ج۲ صـ۲۳٦ سعيد

(প্রমাণ : শামী ২/২৩৬, আলমগীরী ১/১৬৫, মারাকিউল ফালাহ ৬১৬, আল বাহরুর রায়েক ২/১৯৫, কাযীখান ১/১৯৫)

মুসলমানদের কবরস্থানে কাদিয়ানীদেরকে দাফন করা

প্রশ্ন : কোন কাদিয়ানীকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা জায়েয আছে কি?

উত্তর : ইমাম চতুষ্টয়সহ উম্মতের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী কাদিয়ানীরা কাফের, আর কাফেরের দাফন মুসলমানদের কবরস্থানে দেয়া জায়েয নাই।

وفى شرح المهذب : اتفق اصحابنا رحمه الله على انه ـ لا يدفن مسلم فى مقبرة الكفار ولا كافر فى مقبرة المسلمين. (آپ کے مسائل ج-۳ص-۱۲۶مکتبۂ زکریا)

(প্রমাণ : আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের-৬১, আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল-৩/১২৬, মাহমুদিয়া-৫/৩০৭)

দাফনের পর কবরের কাছে আযান দেয়া

প্রশ্ন : মাইয়িতকে দাফন করার পর কবরের উপর আযান দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : কবরের উপর আযান দেয়া বিদ'আত।

فى رد المختار : فى الاقتصار على ما ذكر من الوارد اشارة الى انه لا يسن الأذان عند ادخال الميت فى قبره كما هو المعتاد الأن، وقد صرح ابن حجر فى فتاويه بانه بدعة. (كتاب الجنائز ج۲ ص۲۳۵ مكتبة سعيد)

(প্রমাণ : শামী ২/২৩৫, ফাতহুল কাদীর ২/১০২, আলমগীরী ১/১৬৬, আল বাহরুর রায়েক ২/১৯৬, রহিমিয়া ১/৩৬৬)

দাফনের পর সম্মিলিতভাবে দু'আর বিধান

প্রশ্ন : মাইয়িতকে দাফন দেয়ার পর তার জন্য সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দুআ করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ জায়েয আছে। তবে কবরের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে না বরং কিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে।

وفى فتح البارى: فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه ـ ج۱۱ صـ ۲۲

প্রমাণ : মুসলিম শরীফ ১/৩১৩, মিশকাত শরীফ১/২৬, ফাতহুল বারী ১১/২২, শামী ২/২৪২, আল ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২/৪৭৭

কবরের উপর পেশাব পায়খানা করা

প্রশ্ন : কবরের উপর পেশাব-পায়খানা করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : না, জায়েয নেই।

كمافى الشامية: ويكره النوم عند القبر وقضاء الحاجة ـ (باب صلوة الجنازة ٢٤٥/٢ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ২/২৪৫, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৪১৫, মাউসুআ ৩২/২৪৫, হাশিয়ায়ে ত্বহতবী ৬২৩

মাইয়্যাতের গোসলের সময় বরই পাতা ব্যবহার করা

প্রশ্ন : মৃত্যুর পর লাশকে গোসল করানোর জন্য বরই পাতা ব্যবহার করার হুকুম কি? জানতে চাই।

উত্তর : বরই পাতা দ্বারা গরমকৃত পানি দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো মুস্তাহাব।

وفى الدر المختار: ويصب عليه ماء مغلى بسدر ورق النبق (باب الجنازة ١/ ١٢٠ زكريا)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/১৯৩, হিন্দিয়া ১/১৫৮, দুররে মুখতার ১/১২০, মারাকিল ফালাহ ৫৬৮, শামী ২/১৯৬

মৃত ব্যক্তিকে কাফন দাফনের বিধান

প্রশ্ন : মুসলমানদের কবর দেয়া বা দাফন করার হুকুম কি?

উত্তর : জানাযা নামায যেমনিভাবে ফরজে কেফায়া তেমনিভাবে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো এবং তার কাফন দাফনও ফরজে কেফায়া।

وفى العالمكيرية : دفن الميت فرض على الكفاية ـ (باب الجنائز ١٦٠/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ শামী ২/২৩৩, আলমগীরী ১/৬৫, আল ফিকহু আলাল মাজাহিবিল আরবাআ ১/৪১৫, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৪৫৭

জানাযার সময় খাটলি রাখার স্থান পাক না হওয়া

প্রশ্ন : জানাযা নামাজে যে স্থানে খাটলি রাখা হয় সে স্থান পাক হওয়া জরুরী কিনা? যদি পাক না থাকে তাহলে নামায আদায় হবে কিনা?

উত্তর : মাইয়্যেতের খাটলির স্থান পাক হওয়া জানাযা নামাজের জন্য শর্ত নয়, সুতরাং খাটলি রাখার স্থান যদি পাক নাও থাকে তারপরেও নামায আদায় হয়ে যাবে।

وفى العالمكيرية : وطهارة مكان الميت ليست بشرط (فصل الخامس فى صلاة الجنازة ١٦٣/١)

প্রমাণ ঃ শামী ২/২০৮, আলমগীরী ১/১৬৩, সিরাজিয়্যা ৫৮২, আল বাহরুর রায়েক ২/১৭৯

স্বামী মৃত স্ত্রীকে গোসল দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তির স্ত্রী মারা গেলে সে তার স্ত্রীকে গোসল করাতে ও কাফন পরিধান করাতে পারবে কিনা?

উত্তর : না, সে তার স্ত্রীকে গোসল করাতে ও কাফন পরিধান করাতে এবং কবরে নামাতে পারবে না। কেননা স্ত্রী মারা যাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিবাহের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। তবে দেখার অনুমতি আছে।

وفى الدر المختار : ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر اليها على الاصح الخ - (باب صلاة الجنازة ١/١٢٠)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১২০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২২৮, ত্বহতবী ৫৭২

দাফনের সওয়াব

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির দাফন তথা মাটি দেয়ার জন্য কিতাবে কোন সওয়াব বরাদ্দ আছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, মৃত ব্যক্তির মাটি দেয়ার জন্য কিতাবে সাওয়াবের কথা উল্লেখ আছে। যেমন ঃ হুজুর (স.) বলেন যে ব্যক্তি জানাযার নামায আদায় করলো তার জন্য এক কিরাত সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি দাফন পর্যন্ত এ কাজে শরীক ছিল তার জন্য দুই কিরাত। জিজ্ঞাসা করা হল কিরাত কি? উত্তরে বলা হলো তা বিশাল দু'পাহাড়ের সমান।

كمافى البخارى : وحدثنى عبد الرحمن الاعرج ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليه فله قيراط ومن شهد حتى يدفن كان له قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظمين - (١/ ١٧٧ اشرفية)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/১৭৭, মুসলিম ১/৩০৭, তিরমিযী ১/২০১, আবু দাউদ ২/৪৫১

মাইয়্যিতকে আতর লাগানো

প্রশ্ন : মাইয়্যাতকে আতর লাগানো জায়েয কিনা?

উত্তর : হ্যা, মাইয়্যেতের শরীরে ও কাফনে আতর লাগানো জায়েয।

كمافى الدر المختار مع الشامية : ويجعل الحنوط... العطر المركب من الاشياء الطيبة غير زعفران و ورس على رأسه ولحيته - (باب صلوة الجنائز ١٩٧/٢ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ২/১৯৭, দুররে মুখতার ১/১২০, কানযুদ দাকায়েক ৫০, হাশিয়ায়ে ত্বহতবী ৫৭০, নুরুল ঈজাহ ১২৫

মসজিদের মাইকে জানাযার ঘোষণা

প্রশ্ন : মসজিদের মাইকে জানাযার ঘোষণা দেওয়া বৈধ কি না?

উত্তর : মসজিদের মাইক মসজিদ সংশ্লিষ্ট কাজ ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীনী কাজে ব্যবহার করার অনুমতি শরীয়তে নেই, সুতরাং মসজিদের মাইকে ঘোষণা দেওয়াও জায়েয নেই। তবে যদি মাইক দাতা দেওয়ার সময় মসজিদের সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে সাথে অন্য কোনো বৈধ কাজেও ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যবহার করা বৈধ আছে।

وفى العالمكيرية : يقول وقفت ارضى هذه ويبين حدودها بحقوقها ومرافقها وقفا مؤبدا فى حياتى.. يصرف الى عمارة المسجد ودهنه وحصيره وما فيه مصلحة المسجد على ان اللقيم ان يتصرف فى ذلك على مايرى.. رجل أعطى درهما فى عما رة المسجد اونفقة المسجد أو مصالح المسجد صح ـ (باب فى المسجد وما يتعلق به ٤٦٠/٢ حقانية)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ৬৮, আলমগীরী ২/৪৬০, সিরাজিয়া ৩৯৮, আল বাহরুর রায়েক ৫/২৫০

প্লাস্টারকৃত লাশের প্লাস্টার না খুলে গোসল দেওয়া

প্রশ্ন : এমন প্লাস্টারকৃত লাশ যদি তার প্লাস্টার খুলে ফেলা হয় তাহলে মৃত ব্যক্তির গোশত বা হাড্ডি পৃথক হয়ে যেতে পারে এ ধরনের মৃত ব্যক্তি থেকে প্ল-াস্টার খুলে গোসল দিতে হবে কি না?

উত্তর : না, প্লাস্টার খুলে গোসল দিবে না। বরং তায়াম্মুম করায়ে দাফন দিয়ে দিবে।

وفى الفقه على المذاهب الاربعة: ويقوم التيمم مقام غسل الميت عند فقدالماء او تعذر الغسل كأن مات حريقا ويخشى ان يتقطع بدنه إذاغسل بدلك او بصب الماء عليه بدون ذلك وأما ان كان لا يتقطع بصب الماء ف تيمم بل يغسل بصب ا لماء بدون ذلك : (فصل فى الغسل ١/ ٣٩٠ دارالحديث)

প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ২/৪০৪, আলমগীরী ১/১৫৮, আল ফিকহু আলাল মাযাহীবুল আরবায়া ১/৩৯০, বিনাআ ১/১৮৭, তাতার খানিয়া ১/৫৯১

ধনী গরীব ব্যক্তির কাফনের কাপড়ে কোন ভেদাভেদ নাই

প্রশ্ন : ধনী গরিব ব্যক্তির কাফনের কাপড় কি একই রকম হওয়া উচিত নাকি পৃথক?

উত্তর : মৃত্যুর পর ধনী-গরিবের কোন ভেদাভেদ নাই। তাই কাফনের বেলায় তেমন পার্থক্য করা হয় না। তবে মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় অধিকাংশ সময় মানের কাপড় পরিধান করত ঐ মানের কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়া উত্তম।

وفى السراجية : والسنة ان يكفن الرجل فى ثلاثة اثواب والسنة ان تكفن المرأة فى خمسة اثواب (١٣٠)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/১৭৯, কানয ৫০, সিরাজিয়্যা ১৩০

মৃত ব্যক্তির চোখ মুখ বন্ধ করে দেওয়া

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় ও মুখ খোলা থাকলে বন্ধ করে দেবে এবং প্রয়োজনে মাথার উপর ও থুতনির নিচ দিয়ে কাপড় বেঁধে দেবে বাঁধার সময় এই দুআ পড়বে–

بسم الله وعلى ملة رسول الله اللّٰهُمَّ يسر عليه امره وسهل عليه ما بعده واسعده بلقائك واجعل ما خرج اليه خيرا مما خرج عنه ـ

উপরোক্ত আমল ও দু'আটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে মৃত ব্যক্তির চোখ মুখ খোলা থাকলে বন্ধ করে দেওয়া এবং কাপড় বেঁধে দেওয়া ও দু'আ পড়ার কথা হাদিস এবং ফেকাহগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

كمافى السنن الكبرى : عن بكر بن عبد الله قال اذا غمضت الميت فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا حملته فقل بسم الله ثم سبح ما دمت تحمله ـ ٥٤٠/٣ دارالكتب العلميه)

প্রমাণ ঃ সুনানে কুবরা ৩/৫৪০, বাদায়ে ১/২৯৯, বিনায়া ৩/১৭৮

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : জীবিতদের উপর মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া ফরজে কেফায়া, যা কিছু লোক আদায় করলে বাকিদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়।

كمافى الهندية : غسل الميت حق واجب على الاحياء بالسنة واجماع الامة... ولكن اذا قام به البعض سقط عن الباقين ـ (باب الجنائز ١٥٨/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/১৫৮, বাদায়ে ২/২৪, তাতার খানিয়া ১/৫৮৯

মসজিদে জানাযার খাটিয়া রাখা

প্রশ্ন : মসজিদে জানাযার খাটিয়া রাখা জায়েয কিনা?

উত্তর : যদি খাটিয়া পবিত্র থাকে, তাহলে রাখা জায়েয, অন্যথায় নয়।

وفى الشامية: عدم جواز ادخال النجاسة المسجد (فى احكام المسجد ٦٥٦/١ سعيد)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৫/২৪৯, শরহে বেকায়া ২/৩৫৪, শামী ১/৬৫৬, হাশিয়ায়ে শরহে বেকায়া ২/৩৫৪

মৃত ব্যক্তিকে অজুতে কুলি ও নাকে পানি দেওয়া

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তিকে ওযু করানোর সময় কুলি এবং নাকে পানি দেওয়া লাগবে কিনা?

উত্তর : না, লাগবে না।

وفى بدائع الصنائع: لا يمضمض الميت ولا يستنشق لان ادارة الماء فى فم الميت غير ممكن ـ (كيفية الغسل ٢٦/٢ زكريا)

প্রমাণ ঃ তাতারখানিয়া ১/৫৮৯, বাদায়ে ২/২৬, দুররে মুখতার ১/১২০, হিদায়া ১/১৭৮

কাফনের কাপড়ের গিরা খোলার বিধান

প্রশ্ন : মাইয়িতকে কবরে রাখার পর কাফনের কাপড়ের গিরা খুলে দিবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, খুলে দিবে।

كمافى الهندية: ويوضع فى القبر على جنبه الايمن مستقبل القبلة ... وتحل العقدة (باب الجنازة ١٨٢/١)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/১৬৬, হিদায়া ১/১৮২, আল বাহরুর রায়েক ১/১৯৪, দুররে মুখতার ১/১২৫ বাদায়ে ২/৬৩

মাইয়্যেতের ওযু চেহারা দ্বারা শুরু করা

প্রশ্ন : মাইয়্যিতকে অযু করানোর সময় কোন অঙ্গ থেকে অযু শুরু করবে?

উত্তর : মাইয়্যিতকে অযু করানোর সময় চেহারা থেকে অযু শুরু করবে।

وفى التاتارخانية: ويبدأ بغسل وجهه لا بغسل اليدين - (فصل الجنائز ٥٨٩/١ دارلايمان)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/১৫৮, তাতার খানিয়া ১/৫৮৯, হিদায়া ১/১৭৮, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২১৯

মুর্দাকে সামনে রেখে, লোকটা কেমন ছিল বলা

প্রশ্নঃ আমাদের দেশে অনেক স্থানে দেখা যায় যে জানাযার সময় মুর্দাকে সামনে রেখে কোন এক লোক জিজ্ঞাসা করতে থাকে লোকটা কেমন ছিল, উপস্থিত লোকেরা বলে ভাল ছিল এভাবে তিনবার করা হয়ে থাকে, এরূপ করাটা ঠিক কি না?

উত্তরঃ যদি তাদের এ বিশ্বাস থাকে যে সবাই লোকটাকে ভাল বললে সে ভাল হয়ে জান্নাতী হয়ে যাবে যদিও প্রকৃত পক্ষে সে খারাপ হোক না কেন। তাহলে জানাযা সামনে নিয়ে এরূপ বলা ঠিক হবে না। কারণ এ ধারণা ভ্রান্ত। বর্তমানে আমাদের দেশে এটা একটা প্রথা হিসাবে চালু হয়ে গেছে এবং তাদের ধারণাও হয়ে গেছে যে সবাই ভাল বললে সে লোকটি আল্লাহর দরবারে ভাল হয়ে যাবে এবং জান্নাতী হবে। তাদের এ ধারণা শরীয়াতে কোন ভিত্তি নেই সুতরাং এরূপ প্রথা বানিয়ে নেয়া বিদআত হবে যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

كما فى البخارى: عن عائشة قالت قال النبى صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاموات فانهم قد افضوا الى ما قدموا - (باب ينهى من سب الاموات ١٨٧/١الاشرفى)

প্রমাণ: বুখারী- ১/১৮৭, মুসলিম- ১/৩০৮, তিরমিযী- ১/১৯৮

শহীদের গোসল ও জানাযার বিধান

প্রশ্ন : শহীদের গোসল ও জানাযার নামায পড়তে হবে কিনা?

উত্তর : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে শহীদ হলে তার গোসল দিতে হবে না, কিন্তু জানাযার নামায পড়তে হবে।

و فى الهند ية : وحكمه ان لا يغسل ويصلى عليه ويد فن بدمه وثيابه : (الفصل فى الشهيد ١/ ١٦٨ حقانية)

প্রমাণ ঃ সূরা আল ইমরান ১৭০, বুখারী ১/১৭৯, হিদায়া ১/১৮৩, আল বাহরুর রায়েক ২/১৯৭, হাশিয়ায়ে তাহতবী ৬২৭, আলমগীরী ১/১৬৮

আত্মঘাতী হামলায় নিহতরা শহীদ হওয়ার বিধান

প্রশ্ন : আত্মঘাতী হামলায় নিহত ব্যক্তিরা শহীদের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা? উল্লেখ থাকে যে অনেক মানুষ গুনাহেও লিপ্ত থাকে।

উত্তর : শহীদ হওয়ার কারণসমূহ ও শর্তাবলি বিদ্যমান থাকলে মৃত ব্যক্তির উপর শহীদের হুকুম লাগানো সহীহ হবে যদিও গুনাহের কাজ করা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। তবে সে পাপ কর্মের কারণে গুনাহগার হবে। তাই আত্মঘাতী হামলায় নিহতরা মাজলুম হিসেবে শহীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদিও কেউ কেউ গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে।

كما فى الشامية : وان مات فى معصية بسبب من اسباب الشهادة فله اجر شهادته وعليه اثم معصيته ـ (٢٥٣/٢)

প্রমাণ ঃ শামী ২/২৫৩, আল বাহরুর রায়েক ২/১৯৭, আল ফিকহু আলাল মাজাহিবিল আরবাআ ১/৪০৮, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৪৯৩

নবমৃতের রূহের সাথে আত্মীয় স্বজনের রূহের সাক্ষাত

প্রশ্ন : লোকমুখে শুনেছি যে, নবমৃতের রূহের সাথে আত্মীয় স্বজনের রূহের সাক্ষাত হয়, এটা কি শরীয়তের আলোকে সত্য?

উত্তর : হ্যাঁ, এটা শরীয়তের আলোকে সত্য।

كما فى القران الكريم ـ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ـ (سورة العمران ١٧٠)

প্রমাণ ঃ সূরা আল ইমরান ১৭, তাফসীরে রুহুল মাআনী ২/১২৩, তাফসীরে কাবীর ১০/৮৩, আহকামুল কোরআন ২/৬৪

কবরের উপর গম্বুজ বানানোর বিধান

প্রশ্ন : কবরের উপর গম্বজু বানানো বা ডিজাইন করা জায়েয কিনা?

উত্তর : না, জায়েয নেই। বরং তা বিদআতের অন্তর্ভুক্ত যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

وفى خلاصة الفتاوى : ولا يجصص القبر ولا يطين ويرفع عليه بناء قالوا اراد به السقف الذى تجعل فى ديارنا على القبور ـ (فى حمل الجنائز والدفن ٢٢٦/١ رشيدية)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/৩১২, তিরমিযী, ১/২০৩, সিরাজিয়া ১৩৩, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২২৬, তাতার খানিয়া ১/৬১

ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য কারো কবরকে চুম্বন করা

প্রশ্ন : ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশের উদ্দেশ্যে কারো কবরকে চুম্বন করা জায়েয আছে কি?

উত্তর : না, জায়েয নেই। কারণ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশের উদ্দেশ্যে কবর চুম্বন করা কুফুরী ও হারাম।

كمافى حاشية الطحطاوى : وكره تحريما قضاء الحاجة... وكذا كل مالم يعهد من غير فعل السنة كالمس و التقبيل ـ (فصل فى زيارة القبور ٦٢٣ دارالحديث)

প্রমাণ ঃ হাশিয়ায়ে তহতবী ৬২৩, আল-ফিকহুল ইসলামী ২/৪৭৭, মাউসুয়া ২/৯০

ঈসালে সাওয়াবের সঠিক পদ্ধতি

প্রশ্ন : বর্তমান আমাদের এলাকায় প্রচলন আছে যে, কেউ মারা গেলে তার জন্য ঈসালে ছাওয়াবের উদ্দেশ্য তিন দিন/সাত দিন অথবা চল্লিশ দিনের নামে অনুষ্ঠান করে। জানার বিষয় হল এমন অনুষ্ঠান করা কোরআন-হাদীসের আলোকে জায়েয আছে কিনা? যদি জায়েয না থাকে তাহলে মাইয়্যেতের জন্য ঈসালে ছাওয়াবের সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি কি?

উত্তর : মাইয়্যেতের জন্য ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তিন দিনা, সাত দিনা, বা চল্লিশার নামে বর্তমান যামানায় সে অনুষ্ঠান করা হয়, তা শরীয়তসম্মত নয়, হক্কানী উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মতানুসারে এটা না জায়েয এবং প্রথার অন্তর্ভুক্ত। আর মাইয়্যেতের ঈসালে সাওয়াবের জন্য বিশেষ কোন নিয়ম-পদ্ধতি বা কোন জিনিসের সাথে সীমাবদ্ধ নেই বরং মাইয়্যেতের জন্য যখন ইচ্ছা তখনই টাকা-পয়সা দান-ছদকা করে, কোরআন পড়ে, তাসবীহ-তাহলীল পড়ে বা গরীব-মিসকীনদের খাওয়ানো ইত্যাদির মাধ্যমে ঈসালে সাওয়াব করতে পারবে।

كمافى الشامية : يكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع فى السرور لافى الشرور وهى بدعة مستقبحة ـ (مطلب فى كراهة الضيافت ٢/٢٤)

প্রমাণ ঃ শামী ২/২৪০, তৃহতবী ৬২২, দুররে মুখতার ১/১২৬

কবরের পাশে দাড়িয়ে কুরআন পাঠ করা

প্রশ্ন: বর্তমান যুগে গাইরে মুকাল্লিদগণ তাদের বিভিন্ন কিতাবে লিখে থাকেন যে কবরের পাশে দাড়িয়ে কোরআন শরীফ বা কোরআনের কোন অংশ তেলাওয়াত করা বিদআত, এই কথাটি কতটুক সত্য কোরআন হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: মুসলমান ব্যক্তির কবরের পাশে দাড়িয়ে কোরআন শরীফ বা কোরআনের কোন অংশ তেলাওয়াত করে সাওয়াব পৌছানো জায়েয আছে, তাই এটাকে বিদআত বলা ঠিক নয়।

كما فى اعلاء السنن: عن انس ان رسول الله عليه وسلم قال من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم ـ (باب زيارة القبور ٥ ٥-٦/٢٦٦٨؟ مكتبة دارالفكر)

প্রমাণ: ইলাউস সুনান ৫-৬/২৬৬৮, শামী– ২/২৪৩ দুররে মুখতার– ১/১২৬, আলমগীরী– ৫/৩৫০, বিনায়া– ৩/২৬২, আল ফিকহুল ইসলামী– ২/৪৮৪

সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুবরণ করলে শহীদের মর্যাদা পাবে

প্রশ্ন : সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুবরণ করলে শহীদ হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, সন্তান প্রসবের সময় মৃত্যুবরণ করলে শহীদের মর্যাদা পাবে। তবে দুনিয়াতে অন্যান্য মুরদাদের মতই কাফন দাফন করতে হবে।

وفى الشامية : (قوله والنفساء) ظاهرة سواء ماتت وقت الوضع او بعده قبل انقضاء مدة النفاس (باب الشهيد : ٢٥٢)

প্রমাণ : শামী ২/২৫২, হাশিয়ায়ে তাহতবী ৬২৮, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৪৯২, মাওসুয়া ২৬/২৭৩

অন্যায় ভাবে নিহত ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা পাবে

প্রশ্ন : যে অন্যায়ভাবে নিহত হয় সে শহীদ হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, সে শহীদের মর্যাদা পাবে।

وفى البحر الرائق : او قتله مسلم ظلما لان المدافع المذكور شهيد باى الة قتل بحديدة او حجر او خشب (٢/ ١٩٧رشيدية)

প্রমাণ : বুখারী ১/৩৩৭, হিদায়া ১/১৮০, দুররে মুখতার ১/১২৭, শামী ২/২৪৮, আল বাহরুর রায়েক ২/১৯৭

এক্সিডেন্টে মৃত ব্যক্তি শহীদ

প্রশ্ন : এক্সিডেন্টে মৃত ব্যক্তি কি শহীদ?

উত্তর : হ্যাঁ, যে ব্যক্তি এক্সিডেন্টে মারা যাবে সে পরকালে শহীদের মর্যাদা পাবে। এবং দুনিয়াতে অন্যান্য মাইয়্যেতের মতই কাফন-দাফন হবে।

وفى بدائع الصنائع : أنه ينال ثواب الشهداء كالغريق والحريق والمبطون والغريب أنهم شهداء بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالشهادة وأن لم يظهر حكم شهادتهم فى الدنيا : (بيان من يكون شهيدا ٢/ ٦٨ زكريا)

প্রমাণ : বাদায়ে ২/৬৮, আল বাহরুর রায়েক ২/১৭৬, হিন্দিয়া ১/১৬৮, তাতার খানিয়া ১/৫৯৩

দেশ রক্ষার জন্য প্রাণ দিলে সে ব্যক্তি শহীদ হবে

প্রশ্ন : যারা দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়ে থাকে, শরীয়াতের দৃষ্টিতে তাদেরকে শহীদ বলা যাবে কি?

উত্তর : মুসলমানদের মধ্যে যারা দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে তারা শুধু দেশ রক্ষার জন্যই যুদ্ধ করে না, বরং নিজেদের মা-বোনদের ইজ্জত এবং নিজেদের জান-মাল রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে থাকে। তাই তারা যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করে থাকে, জাহিলি যুগের ন্যায় শুধু জাতিগত প্রেরণায় উজ্জীবিত না হয়ে করে থাকে, তাহলে যারা তাতে মারা যাবে তাদেরকে শরয়ী শহীদ বলে গণ্য করা হবে।

ما فى سنن ابى داود: عن سعيد بن زير عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون اهله او دون مده او دون دينه فهو شهيد : (٦٥٨/٢)

প্রমাণ : আবু দাউদ ২/৬৫৮, আল বাহরুর রায়েক ২/১৯৭, হিদায়া ১৬৭, শামী ২/২৪৭

শহীদকে কাফনের কাপড়ে দাফন করা

প্রশ্ন : শহীদকে কাফনের কাপড়ে দাফন করতে হবে কি?

উত্তর : না, বরং যে কাপড়ে শহীদ হয়েছে সেই কাপড়ে দাফন করবে।

وفى البحر الرائق : ويدفن بدمه وثيابه الا ماليس من الكفن ويزاد وينقص (باب الشهيد : ٢ ١٩٧ رشيدية)

প্রমাণ : হিন্দিয়া ১/১৬৮, ফাতহুল কাদীর ২/১০৮, তাতার খানিয়া ১/৫৯৬, আল বাহরুর রায়েক ২/১৯৭, হিদায়া ১/১৮৪

কবর যিয়ারতের তরীকা

প্রশ্ন : কবর যিয়ারতের তরীকা কি?

উত্তর : কবর যিয়ারত করার তরীকা হল, কবরের নিকটে গিয়ে দাঁড়িয়ে এভাবে সালাম ও দুআ করবে।

السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لا حقون أسئل الله لى ولكم العافية ـ

এবং সুরায়ে ইয়াসীন, আয়াতুল কুরসি ও সুরায়ে বাকারার শুরু থেকে مفلحون পর্যন্ত পড়বে। এবং কুরআনে কারীমের যেখান থেকে সহজ হয় যেমন– সুরায়ে ফাতিহা এবং آمن الرسول ـ تبارك الملك সুরায়ে তাকাসুর ও সুরায়ে ইখলাছ তিনবার সাতবার এগারবার অথবা বারো বার পড়বে। এবং সুরায়ে ফালাক ও সুরায়ে নাস তিন তিন বার পড়ে কিবলার দিকে ফিরে দুআ করবে।

كما فى مشكوة المصابيح : عن عائشة قالت كيف اقول يارسول الله تعنى فى زيارة القبور قال قولى السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وانا ان شاء الله بكم للاحقون (باب زيارة القبور ١٥٤ حميدية)

মিশকাত ১/১৫৪, মুনীয়াতুল মুসল্লী ৫৬০, শামী ২/২৪২, মারাকিল ফালাহ ৬৬০

সম্মিলিত ভাবে কবর যিয়ারত করা

প্রশ্ন : সম্মিলিত ভাবে কবর যিয়ারত করা যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, সম্মিলিত ভাবেও কবর যিয়ারত করা যাবে। তবে এর জন্য ডাকাডাকি করা বা সম্মিলিত হওয়াকে জরুরী মনে করা বিদআত।

وفى الشامية : وزيارة القبور اى لا بأس بها بل تندب (فصل فى زيارة القبور ٢/٢٤٢ سعيد)

প্রমাণ ; মুসলিম ১/৩১৪, ইবনে মাজাহ ১১২, শামী ২/২৪২, মুনিয়াতুল মুসল্লী ৫৬০, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৪১৮

কবর যিয়ারত করা জায়েয আছে

প্রশ্ন : কবর যিয়ারত করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, কবর যিয়ারত করা শুধু জায়েযই নয় বরং কবর যিয়ারতের প্রতি হাদীস শরীফে গুরুত্বও দেওয়া হয়েছে।

كما فى الصحيح لمسلم ـ عن ابى هريرة رض قال زار النبى صلى الله عليه وسلم قبرامه فبكى وابكى من حوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذنت ربى فى ان استغفرلها فلم يؤذن لى واستاذنته فى ان ازورقبرها فاذن لى فزوروا القبور فانها تذكر كم الموت ـ (باب زيارة القبور : ١/ ٣١٤ اشرفية)

প্রমাণ : মুসলিম ১/৩১৪, ইবনে মাযা ১১২, শামী ২/২৪২, হাশিয়ায়ে তহতবী ৬১৯, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৪৭৪

কবরে শিয়ালে বাচ্চা দিলে করণীয় কি?

প্রশ্ন : পুরানো কবরে শিয়ালে বাচ্চা দিলে করণীয় কি? এভাবে থাকতে দেওয়া হবে, নাকি কবর খনন করে হলেও বের করে দিতে হবে?

উত্তর : যদি কবর এমন পুরানো হয়ে থাকে যে লাশ মাটি হয়ে গেছে তাহলে শিয়াল তাড়ানোর প্রয়োজন নেই। আর যদি লাশ মাটি না হয় তাহলে শিয়াল বের করে দিতে হবে।

كما فى حاشية الطحطاوى : (وينبش) القبر لمتاع كثوب ودرهم (سقط فيه) وقيل لا ينبش بل يحفر من جهة المتاع ويخرج وينبش لكفن (باب دفن الميت : ٦١٦)

প্রমাণ : হাশিয়ায়ে তাহতবী ৬১৬, আলমগীরী ১/১৬৭, ফাতহুল কাদীর ২/১০১, শামী ২/২৩৭, খুলাসা ১/২২৬

কবরের পাশে মৃত ব্যক্তির নাম ঠিকানা লিখার বিধান

প্রশ্ন : কবরের পাশে বা কবরের উপরে মৃত ব্যক্তির নাম ঠিকানা লেখা এ উদ্দেশ্যে যেন তার পরিবার-পরিজন কবর চিনে তার পাশে দাঁড়িয়ে ঈসালে সওয়াব করতে পারে। আমার প্রশ্ন হলো এভাবে নাম ঠিকানা লেখা জায়েয কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ মৃত ব্যক্তির পরিচয় লাভের জন্য কবরের পার্শ্বে বা মাথার নিকটে কোন কিছুতে নাম-ঠিকানা লেখা জায়েয আছে।

وفى الشامية : (لا بأس بالكتابة) لان النهى عنها وان صح فقد وجد الا جماع العملى بها... فان الكتابة طريق الى تعرف القبربها... اذا كانت الحاجة داعية اليه فى الجملة ... وان احتيبج الى الكتابة حتى لا يذهب الأثرولا يمتهن فلا بأس به : (باب الجنائز ٢/ ٢٣٧ سعيد)

প্রমাণ : হাশিয়ায়ে তাহতবী ৬১১, শামী ২/২৩৭, দুররে মুখতার ১/১২৫, বাদায়ে ২/৫৫

কবরের উপর চাদর বিছানো

প্রশ্ন : কবরের উপর চাদর বিছানো যাবে কিনা?

উত্তর : না, কবরের উপর চাদর বিছানো যাবে না। এটি বেদআতের অন্তর্ভুক্ত।

وفى الشامية : تكره الستور على القبور ـ (مطلب فى دفن الميت ٢/٢٣٨ سعيد)

প্রমাণ : মুসলিম শরীফ ২/২০০, শামী ২/২৩৮, সুনানে কুবরা ১১/৮৬

কবরস্থানের মাঝ দিয়ে রাস্তা বানানো

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি ওয়াক্ফকৃত কবরস্থানে প্রায় ৫০-৬০ বছর পূর্বে থেকে মানুষ মাটি দিয়ে আসতেছে। বর্তমানে এই কবরস্থানকে এলাকার লোকজন ওয়ালের প্রাচীর দিয়ে ঘিরে পুরা কবরস্থানের উপর প্রায় আট দশ ফিট উঁচু করে মাটি ফেলেছে কবরস্থান নিচু হওয়ার কারণে। এরপর উক্ত কবরস্থানের মাঝখান দিয়ে একটি রাস্তা নির্মাণ করেছে এই প্রয়োজনে যে, লাশের খাটলি নিয়ে সবাই কবরস্থানে প্রবেশ করে রাস্তা দিয়ে চলে রাস্তার দু'পাশে মানুষ মাটি দিবে এবং কবর যিয়ারত করা ও কবরস্থানের বিভিন্ন সুবিধার্থে। উল্লেখ থাকে যে, উক্ত রাস্তার নিচে দশ বার বছরের মধ্যে কোন নতুন কবর নেই। উল্লিখিত প্রয়োজনে চলার রাস্তার করা জায়েয হয়েছে কিনা যদি জায়েয না হয়ে থাকে তাহলে করণীয় কি?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত কবরস্থানে চলাচলের রাস্তা যেহেতু প্রয়োজনের জন্য বানানো হয়েছে। তাই বৈধ হয়েছে।

وفى الشامية : عن ابى حنيفة : لا يوطأ القبر إلا لضرورة ـ (٢/٢٤٥)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/২০৩, শামী ২/২৪৫, হাশিয়ায়ে তহতবী ৬২০

পূর্ব পশ্চিম দিকে কবর খনন করা

প্রশ্ন : বাংলাদেশীদের পক্ষে পূর্ব পশ্চিম দিকে লম্বা করে পাকা করে কবর করার বৈধতা আমাদের শরীয়তে আছে কিনা?

উত্তর : মুসলমানদের ধর্মীয় রীতি হল মৃতকে কিবলার দিকে বুক ও মুখ করে ডান কাতে রাখা। যা শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত। বাংলাদেশে কেবলা যেহেতু পশ্চিম দিকে, তাই মৃতকে কিবলামুখী করতে হলে তার জন্য জরুরী হল কবর উত্তর দক্ষিণ দিকে লম্বা করা। সুতরাং পূর্ব পশ্চিমে লম্বা করে কবর দেয়াতে শরীয়তের নির্দেশ অমান্য করা হয়। বিধায় তা পরিহারযোগ্য।

وفى الدر المختار : ويوجه اليها وجوبا وينبغى كونه على شقه الأيمن .. ولا يجصص ... ولا يطين ولا يرفع عليه بناء ـ (باب الجنائز ١/ ١٢٥ زكريا)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/২০৩, দুররে মুখতার ১/১২৫, আলমগীরী ১/১৬৬, হিদায়া ১/১৮১

কবরকে সামনে রেখে নামায পড়া

প্রশ্ন : অনেক মসজিদেই দেখা যায় মসজিদ সংলগ্ন কবর রয়েছে। এ সমস্ত মসজিদে নামায পড়তে গেলে কবর মুখোমুখি হয়, তাই আমার জানার বিষয় হল, এভাবে কবর সামনে রেখে নামায পড়া কি জায়েয হবে?

উত্তর : কবর সামনে করে নামায পড়া জায়েয আছে, তবে মাকরূহ হবে, আর কবরকে সামনে করে নামায পড়া মাকরূহ হবে না যদি কবরকে মিটিয়ে দেওয়া হয়, বা কবরের সামনে একটি দেয়াল দেওয়া হয়।

وفى الفقه على المذاهب الاربعة : وكذا تكره الصلاة فى المقابر على تفصيل فى المذاهب الحنفية قالوا : تكره الصلاة فى المقبرة اذا كان القبربين يدى المصلى (باب الصلاة فى المقبرة ٢٢/١)

প্রমাণ ঃ সুনানে নাসায়ী ১/১৮৭, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/২২০, দারুল উলূম ৪/৯৩

মাইয়্যেতকে কবরে রাখার সময়ে দুআ পড়বে

প্রশ্ন : মাইয়্যেতকে কবরে রাখার সময় দুআ পড়বে নাকি রাখার পরে বুকের উপর হাত রেখে দুআ পড়বে?

উত্তর : কবরে নামানোর সময় দুআ পড়বে।

كما فى الهندية : ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله (الفصل السادس فى القبر والدفن ١٦٦/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/১৬৬, হিদায়া ১/১৮২, সিরাজিয়্যাহ ১৩৫, দুররে মুখতার ১/১২৫, আল বাহরুর রায়েক ২/১৭৩

ইসলামী আন্দোলন করে মারা গেলে শহীদ হবে

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি ইসলামী আন্দোলনে মারা গেলে শহীদ হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি কোন আলেমের ফাতওয়া অথবা উৎসাহের উপর ভিত্তি করে ঐ সমস্ত মজলিসে সৎ উদ্দেশ্যে অংশ গ্রহণ করে যে, দ্বীন ইসলামকে হেফাজত করার জন্য ইহা একটি রাস্তা বা তরীকা। অত:পর সে উক্ত আন্দোলনে মারা যায়। তাহলে ইনশাআল্লাহ সে শহীদ বলে গণ্য হবে।

وفى الدر المختار : هو كل مكلف مسلم طاهر قتل ظلما بغير حق بجارحة اى بما يوجب القصاص ولم يجب بنفس القتل... و كذا يكون شهيدا لو قتله

باغ او حربي او قاطع طريق او بغير الة جارحة او وجد جريحا ميتافى معركتهم ـ(باب الشهيد ١٢٧/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১৫৪, আলমগীরী ১/১৬৭-৬৮, দুররে মুখতার ১/১২৭

ক্রসফায়ারে নিহত ব্যক্তির হুকুম

প্রশ্ন : ক্রস ফায়ারে নিহত ব্যক্তি শহীদ হবে কিনা?

উত্তর : অন্যায়ভাবে জুলুম করে কোন মুসলমানকে হত্যা করা হলে সে শহীদ হবে।

كما فى الهداية ـ الشهيد من قتله المشركون او قتل المسلمون ظلما ولم يجب بقتله دية (باب الشهيد ١٨٣/١ اشرفى)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/১৮৩, দুররে মুখতার ১/১২৬, কানযুদ দাকায়েক ৫৪, আল বাহরুর রায়েক ২/১৯৬, শরহে বেকায়া ১/২১০

ইয়াসিন পরে সুরা পানি কবরে ছিটানো

প্রশ্ন : সূরা ইয়াসিন পড়ে দম করে সেই পানি কবরে ছিটিয়ে দেয়া যাবে কি?

উত্তর : কবরের পাশে সূরা ইয়াসিন পড়া এবং নতুন কবরের মাটি জমানোর জন্য পানি ছিটানোর কথা হাদিস ও ফিকহের কিতাবে আছে। কিন্তু উল্লেখিত সূরতের বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। অতএব এটা মনগড়া এরূপ করা গুনাহ। এমন কাজ বর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : لا بأس بالقراءة عند القبر للحديث المتقدم من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعد د من فيها حسنات وحديث من زار قبر والديه فقرأ عنده يس غفرله ـ (باب صلاة الجنا ئز ٤٨٥/٢ رشيدية)

প্রমাণ ঃ আবু দাউদ ২/৪৪৫, আল বাহরুর রায়েক ২/১৯৪, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৪৮৫, দুররে মুখতার ১/১২৫

কাদীয়ানীদেরকে মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করা

প্রশ্ন : কাদীয়ানীদেরকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : না, জায়েয নাই।

كما فى البحر الرائق : اما المرتد فلا يغسل ولا يكفن وانما يلقى فى حفيرة كالكلب ولا يدفع الى من انتقل الى دينهم ـ (كتاب الجنائز ١٩١/٢)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ২/১৯১, শামী ১/৬৫৭, দুররে মুখতার ১/১২৩, ফাতহুল কাদীর ২/৯৪

কবরের উপরে ঘুমানোর বিধান

প্রশ্ন : কবরের উপর ঘুমানোর বিধান কি?

উত্তর : কবরের উপর ঘুমানো মাকরূহ।

وفى نورالايضاح ـ وكره القعود على القبور .. والنوم وقضاء الحاجة عليها : (فصل فى زيارة الفبور ١٣٣ امدادية)

প্রমাণ ঃ মুসলিম শরীফ ১/৩১২, শামী ২/২৪৫, নুরুলঈযাহ ১৩৩, হাশিয়ায়ে ত্বহতবী ৬২৩

মালিকানা কবরস্থানে বাড়ি বানানো

প্রশ্ন : মালিকানা কবরস্থানে মালিক নিজে বাড়ি বানাতে পারবে কিনা?

উত্তর : যদি কবরস্থানে মৃত ব্যক্তিদের লাশ গলে মাটি হয়ে যায়, এবং তাদের কোন নিশানা বাকি না থাকে তাহলে বাড়ি বানানো জায়েয আছে, অন্যথায় জায়েয হবে না।

كمافى الشامية : ولو بلى الميت وصار ترابا جاز دفن غيره فى قبره وزرعه والبناء عليه ـ (كتاب الجنائز ٢/٢٣٢ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ২/২৩২, আলমগীরী ১/১৬৭, আল বাহরুর রায়েক ২/১৯৫

কবরের উপর নেমপ্লেট লাগানোর বিধান

প্রশ্ন : কবরের উপর নেমপ্লেট লাগানোর বিধান কি?

উত্তর : কবরকে সুসজ্জিত করা এবং তার উপর নেমপ্লেট বানানো যার উপর কোন কিছু লেখা হবে। এ ধরনের কাজ জায়েয নেই।

كمافى سنن الترمذى : عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجصص القبور وان يكتب عليه وان يبنى عليها ـ (٢٠٣/١)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/২০৩, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/৩২৬, সিরাজিয়া ১৩৩

মহিলাদের কবর যিয়ারত করা

প্রশ্ন : মহিলাদের কবর যিয়ারত করার বিধান কি?

উত্তর : শরীআত বিরোধী কোন কাজ না করে বৃদ্ধা মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করার অনুমতি আছে। তবে ফিতনার আশঙ্কা থাকার কারণে যুবতী মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত না করা উচিত।

وفى الشامية: وان كان للاعتبار والترحم من غيربكاء والتبرك بزيارة قبور

الصالحين فلا بأس اذا كن عجائز ويكره اذا كن شواب. (ج۲ صـ ۲٤۲ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ২/২৪২, হাশিয়ায়ে তৃহত্বী ১২০, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়া ২৪/৮৮)

মৃত ব্যক্তিকে স্থানান্তর করা সম্পর্কে

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তিকে স্থানান্তর করার বিধান কি?

উত্তর : দাফনের ক্ষেত্রে উত্তম হলো, যে স্থানে মারা যাবে সে স্থানেই দাফন করা। এবং দাফনের পূর্বে এক দুই মাইল স্থানান্তর করা জায়েয। এবং দুই মাইলের থেকে বেশী স্থানান্তর করাকে অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম মাকরূহ বলেছেন। এবং দাফনের পরে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া স্থানান্তর করা জায়েয নেই।

فى رد المحتار: (قوله يندب دفنه فى جهة موته) اى مقابر اهل المكان الذى مات فيه او قتل وان نقل قدر ميل او ميلين فلا بأس (جـ۲ صـ ۲۳۹)

(প্রমাণ : শামী-২/২৩৯, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু-২/৪৬৬, রহিমীয়া-৭/৩৩৩)

ব্যক্তিগত পুরাতন কবর নিজের কাজে ব্যবহার করা

প্রশ্ন : ব্যক্তিগতপুরাতন কবর নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, পারবে। কবরের নিশানা মিটে যাওয়ার পরে।

وفى الطحطاوى : والوطء لحاجة كدفن الميت لا يكره وفى السراج فان لم يكن له طريق الا على القبر جازله المشى عليه للضرورة ـ (فصل فى زيارة القبور ٦٢٠)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/২০৩, শামী ২/২৪৫, তৃহতবী ৬২০, আলমগীরী ২/৪৭১

তালেবে ইলেম কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে ৪০ দিন পর্যন্ত কবরের আযাব মাফ হওয়ার কথাটি সঠিক নয়

প্রশ্ন : তালেবে ইলেম কবরস্থানের পাশ দিয়ে হেটে গেলে ৪০ দিন পর্যন্ত কবরের আযাব মাফ হয়। এ কথাটি সঠিক কিনা?

উত্তর : কুরআন-হাদিস দ্বারা উক্ত কথার কোন ভিত্তি পাওয়া যায় নি। সুতরাং এ কথাটি সঠিক নয়।

وفى اللؤلؤ المرصوع : ان العالم والمتعلم ان مر على قرية فان الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية اربعين يوما لا اصل له ـ ٥٢)

প্রমাণ ঃ সূরা যুমার ৭, সূরা আল ইমরান ১২৯, তাফসীরে কাবীর ৭/৮/২০৪, আল লুউলুউল মারসু ৫২

কবরে মাটি দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

প্রশ্ন : কবরে মাটি দেয়ার সুন্নাত তরীকা কি? জানালে কৃতজ্ঞ হতাম।

উত্তর : মৃত্যু ব্যক্তিকে দাফনের সময় যারা উপস্থিত থাকেন তাদের সকলের জন্য মৃত্যু ব্যক্তির (মাথার দিক থেকে) কবরে তিন মুষ্ঠি করে মাটি দেয়া কর্তব্য। প্রথম মুষ্ঠি দেওয়ার সময় বলবে منها خلقناكم দ্বিতীয় মুষ্ঠি দেওয়ার সময় وفيها نعيدكم তৃতীয়বার ومنها نخرجكم تارة اخرى বলবে:

وفى العالمكيرية: ويستحب لمن شهد دفن الميت ان يحثو فى قبره ثلاث حثيات من التراب بيديه جميعا ويكون من قبل راس الميت ويقول فى الحثية الاولى منها خلقنا كم وفى الثانية وفيها نعيد كم وفى الثالثة ومنها نخرجكم تارة اخرى ـ (فصل فى القبر والدفن ١٦٦/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ মিশকাত ১৪৮, ইবনে মাজা ১১২, আলমগীরী ১/১৬৬, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৪১৩

মৃত্যু ব্যক্তির জন্য দু'আ করে টাকা নেয়া

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করে বা জীবিত ব্যক্তির জন্য দু'আ করে টাকা পয়সা নেয়া জায়েয আছে কি না? এবং তাদের জন্য দু'আ করে খাওয়া দাওয়া করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে দু'আ করে টাকা নেয়া বা খাওয়া উভয়টাই জায়েয আছে। তবে ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দু'আ করে টাকা নেয়া বা খাওয়া কোনটাই জায়েয নাই। চাই দু'আ মৃত ব্যক্তির জন্য করা হোক বা জীবিত ব্যক্তির জন্য করা হোক। প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয় গুনাহগার হবে। হ্যাঁ মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করানো ছাড়া কেউ যদি কাউকে মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে টাকা পয়সা দেয় বা খাওয়ায় তাহলে উহা গ্রহণ করা ও খাওয়া জায়েয আছে।

كما فى الشامية : ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته او بعده وباعطاء دراهم لمن يتلو القران لروحه او يسبح او يهلل له وكلها بدع منكرات باطلة والمأخوذ منها حرام للاخذ. (ج٦ صـ٥٧ المكتبة سعيد)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা-৪১, শামী-৬/৫৭, হাশিয়ায়ে তিরমিযী-২/২৭, শরহে নববী-১/১২)

কুরআন খানি করে টাকা গ্রহণ করা

প্রশ্ন : আমরা জানি, মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ ও কুরআন খতম করে টাকা নেয়া যাবে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এভাবে বলে যে, জীবিত ব্যক্তির জন্য দু'আ ও কুরআন খতম করা হবে, কিন্তু দু'আর মাঝে যদি ঐ ব্যক্তি মৃত আত্মীয়-স্বজনদের জন্য দু'আ করে, তাহলে ঐ ব্যক্তি যেই হুজুর বা কোন ছাত্রকে এনেছে, তাদের টাকা দিতে চাইলে তাঁরা ঐ টাকা গ্রহণ করতে পারবে কি না? এবং মৃত ব্যক্তিরা কুরআন খতমের সাওয়াব পাবে কি না? আর যদি মৃত ব্যক্তিরা ইহার সাওয়াব পায় তাহলে তাঁরা টাকা গ্রহণ করতে পারবে কি না? আর যদি টাকা গ্রহণ করতে না পারে তাহলে কোন সুরতে পারবে?

উত্তর : ঈসালে সাওয়াবের নিয়তে কুরআন খতম বা কোন তাসবীহ-তাহলীল পড়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নাই, চাই মৃতদের জন্য পড়া হোক বা জীবিতদের জন্য। আর টাকা গ্রহণ করে পড়নেওয়ালা এবং যাদের উদ্দেশ্যে পড়ানো হয় কেহই সাওয়াব পাবে না। তবে যদি দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য পড়ানো হয়। তাহলে টাকা গ্রহণ করতে পারবে।

كما فى حاشية الترمذى : وقال الشاه عبد العزيز فى تفسيره تحت آية _ ولا تشتروا بأياتى ثمنًا قليلًا _ انه اذا كان ختم البخارى او القرآن العزيز لحاجة دنيويّة تجوز الاجرة _ ....ان الاجرة حرام اذا كان لايصال الثواب _ ج٢ ص_٢٧

(প্রমাণ : সূরা বাকারা-৪১, বুখরী-২/৮৫৪, তিরমিযী শরীফ-২/২৭, শামী-২/৫৯৬, ৬/৫৬, ৫৭)

মৃত্যু বার্ষিকী বা চল্লিশার বিধান

প্রশ্ন : মৃত্যু বার্ষিকী, মিলাদ, তিন দিনা, সাত দিনা এবং চল্লিশা ইত্যাদির আয়োজন করার বিধান কি?

উত্তর : মৃত্যু বার্ষিকী, মীলাদ, তিন দিনা, সাত দিনা, এবং চল্লিশা ইত্যাদি আয়োজন করা নাজায়েয, ঈসালে সাওয়াবের উত্তম সুরতে হলো মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা নিজেরাই কিছু পড়ে তার জন্য ঈসালে সাওয়াব করতে থাকবে। তবে দিন তারিখ নির্ধারন না করে কেউ চাইলে গরীব-মিসকীনদেরকে কুরআন খতম ও দোয়ার আয়োজন ছাড়া খানা খাওয়াতে পারবে।

كما فى الشامية: ان القران بالاجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارى.

ج٦ ص_٥٦

(প্রমাণ : হাশিয়ায়ে তিরমিযী ২/২৭, শামী ৬/৫৬, ফাতাওয়া রশিদিয়া ১৩১,১৬০,৫১২, ফাতাওয়া রহীমিয়া ২/৩৩৩)

যাকাত ও সদকা

যাকাতের নিসাব ও শর্তাবলী

নাবালেগের উপর যাকাতের হুকুম

প্রশ্ন : কোন পাগল কিংবা নাবালেগ যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না?

এবং ওলীদের জন্য পাগল বা নাবালেগের মাল থেকে যাকাত আদায় করা আবশ্যক কি না?

উত্তর : পাগল এবং নাবালেগ নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে সে সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না এবং ওলীদের জন্যও উক্ত সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করার অনুমতি নেই।

وفى رد المحتار : قوله عقل وبلوغ فلا تجب على مجنون وصبى لانها عبادة محضة وليسا مخاطبين بها ـ (كتاب الزكاة مطلوب فى احكام المعتوه ج٢ صـ٢٥٨ سعيد)

(প্রমাণ : বাদায়ে ২/৮২, শামী ২/২৫৮, আল বাহরুর রায়েক ২/২০২, আলমগীরী ৩/১৭২, ফাতহুল কাদীর ২/১১৫, কাযীখান ১/২৫৭)

যাকাতের নিয়ত ব্যতিত সমস্ত মাল সদকা করা

প্রশ্ন : যদি কোন মালিকে নেসাব ব্যক্তি তার সমস্ত মাল যাকাতের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দেয় তাহলে তার যাকাত আদায় হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

وفى العالمغيرية : ومن تصدق بجميع نصابه ولا ينوى الزكوة سقط فرضها كذا فى الزاهدى (كتاب الزكوة : جا صـ١٧١ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৭১, তাতার খানিয়া ২/২৫, ফাতহুল কাদীর ২/১২৬, বিনায়া ৩/৩১২)

ব্যবসার নিয়তে টিকিট ক্রয় সম্পর্কে

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি ব্যবসার নিয়তে কোম্পানী থেকে গাড়ীর টিকিট কম দামে ক্রয় করে টিকিটের মূল্যে বিক্রয় করে, আমরা জানি নিজের জন্য টিকিট ক্রয় করলে সেই টিকিটের উপর যাকাত আসবে না। আমার জানার বিষয় হল ব্যবসায়ী ব্যবসার নিয়তে যেই টিকিট ক্রয় করে ঐ টিকিটের উপর যাকাত আসবে কি না?

উত্তর : যে টিকিট ব্যবসার নিয়তে কিনা হয়েছে ঐ টিকিটের মূল্য যদি যাকাতের

নিসাব বা তাহার থেকে বেশী হয় তাহলে বছর অতিবাহিত হওয়ার পর টিকিটের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

فی العالمغیریة: الزکاة واجبة فی عروض التجارة کائنة ما کانت بلغت فیمتها نصابا من الورق والذهب ..... وتعتبر القیمة عند حولان الحول بعد ان تکون قیمتها فی ابتداء الحول مائتی درهم من الدراهم الغالب علیها الفضة ـ (زکوة جا صـ١٧٩ حقانیة)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৭৯, বাদায়ে ২/১০৯, ইনায়া ২/১৬৬, ফাতহুল কাদীর ২/১৬৬, হিদায়া ১/১৯৫, কুদুরী ৪৮)

জমি বিক্রির নিয়ত করলে যাকাতের হুকুম

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি বসবাস করার নিয়তে একটি জমি ক্রয় করে অতঃপর পছন্দ না হওয়ার কারণে তা বিক্রি করার নিয়ত করে তাহলে উক্ত জমির উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত জমির উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

فی الدر المختار: ثم مانواه للخدمة لا یصیر للتجارة وان نواه لها مالم یبعه بجنس ما فیه الزکاة والفرق ان التجارة عمل فلا یتم بمجرد النیة ـ (کتاب الزکاة جا صـ١٣١ زکریا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৩১, আলমগীরী ১/১৭৪, বাদায়ে ২/৯২, তাতার খানিয়া ২/১৮)

মোটর সাইকেল, বাস, ট্রাক, ইত্যাদির যাকাত

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তির যদি মোটর সাইকেল প্রাইভেটকার, কিংবা বাস ট্রাক ইত্যাদি থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : গাড়ী চাই যে ধরনের হোক না কেন যদি তা নিজে ব্যবহারের জন্য কিংবা মাল স্থানান্তরের জন্য হয় তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যদি তা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য না হয়; বরং ব্যবসার জন্য হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। গাড়ী যদি ভাড়ার জন্য হয় তাহলে গাড়ীর মূল মূল্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না; বরং গাড়ীর ভাড়ার টাকা যদি নেসাব সমপরিমাণ হয় এবং একবছর অতিক্রম করে তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

وفی البحر الرائق: وشرط فراغه عن الحاجة الاصلیة لان المال المشغول بها

كالمعدوم..... كالنفقة ودور السكنى ..... ودواب الركوب وكتب العلم لاهلها ....

لا تجب الزكاة اذا حال الحول ..... (كتاب الزكاة جـ٢ صـ٢٠٦ رشيدية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৭২, আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২/৮৬৪, আল বাহরুর রায়েক ২/২০৬,শামী ২/২৬২)

মাছের খামারের উপর যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : মাছের খামারে যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা?

উত্তর : মাছ-মুরগীর খামার সাধারণত ব্যবসার জন্যই হয়। অতএব ব্যবসার মালে যেভাবে যাকাত ওয়াজিব হয়, তার উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে।

وفى فتح القدير : قوله وتشترط نية التجارة لانه لما لم تكن للتجارة خلقة فلا يصير لها الابقصدها فيه وذلك هو نية التجارة فلواشترى عبدامثلا للخدمة نا ويا بيعه ان وجد ربحالا زكوة فيه ولا بدمن كونه مما يصح فيه نية التجارة ـ (كتاب الزكوة ٢/ ١٢٢ رشيدية)

প্রমাণ : সুরা বাকারা ৪৩, আবু দাউদ ১/২১৮, হিদায়া ১/১৭৫, বাদায়ে ২/১০৯, ফাতহুল কাদীর ২/১৬৬

হাউজিং জমির ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব

প্রশ্ন : হাউজিং জমির ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হয় কিনা?

উত্তর : যে সমস্ত জিনিস ব্যবসার নিয়তে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, সে সমস্ত জিনিসের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। আর হাউজিং জমি সাধারণত ব্যবসার নিয়তে বিক্রি করা হয়, অতএব তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। অন্যথায় ওয়াজিব হবে না।

كما فى بدائع الصنائع : واما اموال التجارة فتقد ير النصاب فيها بقيمتها من الدنانيروالدراهم فلا شى فيها مالم تبلغ قيمتها مائتى درهم فتجب فيها الزكاة... سواء كان مال التجارة عروضا او عقارا ـ (كتاب الزكاة ٢/ ١٩ زكريا)

প্রমাণ : বাদায়ে ২/১০৯, শামী ২/১৬৮, তাতারখানিয়া ২/২২, ফাতহুল কাদীর ২/১৬৫, আল ফিকহু আলাল মাজহিবিল আরবাআ ১/৪৭২

স্বর্ণ বা রুপা নির্মিত দাঁত ও অন্যান্য অঙ্গের যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : স্বর্ণ বা রুপা দ্বারা নির্মিত দাঁত ও অন্যান্য অঙ্গের যাকাতের বিধান কি?

উত্তর : যে সমস্ত অঙ্গের অলংকার সহজে খোলা যায় তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে, যদি নিছাব পরিমাণ হয়। আর যে অঙ্গের অলংকার সহজে খোলা সম্ভব নয় তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। সুতরাং স্বর্ণ বা রুপা দ্বারা নির্মিত দাঁতের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। অন্যান্য অঙ্গের অলংকারের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

وفی العالمكيرية : تجب فی كل ما ئتی درهم خمسة دراهم وفی كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال مضروبا كان او لم يكن مصوغا او غير مصوغ حليا كان للرجال او للنساء تبرا كان او سبيكة۔ (باب زكاة الذهب والفضة والعررض : ١٧٨/١ حقانية)

প্রমাণ : সূরা তাওবা ৩৪, দুররে মুখতার ১/১৩৪, বাদায়ে ২/১০৫, হিন্দিয়া ১/১৭৮, আল ফিকহু আলাল মাজাহিবিল আরবাআ ১/৪৬৬

দীর্ঘমেয়াদী ঋণের যাকাতের হুকুম

প্রশ্ন : দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের যাকাত কখন দিবে?

উত্তর : উল্লিখিত ঋণের সম্পদ যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে উক্ত সম্পদ নিজের অধীনে আসার পর পূর্ববর্তী বছরগুলো সহ যাকাত দিতে হবে।

وفی بدائع الصنائع: وجوب الزكاة فيه الا انه لا يخاطب بأداء شيئ من زكاةمامضی مالم يقبض اربعين درهما فكما قبض اربعين درهما أدی درهما واحدا ۔ (باب الزكاة ٩٠/٢ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৩৬, বাদায়ে ২/৯০, তাতার খানিয়া ২/৫৯, সিরাজিয়া ১৪১, আল বাহরুর রায়েক ২/২০৮, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৩৮

যে ঋণ উসুলের আশা নেই তার যাকাত

প্রশ্ন : যে ঋণ উসুলের আশা নাই সেই ঋণের যাকাত দিতে হবে কিনা?

উত্তর : না, যাকাত দিবে হবে না। তবে যখন ঋণ উসুল হবে, এবং এক বছর অতিবাহিত হবে তখন যাকাত দিতে হবে।

كما فی الفقه الاسلامی وادلته : لا زكاة فيه حتی يقبضه ويحول عليه الحول عند يوم القبض (باب زكاة ٦٧٨/٢ رشيدية)

প্রমাণ : আল ফিকহুল ইসলামী ২/৬৭৮, সিরাজিয়া ১/১৪২, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৪৭১, মাওসুআ ২৩/২৩৭, খুলাসা ১/২৩৮

ব্যাংক, বীমা, ইন্সুরেন্স সঞ্চিত অর্থের যাকাত

প্রশ্ন : ব্যাংক, বীমা, ইন্সুরেন্সে সঞ্চিত অর্থের যাকাতের বিধান কি?

উত্তর : ব্যাংক, বীমা, ইত্যাদিতে জমাকৃত অর্থের উপর যাকাত দিতে হবে। কারণ উক্ত অর্থের মালিক ব্যাংক, বা বীমার মধ্যে জমানত স্বরূপ অর্থসমূহ জমা রাখে। এবং ঐ অর্থ যখন ইচ্ছা তখন সে তার হাতে আনার সুযোগও রাখে। সুতরাং নগদ অর্থের মধ্যে যেমনি ভাবে যাকাত দিতে হয়, তেমনি ভাবে ব্যাংকে ও বীমায় জমাকৃত অর্থের মধ্যেও যাকাত দিতে হবে। যদি নেছাব পরিমাণ হয় এবং বৎসরপূর্ণ হয় এবং সে ঋণী না হয় বা ঋণের অতিরিক্ত হয়।

كما فى الدر المختار: فتجب زكوتها اذا تم نصابا وحال الحول لكن لا فورا بل عند قبض اربعين درهما من الدين القوى كقرض : (باب زكوة المال : ١٣٦/١ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৩৬, শামী ২/৩০৫, হিন্দিয়া ১/১৭৫

স্ত্রীর যাকাত স্বামী আদায় করলে আদায় হবে কিনা

প্রশ্ন : স্ত্রীর যাকাত স্বামী আদায় করলে হবে কিনা?

উত্তর : নিজের যাকাত নিজে আদায় করা ওয়াজিব। তবে যদি স্বামী-স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে আদায় করে দেয়, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

ما فى الفقه الاسلامى وادلته : لا يجوزاداء الزكوة الا بنية مقارنة الاداء : (شروط صحة اداء الزكوة ٦٦١/٢ رشيدية)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১২৯-৩০, আল বাহরুর রায়েক ২/২১০, হিদায়া ১/১৮৮, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৬৬১, রফাত কাসেমী ৫/৭২

মসজিদ মাদ্রাসার সঞ্চিত অর্থে যাকাত

প্রশ্ন :- মসজিদ মাদ্রাসার সঞ্চিত অর্থে যাকাতের বিধান কি?

উত্তর : মসজিদ মাদ্রাসার সঞ্চিত অর্থের মালিক কোন ব্যক্তি সত্তা হয় না, আর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য সঞ্চিত অর্থের মালিক হওয়া জরুরী বিধায় মসজিদ মাদ্রাসার সঞ্চিত অর্থের যাকাত ওয়াজিব হবে না।

وفى التاتارخانية : الزكاة واجبة على الحر... اذا ملك نصابا تاما وحال عليه الحول... الملك التام ان يكون ملكه ثابتا من جميع الوجوه (باب الزكاة ٣/٢ دارا الايمان)

প্রমাণ : শামী ২/২৫৬, আল বাহরুর রায়েক ২/২০৩, দুররে মুখতার ১/১২৯, ফাতহুল কাদীর ২/১১২, তাতারখানিয়া ২/৩, হিদায়া ১/১৮৫, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৬৪৭

মুরগীর ফার্মের যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : মুরগীর ফার্মের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা?

উত্তর : ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়কৃত মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। অতএব মুরগীর ফার্মের ভূমি ও ভবন এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। বরং ফার্মের মুরগীর ডিম, বাচ্চা বা মুরগী যদি ব্যবসার জন্য হয়। তাহলে তার উপর যাকাত আসবে। নিছাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হলে এবং তার উপর এক বৎসর অতিক্রম করার পর।

وفی الهداية : الزکوة واجبة فی عروض التجارة کائنة ماکانت اذا بلغت قیمتها نصابا من الورق او الذهب ـ (فصل فی العروض ١/١٩٥ اشرفی)

প্রমাণ : ইলাউস সুনান ৬/২৭৭৭, হিদায়া ১/১৯৫, ফাতহুল কাদীর ২/১৬৫, কানযুদ দাকায়েক ৬০

হিজরী বর্ষ হিসাবে যাকাত আদায় করবে

প্রশ্ন : কোন বর্ষ হিসাবে যাকাত আদায় করতে হবে?

উত্তর : শরীয়াতের সমস্ত হুকুম আহকাম যেমন নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি চাঁদের তারিখ অনুযায়ী পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আর সে মুতাবেকই পালন করা হয়। আরবী বর্ষটাও হিসাব করা হয় চাঁদের তারিখ অনুযায়ী। বিধায় যাকাতও আরবী বর্ষ অনুযায়ী আদায় করতে হবে।

তবে বর্তমানে ইংরেজী তারিখ লোকদের মাঝে বেশি প্রসিদ্ধ। তাই যদি কেউ ইংরেজি বর্ষ অনুযায়ী যাকাত আদায় করতে চায়, তাহলে সে বছর শেষ হওয়ার ১০ দিন পূর্বে যাকাত আদায় করে দিবে। কারণ ইংরেজী বর্ষ আরবী বর্ষ থেকে ১০ দিন বেশি হয়।

ما فی التاتارخانية : سئل الحسن بن علی رضی الله عنهما عن الحول فی الزکوة اقمری ام شمسی. فقال قمری (کتاب الزکوة : ٢/ ٣ دارالایمان)

প্রমাণ : সুরা তাওবা ৩৬, আলমগীরী ১/১৭৫, দুররে মুখতার ১/১৩৪, শামী ২/২৫৯, তাতার খানিয়া ২/৩

ভাড়া দেওয়া আসবাব পত্রে যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : যে সমস্ত আসবাব পত্র ভাড়া দেওয়া হয়, তার যাকাত দিতে হবে কিনা, এবং ভাড়ার টাকার যাকাত দিতে হবে কিনা?

উত্তর : ভাড়ার আসবাব পত্রের যাকাত দিতে হবে না, তবে ভাড়ার টাকার যাকাত দিতে হবে। যদি নিসাব পরিমাণ হয় এবং তার উপর এক বছর অতিবাহিত হয়।

كما فى العالمكيرية : ولو اشترى قد ورا من صفر يمسكها ويؤأجرها لا تجب فيها الزكاة كما لا تجب فى بيوت الغلة (الباب الثالث ... العروض : ١٨٠/١ الحقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৮০, তাতার খানিয়া ১/১৯, হিদায়া ১/১৮৫, আর ফিকহু আলাল মাযাহিবুল আরবাআ ১/৫৫৯

হজ্ব বা অন্য কোন প্রয়োজনে অর্থ সঞ্চয় করলে যাকাতের হুকুম

প্রশ্ন : হজ্ব বা অন্য কোন প্রয়োজনের নিমিত্তে সঞ্চিত অর্থে যাকাতের বিধান কি?

উত্তর : হজ্ব বা যে কোন প্রয়োজনে অর্থ সঞ্চয় করলে যদি তা যাকাতের নেসাব পরিমাণ বা তার অতিরিক্ত হয় এবং এক বছর অতিক্রম হয় এবং সে ঋণী না হয় বা ঋণের অতিরিক্ত হয় তাহলে তার উপর যাকাত দেয়া ফরজ।

وفى العالمكيرية : وكل دين لا مطالب له من جهة العباد كديون الله تعالى من النذور والكفارات وصدقة الفطر ووجوب الحج لا يمنع (كتاب الزكاة ١/ ١٧٣ الحقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৭৩, খুলাসা ১/২০৪, আল- বাহরুর রায়েক ২/২০৬, শামী ২/২৬২, দুররে মুখতার ১/১৩০

জমির মালিকের উপর যাকাত

প্রশ্ন : জমির মালিকের উপর যাকাত ওয়াজিব কিনা?

উত্তর : যে সমস্ত জিনিস বা বস্তু ব্যবসার নিয়্যতে ক্রয় করা হয় তার উপর যাকাত ওয়াজিব। চাই তা জমিন হক বা অন্য কিছু হোক। অতএব জমি যদি ব্যবসার নিয়্যাতে ক্রয় করা হয় তাহলে তার উপরে যাকাত ওয়াজিব হবে অন্যথায় হবে না।

كما فى بدائع الصنائع: واما اموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم فلا شئ فيها ما لم تبلغ قيمتها مائتى درهم اعشرين مثقالا من ذهب فتجب فيها الزكاة ... سواء كان مال التجارة عروضًا او عقارًا : (اصوال التجارة ٢/ ١٠٩)

প্রমাণ : বাদায়ে ২/১০৭, ফাতহুল কাদীর ২/১৬৫, তাতার খানিয়া ২/২২, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৪৭২, বিনায়া ৩/৩৮২, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৭০৭

আবাদী জমির টাকার উপর যাকাত

প্রশ্ন : পরিবারের খাবারের জন্য যে জমি চাষ করা হয় এবং তাতে যে টাকা ব্যয় করা হয় তার উপর যাকাত আসবে কিনা?

উত্তর : না, যাকাত আসবে না। কেননা তা হাজাতে আসলিয়্যার অন্তর্ভুক্ত।

وفى بدائع الصنائع : وتجب الزكاة فى كل مال سواء كان ناميا فاضلا عن الحاجة الاصلية ... وكسوة الأهل وطعامهم (باب الزكاة ٢/ ٩١ زكريا)

প্রমাণ: বাদায়ে ২/৯১, দুররে মুখতার ১/১২৯, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৬৪৮, আলমগীরী ১/১৭২

কোম্পানির মালের যাকাত

প্রশ্ন : কোম্পানির মালের যাকাত কার উপর? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : কোম্পানি দুই ধরনের (১) সরকারী (২) বেসরকারী, সরকারী কোম্পানির মালের উপর যাকাত আসবে না। কেননা তা কারো মালিকানাধীন নয়। আর বেসরকারী কোম্পানির মালের যাকাত তার মালিকের উপর আসবে। যেহেতু তা মালিকানাধীনের অন্তর্ভুক্ত। আর কিছু কোম্পানি আছে আধা সরকারি। এক্ষেত্রে সরকারী অংশের উপর যাকাত আসবে না, মালিকানাধীন অংশের উপর যাকাত আসবে।

وفى التاتار خانية : الزكاة واجية على الحر...اذا ملك نصا بًا تامًا وحال عليه الحول ...الملك التام ان يكون ملكه ثابتا من جميع الوجوه (باب الزكاة ٢/ ٣ دار الايمان)

প্রমাণ : সুরা নূর ৫৬, বুখারী ১/১৮৭, হিন্দিয়া ১/১৭২, বাদায়ে ২/৮৮

ব্যবহারিত অলংকারের যাকাত দেয়া

প্রশ্ন : নিত্য ব্যবহৃত অলংকারাদীর যাকাতের বিধান কি?

উত্তর : সর্বপ্রকার স্বর্ণ রূপার উপর যাকাত ওয়াজিব, ব্যবহৃত হোক চাই না হোক, যদি নেসাব পরিমাণ হয় এবং বৎসর অতিবাহিত হয়।

وفى البحر الرائق: (قوله ولو تبرا أوحليا) .. تجب الزكاة فى الذهب والفضة مضروبا او تبرا أو حليا مصوغا أو حلية سيف الخـ (باب زكاة المال : ٢/ ٢٢٦ رشيد ية)

প্রমাণ : সূরা তাওবা ৩৪, আবু দাউদ ১/২১৮, বাদায়ে ২/১০১, আল বাহরুক রায়েক ২/২২৬, হিদায়া ১/১৯৫

ফিক্সড ডিপোজিটের টাকার যাকাত

প্রশ্ন : ফিক্সড ডিপোজিটের টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : ফিক্সড ডিপোজিটের মূল টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব, যদি নেসাব পরিমাণ হয়। কেননা এটা মূলত দাইনে কোভীর অন্তর্ভুক্ত, আর দাইনে কোভীর উপর যাকাত ওয়াজিব এবং অতিরিক্ত যা পাবে তা সুদ। তাই উহা সাওয়াবের নিয়ত ব্যতিত কোন গরীব ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া ওয়াজিব।

كما فى الشامية : أما القوى فلا خلاف فيه لما فى المحيت من أنه تجب الزكاة فيه بحول الأصل لكن لا يلزمه الأداء حتى يقبض منه أربعين درهما ـ (مطلب فى وجوب الزكاة فى دين المرصد ٢/ ٣٠٥ سعيد)

প্রমাণ : শামী ২/৩০৫, হিন্দিয়া ১/১৭৫, দুররে মুখতার ১/১৩৬, খুলাসা ১/২৩৮, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৪৬৯

যাকাতের কথা গোপন রেখে যাকাত আদায় করা

প্রশ্ন : যাকাতের বিষয়টি গোপন রেখে যাকাত আদায় করলে আদায় হবে কিনা?

উত্তর : যাকাত গ্রহণের উপযোগী ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়ার সময় যাকাতের কথা উল্লেখ করা জরুরি নয়। বরং হাদিয়া বা হেবার কথা বলে দিলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

وفى البحر الرائق : لم يشترط ...كمافى المبتغى و القنية ان من اعطى مسكينا دراهم وسماهاهبة او قرضا ونوى الزكاة فانها تجزئة (كتاب الزكاة ٢/٢١٢ رشيدية)

প্রমাণ : সুরা বাকারা ৪৩, বুখারী ১/৬, আল বাহরুর রায়েক ২/২১২ হাশিয়ায়ে তহতবী ১/৭১৫

যাকাতের টাকা আদায়ের সময় নিয়ত শর্ত

প্রশ্ন : ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহিতাকে ঋণের টাকা মাফ করে দিয়ে স্বীয় মালের যাকাতের নিয়ত করলে যাকাত আদায় হবে কিনা?

উত্তর : যাকাত আদায়ের জন্য টাকা দেওয়ার সময় নিয়্যত থাকা জরুরী। আর উল্লিখিত সুরতে টাকা দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়ত ছিলো না, তাই পরবর্তীতে ঐ ঋণের টাকা যাকাতের নিয়তে মাফ করে দিলে যাকাত আদায় হবে না।

كما فى الدر المختار: واعلم ان أداء الدين عن الدين والعين عن العين وعن الدين يجوزوا داء الدين عن العين وعن دين سيقبض لا يجوز وحيلة الجواز ان يعطى

مديونه الفقير زكوة ثم يأخذها عن دينه ولو امتنع المديون مديده واخذها لكونه ظفر بجنس حقه فان ما نعه رفعه للقاضى (كتاب الزكاة ١/ ١٣٠ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৩০, শামী ২/২৭০, যিয়াদত ১/২৫৫, হিন্দিয়া ১/১৭১, বিনায়া ৩/৩১৩

স্থাবর সম্পত্তির যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : স্থাবর সম্পত্তির যাকাতের বিধান কি?

উত্তর : উল্লিখিত সম্পত্তি যদি ব্যবসার জন্য হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে আর যদি ব্যবসার জন্য না হয় তাহলে তার মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

وفى الفقة الاسلامى وادلته : والعقار الذى يتجر فيه صاحبه بالبيع والشراء حكمه بالاتقاق حكم السلع التجارية ويزكى زكاة عروض التجارة اما العقار الذى يسكنه صا حبه او يكرن مقرا لعمله كمحل للتجارة ومكان للصناعة فلا زكاة فيه ـ (فصل فى العروض ٢/ ٧٠٧ رشيدية)

প্রমাণ : শামী ২/২৬৮, ফাতহুল কাদীর ২/১৬৫, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৭০৭, তাতার খানিয়া ২/২২, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৪৭২

অবিভাজ্য সম্পদের যাকাত সম্পর্কে

প্রশ্ন : অবিভাজ্য সম্পদের যাকাতের বিধান কি?

উত্তর : উল্লিখিত সুরতে যদি প্রত্যেকে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হয় তাহলে প্রত্যেকের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। অন্যথায় যাকাত ওয়াজিব হবে না।

وفى التاتارخا نية : فان كان نصيب كل واحد منهما على الانفراد يبلغ نصابا كاملا تجب الزكاة والا فلا (فى صد قات الشركاء ٢/٥٧ دارالايمان)

প্রমাণ : তাতার খানিয়া ২/৫৭, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৬৮৩, রদ্দুল মুহতার ২/৩০৪, বাদায়ে ২/১০১

সম্মিলিত মালিকানায় যাকাত

প্রশ্ন : সম্মিলিত মালিকানার টাকা দিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্য দোকান দিলে তাদের যাকাতের বিধান কি?

উত্তর : যদি শুধু দোকানের সম্পদের মাধ্যমে তাদের প্রত্যেকের নিসাব পূর্ণ হয়,

তাহলে তাদের প্রত্যেকের উপর যাকাত দিতে হবে। আর যদি শুধু দোকানের সম্পদ দিয়ে নিসাব পূর্ণ না হয় বরং ব্যক্তিগত সম্পদকে তার সাথে মিলানোর প্রয়োজন হয় তাহলে যার নিসাব পূর্ণ হবে শুধু তার উপর যাকাত দিতে হবে, অন্যদের উপর যাকাত দিতে হবে না।

كما فى الشامية : وان تعدد النصاب اى بحيث يبلغ قبل الضم مال كل واحد بانفراده نصابافانه يجب حينئذ على كل منهما زكاة نصابه : (باب زكاة المال ٣٠٤/٢ سعيد)

প্রমাণ : শামী ২/৩০৪, আল বাহরুর রায়েক ২/২২৭, আলমগীরী ১/১৮১, বাদায়ে ২/১০১

বিগত বছরের যাকাত আদায়

প্রশ্ন : বিগত বছরের যাকাত আদায় করার পদ্ধতি কি?

উত্তর : যদি টাকার পরিমাণ জানা থাকে তাহলে হিসাব করে পূর্ণ টাকার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করবে। আর যদি পরিমাণ জানা না থাকে তাহলে নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী পরিমাণ নির্ধারণ করে উল্লিখিত পরিমাণ যাকাত আদায় করবে। তবে নিজের ধারণার পরিমাণ থেকে কম করবে না।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : أما لو كان الدين على مقر ملئ او على معسر او مفلس او على جاحد عليه بينة فعليه الزكاة على ما مضى : (سبب الزكاة ٢/ ٦٤٨ رشيدية)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৩০, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৬৪৮, তাতার খানিয়া ২/৫৬, মাওসুআ ২৩/২৪৯, নসবুর রায়া ২/৩৭৪

দামী মোবাইলের উপর যাকাত

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তির নিকট যদি দামী মোবাইল ফোন থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : মোবাইল ফোন যদি নিজের ব্যবহারের জন্য হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। যদি বিক্রয়ের জন্য হয় এবং তার মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমপরিমাণ কিংবা তার বেশী হয় অথবা অন্য কিছুর সাথে মিলে নেসাবের সমান কিংবা বেশী হয় তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

وفى بدائع الصنائع : واما اموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانـير والدراهيم فلا شيئ فيها مالم تبلغ قيمتها مأتى درهم فتجب فيها الزكات..... وسواء كانت مال التجارة عروضا او عقارا. (صفة الواجب فى اموال التجارة ج٢ صـ١١١ زكريا)

(প্রমাণ : শামী ২/২৬৫, বাদায়ে ২/১০৯, দুররে মুখতার ১/১৩৫, তাতার খানিয়া ২/১৯-২২, আল বাহরুর রায়েক ২/২২৫)

কিতাবের উপর যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তির নিকটে এই পরিমাণ কিতাব আছে, যার মূল্য লক্ষ টাকার চেয়ে বেশি হবে তাহলে উক্ত কিতাবের উপর যাকাত আসবে কিনা?

উত্তর : না, কিতাবের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে যদি ব্যবসার জন্য হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

وفى حاشية الطحطاوى : عن حاجته الاصلية .. وكتب العلم لاهلها فإذا كان عنده دراهم اعدها لهذه الاشياء وحال عليهاالحول لا تجب فيها الزكاة وكتب لعلم الغير اهلها ليست من الحوائج الاصلية وان كانت الزكاة لا تجب على صاحبها بدون نية التجارة ـ (كتاب الزكاة ٧١٤/١٥ دار الكتاب)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/১৭৩, ত্বহতবী ৭১৪-১৫, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৪০

ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাড়িতে পালিত পশুর যাকাত

প্রশ্ন : যে সমস্ত পশু বাড়িতে লালন পালন করা হয় ব্যবসার জন্য হলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, ব্যবসায়ী মাল হিসাবে যাকাত ওয়াজিব হবে চাই তার লালন-পালন ঘরে হোক বা ময়দানে তবে শর্ত হলো এক বছর পূর্ণ হওয়ার পর যদি তার মূল্য সোনা বা রুপার নেসাব পরিমাণ হয়।

كمافى الهداية: الزكوة واجبة فى عروض التجارة كائنة ماكانت اذا بلغت قيمتها نصابا من الورق اوالذهب (كتاب الزكاة ١٩٥/١)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/১৯৫, আল বাহরুর রায়েক ২/২১৭, দুররে মুখতার ১/১২৩, কানযুদ্দাকায়েক ৫৯

গাধার যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : গাধার যাকাত দিতে হবে কি?

উত্তর : না, যাকাত দিতে হবে না। কেননা, শরীয়তে এ ব্যাপারে কোন হুকুম আসেনি। তবে ব্যবসার জন্য হলে ব্যবসায়ী মাল হিসাবে যাকাত দিতে হবে।

وفی الھدایة: ولا شئ فی البغال والحمیر لقوله علیه السلام لم ینزل علی فیهما (فصل فی الغنم ۱/۱۹۱ اشرفیة)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/১৭৮, আল বাহরুর রায়েক ২/২১৭, হিদায়া ১/১৯১

নার্সারির যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : নার্সারির উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি? বর্তমানে নার্সারিতে বীজ থেকে চারা উৎপন্ন করা হয়, এবং চারা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করা হয়। এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা?

উত্তর : নার্সারির চারা ইত্যাদির মূল্য এবং বিক্রয় লব্ধ টাকা যদি নিসাব পরিমাণ হয়, এবং তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়, তাহলে তার উপর যাকাত প্রদান করতে হবে।

کما فی بدائع الصنائع : واما اموال التجارة فتقدیر النصاب فیها بقیمتها من الدنانیر والدراهم ـ (کتاب الزکوة ۲/۲۰ سعید)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ৪৩, বাদায়ে ২/২০, শরহে বেকায়া ২১৬, কুদূরী ৪৩, দুররে মুখতার ১/১৩৬

ব্যবসায়িক ফুলের যাকাত

প্রশ্ন : লোকমান ফুল কিনে দোকানে বিক্রি করে, আর রায়হান ফুলের চাষ করে। এদের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা? হলে কার উপর কিভাবে হবে?

উত্তর : ব্যবসায়িক ফুলের মূল্যের উপর যাকাত আসবে, যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়, আর চাষকৃত ফুলের উপর যাকাত আসবে না, তবে ওশরী জমি হলে ওশর দিতে হবে।

کمافی التاتار خانیة: الزکاة واجبة علی الحر العاقل البالغ المسلم اذا ملک نصابًا ملکا تاما وحال علیه الحول : (کتاب الزکاة ۲/۳ دار الایمان)

প্রমাণ ঃ তাতারখানিয়া ২/৩-১৭, হিদায়া ১/১৯৫, আলমগীরী ১/১৮৬

আমানতের টাকার যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : যায়েদ আমরের নিকট কিছু টাকা আমানত রেখেছে, এখন এই টাকার যাকাত কে দিবে?

উত্তর : কারো নিকট কোন জিনিস আমানত রাখার দ্বারা ঐ জিনিস তার মালিকানা থেকে বের হয় না। সুতরাং যায়েদ যে টাকা আমরের নিকট রেখেছে যদি তার উপর বৎসর অতিবাহিত হয়ে থাকে তাহলে এর যাকাত যায়েদকেই দিতে হবে।

وفى خلاصة الفتاوى : الديون على ثلاث مراتب قوى كالقرض وبدل مال التجارة وفيهما الزكاة وانما يخاطب باداء اذا قبض اربعين منها فاذا قبض الار بعين يخاطب باداء در هم ـ (الفصل السادس فى الديون ١/٢٣٨ رشيدية)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৩০৫, খুলাসা ১/২৩৮, দুররে মুখতার ১/১৩৬, হিন্দিয়া ১/১৭৫

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার সময়

প্রশ্ন : যাকাত কি তৎক্ষণাৎ ওয়াজিব হয় নাকি দেরীতে ওয়াজিব হয়?

উত্তর : গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী যাকাত তৎক্ষণাৎ ওয়াজিব হয়। বিনা কারণে দেরী করা মাকরুহ।

كمافى الهندية : وتجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتاخيره من غيرعذر وفى رواية الرازى على التراخى حتى يائم عند الموت والاول اصح كذا فى التهذيب (كتاب الزكاة ١/١٧٠)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/১৭০, শামী ১/২৭১, হিদায়া ১/১৮৬, ফাতহুল কাদীর ২/১১৪

আতরের উপর যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : কেহ যদি ব্যবসার নিয়তে আতর তৈরি করে তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা?

উত্তর : যদি আতরের মূল্য যাকাতের নেসাব সমপরিমাণ হয় এবং তা এক বছর অতিক্রম করে, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

وفى التاتارخانية : الزكاة واجبة فى عروض التجارة... اما لان النصاب فى الذهب والفضة ـ ٢/١٧)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৩৬, বাদায়ে ২/২০, কুদুরী ৪৩,

পালিত মহিষের দুধের উপর যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : নিজস্ব খোরপোষ দ্বারা পালিত মহিষের দুধের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা?

উত্তর : না, ওয়াজিব হবে না তবে যদি তার মূল্য নেসাব পরিমাণ হয় এবং এক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।

كمافى العالمكيرية: ومنها كون المال نصابا فلا تجب فى اقل منه (كتاب الزكوة ١/١٧٢)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/৭২-৭৫, শামী ২/২৫৯, আল বাহরুর রায়েক ১/২০২

প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের উপর যাকাত

প্রশ্ন : প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না? এবং তার বিধান কি?

উত্তর : সরকারী চাকুরী জীবিদের বেতন থেকে প্রতি মাসে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের জন্য বাধ্যতামূলক যে টাকা কর্তন করে রাখা হয় সে টাকা যেহেতু উত্তোলনের পূর্বে চাকুরী জীবিদের মালিকানায় থাকে না তাই উক্ত টাকা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে থাকা অবস্থায় তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না এবং উত্তোলনের পরও বিগত বছরসমূহের যাকাত দিতে হবে না; বরং টাকা উসুল হওয়ার পর যখন এক বছর অতিক্রম হবে তখন যাকাত ওয়াজিব হবে।

وفى العالمغيرية: واما سائر الديون المقربها فهى على ثلاث مراتب عند ابى حنيفة..... ضعيف ـ وهو كل دين ملكه بغير فعله لا بدلا عن شيئ نحو الميراث او بفعله لا بدلا عن شيئ كالوصية او بفعله بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة لا زكاة فيه عنده حتى يقبض نصابا ويحول عليه الحول ـ (كتاب الزكاة جا صـ١٧٥ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৭৫, বাদায়ে ২/৯০, তাতার খানিয়া ২/৫৯, শামী ২/৩০, দুররে মুখতার ১/১৩৭)

সরকারী তহবীলে জমা টাকার উপর যাকাত

প্রশ্ন : আমার আব্বা একজন সরকারী চাকুরীজীবি, কোন এক অবহেলার কারণে সরকারী কেইস হয়ে যায়। ফলে চাকুরী সাসমেন হয়ে যাওয়ায় আনুমানিক ছয়/সাত বছর অর্ধেক বেতন পান। আর (প্রতি মাসে ৩০০০ টাকার মত) অর্ধেক বেতন জমা থাকে। এখন প্রশ্ন হলো (বর্তমানে স্বপক্ষে রায় হওয়ায় প্রায় দুই লক্ষ টাকা পাবেন) উক্ত টাকা জমা থাকায় যাকাত ফরয হবে কি না? এবং টাকা পাওয়ার পর হজ্ব ফরয

হবে কি না? উল্লেখ্য যে, টাকা পাওয়ার পর পরিবারের আর্থিক উন্নতির জন্য বাসা বা কোন উন্নয়নমূলক কাজে লাগালে কি হুকুম? (কারণ পরিবারে আয়ের অন্য কোন পন্থা নেই) বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : চাকুরির বেতনের টাকা হস্তগত হওয়ার পূর্বে অধিকার স্থাপিত হলেও মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না। আর যাকাত প্রযোজ্য হয় মালিকানাধীন সম্পদের উপর, সুতরাং সরকারী তহবিলে জমা টাকা নিসাব পরিমাণ হওয়া সত্ত্বেও বিগত বৎসরগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

হ্যাঁ চাকুরি জীবির স্বপক্ষে রায় হওয়ার পর সে টাকা উত্তোলন করে ঋণ পরিশোধ করে অতিরিক্ত কিছু হলে তা যাকাত যোগ্য সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হবে, অতঃপর যাকাতের নিয়মানুসারে যাকাত আদায় করবে। আর হজ্ব এর মাসগুলো তথা এলাকাবাসী যখন হজ্ব করতে রওয়ানা হয় তখন যদি কারো নিকট এ পরিমাণ সম্পদ থাকে যা থেকে হজ্বে যাওয়া আসা, এবং এর মধ্যবর্তী সময়ে পরিবার পরিজনের জরুরী সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় খরচাদী বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট টাকা দ্বারা হজ্ব সম্পন্ন করা যায়, তাহলে তার জন্য হজ্ব করা ফরয। এ সুরতে উক্ত টাকা দিয়ে হজ্ব আদায় না করে পরিবারের আর্থিক উন্নতির জন্য বাসা নির্মাণ বা উন্নয়নমূলক কাজ করা জায়েয নাই।

তবে যদি হজ্বের মাসসমূহের পূর্বেই সে টাকা জরুরী প্রয়োজনীয় কোন কাজে খরচ হয়ে যায়, অতঃপর হজ্বের সময়ে পূর্বোক্ত পরিমাণ টাকা না থাকে তাহলে তার উপর হজ্ব ফরয হবে না।

وفى البحر الرائق : المغصوب اذا لم يكن عليهما بينة فان كان عليهما بينة وجبت الزكاة الخ وعن محمد لا تجب الزكاة وان كان له بينة لان البينة قد لا تقبل والقاضى قد لا يعدل وقد لا يظهر بالخصومة بين يديه لمانع فيكون فى حكم الهالك. ج٢ ص٢٠٧

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ২/২০৭, শামী ২/৪৬২, দারুল উলুম দেওবন্দ ৬/৯৯)

পিতার অনুমতি ব্যতিত যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : যদি পিতার জিম্মায় যাকাত ফরয হয়, তাহলে ছেলে পিতার অনুমতি ব্যতীত যাকাত আদায় করতে পারবে কিনা? আর যদি আদায় করে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : অনুমতি ব্যতিত ছেলে পিতার যাকাত আদায় করতে পারবে না, তবে যদি আদায় করে, আর পিতা যাকাতের মাল ফকিরের হাতে থাকা অবস্থায় দেখে এবং অনুমতি দেয় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে, অন্যথায় আদায় হবে না।

كمافى الهندية: رجل ادى زكوة غيره عن مال ذلك الغير فاجازه المالك فان كان المال قائما فى يد الفقير جاز والافلا : (كتاب الزكوة ١٧١/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/১৭১, শামী ২/২৬৯, বাদায়ে ২/১৪৬

ডায়মন্ড এর উপর যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : ডায়মন্ড যদি ব্যবসার জন্য না হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা?

উত্তর : স্বর্ণ, রুপা বা ক্যাশ টাকা ছাড়া অন্য যেকোন মালামাল ব্যবসার উদ্দেশ্যে খরিদ করা না হলে তার উপর যাকাত আসে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ডায়মন্ড যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে না হয় তাহলে তার উপর যাকাত আসবে না।

وفى الهندية : واما اليواقيت واللألئ والجواللألئ اهرفلازكاة فيها وان كانت حليا الاان تكون للتجارة ـ (مسائل شتى ١٨٠/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ২/৩৭৪, হিন্দিয়া ১/১৮০, বিনায়া ৩/৩৮১, শামী ২/২৭৩

যাকাতের সম্পদ চুরি হয়ে যাওয়ার বিধান

প্রশ্ন : যাকাত দেওয়ার নিয়্যতে টাকা রেখে দিলে যদি হারিয়ে যায়, তাহলে যাকাত আদায় হবে কিনা?

উত্তর : না, যাকাত আদায় হবে না, পুনরায় আদায় করতে হবে।

وفى الشامية : قوله ولا يخرج عن العهدة بالعزل فلو ضاعت لا تسقط عنه الزكا ة ـ (كتاب الزكاة ٢٧٠/٢ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ২/২৭০, সিরাজিয়্যা ১৪৩, তাতার খানিয়া ২/২৫

ঋণের মালের উপর যাকাত

প্রশ্ন : কর্য বা ঋণের মালে যাকাত ওয়াজিব কি না?

উত্তর : ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর নিকট কর্য বা ঋণ তিন প্রকার এবং প্রত্যেকের হুকুমও আলাদা। যেমন-

১। الدين القوى বা মজবুত ঋণ। এটা নগদ টাকা ধার দেয়া বা ব্যবসায়ের

মাল বাকি বিক্রি করা। এর হুকুম হল ৪০ দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে দশ ভরি রূপা বা তার সমপরিমাণ বাজার মূল্য হস্তগত হলেই অতিবাহিত বছর গুলোসহ যাকাত আদায় করতে হবে।

২। الدين المتوسط বা মধ্যম ঋণ। এটা নগদ টাকা পয়সা বা ব্যবসায়ের মালের ঋণ নয় বরং অন্য কোন জিনিস বাকিতে বিক্রি করা। যেমন পরিধেয় বস্ত্র, গার্হস্থ্য সামগ্রী ইত্যাদি। এর হুকুম হল ২০০ দিরহাম অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন ভরি রূপা অথবা তার সমপরিমাণ বাজার মূল্য হস্তগত হলেই অতিবাহিত বছর গুলোসহ যাকাত আদায় করতে হবে।

৩। الدين الضعيف বা দুর্বল ঋণ। এটা কোন মালের বদলে নয়। যেমন মহর হাদিয়া এবং অসিয়ত ইত্যাদি। এর হুকুম হল নেসাব পরিমাণ হস্তগত হলে এবং এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত আদায় করতে হবে নতুবা নয়।

وفی فتح القدير : فنقول قسم ابو حنيفة الدين الى ثلاثة اقسام قوى هو بدل القرض ومال التجارة ومتوسط وهو بدل مال ليس للتجارة كعبد الخدمة وضعيف وهو بدل ماليس بمال كالمهر. الخ (كتاب الزكاة ـ رشيدية ـ ج٢ ص١٢٣)

(প্রমাণ : সূরা ৫৬, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ২৩ /২৩৮, ফাতহুল কাদীর ২/১২৩, দুররে মুখতার ২/৩০৫)

মনি মুক্তার যাকাত

প্রশ্ন : মনি-মুক্তার উপর যাকাত ওয়াজিব কিনা?

উত্তর : না, যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে যদি ব্যবসার পণ্য হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

كما فى العالمكيرية: واما اليواقيت واللا لئ والجواهر فلا زكاة فيها وان كانت حليا الا ان تكون للتجارة : (فصل فى العوارض : ١/ ١٨٠ حقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৮০, হাশিয়ায়ে তহতবী ৭১৮, আল ফিকহুল ইসলামী ২/২৭৩, শামী ২/২৭৩, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৪৬১, দুররে মুখতার ১/১৩১

স্বামীর নিকট পাওনা মহরের উপর যাকাত

প্রশ্ন : স্ত্রীর যদি স্বামীর নিকট মহর পাওনা থাকে তাহলে উক্ত মহরের উপর কখন যাকাত ওয়াজিব হবে।

উত্তর : মহরের টাকা কিংবা অলংকারাদী উসুল হওয়ার পর যদি তা নেসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশী হয়, তাহলে এক বছর অতিক্রম হওয়ার পর যাকাত আদায় করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব।

وفى البحراالرائق : وفى الضعيف لا تجب مالم يقبض نصابا ويحول الحول بعد القبض عليه (كتاب الزكاة ج٢ صـ٢٠٧ رشيدية)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ২/২০৭, বাদায়ে ২/৯০, ফাতহুল কাদীর ২/১২৩, আলমগীরী ১/১৭৫)

মহরের ঋণ থাকা অবস্থায় স্বামীর উপর যাকাত

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তির নিকট যাকাতের নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে, এবং তার দায়িত্বে মহরে মুয়াজ্জাল তথা বিলম্বে পরিশোধ যোগ্য মহরের ঋণ থাকে তাহলে উক্ত মহরের ঋণ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক কি না?

উত্তর : যদি উক্ত মহরের ঋণ আদায় করার দৃঢ় ইচ্ছা থাকে এবং ঋণ আদায় করার পর নেসাব পরিমাণ সম্পদ অবশিষ্ট না থাকে তাহলে উক্ত সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। আর যদি মহরানা আদায় করার ব্যাপারে উদাসীন থাকে এবং নগদ আদায়ের ইচ্ছা না থাকে তাহলে উক্ত মহরে মুয়াজ্জাল যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না।

وفى العالمغيرية : قال مشائخنا رح فى رجل عليه مهر مؤجل لإمرأته وهو لا يريد أداءه لا يجعل مانعا من الزكاة لعدم المطالبة فى العادة. (الفراغ عن الدين. ج١ صـ١٧٣ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৭৩, তাতার খানিয়া ২/৫০-৫১, আল বাহরুর রায়েক ২/২০৪, বাদায়ে ২/৮৪, ফাতহুল কাদীর ২/১১৮)

সুদ ঘুষ ও ব্যাংকের উদ্বৃত্ত টাকার যাকাত

প্রশ্ন : সুদ ঘুষের টাকা ও ব্যাংকে জমা রাখার উদ্বৃত্ত টাকার যাকাতের হুকুম কি?

উত্তর : যাকাত ওয়াজিব হওয়ার একটি শর্ত হলো, মালের মালিক হওয়া। সুদ ঘুষের বা হারাম সম্পদের মালিকানা যেহেতু সাব্যস্ত হয় না। ফলে জাহিরীভাবে এ সকল মালের মালিক হলেও যাকাত ওয়াজিব হবে না। তার জন্য জরুরী হলো মালের আসল মালিক থাকলে ফিরিয়ে দেওয়া। অন্যথায় গরীবদের মাঝে সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া বিলিয়ে দেওয়া।

وفى رد المحتار: لوكان الخبيث نصابا لا يلزمه الزكاة ـ (ج٢ صـ ٢٩١ سعيد)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা ২৭৫, শামী ২/২৯১, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ-৬/৮৮)

যাকাত আদায়ের খাতসমূহ

ফকীর, মিসকীন ও ইয়াতীমের পরিচয় ও বিধান

প্রশ্ন : ফকীর, মিসকীন ও ইয়াতীম এ তিন জনের মাঝে পার্থক্য কি? এদের মধ্যে কোন বয়সের ধর্তব্য আছে কি না? এরা সকলেই যাকাত, ফিতরা ও সদকার মাল ব্যবহার করতে পারবে কি না?

উত্তর : ফকীর ঐ ব্যক্তি যে যাকাতের নিসাব পরিমাণ মালের মালিক নয়। মিসকীন ঐ ব্যক্তি যার কোন মালই নাই। অর্থাৎ যার অবস্থা ফকীরের চেয়ে শোচনীয়। ইয়াতীম ঐ নাবালেগ বাচ্চা যার পিতা ইন্তেকাল করেছে। ফকীর ও মিসকীনের জন্য বয়স ধর্তব্য না। ইয়াতীমের জন্য বয়স ধর্তব্য। বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত ইয়াতীম হিসাবে গণ্য হবে। বালেগ হওয়ার পর কেউ ইয়াতীমের বিধানে অন্তর্ভুক্ত থাকে না।

ফকীর ও মিসকীন যাকাত-ফিতরা সহ অন্যান্য সকল দান সদকার মাল ব্যবহার করতে পারবে। ইয়াতীমও যাকাত ফিতরা এবং অন্যান্য নফল দান সদকার মাল ব্যবহার করতে পারবে। যদি সে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক না হয়।

فى القران الكريم : او مسكينا ذا متربة ـ سورة البلد ايت ١٦

(প্রমাণ : সূরা বালাদ-১৬, সূরা নিসা-৬, সূরা তাওবা-৬০, আহকামুল কুরআন-৩/৭১১, হিদায়া-২/৩৩০)

নিজের মেয়ের জামাইকে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : নিজের মেয়ের জামাইকে যাকাত দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : হ্যাঁ নিজের মেয়ের জামাই যদি যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হয় তাহলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে, এবং সে উক্ত সম্পদ প্রয়োজনে সংসারে খরচ করতে পারবে। যদিও সরাসরি মেয়েকে দেয়া যাবে না।

وفى البحر الرائق: واصله وان علا وفرعه وان سفل بالجر اى لا يجوز الدفع الى أبيه وجده وان علا ولا الى ولده وولد ولده وان سفل ـ (ج٢ صـ ٢٤٣)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ২/২৪৩, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/২৬৯, ফাতাওয়ায়ে মাওলানা আব্দুল হাই-২৩১)

পিতা ধনী হলে প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেকে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে যদি দরিদ্র হয় এবং তার পিতা ধনী হয় এমতাবস্থায় কেউ যদি উক্ত ছেলেকে যাকাত দেয় তাহলে তার যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ আদায় হবে।

وفي بدائع الصنائع : وان كان كبيرا فقيرا يجوز لانه لا يعد غنيا بمال ابيه فكان كالأجنبي ج؟ صـ١٥٨ـ

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৮৭, বাদায়ে ২/১৫৮, তাতার খানিয়া ২/৪০ হিদায়া ১/২০৬)

টাকা দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়ত ছিল না

প্রশ্ন : টাকা দেওয়ার সময় যাকাতের নিয়ত ছিল না পরে নিয়ত করলে যাকাত আদায় হবে কিনা?

উত্তর : যাকাত দেওয়ার আগে নিয়ত করা জরুরী নিয়ত ছাড়া যাকাত দিলে যাকাত আদায় হয় না। তবে উল্লিখিত সুরতে ঐ টাকা যা তাকে দেওয়া হয়েছে। যদি ফকির ব্যক্তির নিকট বিদ্যমান থাকে, এমতাবস্থায় মালিক যদি যাকাতের নিয়্যাত করে তাহলে যাকাত আদায় হবে। অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না।

كما فى البحر الرائق: وانما تشترط النية الدفع لمزاحم فلما أدى الكل زالت المزاحمة اطلق المقارنة فشمل المقانة الحقيقية وهوظاهر وا لحكمية كما اذا دفع بلا نية ثم حضرته النية والمال قائم فى يد الفقير فانه يجزئه : (باب الزكاة ٢/٢١٠ رشيدية)

প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ২/২১০, দুররে মুখতার ১/১৩০, আলমগীরী ১/১৭১, বাদায়ে ২/৮০, হাশিয়ায়ে তহতবী ৭১৫

ভিন্ন দেশের কারেন্সির মাধ্যমে যাকাত আদায়

প্রশ্ন : ভিন্ন দেশের কারেন্সির মাধ্যমে যাকাত আদায় করলে যাকাত আদায় হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কারণ বর্তমানে এগুলো ঋণের প্রমাণপত্রের অবস্থানে নেই। বরং প্রচলিত টাকার হুকুমে। আর প্রচলিত টাকা ব্যবসায়ী পণ্যের মতো।

وفى خلا صة الفتاوى : مال التجارة نوعان احدهما ما خلق ثمنا وهو الذهب والفضة... والفلوس والدراهم... المؤهة على هذا (زكوة المال ١/ ٢١١ رشيدية)

প্রমাণ : হিদায়া ১/২৩৭, তাতার খানিয়া ১/২১৭, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২১৭, সিরাজিয়া ১৪৬, হাশিয়ায়ে তহতবী ৭১৭

ইনকাম ট্যাক্স আদায়ের দ্বারা যাকাত আদায় হবে না

প্রশ্ন : ইনকাম ট্যাক্স আদায়ের দ্বারা যাকাত আদায় হয় কিনা?

উত্তর : না, ইনকাম ট্যাক্স আদায়ের দ্বারা যাকাত আদায় হবে না। বরং যাকাত ভিন্নভাবে আদায় করতে হবে।

وفى الشامية: لا تسقط الزكاة بالدفع الى العاشرفى زما ننا ثم قال واعلم ان بعض فسقة التجاريظن ان مايؤخذ من المكس يحسب عنه اذا نوى به الزكاة وهذا ظن باطل: (٣١٠/٢)

প্রমাণ : সুরা মুয্যামিল ১৯, দুররে মুখতার ২/৩১০, মাওসুআ ৩২/৩০০

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করা

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করতে হবে কি না?

উত্তর : যদি মৃত ব্যক্তি ওয়াসিয়াত করে যায় তাহলে তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দ্বারা যাকাত আদায় করবে। অন্যথায় আদায় করতে হবে না।

كما فى العالمكيرية : واذا مات من عليه زكاة او فطرة او كفارة او نذرلم يؤ خذ من تركته عندنا الا ان يتبرع ورثته بذلك وهم من اهل التبرع فان امتنعوا لم يجبروا عليه وان او صى بذلك يجوز وينفذ من ثلث ماله (باب الزكاة ١٩٣/١)

প্রমাণ : হিন্দিয়া ১/১৯৩, বাদায়ে ২/৫৩, আল বাহরুর রায়েক ২/২১১, হাশিয়ায়ে তহতবী ৭/৯

যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়মূল্য ধর্তব্য

প্রশ্ন : যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য ধর্তব্য হবে নাকি বাজার মূল্য ধর্তব্য হবে?

উত্তর : যখন যাকাত দিবে তখনকার বিক্রয় মূল্য ধর্তব্য হবে।

كما فى حاشية الطحطاوى : (فالمعتبر وزنهما اداء) اى وقت الا داء اى يعتبر الوزن فى الوجوب المؤدى عند هما (كتاب الزكاة ٧١٧ دار الكتاب)

প্রমাণ : শামী ২/২৮৬, দুররে মুখতার ১/১৩৩, ফাতহুল কাদীর ২/১৬৭, বাদায়ে ২/১১১, আল বাহরুর রায়েক ২/২২১, হাশিয়ায়ে তহতবী ৭১৭

ধনী ব্যক্তির তালেবে ইলেম সন্তানকে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : ধনী ব্যক্তির বালেগ ছেলে যদি তালেবে ইলম হয় তাকে যাকাত দেয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ ধনী ব্যক্তির বালেগ ছেলে যদি তালেবে ইলম হয় এবং সে নেসাবের মালিক না হয় তাহলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে।

وفى العالمغيرية : ولا يجوز دفعها الى ولد الغنى الصغير كذا فى التبيين ولو كان كبيرا فقيرا جاز ـ (فى المصارف جا صـ١٨٩ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/১৮৯, শামী-২/৩৪৯, কাযীখান মাআল আলমগীরী ১/২৬৬, বাদায়ে ২/১৫৮ তাতার খানিয়া ২/৪০

যাকাতের টাকা দ্বারা কিতাব দেওয়া

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা দ্বারা কিতাব ছাপিয়ে যাকাতের হকদারকে দেওয়ার দ্বারা যাকাত আদায় হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে শর্তহলো তাদেরকে মালিক বানিয়ে দেওয়া।

وفى الهداية: ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت لانعدام التمليك وهو الركن (باب المصارف ٢٠٥)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/২০৫, ফাতহুল কাদীর ১/২০৮, হিন্দিয়া ১/১৮৮-৮৯

যাকাতের টাকা মোবাইলে পাঠানো

প্রশ্ন : গরীব ব্যক্তির মোবাইলে যাকাতের টাকা পাঠিয়ে বলে দিল যে আপনার মোবাইলে যাকাতের টাকা পাঠিয়েছি। এতে যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : যাকাত আদায়ের জন্য গরীব মিসকিনকে যাকাতের মালিক বানানো শর্ত। আর মোবাইলে টাকা পাঠালে যেহেতু উক্ত ব্যক্তি টাকার মালিক হয়ে যায় তাই যাকাত আদায় হয়ে যাবে। যাকাতের কথা বলা জরুরী নয়, শুধু নিয়্যত থাকলেই হবে।

كمافى القران الكريم : واما الصدقات للفقراء والمساكين (سورة التوبة ٦٠)

প্রমাণ ঃ সূরা তাওবা ৬০, শামী ৫/৭০৮, দুররে মুখতার ১/২৬৮, ফাতহুল কাদীর ২/২০৭

যাকাত আদায় হওয়ার সময়

প্রশ্ন : যাকাত আদায় হওয়ার জন্য কোন সময় নির্ধারিত আছে কিনা?

উত্তর : না, যাকাত আদায় হওয়ার জন্য কোন সময় নির্ধারিত নেই।

كمافى الدرالمختار : وسببه اى سبب افتراضها ملك نصاب حولى ـ نسبة للحول لحولانه عليه ـ (كتاب الزكوة ١٢٩/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১২৯, শামী ২/২৫৯, আল ফিকহু আলাল মাযা হিবিল আরবায়া ১/৪৬০, হাশিয়ায়ে ত্বহতবী ৭১৬

কর্মচারিদের যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : নিজ কারখানা বা দোকানের বা বাড়ির গরীব কর্মচারীদেরকে যাকাত দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, দেওয়া যাবে, তবে বেতন হিসাবে দেওয়া যাবে না।

كمافى القران الكريم : انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم (سورة التوبة ٦٠)

প্রমাণ ঃ সূরা তাওবা ৬০, হিদায়া ১/২০৪, আলমগীরী ১/১৮৭, তাতারখানিয়া ২/৩৭, ফাতহুল কাদীর ২/২০০

শরীয়ত বিরোধী গরীব মিসকীনকে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত গরিব মিসকিনদের কি যাকাত দেয়া যাবে? ওরা যদি যাকাতের টাকা নিয়ে অন্যায় কাজে জরিত হয় তাহলে এর দায়ভার কার হবে?

উত্তর : হ্যাঁ উক্ত ব্যক্তিবর্গ যদি দরিদ্র হয়। তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়ার দ্বারা যদিও যাকাত আদায় হয়ে যাবে কিন্তু উচিৎ হল নেক্কার গরিবদের দান করা। তবে যদি একথার পূর্ণ বিশ্বাস থাকে যে সে যাকাতের অর্থ দিয়ে শরীয়ত বিরোধী কাজে ব্যয় করবে, তাহলে তাকে যাকাত দেওয়া জায়েয হবে না। কেননা এটা অন্যায় কাজে সহযোগিতা। আর অন্যায় কাজে সহযোগিতা করাও অন্যায়।

وفى العالمكيرية : منها الفقير وهو من له ادنى شئ وهو ما دون النصاب او قدرنصاب غيرنام وهو مستغرق فى الحاجة ـ (فصل فى المصا رف ٧١٧/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ সূরা মায়েদা ২০, শামী ২/৩৩৯, হিন্দিয়া ১/১৮৭, ফাতহুল কাদীর ২/২০২

নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক ছাত্রের যাকাতের খানা খাওয়া

প্রশ্ন : নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক ছাত্রের যাকাতের খানা-খাওয়া জায়েয হবে কিনা?

উত্তর : না, জায়েয হবে না।

وفی الدر المختارمع الشامية : ولا الى غنى يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الاصلية من اى مال كان ـ (كتاب الزكوة ـ ٣٤٧/٢ سعيد)

প্রমাণ ঃ সূরা তাওবা ৬, বুখারী ১/২০২, শামী ২/৩৪৭

গাজা ও আফিমখোর ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : গাজা এবং আফিমখোর ব্যক্তি যদি গরীব হয় তাহলে তাকে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : যাকাত গরীব নেককার ব্যক্তিকে দেওয়া উত্তম। তবে গরীব ফাসেক মদ্য পায়ীকে যদি দেওয়া হয় তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

وفی العالمكيرية : (منها الفقير) وهو من له ادنى شئ وهو مادون النصاب او قدر نصاب غير نام ... التصدق على الفقير العالم افضل من التصدق على الجاهل)باب فى المصارف ١٨٧/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ সূরা তাওবা ৬০, হিন্দিয়া ১/১৮৭, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪০

গরীব ইমাম সাহেবকে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের একজন বেতনভুক্ত মসজিদের ইমাম আছে, সে অনেক গরীব আমার জানার বিষয় হলো এই গরীব ইমাম সাহেবকে যাকাতের টাকা দিতে পারব কি না? নাকী অন্য গরীবকে দেওয়া জরুরী?

উত্তর : যদি ইমাম সাহেব যাকাতের হকদার হন, তাহলে কোন জাহেলকে যাকাতের টাকা না দিয়ে, গরীব আলেমকে দেওয়া উত্তম।

وفی العالمكيرية : التصدق على الفقير العالم افضل من التصدق على الجاهل ـ (باب المصارف ١٨٧/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ সূরা তাওবা ১৯৭, শামী ২/২৯, হিন্দিয়া ১/১৮৭, আল বাহরুর রায়েক ২/২৫০

যাকাতের টাকা দিয়ে যৌতুক দেওয়া

প্রশ্ন : কোন গরীব লোক যাকাতের টাকা দিয়ে মেয়ে বিয়েতে যৌতুক দিলে যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত যাকাত খাওয়ার উপযোগী ব্যক্তিকে যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দিলে মালিকের যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অতঃপর গ্রহীতা সে অর্থ যৌতুকের মধ্যে লাগালেও যাকাতের কোন সমস্যা হবে না। তবে যৌতুক দেওয়া-নেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। এতে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই গোনাহগার হবে।

كمافى القران الكريم : انما الصدقات للفقراء والمساكين (سورة التوبة ٦٠)

প্রমাণ ঃ সূরা তাওবা ৬০ শামী ৫/৭০৮ হিদায়া ১/২০৪

ধনীহলেও পূর্বের যাকাতের জিনিসটি ব্যবহার করতে পারবে

প্রশ্ন : যাকাত প্রাপ্ত গরীব ব্যক্তি নিসাবের মালিক হওয়ার পরও পূর্বের যাকাতের জিনিসটি ব্যবহার করতে পারবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, ব্যবহার করতে পারবে।

وفى الشامية: قوله كفقير استغنى اى وفضل معه شئ مما اخذه حالة لان المعتبر فى كونه مصرفا هوالفقير وقت الدفع ـ (٣٤٢/٢ سعيد)

প্রমাণ ঃ সূরা তাওবা ৬০, দুররে মুখতার শামীর সূত্রে ২/২৪১, শামী ২/৩৪২, ফাতহুল কাদীর ২/২-৫

গরীব অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : গরীব অমুসলিমকে যাকাত দেওয়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : না, জায়েয নাই।

وفى العالكميرية : واما اهل الذمية فلا يجوز صرف الزكوة اليهم بالاتفاق ويجوز صرف الصدقة التطوع اليهم ـ (باب المصرف ١٨٨/١)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/২০৫, শামী ২/৩৫১, হিন্দিয়া ১/১৮৮

হিন্দু ফকিরকে যাকাত বা অন্যান্য সদকা দেওয়া

প্রশ্ন : হিন্দু ফকিরকে যাকাত এবং অন্যান্য সদকা দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : হিন্দু ফকিরকে যাকাত দেওয়া যাবে না। তবে অন্যান্য সদকা দেওয়া যাবে।

وفى الهندية : واما اهل الذمية فلا يجوز صرف الزكاة اليهم بالاتفاق ويجوز صرف صدقة التطوع اليهم بالاتفاق - (فى لمصرف ١٨٨/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ সূরা তাওবা ৬০, হিন্দিয়া ১/১৮৮, দুররে মুখতার ১/১৪১, হিদায়া ১/২০৫, সিরাজিয়্যা ১৫৬

হিলার মাধ্যমে পিতা-মাতাকে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : হিলার মাধ্যমে পিতা মাতাকে যাকাত দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : হিলার মাধ্যমে পিতা মাতাকে যাকাত দেওয়া মাকরুহ।

كمافى الشامية : يكره ان يحتال فى صرف الزكاة الى والديه المعسرين بأن تصدق بها على فقير ثم صرفها الفقير اليهما - (باب المصرف ٣٤٦/٢)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৩৪৬ আল বাহরুর রায়েক ২/২৪২ তাতারখানিয়া ২/৪০

যাকাতের টাকা দ্বারা উস্তাদের বেতন দেওয়া

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা দিয়ে উস্তাদদের বেতন দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : মাদ্রাসার দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণ যদিও যাকাত উসুলকারীদের মত, যেমনভাবে উসুলকারীরা নিজের দায়িত্ব অনুযায়ী মাসারেফে যাকাত ব্যতিরেকে আদায় করতে পারবে না। তেমনিভাবে আহলে মাদ্রাসা ওলারাও ছাত্রদের মালিক বানানো ব্যতিরেকে অন্য খাতে খরচ করতে পারবে না। যদি অন্য খাতে খরচ করতেই হয় তাহলে শরীয়তসম্মত হিলা করা আবশ্যক বিধায় হিলা ব্যতীত যাকাতের টাকা দিয়ে বেতন দেওয়া যাবে না।

كماقال الله تعالى : انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب الغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل - (سورة توبة ٦٠)

প্রমাণ ঃ সূরা তাওবা ৬০, আলমগীরী ১/১৯০, বাদায়ে ২/৬৮, ফাতহুল কাদীর ২/২০৫

হিলার মাধ্যমে দরসগাহ নির্মাণে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : দরসগাহ নির্মাণে যাকাতের টাকা ব্যবহার করা যাবে কিনা? না গেলে হিলার কোন পদ্ধতি আছে কি না?

উত্তর : না, যাকাতের টাকা ব্যবহার করা যাবে না। তবে প্রয়োজনে হিলার মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবে। হিলার সহীহ পদ্ধতি হলো যে, কোন যাকাতের হকদারকে ঋণ করে দরসগাহ নির্মাণ কাজে দান করতে বলবে এবং প্রতিশ্রুতি দিবে যে

তোমার ঋণ পরিশোধ করা হবে। সে দান করার পর যাকাতের টাকা তাকে দিয়ে দিবে অতঃপর ঐ টাকা দিয়ে সে ঋণ পরিশোধ করবে।

كمافى الدر المختار: لا يصرف الى بناء نحو مسجد ولا الى كفن ميت وقضاء دينه (باب المصرف ١٤٠/١)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৪০, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৪৮১, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪২

স্বামী খরচা দেয় না এমন মহিলাকে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : যার স্বামী মদ পান করে, এবং ভরণ পোষণ দেয় না এবং তিনটি বাচ্চাও রয়েছে। এমন মহিলাকে যাকাত দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, দেওয়া যাবে। বরং এমন অসহায় মহিলাকেই দেওয়া উত্তম।

وفى الهندية : وهو من له أدنى شئ وهو ما دون النصاب اوقدر نصاب غيرنام وهومستغرق فى الحاجة ـ (الباب السابع فى المصارف ـ ١٨٧/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ সূরা তাওবা ৬০, শামী ২/৩৩৯, হিন্দিয়া ১/১৮৭, দুররে মুখতার ১/১৪০, হিদায়া ১/২০৪

যাকাতের টাকা দিয়ে মাদ্রাসার জন্য জমি ক্রয় করা

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা দিয়ে মাদ্রাসার জন্য জমি ক্রয় করে দিলে যাকাত আদায় হবে কিনা?

উত্তর : না, যাকাতের টাকা দিয়ে মাদ্রাসার জন্য জমি বা ভবন তৈরি করে দিলে যাকাত আদায় হবে না। বরং যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত হলো যাকাতের হকদারকে মালিক বানিয়ে দেয়া।

وفى الهندية : ولا يجوز ان يبنى بالزكاة المسجد وكذا القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وكرى الانهار والحج والجهاد وكل مالا تمليك فيه ـ (باب فى المصارف ١٨٨/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ সূরা তাওবা ৬০, হিন্দিয়া ১৮৮, হিদায়া ১/২০৫, দুররে মুখতার ১/২৯০

যাকাতের টাকায় হাসপাতাল নির্মাণ করা

প্রশ্ন : যাকাতের টাকায় হাসপাতাল নির্মাণ ও তার উপকরণ সংগ্রহ করা যাবে কি?

উত্তর : না, যাবে না। কেননা এর দ্বারা কাউকে মালিক বানানো হয় না। আর যাকাতের মধ্যে মালিক বানানো শর্ত।

كمافى الشامية : وفى التمليك اشارة الى انه لا يصرف الى مجنون .. كبناء القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وكرى الانهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه ـ (٣٤٤/٢ باب المصرف)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৩৪৪, শরহে বেকায়া ১/২৩৭, আলমগীরী ১/১৮৮

যাকাতের টাকা দিয়ে ইফতার করানো

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা দিয়ে ইফতার করানো যাবে কি না? এবং যদি ইফতার করানো হয় তাহলে তার দ্বারা যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাত আদায় হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হলো, যাকাত খাওয়ার উপযোগী এমন ফকির মিসকীনকে মালিক বানিয়ে দেয়া। তাই যাকাতের টাকা দিয়ে ইফতারী ক্রয় করে যদি ব্যাপকভাবে ধনী-গরীব সকল শ্রেণীর মানুষকে দাওয়াত করে ইফতার করানো হয়, অথবা শুধু গরীব-মিসকীনকে দাওয়াত করে খাওয়ানো বা ইফতার করানো হয় তাহলে যাকাত আদায় হবে না। তবে যদি যাকাতের টাকা দিয়ে ইফতারী ক্রয় করে গরীব-মিসকীনদেরকে মালি বানিয়ে দেয়া হয় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

كمافى الشامية : ان يكون الصرف تمليكا لااباحة، فلايكفى فيها الاطعام الابطريق التمليك ـ (باب المصرف ٣٤٤/٢)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৩৪৪, দুররে মুখতার ১/১৪০, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪৩, আলমগীরী ১/১৮৭

ফকির এবং মিসকিনের মাঝে পার্থক্য

প্রশ্ন : ফকির এবং মিসকিনের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : যদিও ফকির, মিসকিনের আসল অর্থের মধ্যে পার্থক্য নেই। ফকির, যার কিছুমাল আছে যদিও কম হয়, মিসকিন যার কোন কিছুই নাই কিন্তু যাকাতের হুকুমের ক্ষেত্রে উভয়েই বরাবর।

وفى الدرالمختار ـ مصرف الزكاة والعشر... هو فقير وهومن له ادنى شئ اى دون نصاب ، اوقدرنصاب ... ومسكين من لاشئ له على المذهب ـ (باب المصرف ١٤٠/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ সূরা তাওবা ৬০, দুররে মুখতার ১/১৪০, শামী ২/৩৩৯

মাদ্রাসা বা খানকায় যাকাতের টাকা আদায়

প্রশ্ন : মাদ্রাসায় বা খানকায় যাকাতের টাকা ব্যয় করার দ্বারা যাকাত আদায় হবে কিনা?

উত্তর : যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত হলো ফকির মিসকীনকে উক্ত টাকার মালিক বানিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না, অতএব প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় যদি মাদ্রাসায় বা খানকায় অবস্থানরত কোন গরীবকে মালিক বানিয়ে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হবে অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না।

وفى الدر المختار : ويشترط ان يكون الصرف تمليكا لا اباحة لايصرف الى بناء نحومسجد ولا الى كفن ميت (باب المصرف ١٤٠/١)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/১৮৮, দুররে মুখতার ১/১৪০, বাদায়ে ২/ ১৪২, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪৩

যাকাতের টাকা ছেলের স্ত্রীকে দেওয়া

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা অথবা যাকাতের টাকা দিয়ে কাপড় ক্রয় করে আপন ছেলের স্ত্রীকে দিতে পারবে কিনা? এবং তা দিলে যাকাত আদায় হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, ছেলের স্ত্রী যদি যাকাত খাওয়ার উপযোগী হয় তাহলে তাকে যাকাতের টাকা বা যাকাতের টাকা দিয়ে কাপড় ক্রয় করে দিতে পারবে, এবং তা দেয়ার দ্বারা যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

وفى بدائع الصنائع ـ ويجوز دفع الزكاة الى من سوى الوالدين المولودين من الاقارب الخ ـ (كتاب الزكاة ١٦٢/٢)

প্রমাণ ঃ দূররে মুখতার ১/৩৪৬, বাদায়ে ২/১৬৩, ফাতহুল কাদীর ২/৭৯৩

ছাত্র থেকে টাকা নিয়ে যাকাত ফান্ড থেকে খানা খাওয়ানো

প্রশ্ন : নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক জনৈক ছাত্র থেকে খোরাকী বাবদ প্রতিমাসে টাকা নিয়ে যাকাত ফান্ড থেকে খানা সরবরাহ করা যাবে কিনা?

উত্তর : না, করা যাবে না।

كمافى الشامية: فان كان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتى درهم حرم عليه اخذ الصدقة ـ (باب المصرف ٣٤٧/٢)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৩৪৭, দুররে মুখতার ১/১৪১, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪৪

যাকাতের টাকা দ্বারা মসজিদের কূপ নির্মাণ

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা দ্বারা মসজিদের কূপ নির্মাণ করা যাবে কি?

উত্তর : না, যাবে না।

كما فى الشامية: قوله نحومسجد كبناء القناطر والسقايات وصلاح الطرقات وكرى الانها روالحج والجهاد وكل ما لاتمليك فيه : (باب المصرف ٣٤٤/٢ سعيد)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৩৪৪ দুররে মুখতার ২/৮৫ হিদায়া ১/২০৫ বিনায়া ৩/৪৬২

গরীবের অনুমতিতে যাকাতের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : যাকাত দাতা যদি নিজের যাকাতের টাকা দিয়ে গরীব ব্যক্তির নির্দেশে তার ঋণ পরিশোধ করে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ গরীব ব্যক্তির নির্দেশে যদি তার ঋণ পরিশোধ করা হয় তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

فى الدر المختار : وقضاء دينه اما دين الحى الفقير فيجوز لو بامره (كتاب الزكاة : جا صـ١٤١ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৪১, শামী ২/৩৪৫, আলমগীরী ১/১৯০, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪৩)

মধ্যম ধরনের সম্পদ দ্বারা যাকাত আদায় করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির নিকট কয়েক ধরনের স্বর্ণ আছে অর্থাৎ কোনটার মূল্য ৪০ হাজার টাকা, কোনটা ৪৫ হাজার টাকা, কোনটা ৫০ হাজার টাকা ভরি, এখন আমার জানার বিষয় হলো যে, ঐ ব্যক্তি কোনটার হিসাবে যাকাত আদায় করবে?

উত্তর : উল্লিখিত অবস্থায় যদি ঐ ব্যক্তি স্বর্ণ দ্বারা যাকাত আদায় করে তাহলে মধ্যম ধরনের স্বর্ণ দ্বারা যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি মূল্য দ্বারা আদায় করে তাহলে সবগুলোর মূল্য একত্র করে তার ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত আদায় করবে।

وفى الخانية: ولا يؤخذ فى الزكوة الا الوسط من ارفع ادونها ومن ادون ارفعها ـ (فى صدقة الغنم : ٢٤٧/١ حقانية)

প্রমাণ : বুখারী ১/১৯৬, দুররে মুখতার ১/১৩৩, বাদায়ে ২/১০৬, আলমগীরী ১/২৪৭, ফাতহুল কাদীর ২/২২২

অগ্রীম যাকাত আদায়

প্রশ্ন : অগ্রীম যাকাত দেওয়া জায়েয কিনা?

উত্তর : নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তার উপর যাকাত দেওয়া ওয়াজিব। কিন্তু উক্ত নিসাব পরিমাণ মালের উপর বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত আদায় করা ওয়াজিব হয় না। তবে আদায় করলে আদায় হয়ে যায়।

وفی بد ائع الصنائع : واما حولان الحول فليس من شرائط جواز اداء الزكوة .. فيجو زتعجيل الزكوة عند عامة العلماء ـ (باب الزكوة : ٢/ ١٦٤ زكريا)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/১৪৬, দুররে মুখতার ২/১৩৪, হিন্দিয়া ১/১৬৪, বাদায়ে ২/১৬৪, হাশিয়ায়ে তহতবী ৭১৫, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ২/২৪১

স্বর্ণ রূপার মূল্য মিলাতে হবে

প্রশ্ন : স্বর্ণ, রূপা কোনটির নেসাব পূর্ণ নয়, তাহলে যাকাত ফরজ হবে কিনা?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে উভয়টার বাজার মূল্য মিলাতে হবে। অতঃপর যদি উভয়টার মূল্য মিলে নেসাব পর্যন্ত পৌঁছে তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

وفی الشامية : ان ماذكر من وجوب الضم اذا لم يكن كل واحد منهما نصا با بان كان اقل فلو كان كل منهما نصابا تاما بدون زيادة لا يجب الضم بل ينبغى ان يودى من كل واحد زكوته فلو ضم حتى يؤدى كله من الذهب او الفضة فلا بأس به عندنا ولكن يجب ان يكون التقويم بما هو انفع للفقراء رواجا والا يودى من كل منهما ربع عشره ـ (باب الزكوة ٢/ ٣٠٣ سعيد)

প্রমাণ : শামী ২/৩০৩, বাদায়ে ২/১০৬, হিদায়া ১/১৯৬, ফাতহুল কাদীর ২/১৭০

ব্যাংক লোনের যাকাত

প্রশ্ন : ব্যাংক থেকে গৃহীত লোনের যাকাতের বিধান কি?

উত্তর : ব্যাংক থেকে গৃহীত লোনের উপর যাকাত দিতে হবে না। কেননা ব্যাংক থেকে নেয়া লোনের টাকা ঋণের অন্তর্ভুক্ত। তবে উক্ত লোনের টাকার অতিরিক্ত মাল নেসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত অবশ্যই দিতে হবে।

كما فى الدرالمختار : فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد ـ (باب الزكاة : ١/ ١٢٩ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১২৯, হিদায়া ১/১৮৬, বাদায়ে ২/৮২, সিরাজিয়া ১৪৩

বছরের মাঝে অর্জিত টাকার যাকাত

প্রশ্ন : বছরের মাঝে অর্জিত সম্পদের যাকাত কিভাবে দিবে?

উত্তর : উল্লিখিত সম্পদের যাকাত পূর্বের নেসাবের সাথে মিলিয়ে দিবে।

وفی بدائع الصنائع : فان کان متفرعًا من ا لاصل او حاصلا بسببه یضم الی الاصل ویزکی بحول الاصل با لاجماع : (باب الزكاة : ۹٦/۲)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/১৩৮, শামী ২/২৮৮, দুররে মুখতার ১/১৩৩, বাদায়ে ২/৯৬ আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৪৬০, আলমগীরী ১/১৮৯

ব্যবহারিক আসবাব পত্রের উপর যাকাত

প্রশ্ন : ব্যবহারিক আসবাবপত্রের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা?

উত্তর : না, ওয়াজিব হবে না। চাই তা যে পরিমাণই হোক না কেন।

وفی الهداية : وليس فی دور السکنی وثياب البدن واثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعما ل زكوة ـ (كتاب الزكوة : ١٨٦/١ اشرفی)

প্রমাণ : আবু দাউদ ১/২১৮, দুররে মুখতার ১/১২৯, হিদায়া ১/১৮৬, আলমগীরী ১/১৭২, আল বাহরুর রায়েক ২/২০২, শামী ২/২৬২

স্বামীর যাকাত স্ত্রীকে দেওয়া

প্রশ্ন : স্বামীর যাকাত স্ত্রীকে বা স্ত্রীর যাকাত স্বামীকে দিলে যাকাত আদায় হবে কিনা?

উত্তর : না, স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নাই। দিলে যাকাত আদায় হবে না।

ما فی البحر الرائق : قوله وزوجته وزوجها ای لا يجوز الدفع لزوجته ولا دفع المرأة لزوجها لما قدمنا ه من عدم قطع المنفعة عنه من كل وجه : (باب المصرف ٢/ ٢٤٤ رشيدية)

প্রমাণ : হিন্দিয়া ১/১৮৯, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪৪, বাদায়ে ২/১৬২, হিদায়া ১/২০৬, খুলাসা ১/২৪২, হাশিয়ায়ে তাহতাবী ৭২১

জনকল্যাণমূলক কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করা

প্রশ্ন : জনকল্যাণমূলক কাজে যাকাতের টাকা ব্যয় করলে যাকাত আদায় হবে কিনা?

উত্তর : না, যাকাত আদায় হবে না। কারণ যাকাত আদায়ের জন্য মালিক বানানো শর্ত।

وفى العالمكيرية: ولا يجوز ان يبنى با لزكاة المسجد وكذا القناطر والسقايات اصلاح الطرقات وكرى الاو نهاروالحج والجهاد وكل مالا تمليك فيه ولا يجوز ان يكفن بها ميت ولا يقضى بها دين الميت (باب المصارف : ١/ ١٨٨ حقانية)

প্রমাণ : শামী ১/৩৪৪, দুররে মুখতার ১/১৪০, হিদায়া ১/২০৫, হিন্দিয়া ১/১৮৮, শরহে বেকায়া ১/২৩৮

যাকাতের অর্থ দিয়ে বন্দীদের খাওয়ানোর বিধান

প্রশ্ন : যাকাতের অর্থ দিয়ে বন্দীদের খাবার খাওয়ানোর দ্বারা যাকাত আদায় হবে কিনা?

উত্তর : যদি কয়েদী নেসাব পরিমাণ মালের মালিক না হয়, এবং তাকে খাবারের মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে, অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : ولو اشترى بالزكاة طعامًا فاطعم الفقراء غداء وعشاء ولم يدفع عين المال اليهم لا يجوزلعدم التمليك (كتاب الزكاة ٨٠٢/٢ شيدية)

প্রমাণ : শামী ২/৩৪৪, আলমগীরী ১/১৯০, দুররে মুখতার ১/১২৯, তাতার খানিয়া ২/৪২, হাশিয়ায়ে তহতবী ৭১৪, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৮০২

ধনীর সন্তান লিল্লাহ বোর্ডিং থেকে ফ্রি খাওয়া

প্রশ্ন : ধনী ব্যক্তির সন্তান লিল্লাহ বোর্ডিং থেকে ফ্রি খানা খেতে পারবে কি না?

উত্তর : ধনী ব্যক্তির সন্তান যদি প্রাপ্ত বয়স্ক হয় এবং উক্ত সন্তানের মালিকানায় নিসাব পরিমাণ টাকা না থাকে তাহলে সে লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে ফ্রি খানা খেতে পারবে। আর ধনী ব্যক্তির সন্তান যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় তাহলে সে লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে ফ্রি খানা খেতে পারবে না। কারণ তার লালন-পালনের সার্বিক দায়িত্ব পিতার উপর ন্যস্ত।

وفى الهداية: ولا يدفع الى مملوك غنى ولاالى ولدغنى اذاكان صغيرا لانه يعد غنيا بمال ابيه بخلاف ما اذا كان كبيرا فقيرا (باب يجوز دفع الصدقات ١/ ٢٠٦ اشرفية)

প্রমাণ : সুরা তাওবা ৫৯, বুখারী ১/২০৩, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪৪, আলমগীরী ১/১৮৯, হিদায়া ১/২০৬, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৪৮১

যাকাতের অর্থ থেকে দায়িত্বশীলদের বেতন দেওয়া

প্রশ্ন : যাকাতের অর্থ থেকে বিভিন্ন দায়িত্বশীলদের বেতন দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : যাকাতের অর্থ থেকে কর্মচারীদের বেতন দেওয়া জায়েয নাই। তবে তারা গরীব হলে দানস্বরূপ যাকাত দেওয়া যাবে। বা শরয়ী তাহলীলকরার পর দেওয়া যাবে।

كما فى القران الكريم : انما الصدقات للفقرآء والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغرمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم (سورة توبة ٦٠)

প্রমাণ : সুরা তাওবা ৬০, দুররে মুখতার ১/১৪২, শামী ২/৩৪৪, হিন্দিয়া ১/১৯০

যাকাতের টাকা বিবাহে খরচ করা

প্রশ্ন : বিবাহের মধ্যে যাকাতের টাকা খরচ করা যাবে কিনা?

উত্তর : যে মেয়ের পিতা-মাতা যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত তাকে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে এবং ঐ টাকা মেয়ের বিবাহের মধ্যে খরচ করতে পারবে। তাছাড়া ঐ মেয়েকে যদি আসবাবপত্র, অলংকারাদি ক্রয় করে দেওয়া হয় তাও জায়েয আছে। এর দ্বারা যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

وفى العالمكيرية: منها الفقير وهو من له ادنى شئ وهو ما دون النصاب او قدر نصاب غيرنام وهو مستغرق فى الحاجة فلا يخرجه عن الفقر ملك نصب كثيرة غيرنامية اذاكانت مستغرقة بالحاجة (باب المصارف : ١/ ١٨٧ الحقانية)

প্রমাণ : সুরা তাওবা ৬০, আমলগীরী ১/১৮৭, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪০, হাশিয়ায়ে তহতবী ৭১৯, দুররে মুখতার ১/১৪০

ধনী ব্যক্তিকে গরীব মনে করে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : ধনী ব্যক্তিকে গরীব মনে করে যাকাত দিলে জানার পরে আবার আদায় করতে হবে কিনা?

উত্তর : না, দ্বিতীয়বার আর আদায় করতে হবে না।

كمافى الدر المختار : دفع بتحر لمن يظنه مصرفا فبان انه عبده .. اعادها لما مر وان بان غناه او كونه ذميا....لا يعيد لانه اتى بما فى وسعه حتى لو دفع بلا تحرلم يجزلانه اخطأ ـ (باب المصرف : ١/ ١٤١ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৪১, শামী ২/৩৫৩, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪৮, হিদায়া ১/২০৭,

যাকাতের টাকা মুহতামিমকে দিলে কখন আদায় হবে

প্রশ্ন : মাদ্রাসার মুহতামিমের হাতে যাকাতের টাকা দিলে কখন আদায় হবে, ব্যয় করার পর নাকি মুহতামিম সাহেব গ্রহণ করার সাথে সাথে?

উত্তর : সাধারণত মুহতামিম সাহেব যাকাতের উপযুক্ত ছাত্রদের পক্ষ থেকে উকিল হয়ে থাকে। তাই যাকাতের টাকা গ্রহণ করার সাথে সাথেই যাকাত আদায় হয়ে যাবে। আর যদি মুহতামিম সাহেব যাকাত প্রদানকারীর পক্ষ থেকে উকিল হন তাহলে উক্ত টাকা যাকাতের উপযুক্ত ছাত্রদের জন্য ব্যয় করতে হবে, অথবা তাদেরকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে। অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না।

كما فى بدائع الصنائع : ولو دفع زكاته الى الامام او الى عامل الصد قة يجوز لأنه نائب عن الفقير فى القبض فكان قبضه كقبض الفقير ـ (فصل فى ركن الزكاة ١٤٣/٢ زكريا)

প্রমাণ : বাদায়ে ২/১৪৩, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪৪, আলমগীরী ১/১৭১

ফুফু ও সৎ মাকে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : ফুফু ও সৎ মাকে যাকাত দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, ফুফু ও সৎ মাকে যাকাত দেওয়া যাবে, যদি তারা যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত হয়।

ما فى العلمكيرية: والا فضل فى الزكوة والفطر والنذور الصرف اولا الى الاخوة والاخوات ثم الى اولا دهم ثم الى الاعمام والعمات ثم الى اولا دهم : (باب المصارف : ١٩٠/١ حقانية)

প্রমাণ : হিন্দিয়া ১/১৯০, বাদায়ে ১/১৬২, শামী ১/৩৪৬, তাতার খানিয়া ২/৩৯, হাশিয়ায়ে তহতবী ৭২১

কোন কোন আত্মীয়কে যাকাত দেওয়া জায়েয নাই

প্রশ্ন : কোন কোন আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দেওয়া জায়েয নাই?

উত্তর : স্বামী তার স্ত্রীকে, স্ত্রী তার স্বামীকে এবং প্রত্যেক যাকাতদাতা তার উসুল, ফুরু অর্থাৎ বাবা মা দাদা, দাদী, নানা, নানী, এভাবে যত দূরে যাবে এবং ছেলে মেয়ে তাদের সন্তানগণ এভাবে যত নিচের দিকে যাবে তাদেরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নাই।

وفی الهداية : ولا تدفع المزكی زكاة ماله الی ابيه وجده وان علا ولا الی ولده و ولد ولده وان سفل ... ولا الی امرأته... ولا تدفع المرأة الی زوجها ـ (باب مصارف الزكاة : ١/ ٢٠٦ اشرفی)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৮৮, হিদায়া ১/২০৬, হাশিয়ায়ে তহতবী ৭১০, বাদায়ে ২/১৬২, কানযুদ দাকায়েক ৬৪

মুহতামিমের উকিল হওয়া

প্রশ্ন : যাকাত গ্রহণের ক্ষেত্রে মুহতামিম সাহেব ছাত্রদের পক্ষ থেকে উকিল হতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, পারবে।

وفی بدائع الصنائع : ولو دفع زكاته الی الامام او لی عامل الصدقة يجوز لانه نائب عن الفقير فی القبض فكأن قبضه كقبض الفقير (كتاب الزكاة ٢/ ١٤٣ زكريا)

প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ২/২১১, তাতারখানিয়া ২/৪৮, আলমগীরী ১/১৯০, শামী ২/২৬৯, বাদা ২/১৪৩

যাকাতের নেসাব পরিমাণ টাকা একজনকে দেওয়া

প্রশ্ন : যাকাতের নেসাব পরিমাণ টাকা একজন গরীবকে দেওয়া জায়েয কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, জায়েয আছে। তবে এমনটি করা মাকরূহ।

وفی البحر الرائق : ای كره ان يدفع الی فقير ما يصير به غنيا الخ (باب مصارف الزكوة : ٢/ ٢٤٩ رشيدية)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৪১, হিদায়া ১/২০৭, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪৯, নসবুর রায়া ২/৪২৩, হাশিয়ায়ে কানযুদ দাকায়েক ৬৫, বিনায়া ৩/৪৭৮

ধনী ব্যক্তির পিতাকে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : ধনী ব্যক্তির পিতাকে যাকাত দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, দেওয়া যাবে যদি পিতা গরীব হয় অন্যথায় দেওয়া যাবে না।

وفی بدائع الصنائع: ويجوزالدفع الى فقير له ابن غنی وان کان يجب عليه نفقته ـ (باب المصرف ۲/ ۱۵۸ زكريا)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৮৯, বাদায়ে ২/১৫৮, তাতার খানিয়া ২/৪১, আল বাহারুর রায়েক ২/২৪৬, আন ফিকহু আলাল মাজাহিবুল আরবা ১/৪৮১

মানি অর্ডারের মাধ্যমে যাকাত

প্রশ্ন : মানি অর্ডারের মাধ্যমে যাকাত প্রেরণ করলে যাকাত আদায়ের বিধান কি?

উত্তর : মানি অর্ডারের মাধ্যমে যাকাত প্রেরণ করার দ্বারা যদি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তি পর্যন্ত সঠিকভাবে পৌঁছে যায়, তাহলে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। অন্যথায় আদায় হবে না। উল্লেখ থাকে যে, এক্ষেত্রে মানি অর্ডারের খরচ প্রেরণকারীর দিতে হবে।

وفی الخانية: رجل دفع زكاة ماله الى رجل وامره بالاداء فاعطى الوكيل ولد نفسه الكبير او الصغير او امرأته وهم محا ويج جاز ولا يمسك لنفسه شيأ ـ (باب الزكوة : ٢٦١/١ حقانية)

প্রমাণ : শামী ২/৩৪৫, বাদায়ে ২/১৪২, খানিয়া ১/২৬১, হিদায়া ১/২০৭

যাকাতের টাকা গরীব আত্মীয়দের দিবে নাকি এতিমখানায়

প্রশ্ন : নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন যদি গরীব হয়, তাহলে যাকাতের টাকা তাদেরকে দেয়া উত্তম নাকি এতিমখানায় দেওয়া উত্তম?

উত্তর : পবিত্র কোরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে যাকাতের টাকা নিকটবর্তী আত্মীয় স্বজনকে দেয়ার কথা উল্লেখ আছে। যদি তারা গরীব হয়। তবে উলামায়ে কেরামগণ বলেন বর্তমান যে সকল দ্বীনি মাদরাসাগুলো সরকারী অনুদানে চলে না। ঐ মাদরাসাগুলোতে যাকাতের টাকা দেওয়া উত্তম। কারণ এর দ্বারা দ্বীনি ইলেমের খেদমত ও সদকায়ে জারিয়া এবং অসহায় এতিম ও গরীবদেরকে যাকাত দেওয়া উভয়টি আদায় হয়ে যায়। কাজেই যাকাতের কিছু অংশ নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনকে দিবে। আর বেশী অংশ এতিম খানায় দেয়াই উত্তম।

وفى البحر الرائق : لو نقلها إلى فقير فى بلد آخر أورع واصلح كما فعل معاذ لا يكره ولهذا قيل التصدق على العالم الفقير افضل ـ (باب فى المصرف : ٢٢٥٠ رشيدية)

প্রমাণ : সুরা তাওবা ৬০, তিরমিযী ১/১৪১, আল বাহরুর রায়েক ২/২৫০, দুররে মুখতার ১/১৪১

সরকার কর্তৃক যাকাত আদায়

প্রশ্ন : মাল-সম্পত্তির যাকাত সরকার কর্তৃক আদায় করতে পারবে কিনা?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যাকাত আদায়ের অধিকারী সেই সরকার যে সরকারের সংবিধান কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিক হয় তবে তার জন্য নিম্নে উল্লিখিত শর্ত জরুরী। (১) যাকাতের সম্পদ সঠিক খাতে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে। (২) আমওয়ালে যাহিরা এবং যাকাতের সঠিক খাত এমন হক্কানী উলামায়ে কেরাম দ্বারা নির্ধারিত করতে হবে। যাদের দ্বীনদারী এবং ফতোয়ার উপর জনসাধারণের আস্থা আছে। (৩) যাকাত উসূল করার এবং সঠিক খাতে ব্যয় করার জন্য দ্বীনদার কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। মোটকথা যাকাত আদায় করতে হলে রাসূল (সা.) এর নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত, ন্যায়-পরায়ণ, ইসলামী বিধানসমূহ জারী এবং ইসলামী দন্ডবিধি প্রবর্তনকারী হওয়া জরুরী। আর এই গুণাবলীর জন্য ইসলামী হুকুমত অপরিহার্য। কারণ সংবিধান যদি কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক না হয় তবে রাষ্ট্র প্রধান উল্লিখিত কার্যবলী সম্পন্ন করার অধিকারী হবে না। যেমন সংবিধানে যদি চোরের হাত কাটার কানুন না থাকে তবে রাষ্ট্র প্রধানের জন্য চোরের হাত কাটার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা তাহলে চোর বিচারকের বিরুদ্ধে আদালতে রীট পিটিশন পেশ করবে। তাই উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায়। যেই রাষ্ট্রে ইসলামী আইন কানুন ও সংবিধান কুরআন ও সুন্নাহ্র ভিত্তিক নয়। সেই রাষ্ট্রের সরকার যাকাত উসূল করতে পারবে না। অতএব আমাদের দেশও যেহেতু কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক নয়। তাই আমাদের দেশের সরকারও যাকাতের টাকা উসূল করতে পারবে না।

وفى روح المعانى : خذ من اموالهم صدقة عن ابن عباس رض انهم لما اطلقوا انطلقوا فجاؤا بأموالهم فقالوا يا رسول الله هذه اموالنا فتصدق بها عنا واستغفرلنا فقال عليه الصلاة والسلام ما أمرت أن اخذ من اموالكم شيأ فنزلت الأية ـ (١٤/٦ دار الفكر)

প্রমাণ : সুরা তওবা ১০৩, তাফসীরে কাবীর ১৬/১৫২, রুহুল মাআনী ৬/১৪, তিরমিযী ১/১৩৬

যাকাতের টাকা দিয়ে ঘর নির্মাণ করা

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা দিয়ে ঘর নির্মাণ করে গরীবদের থাকতে দিলে যাকাত আদায় হবে কিনা?

উত্তর : যাকাতের টাকা দ্বারা ঘর নির্মাণ করে যদি গরীবদেরকে পূর্ণ মালিক বানিয়ে দেয়, আর যাকাতদাতার তাতে কোন প্রকার কর্তৃত্ব না থাকে তাহলে যাকাত আদায় হবে অন্যথায় শুধু ঘরে থাকতে দেওয়ার দ্বারা যাকাত আদায় হবে না।

كما فى الدر المختار : تمليك .. جزأمال خرج المنفعة فلو اسكن فقيرا داره سنة نا ويا لا يجزيه (كتاب الزكاة : ١٢٩/١ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১২৯, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৬৮২, আল বাহরুর রায়েক ২/২০১

যাকাতের টাকা নিজে খরচ করা

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা খরচ করলে নিজের পকেট থেকে আদায় করতে হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, নিজ যিম্মা থেকে আদায় করতে হবে।

ما فى البحر الرائق : لا يخرج بعزل ما وجب عن العهدة بل لا بد من الاداء الى الفقير: (كتاب الزكوة ٢/ ٢١١ رشيدية)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৩০, আল বাহরুর রায়েক ২/২১১, হাশিয়ায়ে তহতবী ৭১৫, তাতার খানিয়া ২/২৩, বাদায়ে ২/২১৫

যাকাতের টাকা করজ দেওয়া

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা কাউকে করজ দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, যাকাতের টাকা করজ দেওয়া যাবে।

وفى بدائع الصنائع : ان التصرف فى مال الزكاة بعد وجوبها جائز عندنا (تصرف الزكاة : ١١٥/٢ زكريا)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৭০, দুররে মুখতার ১/১৩০, আল বাহরুর রায়েক ২/২১১, হাশিয়ায়ে তহতবী ৭১৫, শামী ২/২৭০, বাদায়ে ২/১১৫, দারুল উলূম দেওবন্দ ৬/২১৮

আপন শাশুড়ীকে যাকাত দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : আপন শাশুড়ীকে যাকাত দেয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : শাশুড়ী যদি নেসাবের মালিক না হয় তাহলে তাকে যাকাত দেয়া জায়েয হবে।

كما فى بدائع الصنائع : ويجوز دفع الزكاة الى من سوى الوالدين والمولودين من

الاقارب لانقطاع منافع الاملاك بينهم ...... (شرائط ما يرجع الى المؤدى اليه ج٢ص-١٦٢-١٦٣ زكريا)

(প্রমাণ : বাদায়ে ২/১৬২, শামী ২/৩৪৯, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪৩, ফাতহুল কাদীর ২/২১৭)

যাকাতের টাকা আদায় করে কমিশন নেওয়া

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা আদায় করে কমিশন নেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : কমিশনের উপর যাকাত উসুল করার তিনটি সুরত হতে পারে। (ক) যাকাত আদায় করার জন্য যাকাতের টাকা থেকে কমিশনের উপর প্রতিনিধি নির্ধারণ করা জায়েয নাই। (খ) যদি বেতনভুক্ত মুলাযেম না হয় তাহলে কমিশনের উপর যাকাত উসুল করা জায়েয নাই। কেননা উজরত জানা না থাকার কারণে এজারায়ে ফাসেদার অন্তর্ভুক্ত হবে। (গ) যদি মাদ্রাসার যাকাত আদায় করার জন্য বেতনভুক্ত মুলাযেম হয় তাহলে তার ভাল কাজের প্রতি খুশি হয়ে পুরস্কার এর ভিত্তিতে শতকরা কমিশন দেওয়া জায়েয আছে। কিন্তু যাকাতের টাকা থেকে কমিশন দেওয়া জায়েয নাই। বরং যাকাতের টাকা মাদ্রাসার লিল্লাহ্ খাতে জমা করা জরুরী। আর পুরস্কার মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সাধারণ ফান্ড থেকে দিবে।

كما فى الدر المختار : ولو دفع غزلا لاخرلينسجه له بنصفه اى بنصف الغزل او استا جر بغلا ليحمل طعامه ببعضه او ثو را ليطحن بره ببعض ـ دقيقه فسدت فى الكل :لا نه استاجره بجزء من عمله والا صل فى ذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن قفيز الطحان ـ (باب اجارة الفاسدة : ٢/ ١٧٩ زكريا)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ২/১৭৯, ফাতহুল কাদীর ৮/৪৯, হিদায়া ৩/৩০৫

যাকাতের টাকা দিয়ে ব্যবসা

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা দিয়ে ব্যবসা করে পরবর্তীতে আস্তে আস্তে আদায় করলে হবে কিনা?

উত্তর : উল্লিখিত অবস্থায় যাকাত আদায় হবে, তবে বিনা প্রয়োজনে দেরি করার কারণে গুনাহগার হবে। কেননা যাকাত ফরজ হওয়ার পর সাথে সাথে আদায় করা ওয়াজিব।

كما فى فتح القدير : فتكون الزكاة فريضة وفوريتها واجبة فيلزم بتأخيره من غير ضرورة الاثم : (كتاب الزكاة : ٢/ ١١٤ رشيدية)

প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর ২/১১৪, বিনায়া ৩/২৯৪, আলমগীরী ১/১৭০, তাতারখানিয়া ২/৩, নাসবুর রায়া ২/৩৩৩

দরিদ্রদের ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানে যাকাত দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : দরিদ্রদের ঋণ দেয় এমন প্রতিষ্ঠানে যাকাত দেওয়ার বিধান কি?

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিতে যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত হল যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত এমন গরীব-মিসকীনকে নিঃস্বার্থে মালিক বানিয়ে দেওয়া। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতির প্রতিষ্ঠান থেকে যেহেতু যাকাত খাওয়ার উপযুক্ত গরীব-মিসকীনদেরকে যাকাতের টাকার মালিক বানিয়ে দেওয়া হয় না। সুতরাং এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হবে না।

وفى البناية : ولا تصرف فى اصلاح لطرقات وسد الثغور والحج والجهاد ونحو ذلك مما لا يملك فيه (باب دفع الصدقات : ٣/ ٤٦٢)

প্রমাণ : সুরা তাওবা ৬০, শামী ২/৩৪৪, আলমগীরী ১/১৮৮, দুররে মুখতার ১/১৪১, হিদায়া ১/২০৫, বেনায়া ৩/৪৬২

যাকাতের টাকা মসজিদে ঋণ দেওয়া

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা থেকে মসজিদের ফান্ডে-ঋণ দেওয়া জায়েয কি না?

উত্তর : যাকাতের অর্থ তার মাছরাফে যত তাড়াতাড়ি পৌঁছান যায় ততই ভাল। তবে একান্ত প্রয়োজন হলে যাকাতের টাকা থেকে ঋণ দেওয়া যেতে পারে।

وفى البحر الرائق : لا يخرج بعزل ما وجب عن العهدة بل لابد من الاداء إلى الفقير (كتاب الزكاة ٢/٢١١ اشرفية)

প্রমাণ : শামী ২/২৭০, দুরুল মুখতার ১/১৩০, আল বাহরুর রায়েক ২/২১১, বাদায়ে ২/১১৫, আলমগীরী ১/১৭০

ধনী সন্তানের পিতা মাতাকে যাকাত দেয়া সম্পর্কে

প্রশ্ন : ধনী সন্তানের পিতা মাতাকে যাকাত দেয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ধনী সন্তানের পিতা মাতা যদি গরীব হয় তাহলে অন্য মানুষের জন্য তাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয আছে।

فى التاتا رخانية : قال وكذالك الاب اذا كان محتاجا والابن موسر جاز الاعطاء الى الاب ـ (بمن توضع فيه الزكاة جـ٢ صـ٤١ دار الايمان)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৮৯, তাতার খানিয়া ২/৪১, বাদায়ে ২/১৫৮, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪৬)

ধনী ব্যক্তির গরীব স্ত্রীকে যাকাত দেয়া সম্পর্কে

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি ধনী হয় এবং তার স্ত্রী গরীব হয় তাহলে স্ত্রীকে যাকাত দেয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ ধনী ব্যক্তির গরীব স্ত্রীকে অন্য লোকদের জন্য যাকাত দেয়া জায়েয আছে।

وفى بدائع الصنائع : ولود فع الى امرأة فقيرة وزوجها غنى جاز ـ باب مصارف الزكاة جـ٢ صـ١٥٨ زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৮৭, কাযীখান ১/২৬৬, বাদায়ে ২/১৫৮, বিনায়া ৩/৪৭০, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪৬)

আপন ভাই বোনকে যাকাত দেয়া সম্পর্কে

প্রশ্ন : আপন ভাই বোনকে যাকাত দেয়া জায়েয কি না?

উত্তর : আপন ভাই বোন যদি নেসাবের মালিক না হয় কিংবা ধনী পিতার নাবালেগ সন্তান না হয় তাহলে তাদেরকে যাকাত দেয়া উত্তম।

فى رد المحتار : قوله ولا الى من بينهما ولا د...... قيد بالولا د لجوازه لبقية الاقارب كالا خوة والاعمام والاخوال الفقراء بل هم اولى لانه صلة وصدقة (باب المصرف .جـ٢ صـ٣٤٦ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ২/ ৩৪৬, তাতার খানিয়া ২/৩৯, বাদায়ে ২/১৬২, আলমগীরী ১/১৯০, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪৩)

যাকাতের টাকা নানা নানীকে দেয়া সম্পর্কে

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি যাকাতের টাকা নিজের নানা নানীকে দেয় তাহলে যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : যাকাতের টাকা নিজের উসূল তথা মা, বাবা, দাদা, দাদী, নানা. নানী, এমনিভাবে যত উপরের দিকে যাবে এবং নিজের ফুরু তথা ছেলে মেয়ে, তাদের সন্তানাদি এমনিভাবে যত নিচের দিকে যাবে। তাদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয হবে না এবং এতে যাকাতও আদায় হবে না।

فى الخانية مع الهندية : ولا يجوز دفع الزكاة الى اولاده .. ولا الى والديه واجداده وجداته وان علوا من قبل الاباء او الا مهات (كتاب الزكاة ـ فصل فيمن يوضع فيه الزكاة جا صـ٢٦٧ حقانية)

(প্রমাণ : কাযীখান ১/২৬৭, শামী ২/৩৪৯, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪৩, বাদায়ে ২/১৬২, তাতার খানিয়া ২/৪০)

প্রাণীর যাকাতের ক্ষেত্রে তার মূল্য আদায় করা

প্রশ্ন : প্রাণীর যাকাতের ক্ষেত্রে প্রাণীর পরিবর্তে তার মূল্য আদায় করা যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ আদায় করা যাবে।

كما فى البحر الرئق : ويجوز دفع القيمة فى الزكوة والكفارة وصدقة الفطر والعشر والنذر۔ (باب فى الغنم ۲/۲۲۱)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ২/২২১, হিদায়া ১/১৯২, বেনায়া ৩/৩৪৮

সুদের টাকা দিয়ে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : সুদের টাকা দ্বারা যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : না, আদায় হবে না।

كما فى القران الكريم : يمحق الله الربوا ويربى الصدقت والله لا يحب كل كفار اثيم۔ (سورة البقرة ۲۷٦)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ২৭৬, সূরা ইমরান ১৩০, শামী ২/২৮, বাযযাযিয়া ৪/৮৬

সাহেবে নেসাব ওয়ালাকে যাকাত দেওয়া

প্রশ্ন : সাহেবে নেসাব ব্যক্তিকে হজ্বের জন্য যাকাত দেওয়া জায়েয হবে কিনা?

উত্তর : না, সাহেবে নেসাব ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া জায়েয নাই। চাই যে কোন কাজের জন্য হোক।

كما فى الترمذى : عن عبد الله بن عمرو عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تحل لصدقة الغنى ولا لذى مرة سوى۔ (باب ماجاء لا تحل له الصدقة ۱/ ١٤ اشرفية)

প্রমাণ ঃ তিরমিযী ১/১৪১, শামী ২/৩৪৭, দুররে মুখতার ১/১৪১, হিদায়া ১/২০৬

ধনী ব্যক্তির নাবালেগ ছেলেকে যাকাত দেয়া সম্পর্কে

প্রশ্ন : মারুফ একজন ছোট শিশু তার কাছে নিসাব পরিমাণ টাকা পয়সা বা সোনা রূপা নেই। কিন্তু তার পিতা একজন ধনী ব্যক্তি এখন জানার বিষয় হল যদি কেউ উক্ত শিশুকে যাকাত দেয় তাহলে যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : না, যাকাত আদায় হবে না।

وفى الخاينة مع الهندية : ولا يجوز الى صغير والده غنى (جا صـ۲٦٦ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৮৭, কাযীখান ১/২৬৬, বায্যাযিয়া ২/৮৪, বাদায়ে ২/১৫৮, তাতার খানিয়া ২/৪০, হিদায়া ১/২০৬)

যাকাতের টাকা ডা. জাকের নায়েককে দেয়া সম্পর্কে

প্রশ্ন : কুরবানীর চামড়া বা তার টাকা, যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি জাকির নায়েকের চ্যানেল পিস টিভির ফাণ্ডে দেয়া জায়েয আছে কি না? অথবা ডা. জাকির নায়েককে দেয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর : কুরবানীর চামড়া বা তার টাকা, যাকাত, ফেতরা ইত্যাদি উপযুক্ত গরীবকে মালিক বানিয়ে দেয়া ওয়াজিব। অতএব ডা. জাকির নায়েকের চ্যানেল পিস টিভি ফাণ্ডে অথবা স্বয়ং জাকের নায়েককে দেয়া জায়েয নেই। এর দ্বারা যাকাত ফিতরা আদায় হবে না। হ্যাঁ ডা. সাহেবের নিকট যদি যথাযথ উপযুক্ত লিল্লাহ ফাণ্ড থাকে আর সে ফাণ্ডে তিনি সঠিকভাবে ব্যয় করেন তাহলে ওয়াকীল হিসেবে যাকাত ফিতরার টাকা গ্রহণ করতে পারবেন। উল্লেখ্য থাকে যে, যাকাত ফিতরার টাকা দ্বারা টিভি চ্যানেল চালানো জায়েয নেই। অতএব কোন ব্যক্তি যদি টিভি চ্যানেল চালানোর জন্য যাকাত দেয় তাহলে তার যাকাত আদায় হবে না।

وفى الفقه على المذاهب الاربعة : تصرف الزكاة للأصناف الثمانيه وأما المؤلفة قلوبهم فانهم منعوا من الزكاة فى خلافة الصديق (جا صـ٤٨٠ مكتبة دار الحديث)

(প্রমাণ : সূরা তাওবা ৬০, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪০, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৪৮০)

নিজ শহরের যাকাত অন্য শহরে পাঠানো সম্পর্কে

প্রশ্ন : যায়েদ নিজের যাকাত নিজ শহরের দরিদ্রদেরকে না দিয়ে অন্য শহরে পাঠিয়ে দিলো, যাকাত অন্য শহরে পাঠানো জায়েয আছে কি না?

উত্তর : যদি অন্য শহরে নিজের দরিদ্র আত্মীয় স্বজন থাকে বা অন্য শহরের মানুষ বেশী দরিদ্র হয় বা সেখানে কোন তালিবে ইলম থাকে বা অন্য শহরে পাঠানোর দ্বারা মুসলমানদের বেশী উপকার হয় তাহলে অন্য শহরে পাঠানো জায়েয আছে।

كما فى الدر المختار : كره نقلها الا الى قرابة او احوج او من دارالحرب الى دارالاسلام او الى طالب علم فلا يكره خلاصة ـ باب المصرف جا صـ١٤١ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৪১, তাতার খানিয়া ২/৪৭, আলমগীরী ১/১৯০, আল বাহরুর রায়েক-২/২৫০)

যাকাতের টাকার দ্বারা কাফন দাফন বা ঋণ আদায় করা

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা দ্বারা মৃত ব্যক্তির কাফন অথবা তার রেখে যাওয়া ঋণ পরিশোধ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : না, তা বৈধ হবে না।

وفى العالمغيرية: ولا يجوز أن يكفن بها ميت ولا يقضى بها دين الميت ـ الباب السابع فى المصارف (جا صـ١٨٨ حقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৪১, আলমগীরী ১/১৮৮, শামী ২/৩৪৪, তাতার খানিয়া-২/৪০, কাযীখান ১/২৬৮)

যাকাতের টাকার কিতাব মাদরাসায় ওয়াকফ করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি যাকাতের টাকা দিয়ে কিতাব ক্রয় করে তা মাদরাসা কিংবা কুতুবখানায় ওয়াকফ করে দেয় তাহলে জায়েয হবে কি না? এবং যাকাত আদায় হবে কি না? আর যদি জায়েয না হয় তাহলে জায়েযের পন্থা কি?

উত্তর : যাকাতের টাকা দিয়ে কিতাব কিনে তা মাদরাসা কিংবা কুতুবখানায় ওয়াকফ করে দিলে যাকাত আদায় হবে না। তবে জায়েযের পন্থা এ হতে পারে যে, যাকাতের হকদার কোন ব্যক্তিকে কিতাবগুলোর মালিক বানিয়ে দিবে অতঃপর সে ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় মাদরাসা কিংবা কুতুবখানার জন্য কিতাবগুলো ওয়াকফ করে দেয় তাহলে জায়েয হবে।

وفى البحر الرائق : لان الزكاة يجب فيها تمليك المال (كتاب الزكاة جـ٢ صـ٢٠١ رشيجية)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ২/২০১, দুররে মুখতার ১/১৩০, তাতার খানিয়া ২/৪০, বাদায়ে ২/১৪২)

যাকাতের টাকা দ্বারা মসজিদ নির্মাণ

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হবে কি না? এবং যাকাত আদায় হবে কি না?

উত্তর : যাকাতের টাকা দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নেই, এবং এতে যাকাত আদায় হবে না।

كما فى العالمغيرية : لا يجوز ان يبنى بالزكاة المسجد وكذا القناطير والسقايات. (باب المصارف جا صـ١٨٨ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৮৮, খানিয়া ১/২৬৭, শামী ২/৩৪৪, আল বাহরুর রায়েক-২/২৪৩, তাতার খানিয়া ২/৪০)

যাকাতের টাকা দ্বারা কাফন দাফন করার বিধান

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা দ্বারা মাইয়িতের কাফন দাফন করা জায়েয হবে কি না? এবং এতে যাকাত আদায় হবে কি-না আর যদি আদায় না হয় তাহলে কি করতে হবে।

উত্তর : যাকাতের টাকা দ্বারা কাফন দাফন করা জায়েয নেই এবং এতে যাকাত আদায় হবে না তবে মাইয়িত এবং মাইয়িতের ওলী যদি গরীব হয় তাহলে ওলীকে উক্ত টাকার মালিক বানিয়ে দিবে যাতে সে মাইয়িতের খাতে খরচ করতে পারে।

وفی البدائع الصنائع : وتكفين الموتی ودفنهم انه لا يجوز لانه لم يوجد التمليك اصلا. (ركن الزكاة ـ ج٢ صـ١٤٢ زكريا)

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ২/২৪৩, বাদায়ে ২/১৪২, শামী ২/৩৪৪, আলমগীরী ১/১৮৮)

হজ্বে হাজীর টাকা পয়সা শেষ হলে তাকে যাকাত দেয়া জায়েয

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তির হজ্ব করতে গিয়ে টাকা পয়সা শেষ হয়ে যায়, তাহলে তাকে যাকাত দেয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : হজ্ব করতে গিয়ে টাকা পয়সা শেষ হয়ে গেলে তাকে যাকাত দেয়া জায়েয আছে।

وفی الدر المختار : وفی سبيل الله وهو منقطع الغزاة وقيل الحاج وقيل طلبة العلم الخ ـ (باب المصرف ج١ صـ١٤٠ ذكريا)

(প্রমাণ : সূরা তাওবা-৬০, আলমগীরী ১/১৮৮, শামী ২/৩৪৩, দুররে মুখতার ১/১৪০, তাতার খানিয়া ২/৩৯)

সদকার টাকা দ্বারা মসজিদ বানানো

প্রশ্ন : সদকার টাকা দ্বারা মসজিদ বানানো জায়েয আছে কি না?

উত্তর : না, সদকার টাকা দ্বারা মসজিদ বানানো জায়েয নেই।

فی الهداية : ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت لانعدام التمليك وهو الركن. (باب دفع الصدقات ج١ صـ٢٠٥ اشرفی بك)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২০৫, ফাতহুল কাদীর ২/২০৭, বিনায়া ৩/৪৬২, কাশফুল আস্তার ১/১৪)

যাকাতের বিবিধ মাসায়েল

ইয়াকুত হীরা দ্বারা তৈরীকৃত অলংকারের উপর যাকাত

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তির নিকট যদি হীরা কিংবা ইয়াকুত এবং হীরা দ্বারা তৈরীকৃত অলংকারাদী থাকে তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : হীরা কিংবা ইয়াকুত বা তার দ্বারা তৈরীকৃত অলংকারাদী যদি ব্যবসার জন্য না হয় তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

وفی العالمغیریة : واما الیواقیت واللالئ والجواهر فلا زکاة فیها وان کانت حلیا الا ان تکون للتجارة کذا فی الجوهرة النیرة ـ (کتاب الزکوة ج۱ صـ۱۸۰ حقانیة)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৮০, দুররে মুখতার ১/১৩১, তাতার খানিয়া ২/২২, আল বাহরুর রায়েক ২/২৩৬, শামী ২/২৭৩)

যাকাতের টাকা দিয়ে সমিতি করা

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা দিয়ে একটি সমিতি করেছে কয়েকজন মিলে। ঐ টাকা গরিবদেরকে এই শর্তে দেয়া হয়েছে, আপনি ব্যবসা করবেন এবং ঐ টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করে দিবেন। এতে ঐ গরীবের একটা লাভ হলো যে সে মোটা অংকের একটা টাকা পেয়ে চলার ব্যবস্থা করতে পারল এবং ঐ টাকায় লাভও দিতে হবে না। এটা জায়েয আছে কি না? এবং এই সমিতিতে যারা কাজ করবে ইহা থেকে তাদের বেতন দেয়া যাবে কি না?

উত্তর : শরীআতের দৃষ্টিতে যাকাতের টাকা যাকাত গ্রহনের উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে বিনিময়হীন ভাবে মালিক বানিয়ে দিতে হবে। প্রশ্নের বর্ণিত সুরতে যেহেতু উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে যাকাতের মূল টাকা মালিক বানিয়ে দেয়া হয় নাই বরং মালিকহীন কল্যাণ ফাণ্ড গঠনের জন্যে দেয়া হয়েছে, তাই এর দ্বারা অদ্যাবধি উক্ত ফাণ্ডে যাকাত দাতাদের যাকাত আদায় হয় নাই। তাই বিলম্ব না করে এ টাকা গরীব মিসকীনদেরকে সম্পূর্ণ নিঃশর্তভাবে মালিক বানিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা যে কোন বৈধ কাজে ব্যবহার করতে পারে। আর যাকাতের টাকা পারিশ্রমিক হিসাবেও কাউকে দেয়া জায়েয নাই। কাজেই উক্ত সমিতিতে কর্মরত ব্যক্তিদেরকে বেতন হিসাবে দেয়া জায়েয হবে না।

هى تمليك المال من فقير مسلم ... شرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه... قال فى البحر قال فى الكشف الكبير فى بحث القدرة الميسرة الزكاة لا تتأدى الا بتمليك عين متقومة حتى لو اسكن الفقير داره سنة بنية الزكاة لا يجزئه لان المنفعة ليست بعين متقومة ـ البحر المرائق ج۲ صـ۲۰۱

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৯০, আল বাহরুর রায়েক-২/২০১, দুররে মুখতার ২/২৫৭, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম ৬/২৪৫)

যাকাতের টাকা দিয়ে ব্যবসা করা

প্রশ্ন: যাকাতের টাকা দিয়ে ব্যবসা করে পরবর্তীতে আস্তে আস্তে আদায় করলে হবে কি না?

উত্তর: উল্লিখিত অবস্থায় যাকাত আদায় হবে, তবে বিনা প্রয়োজনে দেরি করার কারণে গুনাহগার হবে। কেননা যাকাত ফরয হওয়ার পর সাথে সাথে আদায় করা ওয়াজিব।

كما فى فتح القدير: فتكون الزكاة فريضة وفوريته واجبة فيلزم بتاخيره من غير ضرورة الاثم (كتاب الزكاة ٣/٢٩٤)

প্রমাণ: ফাতহুল কাদীর ২/১১৪, বিনায়া ৩/২৯৪ আলমগীরী ১/১৭০, তাতার খানিয়া ২/৩ নাসবুর রায়া ২/৩৩৩

শরীয়তসম্মত যাকাতের হিলার পদ্ধতি

প্রশ্ন : শরীয়তসম্মত হিলার বিধান কি? এবং হিলায়ে তামলীকের পদ্ধতি কি?

উত্তর : শরয়ী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শরীয়ত কর্তৃক সঠিক পদ্ধতিতে হিলা করা জায়েয আছে। হিলার সঠিক পদ্ধতি ঃ যাকাতের উপযুক্ত কোন গরীবকে কর্জ করে হলেও সাধারণ ফান্ডে দান করার জন্য উৎসাহিত করবে এবং তার কর্জ পরিশোধ করার আশ্বাস দিবে। যখন সে কর্জ করে সাধারণ ফান্ডে দান করবে, তখন যাকাতের টাকা দিয়ে তার কর্জ পরিশোধ করবে।

وفی تفہیم الفقہ : حیلہ تملیک کی وہ بے غبار صورت جس پر اہل فتوی فتوی صادر فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ مستحق زکوۃ ترغیب دی جائے کہ وہ اتنی رقم کہیں سے قرض لیکر مدرسے میں دے دے تاکہ اس کو مفت میں ثواب مل جائے چنانکہ اگر وہ کہیں سے قرض لیکر مدرسے میں دیدے تو زکوۃ کی رقم اسے دیدی جائے تاکہ وہ اپنا قرض اتار سکے (۲۷۲ نور کراچی)

প্রমাণ : বুখারী ১/২০২, শামী ২/৩৪৫, তাফহিমুল ফিকহ ২৭২

বকরীর যাকাতের বিধান

প্রশ্ন : বকরীর উপর যাকাত কখন ওয়াজিব হয় এবং বকরীর যাকাতের বিধান কি?

উত্তর : যে সমস্ত বকরী ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে রাখা হয়েছে তার মূল্য যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমপরিমাণ কিংবা তার চেয়ে বেশী হয় তাহলে বকরীর সমষ্টিক মূল্যের উপর বাৎসরিক শত করা আড়াই টাকা হিসেবে যাকাত দেয়া ওয়াজিব।

যে সমস্ত বকরী বাহিরে চড়ে এবং ব্যবসার জন্য নয় তার যাকাতের হিসাব হল ৩৯টি পর্যন্ত যাকাত ওয়াজিব না। ৪০ থেকে ১২০ বকরীর উপর ১টি বকরা কিংবা বকরী ওয়াজিব। ১২১ থেকে ২০০ পর্যন্ত ২টি বকরী। ২০১ থেকে ৩৯৯ পর্যন্ত ৩টি বকরী। ৪০০ উপর ৪টি বকরী তারপর প্রতি ১০০ উপর ১টি বকরী ওয়াজিব। ভেড়া ভেড়ীর একই হুকুম।

وفى الخانية مع الهندية : رجل له غنم للتجارة تساوى مأتى درهم فماتت قبل الحول فسلخها ودبغ جلدها حتى بلغ جلدها نصابا فتم الحول كان عليه الزكاة (فصل فى مال التجارة ج١ ص٢٥١ مطوعة الهند حقانية)

(প্রমাণ : কাযীখান ১/২৫১, আল বাহরুর রায়েক ২/২১৬, আলমগীরী ১/১৭৮, শামী ২/২৮১)

সদকাতুল ফিত্‌র

ধনী নাবালেগ বাচ্চার সদকায়ে ফিতর দেওয়া

প্রশ্ন : না বালেগ বাচ্চা যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তাহলে তার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ তার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে এবং ওলী তার সম্পদ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করবে।

فى رد المحتار : قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : حتى تجب على الصبى والمجنون اذا كان لهما مال ويخرجها الولى من مالهما. (باب صدقة الفطر ج٢ صـ٣٥٩)

(প্রমাণ : শামী ২/৩৫৯, হিদায়া ১/২০৮, আলমগীরী ১/১৯২, আল বাহরুর রায়েক-২/২৫২, তাতার খানিয়া ২/৪১)

সদকায়ে ফিতর অমুসলিমকে দেওয়া

প্রশ্ন : সদকায়ে ফিতর অমুসলিমকে দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : না, অমুসলিমকে সদকায়ে ফিতর দেওয়া যাবে না।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : ولا يجوز دفعها الى من لا يجوز دفع ز كاة المال اليه ولا يجوز عند الجمهور دفعها الى ذمى لأنها زكاة فلم يجز دفعها الى غير المسلمين كزكاة المال : (المبحث الخامس مصرفها : ٣/ ٦٣ رشيد ية)

প্রমাণ : সুরা-তাওবা- ৬০, বুখারী ১/২০২, আলমগীরী ১/১৮৮, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪২, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৬৩

টেলিভিশন ও অতিরিক্ত জিনিসপত্র সদকায়ে ফিতরের নিসাব ভুক্ত

প্রশ্ন : টেলিভিশন ও অতিরিক্ত থালা বাটি ও কাপড় চোপড় সদকায়ে ফিতরের নিসাবের অন্তর্ভুক্ত কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, উল্লিখিত বস্তুসমূহ সদকার নিসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে।

وفى الهداية : صدقة الفطر واجبة على الحرالمسلم اذا كان مالكا لمقدار النصاب فاضلا عن مسكنه وثيابه (باب صدقة الفطر ١/ ٢٠٨ اشرفى)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৪২, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৭২, হিদায়া ১/২০৮, হিন্দিয়া ১/১৯১, আল ফিকহুল ইসলামী ৩/৫৪, কানযুদ দাকায়েক ৬৫

এক ফিতরা একজনকে দেওয়া

প্রশ্ন : একজন ব্যক্তির সদকাতুল ফিতর একজন ফকিরকে দেয়া উত্তম না একাধিক ব্যক্তিকে দেওয়া উত্তম? **উত্তর :** একজন ব্যক্তির ফিতরা একজন ফকিরকে দেওয়া উত্তম। তবে একাধিক ব্যক্তিকে দেওয়াও জায়েয আছে।

كما فى العالمكيرية : والدفع الى الواحد أفضل اذا لم يكن المدفوع نصابًا (باب الزكوة ١/ ١٨٨ حقانية)

প্রমাণ : হিন্দিয়া ১/১৮৮, সিরাজিয়া ১৫৮, হাশিয়ায়ে তহতবী ৭২৫, বাদায়ে ২/১০৮, দুররে মুখতার ১/১৪৫, হিন্দিয়া ১/১৯৩

কোন কোন ব্যক্তির উপর ফিৎরা ওয়াজিব

প্রশ্ন : কোন কোন ব্যক্তির উপর ফিতরা ওয়াজিব।

উত্তর : ছদকায়ে ফিতর প্রত্যেক ছোট, বড়, পুরুষ, মহিলা মুসলমানের উপর ওয়াজিব। যদি ঈদের দিন নেসাব সমপরিমাণ মালের মালিক হয়।

وفى اعلاء السنن : عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر اوصاعا من شعير على العبد والحرو الذكر والا نثى والصغير والكبير من المسلمين ـ (ابواب صدقة الفطر ٢٨٢١ ـ ٢٨٢٠ ـ ٥-٦ دارالفكر)

প্রমাণ : ইলাউস সুনান ৫-৬/২৮২০-২৮২১, দুররে মুখতার ১/১৪২, আলমগীরী ১/১৯১, আল বাহরুর রায়েক ২/২৫২, মিনহাতুল খালিক আলা হাশিয়ায়ে আল বাহরুর রায়েক ১/২৫২, তাতার খানিয়া ২/১৩৮

যাকাত ও সদকায়ে ফিতরের মাঝে পার্থক্য

প্রশ্ন : যাকাত ও সদকায়ে ফেতরের মাঝে পার্থক্য কি?

উত্তর : উভয়টার জন্য নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হতে হবে। তবে যাকাতের জন্য এক বছর পূর্ণ হওয়া এবং মালে নামী হওয়া শর্ত। আর সদকায়ে ফেতরের জন্য এমন হওয়া শর্ত নয়।

وفى الفقه على المذاهب الاربعة : ولا يشترط نماء النصاب ولا بقاؤه فلو ملك نصابا بعد وجوبها ثم هلك قبل ادائها لا تسقط عنه بخلاف الزكاة ـ (باب صدقة الفطر : ٤٨٤/١)

প্রমাণ : তিরমিযী ১/১৩৮, বাদায়ে ২/১৬৪, হাশিয়ায়ে তহতবী ৭২৩, আল ফিকহু আলাল মাজহিবুল আরবাআ ৪৮৪, হিদায়া ১/১৯৪, তাতার খানিয়া ২/২৪

মূল্য দ্বারা সদকায়ে ফিতর আদায়

প্রশ্ন : যেস্থানে মানসুস আলাইহি পণ্য অর্থাৎ কোরআন-হাদীসে যেসব জিনিস দ্বারা যাকাত আদায় করার কথা বলা হয়েছে সে সমস্ত পণ্য নেই, তাহলে সেখানে সদকায়ে ফিতর আদায় করার বিধান কি?

উত্তর : উল্লিখিত স্থানসমূহে সদকায়ে ফিতর তার মূল্য দ্বারা আদায় করতে হবে।

كما فى البحر الرائق : وقيد بالدقيق والسويق لان الصحيح فى الخبز انه لا يجوز الا باعتبار القيمة لعدم ورودالنص به ـ (باب صدقة الفطر : ٢/٢٥٤ رشيدية)

প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ২/২৫৪, হাশিয়ায়ে তহতবী ৭২৪, ফাতহুল কাদীর ২/২২৯, হিদায়া ১/২১০, আলমগীরী ১/১৯২

ফিতরার পরিমাণ

প্রশ্ন : কোন জিনিসের সদকায়ে ফিতেরের পরিমাণ কত?

উত্তর : সদকায়ে ফিতর আদায়ের ব্যাপারে হাদীস শরীফের মধ্যে তিনটি জিনিসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে গম বা গমের আটা, বা তার ছাতু বা কিছমিছ থেকে অর্ধ সা, যা বাংলাদেশের সের হিসেবে ১.৫ সের ৩ ছটাক। আর কেজি হিসেবে ১ কেজি ৫৭৪ গ্রাম ৬৪০ মি. গ্রাম। বা তার সমপরিমাণ বাজার মূল্য আদায় করা। আর খেজুর বা যব থেকে এক সা, যা বাংলাদেশের হিসেবে ৩ সের, ৬ ছটাক। এবং কেজির হিসেবে ৩ কেজি ১৮৯ গ্রাম, ২৮০ মিঃ গ্রাম। বা তার সমপরিমাণ বাজার মূল্য আদায় করা।

وفى بدائع الصنائع : وقد ره فهونصف صاع من حنطة او صاع من شعير اؤ صاع من تمر وهذا عندنا ـ (جنس الواجب - (٢/٢٠٣ زكريا)

প্রমাণ : বুখারী ১/২০৪, আবু দাউদ ১/২২৮, হিদায়া ১/২১০, বাদায়ে ২/২০৩

সদকায়ে ফিতের কখন ওয়াজিব

প্রশ্ন : সদকায়ে ফিতর কখন ওয়াজিব হয়?

উত্তর : ঈদুল ফিতরের দিন ফজর উদিত হওয়ার পর ছাহেবে নেসাব ব্যক্তির উপর সদকায়ে ফিতের ওয়াজিব হয়।

كما فى العالمكيرية : ووقت الوجوب بعد طلوع الفجر الثانى من يوم الفطر (باب صدقة الفطر : ١/ ١٩٢ حقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/২৯২, বাদায়ে ২/২০৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৭৫, হিদায়া ১/২১১, সিরাজিয়া ১৫৬

আপন ভাইকে সদকা ফেতরা দেওয়া

প্রশ্ন : আপন ভাইকে সদকা ফেতরা দেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, দেওয়া যাবে যদি গরীব হয়। তার সদকা ফিতরা বা যাকাতের কথা উল্লেখ করবে না; বরং মনেমনে নিয়ত করবে।

وفی حقانیة : بہن بھائی چونکہ اصول وفروع میں داخل نہیں ہیں اس لئے ان کو جملہ صدقات دینا جائز ہیں چاہے زکوۃ ہو یا صدقہ فطرہ وغیرہ (۴۲/۴)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/১৯০, কানয ৬৫, হক্কানিয়া ৪/৪২

বিবাহের পর মহিলাদের সদকায়ে ফিতর কার উপর ওয়াজিব

প্রশ্ন : বিবাহের পর মহিলাদের সদকায়ে ফিতর কে আদায় করবেন, পিতা না কি স্বামী, যদি স্ত্রী নিজেই নিজের সদকা ফিতর আদায় করে তাহলে আদায় হবে কি না?

উত্তর : কোনো মহিলা যদি গরিব হয় অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয়, তাহলে উক্ত মহিলার উপর সদকা ফিতর ওয়াজিব হবে না, এ অবস্থায় বিবাহের আগে তার পক্ষ থেকে পিতা সদকা ফিতর আদায় করে দিবে। তার বিবাহের পর কারো দিতে হবে না। আর যদি মহিলা ধনী হয় অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ অর্থ সম্পদের মালিক হয়, তাহলে তার উপর সদকা ফিতর ওয়াজিব হবে, যা তার নিজেরই আদায় করতে হবে।

وفی السراجیة : ولا تجب علی الزوج بسبب الزوجة لو ادی عن والده الکبیر الذی فی عیاله او عن زوجته بغیر امرجاز استحسانا (باب صدقة الفطر ۱۵۷ اتحاد)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/৯৩, হিদায়া ১/২০৮-৯, সিরাজিয়্যা ১৫৭

স্ত্রী ও বালেগ সন্তানের সদকায়ে ফিতর

প্রশ্ন : (ক) প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে যদি গরীব হয় তাহলে তার সদকায়ে ফিতর বাবার দিতে হবে কি না? (খ) স্বামীর উপরে স্ত্রীর সদকায়ে ফিতর দেয়া জরুরী কি না?

উত্তর : (ক) না, প্রাপ্ত বয়স্ক গরীব ছেলের ফিতরা বাবার দিতে হবে না এবং তার নিজের পক্ষ থেকেও ফিতরা আদায় করা লাগবে না। কারণ তার উপর ফিতরা ওয়াজিব হয় নাই। (খ) স্বামীর উপরে স্ত্রীর ফিতরা আদায় করা জরুরী না। স্ত্রী ধনী হোক বা গরীব হোক। তবে স্বামী যদি স্ব-ইচ্ছায় নিজের মাল থেকে আদায় করে দেয় তাহলে আদায় হয়ে যাবে।

في الهداية : ولا يؤدى عن زوجته لقصور الولاية والمؤنة فانه لا يليها فى غير حقوق النكاح ولا يمونها فى غير الرواتب كالمداواة ولا عن اولاده الكبار و ان كانوا فى عياله لانعدام الولاية ولو ادى عنهم او عن زوجته بغير امرهم اجزهم استحسانا لثبوت الاذن عادة. (باب صدقة الفطر جا صـ٢٠٩ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২০৯, তাতার খানিয়া ২/১৪১, ফাতহুল কাদীর ২/২২১)

সদকায়ে ফিতর ঈদের পর আদায় করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি ঈদুল ফিতরের দিন সদকায়ে ফিতর আদায় না করে তাহলে তার উপর থেকে সদকায়ে ফিতর রহিত হবে কি না?

উত্তর : না তার উপর থেকে সদকায়ে ফিতর রহিত হবে না। তাই ঈদের পর হলেও দিতে হবে।

وفى العالمغيرية : وان أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم اخراجها ـ (جا صـ١٩٢ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৯২, দুররে মুখতার ১/১৪৫, আল বাহরুর রায়েক ২/২৫৫, হিদায়া ১/২১১, তাতার খানিয়া ২/১৩৭)

উশর

বাংলাদেশের জমিনের শরয়ী হুকুম

প্রশ্ন : বাংলাদেশের জমি উশরী না খেরাজী

উত্তর : বাংলাদেশের জমি উশরী না খেরাজী তা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দেয়া জটিল। কেননা বৃটিশ সরকার এদেশের ক্ষমতা হাতে নেয়ার পর উলামায়ে কেরাম একদিকে এদেশকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরয হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন। আর দারুল হরবের জমি উশরী বা খেরাজী কোনটাই হতে পারে না।

অপরদিকে ফিকহী কিতাবের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে উক্ত হুকুম ঐ সমস্ত "দারুল হরব" সম্পর্কে যাহা পূর্ব থেকে দারুল হরব ছিল। অথচ আমাদের দেশ পূর্ব থেকে 'দারুল হরব' ছিল না; বরং আটশত বৎসর দারুল ইসলাম থাকার পর দারুল হরব হয়েছিল। সুতরাং ঐ হুকুম আমাদের দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়।

তাছাড়া ইংরেজরা এদেশের ক্ষমতা দখলের পর যে সমস্ত জমি মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের মালিকানা বাতিল করে হিন্দুদেরকে জমিদারী প্রদান করে। ঐ সমস্ত জমি আর উশরী থাকে না। কিন্তু সে সমস্ত জমি নির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা কঠিন ব্যাপার। এসব কারণে আমাদের দেশের জমি উশরী বা খেরাজী সিদ্ধান্ত দেয়া কঠিন। তবে যে সমস্ত জমি ধারাবাহিকভাবে মুসলমানদের মালিকানায় চলে এসেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় সেগুলো উশরী ধরে উশর আদায় করা কর্তব্য।

আর যে সমস্ত জমি বিধর্মীদের হাত থেকে মুসলমানদের হাতে এসেছে তাহলে খেরাজী গণ্য করে প্রত্যেক বছর একবার খেরাজ বা ট্যাক্স আদায় করবে।

আমাদের দেশে সরকারের পক্ষ থেকে যে খাজনা নেয়া হয়। তাতে দাতা যদি খেরাজ আদায় করার নিয়ত করে তাহলে খাজনা দ্বারাই খেরাজ বা ট্যাক্স আদায় হয়ে যাবে। তবে জমির কর বা খাজনা উশরের বিকল্প গণ্য হবে না; বরং উশরও যাকাতের ন্যায় গরীব মিসকিনের মাঝে বণ্টন করতে হবে।

আর যদি উল্লেখিত কোন সুরত জানা না যায় বা সন্দেহ হয় সেক্ষেত্রে সতর্কতা হিসাবে উশর আদায় করা উচিত।

١) كما فى العالمغيرية : كل بلدة فتحت صلحا وقبلو الجزية وهى ارض خراج (باب العشر ج٢ ص_٢٣٧ مكتبة زكريا)

وفی الموسوعة الفقه : ذهب ابو حنیفة الی انه ای دار الاسلام لا تصیر دار کفر الا بثلث شرائط ۱) ظهور احکام الکفر ـ ۲) ان تکون متاخمة لدار الکفر ـ ۳) ان لا یبقی فیها مسلم ولا ذمی آمنا بالامان الاول وهو امان المسلمین (باب دار الاسلام ج۲۰ صـ۲۰۲ السنون الاسلامیة)

(প্রমাণ : আলমগীরী-২/২৩৭, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা-২০/২০২, দুররে মুখতার ১/৩৫০, শামী-৪/১৯২)

উশরের হুকুম

প্রশ্ন : উশরের হুকুম পানির কারণে ভিন্ন হয় কিনা?

উত্তর : কিছু জমি খারাজী যা মুসলিম সরকার কর্তৃক স্বাধীন হওয়ার পর কোন সময় অমুসলিমদের মালিকানায় ছিল বলে জানা থাকে। আর কিছু আছে উশরী যা কোন অমুসলিমদের মালিকানায় ছিল না বলে জানা থাকে। প্রথম ধরনের জমির নির্ধারিত খাজনা দিলেই চলে। দ্বিতীয় ধরনের জমির মধ্যে যা সেচের পানি দ্বারা উৎপাদন করা হয় সে উৎপাদনের বিশভাগের এক ভাগ উশর হিসাবে দেওয়া ওয়াজিব। পক্ষান্তরে বৃষ্টি বা জোয়ারের পানিতে উৎপাদন হলে দশ ভাগের এক ভাগ উশর দেওয়া ওয়াজিব।

وفی بدائع الصنائع: فما سقی بماء السماء او سقی سیحا ففیه عشر کامل وما سقی بغرب او دالیة اوساقیة ففیه نصف العشر والاصل فیه ما روی عن رسول الله صلی الله علیه وسلم انه قال ما سقته السماء ففیه العشر وما سقی بغرب او دالیة اوساقیة ففیه نصف العشر ـ (کتاب الزکوة ۱۸۵/۲ زکریا)

প্রমাণ ঃ সূরা আনআম ১৪১, বুখারী ১/২০১, বাদায়ে ২/১৮৫

উশরের খাত

প্রশ্ন : উশরের খাত কারা?

উত্তর : উশরের খাত হলো যাকাতের খাত, অর্থাৎ যাদেরকে যাকাত দেওয়া যায় তাদেরকেই উশর দিতে পারবে।

کمافی الشامیة : قوله ای مصرف الزکاة والعشر... وهو مصرف ایضا لصدقة الفطرو النذر وغیر ذلك (باب المصارف ۳۳۹/۲)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৩৩৯, দূররে মুখতার ১/১৪০, হিদায়া ১/২০৪, আল বাহরুর রায়েক ২/২৪০

পাগল ও না-বালেগের যমিনের উশরের হুকুম

প্রশ্ন : পাগল এবং নাবালেগের যমীন থেকে উৎপাদিত ফসলের উশর হিসেবে এক দশমাংশ আদায় করা কি?

উত্তর : পাগল এবং নাবালেগের যমীন থেকে উৎপাদিত ফসলের উশর তথা এক দশমাংশ আদায় করা ওয়াজিব।

فى العالمغيرية : واما العقل والبلوغ فليسا من شرائط الوجوب حتى يجب العشر فى ارض الصبى والمجنون لان فيه معنى المؤنة .... (باب السادس فى زكاة الزرع والثمار جا صـ١٨٥ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৮৫, শামী ২/৩২৬, তাতার খানিয়া ২/৭৮ বাদায়ে ২/১৭৩)

বাগান ও শস্য ক্ষেতের উশরের পরিমাণ

প্রশ্ন : বাগান ও শস্য ক্ষেতের উশর এর পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর : যদি জমি উশরী হয় এবং ক্ষেত সিঞ্চিত না হয় বরং বৃষ্টির পানি বা নদীর পানি দ্বারা তার ফসল বা ফল ফলাদি উৎপাদন হয়, তাহলে عشر দিতে হবে। অর্থাৎ দশ ভাগের এক ভাগ– যেমন দশ মণে এক মণ দশ কেজিতে এক কেজি দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি সিঞ্চিত হয়, তাহলে نصف عشر দিতে হবে অর্থাৎ বিশভাগের এক ভাগ যেমন বিশ মণে একমণ বিশ কেজিতে এক কেজি দেওয়া ওয়াজিব হবে।

وفى الفقه على المذاهب الاربعة ـ وحكم زكاة الزروع والثمارهو أنه يجب فيها العشر اذا كانت خارجة من ارض تسقى بالمطر او السيح .. ونصف العشر اذا كانت خارجة من ارض تسقى با لدلاء ونحوها ـ (زكاة الزروع والثمار ١/ ٤٧٧ دارالحديث)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৩৯, হিদায়া ১/২০২, আল ফিকহু আলাল মাজাহিবিল আরবাআ ১/৪৭৭, শামী ২/৩২৮

রোযা

চাঁদ দেখা

রমযানের চাঁদ দেখার সন্দেহে রোযা রাখার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি রমযানের চাঁদ নিয়ে সন্দেহ করে রোযা রাখে তাহলে উক্ত রোযার হুকুম কি?

উত্তর : যদি কোন ব্যক্তি রমযানের চাঁদ উঠছে মনে করে রোযা রাখে। তার পরে জানা যায়, চাঁদ ওঠে নাই তাহলে উক্ত রোযা নফল হিসাবে গণ্য হবে।

كما فى الهداية : لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصام اليوم الذى يشك فيه انه من رمضان الا تطوعا. ج١ صـ٢١٣ اشرفيه)

(প্রমাণ : তিরমিযী ১/১৪৮, বাদায়ে ২/২১৫, হিদায়া ১/২১৩, বিনায়া ৪/১৮, শরহে বেকায়া ১/২৪৪, কুদূরী ৫১)

৩০শে শাবানকে প্রথম রমযান মনে করে রোযা রাখা

প্রশ্ন : উনত্রিশে শাবান চাঁদ না দেখা গেলে ত্রিশে শাবানকে প্রথম রমযান মনে করে কেউ যদি রোযা রাখে তাহলে তার এই রোযা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : চাঁদ দেখা ব্যতিত শুধু সন্দেহের বশীভূত হয়ে ত্রিশে শাবানকে প্রথম রমযান মনে করে রোযা রাখা মাকরূহ। তবে যদি কেউ এই দিনে রোযা রাখতে চায় তাহলে নফলের নিয়তে রোযা রাখবে। হঠাৎ যদি ঐদিন প্রথম রমযান হয়েই যায় তাহলে তার উক্ত রোযা ফরয হিসেবে আদায় হয়ে যাবে।

فى الدر المختار : ولا يصام يوم الشك هو يوم الثلثين من شعبان الا تطوعا.....

ويكره غيره ولو صامه لواجب اخر كره تنـزيها........ ويقع عنه فى الاصح.

(كتاب الصوم ج١ صـ١٤٧ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৪৭, আলমগীরী ১/২০০, ফাতহুল কাদীর ২/২৪৪)

নতুন চাঁদ দেখে সালাম করা

প্রশ্নঃ নতুন চাঁদ দেখে সালাম করার হুকুম কি?

উত্তরঃ শরীয়তে নতুন চাঁদ দেখে সালাম করার কোন প্রমাণ নেই। তবে দুআর কথা রয়েছে।

كمافى القران الكريم : فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ـ (سورة نور ٦١)

প্রমাণঃ সূরা নুর -৬১, মুসলিম- ১/৩৭১, -২/২১৩ মাওসুআ-২৫/১৫৫

কোন ব্যক্তি রমযানের চাঁদ একাকী দেখে তার হুকুম সম্পর্কে

প্রশ্ন : চাঁদ দেখে কাজীকে জানায় এবং কাজী তার কথা গ্রহণ না করে তাহলে পরের দিন তার জন্য রোযা রাখতে হবে কি? না? যদি রোযা না রাখে তাহলে কাযা ও কাফফারা করতে হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ পরের দিন ঐ ব্যক্তির রোযা রাখতে হবে। রোযা না রাখলে তার জন্য ঐ দিনের রোযা ক্বাযা করতে হবে তবে কাফফারা আদায় করতে হবে না।

فى كنـز الدقائق : ومن رأى هلال رمضان..... وردّ قوله صام فان افطر قضى فقط. (كتاب الصوم صـ٦٧ مكتبة اشرفية)

(প্রমাণ : কানযুদ দাকায়েক-৬৭, দুররে মুখতার ১/১৪৮, আল বাহরুর রায়েক ২/২৬০)

একদিন পূর্বে রমজানের চাঁদ দেখে ২৯ তারিখে সাক্ষ্য দেওয়ার বিধান

প্রশ্নঃ যে ব্যক্তি একদিন পূর্বে রমজানের চাঁদ দেখেছে ঐ ব্যক্তি যদি ২৯ শে রমজানে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয় তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ হবে কিনা?

উত্তরঃ উল্লেখিত অবস্থায় সাক্ষ্য দাতা যদি নিজ শহরের হয় তাহলে গ্রহণ করা হবে না, আর যদি দূরবর্তি শহরের হয় তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

وفى العا لمكيرية : اذا شهد الشهود على هلال رمضان فى اليوم التاسع والعشرين انهم رأوا الهلال قبل صومكم بيوم ان كانوا فى هذا المصر ينبغى ان لا تقبل شهادتهم .... وان جاؤا من مكان بعيد جازت شهادتهم لا نتفاء التهمة ـ (باب رؤية الهلال ١٩٨/١ حقانية)

প্রমাণঃ বুখারী- ১/২৫৬, আলমগীরী- ১/১৯৮, নসবুর রায়া- ২/৪৫৭, খানিয়া- ১/১৭৮, তাতার খানিয়া- ২/৯৪

৩০ শে রমজান দুপুরে চাঁদ দেখার বিধান

প্রশ্ন: যদি ৩০ শে রমজান দুপুর বেলায় চাঁদ দেখা যায় তাহলে কি করবে?

উত্তর: যদি ৩০শে রমজানের দুপুর বেলা চাই যাওয়ালের আগে হোক বা পরে চাঁদ দেখা যায় তাহলে ঐ দিনের রোযা পরিপূর্ণ করবে। কারণ ইহা আগামী রাতের চাঁদ।

وفى بدائع الصنائع: ولو راوا يوم الشك الهلال بعد الزوال او قبله فهو لليلة ا لمستقبلة (كتاب الصوم ٢/٢٢٣ زكريا)

প্রমাণ: নাসায়ী ৩৯২, বাদায়ে- ২/২২৩, সিরাজিয়া-১৬৯, আলমগীরী- ১/১৯৭, দুররে মুখতার- ১/১৪৯

২৮ শে রমযানে চাঁদ দেখা

প্রশ্ন: ২৮ শে রমজানে কেউ যদি চাঁদ দেখে তাহলে করণীয় কি?

উত্তর:উল্লেখিত অবস্থায় যদি শাবান মাস চাঁদ দেখার দ্বারা ৩০ দিন পূর্ন হয় এবং রমজানের চাঁদ দেখা ব্যতিত রোজা রাখা শুরু করে তাহলে এক দিনের রোজা ঈদের পরে কাজা করে নিবে।

كما فى العالمكيرية :اذا صام اهل مصر شهر رمضان على غير روية ثما نية وعشرين يوما ثم رأو هلا ل شوال ان عدوا شعبان برؤيته ثلا ثين يوما ولم يرؤا هلال رمضان قضوا يوما واحدا (باب رؤية الهلال ١/١٩٩ الحقانية)

প্রমাণ: আলমগীরী- ১/১৯৯, তাতারখানিয়া- ২/৯৫, ফাতহুল কাদীর- ২/২৪৫, আলফিকহুল ইসলামী - ২/৫৩১, খুলাসাতুল ফাতওয়া- ১/২৪৯

ত্রিশ রোজা পূর্ণ হওয়ার পর ইদুল ফিতরের চাঁদ না দেখা

প্রশ্ন:৩০ টি রোজা পূর্ণ হওয়ার পরও যদি ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা না যায় তাহলে তার বিধান কি? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর:যদি চাঁদ উঠার স্থান মেঘাচ্ছন্ন হয় তাহলে রমজানের রোজার চাঁদের সাক্ষ্য একজন দ্বীনদার পুরুষ বা মহিলার সাক্ষীতে হয়ে যাবে এবং তারাবীহ ও রোজা রাখা আবশ্যক হয়ে যাবে। অতপর ৩০টি রোজা পূর্ণ করার পরও যদি চাঁদ না দেখা যায়। তাহলে ঈদ করে ফেলবে। ৩১তম রোজা রাখার প্রয়োজন নেই।

وفى الهداية : اذاكان بالسماء علة قبل الامام شهادة الواحد العدل فى ر وية الهلال رجلا كان او امرأة حرا كان او عبدا ـ (٢١٥/١)

প্রমাণ: ইবনে মাজাহ- ১১৯, হিদায়া- ১/২১৫, আলমগীরী- ১/১৯৮

ঈদের চাঁদ একাকী দেখলে তার হুকুম সম্পর্কে

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি শাওয়ালের চাঁদ শুধু নিজেই দেখে তাহলে তার জন্য রোযা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি শরিয়তে আছে কি?

উত্তর : যদি কেউ শাওয়ালের চাঁদ একাকীই দেখে তাহলে তার জন্য রোযা ভেঙ্গে ফেলার অনুমতি শরিয়তে নেই।

وفى فتح القدير : ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر الخ. كتاب لصوم ج۲ صـ۲۵۲ رشيدية)

(প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর-২/২৫২, হিদায়া-১/২১৬, আহসানুল ফাতাওয়া-৪/৪১৮)

রোযার নিয়তের মাসায়েল

রমযানের রোযা নিয়ত না করে রাখা

প্রশ্ন : যদি কোন মুসাফির ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা না রাখার নিয়ত করে এবং রোযার প্রতিবন্ধক কোন কাজ না করে সূর্য ঢলে যাওয়ার পূর্বে বাড়িতে ফিরে এসে রোযার নিয়ত করে ও রোযা পূর্ণ করে তাহলে তার, রোযা সহীহ হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ তার রোযা সহীহ হবে।

كذا فى الهداية : واذا نوى المسافر الافطار ثم قدم المصر قبل الزوال فنوى الصوم اجزاه. كتاب الصوم (جا صـ۲۲۳ مكتبة اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২২৩, ফাতহুল কাদীর ২/২৫৬, কানযুদ দাকায়েক- ৬৭, হাশিয়া শরহে বেকায়া-১/২৪৩)

মান্নতের নিয়তে ফরয রোযা রাখা

প্রশ্ন: মান্নতের রোযার নিয়তে ফরয রোযা আদায় হবে কিনা?

উত্তর: হ্যাঁ উল্লিখিত সুরতে রমজানের ফরয রোযা আদায় হবে।

وفى العالمكيرية: اذا نوى واجبًا اخر فى يوم رمضان يقع عن رمضان۔ (كتاب الصوم ۱۹۲/۱ الحقانية)

প্রমাণ: দুররে মুখতার- ১/১৪৮, আলমগীরী - ১/১৯৬, বাদায়ে- ২/২২৮, সিরাজিয়া- ১৬০

মুসাফির বা অসুস্থ ব্যক্তি রমজান মাসে নফলের নিয়তে রোযা রাখা

প্রশ্ন: মুসাফির বা অসুস্থ ব্যক্তি রমজান মাসে নফলের নিয়তে রোযা রাখার দ্বারা ফরয রোজা আদায় হবে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: উল্লিখিত সূরতে রমজানের ফরয রোযা আদায় হবে।

كما فى ها مش العالمكيرية :المريض او المسا فر اذا نوى فى رمضان عن واجب اخر كان صومه عما نوى عند ابى حنيفة رح وعند صاحبيه يكون عن رمضان وان نوى التطوع فى رمضان ـ (فصل فى النية ـ ٢٠١/١ الحقانية)

প্রমাণঃ হাশিয়ায়ে হিন্দিয়া- ১/২০১, সিরাজিয়া- ১৬০, বাদায়ে- ২/২২৭

রোযার নিয়তের শেষ সময়

প্রশ্ন : রোযার নিয়ত কোন সময় পর্যন্ত করা যাবে?

উত্তর : রমযান মাসের রোযা, নির্দিষ্ট দিনের মান্নতকৃত রোযা এবং নফল রোযার নিয়ত রাত থেকে শুরু করে যাওয়াল অর্থাৎ যোহরের নামাযের সময় শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত করতে পারবে। এ ছাড়া অন্যান্য রোযাসমূহের নিয়ত রাতেই করতে হবে।

وفى الدر المختار : فيصح اداء صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل. الخ. الى الضحوة الكبرى لابعدها اعتبارا الكثر اليوم ـ الخ. والشرط للباقى من الصيام قران النية الفجر ولو حكما وهو تثبت النية للضرورة وتعيينها لعدم الوقت (كتاب الصوم جا صـ١٤٦ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখ্‌তার ১/১৪৬, আল বাহরুর রায়েক ২/২৫৯, তাতার খানিয়া ২/৯৭, আলমগীরী ১/১৯১, কাযীখান ১/২০১, নাছবুর রায়াহ ২/৪৫২)

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ

রাত বাকি আছে ধারণা করে সহবাস করা

প্রশ্ন : রমযান মাসে স্বামী-স্ত্রী এই খেয়ালে সহবাস করে যে, এখনো রাত বাকী আছে। অথচ কামরা থেকে বের হওয়ার পর দেখে দিন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তাদের উভয়ের উপর কাযা-কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে? নাকি শুধু কাযা ওয়াজিব হবে?

উত্তর : শুধু কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

كما فى الهداية : اذا تسحر وهو يظن ان الفجر لم يطلع فاذا قد طلع...... امسك بقية يومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه الخ. جا صـ٢٢٥ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২২৫ আলমগীরী ১/২০৪, বাদায়ে ২/২৫২, শামী ২/৪০১)

রোযা অবস্থায় মৃত মহিলার সাথে অপকর্ম করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা অবস্থায় কোন প্রাণীর সাথে বা কোন মৃত মহিলার সাথে সহবাস করে তাহলে তার রোযার হুকুম কি? এবং তার করণীয় কি?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে ঐ ব্যক্তির রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার উপর শুধু কাযা করা আবশ্যক। কাফফারা আদায় করতে হবে না। চাই যিনা করার দ্বারা বীর্য বের হোক বা না হোক।

كما فى الهداية : ولو جامع ميتة او بهيمة فلا كفارة انزل أو لم ينزل (جا صـ٢١٩ مكتبة الاشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া - ১/২১৯, শরহে বেকায়া - ১/২৪৮, ফাতহুল কাদীর ২/২৬২)

এম, আর এবং ডিএণ্ড করলে রোযার বিধান

প্রশ্নঃ এম, আর M. R এবং ডি.এণ্ড, সি. (Dilatationand curettage) করলে রোজা ভেঙ্গে যাবে কিনা?

উত্তরঃ (ক) এম আর M. R হল Manstrual regulation যার অর্থহল মাসিক নিয়মিত করন। গর্ভ ধারণের পাঁচ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে যোনিদার দিয়ে জরায়ূতে এম আর করা অর্থাৎ সিরিঞ্জ (cannuala) ঢুকিয়ে জীবিত বা মৃত ভ্রূন বের করে আনাকে এম আর বলা হয়। উক্ত এম আর করার দ্বারা রোজা ভেঙ্গে যাবে। কেননা এম আর করার কারনে যে রক্ত বের হয় একে মাসিক ধরা হয়। তবে কখনো ৪২ দিন মতান্তরে ৫২ দিনেও কোন অঙ্গ প্রকাশ হয়ে থাকে। যদি কাহারো ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় তাহলে তা গর্ভপাত হিসেবে গণ্য হবে। এমতাবস্থায়ও রোজা ভেঙ্গে যাবে নেফাস হওয়ার কারণে।

(খ) ডি, এণ্ড, সি, (Dilatationan curettage) হল, রাস্তা প্রশস্ত করা ও চেছে বা কুড়িয়ে বের করে নিয়ে আসা। আট থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে যন্ত্রের (Dilator) মাধ্যমে জীবিত বা মৃত বাচ্চা বের করে নিয়ে আসাকে সংক্ষেপে ডি. এণ্ড সি, বলা হয়। ডি. এণ্ড, সি ((D, And. c) করার দ্বারাও রোজা ভেঙ্গে যাবে, কারণ এসময়ের মধ্যে যেহেতু বাচ্চার অঙ্গ প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাই তা গর্ভপাতের হুকুমে, সুতরাং এরপর যে রক্ত বের হয়, তা নেফাসের অন্তর্ভূক্ত, যার দ্বারা রোজা ভেঙ্গে যায়।

وفى البحرالرائق ـ لو ولدت ولم تر دما لا تكون نفساء ثم يجب الغسل عند

أبي حنيفة.... وفيه نظر بل هى نفساء عند ابى حنيفة لما فى السراج الوهاج انه يبطل صومها عند ابى جنيفة إن كانت صائمة (باب الحيض ٢١٨/١ رشيدية)

প্রমাণঃ আল বাহরুর রায়েক-১/২১৮, আলমগীরী- ১/১৯৫, বাদায়ে- ১/১৬৩, আল ফিকহুন আলাল মাযাহিবিল আরবাআ- ১/১০৮, আল ফিকহুল ইসলামি ২/৫৪২, মাওসুআ ২৮/২৯

রোযা অবস্থায় নাকে ওষুধ ব্যবহার করা

প্রশ্নঃ নাকে ওষুধ ব্যবহার করলে রোজা নষ্ট হবে কি না?

উত্তরঃ হ্যাঁ, রোজা রাখা অবস্থায় নাকে ওষুধ ব্যবহার করলে রোজা নষ্ট হয়ে যাবে।

وفى بدائع الصنائع: وما وصل الى الجوف او الى الدماغ من المخارق الأصلية كالأنف والاذن والدبر واحتقن او بان استعمل اوحتقن او اقطرفى أذنه فوصل الى الجوف او الى الدماغ فسد صومه ـ (باب ما يفسد الصوم ٢٤٣/٢ زكريا)

প্রমাণঃ বাদায়ে ২/২৪৩, হিদায়া ১/২২০, কানয- ৬৭, তাতার খানিয়া- ২/১০১, কুদুরী- ৫২, খুলাসাতুল ফাতাওয়া-১-২/২৫৩

রোযা অবস্থায় গোপন অঙ্গে ভিজা আঙ্গুল প্রবেশ করানো

প্রশ্নঃ পুরুষ বা মহিলার পিছনের রাস্তায় কিংবা মহিলাদের সামনের রাস্তা দিয়ে ভিজা অঙ্গুল প্রবেশ করালে রোযা ভঙ্গ হবে কিনা?

উত্তরঃ রোযার কথা স্বরণ থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃত ভাবে উক্ত রাস্তা দিয়ে ভিজা আঙ্গুল প্রবেশ করালে, রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্যথায় রোযা ভঙ্গ হবে না।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : اذا ادخل أصبعه المبلولة بماء اودهن فى دبره.... او ادخلت المرأة اصبعها مبلولة بماء او دهن فى فرجها الداخل (ما يفسد الصوم ٢/ ٥٧٥ رشيدية)

প্রমাণঃ দুররে মুখতার- ১/১৪৯, শামী- ২/৩৯৭, মারাকিউল ফালাহ- ৬৫৯, আল ফিকহিল ইসলামী- ২/৫৭৫

ল্যাপারসকপি দ্বারা রোযা ভাঙ্গবে

প্রশ্নঃ ল্যাপারসকপি (Laparoscopy) দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তরঃ ল্যাপারসকপি হল একটি অপারেশনের নাম যাহা পেট কেটে প্রয়োজন অনুপাতে বিভিন্ন রোগের অপারেশন করা হয়। অতএব, এই ল্যাপারসকপি করার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে।

وفى الدرا المختار: أو داوى جائفة أو أمة فوصل الدواء حقيقة إلى جوفه و دماغه .. (باب ما يفسده الصوم ومالا يفسده ١٥٠/١)

প্রমাণঃ বুখারী- ১/২৬০, হিন্দিয়া- ১/২০৪, দুররে মুখতার- ১/১৫০, আল বাহরুর রায়েক- ২/২৭৮, তাতার খানিয়া- ২/১০২, খোলাসাতুল ফাতাওয়া- ১/২৫৩

পেশাবের রাস্তায় ওষুধ ব্যবহার করলে রোজার হুকুম

প্রশ্নঃ পেশাবের রাস্তায় ওষুর্ধ ব্যবহার করলে রোযা ভাঙ্গবে কিনা?

উত্তরঃ হ্যাঁ, মহিলার ক্ষেত্রে সবার ঐক্যমতে রোযা ভেঙে যাবে। আর পুরুষের ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে । তবে সহীহ মতে যদি ওষুধ পাকস্থলি পর্যন্ত পৌছে অর্থাৎ ওষুধ তরল পদার্থ হলে পাকস্থলি পর্যন্ত পৌছার সম্ভাবনাই বেশী এমতাবস্থায় রোযা ভেঙ্গে যাবে। অন্যথায় রোযা ভাঙ্গবে না।

وفى الدر المختار: اواقطر فى احليله ماء او دهنا وان وصل الى المثانة على المذهب واما فى قبلها فمفسد اجماعا۔ (ما يفسد الصوم ١/ ١٥٠ زكريا)

প্রমাণঃ বুখারী- ১/২৬০, দুররে মুখতার- ১/১৫০, হিদায়া- ১/২২০, বাদায়ে- ২/২৪৩-৪৪, তাতার খানিয়া- ২/১০২

নাইট্রোগ্লিসারিন ব্যবহারে রোযার বিধান

প্রশ্নঃ নাইট্রোগ্লিসারিন (Nitroglycerine) এর ব্যবহার দ্বারা রোজা ভেঙ্গে যাবে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তরঃ নাইট্রোগ্লিসারিন (Nitroglycerine) হচ্ছে এক ধরনের ওষুধ যা মানুষ হার্ড এর রোগে আক্রান্ত হলে ব্যবহার করে। আর এই ওষুধটা দুই রকমের ১/ ট্যাবলেট ২/ স্প্রে। রোযা অবস্থায় যেটাই ব্যবহার করবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে, কেননা উভয়টা পেটে বা ব্রেনে যায়, যা রোযা ভঙ্গ হওয়ার কারণ তাই এগুলো যদি কোন ব্যক্তি ব্যবহার করে তাহলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে।

كما فى بدائع الصنائع: وما وصل إلى الجوف او إلى الدماغ من المخارق الاصلية كالانف والأذن والدين بان استعط او احتقن او اقطرفى اذنه فوصل الى الجوف او الى الدماغ فسد صومه اما إذاوصل إلى الجوف فلا شك فيه لو

جود الأكل من حيث الصورة وكذا اذا وصل الى الدماغ لان به منفذا الى الجوف فكان بمنزلة زاوية من زوايا الجوف (كتاب الصوم ٢/٢٤٣ زكريا)

প্রমাণঃ বাদায়ে- ২/২৪৩, খানিয়া- ১/২০৮, তাতার খানিয়া- ২/১০২, সিরাজিয়া- ১৬২

রোযা অবস্থায় গুল মুখে দিয়ে ঘুমানো

প্রশ্নঃ কোন ব্যক্তি যদি সাহরী খাওয়ার পর মুখে গুল দিয়ে রোযার নিয়ত করে ঘুমিয়ে যায় এবং উঠে দেখে সুবহে সাদিক হয়ে গেছে, তাহলে এই ব্যক্তির রোযার বিধান কি?

উত্তরঃ উল্লিখিত সুরতে রোযা ভেঙ্গে যাবে, কাযা ওয়াজিব কাফ্ফারা লাগবে না।

كما فى الشامية : الخارج من الأسنان اذا بلعه حيث يفطر لوغلب على البزاق أو ساواه او وجد طعمه : (مطلب الكفارة ٢/ ٤١٥ سعيد)

প্রমাণঃ শামী- ২/৪১৫, হিদায়া- ১/২০২, বাদায়ে- ২/২৩৮, ফাতহুল কাদীর- ২/২৫৮, আল বাহরুর রায়েক- ২/২৭৪

ফজরের আযান চলা অবস্থায় খেলে রোযার হুকুম

প্রশ্নঃ ফজরের আযান চলা অবস্থায় কোন কিছু খেলে রোযা হবে কিনা?

উত্তরঃ ফজরের আযান সাধারণত সাহরীর সময় শেষ হওয়ার পরই দেওয়া হয়, আর সাহরীর সময় শেষ হওয়ার পর কোন কিছু খেলে রোযা হয় না, চাই তা ফজরের আযান চলা অবস্থায় হোক বা তার আগে বা পরে হোক।

كما فى العالمكيرية : تسحر على ظن ان الفجر لم يطلع وهو طالع او افطر على ظن ان الشمس قدغربت ولم تغرب قضاه ولا كفارة عليه۔ (كتاب الصوم ٢/ ١٩٤ حقا نية)

প্রমাণঃ হিন্দিয়া- ১/১৯৪, হিদায়া- ১/২২৫, তাতার খানিয়া- ২/৯১, কানযুদ দাকায়েকে- ৭০ বিনায়া- ৪/১০১

রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করার কারণে বীর্যপাত হওয়া

প্রশ্ন : রোযা রাখাবস্থায় স্ত্রীকে স্পর্শ ও চুম্বন করার কারণে বীর্যপাত হয়ে গেলে স্বামীর উপর উক্ত রোযার কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

وفى الهداية : ولو انزل بقبلة او لمس فعليه القضاء دون الكفارة. (كتاب الصوم: جا صـ٢١٧ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া-১/২১৭, আলমগীরী-১/২০৪, নাছবুর রায়া-২/২৬৯, বিনায়া-৪/৪৫, কাযীখান-১/২০৯)

রোযা অবস্থায় পশুর সাথে অপকর্ম করা

প্রশ্ন : কোন লোক রমযান মাসে রোযা রাখা অবস্থায় পশুর সাথে অপকর্ম করে তাহলে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে কি না? এবং কাফফারা লাজেম হওয়ার জন্য মূলনীতি কি?

উত্তর : রমযানের রোযার কাফফারা জরুরী হওয়ার জন্য মূলনীতি হলো, রোযা রাখা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কোন খাবার খাওয়ার মাধ্যমে বা সহবাস করার মাধ্যমে রোযা ভেঙ্গে ফেলা। তবে কোন লোক যদি রমযান মাসের রোযা রাখা অবস্থায় পশুর সাথে অপকর্ম করে তাহলে তার উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

كما فى الهداية : ولو جامع ميتة او بهيمة فلا كفارة انزل او لم ينـزل.(باب ما يوجب القضاء والكفارة جا صـ٢١٩ اشرفيه)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২১৯, কাযীখান ১/১০৮, তাতার খানিয়া ২/১০৬, আলমগীরী ১/২০৬)

রোযা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত কোন কিছু খাওয়া সম্পর্কে

প্রশ্ন : যদি রোযাদার ব্যক্তি রোযার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন কিছু খেয়ে ফেলে তাহলে সেই রোযার হুকুম কি?

উত্তর : রোযার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি রোযাদার ব্যক্তি কোন কিছু খেয়ে ফেলে, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং উক্ত রোযার কাযা আদায় করা ওয়াজিব। তবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

وفى العالمغيرية : لو اكل مكرها او مخطأ عليه القضاء دون الكفارة ـ (فصل فيما يفسد جا صـ٢٠٢ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/২০২, কাযীখান ১ /২০৯, শামী ২/৪০১, দুররে মুখতার ১/১৫০)

রোযা অবস্থায় কোন বস্তু খেয়ে ফেলা

প্রশ্ন : যদি কোন রোযাদার ব্যক্তি রোযা অবস্থায় মাটির টুকরা অথবা কাগজের টুকরা খেয়ে ফেলে তাহলে তার রোযার হুকুম কি?

উত্তর : রোযা অবস্থায় মাটি, পাথর এবং কাগজের টুকরা খেয়ে ফেলার কারণে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে উক্ত ব্যক্তির উপর কাযা আদায় করা আবশ্যক। তবে কাফফারা দিতে হবে না।

كما فى العالمغيرية : واذا ابتلع حصاة او نواة او حجرا او مدرا او قطنا او حشيشا او كاغذا فعليه القضاء ولا كفارة. (باب ما يفسد ومالا يفسد جا صـ۲۰۲ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী, ১/২০২ কাযীখান, ১/২১২, আল বাহরুর রায়েক, ২/২১২)

রোযা অবস্থায় দাঁতে আটকে থাকা খাদ্য বের করে খাওয়া

প্রশ্ন : যদি কোন রোযাদার ব্যক্তি দাঁতে আটকে থাকা খাদ্য বের করে আবার খেয়ে ফেলে এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির রোযা নষ্ট হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ উল্লেখিত সুরতে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে চাই খাদ্য কম হোক বা বেশী হোক।

وفى شرح الوقاية : ولو اكل لحما بين اسنانه مثل حمصة قضى فقط وفى اقل منها لا الا اذا اخرجه واخذه بيده ثم اكل (كتاب الصوم : جا صـ٢٤٨ : اشرفية)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/২০৩, শরহে বেকায়া-১/২৪৮, বাযযাযিয়া-৪/৯৯, বিনায়া-১/২৬৮)

রোযা অবস্থায় কুলি করার সময় মুখে পানি যাওয়া

প্রশ্ন : কুলি করার সময় হলকের মধ্যে পানি চলে গেছে। রোযার কথা স্বরণ ছিল। তাহলে কি রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে? যদি রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় কাযা ওয়াজিব না কাফফারা?

উত্তর : হ্যাঁ রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে, এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।

كما فى الدر المختار : وان إفطر خطأ كان تمضمض فسبقه الماء او شرب نائما.

(باب ما يفسد الصوم ومالا يفسده جا صـ١٥٠ سعيد)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৫০, শামী ২/৪০১, আলমগীরী ১/২০২, তাতার খানিয়া ২/১০২)

রোযাদারের মুখে বৃষ্টির পানি যাওয়া

প্রশ্ন : যদি রোযাদার বাহিরে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে এবং বৃষ্টির ফোঁটা তার মুখের ভিতরে পরে তাহলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে কি না? এবং ইনজেকশনের দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যাবে কি না?

উত্তর : যদি বৃষ্টির ফোঁটা মুখের ভিতরে পরে হলকের মধ্যে চলে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে অন্যথায় ভঙ্গ হবে না। আর ইনজেকশন করার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না, কারণ ইনজেকশনের মাধ্যমে ঔষধ রগের ভিতর

পৌঁছানো হয়, মস্তিস্কের ভিতর এবং পেটের মধ্যে ঔষধ পৌঁছানো হয় না আর রোযা ভঙ্গ হওয়ার জন্য রোযাদার ব্যক্তির মস্তিস্কের ভিতর এবং পেটের ভিতর ঔষধ পৌঁছানো জরুরী।

وفى الدر المختار : او دخل حلقه مطر او ثلج بنفسه لامكان التحرز عنه بضم فمه. (باب ما يفسد ومالا يفسده جا صـ١٥٠ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৫০, আলমগীরী ১/২০৩, শামী ২/৩৯৫, তাতার খানিয়া ২১০, আল বাহরুর রায়েক ২/২৭৩)

রোযা অবস্থায় পান খেয়ে ঘুমিয়ে যাওয়া

প্রশ্ন : রোযাদার যদি সুবহে সাদেকের পূর্বে পান খেয়ে ফেলে দেয় এবং কুলি করা ব্যতিত ঘুমিয়ে যায়' ছুবহে সাদেকের পরে ঘুম থেকে উঠে তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে কি না?

উত্তর : রোযাদার ব্যক্তির মুখে পান যদি ছোলা বুট পরিমাণ বা তার চেয়ে কম থাকে তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না তবে যদি ছোলার থেকে বেশী থাকে তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

كما فى العالمغيرية : وان اكل ما بين اسنانه لم يفسد ان كان قليلا وان كان كثيرا يفسد والحمصة وما فوقها كثير وما دونها قليل (جا صـ٢٠٢)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২০২, বাদায়ে ২/২৩৮, হিদায়া ১/২১৮)

রোযা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত বমি করা

প্রশ্ন : যদি কোন রোযাদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করে তাহলে তার রোযা নষ্ট হবে কি না? যদি নষ্ট হয় তাহলে এর কাযা করতে হবে না কাফ্ফারা আসবে?

উত্তর : ঐ ব্যক্তির রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং উহার কাযা করতে হবে, তবে কাফ্ফারা আসবে না।

وفى الشامية : وان استقاء اى طلب القئ عامدا اى متذكرا لصوم ان كان ملء الفم فسد بالاجماع مطلقا. (باب ما يفسد الصوم....جا؟ صـ٤١٤ سعيد)

(প্রমাণ : আবু দাউদ-১/৩২৪, শামী ২/৪১৪, কাযীখান-১/২১২, তাতার খানিয়া-২/১০১, হিদায়া-১/২১৮)

রোযা অবস্থায় বীর্যপাত হওয়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ছাড়া অন্যস্থানে সঙ্গম করে এবং বীর্যপাত ঘটায় তাহলে তার উপর রোযার কাযা বা কাফফারা ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

كما فى الهداية : ومن جامع فيما دون الفرج فانزل فعليه القضاء لوجود الجماع معنى ولا كفارة عليه. باب ما يوجب القضاء والكفارة جا صـ٢٢٠ مكتبة اشرفية

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২২০, তাতার খানিয়া ২/১০৬, ফাতহুল কাদীর ২/২৬৫)

রোযাদারকে জোর করে খাওয়ানো

প্রশ্ন : যদি কোন রোযাদার ব্যক্তিকে জোর পূর্বক খানা খাওয়ানো হয় তাহলে কি তার রোযা ভেঙ্গে যাবে? এবং কাফফারা দিতে হবে?

উত্তর : হ্যাঁ রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং ঐ রোযার কাযা করতে হবে, তবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

وفى فتح القدير : اذا اكل الصائم او شرب او جامع ناسيا لم يفطر ولو كان مخطأً او مكرها فعليه القضاء وقال لا كفارة عليه وهو قولهما. (جـ٢ صـ٢٥٥ رشيدية)

(প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর ২/২৫৫, হিদায়া ১/২১৭, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ২৮/৫৭, শামী ২/৪০৯, ইনায়া ২/২৫৫)

রোযা অবস্থায় বিড়ি-সিগারেট খেলে তার হুকুম

প্রশ্ন : বিড়ি, সিগেরেট ইত্যাদি খাওয়ার দ্বারা কি রোযা ভেঙ্গে যাবে।

উত্তর : যে কোন জিনিসের ধোয়া কণ্ঠ নালীতে প্রবেশ করানোর দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি খাওয়ার কারণেও রোযা ভেঙ্গে যাবে।

كما فى الدر المختار : لو ادخل حلقه الدخان افطر اى دخان كان ولو عودا او عنبرًا. (باب ما يفسد الصوم جا صـ١٤٩ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৪৯, শামী ২/৩৯৫, মারাকিউল ফালাহ্ ৬৭৭)

রোযা অবস্থায় শিংগা লাগানোর পর সেচ্ছায় কোন কিছু খাওয়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি রোযাবস্থায় শিংগা লাগায় এবং ধারণা করে যে তার রোযা ভেঙ্গে গিয়েছে তখন সে ইচ্ছাকৃত কোন কিছু খেয়ে ফেলে এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে, নাকি কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হবে?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে।

كما فى العالمغيرية : ولو احتجم فظن أن ذلك يفطره ثم اكل متعمدا عليه القضاء والكفارة. (كتاب الصوم : جا صـ٢٠٦ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২০৬, বিনায়া ৪/১০৯, বাযযাযিয়া ৪/১০১, হিদায়া ১/২২৬)

রোযা অবস্থায় রক্ত পেটে যাওয়া

প্রশ্ন : রোযা অবস্থায় যদি দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে পেটে যায় তাহলে উক্ত রোযার হুকুম কি?

উত্তর : দাঁত থেকে বের হওয়া রক্তের পরিমাণ যদি থুথুর চেয়ে বেশী হয় এবং তা পেটে চলে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে।

فى العالمغيرية : الدم اذا خرج من الاسنان ودخل حلقه ان كانت الغلبة للبزاق لا يضره وان كانت الغلبة للدم يفسد صومه (باب ما يفسد جا صـ٢٠٣ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/২০৩, তাতার খানিয়া-২/১০৫, বাদায়ে-২/২৫৬)

রোযা অবস্থায় শিংগা লাগানো বা বমি করা

প্রশ্ন : শিংগা লাগানো এবং বমি করার দ্বারা রোযা ভাঙ্গবে কি না? এ ব্যাপারে শরীআতের হুকুম কি?

উত্তর : শিংগা লাগানো এবং বমি করার দ্বারা রোযা ভাঙ্গবে না, যদি বমি অল্প হয়। আর যদি বমি ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে করে তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। তবে যদি বমি অল্প অল্প করে কয়েকবার হয় এবং তা এক জায়গায় করলে মুখ ভর্তির সমপরিমাণ হয় তাহলেও রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর শিংগা লাগানোর দ্বারা যদি রোযাদার ব্যক্তির দুর্বলতার কারণ হয় তাহলে মাকরূহ হবে। অন্যথায় কোন ক্ষতি নেই।

وفى فتح القدير : قوله عليه السلام ثلاث لا يفطرن الصيام القيئ والحجامة والاحتلام. (باب ما يوجب القضاء الكفارة ج٢ صـ٢٥٦ اشرفية)

(প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর-২/২৫৬, তাতার খানিয়া-১/১৫১, আল বাহরুর রায়েক-২/২৭৩)

রোযা অবস্থায় ইনহেলার ও নেজো গ্যাস্টিক টিউব নেয়া

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি রোযা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার করে কিংবা "নেজো গ্যাস্টিক টিউব" লাগায় তাহলে উক্ত ব্যক্তির রোযার হুকুম কি?

উত্তর : রোযা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কারণ এতে ঔষধ গ্যাসীয় অবস্থায় মুখ দিয়ে টেনে ভিতরে নেয়া হয়। যা মুখের ভিতরের অংশ অতিক্রম করে পেটে বা খাদ্যনালীতে প্রবেশ করে। যার দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যায়। হাঁপানী বা এজমার কারণে কেউ ইনহেলার ব্যবহারে একান্ত বাধ্য হলে তার জন্য রোযা ভেঙ্গে ইনহেলার ব্যবহার জায়েয আছে এবং উক্ত রোযার কাযা আদায় করতে হবে। তবে কোন ব্যক্তির যদি হাঁপানী বা এজমা এমন স্থায়ী রোগে পরিণত হয় যা কখনও ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমনকি তার জীবদ্দশায় ছুটে যাওয়া রোযার কাযা আদায় করারও সম্ভাবনা না থাকে তাহলে প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একটি করে ফিদিয়া তথা পৌনে দুই সের গম-আটা বা তার মূল্য পরিমাণ টাকা সদকা করে দিতে হবে।

এমনিভাবে রোযা রাখা অবস্থায় "নোজা গ্যাস্টিক টিউব" লাগানো এটি একটি চিকন প্লাষ্টিকের নল যা নাকের ছিদ্র দিয়ে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে বা পাকস্থলী থেকে রস বের করে আনার উদ্দেশ্যে পাকস্থলীতে প্রবেশ করানো হয়। প্রবেশ করানোর পূর্বে নলটি তরল পদার্থ প্যারাফিন তৈল ইত্যাদি দ্বারা পিচ্ছিল করে নেয়া হয়। যেহেতু নলটি প্রবেশ করানোর পূর্বে তরল বা অর্ধ তরল পদার্থ দ্বারা পিচ্ছিল করা হয় তাই উক্ত নল পাকস্থলীতে প্রবেশ করানোর ফলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। চাই খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে প্রবেশ করানো হোক বা রস বের করার উদ্দেশ্যে উভয় ক্ষেত্রে রোযা ভেঙ্গে যায়।

وفى البحر الرائق : واطلق الدواء فشمل الرطب واليابس لان العبرة للوصول لا لكونه رطبا او يابسا وانما شرطه القدورى لان الرطب هو الذى يصل الى الجوف عادة حتى لو علم ان الرطب لم يصل لم يفسد ولو علم ان اليابس وصل فسد صومه لكن بقى ما اذا لم يعلم يقينا احدهما وكان رطبا فعند ابى حنيفة يفطر للوصول عادة... بخلاف ما اذا كان يابسا ولم يعلم فلا فطر اتفاقا..... (باب ما يفسد الصوم ومالا يفسد جـ٢ صـ٢٧٩ رشيديه)

(প্রমাণ : সূরা বাক্বারা ১৮৪, আল বাহরুর রায়েক ২/২৭৯, শামী ২/৩৯৫ দুররে মুখতার ১/১৪৯, আলমগীরী ১/২০৪ দারুল উলুম ৬/৪১৮)

রোযার মাকরূহসমূহ

রোযা অবস্থায় কোন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা

প্রশ্ন : মধু বিক্রির সময় ভাল-মন্দ যাছাই করার জন্য জিহবা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করলে রোযাদার ব্যক্তির রোযা ভেঙ্গে যাবে কি না?

উত্তর : যদি মধু পেটের ভিতরে না যায় তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। তবে এটি মাকরূহ।

كما فى العالمغيرية : ويكره للصائم ان يذوق العسل او الدهن ليعرف الجيد من الودى عند الشراء. (فيما يكره الصوم جا صـ١٩٩ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৯৯, কাযীখান, ১/২০৪, আল বাহরুর রায়েক ২/৭৮০, ফাতহুল কাদীর ২/৮৮)

রোযা অবস্থায় তরকারীর স্বাদ পরীক্ষা করা

প্রশ্ন : রমযান মাসে রোযা থাকা অবস্থায় খানা দানা ইত্যাদি পাকানোর সময় মহিলাগণ লবণ টেষ্ট করতে পারবে কি না? এবং রোযা অবস্থায় শিশুদেরকে খাবার ইত্যাদি চিবিয়ে দিতে পারবে কি না?

উত্তর : কোন মহিলার স্বামী যদি এমন রাগী হয় যে তরকারী ইত্যাদিতে লবণ কম-বেশী হলে খুব মারধর করে এবং লবণ টেষ্ট করার জন্য এমন কোন লোক না পায় যে রোযা রাখে নাই তাহলে ঐ মহিলার জন্য লবণ টেষ্ট করা জায়েয। তদ্রূপ বাচ্চা যদি এমন ছোট হয় যে খাবার চিবিয়ে না দিলে খাইতে পারে না এবং চিবিয়ে দেয়ার মতো মান সম্মত কোন ব্যক্তি না পাওয়া যায় তখন বাচ্চাকে খাবার চিবিয়ে দিতে পারবে। তবে উভয় অবস্থাতে খেয়াল রাখতে হবে যেন গলার ভিতরে খাবারের কোন অংশ চলে না যায়।

فى العالمغيرية : وكره ذوق شيئ ومضغه بلا عذر كذا فى الكنـز.... ومن العذر فى الاول ما لوكان زوج المرأة وسيدها سيئ الخلق فذاقت المرقة ومن العذر فى الثانى ان لا تجد من يمضغ الطعام لصبيها من حائض او نفساء او غيرهما ممن لا يصوم ولم تجد طبيخًا ولا لبنا حليبا ـ (الباب الثالث فيما يكره للصائم جا صـ١٩٩ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৯৯, তাতার খানিয়্যা ২/১১২, কাযীখান ১/২০৪, হিদায়া ১/২২০)

রোযা অবস্থায় লিপিষ্টিক ব্যবহার

প্রশ্ন : রমযান মাসে মেয়েরা রোযা অবস্থায় ঠোঁটে লিপিষ্টিক ব্যবহার করতে পারবে কি-না? এবং এর দ্বারা রোযার কোন ক্ষতি হবে কি-না?

উত্তর : হ্যাঁ পারবে, তবে যদি লিপিষ্টিক মুখের ভিতর চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে মাকরূহ হবে, আর যদি পেটে চলে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং কাযা করতে হবে।

وفى العالمغيرية : وكره ذوق شيئ ومضغه بلا عذر...ولا يكره كحل ولا دهن شارب كذا فى الكنز...(فيما يكره للصائم ومالا يكره. جا صـ١٩٩ حقانية)

(প্রমাণ : শামী-২/৪১৬, আলমগীরী ১/১৯৯-২০২, হিদায়া ১/২২০-২১৭ বাদায়ে ২/২৬)

রোযা অবস্থায় ব্রাশ করা

প্রশ্ন : রোযাদার ব্যক্তি রোযা রাখা অবস্থায় ব্রাশ করলে রোযা ভঙ্গ হবে কি না?

উত্তর : রোযাদার ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা অবস্থায় পেষ্ট বা টুথ পাউডার দ্বারা ব্রাশ করা মাকরূহে তাহরিমী। আর সামান্য পরিমাণ পেষ্ট বা পাউডার হলকের ভিতরে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

وفى التاتارخانية : وان تناولها من الخارج ان مضغها لا يفسد صومه الا ان يجد طعمه فى حلقه. (جـ٢ صـ١٠٤)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া ২/১০৪, দুররে মুখতার ২/৩৯৪, আলমগীরী ১/২০৩, ফাতহুল কাদীর ২/২৫৯)

রোযা অবস্থায় মুখের ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগনো

প্রশ্ন: রোযা অবস্থায় মুখের ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগালে রোযা ভেঙ্গে যাবে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: একান্ত প্রয়োজনে জায়েয আছে, প্রয়োজন ব্যতিত মাকরূহ, আর যদি ওষুধ অথবা রক্ত পেটের ভিতরে চলে যায় এবং থুথুর সমপরিমান বা বেশী হয় বা তার স্বাদ অনুভব হয় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে, অন্যথায় রোযা ভঙ্গ হবে না।

كما فى الدرالمختار: او ابتلع ما بين اسنانه وهو دون الحمصة او خرج الدم ما بين اسنانه ودخل حلقه يعنى ولم يصل الى جوفه اما اذا وصل فان غلب الدم او تساويا فسد (باب ما يفسد الصوم ١/ ١٤٩ زكريا)

প্রমাণ: দুররে মুখতার– ১/১৪৯, আলমগীরী– ১/২০৩, বাদায়ে– ২/২৫৬, তাতার খানিয়া– ২/১০৫

রোযা অবস্থায় বাচ্চাকে কিছু চিবিয়ে দেওয়া

প্রশ্নঃ রোযা অবস্থায় বাচ্চাকে কিছু চিবিয়ে দেওয়ার দ্বারা রোযা নষ্ট হবে কি না?

উত্তরঃ না, রোযা নষ্ট হবে না। পেটের ভিতর খাদ্যাংশ প্রবেশ না করার শর্তে। তবে প্রয়োজন ব্যতিত অর্থাৎ অন্য খাদ্য থাকা অবস্থায় বা অন্য কেউ চিবিয়ে দেওয়ার মত থাকলে, বাচ্চাকে কিছু চিবিয়ে দেওয়া মাকরূহ।

وفى الهداية: ويكره للمرأة ان تمضغ لصبيها الطعام اذا كان لها منه بد لما بينا ولا باس اذا لم تجد منه بدا صيانة للولد الا ترى ان لها ان تفطر اذا خافت على ولدها ـ

(ما يوجب والقضاء والكفارة ١/٢٢٠ اشرفى بك)

প্রমাণঃ ইবনে মাজা- ১২০, শামী,- ২/৪১৬, হিদায়া- ১/২২০, দুররে মুখতার- ১/১৫২, তাতার খানিয়া- ২/১১২, শরহে বেকায়া- ১/১৪৮

রোযাবস্থায় পানিতে বায়ু নির্গত করা

প্রশ্ন : রোযাদার ব্যক্তি যদি নদী বা পুকুরে গোসল করার সময় পানিতে বায়ু বের করে তাহলে তার বিধান কি?

উত্তর : রোযাদার ব্যক্তি যদি পানিতে বায়ু বের করে তাহলে তার রোযা ভাঙ্গবে না। তবে এমন কাজ করা মাকরূহ।

فى العالمغيرية : ولو فسا الصائم او ضرط فى الماء لا يفسد الصوم ويكره له ذلك. (الباب الثالث فيما يكره للصائم. جا صـ١٩٩ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৯৯, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ্ ২৮/২৯, মেরাজুদ দেবায়া ৪/৪১০)

যে সমস্ত কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না

রোযা অবস্থায় চোখে সুরমা ব্যবহার করা

প্রশ্ন : রোযা অবস্থায় চোখে সুরমা ব্যবহার করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে কি না?

উত্তর : না চোখে সুরমা ব্যবহারের দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না।

فى الدر المختار : لا يكره دهن شارب ولا كحل (كتاب الصوم : (ج١ ص١٥٢ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৫২ আলমগীরী ১/১৯৯ তাতার খানিয়া ২/১১২ শরহে বেকায়া ১/২৪৮)

রোযা অবস্থায় ইন্‌জেক্‌শন-স্যালাইন বা চোখে ড্রপ ব্যবহার করা

প্রশ্ন : রোযা অবস্থায় কোন ব্যক্তি চোখে ড্রপ ব্যবহার করতে পারবে কি না? এবং শরীরে ইন্‌জেকশন বা স্যালাইন গ্রহণ করতে পারবে কি না?

উত্তর : রোযা অবস্থায় পেটে বা মস্তিস্কে স্বাভাবিক রাস্তা অর্থাৎ নাক, কান, গলা বা পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু প্রবেশ করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে, আর ইন্‌জেক্‌শন-স্যালাইন বা চোঁখে ড্রফ ব্যবহার করার দ্বারা যেহেতু স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে পেটে বা দেমাগে কিছু পৌঁছে না সুতরাং এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না।

وفى بدائع الصنائع : وما وصل الى الجوف او الى الدماغ من المخارق الاصلية كالانف والاذن والدبر بان استعط او احتقن او اقطر فى اذنه فوصل الى الجوف او الى الدماغ فسد صومه واما ما وصل الى الجوف او الى الدماغ عن غير مخارق الاصلية... لا يفسد لانه لم يصل الى الجوف ولا الى الدماغ. (ج٢ ص٢٤٣)

(প্রমাণ : বাদায়ে-২/২৪৩, তাতার খানিয়া-২/১০৩, ২/২৩, দুররে মুখতার-১/১৪৯)

রোযা অবস্থায় রক্ত দেয়া

প্রশ্ন : রমযান মাসে রোযা অবস্থায় ডায়াবেটিস জণ্ডিস রোগ পরীক্ষা করার জন্য কিংবা অন্য কোন জরুরী কারণে ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীর থেকে রক্ত বের করা যাবে কি? এবং এতে রোযা ভেঙ্গে যাবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, রোগ পরীক্ষা করার জন্য কিংবা অন্য কোন কারণে যদি অল্প পরিমাণ রক্ত বের করে যে, এতে শরীরে দুর্বলতা আসবেনা তাহলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। তবে রক্ত যদি কোন কারণে এত বেশী বের করা হয় যে, শরীরে দুর্বলতা চলে আসে এবং রোযা রাখার শক্তি চলে যায় তাহলে তা মাকরূহ হবে। তাই তার জন্য উচিৎ হল মাগরিব পর্যন্ত বিলম্ব করা।

كما فى العالمغيرية : ولا باس بالحجامة إن امن على نفسه الضعف اما اذا خاف فانه يكره وينبغى له ان يؤخر الى وقت الغروب وذكر شيخ الاسلام شرط الكراهة ضعف يحتاج فيه الى الفطر والفصد نظير الحجامة هكذا فى المحيط (فيما يكره للصائم جا صـ١٩٩ الى ٢٠٠ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী-১/১৯৯-২০০, বাদায়ে-২/২৭০, শামী-২/৪১৯, তাতার খানিয়া-২/১১২, হিদায়া-১/২১৭, আল বাহরুর রায়েক-২/২৭৩)

সিষ্টোস কপি, প্রক্টোস কপি, কপারটি এবং ডুশ ব্যবহারের বিধান

প্রশ্ন: সিষ্টোস কপি, প্রক্টোস কপি, কপার-টি এবং ডুশ ব্যবহার করার দ্বারা রোজা ভেঙ্গে যাবে কিনা?

উত্তর: (১) সিষ্টোস কপি- বলা হয় পেশাবের রাস্তায় ক্যাথেটার লাগানো। এর দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না।

(২) প্রক্টোস কপি– বলা হয় মলদ্বারে নল ঢুকিয়ে রোগ নির্নয় করা। এর দ্বারা রোজা ভেঙ্গে যায়, যদি তার সাথে তরল কিছু লাগানো থাকে।

(৩) কপার-টি– বলা হয় জরায়ুর মুখ বন্ধ করার জন্য এক ধরণের প্লাস্টিক রাবার সেট করা। এর দ্বারা রোজা ভেঙ্গে যায়।

(৪) ডুশ- এর দ্বারা রোজা ভেঙ্গে যায়।

وفى بد ائع الصنائع: وما وصل الى الجوف او الى الدّماغ من المخارق الاصلية كالأنف والاذن والدبر بأن استعط او احتقن او أقطر فى أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدّماغ فسد صومه ـ (فصل فساد الصوم ـ ٢/ ٢٤٣ زكريا)

প্রমাণ: হিন্দিয়া– ১/২০৩, শামী– ২/৩৯৭, বাদায়ে– ২/২৪৩, তাতার খানিয়া– ২/১০৩, দুররে মুখতার– ১/১৪৯, আল ফিকহুল ইসলামি– ৩/৫৭৪, মাওসুআ– ২৮/২৯

আল্ট্রাসনোগ্রাম দ্বারা রোজা ভাঙ্গেনা

প্রশ্ন: আল্ট্রাসনোগ্রাম দ্বারা রোজা ভেঙ্গে যাবে কিনা?

উত্তর: রোজা ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য শর্ত হলো দেমাগে বা পাকস্থলীতে কোন কিছু পৌঁছা আর আল্ট্রাসনোগ্রাম করতে প্রথমে পেটের উপর ক্রীম মালিশ করা হয় অতপর কম্পিউটারের মাউথ পেটের উপর রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখা হয় এর দ্বারা কোন জিনিস পাকস্থলীতে পৌঁছে না এজন্য আল্ট্রাসনোগ্রাম দ্বারা রোযা ভেঙবে না।

وفى الشامية :ولم يقدوا الاحتقان والا ستعاط والاقطار بالوصول الى الجوف لظهوره فيها والافلا بد منه حتى لو بقى السعوط فى الانف ولم يصل الى الرأس لا يفطر ويمكن ان يكون الدواء راجعا الى الكل ـ

(مفسده ـ ٢/ ٤٠٢ سعيد)

প্রমাণঃ দুররে মুখতার- ১/১৪৯, শামী- ২/৪০২, আলমগীরী- ১/২০৩, তাতার খানিয়া- ২/১০৩, ফাতহুল কাদীর- ২/২৬৭

এনজিওগ্রাম দ্বারা রোযা ভাঙবে না

প্রশ্নঃ এনজিওগ্রাম দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যাবে কিনা?

উত্তরঃ না, রোযা ভাঙবে না। কেননা এনজিওগ্রাম মূলত একটি পরীক্ষা। যার জন্য রোগীর বড় একটি ধমনীতে ফুটো করে তাতে একটা ক্যাথেটার হার্ট পর্যন্ত ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এর পর সিটি স্ক্যান মেশিনের মাধ্যমে হৃদপিণ্ডের রক্তনালী বা অন্য কোনো অঙ্গের রক্তনালী পর্যবেক্ষণ করা হয়। ধমনীর যে কোন প্রকার ব্লক এই পরীক্ষার মাধ্যমে ধরা পরে।

এর দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, এনজিওগ্রাম এর মধ্যে কোন কিছু পাকস্থলি বা দেমাগ পর্যন্ত পৌঁছে না। এনজিওগ্রাম এর কার্যাবলি শুধু রগের ভিতরেই সীমাবদ্ধ। তাই এনজিওগ্রাম করার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না।

وفى العا لمكيرية ـ اكثر المشائخ على ان العبرة للوصول الى الجوف والدماغ لا لكونه رطبا ويابسا ـ

(مفسده ٢/٢٠٤ حقانية)

প্রমাণঃ বুখারী- ১/২৬০, দুররে মুখতার- ১/১৪৯, তাতার খানিয়া- ২/১০৩, আলমগীরী- ১/২০৪, আল বাহরুর রায়েক- ২/২৭৯

মাথায় তৈল ব্যবহারে রোজার বিধান

প্রশ্নঃ মাথা ঠাণ্ডার তৈল ব্যবহারের দ্বারা রোজা ভেঙ্গে যাবে কিনা?

উত্তরঃ না, মাথায় কোন প্রকার তৈল ব্যবহার করার দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না।

كما فى بدائع الصنائع : ولو دهن رأسه او أعضاءه فتشرب فيه أنه لا يضرّه لأنه وصل اليه الأثر لا العين ـ (فصل فساد الصوم ـ ٢/١٤٤ زكريا)

প্রমাণঃ বাদায়ে- ২/২৪৪, হিন্দিয়াঃ ১/২০৩, তাতার খানিয়া- ২/১০৩, আল বাহরুর রায়েক- ২/২৭৩, আল ফিকহুল ইসলামি- ২/৫৮৫

আগরবাতির ধোঁয়া নাকে বা পেটে গেলে তার বিধান

প্রশ্নঃ রোযার দিনে আগরবাতি জালানোর পর তার ধোঁয়া নাকে বা পেটে গেলে রোজা ভাঙবে কিনা?

উত্তরঃ যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে ধোঁয়া নাকে বা পেটে পৌঁছে তাহলে রোজা ভাঙবে না। তবে ইচ্ছাকৃত ভাবে পৌঁছালে রোজা ভেঙ্গে যাবে।

وفى الدرالمختار : أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان ولو ذاكرا استحسانا لعدم امكان التحرز عنه ومفاده انه لو أدخل حلقه الدخان افطر اى دخان كان ولو عودا ـ (باب مايفسد الصوم و مالا يفسد ١٤٤/١ زكريا)

প্রমাণঃ ফাতহুল কাদীর– ২/২৫৮, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১২/২৫২, হিদায়া– ১/২১৮, তাতার খানিয়া– ২/১০৪, আল বাহরুর রায়েক– ২/২৭৩, দুররে মুখতার– ১/১৪৯

অক্সিজেন ব্যবহারে রোযার বিধান

প্রশ্নঃ অক্সিজেন ব্যবহার করার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে কিনা?

উত্তরঃ রোযা অবস্থায় অক্সিজেন ব্যবহার করার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না। কেননা প্রথমত তার মাঝে কোন ওষুধ থাকে না এবং ইহা শুধু রুগীর শ্বাসকষ্টকে দুর করার জন্য ব্যবহার করা হয়। যার মাধ্যমে শ্বাস ভিতরে নেওয়া ও বাহির করা সহজ হয়। আর যদি কোন প্রকার ওষুধ থাকে তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

كما فى الشامية :(قوله لعدم امكان التحرز عنه) فاشبه الغبار والدخان لدخولهما من الانف ـ (مايفسد الصوم ٣٩٥/٢ سعيد)

প্রমাণঃ শামী– ২/৩৯৫, দুররে মুখতার– ১/২৪৯, হিন্দিয়া– ১/২৩, কানয ৬৮,

রক্ত বের হলে রোযার বিধান

প্রশ্নঃ রোজা অবস্থায় শরীর থেকে রক্ত বের করলে রোজা ভঙ্গ হবে কি না? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তরঃ না, রোজা ভঙ্গ হবে না। তবে এ পরিমান বের করা যার দ্বারা দুর্বলতা এসে যায় মাকরুহ হবে।

وفى البخارى : حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البنا نى قال سئل انس بن مالك اكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا الامن اجل الضعف (١/ ٢٦٠ اشرفية)

প্রমাণঃ বুখারী– ১/২৬০ হিন্দিয়া– ১/১৯৯-২০০, তাতার খানিয়া– ২/১১২, আল বাহরুর রায়েক– ২/২৭৩

রোযা অবস্থায় শৌচকার্য সেরে টিস্যু বা নেকড়া দিয়ে না মুছা

প্রশ্নঃ রোযা অবস্থায় পায়খানায় গিয়ে পানি ব্যবহার করার পর যদি টিস্যু বা নেকড়া ইত্যাদি দিয়ে পায়খানার রাস্তা না মুছে দাড়িয়ে যায় তাহলে তার রোজা ভেঙ্গে যাবে কি?

উত্তরঃ না এতে রোযা ভঙ্গ হবে না।

كما فى الشامية: (قوله حتى بلغ موضع ا لحقنة) هى دواء يجعل فى خريطة من ادم يقال لها المحقنة مغرب ثم فى بعض النسخ المحقنة بالميم وهى اولى... والحد الذى يتعلق بالوصول اليه الفساد قد المحقنة (باب ما يفسد الصوم ۲/ ۳۹۷ سعيد)

প্রমাণঃ শামী- ২/৩৯৭, আল বাহরুর রায়েক- ২/২৭৯, দুররে মুখতার- ২/১৪৯ তাতার খানিয়া- ২/১০২,

রোযা অবস্থায় কাউকে দেখার কারণে বীর্যপাত হওয়া

প্রশ্ন : রোযা অবস্থায় কোন মহিলাকে কামভাবের সাথে দেখার কারণে বা স্পর্শ করার কারণে বীর্যপাত হলে রোযা নষ্ট হবে কি না?

উত্তর : শুধু কামভাবের সাথে দেখার দ্বারা বীর্যপাত হলে রোযা নষ্ট হবে না; বরং কামভাব বা শাহওয়াতের সাথে স্পর্শ করার পর বীর্যপাত হলে রোযা ভঙ্গ হবে। এতে রোযা কাযা করতে হবে কিন্তু কাফফারাহ লাগবে না।

كما فى الهندية واذا نظر الى امرأة بشهوة فى وجهها او فرجها كرر النظر اولا لا يفطر اذا انزل.... وكذا لا يفطر بالفكر اذا امنى. (ما يفسد ولا يفسد جا صـ۲۰٤ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২০৪, শামী ২/৩৯৬, ২/৪০৪, হিদায়া ১/২০২, ফাতহুল কাদীর ২/২৪৭, ইনায়াহ ২/২৫৭)

রোযা অবস্থায় ভুলবশত ঘুমন্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি ভুল ক্রমে তার ঘুমন্ত স্ত্রীর সাথে রমযান মাসে দিনের বেলায় সহবাস করলো। এখন উক্ত ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর হুকুম কি?

উত্তর : ঐ ব্যক্তির রোযা নষ্ট হবে না। যেহেতু সে ভুল বশত সহবাস করেছে। আর স্ত্রীর রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার উপর শুধুমাত্র রোযার কাযা ওয়াজিব হবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

كما فى الهداية : واذا جومعت النائمة والمجنونة وهى صائمة عليها القضاء دون الكفارة (كتاب الصوم جا صـ۲۲۷ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া-১/২২৭, বিনায়া-৪/১১১, কিফায়া- ২/২৫৪, ফাতহুল কাদীর-২/২৫৪)

রোযা অবস্থায় ধুলা বালি গলা দিয়ে প্রবেশ করা

প্রশ্ন : কোন রোযাদার ব্যক্তি আটা পেষার কাজ করে, তখন তাহার মুখে-নাকে আটা অথবা ধুলা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে শ্বাসের সাথে বা শ্বাস ব্যতিত ভিতরে প্রবেশ করে তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লেখিত জিনিসগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতিভাবে মুখে বা পেটে চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হবে না কেননা ঐ জিনিসগুলো থেকে বাঁচা অত্যান্ত মুশকিল। ভিতরে ঔষধ পৌছানোর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয়।

كمافى العالمغيرية : ولو دخل حلقه غبار الطاحونة او طعم الادوية او غبار الهرس واشباهه او الدخان او ما سطح من غبار التراب بالريح او بحوافر الدواب. (باب فيما يفسد وما لا يفسد جا صـ٢٠٣ حقاية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২০৩, আল বাহরুর বায়েক ২/২৭৩, তাতার খানিয়া ২/১০৯, শামী ২/৪০২)

রোযা অবস্থায় মশা-মাছি পেটে গেলে

প্রশ্ন : রোযা অবস্থায় যদি মুখ দিয়ে মশা-মাছি পেটের ভিতর চলে য়ায় তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর : অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি রোযাদার ব্যক্তির মুখ দিয়ে মশা-মাছি পেটের ভিতর চলে যায় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

كما فى الهداية : ولو دخل حلقه ذباب وهو ذاكر لصومه لم يفطر. (باب ما يوجب القضاء جا صـ٢١٨ مكتبة اشرفيه)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২১৮, আলমগীরী ১/২০৩, কাযীখান ১/২০৮, ফাতহুল কাদীর ২/২৫৮)

রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করা

প্রশ্ন : রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করার দ্বারা রোযার কোন ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : না, রোযা রেখে মিসওয়াক করলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। চাই ভিজা ডাল দ্বারা হোক অথবা শুকনা ডাল দ্বারা হোক।

وفى العالمغيرية : لا باس بالسواك الرطب واليابس فى الغداة والعشى. (كتاب

الصوم جا صـ١٩٩ حقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার-১/১৫২, আলমগীরী ১/১৯৯, মিশকাত-১/৪৪, শামী ১/১১৩)

রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেওয়া

প্রশ্ন : যদি নিজের উপর কারো আস্থা থাকে তাহলে রোযা অবস্থায় স্বীয় স্ত্রীকে চুমু দেয়া বা আলিঙ্গন করা যাবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, যদি কেউ নিজের উপর পূর্ণ আস্থা রাখে যে সে যদি স্ত্রীকে চুমু খায় বা তার সহিত আলিঙ্গন করে তাহলে সহবাসে লিপ্ত হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই তাহলে তা জায়েয আছে।

وفى رد المختار: وكره قبلة ومس ومعانقة ومباشرة فاحشة إن لم يأمن المفسد وإن أمن لا بئس. (جـ٢ صـ٤١٧ ايج ايم سعيد)

(প্রমাণ : ফাতহুল কাদীর ২/২৫৭, দুররে মুখতার ২/৪১৭, শামী ২/৪১৭, বিনায়া ২/২৫৭)

বাচ্চাকে দুধ পান করালে রোযা ভঙ্গ হয় না

প্রশ্ন : বাচ্চাকে দুধ পান করানোর কারণে রোযা ভেঙ্গে যাবে কি?

উত্তর : না বাচ্চাকে দুধ পান করানোর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না।

وفى العالمغيرية : اما تفسيره فهو عبارة عن ترك الاكل والشرب والجماع من الصبح الى غروب الشمس بنية التقرب من الاصل. (كتاب الصوم جا صـ١٩٤ حقانية)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৪৬, শামী ২/৩৭১, আলমগীরী ১/১৯৪, আল বাহরুর রায়েক ২/২৫৯, বাদায়ে ২/২০৯)

রোযা অবস্থায় শিংগা লাগানো

প্রশ্ন : শিংগা লাগানোর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে কি না? এবং শিংগা লাগানোর পর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে খানা খায় তাহলে এর হুকুম কি?

উত্তর : শিংগা লাগানোর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না তবে শিংগা লাগানোর পর ইচ্ছাকৃতভাবে খানা খেলে কাযা-কাফফারা দুনোটাই ওয়াজিব হবে।

كما فى الدر المختار مع الشامية : وحتجم فظن فطره به فاكل عمدا قضى فى الصور كلها و كفر (ج۲ صـ٤١١ سعيد)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২২৬, কাযীখান ১/২০৮, কুদুরী ৫২, শামী-১/৪১১)

ঘাম মুখে গেলে রোযার বিধান

প্রশ্ন : রোযাদার ব্যক্তির চোখ থেকে পানি অথবা ঘাম বেরিয়ে মুখের মধ্যে গেলে রোযা ভঙ্গ হবে কি না? এবং চোখের ঔষধ ভিতরে চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হবে কি না?

উত্তর : চোখের মধ্যে ঔষধ দেওয়ার পর ভিতরে চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয় না। চোখ থেকে পানি অথবা ঘাম বেরিয়ে যদি মুখের মধ্যে এক বা দুই ফোঁটা চলে যায় এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না। আর যদি এর থেকে বেশী হয় এবং পুরা মূখ স্বাদযুক্ত হয় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

وفى العالمغيرية : وكذا عرق الوجه اذادخل فم الصائم كذا فى الخلاصة الدموع اذا دخلت فم الصائم ان كان قليلا كالقطرة والقطرتين او نحوها لا يفسد صومه (باب ما يفسد جا صـ۲۰۳ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২০৩, শামী ২/৩৯৫, হিদায়া ১/২১৭, কাযীখান ১/২১১, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ২৭/৭২)

হোমিও ওষুধের স্বাদ মুখে থাকা অবস্থায় রোযার হুকুম

প্রশ্নঃ হোমিও ওষুধ মুখে দেওয়ার পর কুলি করলে এরপরও যদি ঔষধের স্বাদ মুখে রয়ে যায় আর এমতাবস্থায় সাহরীর সময় শেষ হয় তাহলে রোযা রাখলে রোযা হবে কিনা?

উত্তরঃ হ্যাঁ, উল্লিখিত সুরতে রোযা হয়ে যাবে।

كما فى الشامية : طعم الادوية وريح العطر إذا وجد فى حلقه لم يفطر ـ (باب ما يفسد الصوم وما لا يفسد ٥ ٣٩٦/٢ سعيد)

প্রমাণঃ শামী– ২/৩৯৬, হিন্দিয়া– ১/২০৪, আল বাহরুর রায়েক– ২/২৭৩, আল ফিকহুল ইসলামী – ২/৫৭৮

রোযাদারের কানে পানি গেলে

প্রশ্ন : গোসলের সময় কারো কানে পানি গেলে অথবা রোগের কারণে কানে ড্রপ বা তৈল ব্যবহার করলে রোযার কোন ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : গোসলের সময় কানে পানি গেলে রোযা ভঙ্গ হয় না। তবে কানে ড্রপ বা তৈল ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। রোযা কাযা করা জরুরী, কাফফারা লাগবে না।

كما فى العالمغيرية ـ ومن احتقن..... او اقطر فى اذنه دهنا افطر ولا كفارة عليه.... ولو اقطر فى اذنه الماء لا يفسد صومه كذا فى الهداية وهو الصحيح. (الباب فيما يفسد وما لا يفسد جا صـ٢٠٤ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২০৪, শামী ২/৩৯৬, হিদায়া ১/২০২, ফাতহুল কাদীর ২/২৬৭)

রোযা রেখে ভিজা কাপড় শরীরে পেচিয়ে আরাম নেয়া

প্রশ্ন : যদি কোন রোযাদার ব্যক্তি রোযা অবস্থায় কষ্টের ভয়ে ভিজা রুমাল অথবা ভিজা গামছা শরীরে রাখে তাহলে রোযার কোন ক্ষতি হবে কি না।

উত্তর : না, রোযার কোন ক্ষতি হবে না।

وفى الدر المختار : وكذا لا تكره حجامة وتلف بثوب مبتل ومضمضة او استنثاق او اغتسل للتبرد. (كتاب الصوم جا صـ١٥١ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : আবু দাউদ-১/৩২২, শামী-২/৪১৯, দুররে মুখতার-১/১৫১, আল বাহরুর রায়েক-৩/১৫৫)

সাহরী ও ইফতার

সাহরী ও ইফতারের মুস্তাহাব সময়

প্রশ্ন : সাহরী ও ইফতার কোন সময় করা মুস্তাহাব।

উত্তর : সাহরী তার সময়ের মাঝে বিলম্বের সাথে করা আর ইফতার সূর্যাস্তের পর তাড়াতাড়ি করা মুস্তাহাব।

كما فى الدر المختار : ويستحب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر لحديث ثلاث من اخلاق المرسلين: تعجيل الافطار وتاخير السحور، والسواك. (كتاب الصوم جا صـ١٥٢... مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখ্‌তার ১/১৫২, শামী ২/৪১৯, আলমগীরী ১/২০০, বাযযাযিয়া ৪/১০৫, কাযীখান ১/২০৪)

সাহরীর সময় শেষ হয়নি মনে করে সাহরী খাওয়া

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি এই বিশ্বাস করে সাহরী খায় যে ফজর এখনও উদিত হয়নি অথচ ফজর উদিত হয়ে গেছে এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির উপর কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

كما فى العالمغيرية : تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع وهو طالع قضاءه لا كفارة عليه (كتاب الصوم : جا صـ١٩٤ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৯৪ ফাতহুল কাদীর ২/২৭০ কাযীখান ১/২১৪ হিদায়া ১/২২৫)

ইফতারের পূর্বে সম্মিলিত দুআ

প্রশ্ন: ইফতারের পূর্বে সম্মিলিত দুআর বিধান কি?

উত্তর: ইফতারের পূর্বে একত্রে দুআ করা নবী কারীম সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ও সাহাবায়ে কেরাম ও মুজতাহিদগণ থেকে ছাবেত নাই। সুতরাং এটাকে জরুরী মনে করা বিদআতের অন্তর্ভূক্ত। তবে ইমাম সাহেব তালীমের জন্য কখনো করলে করতে পারবে।

وفى فتاوى محمودية : یہ طریقہ کہ ایسے وقت اس طرح اجتماعی دعا کی جائے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور فقہائے مجتہدین سے ثابت نہیں اگر امام صاحب تعلیم کیلئے ایک دو دفعہ دعا کرا دیں پھر روزہ دار اپنی اپنی جداگانہ دعا کر لیا کریں تو بہتر ہے اور

اس اجتماعی دعا کو ترک کیا جائے- (افطار کے وقت اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے- ۱۷/۱۴۶ از کریا)
প্রমাণ: মাআরেফুস সুনান– ৩/১২২, শরহুল মুহাজ্জাব– ৩/৪৮৮, কিতাবুত তারিফাত– ৪৩, মাহমুদিয়া– ১৭/ ১৪৬

ইফতারের কারণে মাগরিবের নামায বিলম্ব করা

প্রশ্ন: ইফতারের কারণে মাগরিবের নামায বিলম্ব করা যাবে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: হ্যাঁ, রমযান মাসে ইফতারের কারণে মাগরিবের নামায ১০-১৫ মিনিট বিলম্ব করে পড়া জায়েয আছে।

وفی البحرالرائق: ویکرہ تأ خیر المغرب فی روایة وفی اخری لا مالم یغب الشفق الاصح هو الاول الا من عذر کا لسفرو نحوه (کتاب الصلوة ۱/ ۲٤۸ رشیدیة)

প্রমাণ: দুররে মুখহতার– ১/৬১, আল বাহরুর রায়েক– ১/২৪৮, সিরাজিয়্যা- ৫৭, তাতার খানিয়া– ১/২৫০, মুনিয়াতুল মুসল্লী– ২৩৩

খেজুর দ্বারা ইফতার করা উত্তম

প্রশ্ন : শরয়ী দৃষ্টিতে কোন জিনিস দ্বারা ইফতার করা উত্তম?

উত্তর: সর্বোত্তম হল খেজুর দ্বারা ইফতার করা, আর তা না হলে পানি দ্বারা ইফতার শুরু করা। তবে অন্য জিনিস দ্বারাও ইফতার করা যায়।

کما فی الترمذی:عن انس بن مالك رض قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من وجد تمرا فلیفطرعلیه ومن لا فلیفطر علی ماء فان الماء طهور۔ (باب ما جاء ما یستحب علیه الافطار ۱٤۹/۱۱)

প্রমাণ: তিরমিযী– ১/১৪৯, ইবনে মাযাহ– ১২২, আল ফিকহুল ইসলামী – ২/৫৫, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবুল আরবাআ– ১/৪৪৬

সূর্য অস্ত ভেবে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে ইফতার করা

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি এই কথা বিশ্বাস করে ইফতার করে যে সূর্য ডুবে গেছে কিন্তু সূর্য ডুবেনি এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির উপর কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : এমতাবস্থায় শুধু কাযা ওয়াজিব হবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

وفی الهداية : افطر وهو یری أن الشمس قد غربت فاذا هی لم تغرب امسك بقیة یومه وعلیه القضاء... ولا کفارة علیه. (کتاب الصوم : جا صـ۲۲۵ الاسلامیة)

(প্রমাণ : হিদায়া-১/২২৫, আলমগীরী ১/১৯৪ ফাতহুল কাদীর ২/২৯০ বিনায়া ৪/১০১ কাযীখান ১/২১৪)

রোযার কাযা-কাফ্ফারা ও ফিদয়া

রোযা ভাঙ্গার পর হায়েয হলে

প্রশ্ন : এক মহিলা ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গ করে অতঃপর ঐ দিনই হায়েয বা নেফাসের রক্ত দেখে, এমতাবস্থায় কাযা কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে? না শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।

উত্তর : শুধু কাযা ওয়াজিব হবে কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

كما فى العالمغيرية : ولو أفطرت المرأة متعمدة ثم حاضت او مرضت يومها ذلك قضت ولا كفارة عليها. (جا صـ٢٠٦ ما يوجب القضاء والكفارة)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২০৬, বাদায়ে ২/২৫৮, তাতার খানিয়া ২/১২১)

রোযার কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ

প্রশ্ন: রোজা অবস্থায় কোন কোন কাজ করলে কাফফারা ওয়াজিব হয়? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: রোযার কাফফারা ওয়াজিব হয় কয়েকটি কারণে।

১। রোযা অবস্থায় ইচ্ছাকৃত ভাবে সহবাস করা।

২। রোযা অবস্থায় দিনের বেলা মনি বা মযি বের করা এবং তার মজা অনুভব করা।

৩। ইচ্ছাকৃত ভাবে খাওয়া পান করা।

৪। সাহেরীর সময় এই নিয়ত করা যে সকালে রোযা ভেঙ্গে ফেলবে। আর এই নিয়তের সাথেই সকাল করা।

৫। সিঙ্গা লাগানোর পর রোযা ভেঙ্গে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃত ভাবে খাওয়া।

৬। স্বপ্নদোষ হওয়ার পর ধারণা করেছে যে রোযা ভেঙ্গে গেছে পরে ইচ্ছাকৃত ভাবে খাওয়া।

৭। রোযা ভঙ্গ হয় এমন কোন কিছু ইচ্ছাকৃত ভাবে করা।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : (١) الجماع عمدًا ... (٢) اخراج المنى او المذى يقظة مع اللذه ... (٣) الأكل والشرب عمدًا ... (٤) تجبُ الكفارة بالاصباح بنية الفطر... (فصل ما يوجب القضاء والكفارة) ٢/ ٥٨١-٨٢ رشيدية)

প্রমাণ: তাতার খানিয়া- ২/১০৮, হিদায়া- ১/২১৯-৩২৬, হাশিয়ায়ে তহতবী- ৬৬৩-৬৪, আল ফিকহুল ইসলামী - ২/৫৮১-৮২, আলমগীরী- ১/২০৬,

রোযার কাফফারার টাকা মাদ্রাসার লিলাহ বোর্ডিংয়ে দেওয়া

প্রশ্নঃ কোন ব্যক্তির রোযার কাফফারার টাকা মাদ্রাসার লিল্লাহ বোর্ডিংয়ে দিয়ে ছাত্রদের খানা খাওয়ানোর দ্বারা কাফফারা আদায় হবে কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ, কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

وفى الترمذى: عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا ۔ (باب ما جاء فى الكفارة ٢/ ١٥٢ اشرفية)

প্রমাণঃ সূরা বাকারা– ১৮৪, তিরমিযী– ১/১৫২, দুররে মুখতার– ১/১৫৩, শামী ২/৪২৭, আলমগীরী– ১/২০৭

কয়েকটি রোযার ফিদিয়া একজনকে দেওয়া

প্রশ্নঃ কয়েকটি রোযার ফিদিয়া একজনকে দিলে ফিদিয়া আদায় হবে কি? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তরঃ হ্যাঁ, একাধিক রোযার ফিদিয়া একজনকে দেওয়া জায়েয আছে।

وفى الدر المختار: وللشيخ الفانى العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجوبا ولو فى اول الشهر وبلا تعدد فقير كالفطرة ۔ (فصل فى العوارض ٢/ ١٥٣ زكريا)

প্রমাণঃ সূরা বাকারা – ১৮৪, দুররে মুখতার– ১/১৫৩, শামী– ২/৪২৭, আল বাহরুর রায়েক– ২/২৮৭, ত্বহতবী– ৬৮৮

রোযা অবস্থায় ভুলে খাওয়ার পর ইচ্ছাকৃতভাবে খেলে

প্রশ্ন : রমযান মাসে যদি কোন ব্যক্তি ভুলে কিছু খেয়ে ফেলে এবং রোযা ভেঙ্গে গেছে, এই ধারণা করে ইচ্ছাকৃত পুনরায় কিছু খায়, তাহলে কি তাহার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে, না কাযা?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে ঐ ব্যক্তির উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে।

كما فى الهداية : ومن اكل فى رمضان ناسيا وظن ان ذلك يفطره فاكل بعد ذلك متعمدا عليه القضاء دون الكفارة. (باب ما يجب القضاء والكفارة جا صـ٢٢٦ اشرفى بك)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২২৬, ফাতহুল কাদীর ২/২৯৩, ইনায়া ২/২৯৩, বিনায়া ৪/১০৮, নাছবুর রায়া ২/৪৯৮)

গ্যাস্টিকের কারণে রোযা ভাঙ্গা

প্রশ্নঃ গ্যাস্টিক এর ব্যথার কারণে রোযা ভাংতে পারবে কিনা?

উত্তরঃ রোযা রাখার দরুন যদি কোন ব্যক্তির জীবন নাশ বা অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার আশংকা হয়, অথবা রোযা রাখার দরুন রোগ বেড়ে যাবে কোন অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের রায় হয়, তাহলে রোযা ভাঙতে পারবে। অন্যথায় রোযা ভাঙতে পারবে না। অতএব গ্যাস্টিক এর ব্যথাও যদি এমন হয় তাহলে রোযা ভাঙতে পারবে অন্যথায় পারবে না। তবে পরবর্তীতে কাযা করতে হবে।

كما فى القران الكريم: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ـ (سورة البقرة ـ ١٨)

প্রমাণঃ সূরা বাকারা- ১৮, ফাতহুল কাদীর- ২/২৭২, হাশিয়ায়ে তহতবী- ৬৮৪, আলমগীরী- ১/২০৭, বাদায়ে- ২/২৪৫, তাতার খানিয়া- ২/১১৪

রোযা ভাঙার পর দিনের বেলায় খাওয়া

প্রশ্নঃ কোন ব্যক্তির কোন কারণে রোযা ভেঙ্গে গেলে দিনের বেলা খানা পিনা করতে পারবে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তরঃ না, রমযান মাসে দিনের বেলা কোন কারণে রোযা ভেঙ্গে গেলে ঐ ব্যক্তি মাগরিব পর্যন্ত রোযাদারের মতই খানা পিনা থেকে বিরত থাকবে। পরবর্তীতে ঐ দিনের রোযা কাযা করে নিবে।

وفى الطحطاوى : الامساك بقية اليوم على من فسد صومه ولو بعذر (فصل يجب على ٦٧٨/١)

প্রমাণঃ হিন্দিয়া- ১/২১৪, হিদায়া - ১/২২৫, আল বাহরুর রায়েক- ২/২৯১, বাদায়ে- ২/২৬২, হাশিয়ায়ে তহতবী- ১/৬৭৮, আল ফিকহুল আলাল মাজাহিবিল আরবাআ- ১/৪৪২

রোযার দিনের বেলায় হায়েয থেকে পবিত্র হলে করণীয়

প্রশ্নঃ রোযার দিনের বেলায় হায়েয থেকে পবিত্র হলে করণীয় কি?

উত্তরঃ সে উক্ত দিনের মাগরিব পর্যন্ত রোযাদারের মতই পানাহার থেকে বিরত থাকবে এবং পরে ঐ দিনের রোযা কাযা করে নিবে।

وفى الهداية: قدم المسافرا وطهرت الحائض فى بعض النهار امسكا بقية يو مهما ـ (مايوجب القضاء ٢٢٥/١ اشرفية)

প্রমাণঃ বুখারী- ১/২৫৭, দুররে মুখতার- ১/১৫১, হিদায়া- ১/২২৫, বাদায়ে- ২/২৬২, হিন্দিয়া- ১/২১৪, তাতার খানিয়া- ২/১২৪

রমযান মাসের দিনের বেলায় কোন নাবালেগ বালেগ হলে তার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন নাবালেগ রমযান মাসের দিনের বেলা বালেগ হয়, অথবা কোন কাফের মুসলমান হয় তাহলে কি তারা বাকি দিনটা না খেয়ে থাকবে? আর যদি খায় তাহলে কি তাদের জন্য ঐ দিনের রোযা কাযা করতে হবে?

উত্তর : হ্যাঁ, দিনের বাকি অংশ না খেয়ে থাকবে, তবে যদি তারা খেয়ে ফেলে তাহলে আর ঐ দিনের কাযা আদায় করতে হবে না।

وفى القدورى : واذا بلغ الصبى وأسلم الكافر فى رمضان امسكا بقية يومهما وصام بعده ولم يقضيا ماضى (صـ٥٣ مكتبة الرشيدية)

(প্রমাণ : কুদূরী-৫৩, হিদায়া ১/২২৩, ফাতহুল কাদীর, ২/২৮২, কিফায়া, ২/২৮২)

রোযা অবস্থায় হায়েয আসলে করণীয়

প্রশ্ন : রোযা অবস্থায় যদি কোন মহিলার হায়েয আসে তাহলে উক্ত রোযার হুকুম কি?

উত্তর : রোযা অবস্থায় মহিলার হায়েয আসলে উহা পরে কাযা করবে এবং ঐ দিনের বাকি সময় না খেয়ে থাকবে।

كما فى الهداية : واذا حاضت المرأة او نفست افطرت وقضت (كتاب الصوم جا صـ٢٢٤ مكتبة اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২২৪, কাযীখান ১/২০৯, ইনায়া ২/২৯০, ফাতহুল কাদীর ২/২৯০)

রমযানের কিছু রোযা রাখার পর অসুস্থ হলে

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি রমযানের কিছু রোযা রাখার পরে অসুস্থ হয়ে গেছে, এখন যদি সে পরবর্তী রোযাগুলো রাখে তাহলে তার অসুস্থতা আরো বেড়ে যাওয়ার ভয় আছে। এমতাবস্থায় রোযা ছেড়ে দিতে পারবে কি না? আর যদি কাযা হয়ে যাওয়া রোযা গুলোর ফিদ্‌য়া আদায় করে দেয় তাহলে তার জিম্মা থেকে কাযা আদায় হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তি রোযা রাখার দ্বারা যদি তার অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার ভয় হয় তাহলে রোযা ছেড়ে দেয়া তার জন্য বৈধ আছে এবং সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর ছুটে যাওয়া রোযাগুলোর কাযা আদায় করা আবশ্যক। আর কাযা হয়ে যাওয়া রোযাগুলোর ফিদ্‌য়া আদায় করলে তার জিম্মা থেকে কাযা আদায় হবে না।

كما فى الهداية : ومن كان مريضا فى رمضان فخاف ان صام ازداد مرضه افطر وقضى. (كتاب الصوم جا صـ٢٢١ مكتبة اشرفية)

প্রমাণ : হিদায়া-১/২২১, আলমগীরী-১/২০৭ কাযীখান-১/২০২।

রমযানের কাযা রোযা রাখার পর ভেঙ্গে ফেললে করণীয়

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি রমযানের কাযা রোযা রাখার পর ভেঙ্গে ফেলে তাহলে উক্ত সুরতে তার উপর কাযা ওয়াজিব না কাফ্‌ফারা ওয়াজিব?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে ঐ ব্যক্তির উপর শুধু কাযা ওয়াজিব। কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না।

وفی مراق الفلاح : او افسد صوم غیر اداء رمضان بجماع او غیرہ لعدم ھتك حرمة الشھر. (باب ما یفسد الصوم جا صـ٦٧٦ دار الکتاب)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৫০, শামী ২/৪০৫-৪০৯, আল বাহরুর রায়েক ২/২৭৮, কাশফুল আসতার ১/১৫১, মারাকিউল ফালাহ-১/৬৭৬)

ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভাঙ্গার পর অসুস্থ হলে

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভাঙ্গার পর খুব অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে তার উপর শুধু কাযা ওয়াজিব হবে না কাফফারাও ওয়াজিব হবে।

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে শুধু কাযা ওয়াজিব হবে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না।

کما فی العالمغیریة : والصحیح اذا افطر ثم مرض مرضا لا یستطیع معه الصوم تسقط الکفارة. (ومما یتصل بذلك جا صـ٢٠٦ حقانیة)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২০৬, আল বাহরুর রায়েক ২/২৭৭, কাযীখান-১/২১৫, বাদায়ে ২/২৫৮)

সৎ দাদির কাফফারার টাকা সৎ নাতি নিতে পারবে

প্রশ্ন : সৎ দাদির কাফফারার টাকা সৎ নাতি নিতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ নিতে পারবে।

کمافی الشامیة : ویجوز دفعھا لزوجة ابیه وابنه وزوج ابنته ـ (باب الزکوة ٣٤٦/٢ سعید)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৩৪৬, আলমগীরী ১/১৭১, হাশিয়ায়ে তহত্বাবী ৭২১

রমজানের রোযা ব্যতীত অন্য রোযা ভাঙ্গার বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি রমজানের রোযা ব্যতীত অন্য রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলে তাহলে কি তার উপর শুধু কাযা ওয়াজিব নাকি কাফফারাও ওয়াজিব?

উত্তর : রমজান ব্যতীত অন্য যে কোন রোযা ভাঙ্গার দ্বারা শুধু কাযা ওয়াজিব হয়, কাফফারা ওয়াজিব হয় না। কাফফারা শুধু রমজানের রোযার সাথে সম্পৃক্ত।

كمافى فى الهندية : ولا كفارة بافساد صوم غير رمضان (باب المتفرقات ٢١٥/١ حقانية)

প্রমাণ : হিন্দিয়া ১/২১৫, আল বাহরুর রায়েক ২/২৭৮, হিদায়া ১/২১৯, কানযুদ দাকায়েক ৬৮

রোযা অবস্থায় সহবাস ব্যতীত মনি বের হলে তার বিধান

প্রশ্ন : সহবাস ব্যতীত মনি বের হওয়ার কারণে রোযার কাযা এবং কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব কিনা?

উত্তর : না, উভয়টি ওয়াজিব না, বরং শুধু রোযার কাযা করা ওয়াজিব।

وفى الشامية: (قوله وكذا لاستحناء بالكب) اى فى كونه لا يفسد لكن هنا إذا لم ينزل اما اذا نزل فعليه القضاء ـ (مطلب فى حكم الا ستمناء بالكف ٣٩٩/٢ سعيد)

প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/১৫০, শামী ২/৩৯৯, বাদায়ে ২/২৪৪

ক্ষুধার কারণে রোযা ভাঙ্গা

প্রশ্ন : অনেক ক্ষুধার কারণে রোযা ভাঙ্গা জায়েয কিনা? এবং যদি ভাঙ্গে তাহলে কাযা-কাফফারা উভয়টা ওয়াজিব হবে কিনা?

উত্তর : ক্ষুধার কারণে যদি জান হালাকের ভয় হয়, তাহলে রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে। আর এর দ্বারা শুধু কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

وفى السراجية : ومن افطر بعذرثم قدر على القضاء فعليه القضاء على التراخى ـ (باب وجوب القضاء ١٦٧ اتحاد)

প্রমাণ : হিন্দিয়া ১/২০৭, সিরাজিয়্যা ১৬৭, মাউসুআ ২৮/৪৪

বিমান নিয়ে ট্রেনিং করার সময় দুর্ঘটনা হওয়ার আশংকায় রোযা না রাখা

প্রশ্ন : যারা সরকারী জঙ্গী বিমানের পাইলট আছেন, সরকারের নির্দেশক্রমে রমজান মাসেও তাদের ট্রেনিং করতে হয়। যেহেতু যাত্রীবাহী বিমানের তুলনায় জঙ্গী বিমানে শরীরে চাপ বেশী পরে এবং রোযা রেখে জঙ্গী বিমান নিয়ে ট্রেনিং করত বার বার রাউন্ড করার দুর্ঘটনা হওয়ার আশঙ্কা বেশি। তাই কেউ যদি রোযা না রাখে বা রেখে ভেঙে দেয় তবে কি তা জায়েয হবে? যদি জায়েয না হয় তবে কি ঐ রোযার শুধু ক্বাযা ওয়াজিব, নাকি কাযা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব?

উত্তর : রোযা রেখে জঙ্গী বিমানের ট্রেনিং নিলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকলে ট্রেনিং চলাকালীন সময়ে রোযা না রেখে পরবর্তীতে কাযা আদায় করে নেবে। এমনিভাবে প্রশ্নে বর্ণিত বিশেষ প্রয়োজনের ভিত্তিতে রোযা ভাঙতে বাধ্য হলে শুধু কাযাই যথেষ্ট হবে। কাফাফারা ওয়াজিব হবে না।

كما فى الدر المختار : وخادمته خافت الضعف بغلبة الظن بامارة او تجربة او اخبارطبيب حاذق مسلم مشنور۔ (باب ما بفسد الصوم ١٥٣/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৫৩, শামী ২/৪২২, তহত্বী ৬৮৫, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৫৮

অসুস্থ ব্যক্তির রোযা না রাখার বিধান

প্রশ্ন : কেউ যদি এমন অসুস্থ হয় যে রোযা রাখলে অসুস্থতা বেড়ে যাবে, বা অঙ্গহানী হওয়ার ভয় হয় আর এ ব্যাপারে যদি অভিজ্ঞ ডাক্তার বলে থাকে তাহলে তার রোযার হুকুম কি?

উত্তর : উল্লেখিত ব্যক্তি রোযা রাখবে না; বরং সুস্থ হলে ঐ রোযার কাযা করবে।

كما فى العالمغيرية : (ومنها المرض) المريض اذا خاف على نفسه التلف ا ِ ذهاب عضو يفطر بالاجماع وان خاف زيادة العلة او امتداده فكذالك عندنا وعليه القضاء اذا افطر كذا فى المحيط. (صوم جا صـ٢٠٧ حقانية)

প্রমাণ : আলমগীরী ১/২০৭, কাযীখান ১/২০২, বায্যাযিয়া ৪/১০৫, হিদায়া ৩/২৭২)

রমযানের কাযা রোযা আদায়ের নিয়ম

প্রশ্ন : রমযানের ক্বাযা রোযাসমূহ কিভাবে আদায় করবে? লাগাতারভাবে নাকি পৃথকভাবে একদিন পর পর একটি একটি করে আদায় করবে? আর ক্বাযা রোযা জিম্মায় থাকা অবস্থায় তা আদায় করার পূর্বে নফল রোযা রাখা শরীআতের দৃষ্টিতে কি?

উত্তর : ক্বাযা রোযা এক সাথে লাগাতারভাবে আদায় করতে পারবে অথবা পৃথকভাবেও আদায় করতে পারবে। আর ক্বাযা রোযা জিম্মায় থাকা অবস্থায় তা আদায় করার পূর্বে নফল রোযা রাখা মাকরূহ।

وفى الهداية : وقضاء رمضان ان شاء فرقه وان شاء تابعه. (باب ما يوجب القضاء الكفارة. جا صـ٢٢٢ الاسلامية)

(প্রমাণ : হিদায়া-১/২২২, আল বাহরুর রায়েক ২/১৮০, বিনায়া ৪/৮১, নাছবুর রায়া ২/৪৮৫, ফাতহুল কাদীর ২/২৭৪)

কাযা রোযা শেষ হবার পূর্বেই রমযান এসে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি রমযানের রোযাও না রাখে এবং পরবর্তীতে কাযাও না করে। এমনকি আবার রমযান চলে আসে। এখন সে কোন রমযানের রোযা রাখবে।

উত্তর : উল্লেখিত ছুরতে ঐ ব্যক্তি দ্বিতীয় রমযানের রোযা রাখবে এবং পরবর্তীতে ১ম রমযানের রোযা কাযা করে নিবে।

كما فى الهداية : وان أخره حتى دخل رمضان آخر صام الثانى لانه فى وقته وقضى الاول بعده لانه وقت القضاء (جا صـ٢٢٢ مكتبة الاشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২২২, ফাতহুল কাদীর-২/২৭৫, শরহে বেকায়া-১/২৫০)

মৃতের পক্ষ হতে নামায রোযা কাযা সম্পর্কে

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার অভিভাবক যদি ছুটে যাওয়া নামায, রোযার কাযা আদায় করে তাহলে বৈধ হবে কি না?

উত্তর : বৈধ হবে না।

كما فى المؤطا للامام مالك: عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن عمر كان يسال هل يصوم احد عن احد ويصلى احد عن احد فيقول لا يصوم احد عن احد. (صـ١٧ اشرفية)

(প্রমাণ : মুয়াত্তায়ে মালেক-১৭, আলমগীরী ১/২০৭, আল বাহরুর রায়েক ২/২৮৫, দুররে মুখতার ১/১৫৩)

বেহুশ ব্যক্তির উপর রোযার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তির পূর্ণ রমযান মাস সংজ্ঞাহীন অবস্থায় অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে তার রোযার হুকুম কি?

উত্তর : উল্লেখিত অবস্থায় ঐ ব্যক্তি রমযানের রোযা কাযা করবে।

وفى الدر المختار : وقضى ايام اغمائه ولو كان الاغماء مستغرقا للشهر لندرة امتداده سوى يوم حدث الاغماء فيه ليلته فلا يقضيه الا اذا علم انه لم ينوه. (فصل فى العوارض ج٢ صـ٤٣٢ سعيد)

(প্রমাণ : কাযীখান ১/২০০, তাতার খানিয়া ২/ ১২৪, দুররে মুখতার-২/৪৩২, হিদায়া ১/২২৪)

নফল রোযা ভেঙ্গে ফেললে এর হুকুম

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি নফল রোযা রাখে এবং ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর : নফল রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেললে উহার কাযা ওয়াজিব।

وفى فتح القدير : ومن دخل فى صوم التطوع او فى صلاة التطوع ثم افسده قضاه. (باب ما يوجب القضاء والكفارة. ج۲ صـ۲۸۰ مكتبة رشيدية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২২৩, ফাতহুল কাদীর ২/২৮০, বিনায়া ৪/৮৭, নাছবুর রায়া ২/৪৮৯)

কাফফারার প্রকারভেদ

প্রশ্ন : যিহার, কসম, এবং রোযা এই প্রত্যেকটার কাফফারা কি? এবং আদায় করার পদ্ধতি কি?

উত্তর : যিহারের কাফফারা হলো তিন প্রকার ১। কৃতদাস আযাদ করা। আর বর্তমানে তা সম্ভব না তাই ২। লাগাতার দুই মাস রোযা রাখা ইহাও সম্ভব নাহলে ৩। ষাট জন মিসকিনকে পেট ভরে দুইবেলা খানা খাওয়ানো। অথবা খানা পরিমাণ মূল্য প্রদান করলেও কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে।

কসমের কাফ্ফারাও তিন প্রকার। ১. দশজন মিসকীনকে পেট ভরে খানা খাওয়ানো। ২. অথবা ১০জন মিসকীনকে কাপড় দেয়া। তবে কাপড়টি এমন হওয়া উচিত যাতে শরীরের অধিকাংশ ঢাকা সম্ভব হয়। যেমন- বড় চাদর, বা লম্বা জামা ইত্যাদি। ৩. যদি এই দুইটির কোন একটিও সম্ভব না হয় তাহলে লাগাতার তিনটি রোযা রাখা। আর রোযার কাফ্ফারা যেহারের কাফ্ফারার মতই যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

كما فى الهداية : قال وكفارة الظهار عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا للنص الوارد فيه فانه يفيد الكفارة على هذا الترتيب. (باب الظهار ج۲ صـ٤١١ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ২/৪১১, ৪৮১, ১/২১৯, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যাহ ১৭/২০৮, শামী ২/৪১২)

কাফফারার ক্ষেত্রে ১২০ জনকে একত্রে খাওয়ানো

প্রশ্ন: কাফফারার ক্ষেত্রে ১২০ জনকে একত্রে খাওয়ানোর দ্বারা কাফফারা আদায় হবে কিনা?

উত্তর: না, একত্রে ১২০ জনকে খানা খাওয়ানোর দ্বারা কাফফারা আদায় হবে না, বরং ৬০ জন ব্যক্তিকে দুই ওয়াক্ত খানা খাওয়াতে হবে।

وفی حاشية الطحطاوی ـ فان لم يستطع الصوم اطعم ستين مسكينا ـ بشرط ان يكون الذين اطعمهم ثانيا هم الذين اطعمهم اولاً حتى لو غدى ستين ثم اطعمهم ستين غير هم لم يجز حتى يعيد الاطعام لأحد الفريقين (فصل فی الکفارة ٦٧٠)

প্রমাণঃ সূরা মুজাদালাহ- ৩, তাফসীরে মাজহারী- ৭/২১৯, বুখারী- ১/২৫৯, হিদায়া- ১/৪১১, তহতভী- ৬৭০

রোযার কাফ্ফারা আদায়ের জন্য ২মাস খানা খাওয়ানো

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি রোযার কাফফারা হিসেবে একজন ত্বালেবে ইলেমকে ২মাস তথা ৬০দিন খানা খাওয়ায় তাহলে কাফফারা আদায় হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

كما فی الدر المختار : فان عجز عن الصوم إلخ. اطعم ای ملك ستين مسكينا.... وان غداهم وعشاهم... جاز... كما جاز لو اطعم واحدا ستين يوما... (باب الكفارة ج١ صـ٢٥٠-٢٥١ زكريا)

(প্রমাণ : দুররে মুখতার ১/২৫০-২৫১, আলমগীরী ১/৫১৪, বাদায়ে ৪/২৬২, তাতার খানিয়া ৩/১৪০-১৪১, ফাতহুল কাদীর ৪/১০৬)

ওযর ছাড়া রোযা ভঙ্গ করা

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি একই রমযানের মধ্যে আটটি রোযা রাখার পরে বাকি রোযা ওযর ছাড়া ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তার উপর কয়টি কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে?

উত্তর : ঐ ব্যক্তি যদি কাফ্ফারা না দিয়ে থাকে তাহলে তার উপর একটি কাফ্ফারাই ওয়াজিব হবে।

وفی التاتار خانية : اذا افطر مرارا فی رمضان واحد عليه كفارة واحدة. (ج٢ صـ١١١)

প্রমাণ : তাতার খানিয়া-২/১১১, দুররে মুখতার-১/১৫১, শামী-২/৪১৩

গরীব মহিলা রমযান মাসে ওযরবিহীন রোযা ভাঙ্গলে তার বিধান

প্রশ্ন : যদি কোন গরীব মহিলা ওযর ব্যতিত রমযান মাসের রোযা রাখার পর ইচ্ছা করে ভেঙ্গে ফেলে তাহলে সে কাফ্ফারা কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর : উক্ত মহিলা তার কাযা ও কাফ্ফারা আদায় করার জন্য ঋতু স্রাবের দিনগুলো বাদ দিয়ে লাগাতারভাবে একষট্টি রোযা রাখবে।

وفی العالمغيرية : اذا افطر رمضان متعمدا وهو فقير فصام احد او ستين يوما للقضاء والكفارة ولم يعين اليوم للقضاء جاز، كذا ذكره الفقيه ابو الليث

كذا فى فتاوى قاضى خان. (جا صـ١٩٦ حقانية)

(প্রমাণ : কাযীখান-১/২০২, বায্‌যাযিয়া-৪/৯৭, আলমগীরী-১/১৯৬)

রোযার কাফ্‌ফারা কাযাসহ ৬১টি

প্রশ্ন : (ক) রমযান মাসে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গ করলে তার কাফফারা কি?
(খ) কাযা এবং কাফফারার জন্য সমষ্টিগতভাবে ৬০ রোযা রাখবে? না কাযার জন্য আলাদাভাবে ১টা রাখবে?

উত্তর : (ক) ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের রোযা ভঙ্গ করলে তার কাফফারা হল, কৃতদাস আযাদ করা, তার সামর্থ না থাকলে লাগাতার ২মাস রোযা রাখা, তাও যদি সামর্থ না থাকে তাহলে ৬০ জন মিসকিনকে দু-বেলা পেট ভরে খাওয়ানো।
(খ) কাযাস্বরূপ আলাদা ১টি রোযা রাখার পর কাফ্‌ফারা এর জন্য ৬০টি রোযা রাখতে হবে।

وفى الهداية : لو اكل او شرب ما يتغذى به او يتداوي به فعليه القضاء والكفارة. (جا صـ٢١٩ الصوم)

(প্রমাণ : হিদায়া-১/২১৯, ফাতহুল কাদীর ২/২৬৩, ২/২৬৪, দুররে মুখতার ২/৪০৯, আলমগীরী ১/২০৫)

অসুস্থ ব্যক্তি ফিদ্‌য়া দেওয়ার পর সুস্থ হলে তার রোযার হুকুম

প্রশ্ন : এমন ব্যক্তি যে রোযা রাখতে অক্ষম এবং তার করুণ অবস্থা দেখে বুঝা যায় ভবিষ্যতেও সে রোযা রাখতে সক্ষম হবে না, সে যদি রোযার পরিবর্তে ফিদ্‌য়া আদায় করার পর রোযা রাখতে সক্ষম হয়, তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর : বার্ধক্য বা অসুস্থতার দরুন রোযা রাখতে অক্ষম ব্যক্তি রোযার পরিবর্তে ফিদ্‌য়া আদায় করার পর, রোযা রাখতে সক্ষম হলে পূর্বের ছুটে যাওয়া রোযা কাযা করা ওয়াজিব।

وفى العالمغيرية : ولو قدر على الصيام بعد ما فدى بطل حكم الفداء الذى فداه حتى يجب عليه الصوم. (باب فى الاعذار التى تبيح الافطار جا صـ٢٠٧ حقانية)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা, ১৮০, দুররে মুখতার ১/১০৩, শামী ২/৪২৭, আলমগীরী ১/২০৭)

রমযান মাসে মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তি মারা গেলে তার বিধান

প্রশ্ন : মুসাফির ব্যক্তি মুকীম হওয়ার পূর্বে এবং অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হওয়ার পূর্বে যদি মারা যায় তাহলে উভয়ের উপরে রোযা ক্বাযা আবশ্যক থাকবে? নাকি এর পরিবর্তে ফিদয়াহ আদায় করতে হবে?

উত্তর : বর্ণিত সুরতে মুসাফির এবং মুকীম ব্যক্তির উপর রোযার ক্বাযা আবশ্যক নয় এবং তাদের উভয়ের পক্ষ থেকে ওয়ারিশদের জন্য ফিদ্য়াও আদায় করতে হবে না।

وفى البحر الرائق : ولا قضاء على المريض والمسافر اذا ماتا قبل الصحة والاقامة لانهما يدركا عدة من ايام اخر فلم يوجد شرط وجوب الاداء فلم يلزم القضاء قيد به. ج٢ صـ٢٨٣ رشيدية

(প্রমাণ : আল বাহরুর রায়েক ২/২৮৩, নাছবুর রায়াহ ২/৪৮৫, শামী ৪/৭৯)

সুস্থ হবার পর রোযা না রেখে মারা গেলে তার হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোন ব্যক্তি রমযানে ১০দিন অসুস্থ থাকার কারণে রোযা না রাখে। তারপর ১৮দিন সুস্থ থাকে, কিন্তু রোযা না রাখে এবং ২৯ রমযানে মারা যায়। তাহলে তার উপর কয় দিনের কাযা আবশ্যক হবে?

উত্তর : শুধু ঐ ১৮দিনের কাযা আবশ্যক হবে, যেই ১৮দিন সে সুস্থ ছিল এবং যে ১০দিন সে অসুস্থ ছিল তার কাযা আবশ্যক হবে না। কারণ সে ঐ ১০দিনের কাযা আদায় করার সময় পায়নি। সুতরাং ঐ ব্যক্তি যদি তার ওয়ারিশদের মধ্যে কাউকে অসিয়ত করে যায় তাহলে তারা ঐ ব্যক্তির সুস্থ থাকার ১৮ দিনের রোযার ফিদ্য়া আদায় করে দিবে।

كما فى العالمغيرية : فان صح المريض أو اقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة وهذا قولهم جميعا. (ج١ صـ٢٠٧ مكتبة الحقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২০৭, কাযীখান ১/২০৩, হিদায়া ২/২৭৩, আল বাহরুর রায়েক ২/২৮৩, ফাতহুল কাদীর ২/২৭৩)

বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা রোযা রাখতে অক্ষম হলে

প্রশ্ন : অনেক বেশী বৃদ্ধ পুরুষ বা বৃদ্ধা মহিলা যদি রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তাহলে শরীআতে এদের জন্য কি হুকুম রয়েছে।

উত্তর : তারা রোযার পরিবর্তে ফিদ্য়া আদায় করে দিবে। আর ফিদ্য়ার পরিমাণ হলো ঃ সদকায়ে ফিতরের মত প্রতিটি রোযার পরিবর্তে পৌনে দুইসের গম বা আটা অথবা তার সম পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। অথবা কোন গরীবকে এক দিনে দু বেলা খাওয়াতে হবে।

كما فى القران المجيد : فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الخ. (سورة البقرة : ايت١٨٤)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা-১৮৪, আলমগীরী-১/২০৭, হিদায়া-১/২২২, আল বাহরুর রায়েক-২/২৮২, তাতার খানিয়া-২/১১৮)

বৃদ্ধ লোক জীবদ্দশায় ফিদ্য়া দিতে চাইলে

প্রশ্ন : অতি বৃদ্ধলোক নামায এবং রোযার ফিদয়া জীবদ্দশায় আদায় করতে পারবে কি না?

উত্তর : অতি বৃদ্ধলোক রোযার ফিদ্য়া জীবদ্দশায় আদায় করতে পারবে। কিন্তু নামাযের ফিদ্য়া জীবদ্দশায় আদায় করতে পারবে না।

والشامية : ولا فدية فى الصلوة حالة الحياة بخلاف الصوم (جـ٢ صـ٧٤ سعيد)

(প্রমাণ : শামী ২/৭৪, দুররে মুখতার ১/১৫৩, আলমগীরী ১/১৩৫)

রোযার ফিদ্য়া হাফেয সাহেবকে খাওয়ানো

প্রশ্ন : রোযা রাখতে অক্ষম এমন ব্যক্তি যদি তার ফিদ্য়া হিসাবে তারাবীহ নামাযের হাফেয সাহেবদেরকে খানা খাওয়ায় তাহলে তার ফিদ্য়া আদায় হবে কি না?

উত্তর : তারাবীহ নামাযের হাফেয সাহেবগণ যদি অসহায় মিসকীন হয়। আর রোযা রাখতে অক্ষম এমন ব্যক্তি তার ফিদ্য়া হিসাবে যদি তাদের খানা খাওয়ায় তাহলে তার কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। তবে কালামে পাকের মুহাব্বতের দাবী হল হাফেযে কুরআনের খাবার হবে ঐ এলাকার মুসল্লীদের খাবারের উত্তম খাবার।

وفى العالمغيرية : فالشيخ الفانى الذى لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم فى الكفارة. (باب الصوم جا صـ٢٠٧ مكتبة حقانية)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা-১৮৪, মিশকাত-১/১৭৮, আলমগীরী ১/২০৭, দুররে মুখতার ১/১৫৩)

অক্ষম ব্যক্তির রোযা রাখা

প্রশ্ন : অতি বৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে প্রচণ্ড গরম এবং দিন বড় থাকার কারণে রোযা রাখতে অক্ষম, এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির রোযার হুকুম কি?

উত্তর : উক্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি যদি শীতের দিন ছোট থাকা অবস্থায় রোযা রাখতে পারে তাহলে শীতের দিনে রমযানের রোযা কাযা রাখতে হবে। আর যদি, একে বারেই না রাখতে পারে তাহলে রোযার ফিদ্য়া দিয়ে দিবে।

وفى العالمغيرية : فالشيخ الفانى الذى لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم فى الكفارة. (باب الصوم جا صـ٢٠٧ حقانية)

(প্রমাণ : সূরা বাকারা-১৮৪, দুররে মুখতার, ২/১৬৩, আলমগীরী ১/২০৭, হিদায়া, ১/২২২)

রোযার বিবিধ মাসায়েল

রোযা অবস্থায় অপারেশন করা

প্রশ্ন : কোন্ কোন্ অপারেশনের দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, এবং কোন্ কোন্ অপারেশনের দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না,

উত্তর : (১) অপারেশন যদি মস্তিষ্ক এবং পেট ব্যতিত শরীরের অন্যে অঙ্গে হয়, তাহলে উহার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না। (২) যদি পেট অথবা মস্তিষ্কের অপারেশন এমনভাবে করা হয় যে, কিছু কেটে বাহির করে দিয়ে কোন নতুন জিনিস প্রবেশ না করানো হয়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। (৩) যদি অপারেশন করে মস্তিষ্কে অথবা পেটের ভিতর কোন ঔষধ লাগানো হয় অথবা বানানো অঙ্গ লাগানো হয় ঔষধের দ্বারা, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে, আর যদি বানানো অঙ্গ লাগানোর সময় ঔষধ পেটের ভিতর এবং মস্তিষ্কে না পৌঁছায় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। (৪) যদি পাকস্থলীর ভিতর অপারেশন করার সময় কোন অঙ্গ কাটা ছিড়া করে বের করে পুনরায় নিজ জায়গায় ঠিক করে দেয়া হয়, তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (৫) এমনিভাবে যদি পেটের কোন অঙ্গ বের করে পুনরায় দ্বিতীয় বার পেটের ভিতর ফিট করে দেয়া হয়,তাহলেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

كما فى الشامية : (قوله فوصل الدواء حقيقة اشار الى ان ما وقع فى ظاهر الرواية من تقييد الا فساد بالدواء الرطب مبنى على العادة من انه يصل والا فالمعتبر حقيقة الوصول حتى لو علم وصول اليابس افسد او عدم وصول الطرى لم يفسدو انما الخلاف اذا لم يعلم يقينا فافسد باالطرى حكما بالوصول نظرا الى العادة. (باب ما يفسد الصوم ومالا يفسد ج٢ ص-٤٠٢ سعيد)

(প্রমাণ : শামী, ২/৪০২, দুররে মুখতার, ১/১৫০, বাদায়ে-২/২৫৩)

রোযা না রাখার ওযরসমূহ

প্রশ্নঃ কোন কোন ওযরের কারণে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই?

উত্তরঃএমন অসুস্থতা যে, রোযা রাখলে রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। এমন পিপাসিত বা ক্ষুধার্ত যে, রোযা রাখলে হালাক হওয়ার আশংকা থাকে। এমন বৃদ্ধ যে রোযা রাখার শক্তি রাখে না। গর্ভবতি বা দুধ পান করানেওয়ালী মহিলা যদি নিজের বা বাচ্চার রোযা রাখার দ্বারা হালাকতের আশংকা করে। শরয়ী মুসাফিরের জন্য। যুদ্ধকারীর জন্য। অথবা কাউকে যদি খানা পিনার উপর

বাধ্য করা হয় যে, না খেলে মেরে ফেলা হবে। উল্লিখিত লোকদের জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে। কিন্তু পরে কাজা করতে হবে।

وفى الشامية: وهى تسع نظمتها بقولى- وعوارض الصوم التى قد يغتفر للمرأ فيها الفطر تسع تستطر حبل وارضاع واكراه سفر - مرض جها د جوعه عطش كبر- (فصل فى العوارض ٢/ ٤٢١ سعيد)

প্রমাণ: সূরা বাকারা- ১৮৪, বুখারী- ২/৪২১, শামী- ২/৪২১, বাদায়ে- ২/২৪৫

যেখানে ২৪ ঘন্টা দিন সেখানে রোযার বিধান

প্রশ্ন: যে সব দেশে ২২ ঘন্টা বা ২৪ ঘন্টা দিন হয়, সে সব দেশে রোযা রাখার বিধান কি?

উত্তর: দিন যদিও ২২ ঘন্টা বা ২৪ ঘন্টার হয় তবুও ক্বোরআন ও হাদীসের আলোকে সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা রাখতে হবে। অতএব যে সকল দেশে ২২ ঘন্টা বা ২৪ ঘন্টা দিন হয় সেখানের মুসলমানেরা ২২ বা ২৪ ঘন্টাই রোজা রাখবে। তবে এক্ষেত্রে বয়স্ক ও দূর্বল লোকদের যদি অধিক কষ্ট হয় তাহলে রোযা রাখবে না। পরে যখন দিন স্বাভাবিক হবে, তখন কাযা করে নিবে।

وفى الفقه الاسلامى وادلته: وزمن الصوم من طلوع الفجر الى غروب الشمس ويؤخذ فى البلادالتى يتسا وى الليل والنهارفيها أو فى حالة طول النهار احيانًا كبلغاريا بتقديروقت الصوم بحسب أقرب البلاد منها- (تعريف الصوم وركنه وزمنه وفوائده ٢/ ٤٩٨ رشيدية)

প্রমাণ: শামী- ১/৩৬৬, বাদায়ে- ২/২৩৭, হিন্দিয়া- ১/২০৬, আল ফিকহুল ইসলামি ২/৪৯৮, সিরাজিয়া- ১৭১

রোযা অবস্থায় ইনজেকশন বা গ্লুকোজ ব্যবহার

প্রশ্ন : খাবারের চাহিদা পূরণকারী ইনজেকশন বা গ্লুকোজ ব্যবহার করলে রোযা ভাংবে কিনা?

উত্তর : না, ভাঙ্গবে না। তবে বিনা প্রয়োজনে ব্যবহার করা মাকরুহ।

وفى رحيميه : سوال بحالت صوم جو انجکشن گوشت میں لیا جاتا ہے اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن جو انجکشن رگ میں دیا جاتا ہے جس سے حاجت طعام بھی رفع ہو جاتی ہے تو ایسا انجکشن رگ میں لینے سے روزے پر اثر انداز ہوگا یا نہیں؟

جواب: بذریعہ انجکشن جسم میں دوا یا غذا پہنچانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے - (۳۸/۲)
প্রমাণ ঃ শামী ২/৩৯৫, বাদায়ে সানায়ে ২/২৪৪, রহিমিয়া ২/৩৮

পেটে বন্দুকের গুলি লাগলে রোযার বিধান

প্রশ্ন : পেটে বন্দুকের গুলি লাগার দ্বারা রোযা ভাঙ্গবে কিনা?

উত্তর : উক্ত গুলি যদি পেটে লেগে বাহির হয়ে যায়। তাহলে তার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না। আর যদি গুলি পেটে থেকে যায় তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

كمافى خلاصة الفتاوى : ولو طعن برمح فوصل الى جوفه ثم نزعه لا تفسد صومه ولو حتى الرمح فى جوفه اختلف المشائخ والصحيح انه لا يفسد صومه هذا فى نسخة الامام فخر الدين وفى التجرية يفسد ـ (كتاب الصوم ١٦١/١ رشيدية)

প্রমাণ ঃ খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৫২, দুররে মুখতার ১/১৪৯, হিদায়া ১/২১৬

রোযা অবস্থায় বগলের লোম ও নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করা

প্রশ্ন : রোযা অবস্থায় বগলের লোম ও নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করার হুকুম কি?

উত্তর : উল্লিখিত কাজগুলো করাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না।

وفى الهداية: ولا باس بالكحل ودهن الشارب... ولا باس بالسواك الرطب بالغداة والعشاء الصائم (كتاب الصوم ٢٢١/١ اشرفى)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৪৯, হিদায়া ১/২২১, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৬৬, আল ফিকহুল ইসলামী ১/৪৪০

কুদৃষ্টির দ্বারা রোযা ভঙ্গের বিধান

প্রশ্ন : কুদৃষ্টির দ্বারা রোযা ভাংবে কিনা?

উত্তর : না, কুদৃষ্টির দ্বারা রোযা ভাংবে না। যদিও বীর্য বের হয়ে যায়। কিন্তু রোযার মাকসাদ হাসেল হবে না।

كمافى البحر الرائق: لان عينه ليس بمفطر ـ (باب ماهذالصوم وما لايفد ٢٧٢/٢ رشيد)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ২/২৭২, হিদায়া ১/২১৬, দুররে মুখতার ১/১৫০-৫১, ফাতহুল কাদীর ২/৫৭, হাশিয়ায়ে তুহতাবী ২৫৭

শুধু পানি বা পান দ্বারা সেহরী খাওয়া

প্রশ্ন : অন্য কোন খাবার না খেয়ে শুধু পানি বা পান খাওয়ার দ্বারা সাহরী খাওয়ার সুন্নাত আদায় হবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

كمافى القران الكريم: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر۔ (۱۸۷سورة بقره)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১৮৭, হিদায়া ১/২২৫, সূনানে কুবরা ৬/২৬৪, আল বাহরুর রায়েক ২/২৯২

রমযান মাসে নাবালেগ বালেগ হলে করণীয়

প্রশ্ন: রমজান মাসে যদি কোন নাবালেগ বালেগ হয়, এবং কোন কাফের ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে করনীয় কি?

উত্তর: তারা ঐ দিনের অবশিষ্ট অংশ খানা-পিনা থেকে বিরত থাকবে।

وفى الهداية: واذابلغ الصبى او اسلم الكافرفى رمضان امسكا بقية يومهما ولو افطرا فيه لا قضاء عليهما لان الصوم غير واجب ۔ (باب مايجب القضاء والكفارة ۲۲۳/۱ غوثية)

প্রমাণ: তাতার খানিয়া- ২/১২৪, খানিয়া- ১/২১৭, কানয-৭০, হিদায়া- ১/২২৩ সিরাজিয়্যা- ১৬৬

মুসাফির দিন বাকী থাকতে বাড়িতে আসা

প্রশ্ন: যদি কোন মুসাফির দিন বাকী থাকতে সফর শেষ করে তাহলে সে খানা খেতে পারবে কিনা?

উত্তর: উক্ত মুসাফিরের জন্য বাকী দিন খানা না খেয়ে রোজাদারের মত দিন কাটানো ওয়াজিব।

كما فى الهداية: اذاقدم المسافر او طهرت الحائض فى بعض النهار امسكا بقية يو مهما ۔ (باب مايجب القضاء والكفارة ۲۲۵ اشرفى)

প্রমাণ: হিদায়া ১/২২৫, কুদুরী- ৫৩, নাসবুর রায়া- ২/৪৯৩, ফাতহুল কাদীর- ২/২৮৭, বিনায়া- ৪/৯০

পিপাসার কারণে রোযা অবস্থায় গোসলের হুকুম

প্রশ্ন: পানির পিপাসার কারণে রোযা অবস্থায় গোসল করার বিধান কি?

উত্তর: উল্লিখিত অবস্থায় গোসল করা জায়েয আছে। এর দ্বারা রোযার কোন ক্ষতি হবে না।

وفى الدر المختار : وكذا لاتكره حجامة وتلفف بثوب مبتل ومضمضة واستنشا ق او اغتسال للتبرد _ (١٥٢/١)

প্রমাণঃ আবু দাউদ- ১/৩২২, দুররে মুখতার ১/১৫২, হিদায়া- ১/২১৭, আল বাহরুর রায়েক- ২/১৮০

রোযা না রেখে তারাবীহ পড়া

প্রশ্নঃ রোযা না রাখলে তারাবীহ পড়া যায় কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তরঃ রোযা এবং তারাবীর নামায উভয়টি শরীয়তের ভিন্ন ভিন্ন হুকুম। রোযা রাখা ফরয আর তারাবীহ পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদা অতএব রোযা না রাখলেও তারাবীহ পড়া যাবে এবং এর দ্বারা ছাওয়াব পাবে কিন্তু রোযা না রাখার দরুন সে মারাত্মক গোনাহগার হবে।

كما فى الدر المختار:التراويح سنة مؤكدة لمواظبة الخلفاء الراشدين لرجال والنساء اجماعا ـ (باب الوتر والنوافل ٩٨/١ زكريا)

প্রমাণঃ দুররে মুখতার- ১/৯৮, মাওসুআ ২৭/১৩৭, তাতার খানিয়া- ১/৪১০, ত্বহতবী- ৪১১ হিদায়া- ১/১১৬

রমজানে মহিলাদের ফরয গোসলে গুপ্তাঙ্গে পানি প্রবেশ

প্রশ্নঃ মহিলাদের জন্য রমজান মাসে ফরয গোসল করার নিয়ম কি? তাদের গুপ্তাঙ্গে পানি প্রবেশ করাতে হবে কিনা?

উত্তরঃ মহিলাদের লজ্জাস্থানের ভিতরের অংশে পানি পৌছানো জরুরী না। অতএব রমজান মাসেও স্বাভাবিক নিয়মেই গোসল করবে।

كما فى الدر المختار: يجب اى يفرض غسل كل ما يمكن من البدن بلاحرج مرة كاذن وسرة وشارب وحاجب... وفرج خارج لانه كا لفم لا داخل لا نه باطن ـ (فى الغسل ١/ ١٥٢ سعيد)

প্রমাণঃ দুররে মুখতার- ১/১৫২, আল ফিকহুল ইসলামী - ১/৪৪৯, তাতার খানীয়া- ১/৯২, আলমগীরী- ১/১৪, খুলাসাতুল ফাতাওয়া- ১/১৪

রমজানে ওষুধ ইত্যাদির মাধ্যমে হায়েয বন্ধ রাখা

প্রশ্নঃ রমযান মাসে ওষুধ খেয়ে বা অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করে হায়েয বন্ধ রাখার বিধান কি? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তরঃ রমযান মাসে ওষুধ খেয়ে বা অন্য কোন পদ্ধতি গ্রহণ করে হায়েয বন্ধ

রাখা জায়েয। এমতাবস্থায় রমযানের রোযা যথাযথ ভাবে পালনও করতে হবে। তবে ওষুধ সেবন করে হায়েয বন্ধ করার দ্বারা স্বাস্থের জন্য ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাই এর থেকে বেঁচে থাকবে এবং বিজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে ওষুধ ব্যবহার করবে।

وفى الموسوعة الفقهية: بانه يجوز للمرأة شرب دواء مباح لقطع الحيض ان أمن الضرر

প্রমাণ: মুসান্নিফে ইবনে আবী শাইবা ১/১৫২, মাওসুআ- ১৮/৩২৭, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবি আরবাআ- ১/১০১, আল বাহরুর রায়েক- ১/১৯১, শামী- ১/২৮৪,

প্রবাসীর দেশে এসে ৩০ এর অতিরিক্ত রোযা

প্রশ্নঃ যদি কোন সৌদী প্রবাসী সৌদীতে দুই বা তিনটি রোযা রেখে বাংলাদেশে আসে তাহলে তার ত্রিশ রোযা পূর্ণ হওয়ার পরে রোযা ভাংতে পারবে কিনা?

উত্তরঃ না ভাংতে পারবে না। বরং বাকি রোযাগুলোও রাখা তার জন্য ফরয।

وفى الشامية : لو صام رائى هلال رمضان واكمل العدة لم يفطر الا مع الامام (كتا ب الصوم ٣٨٤/٢)

প্রমাণ: সূরা বাকারা – ১৮৫, তিরমিযী- ১/১৪৭, শামী- ২/৩৮৪, হিন্দিয়া- ১/১৯৭

রোযা অবস্থায় এণ্ডোস্কপি করানোর বিধান

প্রশ্ন : এণ্ডোস্কপি করানোর দ্বারা কি রোযা ভেঙ্গে যায়।

উত্তর : সাধারণত এণ্ডোস্কপি করার সময় রক্ত বা ময়লার কারণে পাইপের বাল্ব ঘোলাটে হয়ে যায়। যার কারণে পাইপের মাধ্যমে পানি দিয়ে ঐ বাল্ব পরিষ্কার রাখা হয়। এমন হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি এণ্ডোস্কপি করার সময় পাইপের মাধ্যমে পানি বা ঔষধ পাকস্থলিতে প্রবেশ না করানো হয় তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না। তাই যেই ডাক্তার এণ্ডোস্কপি করাবে তাকে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে। উল্লেখ থাকে যে, রমযান মাসে ইফতারের পর এণ্ডোস্কপি করাটা নিরাপদ এবং উত্তম।

كما فى العالمغيرية : وفى دواء الجائفة والامة اكثر المشائخ على ان العبرة للوصول الى الجوف والدماغ لا لكونه رطبا او يابسا حتى اذا علم ان اليابس وصل يفسد صومه ولو علم ان الرطب لم يصل لم يفسد. (باب ما يفسد الصوم جا صـ٢٠٤)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২০৪ দুররে মুখতার ১/১৪৯, ফাতহুল কাদীর ২/২৬৬ কানযুদ দাকায়েক ৬৯)

গর্ভবতী মহিলার রোযা রাখা

প্রশ্ন : গর্ভবতী মহিলা রোযা রাখার কারণে যদি তার সন্তান নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে রোযা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে উক্ত রোযার কাযা এবং কাফফারা আদায় করা আবশ্যক কি না?

উত্তর : সন্তান নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে রোযা ভেঙ্গে ফেললে উক্ত রোযার কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা দিতে হবে না।

كما فى العالمغيرية : الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما او ولدهما افطرتا وقضتا ولا كفارة عليهما. جا صـ٢٠٧ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২০৭, কাযীখান ১/২০২, হিদায়া ১/২২২)

মুসাফিরের রমযান মাসে নফল রোযা রাখা

প্রশ্ন : যদি কোন মুসাফির অথবা অসুস্থ ব্যক্তি রমযান মাসে অন্য কোন ওয়াজিব অথবা নফল রোযার নিয়ত করে এর দ্বারা কোন ধরনের রোযা আদায় হবে?

উত্তর : অসুস্থ এবং মুসাফির যদি রমযান মাসে রমযানের রোযা ব্যতিত অন্য কোন ওয়াজিব রোযার নিয়ত করে তাহলে ওয়াজিব রোযাই আদায় হবে, আর যদি নফল রোযার নিয়ত করে তাহলে রমযানের রোযা আদায় হবে, নফল আদায় হবে না।

كما فى العالمغيرية : واذا نوى واجبا اخر فى يوم رمضان.... وعند ابى حنيفة رحمه الله تعالى اذا صام المسافر بنية واجب اخر يقع عنه ولو نوى النفل ففيه روايتان.... والاصح انه يقع عن رمضان. (كتاب الصوم جا صـ١٩٦ مكتبة زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/১৯৬, কাযীখান ১/২০১, শামী ২/৩৭৮)

পাগল ব্যক্তির রোযার কোন ফিদিয়া নেই

প্রশ্ন : পাগল ব্যক্তি রোযা রাখতে না পারলে তার ফিদিয়া দিতে হবে কিনা?

উত্তর : না, ফিদিয়া দিতে হবে না। কেননা, সে শরীয়তের মুকাল্লাফই নয়।

وفى شرح الوقاية: وان مات فى سفره او مرضه اى لا تجب الفدية ـ (فدية الصوم ٢٥٠/١ اشرفية)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১, আল ফিকহুল ইসলামী ৬/৬০৬, আল ফিকহুল আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৪৪৮, শরহে বেকায়া ১/২৫০

মুসাফিরের রমযানের রোযা রাখা

প্রশ্ন : মুসাফির ব্যক্তির জন্য সফরে রোযা রাখা কষ্টকর না হয়, তখন তার রোযা রাখা না রাখার ব্যাপারে শরীআতের ফয়সালা কি?

উত্তর : রোযা রাখা উত্তম এবং না রাখা জায়েয আছে। তবে পরে কাযা করতে হবে।

قال الله تبارك وتعالى : وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. سورة البقرة : الاية ١٨٤

(প্রমাণ : সূরা বাকারা ১৮৪, ফাতহুল কাদীর ৪/৭৭ হিদায়া ১/২২১)

রোযা অবস্থায় দেশ পরিবর্তন

প্রশ্ন : আমি বাংলাদেশে রোযা রাখা অবস্থায় সৌদি আরব অথবা আমেরিকায় গেলাম এখন আমি ইফতার কোন দেশের সময় অনুযায়ী করব। উল্লেখ্য যে, অনেক সময় আমাদের দেশের তুলনায় অন্যান্য দেশে ৬-৭ ঘণ্টা ব্যবধান হয়ে যায় তখন কি করতে হবে?

উত্তর : শরীআতের নিয়ম হল রোযাদার ব্যক্তি যখন যে স্থানে থাকবে সেখানের সময় অনুযায়ী সাহরী ও ইফতার করবে। অতএব, আপনি রোযা রাখা অবস্থায় যে দেশে গেছেন ঐ দেশের সময় অনুযায়ীই রোযা রাখতে হবে ও ইফতার করতে হবে, যদিও নিজ দেশ এবং যেখানে গেছেন সেখানের সময়ের মাঝে ৬-৭ ঘণ্টার ব্যবধান হয়।

وفى صحيح البخارى : عن ابى اسحاق الشيبانى سمع ابن ابى اوفى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر..... الى اخره .... قال اذا رأيتم الليل اقبل من ههنا فقد افطر الصائم.... (باب الصوم فى السفر والافطار جا الجزء٧ صـ٢٦٠ اشرفية)

(প্রমাণ : সূরা বাক্বারা-১৮৭, বুখারী শরীফ ১/২৬০, আহকামুল কুরআন ১/৩৩০, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ২৮/১৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৪/১৭, মারাকিউল ফালাহ ৬৩১)

রমযান মাসে ফজরের নামাযের উত্তম সময়

প্রশ্ন : ফজরের নামায কখন পড়া উত্তম। রমযান মাসে ফজরের নামায কখন পড়া উত্তম? শুরুর ওয়াক্তে নামায পড়ে নেয়া কি শরীআত সম্মত?

উত্তর : ফজরের নামায এই পরিমাণ দেরি করে পড়া উত্তম যে, যদি নামায ফাসেদ হয়ে যায় তাহলে সুন্নাত তরীকায় দ্বিতীয় বার সূর্য উদয়ের পূর্বে নামায

আদায় করে নিতে পারে। রমযান মাসে ফজরের নামায শুরু ওয়াক্তেই আদায় করে নেয়াটা উত্তম। কারণ উলামায়ে আহনাফ দেরি করে ফজরের নামায পড়ার হাদীসকে যে সমস্ত কারণে প্রাধান্য দিয়েছেন তার মধ্যে থেকে একটি হলো, শুরু ওয়াক্তে ফজরের নামায পড়লে মানুষের কষ্ট হয় ও জামাআতে মানুষ কম হয়। পক্ষান্তরে রমযান মাসে শুরুর ওয়াক্তে নামায পড়লে মানুষের কষ্ট হয় না ও মানুষ বেশী হয় তাই আগে পড়ে নেয়াই উত্তম।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : ولان فى الاسفار تكثير الجماعة وفى التغليس تقليلها وما يؤدى الى التكثير افضل. (جا صـ٥٧٤ رشيدية)

(প্রমাণ : নাছবুর রায়া-১/২৩৫, আল ফিকহুল ইসলামী-১/৫৭৪, বাদায়ে-১/৩২৩)

ঈদের দিনে রোযা মান্নতের বিধান

প্রশ্ন : যদি কেউ ঈদের দিন রোযা রাখার মান্নত করে তাহলে তার মান্নত সহীহ হবে কিনা যদি সহীহ হয় তাহলে এ অবস্থায় তার কি করণীয় এবং এই দিন যদি উক্ত রোযা রাখে তাহলে তাহা আদায় হবে কি না?

উত্তর : তার মান্নত সহীহ হবে। তবে ঈদের দিন সে রোযা রাখবে না বরং পরবর্তীতে উহার কাযা করবে। আর যদি সে ঈদের দিন উক্ত রোযা রাখে তাহলে তার মান্নত পুরা হয়ে যাবে কিন্তু কবীরা গুনাহ হবে।

وفى التاتار خانية : نذر بصوم يومى العيد وايام التشريق صح وقضاها ولا عهدة ان صام فيها. (فصل فى النذر جـ٢ صـ١٢٦ دار الايمان)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২০৮, হাশিয়াতুত ত্বহত্বী ৬৯৫, তাতার খানিয়া ২/১২৬)

জুমার দিন রোযা রাখার বিধান

প্রশ্ন : শুধু জুমার দিন রোযা রাখা কেমন?

উত্তর : উলামায়ে আহনাফের নিকটে গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী শুধু জুমার দিন রোযা রাখা যাবে।

وفى خلاصة الفتاوى : ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند ابى حنيفة ومحمد ١/٢٨٥

প্রমাণ ঃ সিরাজিয়্যা ১৭০, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২৬৫

শাবানের ১৫ তারিখে রোযা রাখার বিধান

প্রশ্ন : শাবানের ১৫ তারিখে রোযা রাখা ফরজ ওয়াজিব, নাকি মুস্তাহাব?

উত্তর : শাবানের ১৫ তারিখে রোযা রাখা মুস্তাহাব।

وفى الفقه الاسلامى وادلته : والمستحب صيام الاشهر الحرم وشعبان (كتاب الصوم ٥٢٣/٢)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/২০২, আল বাহরুর রায়েক ২/২৫৯, মাউসুআ ২৮/৮৭, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৫২৩

ইসলামের দৃষ্টিতে সওমে বিসাল

প্রশ্ন : ইসলামের দৃষ্টিতে সওমে বিসাল তথা সেহরী, ইফতার না করে ধারাবাহিক রোযা রাখার বিধান কি?

উত্তর : সওমে বিসাল অর্থাৎ ইফতারহীন ধারাবাহিক ভাবে রোযা রাখার কারণে যদি শরীর এমন দুর্বল হয়ে পড়ে যার কারণে অন্যান্য ইবাদত করতে ও হালাল উপার্জন করতে ক্রটি হয় তাহলে মাকরুহে তাহরীমী হবে। আর যদি এমন দুর্বল না হয় এবং অন্য ইবাদতে ক্রটি না হয় তাহলে মাকরুহে তানযীহী হবে।

وفى الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية فى قول) الى كراهة صوم الوصال ـ (وزارة الاوقاف ١٦/٢٨)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/২৬৩, বাদায়ে ২/২১৭, আল-ফিকহুল ইসলামী ১/৪৩২, মাউসুআহ ২৮/১৬

রোজা ফরজ হয়েছে দ্বিতীয় হিজরিতে

প্রশ্ন : হিজরীর কত সালে রমযানের রোযা ফরজ হয়েছিলো?

উত্তর : হিজরতের দ্বিতীয় বছর রোযা ফরজ হয়।

كمافى القران الكريم : ياايها الذين امنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (سورة البقرة ١٨٢)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১৮৩, মিরকাত ৪/৩৬০

হাজীদের আরাফার দিন রোযা রাখা

প্রশ্ন : হাজীগণ আরাফার দিন রোযা রাখতে পারবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, পারবে। তবে যদি রোযা রাখার দরুন সে দুর্বল হয়ে যায়, যার কারণে হজ্বের কাজ সম্পাদন করতে বিঘ্নতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা হয়। তাহলে রোযা রাখা মাকরুহ।

وفى التاتارخانية: صوم يوم عرفة ... مستحب فى حق غير الحاج وكذا من لا يخاف الضعف من الحاج (كتاب الصوم فى بيان اوقات ١١٨/٢)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/৪৬, মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ২৭/৯১, তাতারখানিয়া ২/১১৮, আলফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৪৩

বালেগ হওয়ার পর রোযা ফরজ

প্রশ্ন : মুসলমানের উপর রোযা ফরজ হওয়ার সময় কখন?

উত্তর : বালেগ হওয়ার পর রোযা ফরজ হয়ে যায়, তবে যদি কারো বালেগ হওয়ার আলামত পাওয়া না যায়, তাহলে ১৫ বছর বয়স হলে রোযা ফরয হয়ে যাবে।

كمافى البحرالرائق : ويفتى بالبلوغ فيهما بخمسة عشرة سنة ـ (باب الحجر ٨٥/٨ رشيدية)

প্রমাণ ঃ আল বাহরুর রায়েক ৮/৮৫, হাশিয়ায়ে ত্বহতবী ৬২৪, আলফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ ১/৪২২

শাওয়ালের ছয় রোযা রাখা মুস্তাহাব

প্রশ্ন : শাওয়ালের ৬টি রোযা রাখার বিধান কি?

উত্তর : শাওয়ালের ৬টি রোযা রাখা মুস্তাহাব এবং তার অনেক ফযিলতের কথা হাদীসে এসেছে

وفى الفقه على المذاهب الاربعة : يندب صوم ستة من شوال مطلقا بدون شروط عند الائمة الثلاثة ـ ٤٣٠/١ صوم ست من شوار)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ১/১৬৯, আল-ফিকহুল ইসলামী ১/৪৩০, ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয় ৪/১৫৫, হাশিয়াতুত তাহতাবী ৬৩৯

আশুরার দিন রোযা রাখার হুকুম

প্রশ্ন : আশুরার দিন রোযা রাখার হুকুম কি? এবং একটি রোযা রাখতে হবে নাকি দুইটি?

উত্তর : আশুরার রোযা রাখা সুন্নাত, আগে পরে মিলিয়ে দুইটি রোযা রাখতে হবে। তবে একটি রোযা রাখাও জায়েয আছে।

كمافى صحيح البخارى: عن ابن عباس قال قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ماهذا قالوا هذا يوم صالح هذا

يوم انجى الله بنى اسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فانا احق بموسى منكم فصامه وامن بصيامه (باب صوم عاشوراء ۲٦٨/١ اشرفى)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/২৬৮, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৫২০, খুলাসাতুল ফাতওয়া ১/২৬৫, তাতারখানিয়া ২/১১৯

কাযা রোযা আদায়ের পূর্বে নফল রোযা রাখা

প্রশ্ন : কাযা রোযা ওয়াজিব এমন ব্যক্তি কাযা আদায়ের পূর্বে নফল রোযা রাখতে পারবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ, নফল রোযা রাখতে পারবে, তবে দায় মুক্তির জন্য প্রথমেই কাযা রোযা আদায় করা উচিত।

كمافى الدر المختار : ولذا جاز التطوع قبله بخلاف قضاء الصلوات (فى العوارض ١٥٣/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৫৩, হিদায়া ফাতহুল কাদীরের সূত্রে ২/২৭৫, বেনায়া ফাতহুল কাদীরের সূত্রে ২/২৭৫, দারুল উলুম দেওবন্দ ৬/৪৯৮

মেহমানের সন্তুষ্টির জন্য নফল রোযা ভাঙ্গা

প্রশ্ন : মেহমানের সন্তুষ্টির জন্য নফল রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, মেহমানের সন্তুষ্টি ও কাকুতি মিনতির জন্য নফল রোযা ভাঙ্গা জায়েয আছে। তবে পরবর্তীতে কাযা করে নিবে।

كمافى الدر المختار: والضيافة عذر للضيف والمضيف ان كان صاحبها ممن لا يرضى بمجرد حضوره ويتاذى بترك الافطار فيفطر والا لا ـ (فصل فى العوارض ١٥٤/١ زكريا)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৫৪, তাতারখানিয়া ২/১১৩, শামী ২/৪৬৯, আলমগীরী ১/২০৮

অভাবি ব্যক্তির রোযা না রেখে কাজ করা

প্রশ্ন : অভাবি দিন মজুর ব্যক্তি যে দিন এনে দিন খায় সে ব্যক্তির রোযা না রেখে কাজ করা বৈধ হবে কি?

উত্তর : না, রোযা না রেখে কাজকরা বৈধ হবে না; বরং রোযা রেখে যতটুকু সময় কাজ করতে প্রারে ততটুক সময়ই কাজ করবে। যাতে মোটামোটি সংসার চলে।

وفى البحر الرائق: لا يجوز للخباز ان يخبزخبزا يوصله الى ضعف مبيح للفطر بل يخبزنصف النهار ويستريح فى النصف (۲۸۲/٦٠٢)

প্রমাণ ঃ সূরা বাকারা ১/১৮৫, আল বাহরুর রায়েক ২/২৮২, সিরাজিয়্যা ১৬৩ আলমগীরী ১/২০৭

রোযা অবস্থায় দাঁত উঠানো

প্রশ্ন : রোযাদারের জন্য দাঁত উঠানো শরীয়তে কেমন। আর যদি দাঁত উঠানোর সময় বা উঠানোর পরে রক্ত আসে তাহলে তার দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যাবে কিনা?

উত্তর : চিকিৎসার জন্য দাঁত উঠানো জায়েয আছে। তবে যদি এপরিমাণ রক্ত বের হয় যাতে সে দূর্বল হয়ে পরে তাহলে মাকরূহ হবে।

وفى البحر الرائق: اذا خرج من الاسنان ودخل الحلق ان كانت الغلبة للبذاق لا يفسد صومه وان كانت للدم فسد ـ (٢٧٣/٢)

প্রমাণ ঃ তাতারখানিয়া ২/১০৫, আল বাহরুর রায়েক ২/২৭৩, হক্কানিয়া ৪/১৬৪

রোজাদার ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে দাঁতে রক্ত দেখা

প্রশ্ন : রোযাদার ব্যক্তি দিনের বেলায় ঘুম থেকে উঠে দাঁতে রক্ত দেখলে তার রোযা ভেঙ্গে যাবে কিনা?

উত্তর : যদি রক্ত থুথুর সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয় এবং প্রবল ধারণা হয় যে তা গলায় বা পেটে পৌঁছে গেছে তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে অন্যথায় ভাংবে না।

وفى الدر المختار : او خرج الدم ما بين اسنانه ودخل حلقه يعنى ولم يصل الى جوفه اما اذا وصل فان غلبَ الدم ام تساويًا فسد والا لا ـ (١٤٩/١)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৪৯, তাতারখানিয়া ২/১০৫, খুলাসা- ১/২৫৪,

হাকীমের বিচারের কারণে রোযা ভাঙ্গা

প্রশ্ন : হাকীম সাহেব বিচারের দিন কষ্ট হওয়ার কারণে কি রোযা ভাঙ্গতে পারবে?

উত্তর : না, উল্লিখিত সুরতে রোযা ভাংতে পারবে না, কারণ এটা রোযা ভাঙ্গার কোন শরয়ী উযর নয়।

كمافى العالمكيرية: شرط وجوبه الاسلام وا لعقل والبلوغ وشرط وجوب الأداء الصحة والاقامة (كتاب الصوم ١٩٥/١ رشيدية)

প্রমাণ ঃ আলমগীরী ১/১৯৫, তাতারখানিয়া ২/৮৯, আল ফিকহুল ইসলামী ২/৫৩৭

নিষিদ্ধ দিনে রোযা রাখার বিধান

প্রশ্ন : যদি কেউ নফল রোযা রাখে নিষিদ্ধ দিনে (অর্থাৎ দুই ঈদ এবং আইয়্যামে তাশরীকে) অতঃপর তা ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তার উপর কাযা করা ওয়াজিব?

উত্তর : নফল রোযা রেখে ভেঙ্গে দিলে কাযা করা ওয়াজিব। তবে নিষিদ্ধ দিনে রোযা রেখে ভেঙ্গে দিলে কাযা করা ওয়াজিব নয়।

وفى الهداية : ومن دخل فى صلاة التطوع او فى صوم التطوع ثم افسده قضاه.

(باب ما يوجب القضاء الكفارة جا صـ٢٢٣ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া-১/২২৩, আল বাহরুর রায়েক ২/২৯৮, খুলাছাহ-১/২৬৫)

আশুরার রোযা

প্রশ্ন : (ক) আশুরার রোযা শুধু একটি রাখার দ্বারা যথেষ্ট হবে? (খ) এমন কৃষক যিনি খুব কঠিন কাজ করেন তার জন্য রোযা না রাখার অনুমতি আছে কি?

উত্তর : (ক) আশুরার রোযা একটি রাখা মাকরূহ্ কারণ তাতে আহলে কিতাবদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে তাই দশ তারিখের সাথে নয় তারিখ অথবা এগার তারিখ মিলিয়ে দুটি রোযা রাখা মুস্তাহাব। বর্তমানে একটি রাখাও জায়েয আছে। (খ) এ ধরনের কৃষকের নিকট যদি এই পরিমাণ মাল থাকে যা তার ও তার পরিবারের জন্যে যথেষ্ট হবে তাহলে তার রোযা না রাখার কোন সুযোগ নাই। অন্যথায় সে এই পরিমাণ কাজ করবে যতটুকু তার ও তার পরিবারের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, আর এতটুকু কাজ যদি রোযা রেখে করা সম্ভব না হয় তাহলে অভিজ্ঞ আল্লাহওয়ালা মুফতীর শরণাপন্ন হয়ে নিজের কাজের ধরণ জানিয়ে তার পরামর্শ অনুযায়ী আমল করবে।

وفى الشامية : والذى ينبغى فى مسئلة المحترف حيث كان الظاهر أن ما مر من تفقهات المشائخ لا من منقول المذهب ان يقال اذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له الفطر لانه يحرم عليه السوال من الناس فالفطر اولى والا فله العمل بقدر ما يكفيه ولو اداه الى الفطر يحل له اذا لم يمكنه العمل فى غير ذالك. كتاب الصوم مطلب فى حديث الخ. ج٢ صـ٤٢٠ ايج ايم سعيد)

(প্রমাণ : বুখারী শরীফ ১/২৯৮, ফাতহুল বারী ৪/৭৭২, কাযীখান ১/২০৬, বাদায়ে ২/২১৮, শামী ২/৪২০)

হস্ত মৈথনের গুনাহ ও রোযার হুকুম

প্রশ্ন : হস্ত মৈথনের গুনাহ কি? কুরআন হাদীস দ্বারা জানতে চাই। হস্তমৈথনের দ্বারা রোযা ভাঙ্গবে কিনা ও গোসল ফরয হবে কি না?

উত্তর : শরয়ী ওযর ব্যতিত হস্ত মৈথন করা মাকরুহে তাহরিমী। হস্তমৈথন দ্বারা যদি বীর্যপাত হয় তাহলে রোযা ফাসেদ হবে এবং গোসল ফরয হবে, অন্যথায় নয়।

وفى الدر المختار : وكذا الاستمناء بالكف وان كره تحريما لحديث. (جا صـ١٥٠ زكريا)

(প্রমাণ : সূরা মু'মিনুন-৭, বিনায়া-৪/৩৯, সিরাজিয়া-১৬১, দুররে মুখতার-১/১৫০)

হস্তমৈথন করলে রোযার বিধান

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি যদি রোযা রাখা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে হস্তমৈথুন করে কিংবা নিজের রানের চিপায় বীর্যপাত ঘটায় তাহলে তার উপর কাযা কাফফারা আসবে কি না?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

كما فى الموسوعة الفقهية : استمناء بالكف....والتفخيذ او باللمس والتقبيل ونحوهما فانه يوجب القضاء دون الكفارة الخ جـ٢٨ صـ٣٣ وزارة الاوقاف

(প্রমাণ : আলমাউছুয়াতুল ফিকহিয়্যা-২৮/৩৩, বাদায়ে-২/২৪৪, আলমগীরী-১/২০৫, তাতার খানিয়া-২/১০৬, কিফায়া ২/২৫৬)

ই'তেকাফ

ই'তেকাফের শর্তসমূহ

প্রশ্ন : ই'তেকাফ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত কয়টি? এবং কি কি?

উত্তর : ই'তেকাফ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত দুইটি। (১) নিয়ত করা। (২) ওয়াজিব ই'তেকাফের ক্ষেত্রে রোযা রাখা।

وفى بدائع الصنائع : واما شرائط صحته..... ومنها النية لأن العبادات لا تصح بدون النية. ومنها الصوم فانه شرط لصحة الإعتكاف الواجب بلا خلاف بين اصحابنا. (كما مر ج٢ صـ٢٧٤ زكريا)

(প্রমাণ : বাদায়ে ২/২৭৪, হিদায়া ১/২২৯, বাহরুর বায়েক ২/২৯৯, তাতার খানিয়া ২/১৩২)

নফল ই'তেকাফ

প্রশ্ন : নফল ই'তেকাফের সময় সীমা কতটুকু হতে পারে?

উত্তর : নফল ই'তেকাফ এক মুহূর্তের জন্যও হতে পারে। ই'তেকাফের নিয়তে যতক্ষণ সে মসজিদে থাকবে ততক্ষণই সে ই'তেকাফকারীর সাওয়াব পেতে থাকবে।

وفى العالمغيرية : اما فى النفل فلا بأس بأن يخرج بعذر وغيره فى ظاهر الرواية (ج١ صـ٢١٣ مكتبة الحقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২১৩, ফাতহুল কাদীর ১/৩০৭, তাতার খানিয়া ২/১৩৫, হিদায়া ১/২২৯, কিফায়াহ ১/৩০৮)

মান্নত ই'তেকাফের সাথে রোযা রাখা জরুরী

প্রশ্ন : কেউ যদি রমযান মাসে অথবা অন্য কোন মাসের ই'তেকাফ করার মান্নত করে তাহলে তাহার উপর সে মাসের রোযাও রাখতে হবে কি না?

উত্তর : মান্নত ই'তেকাফের সাথে রোযা রাখা জরুরী- তাই ঐ ব্যক্তির উপর ই'তেকাফের সাথে সাথে রোযাও রাখতে হবে।

كما فى العالمغيرية : من نذر باعتكاف رمضان صح نذره... فان صام رمضان ولم يعتكف كان عليه ان يقضى اعتكاف شهر آخر متتابعا ويصوم فيه. (اعتكاف ج١ صـ٢١١ زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২১১, কাযীখান ১/২২৪, দুররে মুখতার ২/৪৪৩, তাতার খানিয়া ২/১৩৬, বাদায়ে ২/২৭৫)

মান্নত ই'তেকাফের বিধান

প্রশ্ন : যদি কেউ পাঁচ দিন ই'তেকাফ করার মান্নত করে তাহলে উক্ত দিন সমূহের রাত ইহাতে শামিল হবে কি না? এবং সে ভিন্ন ভিন্ন করে ঐ দিন সমূহের ই'তেকাফ করতে পারবে কিনা, না লাগাতারভাবে করতে হবে?

উত্তর : উল্লেখিত দিনসমূহের রাত্রও শামিল হবে এবং সে ঐ দিনসমূহের ই'তেকাফ ভিন্ন ভিন্নভাবে করতে পারবে না বরং লাগাতারভাবে করতে হবে।

وفى العالمغيرية : فلو نذر اعتكاف ثلاثة ايام او اكثر... لزمه الايام بلياليها... فلو نذر اعتكاف شهر بعينه او بغير عينه او ثلاثين يوما لزمه متتابعا هذا فى البدائع. (باب فى الاعتكاف جا صـ٢١٤ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২১৪, তাতার খানিয়া ২/১৩২, কাযীখান ১/২২৪)

ই'তেকাফকারীর দরস ও তাদরীসের হুকুম

প্রশ্ন : ই'তেকাফরত অবস্থায় দরস ও কিতাবী তালীম করতে পারবে কি?

উত্তর : হ্যাঁ মসজিদের মধ্যে থেকে দ্বীনি দরস ও তাদরীসের কাজ ই'তেকাফকারী ব্যক্তি করতে পারবে।

وفى الدر المختار : وتكلم الا بخير... كقرأة قران وحديث وعلم وتدريس فى سير الرسول عليه السلام وقصص الانبياء عليهم السلام وحكايات الصالحين وكتابة امور الدين. (اعتكاف جا صـ١٥٨ زكريا)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২১২, শামী ২/৪৫০, মারাকিউল ফালাহ ১/৭০৪, তাতার খানিয়া ২/৩৫, দুররে মুখতার ১/১৫৮, ফাতহুল কাদীর ২/৩৫)

ই'তিকাফ কারীর জন্য তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া

প্রশ্ন: ই'তেকাফকারীর জন্য তাহিয়্যাতুল মসজিদের নামায পড়ার বিধান কি? এবং কতবার পড়বে?

উত্তর : ই'তেকাফ করা হয় আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে আর নামায হল নৈকট্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। এজন্য ইতেকাফকারীর জন্য যত বার জরুরত থেকে ফারেগ হয়ে মসজিদে প্রবেশ করবে, প্রতিবার তাহিয়্যাতুল মসজিদ দু রাকাত করে নামায পড়া মুস্তাহাব। যদি কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তবে এটা যদি কষ্টসাধ্য হয়, তাহলে যে কোন একবার দুরাকাত পড়ে নিলেও মুস্তাহাব আদায় হয়ে যাবে।

وفى الدر المختار: ويسن تحية رب المسجد وهى ركعتان واداء الفرض او غيره

وكذا دخوله بنية فرض او اقتداء ينوب عنها بلا نية وتكفيه لكل يوم مرة ولا تسقط بالجلوس ـ(باب النوافل ١/ ٩٥ زكريا)

প্রমাণঃ বুখারী– ১/৬৩, দুররে মুখতার– ১/৯৫, শামী– ২/১৯, হিন্দিয়া– ১/১১২, তাতার খানিয়া– ১/৪১০

ই'তেকাফে বসে ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্নঃ ই'তেকাফে বসে মাল ক্রয়-বিক্রয় করার বিধান কি?

উত্তরঃ ই'তেকাফকারী নিজের এবং পরিবার পরিজনের জন্য জরুরী জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে। তবে মাল পত্র মসজিদের বাহিরে রাখবে। কেননা মাল–সামান মসজিদে উপস্থিত করা বা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরূহ।

وفى العالمكيرية: لابأس للمعتكف ان يبيع ويشترى الطعام وما لا بد منه (محظوراته : ١/٢١٣ حقانية)

প্রমাণঃ দুররে মুখতার– ১/১৫৭, শামী– ২/৪৪৮, শরহে বেকায়া, ১/২৫৫, আল বাহরুর রায়েক– ২/৩০৩, হিন্দিয়া– ১/২১৩,

ই'তেকাফকারী পানি আনার জন্য বাহিরে যেতে পারবে

প্রশ্নঃ ই'তেকাফকারী পানি আনার জন্য মসজিদের বাহিরে যেতে পারবে কিনা?

উত্তরঃ হ্যাঁ, যেতে পারবে যদি মসজিদে পানির ব্যবস্থা না থাকে এবং এনে দেওয়ার মত কোন ব্যক্তিও না থাকে।

وفى الشامية: ولا يخرج الالحاجة الانسان لانه معلوم وقوعها فلا بدمن الخروج فيصير مستثنى ـ (اعتكاف ٢/ ٤٤٨ سعيد)

প্রমাণঃ বুখারী– ১/২৭২, দুররে মুখতার– ১/১৫৭, শামী– ২/৪৪৮, হিন্দিয়া– ১/২১৩, বাদায়ে– ২/২৮২, আল বাহরুর রায়েক– ২/৩০৩

রোযা ভাঙলে উক্ত দিনের ই'তেকাফ কাযা করা

প্রশ্নঃ রমযানের শেষ দশ দিনের ই'তেকাফে বসার পর যদি ভেঙ্গে ফেলে তাহলে তার কাযা করতে হবে কি? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তরঃ হ্যাঁ, যে দিন ই'তেকাফ ভেঙ্গে দিয়েছে শুধু সে দিনের রোযাসহ কাযা করা ওয়াজিব। তবে পূর্ণ দশ দিন কাযা করাই উত্তম।

كما فى جامع الترمذى: فقال بعض اهل العلم اذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء (باب ماجاء فى الاعتكاف اذا خرج منه ١/١٦٥ اشرفية)

প্রমাণঃ আল বাহরুর রায়েক– ২/৩০২, হিদায়া– ১/২২৯, তিরমিযী– ১/১৬৫, শামী– ২/১৫৭, ফাতহুল কাদীর– ২/৩৮

অন্য মহল্লার লোক ই'তেকাফে বসা

প্রশ্নঃ অন্য মহলার লোক মসজিদে ই'তেকাফ করলে এলাকাবাসীর যিম্মাদারী আদায় হবে কিনা?

উত্তরঃ হ্যাঁ, আদায় হবে। তবে মহল্লার লোকদের ইতেকাফ করা উচিৎ।

وفى الدر المختار: وسنة مؤكدة فى العشر الاخير من رمضان اى سنة كفاية كما فى البرهان (باب الاعتكاف ١٥٦/١ زكريا)

প্রমাণঃ শামী– ২/৪৪২, দুররে মুখতারঃ ১/ ১৫৬, মাউসুআ– ৫/২০৯, আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবাআ– ১/২৬৭

ই'তেকাফকারী কাপড় নাড়া বা আনার জন্য বাহিরে যাওয়া

প্রশ্নঃ ই'তেকাফকারী কাপড় নাড়া বা আনার জন্য বাহিরে যেতে পারবে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তরঃ না, ই'তেকাফকারী কাপড় নাড়া বা আনার জন্য বাহিরে যেতে পারবে না। অতএব সে মসজিদের আদব রক্ষা করে ভিতরে কাপড় নাড়বে।

وفى فتح القدير: ولا يخرج من المسجد الالحاجة الانسان وهو البول - (٣٠٩/٢)

প্রমানঃ দুররে মুখতার– ১/১৫৭, ফাতহুল কাদীর– ২/৩০৯, তাতার খানিয়া– ২/১৩২, হিদায়া– ১/২৩০, হাশিয়ায়ে তহতবী – ৭০২, হিন্দিয়া– ১/২১২

ই'তেকাফে বসে মসজিদের কোণে চাদর দ্বারা ঘিরে নেওয়া

প্রশ্নঃ ই'তেকাফে বসে মসজিদের কোণে চাঁদর দ্বারা ঘিরে নেওয়া জায়েয কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তরঃ মসজিদ কমিটির জন্য উচিত হল মুতাকিফ ব্যক্তিদের জন্য মসজিদের ভিতরে চাঁদর বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা পর্দা করে দেওয়া। যাতে নামাযের বহির্ভূত সময়ে সেখানে আরাম ইত্যাদি করতে পারে। আর এই তরীকা হুজুর সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম এর যামানা থেকে চলে আসছে। তাই মসজিদের যে কোন পার্শে চাদর দ্বারা ঘিরা জায়েয।

وفى الموسوعة الفقهية: ولا بأس ان يستتر الرجال ايضا لفعل النبى صلى الله عليه وسلم ولا نه اخفى لعملهم (اعتكاف ٢١٠/٥ وزارة الاوقاف)

প্রমাণঃ বুখারী– ১/২৭২, মেরকাত– ৪/৫২৮, সুনানে কুবরা– ৬/৪১৬, মাওসুআ– ৫/২১০

সুন্নাত ই'তেকাফের জন্য মসজিদে প্রবেশের সময়

প্রশ্ন: ই'তেকাফকারী ব্যক্তি সুন্নাত ই'তেকাফের জন্য মসজিদে কখন প্রবেশ করবে?

উত্তর: ই'তেকাফকারী ব্যক্তি সুন্নাত ই'তেকাফের জন্য ২০ রমজানের দিন সূর্যাস্ত যাওয়ার পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করবে।

كما فى الترمذى: عن عائشة رض عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى قبضه الله وفى حاشيته كان يبدأ بالاعتكاف من اول النهار وبه قال جماعة من الائمة واما الائمة الاربعة فقد ذهبوا الى انه يدخل قبل الغروب من ليلة الحادى والعشرين ....(باب الاعتكاف ١٦٤ اشرفية)

প্রমাণ: তিরমিযী- ১৬৪, আবু দাউদ- ৩৩৪, আলমগীরী- ১/২২৪, আল বাহরুর রায়েক- ২/৩০০, শামী- ২/৪৪২, দুররে মুখতার- ১/১৫৬

ই'তেকাফকারীর মসজিদের ছাদে উঠা

প্রশ্ন: ই'তেকাফকারী মসজিদের ছাদে উঠার বিধান কি? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: হ্যাঁ, ই'তেকাফকারী মসজিদের ছাদে উঠতে পারবে। কেননা মসজিদের ছাদও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। এর দ্বারা ই'তেকাফ ভঙ্গ হবে না।

وفى الموسوعة الفقهية: واما سطح المسجد فقد قال ابن قدامة يجوز للمعتكف صعود سطح المسجد (اعتكاف ٢٢٤/٥ وزارة الاوقاف)

প্রমাণ: শামী ১/৬৫৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া- ১-২/২৬৯, তাতার খানিয়া- ২/১৩৪, মাওসুআ- ৫/২২৪, বাদায়ে- ২/২৮৪, আল বাহরুর রায়েক- ২/২০৩, হিন্দিয়া- ১/২১২

ই'তেকাফ অবস্থায় মহিলার হায়েয আসা

প্রশ্ন: ই'তেকাফ অবস্থায় মহিলার হায়েয হলে করণীয় কি?

উত্তর: ই'তেকাফ অবস্থায় মহিলার হায়েয হলে সে ইতেকাফ ছেড়ে দিবে এবং পরবর্তীতে ঐদিনের কাজা করে নিবে।

وفى بد ائع الصنائع: ولو حاضت المرأة فى حال الا عتكاف فسد اعتكافها لأن الحيض ينافى اهلية الاعتكاف لمنا فاتها الصوم لهذامنعت من انعقاد الاعتكاف فتمنع من البقاءِ۔ (باب ما يفسد الصوم ٢٨٧/٢ زكريا)

প্রমাণ: আবু দাউদ- ৩৩৫, বাদায়ে- ২/২৮৭, আল বাহরুর রায়েক- ২/৩০৪, তাতার খানিয়া- ১/১৩৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া- ১/২৬৮, ফাতহুল কাদীর- ২/৩০৭

মহিলাদের ইতেকাফ

প্রশ্ন: মহিলারা ই'তেকাফে বসতে পারবে কিনা, যদি পারে তাহলে ই'তেকাফ মসজিদে করা উত্তম না কি ঘরে?

উত্তর: মহিলারা ই'তেকাফে বসতে পারবে। তবে নিজ ঘরের কোন এক নির্ধারিত স্থানে বসবে, মসজিদে বসতে পারবে না।

وفى العالمكيرية: والمرأة تعتكف فى مسجد بيتها اذا اعتكفت فى مسجد بيتها فتلك البقعة فى حقها كمسجد الجماعة فى حق الرجل (باب الاعتكاف ١/ ٢١١)

প্রমাণ: শামী- ২/৪৪১ হিন্দিয়া ১/২১১ ফাতহুল কাদীর- ২/৩০৯, বাদায়ে- ২/২৮২, আল বাহরুর রায়েক- ২/৩০১, তাতার খানিয়া- ২/৬৩৩, হিদায়া- ১৩০,

মহিলাদের ই'তেকাফে বসে খানা পাকানো

প্রশ্ন: মহিলারা ঘরে ই'তেকাফের সময় খানা পাকাতে পারবে কিনা?

উত্তর: যদি খানা পাকানোর মত কেউ না থাকে, তখন সে খানা পাকাতে পারবে। নতুবা পারবে না।

كمافى التاتارخاية : ولا يخرج المعتكف من معتكفه ليلا ولا نهارًا الا بعذر وان خرج من غير عذر ساعة فسد اعتكافة : (الاعتكاف: ١٣٣/٣ دار الايمان)

প্রমাণ: মুসলিম- ১/১৪২, শামী- ২/৪৪৫, আল বাহরুর রায়েক- ২/৩০১, তাতার খানিয়া- ২/১৩৩

সুন্নাত ই'তেকাফ দশ দিনের কম হয় না

প্রশ্ন: সুন্নাত ই'তেকাফ দশ দিনের কম হলে সুন্নাত আদায় হবে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই

উত্তর: না আদায় হবে না।

وفى الدر المختار: وسنة مؤكدة فى العشر الاخير من رمضان (باب الاعتكاف ١/ ١٥٦ زكريا)

প্রমাণ: বুখারী- ১/২৭১, তিরমিযী- ১/১৭৪, মুসলিম- ১/১৭১, দুররে মুখতার- ১/১৫৬, হিদায়া- ১/২২৯, তহতাবী- ৭০০

ইতেকাফকারী কি কি ওযরের কারণে বাহিরে যেতে পারবে

প্রশ্ন: ই'তেকাফকারী কোন কোন ওযরের কারণে মসজিদের বাহিরে যেতে পারবে? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর: ই'তেকাফকারী নিম্নে উল্লেখিত ওযরসমূহের কারণে মসজিদের বাহিরে যেতে পারবে। শরয়ী প্রয়োজনের কারণে যেমন জুমার জন্য, ঈদের জন্য, আযান

দেওয়ার জন্য যদি মুয়াযযিন হয়। অথবা স্বভাবগত প্রয়োজনের কারণে যেমন পেশাব, পায়খানা নাপাক দূর করা, জানাবাত হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করা অথবা কঠিন প্রয়োজনের কারণে যেমন মসজিদ ধ্বসে যাওয়া, স্বাক্ষী দেওয়া, নিজের প্রাণ নাশের আশংকা হওয়ার কারণে।

وفى العالمكيرية: فلا يخرج المعتكف من معتكفه ليلا ونهارا الا بعذر ومن الاعذار يخرج للغائط و البول واداء الجمعة فإن خرج من المسجد بعذربأن انهدم المسجد أو اخرج مكرها وكذا لو خاف على نفسه او ماله

(فصل فى الاعتكاف : ٢١٢/١ حقانية)

প্রমাণঃ তিরমিযী- ১/১৬৫, ত্বহতবী- ৭০২-৭০৩, হিন্দিয়া- ১/২১২

জ্ঞানহীন বা পাগলের ই'তেকাফের বিধান

প্রশ্নঃ ই'তেকাফ অবস্থায় অজ্ঞান বা পাগল হলে ই'তেকাফ হবে কি? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তরঃ না, ই'তেকাফ হবে না। তবে পরবর্তিতে ঐ ই'তেকাফকে কাযা করতে হবে।

وفى التاتار خانية : اذا مرض المعتكف او اغمى عليه قضى (١٣٥/٢)

প্রমাণঃ হিন্দিয়া- ১/২১৩, দুররে মুখতার- ১/১৫৮, তাতার খানিয়া- ২/১৩৫, বাদায়ে- ২/২৮৭, আল ফিকহুল- ২/৬৩৪,

ই'তেকাফকারী ওযু গোসলের জন্য মসজিদের বাহিরে যাওয়া

প্রশ্নঃ ই'তেকাফকারী ওযু গোসল করার জন্য মসজিদের বাহিরে যেতে পারবে কিনা?

উত্তরঃ হ্যাঁ, যেতে পারবে। তবে যতদ্রুত সম্ভব পবিত্রতা অর্জন করে মসজিদে ফিরে আসবে। শর্ত হল মসজিদে উযু গোসলের ব্যবস্থা না থাকতে হবে।

وفى الدر المختار: وحرم عليه الخروج الالحاجة الانسان طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكن الاغتسال فى المسجد (باب الاعتكاف ١٥٧/١ زكريا)

প্রমাণঃ বুখারী- ১/২৭২, দুররে মুখতার- ১/১৫৭, বাদায়ে- ২/২৮৭, হিদায়া- ১/২৩০, হিন্দিয়া- ১/২১২, আল বাহরুর রায়েক- ২/৩০১

স্বামীর অনুমতী ব্যতিত স্ত্রীর ই'তেকাফের বিধান

প্রশ্নঃ মহিলারা স্বামীর অনুমতি ছাড়া ইতেকাফ করতে পারবে কি না শরীয়াতের আলোকে জানতে চাই।

উত্তরঃ না, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া ইতেকাফ করতে পারবে না।

كما فى فتح القدير: لا تعتكف الا باذن زوجها (باب الاعتكاف : ٢/ ٣٠٩ رشيدية)

প্রমাণঃ ফাতহুল কাদীর– ২/৩০৯, আল বাহরুর রায়েক– ২/৩০১, শামী– ২/৪৪১, সিরাজিয়া– ১৭৭, বিনায়া– ৪/১২৬, আল ফিকহুল ইসলামী– ২/৬২১

মহিলা ই'তেকাফের স্থান থেকে বের হলে তার বিধান

প্রশ্নঃ মহিলা ই'তেকাফের স্থান থেকে বের হলে ই'তেকাফ বাতিল হবে কিনা?

উত্তরঃ বিনা প্রয়োজনে এক মুহূর্তের জন্যও বাহির হলে ইতেকাফ বাতিল হয়ে যাবে।

وفى فتح القدير: لا يخرج منه الالحاجة الانسان . وهو البول والغائط (باب الاعتكاف : ٢/٣٠٩ رشيدية)

প্রমাণঃ তিরমিযী– ১/১৬৬, আবু দাউদ – ৩৩৪, বাদায়ে– ২/২৮২, ফাতহুল কাদীর– ২/৩০৯, হিদায়া– ১/২৩০, আলমগীরী– ১/২১২

ই'তেকাফকারী ব্যক্তি বাহির হয়ে জানাযায় শরীক হওয়া

প্রশ্নঃ ই'তেকাফকারী মসজিদের বাহিরে জানাযায় শরীক হতে পারবে কিনা?

উত্তরঃ না, ইতেকাফকারী মসজিদের বাহিরে জানাযায় শরীক হতে পারবে না।

وفى سنن ابى داود:عن عائشة انها قالت السنة على المعتكف ان لا يعود مريضًا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة الالما لا بدمنه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا فى مسجد جامع (باب المعتكف يعود المريض مكل ٣٣٥ اشرفية)

প্রমাণঃ সূরা মুহাম্মাদ– ৩৩, আবু দাউদ– ৩৩৫, বাদায়ে– ২/২৮৩, দুররে মুখতার– ১/১৫৭

ই'তেকাফকারীর অপ্রয়োজনীয় কথা বলা

প্রশ্নঃ ই'তেকাফকারী অপ্রয়োজনীয় কথা বললে ই'তেকাফের কোন ক্ষতি হবে কিনা? এবং সাওয়াবের আশায় চুপ করে থাকলে কোন সাওয়াব হবে কিনা?

উত্তরঃ ই'তেকাফ অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে এমন কথা বার্তা বলা যার মাঝে দুনিয়া বা আখেরাতের কোন ফায়দা নেই মাকরুহে তাহরীমী। সুতরাং ই'তেকাফ অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে কথা বললে ই'তেকাফতো ভঙ্গ হবে না, তবে পূর্ণ সাওয়াবও পাবে না এবং সওয়াবের আশায় একদম চুপ করে থাকাও মাকরুহে তাহরীমী। বরং উত্তম হল কোরআন তেলাওয়াত করা, হাদীস পড়া, এলমে দ্বীন শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেওয়া, নবীদের ইতিহাস পড়া বুযুর্গানে দ্বীনের মালফুজাত পড়া, দ্বীনি কিতাব পড়া ইত্যাদি।

وفی الدر المختار : ویکرہ تحریما صمت ان اعتقدہ قربة والا لا لحدیث من صمت نجا وتکلم الا بخیرو ھوما لا اثم فیہ ومنہ المباح عند الحاجة الیہ لا عند عدمھا وھو محمل مافی الفتح انہ مکروہ فی المسجد ۔(باب الاعتکاف ۱/ ۱۵۸ زکریا)

প্রমাণঃ তাতার খানিয়া– ২/১৩৫, দুররে মুখতার– ১/১৫৮, শামী– ২/৪৫০ আল বাহরুর রায়েক– ২/৩০৪, হিন্দিয়া– ১/২১২

ই'তেকাফের উত্তম স্থান

প্রশ্ন : ই'তেকাফের জন্য উত্তম স্থান কোনটি? শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : ইতেকাফের জন্য উত্তম স্থান হলো পুরুষের জন্য জামে মসজিদ আর মহিলাদের জন্য ঘরের নির্ধারিত কোন স্থান।

کما فی العالمکیریة: الاعتکاف فی المسجد الحرام افضل ثم بعدہ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم المسجد الجامع (باب الاعتکاف ۲۲۱/۱ حقانیة)

প্রমাণঃ হিন্দিয়া– ১/২২১, আল বাহরুর রায়েক– ২/৩০১, ফাতহুল কাদীর– ২/৩০৮, বাদায়ে– ২/২৮১, তাতার খানিয়া– ২/১৩৩

রোযা ভাঙলে সুন্নাত ই'তেকাফের বিধান

প্রশ্নঃ রমজানের শেষ দশ দিনে ইতেকাফে বসার পর ওযরের কারণে রোযা ভেঙ্গে দিলে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ই'তেকাফ আদায় হবে কিনা?

উত্তরঃ না, সুন্নাত ই'তিকাফ আদায় হবে না। কেননা রমজানের শেষ দশদিনের ইতেকাফ হল সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, আর তার জন্য ওয়াজিব ই'তেকাফের ন্যায় রোযা শর্ত। সুতরাং প্রশ্নেবর্ণিত সুরতে ই'তেকাফ নফল হিসাবে আদায় হবে।

وفی الشامیة ۔ ومقتضی ذلك ان الصوم شرط ایضافی الاعتکاف المسنون لا نہ مقدر بالعشر الاخیر حتی لو اعتکفہ بلا صوم لمرض او سفر ینبغی ان لایصح عنہ بل یکون نفلا فلا تحصل بہ اقامة سنة الکفایة ویؤیدہ قول الکنز سن لبث فی مسجد بصوم ونیة ۔ (باب الاعتکاف ۴۴۲/۲ سعید)

প্রমাণ : আবু দাউদ– ১/৩৩৫, শামী– ২/৪৪২, আল বাহরুর রায়েক– ২৩৩, বাদায়ে– ২/২৭৪

ই'তেকাফ অবস্থায় সহবাস করা

প্রশ্ন : যদি ই'তেকাফকারী দিনে অথবা রাত্রে ভুলে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস করে তাহলে ই'তেকাফ ভাঙ্গবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ উল্লেখিত সুরতে ই'তেকাফ ভেঙ্গে যাবে।

وفى الهداية : فان جامع ليلا او نهارا عامدا او ناسيًا بطل اعتكافه. (باب الاعتكاف جا صـ٢٣١ مكتبة اشرفى

(প্রমাণ : হিদায়া-১/২৩১, ফাতহুল কাদীর-১/৩১৩, কিফায়া-১/১১৩, বিনায়া-৪/১৩৪, নাছবুর রায়া-২/৫১৯)

ই'তেকাফ অবস্থায় মোবাইলে ক্রয় বিক্রয়

প্রশ্ন : ই'তেকাফ অবস্থায় মোবাইলের মাধ্যমে ব্যবসা করার হুকুম কি?

উত্তর : বেচা কেনা করে দিবে এমন ব্যক্তি যদি না মিলে তাহলে জরুরতের ক্ষেত্রে মসজিদের মধ্যে ই'তেকাফ অবস্থায় বেচা-কেনা করা জায়েয। চাই সরাসরি কথার মাধ্যমে হোক বা মোবাইলের মাধ্যমে হোক। তবে সামানপত্র মসজিদে আনা মাকরূহ।

وفى التاتارخانية : ولا بأس للمعتكف بأن يبيع ويشترى فى المسجد وعن ابى يوسف انه قال هذا اذا لم يحضر السلعة فى المسجد فاما اذا احضرها فهو مكروه وقيل اذا كان يبيع ويشترى للتجارة فهو مكروه. (الفصل فى المتفرقات ج٢ صـ١٤٤)

(প্রমাণ : তাতার খানিয়া ২/১৪৪, দুররে মুখতার ১/১৫৭, আল বাহরুর রায়েক ৬/৩০৩, ফাতহুল কাদীর ২/৩১২)

রমযান মাসের ২১তম রাত্রি অতিবাহিত হলে ইতেকাফ করা

প্রশ্ন : রমজান মাসের ২১তম রাত্রির কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর ইতেকাফ করলে পূর্ণ ইতেকাফ বলে গণ্য হবে কি?

উত্তর : না, রমজানের শেষ দশকে যেটা সুন্নাতে মুআক্কাদা আলাল কিফায়া হিসাবে আদায় করা হয় সেটা আদায় হবে না। সেটার জন্য ২০তম রমজানের সূর্য ডুবে যাওয়ার পূর্বেই মসজিদে হাজির হতে হবে।

وفى السراجية: اذا نذر اعتكاف ليلتين دخلت فيه الايام والليالى فيدخل المسجد قبل غروب الشمس ويخرج بعد الغروب من اليوم ا لثانى ـ (باب الاعتطاف ١٧٣ الاتحاد)

প্রমাণ ঃ মুসলিম ১/৩৭১, সিরাজিয়্যা ১৭৩ হিদায়া ১/২২৯ আল বাহরুর রায়েক ২/৩০০

এতেকাফরত অবস্থায় খবর শোনা ও পত্রিকা পড়া

প্রশ্ন : এতেকাফরত অবস্থায় খবর শোনা ও পত্র-পত্রিকা পড়তে পারবে কিনা? কেননা পত্রিকার মধ্যে উলঙ্গ ছবি থাকে।

উত্তর : এতেকাফের বুনিয়াদী ভিত্তি হলো আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি। কাজেই এমন কাজে লিপ্ত থাকা যাহা আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টির কারণ হয়। ফুকাহায়ে কেরামগণ এতেকাফকারীদের কোরআন তেলাওয়াত, দ্বীনী কিতাব এবং নফল ইবাদত বেশি করার কথা বলেছেন। আর মসজিদে ছবিওয়ালা পত্র-পত্রিকা ও গান বাদ্যের যন্ত্র নিয়ে যাওয়া জায়েয নেই।

كمافى الهداية: ويلازم التلاوة والحديث والعلم وتدريسه وسير النبى صلى الله عليه وسلم والانبياء عليهم السلام واخبار الصالحين وكتابة امور الدين (١/٢١٢)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/২১২, হক্কানিয়া ৪/২০৮, দুররে মুখতার ২/৪৪৯

মহল্লার প্রতি মসজিদে ইতিকাফ করা

প্রশ্ন : মহল্লার প্রত্যেক মসজিদে ইতেকাফ জরুরী কিনা?

উত্তর : রমজান মাসে এতেকাফ সুন্নাতে কেফায়া কিন্তু ফিকহি কিতাবের মধ্যে একথা স্পষ্ট পাওয়া যায়নি যে মহল্লার প্রত্যেক মসজিদে এতেকাফ করা জরুরী, তবে আল্লামা শামী (রহ.) তারাবীর সাথে তাশবিহ দিয়ে বলেন, প্রত্যেক মসজিদ এতেকাফ করা জরুরী।

وفى الهداية: وعن ابى حنيفة رح انه لا يصح الا فى مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس - (٢/٢٢٩)

প্রমাণ ঃ শামী ২/২৪৯, হিদায়া ২/২২৯, হক্কানিয়া ৪/২০৬
]

কয়েকজন পালাক্রমে ১০ দিন এতেকাফ করলে আদায় হবে না

প্রশ্ন : কয়েকজন পালাক্রমে ১০ দিন এতেকাফ আদায় করলে সুন্নাত আদায় হবে কিনা?

উত্তর : এতেকাফ মাসনুন আদায় হওয়ার জন্য একই ব্যক্তি রমজান শরীফের শেষের ১০ দিন এতেকাফ করতে হয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে এতেকাফ আদায় হবে না। বরং সকলের জিম্মায় সুন্নতে মুআক্কাদায়ে কিফায়া থেকে যাবে।

وفى العالمكيرية : وينقسم الى واجب وهو المنذور تنجيزا او تعليقا والى سنة مؤكدة وهو فى العشر الاخير من رمضان والى مستحب وهو ماسواءهما ـ (فصل فى الاعتكاف ٢١١/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ বুখারী ১/২৭১ আল বাহরুর রায়েক ২/২৯৯ আলমগীরী ১/২১১

পাঞ্জেগানা মসজিদে ইতেকাফ করা

প্রশ্ন : পাঞ্জেগানা মসজিদে ইতেকাফ করা সহীহ্ হবে কিনা?

উত্তর : হ্যাঁ, ইতেকাফ করা সহীহ্ হবে।

وفى البحرالرئق : انه يصح فى كل مسجد له اذان واقامة (باب الاعتكاف ٣٠١/٢)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৫৫, আলমগীরী ১/২১১, আল বাহরুর রায়েক ২/৩০১, ফাতহুল কাদীর ২/৩০৮

মান্নত ইতেকাফকারী কোন কারণবশত মসজিদ থেকে বের হওয়া

প্রশ্ন : মান্নতের ইতিকাফকারী ইতিকাফ অবস্থায় জানাযা নামায এবং রুগীর সেবা যত্ন করার জন্য মাসজিদ থেকে বের হতে পারবে কিনা?

উত্তর : মান্নতের সময় যদি বের হওয়ার নিয়্যত করে তাহলে বের হতে পারবে, অন্যথায় পারবে না।

كمافى العالمكيرية: قوله شرط وقت النذر والالتزام ان يخرج الى عيادة المريض وصلاة الجنازة وحضور مجلس العلم يجوز له ذلك ـ (باب اعتكاف ٢١٢/١ حقانية)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/২১২, দুররে মুখতার ১/১৫৩, তাতারখানিয়া ২/১৩৪, বাদায়ে ২/২৮৫

মহিলাদের অন্যের ঘরে গিয়ে ইতিকাফ করা

প্রশ্ন : রমজান মাসের শেষ ১০ দিনে মহিলারা নিজ ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে এতেকাফ করতে পারবে কিনা?

উত্তর : মহিলাদের জন্য শরীয়তের নির্দেশ হলো তারা নিজ নিজ ঘরের ঐ স্থানে এতেকাফ করবে যে স্থানকে নামাজের জন্য নির্দিষ্ট করেছে। সুতরাং মহিলারা নিজ ঘর ছাড়া অন্যের ঘরে এতেকাফ করতে পারবে না।

وفى التاتارخانية: والافضل فى حق المرأة الاعتكاف فى مسجد بيتها يريد به الوضع المعد للصلاة ـ (فصل فى اعتكاف ١٣٣/٢ دالرالايمان)

প্রমাণ ঃ হিদায়া ১/২৩০, তাতারখানিয়া ২/১৩৩, সিরাজিয়্যা ১৭২, আলমগীরী ১/২১১, ফাতাহুল কাদীর ২/৩০৯

ইতেকাফকারী ভুলে মসজিদের বাহিরে আসা

প্রশ্ন : ই'তেকাফকারী ভুলে মসজিদের বাহিরে আসলে তার ই'তেকাফ ভেঙে যাবে কিনা?

উত্তর : হ্যা, ওযর ব্যতীত ভুলে মসজিদের বাহিরে আসলেও ই'তেকাফ ভেঙে যাবে। এবং শুধু ভেঙ্গে যাওয়া দিনের কাযা করতে হবে। ইচ্ছা করলে রমজানে কাজা করতে পারবে নতুবা রমজানের পরে নফল রোযার সাথেও কাজা করতে পারবে।

كمافى فتح القدير۔ ولو خرج من المسجد ساعة من ليل او نهار... والخلاصة ان الخروج عامدا او ناسيا او مكرها ... فسد اعتكافه عند ابى حنيفة رحمه الله (كتاب الاعتكاف ٢٣١٠ رشيدية)

প্রমাণ ঃ ফাতহুল কাদীর ২/২১০, হিদায়া ১/২৩০, কিফায়া ২/৩১০, কানযুদদাকায়েক ৭১

ইতেকাফকারী ইতেকাফ অবস্থায় মারা গেলে করণীয়

প্রশ্ন : ইতেকাফকারী যদি ইতেকাফ অবস্থায় মারা যায় তাহলে সেই ইতেকাফ পরিপূর্ণ করা জরুরী কি?

উত্তর : রমজানের শেষ দশ দিন ই'তেকাফ করা সুন্নাত। সুতরাং কোনো এলাকায় যদি ই'তেকাফকারী দশদিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মারা যায়। তাহলে তার জায়গায় অন্য আর একজনকে বসিয়ে দশদিন পূর্ণ করতে হবে। আর যদি এমনটি না করা হয়, তাহলে মহল্লার সকলের উপর ই'তেকাফের জিম্মাদারি থেকে যাবে।

وفى البحر الرائق: وسنة وهو فى العشر الاخير من رمضان ـ (باب الاعتكاف ٢٩٩/٢ رشيدية)

প্রমাণ ঃ শামী ২/৪৪২, আল বাহরুর রায়েক ২/২৯৯, শরহে বেকায়া ১/২৫৫, মাউসুআ ২/৬১৬

মুতাকিফের জন্য মসজিদে স্থান নির্দিষ্ট করা

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি এতেকাফ করবে তার জন্য মসজিদের কোন স্থান নির্দিষ্ট করা জরুরী কিনা?

উত্তর : না, জরুরী নয়, বরং মসজিদের ভিতরে যেখানেই মন চায় বসতে পারবে।

كمافى الدرالمختار : ورخص المعتكف باكل وشرب والنوم وعقد احتاج اليه ـ (باب الاعتكاف ١٥٧/١)

প্রমাণ ঃ দুররে মুখতার ১/১৫৭, আলমগীরী ১/২১২, শামী ২/৪৪৮, হিদায়া ১/২৩০

পরিবারের অসুস্থতার কারণে এ'তেকাফ ছাড়া জায়েয

প্রশ্ন : পরিবারের অসুস্থতা অথবা কোন বড় ধরনের দুর্ঘটনার কারণে ই'তেকাফ ছাড়া জায়েয আছে কিনা?

উত্তর : জান, মাল ও পরিবারের নিশ্চিত কোন ক্ষতির আশংকা হলে ই'তেকাফ ছাড়া জায়েয আছে।

وفى التاتارخانية: ولو تفرق اهل المسجد او خلاف على نفسه وماله من المكابرين جازله الخروج ولا يبطل الاعتكاف ـ (الفصل الثانى عشر فى لاعتكاف ـ ١٣٤/٢ دارالايمان)

প্রমাণ ঃ হিন্দিয়া ১/২১২, তাতারখানিয়া ২/১৩৪, দুররে মুখতার ১/১৫৮

ই'তেকাফ অবস্থায় স্ত্রীকে আলিঙ্গন করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি ই'তেকাফে থাকা অবস্থায় রাতের বেলায় তার স্ত্রী খানা দেওয়ার জন্য যায়। তখন সে স্ত্রীকে কাম উত্তেজনার সাথে জড়িয়ে ধরলো। এখন জানার বিষয় হল উক্ত ব্যক্তির ই'তেকাফ বাতিল হবে কি না?

উত্তর : যদি ই'তেকাফকারী ব্যক্তির স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরার কারণে বীর্যপাত ঘটে তাহলে তার ই'তেকাফ বাতিল হয়ে যাবে এবং ঐ দিনের ই'তেকাফ কাজা করতে হবে। আর যদি ই'তেকাফকারীর বীর্যপাত না ঘটে তাহলে, ই'তেকাফ বাতিল হবে না। কিন্তু ই'তেকাফ অবস্থায় স্ত্রীকে উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করা, চুম্বন করা হারাম।

كما فى الهداية : ولو جامع فيما دون الفرج فانـزل او قبل او لمس فانـزل يبطل اعتكافه. ولو لم ينـزل لا يفسد. (كتاب الصوم باب الاعتكاف جا صـ٢٣١ اشرفية)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২৩১, বিনায়া ৪/১৩৪, কিফায়া ২/২১৩, তাতার খানিয়া ১/৫২৯, আল বাহরুর রায়েক ২/১১৭)

ই'তেকাফকারী ওযরবিহীন মসজিদ হতে বের হওয়া

প্রশ্ন : ই'তেকাফকারী ওযর ব্যতিত মসজিদ থেকে যদি বের হয় তাহলে তার ই'তেকাফ ভঙ্গ হবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সামান্য সময়ের জন্যও যদি বের হয় তাহলে ই'তেকাফ ভেঙ্গে যাবে।

كما فى الهداية : ولو خرج من المسجد ساعة بغير عذر فسد اعتكافه. (باب الاعتكاف جا صـ٢٣٠ مكتبة اشرفى)

(প্রমাণ : হিদায়া ১/২৩০, ফাতহুল কাদীর ১/৩১০, কিফায়া ১/৩১০, নাছবুর রায়াহ ২/৫১৮, বিনায়া ৪/১২৮)

ই'তেকাফকারী আযানের জন্য মসজিদের বাহিরে যাওয়া

প্রশ্ন : ই'তেকাফকারী যদি আযান দেওয়ার জন্য মসজিদের বাহিরে যায়, তাহলে তার ই'তেকাফ ভেঙ্গে যাবে কি না?

উত্তর : না, ই'তেকাফকারী আযানের জন্য মসজিদের বাহিরে যাওয়ার দ্বারা ই'তেকাফ ভাঙ্গবে না।

وفى العالمغيرية : ولو صعد المئذنة لم يفسد اعتكافه بلا خلاف وان كان باب المئذنه خارج المسجد كذا فى البدائع. (الباب السابع فى الاعتكاف جا صـ٢١٢)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২১২, তাতার খানিয়া ২/১৩৪ বাদায়ে ২/২৮৪, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৫/২২৫)

ই'তেকাফকারীর বাড়িতে যাওয়া

প্রশ্ন : যদি ই'তেকাফকারীর দু'টি বাড়ি থাকে। একটি নিকটে, অন্যটি দূরে। এখন যদি নিজ প্রয়োজনে যেমন খাওয়া দাওয়া, বাথরুম ইত্যাদি নিকটবর্তী বাড়ি রেখে দূরবর্তী বাড়িতে যায় তাহলে তার ই'তেকাফ ভেঙ্গে যাবে?

উত্তর : উল্লেখিত সুরতে ই'তেকাফ ভেঙ্গে যাবে।

وفى العالمغيرية : وان كان له بيتان قريب وبعيد قال بعضهم لا يجوز ان يمضى الى البعيد فان مضى بطل اعتكافه كذا فى السراجى الوهاج. (الباب السابع فى الاعتكاف جا صـ٢١٢ حقانية)

(প্রমাণ : আলমগীরী ১/২১২, শামী ২/১৫৭, আল মাউসুআতুল ফিকহিয়্যা ৫/২২০)

তিহ্যবাহী আল-জামিআতুল ইসলামিয়া ফজলে খোদা-এর ১৪৩৬-৩৭ হিজরী মুতাবিক ২০১৫-১৬ ইংরেজী শিক্ষাবর্ষের ফাতাওয়া বিভাগ (ইসলামী আইন ও গবেষণা কোর্স) সমাপনী ছাত্রদের নামের তালিকা-

(ভর্তি ক্রমানুসারে প্রদত্ত)

১। নামঃ মাওলানা তৈয়্যিবুর রহমান পিতাঃ আ. ছালাম বিন আছিম বেপারী গ্রামঃ ছত্রভোগ পোঃ বাঘড়া থানাঃ শ্রীনগর জেলাঃ মুন্সীগঞ্জ	২। নামঃ মাওলানা রফিকুল ইসলাম পিতাঃ আ.সামাদ বিন হাফিজ কটি গ্রামঃ নারিশা প.চর জোয়ার পোঃ নারিশা থানাঃ দোহার জেলাঃ ঢাকা
৩। নামঃ হা. মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক পিতাঃ মুহা.আ.মালেক পত্তন্দার গ্রামঃ মাহমুদপুর পোঃ হরিচণ্ডি থানাঃ দোহার জেলাঃ ঢাকা	৪। নামঃ মাওলানা আল-আমীন পিতাঃ মুহাম্মদ শেখ আ.মান্নান গ্রামঃ নারিশা পশ্চিম চর পোঃ নারিশা থানাঃ দোহার জেলাঃ ঢাকা
৫। নামঃ মাওলানা আব্দুল্লাহ তৈয়্যিব পিতাঃ মাওলানা আবুল কাসেম গ্রামঃ চান্দের নগর পোঃ রণসিংহপুর থানাঃ ধোবাউড়া জেলাঃ মোমেনশাহী	৬। নামঃ হা. মাও. রুহুল আমীন সিরাজী পিতাঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান গ্রামঃ নবীনগর পোঃ ভেন্নাবাড়ী থানাঃ সিরাজগঞ্জ জেলাঃ সিরাজগঞ্জ
৭। নামঃ মাওলানা নূরুলহুদা সিরাজী পিতাঃ মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন গ্রামঃ নবীনগর পোঃ ভেন্নাবাড়ী থানাঃ সিরাজগঞ্জ জেলাঃ সিরাজগঞ্জ	৮। নামঃ মুহা. মাও. জাকিরুল ইসলাম পিতাঃ মুহাম্মাদ আজহারুল ইসলাম গ্রামঃ গোটিয়া পোঃ গোটিয়া থানাঃ সিরাজগঞ্জ জেলাঃ সিরাজগঞ্জ

৯। নামঃ মাওলানা দেলাওয়ার হুসাইন পিতাঃ মুহাম্মাদ ইয়াকুব আলী গ্রামঃ বাউক পালিয়া পোঃ কাট বাউলা থানাঃ মুক্তাগাছা জেলাঃ মোমেনশাহী	১০। নামঃ মাওলানা আব্দুল্লাহ ফরিদপুরী পিতাঃ মুহাম্মাদ আকরাম শেখ গ্রামঃ নটখোলা পোঃ সূর্যদিয়া থানাঃ সালথা জেলাঃ ফরিদপুর
১১। নামঃ হা. মাওলানা বেলাল হুসাইন পিতাঃ মরহুম আ.হামীদ সরদার গ্রামঃ মথুরাপুর পোঃ মথুরাপুর থানাঃ মধুখালী জেলাঃ ফরিদপুর	১২। নামঃ মাওলানা কুতুবুদ্দীন পিতাঃ মরহুম আ.করীম ক্বারী গ্রামঃ মহিশের চর পোঃ পাকা মসজিদ থানাঃ মাদারীপুর জেলাঃ মাদারীপুর
১৩। নামঃ হা. মাওলানা নিয়ামাতুল্লাহ পিতাঃ শেখ আ. কুদ্দুস গ্রামঃ পশ্চিম ধোয়াইর পোঃ দক্ষিন বাহ্রা থানাঃ দোহার জেলাঃ ঢাকা	১৪। নামঃ মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মামুন পিতাঃ মরহুম আমীর আলী খান গ্রামঃ হিজলতলা পোঃ হিজলতলা থানাঃ সাহেবের হাট বন্দর জেলাঃ বরিশাল

দারুল ইফতার যোগাযোগ : ০১৯১৪৬৫৪০৬৫

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া

আমরা মুসলমান। আমাদের জন্য নীতি নৈতিকতাহীন জীবনযাপনের কোন সুযোগ নেই। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বিষয়ের দিক নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। এ সকল দিক নির্দেশনা মোতাবেক পরিচালিত জীবনের নামই হলো ইসলামী জীবন। ইসলামী জীবন ধারায় কুরআন সুন্নাহভিত্তিক জীবনযাপনে ফাতওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। আর ফাতওয়ার-এ দায়িত্ব পালনে বর্তমানে রয়েছে মুফতী বোর্ড, দারুল ইফতা, ফাতাওয়া বিভাগ নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

আল জামিআতুল ইসলামিয়া ফজলে খোদা দোহার ঢাকা-এর ফাতাওয়া বিভাগ উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহেরই অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। দেশের মুসলিম জনসাধারণের বিভিন্ন সমস্যার যে সমাধান জামিআর ফাতাওয়া বিভাগ পেশ করেছে, তারই একটি সুবিন্যস্ত ধারাবাহিক সংস্করণ 'ফাতাওয়ায়ে কাসেমীয়া'। যা আকাইদ, ইবাদাত, মুআমালাত, মুআশারাত ও আখলাক সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ফাতওয়াসমূহের অনবদ্য সংকলন।

আশাকরি আপনার ইসলামী জীবনযাপনে এটি নির্ভরযোগ্য দিক নির্দেশকের ভূমিকা পালন করবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এটিকে কবুলিয়াতের মর্যাদা দান করুন।—আমীন

ISBN 978-984-61010-1-0

আশরাফিয়া বুক হাউস
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৬)
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০